আগ্রা ও বঙ্গরাজধানীর

রাজস্বসম্পর্কীয় আইনের পথদর্শক গ্রন্থ।

তন্মধ্যে রাজস্ব বিষয়ের যত আইন এইক্ষণে চলিত আছে তাহা

বিষয় বিভাগানুসারে সংগৃহীত হইয়া

শ্রীযুত জান মার্সমন সাহেবকর্তৃক

প্রকাশিত হইল।

১৮৩৩ সালের ১ সেপ্তেম্বর তারিখপর্য্যন্ত যত আইন

হইয়াছে সে সমুদায় এই গ্রন্থের মধ্যে

পাওয়া যাইবে।

প্রথম বালম।

শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৮৩১।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থের মধ্যে সরকারী রাজস্ববিষয়ক যত আইন রদ না হই
য়া কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে চলিত
আছে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। বোধ হয় এক আইনও বাকী
নাই এবং যে সকল আইন কৌন্সেলে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের
আজ্ঞাক্রমে তর্জমা হইয়াছিল তাহাই অবিকল মুদ্রাঙ্কিত হইয়া
ছে। এবং প্রত্যেক প্রকরণের নিম্নভাগে ঐ বিধি কোন২ আইন
হইতে সংগ্রহ হইয়াছে তাহা অতিস্পষ্টরূপে লেখা গিয়াছে।
কোন২ স্থানে বঙ্গদেশে এক আইন জারী হইয়া তৎপরে তাহা
অবিকল অন্যান্যপ্রদেশ অর্থাৎ বারাণস ও জয়প্রাপ্ত ও দত্তদেশে
বিস্তারিত হইয়াছে। এই স্থলে ঐ বিধান বারম্বার প্রকাশ না হই
য়া কেবল তাহার নিম্নভাগে এইমাত্র লেখা আছে যে কোন২ আ
ইনের দ্বারা এই সকল বিধান অন্যান্য দেশে চলন হইয়াছে।
এবং তাহার পার্শ্বে ঐ সকল দেশের নাম স্পষ্ট লিখিত আছে। অত
এব যে স্থানের পার্শ্বে কোন দেশের নাম লিখিত নাই সে স্থলে
এমত বোধ করিতে হইবে যে ঐ বিধান সর্ব্বসাধারণ প্রদেশেই
চলন আছে।

কেবল পশ্চিম প্রদেশে যে আইন চলন হয় তাহার মধ্যে কোন২
আইন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় বঙ্গভাষাতে তর্জমা হয় নাই। তদ্রূপ
আইনের স্থলে কেবল এইমাত্র লেখা গিয়াছে যে এই আইন তর্জ
মা হয় নাই অতএব পাঠক মহাশয়েরা যে স্থলে ঐ কথা দেখিবেন
সেই স্থলে বোধ করিবেন যে তাহা বঙ্গাদি প্রদেশে চলন না হওয়া
প্রযুক্তই তর্জমা হয় নাই।

প্রত্যেক বিষয়ের যে২ বিধান তাহা নানা আইনহইতে সংগ্রহ
করিয়া একই অধ্যায় বা একই প্রকরণের মধ্যে অর্পণ করা গিয়া
ছে। অতএব নির্ঘণ্ট পাঠ করিলে অন্বেষণীয় যে বিষয় তাহা
একই স্থানে অনায়াসে পাওয়া যাইবে।

পুনশ্চ এই গ্রন্থের মধ্যে যে আইন অর্পণ হইয়াছে তাহা সূজি
দেখিলেই অক্লেশে বোধগম্য হইবে ইতি।

প্রথম বালমের নির্ঘণ্ট।

১ অধ্যায়।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত।

বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা।

২ অধ্যায়।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত।

বারাণস।

পৃষ্ঠা।

৩ অধ্যায়।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত।

দত্ত দেশ।

৪ অধ্যায়।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত।

জয়প্রাপ্ত দেশ।

৫ অধ্যায়।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত।

কটক।

৬ অধ্যায়।

৭ অধ্যায়।

ভূমির মালগুজারী বন্দোবস্ত করণ কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণ।

৮ অধ্যায়।

রাজস্ব আদায় করণ এবং বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলাম।

৯ অধ্যায়।

খাজানা আদায়করণ।

বন্দোবস্ত ও পাট্টা।

পত্তনী তালুক।

সরাসরীতে নালিশ।

পৃষ্ঠা।

১০ অধ্যায়।

আদালতের ডিক্রীক্রমে নীলামে ভূমি বিক্রয়করণ।

১১ অধ্যায়।

জমিদারীর বাটওয়ারা।

নির্ঘণ্ট।

এই গ্রন্থের মধ্যে যেং সালের যেং আইনের ধারা ও প্রকরণ অর্পিত হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থের কোন স্থানে পাওয়া যাইবে এই নির্ঘণ্টের দ্বারা অনায়াসে বোধ হইবে। এই নির্ঘণ্টের মধ্যে যে স্থানে ক এই অক্ষর লিখিত আছে সেই স্থানে পাঠক মহাসয় প্রথম বালম জানিবেন যে স্থানে খ লিখিত আছে সেই স্থান দ্বিতীয় বালম জানিবেন।

১৭৯৩				
আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১	১		১	ক
,,	২		,,	ক
,,	৩		২	ক
,,	৪		,,	ক
,,	৫		৩	ক
,,	৬		,,	ক
,,	৭		,,	ক
,,	,,		৪	ক
,,	,,		,,	ক
,,	৮		৫	ক
,,	,,	১	,,	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	,,	৫	৬	ক
,,	৯		,,	ক
,,	১০		৭	ক
,,	,,	১	,,	ক
,,	,,	২	৮	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	,,	৪	৯	ক
,,	১১		,,	ক
,,	,,	১	,,	ক
,,	,,	২	১০	ক
,,	,,	৩	১১	ক
২	৩		১১	খ
,,	৪		১৩	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭		১৪	খ
,,	৮	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	২৫	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	,,	খ

১৭৯৩				
আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
২	৮	৮	২৬	খ
,,	,,	৯	,,	খ
,,	,,	১০	,,	খ
,,	,,	১১	,,	খ
,,	,,	১২	,,	খ
,,	,,	১৩	২৭	খ
,,	,,	১৪	,,	খ
,,	,,	১৫	,,	খ
,,	৯		৫৯	খ
,,	১০		৩০	খ
,,	,,		৩১	খ
,,	১১		৫৩	খ
,,	১২		২৭	খ
,,	১৩		২৯	খ
,,	,,		৫৬	খ
,,	১৪		২১	খ
,,	১৫		৩২	খ
,,	,,		৬০	খ
,,	১৬		,,	খ
,,	১৭		৩২	খ
,,	,,		২৫৪	খ
,,	১৮		৩২	খ
,,	২০		২৮	খ
,,	২১		২৯	খ
,,	২২		৩২	খ
,,	২৪		২০	খ
,,	২৫		২৮	খ
,,	২৬		,,	খ
,,	২৭		২১	খ
,,	৩০		৪	খ
,,	৩১	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৫	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	৩২		১০	খ
,,	৩৩		৭	খ
,,	৩৬		৭	খ

১৭৯৩

১৭৯৩

১৭৯৩

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১৪	২		১২৭	ক
,,	৩		১৬৬	ক
,,	৫		১৭৭	ক
,,	৬		১৭৮	ক
,,	৮		১৮৭	ক
,,	১২		১৭৯	ক
,,	১৫		১৮০	ক
,,	১৬		১৮১	ক
,,	১৭		১৮৪	ক
,,	১৮		,,	ক
,,	১৯		১৯০	ক
,,	২০		১৯৩	ক
,,	২১		১৯৪	ক
,,	২৩		১৯৭	ক
,,	২৪		১৯৮	ক
,,	২৯		২০০	ক
,,	৩০		২০২	ক
,,	৩১		২০৩	ক
,,	৩২		২০৪	ক
,,	৩৩		,,	ক
,,	৩৪		২০৫	ক
,,	৩৫		২০৬	ক
,,	৩৬		,,	ক
,,	৩৭		২০৭	ক
,,	৩৮		২০৮	ক
,,	৩৯		,,	ক
,,	৪০		২৩২	ক
,,	৪১		২০৯	ক
,,	৪২		,,	ক
,,	৪৩		২১০	ক
,,	৪৪		১৫৬	ক
,,	৪৫		১৮৯	ক
,,	৪৬		২১০	ক
,,	৪৭		২১১	ক
,,	৪৮		১৮৬	ক
১৫	২	১	২৫৫	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	৩	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
১৫	৪		২৫৬	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭		,,	খ

১৭৯৩

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১৫	৮		২৫৬	খ
,,	৯		,,	খ
,,	১০		২৫৮	খ
,,	১১		২৫৯	গ
১৭	২		৩১৪	ক
,,	৩		৩১৪	ক
,,	৪		,,	ক
,,	৫		৩১৩	ক
,,	৬		৩১৭	ক
,,	৭		৩১৯	ক
,,	৮		৩১৮	ক
,,	১০		৩১৭	ক
,,	১১		৩৩২	ক
,,	১২		৩২৬	ক
,,	১৩		৩২৫	ক
,,	১৪		৩২৬	ক
,,	১৫		,,	ক
,,	১৬		৩২৭	ক
,,	১৭		৩২০	ক
,,	১৮		,,	ক
,,	১৯		,,	ক
,,	২০		৩২০	ক
,,	২১		৩২১	ক
,,	২৩		৩৩৮	ক
,,	২৪		৩৩৯	ক
,,	২৫		,,	ক
,,	২৭		৩১৪	ক
,,	২৮		৩১৭	ক
,,	২৯		৩৩৪	ক
,,	৩০		৩১৬	ক
,,	৩২		৩১৭	ক
,,	৩৩		৩৪০	ক
,,	৩৪		৩৪২	ক
২১	২		১৬৭	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		১৬৮	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭		,,	খ
,,	৮		,,	খ
২৪	১		১৭০	খ
,,	২		,	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		,,	খ
২৫	৫		১৭১	খ

১৭৯৫				
আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৫	৭	৫	২৫	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	,,	খ
,,	,,	৮	২৬	খ
,,	,,	৯	,,	খ
,,	,,	১০	,,	খ
,,	,,	১১	,,	খ
,,	,,	১২	২৭	খ
,,	,,	১৩	,,	খ
,,	,,	১৪	,,	খ
,,	৮		,,	খ
,,	৯		৫৯	খ
,,	১০		৩১	খ
,,	১১		৫৪	খ
,,	১২		২৮	খ
,,	,,		৩০	খ
,,	১৩		২৯	খ
,,	১৪		২১	খ
,,	১৫		৩৩	খ
,,	,,		৬০	খ
,,	১৬		,,	খ
,,	১৭		৩২	খ
,,	,,		২৫৪	খ
,,	১৮		৩২	খ
,,	২০		২৯	খ
,,	২১		৩২	খ
,,	২৩		২৮	খ
,	২৪		,,	খ
,,	২৫		২১	খ
,,	২৭		৪	খ
,,	২৮		৪৫	খ
,,	২৯		৭	খ
,,	৩০		,,	খ
,,	৩২		৮	খ
,,	৩৩		,,	খ
,,	৩৪		৯	খ
,,	,,		১৫৬	ক
,,	৩৬		৯	খ
৬	২		২১৩	ক
,,	৩		২১৪	ক
,,	৪		,,	ক
,,	৫		২১৫	ক
,,	৬		,,	ক
,,	৭		২১৬	ক
,,	৮		২১৭	ক

১৭৯৫				
আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৬	৯		২১৭	ক
,,	১০		,,	ক
,,	১১		২১৮	ক
,,	১৩		১৮৭	ক
,,	,,		২১৮	ক
,,	১৪		২১৯	ক
,,	১৫		২২০	ক
,,	১৬		২২১	ক
,,	১৭	১	২২৫	ক
,,	,,	২	২২৬	ক
,,	,,	৩	২২৭	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	১৮	১	২২৮	ক
,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	২২৯	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	২০		,,	ক
,,	২১		২৩০	ক
,,	২২		১৮০	ক
,	২৩		১৮১	ক
,,	২৪		১৮৪	ক
,,	২৫		,,	ক
,,	২৬		১৯৩	ক
,,	২৭		২৯৪	ক
,,	২৮		১৯৭	ক
,,	৩০		১৯৯	ক
,,	৩১		২৩০	ক
,,	৩৫		২০২	ক
,,	৩৬		২০৩	ক
,,	৩৭		২০৪	ক
,,	৩৮		,,	ক
,,	৩৯		২০৫	ক
,,	৪০		২০৬	ক
,,	৪১		,,	ক
,,	৪২		২০৭	ক
,,	৪৩		,,	ক
,,	৪৪		২০৮	ক
,,	৪৫		২০৯	ক
,,	৪৬		২৩২	ক
,,	৪৭		২০৯	ক
,,	,,		২৩৫	ক
,,	৪৮		২১০	ক
.	৪৯		,,	ক
,,	৫১		২১১	ক
.	৫২		২১২	ক

১৭৯৫

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৫১	২	৭	২৫৫	ক
,,	৩	১	২৫৬	ক
,,	,,	২	২৫৭	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	,,	৫	,,	ক
,,	,,	৬	২৫৮	ক
,,	,,	৭	,,	ক
,,	,,	৮	,,	ক
,,	,,	৯	২৫৯	ক
,,	,,	১০	,,	ক
,,	৪		,,	ক
,,	৫		২৬০	ক
,,	৬		,,	ক
,,	৭		২৪৯	ক
,,	১০		২৪১	ক
৫৫	১		১১২	খ

১৭৯৬

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৩	১		৯৪	খ
,,	৩		১৫৭	ক

১৭৯৭

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১৫	১		৩৮৫	ক
,,	২	১	,,	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	৩	১	,,	ক
,,	,,	২	৩৮৬	ক
,,	৩	৩	,,	ক
,,	৪		,,	ক
,,	৫		,,	ক
,,	৬		,,	ক
,,	৭		৩৮৭	ক
,,	৮		,,	ক
,,	৯		,,	ক

১৭৯৮

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১	১		২৫৯	খ
,,	২		২৬০	খ
,,	৩		২৬১	খ
,,	৪		১৬১	খ
,,	৫		,,	খ

১৭৯৯

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৫	২		১১৩	খ
,,	৩		১১৪	খ
,	৪		,,	খ
,,	৫		১১৫	খ
,,	৬		,,	খ
৭	১		৩১৫	ক
,,	৩		৩১৩	ক
,,	৪		৩৩৬	ক
,,	৫		৩৩৮	ক
,,	৬		৩৩৩	ক
,,	৭		৩৩৪	ক
,,	৮		,,	ক
,,	৯		৩১০	ক
,,	১০		৩১৩	ক
,,	১১		,,	ক
,,	১২		৩১০	ক
,,	,,		৩৪৫	ক
,,	১৩		৩৪১	ক
,,	১৫	১	২৮২	ক
,,	,,	২	১৮৩	ক
,,	,,	৩	১৮৪	ক
,,	,,	৪	২৯৭	ক
,,	,,	৫	১৯৯	ক
,,	,,	৬	৩০৫	ক
,,	,,	৭	৩০৬	ক
,,	,,	৮	২৫০	ক
,,	,,	,,	৩০৭	ক
,,	,,	,,	২৫১	ক
,,	১৬		৩০৪	ক
,,	১৭		৩০১	ক
,,	১৮		৩০৩	ক
,,	১৯		৩০০	ক
,,	,,		৩১৬	ক
,,	,,		১১৬	খ
,,	২০		৩০০	ক
,,	২৩	১	১৬৭	ক
,,	,,	,,	১৬৮	ক
,,	,,	৩	১৭০	ক
,,	,,	,,	২৪৯	ক
,,	,,	৪	১৭১	ক
,,	,,	৫	১৭৬	ক

১৮০২				
আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
২	১১		৩৫১	খ
,,	১২		,,	খ
,,	১৩		৩৫২	খ
,,	১৪		,,	খ
,,	১৫		,,	খ
,,	১৬		,,	খ
,,	১৭		৩৫৩	খ
,,	১৮		,,	খ
,,	১৯		,,	খ
,,	২০		,,	খ
,,	২১		,,	খ
,,	২৬		৩৫৪	খ
,,	২৭		,,	খ
,,	২৮		,,	খ
,,	২৯		,,	খ
,,	৩০		৩৫৫	খ
,,	৩১		,,	খ
,,	৩২		,,	খ
,,	৩৩		,,	খ

১৮০৩				
২	১৫		১১১	ক
৩	১৬	১	১২৪	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	১২৫	খ
,,	,,	৬	,,	খ
৫	১৪	১	১১৯	ক
১৯	২		৩১	খ
,,	৩		২৫৩	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		২৫৪	খ
,,	৬		,,	খ
২৫	২		২২	খ
,,	৩		২৩	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		২৪	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	২৫	খ
,,	,,	৬	,,	খ

১৮০৩				
আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
২৫	৭	৭	২৬	খ
,,	,,	৮	,,	খ
,,	,,	৯	,,	খ
,,	,,	১০	,,	খ
,,	,,	১১	,,	খ
,,	,,	১২	২৭	খ
,,	,,	১৩	,,	খ
,,	,,	১৪	,,	খ
,,	৮		৫৯	খ
,,	৯		৩১	খ
,,	১০		৫৪	খ
,,	১১		২৮	খ
,,	,,		৩০	খ
,,	১২		২৯	খ
,,	১৩		২১	খ
,,	১৪		৩৩	খ
,,	,,		৬০	খ
,,	১৫		,,	খ
,,	১৬		২৫৪	খ
,,	,,		৩২	খ
,,	,,		৩৪৭	ক
,,	১৭		৩২	খ
,,	১৯		২৯	খ
,,	২০		,,	খ
,,	২১		৩২	খ
,,	২৩		২১	খ
,,	২৪		২৮	খ
,,	২৫		,,	খ
,,	২৬		২১	খ
২৬	১৭		৩৪৭	ক
,,	১৮		৩৫৩	ক
,,	১৯		৩৫১	ক
,,	২০		৩৫২	ক
,,	২১		,,	ক
,,	২২		,,	ক
,,	২৩		৩৫৩	ক
,,	২৪		৩৫১	ক
,,	২৬		৩৫৬	ক
,,	২৭		৩৬০	ক
২৭	২	১২	২১৪	ক
,,	৩		,,	ক
,,	৪		২১৫	ক
,,	৫		,,	ক
,,	৬		২১৬	ক
,,	৭		২১৭	ক

১৮০৩				
আ।	ধ্যা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
২৭	৮		২১৭	ক
,,	৯		,,	ক
,,	১০		২১৮	ক
,,	১১		,,	ক
,,	১৩		২১৯	ক
,,	১৪	২	২২০	ক
,,	১৫	১	২২১	ক
,,	,,	৩	২২৪	ক
,,	,,	৪	২২৫	ক
,,	১৬	১	২২২	ক
,	,,	২	২২৩	ক
,,	১৭	১	২২৬	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	২২৭	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	১৮	,,	২২৯	ক
,,	২০		২৩০	ক
,,	২১		,,	ক
,,	২২		১৮০	ক
,,	২৩		১৮৪	ক
,,	২৪		,,	ক
,,	২৫		১৮৫	ক
,,	২৬		১৯৩	ক
,,	২৭		১৯৪	ক
,,	২৮		১৯৭	ক
,,	৩০	১	১৯৯	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	৩২		২০২	ক
,,	৩৩		২০৩	ক
,,	৩৪		২০৪	ক
,,	৩৫		,,	ক
,,	৩৬		২০৫	ক
,,	৩৭		২০৬	ক
,,	৩৮		,	ক
,,	৩৯		২০৭	ক
,,	৪০		,,	ক
,,	৪১		২০৮	ক
,,	৪২		২০৯	ক
,,	৪৩		২৩২	ক
,,	৪৪		২০৯	ক
,,	৪৫		২১০	ক
,,	৪৬		,,	ক
,,	৪৮		২১১	ক
,,	৪৯		২১১	ক

১৮০৩				
আ।	ধ্যা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
২৭	৫০		১৮৬	ক
,,	৫১		১৪৯	ক
,,	৫৩	১২	২৪৪	ক
২৮	২	১	৩১৫	ক
,,	,,	২	৩১৬	ক
,,	৩		৩২৪	ক
,,	৪		৩২৫	ক
,,	৫		৩১৪	ক
,,	৬		৩১৭	ক
,,	৭		৩২০	ক
,,	৯		৩৩২	ক
,,	১০		৩২৬	ক
,,	১১		,,	ক
,,	১২		,,	ক
,,	১৩		৩২৭	ক
,,	১৪		,,	ক
,,	১৫		৩২০	ক
,,	১৬		,,	ক
,,	১৭	১	,,	ক
,,	,,	২	৩২১	ক
,,	১৮		৩২২	ক
,,	১৯	১	,,	ক
,,	,,	২	৩২৩	ক
,,	,,	৩	৩২৪	ক
,,	২০	২	৩৩৮	ক
,,	২১		৩৩৯	ক
,,	২২		,,	ক
,,	২৩		,,	ক
,,	২৪		৩৪০	ক
,,	২৫		৩১৪	ক
,,	২৭	১	৩৩৫	ক
,,	,,	৪	৩৩৪	ক
,,	২৮		৩১৬	ক
,,	,,		৩১৭	ক
,,	২৯		,,	ক
,,	৩১		৩৪২	ক
,,	৩২	১	২৮২	ক
,,	,,	,,	২৮৩	ক
,,	,,	৩	২৮৪	ক
,,	,,	৬	৩০৬	ক
,,	,,	৭	৩০৭	ক
,,	,,	৮	৩০৮	ক
,,	৩৬		৩১৬	ক
৩০	৪		২৪৪	ক
,,	৫		,,	ক

১৮০৩

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৩০	১১		২৪৮	খ
৩৩	২	১	৬১	খ
,,	৩		৬২	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		৬৩	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭		৬৪	খ
,,	৮		,,	খ
৩৪	৯		১৫৯	খ
,,	১০		,,	খ
,,	১১		২২১	খ
,,	১৩		,,	খ
,,	১৪		১২১	খ
,,	১৫		,,	খ
৩৫	১০		১৩১	ক
৪১	২	১	১৩৩	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৭	১	১৩৪	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	১৩৫	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	৮		১৩৬	খ
,,	৯		১৩৭	খ
,,	১০		,,	খ
,,	১১		১৩৮	খ
,,	১২		,,	খ
,,	১৩		,,	খ
,,	১৬	১	১৪৩	খ
,,	১৭		১৪৪	খ
,,	১৮		১৪৫	খ
,,	১৯		,,	খ
,,	২০		,,	খ
,,	২১		১৪২	খ
,,	২২		,,	খ
,,	২৩		,,	খ
,,	২৪	১	১৪৬	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	১৪৭	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	,,	খ
,,	২৫		১৪৮	খ

১৮০৩

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৪২	২৭		১৪১	খ
,,	২৮		১৪৮	খ
,,	২৯		১৩৭	খ
,,	৩২	১	১৫২	খ
,,	,,	২	১৫৩	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	১৫৪	খ
,,	৩৩		,,	খ
,,	৩৪		১৫৭	খ
,,	৩৫		১৫৫	খ
,,	৩৬		১৫৬	খ
,,	৩৭		১৫৭	খ
,,	৩৮		১৫৬	খ
,,	৩৯		১৫৮	খ
,,	৪০		১৫১	খ
,,	৪১		১৫২	খ
,,	৪৪		১৫০	খ
৪৪	৮		৩৩৯	খ
,,	৯		,,	খ
,,	১০		৩৪০	খ
,,	১১		,,	খ
,,	১২		,,	খ
,,	১৩		,,	খ
,,	১৪		৩৪১	খ
,,	১৫		,,	খ
৪৭	৩		২৪০	ক
,,	৪		,,	ক
,,	৫		১৫৭	ক
৫২	৬		১৮৬	ক
,,	৭		৯৪	খ
,,	৮		৯৬	খ
,,	৯	২	৯৭	খ
,,	,,	৩	৯৮	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	৯৯	খ
,,	১০		,,	খ
,,	১৩		১০২	খ
,,	১৪		,,	খ
,,	১৫		১০৩	খ
,,	১৬	২	১০৯	খ
,,	১৭		১১০	খ
,,	১৮		,,	খ
,,	১৯		১০০	খ
,,	,,		১০৩	খ
,,	২০		,,	খ

১৮০৩

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৫২	২১		১০৪	খা
,,	২২		১১১	খা
,,	২৩		১১২	খা
,,	২৪		১০৫	খা
,,	২৫		,,	খা
,,	২৬		১০৬	খা
,,	২৭		,,	খা
,,	২৮		১০৭	খা
,,	২৯		,,	খা
,,	৩০		,,	খা
,,	৩১		১০৮	খা
,,	৩২		১১৫	খা
,,	৩৩		১০৮	খা
,,	৩৪		১০০	খা
,,	৩৫		,,	খা
,,	৩৬	১	১১২	খা
,,	,,	১	১১৩	খা
,,	৩৭		১১৪	খা
,,	৩৮		১১৫	খা
,,	৩৯		১১৬	খা
,,	৪০		১১৭	খা

১৮০৪

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১	২		১২৬	খা
,,	৩		,,	খা
,,	৪		,,	খা
,,	৫		,,	খা
,,	৬		,,	খা
,,	৭		১২৭	খা
,,	৮		,,	খা
,,	৯	১	,,	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	,,	৩	,,	খা
,,	,,	৪	,,	খা
,,	,,	৫	২০২	খা
,,	,,	৬	,,	খা
,,	,,	৭	২০৪	খা
,,	,,	৮	১২৮	খা
,,	,,	৯	২০৪	খা
,,	,,	১০	২০৫	খা
,,	,,	,,	,,	খা
,,	,,	১২	২০৪	খা
,,	,,	১৩	১২৮	খা
,,	৯	১৪	২০৪	খা
,,	,,	১৫	২০৫	খা

১৮০৪

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১	৯	১৬	২০৬	খা
,,	,,	১৭	১২৮	খা
,,	১০		,,	খা
,,	১১		১২৯	খা
,,	১২		২০৫	খা
,,	১৩		১২৯	খা
,,	১৪		,,	খা
,,	১৫		,,	খা
,,	১৬		২০০	খা
,,	১৭		১২৬	খা
,,	১৮		১০০	খা
,,	১৯		,,	খা
,,	২০		২০১	খা
,,	২১	১	,,	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	২৭		১৮৮	খা
৫	৩		৪৮	খা
,,	১০		৪৯	খা
,,	১১		,,	খা
,,	১৩		৫০	খা
,,	১৪		৫১	খা
,,	১৫		,,	খা
,,	১৬		৫২	খা
,,	১৭		,,	খা
,,	১৮		৫৩	খা
,,	১৯		,,	খা
,,	২০		৫৬	খা
,,	২১		৫৭	খা
,,	২২		,,	খা
,,	২৩		৫৬	খা
,,	২৪		৫৫	খা
,,	২৫		১১	খা
,,	২৬		,,	খা
৬	৩		৬০৪	খা
,,	৪		,,	খা
,,	৫		৬০৫	খা
,,	৬		,,	খা
,,	৭		,,	খা
,,	৯		৬০৬	খা
,,	১০		,,	খা
,,	১১		,,	খা
,,	১২		,,	খা
,,	১৩		৬০৭	খা
,,	১৪		,,	খা
,,	১৫		,,	খা

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
	১৮০৪			
৬	১৬		৩০৭	খ
,,	১৮		৩০৮	খ
,,	১৯		,,	খ
১১	৩		৩০৯	খ
,,	৪		৩১০	খ
	১৮০৫			
২	৪	১	২৮৭	ক
,,	,,	২	২৮৮	ক
,,	৫		২১৬	খ
৮	২৯	২	১০৪	খ
,,	,,	৩	১১৪	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	১০৪	খ
,,	,,	৬	১০৫	খ
১৭	২		১২৯	খ
,,	৩		১৩০	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		,,	খ
	১৮০৬			
৬	২		৩৪২	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫	১	৩৪৩	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	৩৪৪	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭		,,	খ
,,	৮		,,	খ
,,	৯		৩৪৫	খ
,,	১০		,,	খ
,,	১১		৩৪১	খ
,,	১২	১	৩৪৫	খ
,,	,,	২	৩৪৬	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	৩৪৭	খ
,,	১৩	,,	,,	খ
১১	২		২৮৪	খ

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
	১৮০৬			
১১	৩	১	২৮৪	খ
,,	,,	২	২৮৫	খ
,,	৪	১	২৮৭	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	৫	১	২৮৮	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	৬		২৮৯	খ
,,	৭		,,	খ
,,	৮		২৯০	খ
১৭	২		২৫৭	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		২৫৮	খ
,,	৬		২৫৯	খ
,,	৭		২৬১	খ
,,	৮		২৬৩	খ
১৮	১		৩১২	খ
,,	২	১	,,	খ
,,	,,	২	৩১৩	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭	১	৩১৪	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	৮		,,	খ
,,	৯		,,	খ
,,	১০		৩০৫	খ
,,	১১		,,	খ
,,	১২		৩১৬	খ
,,	১৩		,,	খ
১২	২		১৮০	খ
,,	৩		১৭১	খ
,,	৪		১৭২	খ
,,	৫		১৮১	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭		১৮২	খ
,,	৮		,,	খ
,,	৯		১৮৫	খ
,,	১০		১৮৬	খ
,,	১১		,,	খ

১৮০৬

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১১	১২		১৮৬	খ

১৮০৭

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৭	২		৬০	ক
,,	৩		,,	ক
,,	৪		,,	ক
,,	৫		,,	ক
,,	৬		,,	ক
৯	১৯		২৫০	খ

১৮০৮

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১১	১		২০২	খ
,,	২		,,	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		২০৩	খ
১৩	১১	৪	১৬৩	ক

১৮০৯

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৮	২		৪৮	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪	২	৫৫	খ
,,	১০	১	৫৪	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ

১৮১০

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৭	১		৩১৬	খ
,,	২		,,	খ
,,	৩		৩১৭	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		,,	খ
৯	১৮	৩	৬০৯	খ
,,	,,	৫	৬০৮	খ
১০	৩	২	৬১৩	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৯	২	৬১৪	খ
১৭	৩		৬০৯	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭		৬১০	খ
,,	৮		৬১৪	খ
১৯	১		২৬৭	খ

১৮১০

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১৯	২		২৬৭	খ
,,	৩		২৬৮	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭		২৬৯	খ
,,	৮		,,	খ
,,	৯		,,	খ
,,	১০		,,	খ
,,	১১		,,	খ
,,	১২		২৭০	খ
,,	১৩		,,	খ
,,	১৪		,,	খ
,,	১৫		২৭১	খ
,,	১৬		,,	খ

১৮১১

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
২	২		২০৬	খ
,,	৩	১	,,	খ
৬	১		৩০৬	খ
,,	২		,,	খ
১১	৩		৩৬৭	ক
,,	৪	১	,,	ক
,,	,,	২	,,	ক
১৩	২		১০	খ
,,	৩		১১	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		,,	খ

১৮১২

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৫	২		২৪৭	ক
,,	৩		২৪৬	ক
,,	৪		১৫৯	ক
,,	৫		১৬০	ক
,,	৬		,,	ক
,,	৭		,,	ক
,,	৮		,,	ক
,,	৯		১৬১	ক
,,	১০		,,	ক
,,	১১		,,	ক
,,	১৩		৩১৯	ক
,,	১৪		৩১৫	ক
,,	১৫		৩২৮	ক

১৮১২

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৫	১৮		৩৩১	ক
,,	১৯		৩৩৮	ক
,,	২০		৩৪০	ক
,,	২১		,,	ক
,,	২২		,,	ক
,,	২৩		,,	ক
,,	২৪		১৩২	ক
,,	২৫		১৩৩	ক
১৮	২		২৪৭	ক
,,	৩	২	২৪৫	ক
২০	২	১	১৬৫	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	৩	১	২৫১	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	২৫২	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	২৫৩	খ
,,	,,	৮	,,	খ

১৮১৩

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১	২	১	৮৮	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	,,	ক
২	২		৫৯	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		,,	খ
৬	২	১	২২৩	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	৩	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	২২৪	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫	১	২২৫	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	২২৬	খ
১০	৩	১	৩৬৩	খ
,,	,,	২	৩৬৪	খ
,,	,,	৩	৩৬৫	খ
,,	,,	৪	,,	খ

১৮১৩

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১০	৩	৫	৩৬৫	খ
,,	৪		৩৬৬	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		৩৬৭	খ
,,	৭		৩৬৮	খ
,,	৮		৩৬৯	খ
,	৯		,,	খ
,,	১০		৩৭০	খ
,,	১১		,,	খ
,,	১২		,,	খ
,,	১৩	১	৩৭১	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	১৪	১	,,	খ
,,	,,	২	৩৭২	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	৩৭৫	খ
,,	,,	৬	৩৭৬	খ
,,	,,	৭	৩৭৫	খ
,,	,,	৮	,,	খ
,,	১৫	১	৩৭৬	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	১৬	১	,,	খ
,,	,,	২	,	খ
,,	১৭	১	,,	খ
,,	,,	২	৩৭৭	খ
,,	১৮	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	৩৭৮	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	১৯	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৩৭৯	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	২০	১	৩৫৬	খ
,,	,,	২	৩৫৭	খ
,,	২১		৩৮০	খ
,,	২২	১	৩৮১	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ

১৮১৩				
আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১০	১১	৫	৩৮১	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	,,	খ
,,	,,	৮	৩৮৩	খ
,,	,,	৯	,,	খ
,,	১৩		,,	খ
,,	১৪	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	৩৮৪	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	১৫	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৩৮৫	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	১৬		,,	খ
,,	১৭		৩৮৬	খ
,,	১৮		,,	খ
,,	১৯		,,	খ
,,	৩০		৩৮৭	খ
,,	৩১		,,	খ
১১	১		১৮৩	খ
,,	৩	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫	১	১৮৪	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	৬		১৮৫	খ
১৭	৩	২	৩৩	খ
,,	৪	১	৩৫	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	৫	১	,,	খ
,,	,,	২	৩৬	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	৬	১	৩৭	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	৭		,,	খ
,,	৮		৩৮	খ
,,	৯		,,	খ
,,	১০		,,	খ
,,	১১		৩৯	খ
,,	১২		,,	খ
	১৩		৩৯	খ

১৮১৩				
আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১৭	১৪		৪০	খ
,,	১৫		,,	খ
,,	১৬		,,	খ

১৮১৪				
২	৩	১	৩৩	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	৩৪	খ
,,	৪		,,	খ
১৭	২		৩৯১	খ
১৯	৩		৩৬১	ক
,,	৪	১	৩৬২	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	৩৬৩	ক
,,	,,	৪	৩৬৪	ক
,,	৫		,,	ক
,,	৬		,,	ক
,,	৭		৩৬৫	ক
,,	৮		,,	ক
,,	৯		৩৬৬	ক
,,	১০		,,	ক
,,	১১		,,	ক
,,	১২		৩৭০	ক
,,	১৩	১	,,	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	১৪		৩৭১	ক
,,	১৫	১	,,	ক
,,	,,	২	৩৭৩	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	,,	৫	,,	ক
,,	,,	৬	,,	ক
,,	,,	৭	৩৭৪	ক
,,	,,	৮	,,	ক
,,	১৬		,,	ক
,,	১৭	১	৩৭৫	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	১৮		৩৭৬	ক
,,	১৯	১	৩৭৭	ক
,,	,,	২	,,	ক

১৮১৬

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১৩	৫৭		৫১২	খ
,,	৫৮		,,	খ
,,	৫৯		,,	খ
,,	৬০		৫১৩	খ
,,	৬১		,,	খ
,,	৬২		,,	খ
,,	৬৩		,,	খ
,,	৬৪		৫১৪	খ
,,	৬৫		,,	খ
,,	৬৬		,,	খ
,,	৬৭		৫১৫	খ
,,	৬৮		,,	খ
,,	৬৯		,,	খ
,,	৭০		,,	খ
,,	৭১		৫১৬	খ
,,	৭২		,,	খ
,,	৭৩		৫১৭	খ
,,	৭৪		,,	খ
,,	৭৫		,,	খ
,,	৭৬		৫০১	খ
,,	৭৭		৫১৭	খ
,,	৭৮		,,	খ
,,	৭৯		৫১৮	খ
,,	৮০		,,	খ
,,	৮১		,,	খ
,,	৮২		৫১৯	খ
,,	৮৩		,,	খ
,,	৮৪		৫২০	খ
,,	৮৫		,,	খ
,,	৮৬		,,	খ
,,	৮৭		৫২১	খ
,,	৮৮		,,	খ
,,	৮৯		,,	খ
,,	৯০		৫২২	খ
,,	৯১		,,	খ
,,	৯২		,,	খ
,,	৯৩		,,	খ
,,	৯৪		৫২৩	খ
,,	৯৫		,,	খ
,,	৯৬		,,	খ
,,	৯৭		৫০৭	খ
,,	৯৮		৫২৬	খ
১৫	৯	১	২৩২	ক
,,	,,	২	২৩৩	ক
,,	৯	৩	২৩৩	ক

১৮১৭

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	

১৮১৭

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৫	১		২৭১	খ
,,	২		,,	খ
,,	৩		২৭২	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		২৭৩	খ
,,	৭		,,	খ
,,	৮		,,	খ
,,	৯		,,	খ
,,	১০		২৭৪	খ
৮	১		৪১	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		৪২	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		৪৩	খ
১২	২		৬৫	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		৬৬	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		৬৭	খ
,,	৭		,,	খ
,,	৮		৬৮	খ
,,	৯		৬৭	খ
,,	১০		৬৮	খ
,,	১১		৬৭	খ
,,	১২		৬৯	খ
,,	১৩		,,	খ
,,	১৪		৭০	খ
,,	১৫		,,	খ
,,	১৬		,,	খ
,,	১৭		৭২	খ
,,	১৮		৭৬	খ
,,	১৯		,,	খ
,,	২০		,,	খ
,,	২১		৭৭	খ
,,	২২		৭২	খ
,,	২৩		,,	খ
,,	২৪		৭৩	খ
,,	২৫		,,	খ
,,	২৬		৭৪	খ
,,	২৭		,,	খ
,,	২৮		৭৮	খ

১৮১৯

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৬	৭	৪	৩৩৫	খ
,,	৮		,,	খ
,,	৯		,,	খ
,,	১০		৩৩৬	খ
,,	১১		,,	খ
,,	১২	১	,,	খ
,,	,,	২	৩৩৭	খ
,,	১৩	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	১৪		৩৩৮	খ
৮	১		২৬২	ক
,,	২		২৬৪	ক
,,	৩	১	২৬৫	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	২৬৮	ক
,,	৪		২৬৫	ক
,,	৫		২৬৬	ক
,,	৬		,,	ক
,	৭		,,	ক
,,	৮	১	২৬৮	ক
,,	,,	২	,,	ক
.	,,	৩	২৬৯	ক
,,	৯		২৭০	ক
,,	১০		২৭১	ক
,,	১১	১	২৭৪	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	২৭৫	ক
,,	১২		,,	ক
,,	১৩	১	২৭৩	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	১৪	১	২৭২	ক
,,	,,	২	২৬৭	ক
,,	১৫	১	২৭৬	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	২৭৭	ক
,,	১৬		২৭২	ক
,,	১৭	১	২৭৭	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	,,	৫	২৭৮	ক
,,	,,	৬	,,	ক
,,	,,	৭	,,	ক

১৮১৯

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৮	১৭	৮	২৭৮	ক
,,	১৮	১	৩০৮	ক
,,	,,	২	৩০৯	ক
,,	,,	৩	১৮৮	ক
,,	,,	,,	৩০৯	ক
,,	,,	৪	৩১০	ক
,,	,,	৫	,,	ক
,,	১৯		২৮৭	ক
১০	১		৫৩০	খ
,,	২		৫৩১	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		৫৩১	খ
,	৫	১	৫৩২	খ
,	.	২	,,	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭		৫৩৩	খ
,,	৮		,,	খ
,,	৯		৫৩৪	খ
,,	১০		,,	খ
.	১১		৫৩৫	খ
,,	১২		,,	খ
,,	১৩	১	,,	খ
,,	,,	২	৫৩৬	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	৫৩৭	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	,,	খ
,,	১৪		৫৩৮	খ
,,	১৫		,,	খ
,	১৬		৫৩৯	খ
,,	১৭		,,	খ
,,	১৮		৫৪০	খ
,,	১৯		,,	খ
,,	২০	১	,,	খ
,,	,,	,,	১৯০	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	,,	৩২৫	ক
,,	,,	,,	৫৪১	খ
,,	২১	১	,,	খ
,,	,,	,,	২৯০	ক
,,	,,	২	২৯১	ক
,,	,,	,,	৫৪২	খ
,,	,,	৩	২৯২	ক
,,	,,	,,	৫৪৩	খ

১৮১৯

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১০	২১	৫	২৯২	ক
,,	,,	,,	৫৪৩	খ
,,	,,	৭	২৯৩	ক
,,	,,	,,	৫৪৪	খ
,,	,,	৮	২৯৩	ক
,,	,,	,,	৫৪৪	খ
,,	,,	৯	২৯৩	ক
,,	,,	,,	৫৪৪	খ
,,	২২		৫৪৫	খ
,,	,,		২৯৪	ক
,,	২৩		৫৪৫	খ
,,	২৪		৫৪৬	খ
,,	২৫		,,	খ
,,	২৬		,,	খ
,,	২৭		,,	খ
,,	২৮		৫৪৭	খ
,,	২৯		,,	খ
,,	৩০		,,	খ
,,	৩১		৫৪৮	খ
,,	৩২		,,	খ
,,	৩৩		,,	খ
,,	৩৪		৫৪৯	খ
,,	৩৫		,,	খ
,,	৩৬	১	৫৫০	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৫৫১	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	৫৫২	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	,,	খ
,,	,,	৮	,,	খ
,,	৩৭	১	৫৫৩	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	৩৮		,,	খ
,,	৩৯		৫৫৪	খ
,,	৪০		,,	খ
,,	৪১		,,	খ
,,	৪২		৫৫৬	খ
,,	৪৩		,,	খ
,,	৪৪		,,	খ
,,	৪৫	১	,,	খ
,,	,,	২	৫৫৭	খ
,,	৪৬	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৫৫৮	খ

১৮১৯

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১০	৪৬	৪	৫৫৮	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	৪৭		,,	খ
,,	৪৮		৫৫৯	খ
,,	৪৯	১	,,	খ
,,	,,	২	৫৬০	খ
,,	৫০		,,	খ
,,	৫১		৫৬১	খ
,,	৫২		,,	খ
,,	৫৩		,,	খ
,,	৫৪		,,	খ
,,	৫৫		৫৬২	খ
,,	৫৬		৫৬৩	খ
,,	৫৭		,,	খ
,,	৫৮		,,	খ
,,	৫৯		৫৬৪	খ
,,	৬০	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৫৬৫	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	৬১		৫৬৬	খ
,,	৬২		,,	খ
,,	৬৩		,,	খ
,,	৬৪		৫৬৭	খ
,,	৬৫		,,	খ
,,	৬৬		৫৬৮	খ
,,	৬৭		,,	খ
,,	৬৮		,,	খ
,,	৬৯		,,	খ
,,	৭০		৫৬৯	খ
,,	৭১	১	,,	খ
,,	,,	১	,,	খ
,,	৭২		৫৭০	খ
,,	৭৩		,,	খ
,,	৭৪		৫৭১	খ
,,	৭৫	১	,,	খ
,,	,,	২	৫৭২	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	৭৬		,,	খ
,,	৭৭		,,	খ
,,	৭৮		৫৭৩	খ
,,	৭৯		,,	খ
,,	৮০		,,	খ
,,	৮১		৫৭৪	খ

নির্ঘণ্ট।

১৮২২

অ।	ধ্বা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৭	৩৩	১	১২০	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	১২১	ক
,,	৩৪	১	১২২	ক
,,	,,	২	১২৩	ক
,,	,,	৩	১২৪	ক
,,	,,	১	২২১	খ
,,	,,	২	২২২	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	৩৫	,,	১২৬	ক
১১	১	১	১২৭	ক
,,	৩	২	১১৬	খ
,,	,,	১	১২৮	ক
,,	,,	২	১২৮	ক
,,	,,	৩	১২৯	ক
,,	,,	,,	৩৫১	ক
,,	,,	,,	৩৮২	ক
,,	,,	৪	১৩১	ক
,,	৪		১৩০	ক
,,	৫	১	১৩১	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	,,	৫	,,	ক
,,	৭	২	১৩০	ক
,,	,,	৪	১৩২	ক
,,	,,	৫	২৩৩	ক
,,	৮	১	,,	ক
,,	,,	২	১৩৪	ক
,,	৯		,,	ক
,,	১০	১	১৩৫	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	১৩৬	ক
,,	১১		,,	ক
,,	১২		১৩৭	ক
,,	১৩		১৩৮	ক
,,	১৪	১	,,	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	১৫	১	১৩৯	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	১৬		১২৯	ক
,,	১৭		১৩৭	ক
,,	১৮		১৪০	ক
,,	১৯		,,	ক
,,	২০	১	১৪১	ক

১৮২২

অ।	ধ্বা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১১	২০	২	১৪১	ক
,,	,,	৩	১৪২	ক
,,	২১	১	,,	ক
,,	,,	২	১৪৩	ক
,,	২২		,,	ক
,,	২৩		১৪৪	ক
,,	২৪	১	১৪৫	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	২৫		১৪৬	ক
,,	২৬		,,	ক
,,	২৭	১	১৪৭	ক
,,	,,	২	১৪৮	ক
,,	২৮	১	১৪৯	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	১৫১	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	২৯		১৬২	ক
,,	৩০		১৬৩	ক
,,	৩১		১৬৪	ক
,,	৩২		১৬৫	ক
,,	৩৩		,,	ক
,,	৩৪		১৫৪	ক
,,	৩৫		১৫৫	ক
,,	৩৬		২৩৩	ক
,,	৩৭	১	২৩৪	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	৩৮		,,	ক
,,	৩৯		২১২	খ

১৮২৩

অ।	ধ্বা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১	২	১	২০৭	খ
,,	,,	২	২০৮	খ
,,	,,	৩	২০৯	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	২১১	খ
৬	১		২৪১	খ
,,	২		২৪২	খ
,,	৩	১	২৪৩	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	২৪৪	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	২৪৫	খ

১৮২৩

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৬	৩	৮	২৪৫	খা
,,	,,	৯	২৪৬	খা
,,	৪	১	,,	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	৫	১	,,	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	,,	৩	২৪৭	খা
,,	,,	৪	,,	খা
,,	৬		,,	খা
,,	৭		২৪৮	খা
,,	৮		,,	খা

১৮২৪

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১	২		২৭৪	খা
,,	৩	১	২৭৫	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	৪	১	২৭৬	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	,,	৩	,,	খা
,,	,,	৪	২৭৭	খা
,,	,,	৫	,,	খা
,,	,,	৬	,,	খা
,,	,,	৭	,,	খা
,,	,,	৮	২৭৮	খা
,,	৫		,,	খা
,,	৬	১	২৭৯	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	,,	৩	২৮০	খা
,,	,,	৪	,,	খা
,,	,,	৫	২৮১	খা
,,	৭	১	২৮২	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	,,	৩	২৮৩	খা
,,	,,	৪	,,	খা
,,	,,	৫	,,	খা
,,	৮		,,	খা
,,	৯	১	৫৯৫	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	,,	৩	৫৯৬	খা
,,	,,	৪	,,	খা
,,	,,	৫	,,	খা
,,	,,	৬	,,	খা
,,	,,	৭	,,	খা
,,	,,	৮	৫৯৭	খা

১৮২৪

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১	৯	৯	৫৯৭	খা
,,	,,	১০	,,	খা
,,	,,	১১	,,	খা
,,	,,	১২	৫৯৮	খা
,,	,,	১৩	,,	খা
,,	১০	১	৫৯৯	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	,,	৩	৬০০	খা
,,	,,	৪	৬০১	খা
,,	১১		,,	খা
,,	১২		,,	খা
,,	১৩		৬০২	খা
,,	১৪	১	,,	খা
,,	,,	২	৬০৩	খা
,,	,,	৩	,,	খা
,,	,,	৪	,,	খা
,,	১৫		৬০৪	খা
৪	৫		১৬০	খা
,,	৬		,,	খা
,,	৭		১৬১	খা
৫	২		২৪৮	খা
৭	২	১	৩৫৭	খা
,,	,,	২	৩৫৮	খা
,,	,,	৩	,,	খা
,,	,,	৪	,,	খা
,,	,,	৫	,,	খা
,,	,,	৬	৩৫৯	খা
,,	৩	১	,,	খা
,,	,,	২	৩৬০	খা
,,	৪	১	,,	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	,,	৩	৩৬১	খা
,,	,,	৪	,,	খা
,,	৫	১	,,	খা
,,	,,	২	,,	খা
,,	৬		৩৬৪	খা
,,	৭	১	৩৮৬	খা
,,	,,	২	৩৮৭	খা
,,	,,	৩	,,	খা
,,	,,	৪	,,	খা
,,	৮	১	৩৭৯	খা
,,	,,	২	৩৮০	খা
,,	৯	১	,,	খা
,,	,,	,,	৩৮৮	খা
,,	,,	২	৩৬৪	খা

১৮২৪

অা।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৭	৯	৩	৩৬৪	খ
,,	,,	৪	৩৬৫	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	১০	১	৩৬১	খ
,,	,,	২	৩৬২	খ
,,	১১		,,	খ
,,	১২	১	৩৮৮	খ
,,	,,	২	৩৮৯	খ
,,	১৩	১	৩৭০	খ
,,	,,	২	৩৮৯	খ
,,	১৪		৩৯০	খ
,,	১৫		৩৭৭	খ
,,	১৬	২	৩৯০	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	১৭	১	৩৯১	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	,,	৪৯৮	খ
,,	,,	,,	৪৯৯	খ
,,	১৮	১	৪৯৩	খ
,,	,,	২	৪৯৪	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	৪৯৫	খ
,,	,,	৭	৪৯৬	খ
,,	,,	৮	,,	খ
,,	,,	৯	,,	খ
,,	১৯	১	৫২৪	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	২০		৫০৮	খ
,,	২১	১	৫০৯	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৫১০	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	৫১১	খ
,,	২২		৫০৪	খ
,,	২৩	১	৪৮৯	খ
,,	,,	২	৪৯০	খ
,,	২৪	১	৫২৫	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৫২৬	খ
,,	,,	৪	,,	খ
৮	১		৩১৭	খ

১৮২৪

অা।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৮	২	১	৩১৮	খ
,,	,,	২	৩১৯	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		,,	খ
,,	,,	১	৩২০	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	৬	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	৩২১	খ
,,	৭		,,	খ
৮	৮	১	৩২২	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৩২৩	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	৩২৪	খ
,,	,,	৮	,,	খ
,,	৯	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	১০		৩২৫	খ
,,	১১	১	৩২৬	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	১২		,,	খ
,,	১৩		৩২৭	খ
,,	১৪		,,	খ
,,	১৫		৩২৯	খ
৯	২	১	৮৪	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	৮৫	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	,,	৫	,,	ক
,,	৩		৮৬	ক
,,	৪		৮৭	ক
১১	১		২৩০	খ
,,	২		,,	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		২৩১	খ
,,	৫		,,	খ
,,	৬		২৩২	খ
১৪	৪		২৯৮	ক
,,	৬		৩০১	ক

নির্ঘণ্ট।

১৮২৬

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১১	৭	৪	৪০০	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	৮	১	,,	খ
,,	,,	২	৪০১	খ
,,	৯	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	৪০২	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	৪০৩	খ
,,	,,	৮	,,	খ
,,	,,	৯	,,	খ
,,	,,	১০	৪০৪	খ
,,	,,	১১	,,	খ
,,	,,	১২	,,	খ
,,	,,	১৩	,,	খ
,,	,,	১৪	৪০৫	খ
,,	,,	১৫	,,	খ
,,	,,	১৬	৪০৬	খ
,,	,,	১৭	,,	খ
,,	,,	১৮	,,	খ
,,	১০	১	৪০৭	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৪০৮	খ
,,	১১	১	,,	খ
,,	,,	২	৪০৯	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	৪১০	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	১২	১	৪১১	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৪১২	খ
,,	১৩		,,	খ
,,	১৪		৪১৩	খ
,,	১৫		,,	খ

১৮২৭

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৫	২		২২৬	খ
,,	৩		২২৭	খ
	৪		,,	খ

১৮২৮

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৪	২	৪	১১০	ক

১৮২৮

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৭	২		৬৬	ক
,,	৩		,,	ক
,,	৪		,,	ক
,,	৫	১	৬৭	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	,,	ক
,,	,,	৪	,,	ক
,,	,,	৫	৬৮	ক
,,	,,	৬	,,	ক
,,	,,	৭	,,	ক
,,	৬	১	৬৯	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	৭		,,	ক
,,	৮		৭০	ক
,,	৯		,,	ক
,,	১০		,,	ক
,,	১১		,,	ক
,,	১২		,,	ক
,,	১৩		৭১	ক
,,	১৪		,,	ক
,,	১৫		,,	ক
,,	১৬		৭২	ক
,,	১৭		,,	ক
,,	১৮		,,	ক
,,	১৯		,,	ক
,,	২০		,,	ক
,,	২১		৭৩	ক
,,	২২		,,	ক
,,	২৩		,,	ক
,,	২৪		,,	ক
,,	২৫		,,	ক
,,	২৬		৭৪	ক

১৮২৯

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১	২		১৪	খ
,,	৪	১	,,	খ
,,	,,	২	১৫	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	৬		১৬	খ
,,	৮		,,	খ
,,	৯	১	,,	খ
,,	১০	১	১৭	খ
,,	,,	,,	২০৭	খ
,,	,,	,,	২১১	খ

১৮২৯

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১	১০	২	১৮	খ
,,	,,	,,	২০৮	খ
,,	,,	৩	১৮	খ
,,	,,	,,	২১২	খ
৩	৬		২৯	খ
৯	৩	২	২৮৪	ক
১০	১		৪৩০	খ
,,	২		,,	খ
,,	৩	১	,,	খ
,,	,,	২	৪৩১	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫	১	৪৩২	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	৬	১	৪৩৩	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	৭		৪৩৪	খ
,,	৮	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	৯	১	,,	খ
,,	,,	২	৪৩৫	খ
,,	১০	১	,,	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৪৩৬	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	৪৩৭	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	,,	৭	,,	খ
,,	,,	৮	৪৩৮	খ
,,	,,	৯	,,	খ
,,	,,	১০	,,	খ
,,	,,	১১	৪৩৯	খ
,,	,,	১২	,,	খ
,,	,,	১৩	৪৪০	খ
,,	১১	১	,,	খ
,,	,,	২	৪৪১	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	৪৪২	খ
,,	,,	৬	,,	খ
,,	১২	১	,,	খ
,,	,,	২	৪৪৩	খ
,,	১৩	১	,,	খ
,,	,,	২	৪৪৫	খ

১৮২৯

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
১০	১৪	১	৪৪৫	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	,,	৩	৪৪৬	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ
,,	১৫	১	৪৪৭	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	১৬		,,	খ
,,	১৭		,,	খ
,,	১৮	১	৪৪৮	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	১৯		৪৪৯	খ
,,	২০		,,	খ
,,	২১		৪৪৯	খ
১৬	৩	১	৬১০	খ
,,	,,	২	,,	খ
,,	৪		,,	খ
,,	৫		৬১১	খ
,,	৬		,,	খ
,,	৭		,,	খ
,,	৮		৬১৩	খ
,,	৯		৬১২	খ
,,	১০		,,	খ
১৮	৩	১	২০৯	খ
,,	,,	২	২১০	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
,,	,,	৫	,,	খ

১৮৩০

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
৫	১		২৪৮	খ
,,	২		২৪৯	খ
,,	৩		,,	খ
,,	৪		২৫০	খ
,,	৫	১	,,	খ
,,	,,	২	২৫১	খ
৭	৩		১২৯	ক
,,	৪		,,	ক
,,	,,		১৪৪	ক
,,	৫		১২৯	ক
,,	৬		১৩০	ক
,,	৭	১	১৪৩	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	৮		১৫৬	ক

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
	১৮৩০			
	১৮৩১			
৫	৬	২	১২০	খ
,,	,,	৩	,,	খ
,,	,,	৪	,,	খ
৮	২		২৮১	ক
,,	৩		,,	ক
,,	৪		২৯৪	ক
,,	৫		২৮১	ক
,,	৬		৩০২	ক
,,	৭		২৯৭	ক
,,	৮		২৮০	ক
,,	৯	১	২৯৬	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	১০		২৮৮	ক
,,	১১		২৮০	ক
,,	,,		৩৪২	ক
,,	১৩		২৮১	ক
,,	১৪		৩০৪	ক
,,	১৫		৩০৫	ক
,,	১৬		,,	ক
,,	১৭		৩০৩	ক
,,	১৮		৩১২	ক
,,	১৯		৩০৩	ক
,,	২০		২৯৮	ক
,,	২১		২৮১	ক
	১৮৩২			
৪	২		৫৫৫	খ
৭	৪		১৬১	খ

আ।	ধা।	প্র।	পৃষ্ঠা।	
	১৮৩২			
৭	৮		১২১	খ
,,	৯		,,	খ
,,	১০		৩০৪*	ক
,,	১৬	১	২৭১	ক
,,	,,	২	,,	ক
,,	,,	৩	২৩৮	ক
	১৮৩৩			
৯	২		৯৬	ক
,,	৩		৯৭	ক
,,	৫		১২১	ক
,,	৬		,,	ক
,,	৭		১২২	ক
,,	৮		,,	ক
,,	৯		,,	ক
,,	১০		,,	ক
,,	১১		৮১	ক
,,	১২		৭১	খ
,,	১৩		,,	খ
,,	১৪		,,	খ
,,	১৫		,,	খ
,,	১৬		৪৫	খ
,,	১৭		৪৬	খ
,,	১৮		,,	খ
,,	১৯		,,	খ
,,	২০		,,	খ
,,	২১		,,	খ
,,	২২		,,	খ
,,	২৩		৪৭	খ
,,	২৪		,,	খ
,,	২৫		,,	খ

রেবিনিউ আইনের পথদর্শক।

---

১ অধ্যায়।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত

বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা।

১ ধারা।

বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালের ইশ্‌তেহার।

১। সন বাঙ্গলা ও সন ফসলী ও সন বিলায়তীর যে সন যে সুবায় চলন আছে সেই চলনের ১১৯৭ সালের শুরুহইতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত ভূমির বন্দোবস্ত ১০ দশসনের মুদ্দতে হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ২ ধা।

বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তী ১১৯৭ সাল হইতে ১০ দশসনী মুদ্দতে ভূমির বন্দোবস্ত হইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

২। বন্দোবস্তের কালে সমস্ত ভূম্যধিকারিকে এই সমাচার দেওয়া যাইবেক যে বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে দশসনের বন্দোবস্তের অনুসারে মোকররী জমা দশসন মুদ্দত গেলে পরেও চিরকালের নিমিত্তে স্থিরতর ও বহাল রহিবেক যদি ঐ সাহেবদিগের মঞ্জুরী না হয় তবে বহাল থাকিবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

১০ দশসনী বন্দোবস্তের মতে ভূমির মোকররী জমা বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে চিরকালের নিমিত্তে স্থির ও বিনা মঞ্জুরে অস্থির রহিবার সংবাদ ভূম্যধিকারিদিগেরে দিবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৩। শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যার মোতালক করসম্বন্ধীয় সমস্ত ভূমির স্থির রাজস্ব অর্থাৎ মোকররী জমার ধার্য্যযুক্তে যে যে বিশেষ বিষয় সমস্ত জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ্চের ইশ্‌তেহারনামাক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সেই ইশ্‌তেহারনামার তারিখহইতে এইক্ষণে আইনের মতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া নীচের লিখনানুসারে চলন ও জারী হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ১ ধা।

[বাং বেং উং।]

৪। ইশ্‌তেহারনামার ১ প্রথম দফা। সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মোতালক করসম্বন্ধীয় সমস্ত ভূমির ১০ দশসনী

দশসনী বন্দোবস্ত বিলায়তের কর্ম্ম

কর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুর হইলে তাহা চিরকাল বহাল থাকিবার প্রস্তাব দশসনী বন্দোবস্তের বহীতে লেখা যাইবার কথা। [বাং বেং উং।]

বন্দোবস্তের নিমিত্তে যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুআরিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে ভূম্যধিকারিদিগেরে জানান যাইতেছে যে যে সকল অধিকারী ঐ সকল আইনের মতে আপনারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত স্বয়ং কিম্বা আপনারদিগের পক্ষের লোকদিগের দ্বারা সরকারে করিবেক তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমার ধার্য্য ঐ বন্দোবস্তের কালে হইবেক তাহা বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুর হইলে দশসনের পরেও অস্থির ও ফেরফার না হইয়া চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ২ ধা।

দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে ভূমির মোকররী জমা চিরকাল বহাল রহিবার সংবাদ জানাইতে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের প্রতি ক্ষমতা অর্পিবার কথা। [বাং বেং উং।]

৫। ইশ্‌তেহারনামার ২ দ্বিতীয় দফা। সংপ্রতি বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের হজুরহইতে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল মারকুইস কর্ণওয়ালিস সাহেব বাহাদুরের প্রতি এমত কর্তৃত্ব অর্শিল যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার মোতালক সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগেরে এই সমাচার দেন যে দশসনী বন্দোবস্তের আইনসকলের মতে তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা হয় তাহা চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৩ ধা।

ভূম্যধিকারিদিগের যে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তাহার উপর মোকররী জমার ধার্য্যের কথা। [বাং বেং উং।]

৬। ইশ্‌তেহারনামার ৩ তৃতীয় দফা। সংপ্রতি ঐ শ্রীযুত উপরের লিখিত কর্তৃত্বক্রমে সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারী যাহারদিগের নিজের সহিত কিম্বা স্বপক্ষ লোকদিগের সঙ্গে ঐ সকল আইনের মতে তাহারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহারদিগেরে এই সমাচার দিতেছেন যে সরকারের সহিত তাহারদিগের ভূমির উপর দশসনী বন্দোবস্তের ক্রমে যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে তাহা ঐ বন্দোবস্তের মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মকাল গতেও অস্থির ও ফেরফার না হইয়া সেই জমাতেই সে ভূমি তাহারদিগের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৪ ধা।

যে যে ভূম্যধিকারির ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারদার দিগের ইজারায় রহে তাহার ভূমির উপর মোকররীদিগের জমার ধার্য্য হইবার কথা। [বাং বেং উং।]

৭। ইশ্‌তেহারনামার ৪ চতুর্থ দফা। যে যে জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির ভূমির উপর উপরের প্রস্তাবিত সকল আইনের মতে সরকারহইতে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়া তাহারদিগের মতে অস্বীকার ও না কবুলের নিমিত্ত সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে আসিয়া কিম্বা তাহা সরকারহইতে অন্যং লোককে ইজারা দেওয়া গিয়া থাকে তাহার মধ্যে যাহারদিগের ভূমি সরকারের খাস তহসীলে আসিয়া থাকে তাহারদিগেরে ঐ শ্রীযুত জানাইতেছেন যে ঐ সকল আইনের মতে সেই ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা হয় সে জমা যদি তাহারা স্বীকার ও কবুল করে তবে পুনরায় সে ভূমি তাহারদিগের হস্তগতা হইয়া পরেও সে জমার

অস্থিরতা ও ফেরফার না হইয়া সেই জমাতেই তাহারদিগের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক। আর যাহারদিগের ভূমি ইজারদারদিগের ইজারায় থাকে তাহারদিগেরেও জানাইতেছেন যে সেই ইজারার মিয়াদ গত হইবা পর্য্যন্ত ইজারদারেরা স্বেচ্ছাক্রমে সেই ইজারাহইতে হস্ত উঠাইয়া সে ভূমি সেই ভূম্যধিকারিদিগেরে ছাড়িয়া না দিলে এবং ঐ শ্রীযুতের হজুরেও মঞ্জুর না হইলে সে ভূমিতে সেই ভূম্যধিকারিরা আমল পাইবেক না কিন্তু সেই ইজারার মিয়াদ গেলে যদি সেই ভূম্যধিকারিরা তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়া থাকে কিম্বা হয় তাহা স্বীকার ও কবুল করে তবে সে ভূমি তাহারদিগের হস্তগতা হইয়া পরেও সে জমার অস্থিরতা ও ফেরফার না হইয়া সেই জমাতেই তাহারদিগের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৫ ধা।

সরকারের খাসের যে ভূমি অন্যকে দেওয়া যায় তাহার উপরে মোকররী জমার ধার্য্য হইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৮। ইশতেহারনামার ৫ পঞ্চম দফা। সরকারের খাসের যে ভূমি আছে ও পশ্চাৎ যে ভূমি খাস হয় সে ভূমি যদি অন্য লোককে দেওয়া যায় তবে দিবার কালে সে ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হয় সেই জমাতেই সে ভূমি সেই লোকের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৬ ধা।

পূর্ব্বকালে হাকিমদিগের অভীষ্টক্রমে ভূমির জমা ফেরফার হইত তাহার কথা।
[বাং বেং উং।]

৯। ইশতেহারনামার ৬ ষষ্ঠ দফা। সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিরা বরং সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যানিবাসি সমস্ত লোকে জানিত যে অদ্যাবধি কখনো ভূমির জমার ধার্য্য মোকররীমতে হয় নাই তস্মাৎ এ দেশের পূর্ব্বের হাকিমেরা প্রাচীন দাঁড়া ও চলনক্রমে কখনোং ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে বেশী তলব করিয়া তাহা উসুলের কারণ মধ্যেং প্রায়ই তাহারদিগের ভূমির উৎপন্ন নিশ্চয় ও তহকীক করাইয়াছেন এবং সময়বিশেষে তাহারদিগেরে সে ভূমিহইতেও উত্যক্ত ও বেদখল করিয়া সে ভূমি অন্যং লোককে ইজারা দিয়াছেন কিম্বা তাহার প্রজারদিগের স্থানে খাজানা উসুলের কারণ মফঃসলে সাজাওল পাঠাইয়াছেন। এইক্ষণে বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা এমত সকল দাঁড়াকে দেশের পত্তন আবাদের ব্যাঘাত ও খললের মূল অনুমান করিয়া এ দেশের যাবদীয় লোকের কল্যাণ ও কুশলের বীজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহারদিগেরে উপরের প্রস্তাবিত আপনারদিগের কৃত পরিষ্কার মর্ম্ম জানাইবার জন্য হুকুম প্রচার করিলেন অতএব সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারী যাহারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত সরকারের সহিত হইয়াছে কিম্বা হয় তাহারা নিশ্চয় জানিবেক যে তাহারদিগের ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের বিষয়ে বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের হজুরহইতে যে হুকুম হইয়াছে তাহা

বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা যেং হেতুক প্রাচীন দাঁড়া রহিত করিয়া সকল ভূমির উপর মোকররী জমার ধার্য্য করিয়াছেন তাহার কথা।

মোকররী জমার ধার্য্যের বিষয়ে বি

লায়ত্তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের যে যে আজ্ঞা হইয়াছে তাহা রহিত করিতে উত্তরকালের হাকিমদিগের শক্তি না হইবার কথা।

পরিবর্ত্ত ও ফেরফার করিতে বিলায়তহইতে যে সকল সাহেবকে এদেশের সকল কার্য্য প্রয়োজন করিবার ও তাহার বন্দোবস্তের ভার হয় তাঁহারদিগের কেহ কোনপ্রকারে সাধ্য রাখিবেন না।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৭ ধা।

ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ভূমি পত্তনের ফলকে নিজের স্বত্ব জানিয়া আপনারদিগের ভূমি পত্তন ও আবাদের অতিশয় চেষ্টা করণের কথা।

[বাং বেং উং।]

[বাং বেং উং।]

১০। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে এই অভিপ্রায় রাখেন যে সমস্ত ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের ফলকে অতিসুন্দর জ্ঞান করিয়া আপনারদিগের ভূমির উৎপন্নবৃদ্ধির নিমিত্তে যত চেষ্টা ও তরদুদ করিবেক তাহা তাহারদিগের লাভ ও মুনাফার তরে পাইবেক এবং ঐ উৎপন্নবৃদ্ধি তাহারদিগের ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারী ও ওয়ারিসানের স্থানে কস্মিনকালে কিছু বেশী তলব সরকারে হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৭ ধা।

১১। এমত খাতিরজমায় স্বচ্ছন্দে আপনারদিগের ভূমির পত্তন আবাদে যথসাধ্য বিস্তারক্রমে চেষ্টা করে যদিস্যাৎ নিয়ত ভূম্যধিকারিদিগের এই কর্ত্তব্য আবশ্যক ছিল অভিপ্রায়ে জানা যায় যে সরকারের মালগুজারী বিনা শৈথিল্য ও গাফিলীতে সময়শিরে দেয় এবং ধর্ম্মতো বিচলিত ও বিস্তর লোভী এবং কর্কশ না হইয়া আপনারদিগের পেটার সমস্ত তালুকদার ও প্রজাবর্গের সম্বন্ধে ভদ্রদায়ক ও স্নেহকারক হয় কিন্তু এইক্ষণের হুকুমে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে যে সকল লাভ বর্ত্তিবেক তদৃষ্টে পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়তাক্রমে উপরের লিখিত মর্ম্ম সঙ্কলন সংপ্রতি তাহারদিগের কর্ত্তব্য হয় অতএব ঐ শ্রীযুত অভিপ্রায় রাখেন যে ভূম্যধিকারিরা ঐ মর্ম্মের সঙ্কলন করা কেবল আপনারদিগের নিজের প্রতিই পরিসীমা না জানিয়া তাহারদিগের প্রত্যে যাহারা তাহারদিগের পেটার তালুকদার ও প্রজাবর্গের স্থানে খাজানা উসুলের কারণ মফঃসলে যায় তাহারদিগেরও যথেষ্ট ত্বরা ও তাকীদ করে যে তদনুসারে সর্ব্বতোভাবে ঐ মর্ম্মের সঙ্কলন করিতে মনোযোগী হয় এতদ্ভিন্ন ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে উপরের লিখিত ব্যবস্থায় বিচলিত না হইয়া অবাধে সরকারের মালগুজারী সর্ব্বক্ষণ বিনা শৈথিল্যে ও গাফিলীতে দিবার নিমিত্ত তাহারদিগের ঐ শ্রীযুত এমত জানাইতেছেন যে উত্তরকাল অনাবৃষ্টি কিম্বা অতিবৃষ্টি অর্থাৎ শুকা কিম্বা হাজা অথবা আকাশী অন্যোৎপাতে সরকারের মালগুজারী মৌকুফ কিম্বা মাফের বিষয়ের দরখাস্ত শুনা যাইবেক না বরং জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারী যাহারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত উপরের প্রস্তাবিত সকল আইনের মতে সরকারে হইয়াছে কিম্বা হয় তাহারদিগের কেহ অথবা তাহারদিগের উত্তরাধিকারী ও ওয়ারিসানের কোন ব্যক্তি সরকারের মালগুজারী সময়শিরে দিতে ত্রুটি করে তবে সেই বাকীর জন্য হয় তাহার সমস্ত ভূমি না হয় সে ভূমির কিঞ্চিৎ অংশ সেই বাকী আদায়ের অনুসারে নিতান্তই নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক ইহার ছাড়ান কদাচিত হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৭ ধা।

মালগুজারী মৌকুফ অথবা মাফের দরখাস্ত না শুনিবার কথা।

১২। ইশতেহারনামার ৭ সপ্তম দফা। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উপরের লিখিত মর্ম্মাধীন কাহারো কিছু সন্দেহ না জন্মিতে পারিবার কারণ আবশ্যক জানিতেছেন যে সমস্ত জমীদার ও হুজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগেরে নীচের লিখনানুসারে জ্ঞাত করান্।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৮ ধা।

মফঃসলী তালুকদারান্ ও চাসী প্রজাদিগের ভালর জন্য সকল আইন নির্দ্দিষ্টের ও তদ্দৃষ্টে সরকারের মালগুজারী আদায়ের ভূম্যধিকারিদিগেরে কোন আপত্তি করিতে নিষেধের কথা।
[বাং বেং উং।]
[বাং বেং উং]

১৩। হাকিমের উচিত যে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতঃ দুস্থ ও গরীবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতএব ঐ শ্রীযুত সকল মফঃসলী তালুকদার ও প্রজাপ্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্তে যে কালে যে আইন করা উচিত জানেন সে কালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট করেন্ কিন্তু এমত সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোন প্রকারে জমীদার ও হুজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্তি ও ওজর হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

উত্তরকাল সায়েরের যে হাসিল মহসুল ধার্য্য হয় তাহা উসুল হইয়া তাহাতে অন্যের অংশ না রহিয়া সরকারের খাজানার দাখিল হইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

১৪। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৮ জুলাইতে সায়েরের দান যগাৎ অর্থাৎ হাসিল মহসুল উঠিয়াছে ও সেহেতুক ভূম্যধিকারিদিগের যে ক্ষতি ও নোক্শান হইয়াছিল তাহার এওজ সরকারহইতে তাহারদিগেরেও দেওয়া গিয়াছে অতএব এইক্ষণে ঐ শ্রীযুত সকল লোককে এই জানাইতেছেন যে যদি উত্তরকাল সায়েরের হাসিল মহসুল পূর্ব্বের মতে ধার্য্য হয় কিম্বা মতান্তরে হাসিল মহসুল লওন উচিত জানা গিয়া ধার্য্য হইলে তাহা উসুলের নিমিত্তে সরকারের তরফ লোক নিযুক্ত হয় তবে ঐ সকল হাসিল মহসুলে ভূম্যধিকারিদিগের কিছু স্বত্বাধিকার থাকিবেক না ও সেজন্য আপনারদিগের শিরের মোকররী জমাতেও কিছু কমী পাইবেক না।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

উত্তরকাল নিষ্কর ভূমির উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হয় তাহাতে কেবল সরকারের স্বত্বাধিকার হইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

১৫। যে ভূমি নিষ্কর অর্থাৎ লাখেরাজীমতে এদেশি লোকদিগের ভোগদখলে আছে তাহার মধ্যে যাহা সনন্দানুসারে অসিদ্ধ ও গরমাতবর কাহারো ভোগদখলে থাকনপ্রমাণ ও তহকীক হয় তাহার উপর যে জমার ধার্য্যকরণ ঐ শ্রীযুত উচিত জানেন তাহাই করিবেন ও সে জমা কেবল সরকারের স্বত্ব ও হক বোধ হইবেক তাহার বিভাগ ভূম্যধিকারিদিগের অর্শিবেক না।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

ভূম্যধিকারিরা যাহা থানাদারীদিগ

১৬। ভূম্যধিকারিদিগের শিরে উপরের লিখিত দফাওয়ারী ধারাক্রমে যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে তাহার মধ্যে যে কিছু

রের আখরাজাৎ নগদ ও ভূমিতের বন্দোবস্তে মিনাহ পাইয়াছে তাহা বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্যের কথা। [বাং রেং উং।]

নগদ ও ভূমিতে থানাদারী ওগয়রহের আখরাজাতে বন্দোবস্তের সময় মিনাহ পাইয়াছে তাহা তাহারদিগের অধিকারহইতে খারিজ ও আলাহিদা জানা যায় এক্ষণে ঐ শ্রীযুত প্রজাবর্গের রক্ষণ ও নেঘাবানীর কার্য্য ভূম্যধিকারিদিগের হস্তছাড়া করিয়া ঐ কার্য্যে অন্য২ লোককে প্রবৃত্ত করিলেন অতএব ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে ঐ মিনাহহওয়া নগদ ও ভূমি সমস্ত কিম্বা উহার মধ্যের যে কিছু সরকারে বাজেয়াপ্তকরণ উচিত জানেন তাহা করেন। এবং ঐ শ্রীযুত জানাইতেছেন যে এমত বাজেয়াপ্তী ভূম্যাদির যে উৎপন্ন সরকারে তহসীল হইবেক তাহা সমস্তই পোলীসের যাবদীয় খরচ অর্থাৎ থানাদারীর আখরাজাতে আর্দিবেক অন্য খরচে লাগিবেক না। এবং সকল কালেক্টরসাহেবেরদিগকে হুকুম হইবেক যে ঐ বাজেয়াপ্তী ভূম্যাদিকে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির জমার শামিল না করিয়া তাহা আলাহিদা তহসীল করেন।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৮ ধা। ৪ প্র।

থানাদারদিগের আখরাজাৎ বাজেয়াপ্তী জমার শামিল না হইয়া থানাদারীর আখরাজাৎ দিবার কারণ পৃথক তহসীল হইবার কথা।

অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমি তাহারদিগের অনধিকার সময়ের বাকীর কারণ নীলাম না হইবার কথা। [বাং রেং উং।]

১৭। এই আইনের লিখিত মর্ম্মক্রমে কাহারো এমত বোধ না হয় যে যে সকল লোক ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাই তারিখের নির্দ্দিষ্ট অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারিদিগের বিষয়ের আইনের ১ প্রথম ধারানুসারে অনুপযুক্ত ঠাহরিয়া আপনারদিগের ভূমিতে অনধিকারী ও বেএখ্তিয়ার থাকে তাহারদিগের ভূমির উপর ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা হয় সেই বেএখ্তিয়ারীকালে তাহার বাকী পড়িলে সে বাকীর কারণ তাহারদিগের ভূমি নীলামে বিক্রয় হয়। কিন্তু জানিবেক যে যে কালে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাইর নির্দ্দিষ্ট আইনের ১ প্রথম ধারাক্রমে অধিকারিরা অনুপযুক্ততা গিয়া উপযুক্ত হইবাতে কিম্বা ঐ আইন পরিবর্ত্ত অথবা স্থগিত ও মৌকুফের জন্য যে কালে ঐ শ্রীযুতের হুজুরহইতে আপনারদিগের ভূমির মুখ্তারী পায় সেই ভূমির মুখ্তারীর কাল হইতেকের তাহারদিগের ভূমির উপর নির্দ্ধারিত মোকররী জমার বাকীর কারণ তাহারদিগের ভূমি নীলামে বিক্রয় হইতে পারিবেক যেমতে উপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমির উপর মোকররী জমার ধার্য্য হইলে তাহার বাকীর নিমিত্ত তাহারদিগের ভূমি এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাইর আইনের ১ প্রথম ধারার লিখনানুসারে অনুপযুক্ত হইবার গতিক ছাড়া যে সকল ভূমির অধিকারী আজন্ম রোগী কিম্বা জন্মিয়া ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া আপনারদিগের ভূমি সরবরাহের অযোগ্য হয় তাহারদিগের নিজের সহিত কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের লোকদিগের সঙ্গে দশসনী বন্দোবস্তের মতে তাহারদিগের ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য হইয়া থাকিলে তাহার বাকীর জন্য যেমতে তাহারদিগের ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় ইতি। —১৭৯৩ সা। ১ আ। ৮ ধা। ৫ প্র।

ভূম্যধিকারিরআপনারদিগের ভূমি

১৮। ইশতেহারনামার ৮ অষ্টম দফা। ভূম্যধিকারিরা এইক্ষণের সকল আইনের মতে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সে

লের হজুরের বিনাহুকুমে আপনারদিগের ভূমি অন্যকে অর্পণ করিতে পারে কি না এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থে ঐ শ্রীযুত সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগেরে জানাইতেছেন যে ঐ হজুরের হুকুম না হইলেও সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনারদিগের ভূমি সমুদয় কিম্বা কিঞ্চিৎ চাহে বিক্রয় কিম্বা দান করে অথবা প্রকারান্তরে অন্যকে দিতে পারে ও এমত বিক্রয় ও দানাদি ও মোসলমান জাতির মধ্যে শরার মতে ও হিন্দু জাতির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে হইলে ও এইক্ষণের ও উত্তরকালের সকল আইনের ব্যতিক্রমে না হইলে সাব্যস্থ ও মঞ্জুর থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ৯ ধা।

অন্যকে দিতে লাগিলে তাহা শরা ও শাস্ত্র ও শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনক্রমের ব্যতিক্রমে না হইলে ঐ শ্রীযুতের হজুরের বিনা হুকুমেও তাহা দিতে পারিবার কথা।

[বাং বেং উং।]

১৯। ইশতেহারনামার ৯ নবম দফা। যে ভূমির বন্দোবস্ত মোকররী জমার ধার্য্যক্রমে সরকারে হইয়াছে কিম্বা হয় সে ভূমি তাহার অধিকারির এক মহালে অথবা পৃথক২ মহাল নির্দ্দিষ্টই বা রহিয়া তাহার মোটে এক তাহুত হয় কিম্বা এক তহুতে মহালং মোকররী জমার প্রভেদ অর্থাৎ তফরিক থাকিয়া যদি কালক্রমে সে ভূমি সমুদয় তাহার অধিকারির স্বেচ্ছায় অথবা নীলামে বিক্রয় হয় তবে সে ভূমির মধ্যের পত্তন আবাদ হইবার যোগ্য পতিত ভূম্যাদি ছাড়া তৎকালের উখিত ও হাসিল ভূম্যাদির উৎপন্ন ধরিয়া তাহাতে সরঞ্জামি বাদ দিয়া বাকী সহিত সেই মোকররী জমার মিলন করিলে তাহার মর্ম্ম ও ফলবোধ হইতে পারিবেক ও সে ভূমি একের অধিকারহইতে অন্যের হস্তগত হইলেও সে ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য থাকে তাহার ফেরফার হইতে পারিবেক না কিন্তু এমত ভূমি হিস্যাওয়ারীতে এতাবতা অংশক্রমে স্বেচ্ছায় কিম্বা নীলামে বিক্রয় কিম্বা দান হইলে অথবা সাধারণ থাকিয়া অংশিদিগের সহিত অংশ হইতে লাগিলে তাহার একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য যে দাঁড়ায় করা যাইবেক তাহা প্রকাশকরণ এইহেতুক উচিত হয় যে ইহার মোকররী জমার ধার্য্যের নিমিত্ত দাঁড়া স্থির না হইলে উপরের লিখিত কালক্রমে অর্থাৎ বিক্রয়াদি হইবার সময় সেই একং অংশের মর্ম্মের অন্থ ও ফলের নিরূপণ কিছুই না হইয়া মোকররী জমার ধার্য্য হইবার অনুসারে যে ফলবোধ আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে লাভ হইতে পারিবেক না অতএব যে সকল দাঁড়ায় উপরের লিখিত কালক্রমে মোকররী জমার ধার্য্য হইবেক তাহা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে নীচের লিখনানুসারে নির্দ্দিষ্ট করিলেন।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ১০ ধা।

যে২ কালে অংশক্রমে ভূমি বিক্রয়াদি হয় অথবা অংশিদিগের সহিত অংশ করা যায় সেই২ কালে সকল অংশের মোকররী জমার ধার্য্য যে অনুসারে হইয়া চিরকাল অটলক্রমে থাকিবেক তাহার কথা।

[বাং বেং উং।]

২০। জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের যাহার ভূমির বন্দোবস্ত ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে সরকারে হইয়াছে কিম্বা হয় সে ভূমি সরকারের মালগুজারীর নিমিত্তে ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমে কিম্বা কারণান্তরে আদালতের ডিক্রীমতে অংশক্রমে নীলামে বিক্রয় হইলে সেকালে তাহার একং অং

[বাং বেং উং।]

শের মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবেক যে সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলন রহিত তাহার খুঁটে সেই একং অংশের উৎপন্নক্রমে সেই একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য ও মিলন করা যাইবেক ও সেকারণে সেই সমুদয় ভূমির উৎপন্ন এইক্ষণের ও উত্তরকালের আইন ন্যায়ের লিখিত দাঁড়াক্রমে বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবেক এবং সেই একং অংশের ভূমি সেই জমাতেই তাহার খরীদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

[বাং বেং উং।] ২১। যদি জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের কাহারো ভূমির কিঞ্চিৎ অংশ অর্থাৎ কিসমৎ সরকারের মাল গুজারীর বাকীর নিমিত্ত ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমে কিম্বা কারণান্তরে আদালতের ডিক্রীমতে নীলামে বিক্রয় হয় তবে সে কিসমৎ মোটে একত্র বিক্রয় হইলে সেকালে তাহার মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবেক যে সেই ভূম্যধিকারির সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলনরহিত তাহার খুঁটে সেই কিসমতের তৎকালের উৎপন্নক্রমে সেই কিসমতের মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলন করা যাইবেক। আর যদি সেই কিসমৎ অংশক্রমে বিক্রয় হয় তবে সেকালে তাহার একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবেক যে ভূম্যধিকারির সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলনরহিত তাহার খুঁটে সেই কিসমতের সকল অংশের তৎকালের উৎপন্নক্রমে সেই কিসমতের সকল অংশের মোকররী জমার ধার্য্য ও মিলন করা যাইবেক আর সেই ভূম্যধিকারির ভূমির কিসমৎ মোটে একত্র কিম্বা অংশক্রমে বিক্রয় হইলে তাহার মোকররী জমার ধার্য্যের কারণ সেই ভূম্যধিকারির সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্ন এইক্ষণের ও উত্তরকালের আইনসকলের লিখিত দাঁড়াক্রমেই বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবেক এবং সেই খরীদা ভূমি সেই জমাতেই সেই খরীদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক। এমতে ভূম্যধিকারির ভূমির কিসমৎ বিক্রয় হইলে পর তাহার অবশিষ্ট যে ভূমি থাকে তাহার মোকররী জমাতেই সেই অবশিষ্ট ভূমি সেই ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

[বাং বেং উং।] ২২। যে কালে জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের কেহ আপনার সমুদয় ভূমি অংশক্রমে দুই কিম্বা অধিক জনকে বিক্রয় অথবা দান করে কিম্বা মতান্তরে দেয় অথবা আপন ভূমির কোন অংশ মোটে এক জনকে কিম্বা সাধারণক্রমে জনকএককে বিক্রয় অথবা দান করে কিম্বা মতান্তরে দেয় সে কালে সেই

একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবেক যে সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলনরহিত তাহার খুঁটে সেই একং অংশের তৎকালের উৎপন্নক্রমে সেই একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য ও মিলন করা যাইবেক ও সে কারণে সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্ন এইক্ষণের ও উত্তরকালের আইনসকলের লিখিত দাঁড়াক্রমে বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবেক এবং সেই একং অংশের ভূমি যাহারং হস্তগতা হয় সে ভূমি সেই জমাতেই তাহারং উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক। এমতে ভূম্যধিকারী আপন ভূমির কোন কিমমৎ মোটে এক জনকে অথবা সাধারণক্রমে জনকএককে বিক্রয় কিম্বা দান করিলে অথবা মতান্তরে দিলে পর সেই ভূম্যধিকারির অবশিষ্ট যে ভূমি থাকে তাহার মোকররী জমাতেই সেই অবশিষ্ট ভূমি সেই ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

২৩। যে ভূমির বন্দোবস্ত মোকররী জমার ধার্য্যক্রমে সরকারে হইয়াছে কিম্বা হয় সে ভূমির অধিকারী যদি সাধারণক্রমে একশামিলে দুই কিম্বা অধিক জন থাকে অথবা সে ভূমি আদৌ একজনের অধিকারে রহিয়া পশ্চাৎ দুই কিম্বা অধিক জনের সাধারণ হয় তবে সে ভূমি তাহার অংশিদিগের সহিত অংশ হইলে সেই একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবেক যে সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলনরহিত তাহার খুঁটে সেই একং অংশের তৎকালের উৎপন্নক্রমে সেই একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য ও মিলন করা যাইবেক ও সে কারণে সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্ন এইক্ষণের ও উত্তরকালের আইনসকলের লিখিত দাঁড়াক্রমে বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবেক এবং সেই একং অংশের ভূমি সেই জমাতেই একং অংশির উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ১০ ধা। ৪ প্র। [বাং বেং উং।]

২৪। ইশতেহারনামার ১০ দশম দফা। যে কালে জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি কোন ভূম্যধিকারির ভূমি সরকারের খাস তহসীলে অথবা ইজারদারের ইজারায় থাকিয়া নীলামে বিক্রয় হয় কিম্বা সেই অধিকারির স্বত্বাধিকারহইতে অন্যের হস্তে যায় অথবা সে ভূমি সাধারণ থাকিয়া অংশিদিগের সহিত অংশ হয় এমত ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যার্থে নীচের লিখনানুসারে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ১১ ধা।

সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারা থাকে তাহা নীলামে বিক্রয় কিম্বা অংশিদিগের সহিত অংশ হইলে সে ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের ডৌলের ও সেই জমা চিরকাল স্থির থাকিবার কথা।
[বাং বেং উং।]

২৫। ভূম্যধিকারির স্থানে তাহার ভূমির মোকররী জমা দশসনী [বাং বেং উং।]

বন্দোবস্তের আইনের মতে তলব হইয়া তাহার অস্বীকার ও না কবুলের নিমিত্ত যে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারদারের ইজারায় রহিয়া থাকে সে ভূমি যদি আদালতের ডিক্রীক্রমে সমুদয় অথবা অংশক্রমে কিম্বা সে ভূমির কিছু কিসমৎ মোটে অথবা অংশক্রমে নীলামে বিক্রয় হয় তবে ভূমি খাস তহসীলে থাকিলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে তাহার উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হয় সেই জমার নির্দ্দিষ্টেই বিক্রয় হইবেক ও সেই জমাতেই সে ভূমি সেই খরিদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ও যে ভূমি বিক্রয়ের কালে ইজারদারের ইজারায় থাকে সে ভূমি সমুদয় কিম্বা অংশক্রমে বিক্রয় হইতে লাগিলে নীচের লিখিত মতানুসারে বিক্রয় হইবেক। তাহার বেওরা এই যে সেই ভূমি বিক্রয়ের সময়হইতে সেই ইজারদারের ইজারার মিয়াদের বাকী যে কাল থাকে সেই কালের অধিকারিত্ব স্বত্ব এতাবতা মালিকানা হক্ যাহা পূর্ব্বাধিকারিকে অর্শিত সেই মিয়াদ যাবৎ গত না হয় তাবৎ সেই মালিকানা হক্ সেই ভূমির খরীদার পাইবেক ইহাতে সেই খরীদারের কর্ত্তব্য যে সেই ভূমি নীলামের কালে আদৌ একরার করে যে সেই ইজারার মিয়াদ গেলে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে সে ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হওন উচিত হয় সেই জমা কবুল করে। তাহাতে ইজারার মিয়াদের বাকীকালের যে মালিকানা হক্ খরীদারকে অর্শিবেক তাহার ও ইজারার মিয়াদ গেলে যে মোকররী জমা সেই খরীদারের দেওয়া সঙ্গত হইবেক ইহার নিরূপণ ও তায়দাদ ভূমি নীলামের সময় জানাইতে হইবেক ও সেই ভূমি সেই জমাতেই সেই খরীদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ১১। ধা। ১ প্র।

[বাং বেং উং।]

২৬। জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের কাহারো ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারদারের ইজারায় থাকিলে অথবা উত্তরকালে আসিলে যদি সেই অধিকারী আপন ভূমিসমুদয় কিম্বা অংশক্রমে দুই কিম্বা অধিক জনকে অথবা সে ভূমির কিছু কিসমৎ মোটে কিম্বা অংশক্রমে জনকএককে বিক্রয় অথবা দান করে অথবা মতান্তরে অন্যকে দেয় তবে যাহারদিগের হস্তে সে ভূমি যায় তাহারা তাহার মালিকানা হক্ যাহা পুর্ব্বাধিকারিকে অর্শিত তাহা সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে থাকিলে সরকারহইতেও ইজারা রহিলে ইজারদারের স্থানহইতে পাইবেক ও তাহারদিগের গতিক অর্থাৎ আহ্বাল ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত লোকদিগের গতিকের ন্যায় হইবেক এবং তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমার ধার্য্য দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে হইয়া থাকে সে জমা তাহারা কবুল না করণপ্রযুক্ত সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারদারের ইজারায় থাকনঅভিপ্রায় হইয়া ঐ চতুর্থ

ধারার লিখিত সকল হুকুম তাহারদিগের প্রতিও চলন ও জারী হইবেক। ১৭৯৩ সা। ১ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

২৭। যে ভূমি অংশিদিগের সহিত সাধারণ থাকে কিম্বা উত্তর কালে সাধারণ হয় সে ভূমি যদি সরকারের খাস তহসীলে অথবা ইজারদারের ইজারা রহে তবে এমতে সে ভূমি তাহার অংশিদিগের সহিত অংশ হইলে সে সকল অংশির গতিক ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত লোকদিগের গতিকের ন্যায় হইবেক ও তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমা দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে তলব হইয়া থাকে সে জমা তাহারা কবুল না করণপ্রযুক্তেও সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারদারের ইজারায় থাকনঅভিপ্রায় হইয়া ঐ ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত সকল হুকুম তাহারদিগের প্রতিও চলন ও জারী হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১ আ। ১১ ধা। ৩ প্র। [বাং বেং উং।]

২ ধারা।

যাহারদের সঙ্গে সদর বন্দোবস্ত হইত তাহা।—সদর মালগুজার।

২৮। যে সকল হুকুমের বেওরা তফসীল এই আইনে লেখা আছে তদ্দৃষ্টে কি জমীদার কি চৌধুরী কি তালুকদার যাবদীয় ভূম্যধিকারির সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

এই আইনের হুকুমের বেওরাদৃষ্টে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত হইবার কথা। [বাং বেং উং।]

২৯। যে সকল তালুকদার আপনারদিগের তালুকের কর্ত্তা বোধ হইবেক তাহারদিগের তফঃসীল নীচে লেখা গেল।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

যে যে প্রকার তালুকদার আপনারদিগের ভূমির অধিকারী বোধ হইবেক তাহার কথা। [বাং বেং উং।]

৩০। যে সকল তালুকদার ভূমি উভয় স্বেচ্ছায় অর্থাৎ খোসখরীদ কিম্বা নীলামক্রমে খরীদ করিয়া থাকে কিম্বা এইক্ষণে যে সকল জমীদারের নিকটে মালগুজারী করে সেই সকল জমীদারের স্থানে কিম্বা অন্যং ভূম্যধিকারির স্থানে অথবা তাহারদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্থানে দানক্রমে পাইয়া থাকে ও ভূম্যধিকারিদিগের কোবালা এতাবতা বিক্রয়পত্র কিম্বা দানপত্র অথবা খালিসা শরিফার সনদ এপ্রকার যে সকল নিদর্শনলিপি ভূমির স্বত্বাধিকারকরণের যোগ্য হয় তাহা সেই ভূমির হক্ দখলকরণের অর্থে হস্তে রাখে।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫ ধা। ২ প্র। [বাং বেং উং।]

৩১। যে সকল তালুকদারের তালুকাতের মালগুজারী এইক্ষণে যে ভূম্যধিকারির নিকটে করা যায় সেই ভূম্যধিকারী আপন ভূমিতে [বাং বেং উং।]

অধিকার করিবার পূর্ব্বে কিম্বা সে ভূমিতে তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা দখলীকার হইবার অগ্রে সে তালুকাৎ হইয়া থাকে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

[বাং বেং উং।]

৩২। যে সকল তালুকদারের তালুকাতের মালগুজারী এইক্ষণে যে ভূম্যধিকারির নিকটে করা যায় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকার কখনো সেই তালুকাতে না থাকে।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

[বাং বেং উং।]

৩৩। যে সকল তালুকদারের তালুকাৎ উপরের লিখিত প্রকরণ সকলের ন্যায় ক্রয় কিম্বা দান অথবা উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পূর্ব্বাধিকারিদিগের হস্তহইতে তাহারদিগের ভোগদখলে আসিয়া থাকে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

যেং খেরাজী আয়মা খারিজ হইবেক ও যেং আয়মা যে দস্তুরে ভূম্যধিকারির ভূমির শামিল রহিবেক তাহার প্রতি তালুকাতের সম্পর্কে যে সকল দাঁড়া লেখা আছে তাহা বহাল রহিবার কথা।

[বাং বেং উং।]

৩৪। তালুকাতের ভূমির সম্পর্কে যে সকল দাঁড়া ৫ পঞ্চম ধারায় লেখা আছে সেই সকল দাঁড়া যে আয়মা ভূমির উপর জমা মোকররীমতে নির্দ্ধার্য্য ও খেরাজী আয়মানামে খ্যাত আছে তাহার প্রতিও বহাল হইবেক তাহা ঐ পঞ্চম ধারার লিখিত তালুকাতের রকমের বিবেচনাক্রমে হুকুম হইয়াছে যে যে খেরাজী আয়মা ভূমির পুরস্কার দান শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে কিম্বা সেই তারিখের পরে যে টাকার বদলে ভূম্যধিকারিদিগের স্থানহইতে পুরস্কারদান হইয়া থাকে সে ভূমি আয়মাদারেরা যে ভূম্যধিকারিদিগেরে মালগুজারী দেয় তাহারদিগের স্থানহইতে খারিজ হইবেক এইহেতুক যে যে সকল তালুকদার আপনারদিগের তালুকাতের অধিকারী তাহারদিগের ভূমি খারিজ হইবার অর্থে যে সকল দাঁড়া ধার্য্য আছে উপরের লিখিত সকল আয়মাও সেইসকল দাঁড়াভুক্ত হইয়াছে কিন্তু যে খেরাজী আয়মার পুরস্কারদান নিশ্চয় পতিত ভূমি পত্তন আবাদের কারণ সাব্যস্থ হয় এমত আয়মা যে ভূমির শামিল আছে তাহার শামিলেই পূর্ব্বানুসারে রহিবেক এইনিমিত্তে যে জঙ্গলবুরী তালুকাতের সম্বন্ধে যে সকল দাঁড়া ৮ অষ্টম ধারায় লেখা আছে সেই সকল দাঁড়ার তলে এমত আয়মাও গিয়াছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৯ ধা।

তালুকদারদিগের তালুকাৎ খারিজ করণের অর্থে যেং হুকুম জারী করিতে যে সকল দাঁড়া ধার্য্য আছে তাহা কালেক্টরসাহেবেরা দৃষ্টি রাখিবার কথা।

[বাং বেং উং।]

৩৫। যে সকল তালুকদার ফলিতার্থে আপনারদিগের তালুকাতের ভূমির কর্ত্তা আছে ও খারিজ হইবার শক্তি রাখে তাহারা তাহারদিগের তালুকাৎ খারিজ করিবার অর্থে যে সকল হুকুম নির্দ্ধার্য্য আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে নীচের লিখিত বিশেষ দাঁড়াসকল কার্য্যকরণের নীতির মত কালেক্টরসাহেবদিগের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১০ ধা।

৩৬। যাবৎ কোন তালুকদারের তালুক কাহারো স্বত্বনির্দ্দিষ্টে আদালতে ডিক্রী না হয় তাবৎ সেই তালুকদার আপন তালুকের প্রকৃত অধিকারী বোধ হইবেক অতএব উপরের ধারায় যে সকল হুকুমের প্রস্তাব আছে তাহা জারীকরণের অর্থে কালেক্টরসাহেবদিগের কিছু এলাকা তাঁহারদিগের মোতালক জিলাসকলের তালুকদারদিগের ভোগদখলের স্বত্বাধিকার তাহারদিগের তালুকাতে থাকনের বিবেচনা ও তহকীকের প্রতি নাই কিন্তু ঐ সাহেবেরা কেবল ইহাই বিবেচনা করিবেন যে যদি তাহারদিগের তালুকাৎ এমত হয় যে ৫ পঞ্চম ও ৯ নবম ধারার লিখিত দাঁড়াসকলের অনুসারে তাহারদিগের খারিজ হইবার অধিকার আছে কি না এই বিবেচনার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল তালুকদারের স্থানে তাহারদিগের সনন্দপত্র তলব করিয়া তাহা অবগত হইলে পর যে তালুকদারকে ঐ সকল ধারার লিখনক্রমে তালুকের ভূমির অধিকারী বুঝেন্ তাহাকে ভূম্যধিকারির শামিলাতহইতে খারিজ করাইয়া অবশিষ্ট তালুকদারদিগেরে ভূম্যধিকারিদিগের শামিলে পূর্ব্বমতে রাখেন্। যদি কোন তালুকদারের নিকটে কিছু সনন্দপত্র প্রস্তুত না থাকে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই তালুকদারের খারিজ হইবার অধিকার সরাসরীমতে তহকীক করিয়া এবং সেই তালুকদার আপন স্বত্বাধিকারের প্রমাণার্থে যে সকল নিদর্শন লিখন ও দলীল দর্শায় ও ভূম্যধিকারী তাহার জওয়াবের যে কাগজ পত্র ও দলীল উপস্থিত করে তাহা সমস্তই জ্ঞাত হইয়া ও শুনিয়া আপন বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে সেই তালুকদার খারিজ হইবার শক্তি রাখে কি না যথাসাধ্যে তাহার নিষ্পত্তিজনক হন্ ও তদনুসারে বন্দোবস্ত করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১১ ধা।

কালেক্টর সাহেবের তালুকদারদিগের সকল সনন্দ দৃষ্টি করিয়া তাহারদিগের যাহাকে তালুকের অধিকারী জানেন তাহাকে জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারিহইতে খারিজ করিবার কথা। [বাং বেং উং।]

কোন তালুকদার কিছু সনন্দ না রাখিলে ইহাতে কালেক্টর সাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

৩৭। যে সকল তালুকদারের হকে কালেক্টরসাহেবেরা এমত নিষ্পত্তি করেন্ যে তাহারা আপনারদিগের তালুকের ভূমির অধিকারী নহে ও তদনুসারে পূর্ব্বমতে ভূম্যধিকারিদিগের শামিলাতে থাকে তাহাতে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগেরে ইহা জানান্ যে যদি সেই নিষ্পত্তিতে মন্যত না হয় তবে তাহারদিগের সাধ্য আছে যে আপনারদিগের তালুকের ভূমির স্বত্বাধিকারের দাওয়ায় ভূম্যধিকারিদিগের নামে জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তাহাতে যদি তাহারদিগের স্বত্বাধিকার আদালতে প্রমাণ হয় তবে তাহারা ভূম্যধিকারিদিগের শামিলাতহইতে খারিজ হইয়া আপনারদিগের তালুকাতের মালগুজারী হজুরে করিবেক। এবং যে কালে কালেক্টরসাহেবেরা তালুকাতকে ভূম্যধিকারিহইতে খারিজ করেন্ ও সেই ভূম্যধিকারী যদি এমত আপত্তি করে যে সেই তালুকদারেরা ফলত আপনারদিগের তালুকের এমত অধিকারী নহে যে তদনুসারে ঐ ৫ পঞ্চম ও ৯ নবম ধারাক্রমে খারিজ হয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে কালে তাহাকেও ইহা জানান্ যে সেই তালুকাতের কর্তৃত্বের দাওয়ায় তালুকদারদিগের নামে আদালতে নালিশ

যে সকল তালুকদার আপনারদিগের তালুকের অধিকারী না হইবার অর্থে কালেক্টর সাহেবেরা নিষ্পত্তি করেন সে নিষ্পত্তিতে তাহারা মন্যত না হইলে আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা। [বাং বেং উং।]

জমীদারেরা ও যেং অন্যং ভূম্যধিকারী তালুকাৎ খারিজহইতে মন্যত না হয় তাহারাও সেই তালুকাৎ শামিল রা

খিবার দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

করিতে তাহার ক্ষমতা আছে তাহাতে যদি তাহার কর্তৃত্ব স্বত্ব প্রমাণ হয় তবে সেই তালুকাৎ পূর্ব্বমতে তাহার ভূমির শামিলে হইবেক অতএব ইহাতে যে কালে যে কোন তালুকের স্বত্বাধিকারের বিষয়ে বিবাদ জন্মে সে কালে দেওয়ানী আদালতে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের মতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক। আর সে মোকদ্দমা জিলার আদালতহইতে নিষ্পত্তি পাইলে উভয় বিবাদির একের অস্বীকার ও নারাজীতে তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে এবং তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতেও তথাকার যোগ্য মোকদ্দমা হইলে হইতে পারিবেক ইতি।– ১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১২ ধা।

জিলার আদালতের নিষ্পত্তিতে উভয়ের একে মনঃত না হইলে তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে ও সেখানহইতে সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও তথায় করিতে পারিবার কথা।

৩৮। যে সকল তালুকদার খারিজ হইবার বিষয়ে হুকুম হয় তাহারদিগের সাধ্য থাকিবেক না যে আপনারদিগের তালুকের মালগুজারী পূর্ব্বমতে জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারির মারফতে করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১৩ ধা।

যে সকল তালুকদার খারিজ হয় তাহারা আপনারদিগের তালুকের মালগুজারী জমীদারপ্রভৃতির মারফতে না করিবার কথা।

[বাং বেং উং।]

৩৯। যে সকল তালুকদার ৫ পঞ্চম ও ৯ নবম ধারানুসারে জমীদার ও অন্য যে ভূম্যধিকারির মারফতে আপনারদিগের তালুকের মালগুজারী করে তাহার শামিলাতহইতে খারিজ হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের তালুকের মালগুজারী বরাবর কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় পঁহুছাইতে থাকে কিন্তু যে জিলায় তথাকার তালুকাতের বাহুল্যপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে এ দাঁড়া ব্যামোহের তরে হইতে পারে তথায় সেই তালুকাতের মালগুজারীর তহসীলের নিমিত্তে এদেশি লোক তহসীলদার নিযুক্ত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১৪ ধা।

যে তালুকদারেরা খারিজ হয় তাহারা আপনারদিগের তালুকের মালগুজারী যে জিলায় তাহা তহসীলের কারণ তহসীলদার নিযুক্ত না হয় তথায় কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় পঁহুছাইবার কথা।

[বাং বেং উং।]

৪০। যে সকল জমীদার ও অন্য ভূম্যধিকারিদিগের শামিলাতহইতে তালুকাৎ খারিজ হয় তাহারা সেই তালুকাতের মালগুজারী উমুলের কারণ তহসীলদারীতে নিযুক্ত হইবেক না বরং সর্ব্বদাই অন্য যশস্বান ও মাতবর লোককে তহসীলদারী কার্য্য অর্পণ হইবেক ও সেই তহসীলদারের সকল খরচ সরকারের শিরে থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১৫ ধা।

যে ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে তালুকাৎ খারিজ হয় তাহারা তালুকাতের মালগুজারীর তহসীলদারীতে নিযুক্ত না হইবার কথা।

[বাং বেং উং।]

৪১। যে ভূমির সনন্দ মোকররী মতে সেই ভূমির অনধিকারিদিগের নামে হইয়া থাকে সে সনন্দ যদি সরকারহইতে তাহারদিগেরে দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা সরকারে মঞ্জুর হইয়া থাকে অথবা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানীর পূর্ব্বে হইয়া থাকে তবে সেই সকল

যে ভূমির অনধিকারী মোকররীদারদিগের মোকররী সনন্দ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন

মোকররীদারেরা আপনারদিগের পরমায়ুর শেষপর্য্যন্ত সেই ভূমিতে ভোগবান্ রহিবেক কিন্তু তাহারা আপনারদিগের মোকররী জমাতে মামুলী সায়েরের মাসুলের যে অঙ্ক বাজেয়াপ্ত কিম্বা মৌকুফ হইয়াছে তাহা মজুরা পাইবেক ও সেই মোকররীদারদিগের মৃত্যু হইলে পর সেই ভূমির বন্দোবস্ত সেই ভূমির অধিকারির সহিত এই আইনের অনুসারে হইবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১৬ ধা।

সেলের হজুরহইতে দেওয়া গিয়াথাকে কিম্বা মঞ্জুর হইয়াথাকে তাহার শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানীর পূর্ব্বে হইয়া থাকে তাহারদিগের প্রতি যে সকল দাঁড়া ধার্য্য আছে তাহার কথা।

[বাং রেং উং।]

৪২। যে কোন ভূম্যধিকারির নামে মোকররী সনন্দ সরকারহইতে দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা সরকারহইতে মঞ্জুর হইয়া থাকে তাহাও বহাল রহিবেক এবং উপরের ধারার লিখনমতে সায়েরের মাসুলের যে অঙ্ক বাজেয়াপ্ত কিম্বা মৌকুফ হইয়াছে তাহা সেই ভূমির মোকররী জমায় মজুরা হইবেক কিন্তু জানিবেক যে এই ধারা এবং ১৬ ষোড়শ ধারার লিখিত দাঁড়াসকলের অস্থিরতা ও স্থিরতা বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীর প্রতি তাৎপর্য্য রহিবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১৭ ধা।

মোকররী সনন্দ বহাল থাকনের কথা।

এই ধারা এবং ১৬ ধারার লিখিত সকল দাঁড়া স্থির অস্থির হওন বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের অধীন হইবার কথা।

[বাং রেং উং।]

৪৩। যেং মোকররীদার আপনারদিগের ভোগদখলের ভূমির অধিকারী নহে কিম্বা তাহারদিগের মোকররী সনন্দ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানীর পরে হইয়া কখন তাহার মঞ্জুরী শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে না লইয়া থাকে তাহারা সেই মোকররীহইতে বেদখল হইবেক এবং সেই ভূমির বন্দোবস্ত এই আইনের মতে সেই ভূমির অধিকারির সহিত করা যাইবেক কিন্তু এপ্রকার যে সকল মোকররীদার ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক আপনারদিগের মোকররীতে ভোগদখল রাখিয়া থাকে তাহারা সেই ভূম্যধিকারির সহিত হালের যে জমার ধার্য্য হয় তাহাতে সাবেক মোকররী জমাহইতে যাহা বেশী হইবেক সেই বেশী মামুলী সায়েরের মাসুলের যে অঙ্ক বাজেয়াপ্ত কিম্বা মৌকুফ হইয়াছে তাহার খরচাবাদে যে পাওনা তাহাসমেত আপনারদিগের পরমায়ুর শেষপর্য্যন্ত পাইবেক। কিন্তু ইহাও বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীর অধীন হইবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১৮ ধা।

ভূমির অনধিকারী মোকররীদার যাহারদিগের মোকররী সনন্দ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানীর পর হইয়াছে ও তাহার মঞ্জুরী শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে না হইয়া থাকে তাহারদিগের অর্থে যে সকল দাঁড়া ধার্য্য হইল তাহার কথা।

[বাং রেং উং।]

মোকররীদারেরদের যে পাওনার বিষয়ে বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীর আবশ্যক তাহার কথা।

৪৪। ৪ চতুর্থ ধারায় হুকুম আছে যে যে সকল লোক ভূমির অধিকারী তাহারদিগের সহিত দশসনী বন্দোবস্তের ধার্য্য করা যাইবেক কিন্তু যে কোনং ভূম্যধিকারী সেই হুকুমের বাহির আছে তাহারদিগের বেওরা তফসীল এই যে। আদৌ শ্রীযুত গবরনর জেনরল

ভূম্যধিকারিদিগের দশসনী বন্দোবস্তের অর্থে চতুর্থ ধারার লিখিত হু

কুমের বাহির যে সকল অধিকারী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহারদিগের কথা।
[বাং বেং উং।]

বাহাদুর কৌন্সেলে যে সকল স্ত্রীলোককে তাহারদিগের ভূমির সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রয়োজনকরণের উপযুক্তা জানেন তদ্ভিন্না স্ত্রীলোকেরা। দ্বিতীয় অল্পবয়স্ক লোকেরা। তৃতীয় যাহারা আজন্ম হতজ্ঞান। চতুর্থ বাতুল এবং অন্য যে সকল ভূম্যধিকারী শরীরাদির দোষের নিমিত্তে আপনারদিগের ভূমির বিষয়ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব না রাখে ও যে সকল ভূম্যধিকারিকে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে দুষ্টতা কিম্বা তাহারদিগের অপর স্বাভাবিক লম্পটতাপ্রযুক্ত অনুপযুক্ত বোধ করেন। কিন্তু যে সকল লোক জ্ঞানবান্ ও উপযুক্ত তাহারা যদি উপরের লিখিত অধিকারিদিগের সহিত ভূমির অংশী থাকে তবে সেই সকল অধিকারী কিম্বা তাহারদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই অংশির ঐক্যক্রমে বন্দোবস্তের করারদাদ করিয়া পশ্চাৎ যে সকল মর্ম্মের প্রসঙ্গ হইতেছে তদ্দৃষ্টে জনেককে আপনারদিগের ভূমির সরবরাহকারীর নিমিত্তে ঠাহর করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ২০ ধা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুর হইতে যে সকল সরবরাহকার নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের মারফতে উপরের ধারার লিখিত ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকারী কার্য্য হইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৪৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের লিখনানুসারে যে সকল সরবরাহকার নিযুক্ত হয় তাহারদিগের মারফতে উপরের ধারার লিখিত অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকারী কার্য্য হইবেক অতএব সেই আইনে সেই সকল সরবরাহকারের ঠাহর এবং সরবরাহকারী কার্য্যনির্ব্বাহ এবং সেই অধিকারিদিগের ভরণ পোষণের রূপ নির্দ্দিষ্টকরণের অর্থেও কএক দাঁড়া নির্দ্ধারিত আছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ২১ ধা।

যে সকল অধিকারী সরকারের বাকীদার হয় ও বাকী টাকা দিবার শক্তি না রাখে তাহারদিগের ভূমি ইজারায় কিম্বা খাস তহসীলে রাখা যাইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৪৬। যে ভূম্যধিকারিরা সরকারের বাকীদার হয় ও বাকী টাকা দিবার সাধ্য না রাখে তাহারাও ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত হুকুমের বাহির জানা যাইবেক তস্মাৎ এপ্রকার অধিকারিদিগের সহিত তাহারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবেক না বরং কালেক্টরসাহেবের বিহিত বিবেচনানুসারে তাহারদিগের ভূমি তিন বৎসরপর্য্যন্ত ইজারদারের ইজারায় কিম্বা সরকারের খাস তহসীলে রাখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ২২ ধা।

সাধারণ ভূমির উপর যে জমার ধার্য্য হয় তাহা কবুল ও না কবুলের অর্থে সকল অংশির মধ্যে

৪৭। সাধারণ ভূমির উপর সরকারের যে জমার ধার্য্য হয় তাহা স্বীকার কিম্বা অস্বীকারের বিষয়ে সেই ভূমির সকল অংশির মধ্যে যাহারদিগের মন্ত্রণা অনেকের সঙ্গে ঐক্য পায় তাহারদিগের মন্ত্রণা ২৩ ত্রয়োবিংশতি ধারার* লিখিত দাঁড়াদৃষ্টে মাতবর হইবেক কিন্তু সেই ভূমির উপর যে জমার ধার্য্য হয় তাহাতে যদি সেই অংশিরা

* ২৩ ধারা রদ হইল।

স্বীকৃত না হয় তবে তাহারদিগের সাধ্য আছে যে সেই ভূমি অংশ করাইয়া লয় ও একং অংশের জমা পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট করায় কিন্তু সেই অংশ করাইবার খরচ তাহারদিগের শিরে রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ২৬ ধা।

যাহারদিগের বিবেচনা অনেকের সঙ্গে একায় তাহারদিগের বিবেচনাই মাত্র বর হইবার কিন্তু না রাজ হইলে সেই ভূমি বিভাগ করাইয়া লইতে পারিবার কথা।
[বাং রেং উং।]

৪৮। যদি কোন সাধারণ ভূমির অংশ দুই কিম্বা ততোধিক অধিকারিদিগের নামে নির্দ্দিষ্ট থাকে কিম্বা দুই অথবা ততোধিক অধিকারিদিগের সাধারণ কোন ভূমির কিসমৎ তাহারদিগের প্রস্থে একের নামে নির্দ্দিষ্ট রহে কিন্তু প্রত্যেক অংশির কিসমৎ পার্থক্যক্রমে তাহারদিগের ভোগদখল এতমামে কিম্বা তাহারদিগের গোমাস্তাদিগের এতমামে থাকে তবে একং কিসমতের বন্দোবস্ত পৃথকং ভোগদখলকারদিগের সহিত হইবেক এবং একং কিসমতের মালগুজারীর নিশা তাহারদিগের জনাজাতের শিরে ভিন্নং রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ২৭ ধা।

যদি ভূমির কিসমৎ দুই কিম্বা ততোধিক শরিকদিগের নামে কিম্বা তাহারদিগের পক্ষে এক জনের নামে নির্দ্দিষ্ট থাকে ও জনেং আপন অংশে ভোগবান্ রহে তবে তাহার বন্দোবস্ত যে রূপে হইবেক তাহার কথা।
[বাং রেং উং।]

৪৯। যদি কোন ভূম্যধিকারির ভূমি বন্ধকে থাকে ও বন্ধকলওনিয়া সে ভূমিতে ভোগবান রহে তবে তাহার বন্দোবস্ত সেই বন্ধকলওনিয়ার সহিত করা যাইবেক। ও যে কালে সে ভূমির অধিকারী কি বন্ধকী টাকা দেওয়াতে কি আদালতের ডিক্রীক্রমে সেই ভূমিতে ভোগদখল পায় সে কালে সে ভূমি সেই বন্দোবস্তে তাহার হস্তে রহিবেক যদি সেই বন্ধকলওনিয়া কৃতবন্ধক ভূমিতে দখল না পাইয়া থাকে তবে সে ভূমির বন্দোবস্ত তাহার অধিকারির সঙ্গে করা যাইবেক পশ্চাৎ সেই বন্ধকলওনিয়া যে কালে সেই ভূমিতে দখল পায় সে কালে সে ভূমি সেই বন্দোবস্তেই তাহার হস্তে থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ২৮ ধা।

কোন ভূমি বন্ধক থাকিলে তাহার বন্দোবস্ত যে রূপে করা যাইবেক তাহার কথা।
[বাং রেং উং।]

৫০। যদি কোন ভূমির মোকদ্দমায় আদ্যোপান্ত বিবেচনা ও তহকীকাৎ ও সকল দস্তুর দৃষ্টিক্রমে বেওরা বোধ না হয় যে তাহার অধিকারী কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহার অধিকারী উপস্থিত না থাকে তবে সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে রহিবেক। আর ইহাতে কর্ত্তব্য যে এক ইশ্‌তিহারনামা এই নিদর্শনে হয় যে সেই ভূমির অধিকারী ৬ মাসের মধ্যে হাজির হয় যদি সে মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় তবে তাহার পর সে ভূমির বন্দোবস্ত কোন ইজারদারের সহিত ১০ দশ বৎসরের মুদ্দতে করা যাইবেক ও সে ভূমি ইজারা লইবার বিষয়ে সে ভূমির নিকটবর্ত্তী যেভূম্যধিকারির ভূমি থাকে তাহার সাধ্য রহিবেক যে সে জমা কবুল করিবার নিয়মেও যে সকল নিয়ম

যদি কোন ভূমির মোকদ্দমায় জানা না যায় যে তাহার অধিকারী কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহার অধিকারী হাজির না থাকে তবে তাহার বন্দোবস্তের অর্থে যে উদ্যোগ করা যাইবেক তাহার কথা।
[বাং রেং উং।]

যদি ভূম্যধিকারী ইশতিহারনামাক্রমে হাজির না হয় তবে তাহার ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবার কথা।

কালেক্‌টর সাহেব ধার্য্য করেন্ তদনুসারে সে ভূমি ইজারা লয় ইতি। —১৭৯৩ সা। ৮ আ। ২৯ ধা।

যে ভূমির অধিকারিত্বের বিষয়ে বিবাদ থাকে সে ভূমি যে অধিকারির দখলে থাকে তাহার সহিত সে ভূমির বন্দোবস্ত হইবার কথা।

[বাং বেং উং।]

৫১। যদি কোন ভূমির অধিকারিত্বের বিষয়ে বিরোধ হয় তবে কর্ত্তব্য যে তাহার বন্দোবস্ত যে অধিকারী সে ভূমিতে দখল রাখে তাহার সহিত করা যায় কিন্তু বন্দোবস্তের সময়ে সেই ব্যক্তিকে ইহা জানান যায় যে সে ভূমির অধিকারিত্বের প্রতি অন্যের দাওয়াহইতে তাহার ছাড়ান রহিবেক না বরং পশ্চাৎ সে ভূমিতে যাহার অধিকারিত্ব প্রমাণ হইবেক তাহার ভোগদখলে সে ভূমি রহিবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩০ ধা।

কোন ভূমির অধিকারিত্বের প্রতি বিবাদ জন্মিলে যাবৎ কেহ সেই ভূমিতে দখল না পায় তাবৎ সে বিষয়ে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

[বাং বেং উং।]

৫২। যদি এমত হয় যে কোন ভূমির অধিকারিত্বের বিষয়ে জনকএকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া তাহারদিগের সকলের মধ্যে কাহারো দখল সে ভূমিতে না থাকে তবে সে সকল লোকের সাধ্য থাকিবেক যে যাবৎ সেই দাওয়া জিলার দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না পায় তাবৎ সেই ভূমির ব্যাপারের নিমিত্তে জনেক সরবরাহ কারকে নিযুক্ত করে যদি তাহারা সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত না হয় তবে সে ভূমি খাস তহসীলে থাকিবেক ও তাহার উৎপন্ন মালগুজারী দিয়া পরে যাহা বাকী হইবেক তাহা আমানৎ রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩১ ধা।

কোন ভূমির সীমানার বিবাদ থাকিলে উভয় বিবাদির ভূমির বন্দোবস্ত যে রূপে হইবেক তাহার কথা।

[বাং বেং উং।]

৫৩। যদি কোন ভূমির সীমাসরহদ্দের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত থাকে তবে তাহার নিষ্পত্তি জিলার দেওয়ানী আদালতে হইবেক ও ইতিমধ্যে উভয়ের যাহার ভোগদখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির বন্দোবস্ত তাহার সহিত পার্থক্যক্রমে করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩২ ধা।

যদি কোন ভূম্যধিকারী তাহার ভূমির যে জমা ধার্য্য হয় তাহা কবুল না করে তবে যে উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

৫৪। যদি কোন ভূম্যধিকারী আপন ভূমির বন্দোবস্ত যে জমায় ঠাহর হয় তাহাতে কবুল না করে তবে কালেক্‌টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই অধিকারী তাহার যে আপত্তি ও ওজর রাখে তাহার বেওরা আপন বিবেচিত বিবরণসুদ্ধা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখেন্ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা বিবেচনান্তে সেই ভূমির যত জমা ধার্য্যকরণ আবশ্যক জানেন তাহাই করিবেন তাহার পরেও সেই জমার কবুলের বিষয়ে সেই অধিকারির সম্মতি চাহিয়া যদি সে কবুল না করে তবে তাহার ভূমি ইজারা কিম্বা খাস তহসীল যাহা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুর হয় তাহাতেই রাখা যাইবেক ও যে ভূমির অধিকারী কবুল না করে তাহার কর্ত্তব্য যে আপন নাকবুল লিখিয়া দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৪৩ ধা।

সরকারের মাল

৫৫। যে সময় ভূমির বন্দোবস্ত জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার

অথবা অন্য ভূম্যধিকারিদিগের কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের লোকদিগের সহিত সরকারে হয় সে সময় সরকারের মালগুজারীর জামীন তাহারদিগের সেই ভূমিই হইবেক কিন্তু যে সময় কোন ভূমি ইজারা দেওয়া যায় সে সময় সরকারের মালগুজারী সময়শিরে হইবার কারণ সেই ইজারদারের স্থানে মালজামিন লওয়া যাইবেক ইতি। ১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩৭ ধা।

ইজারার কারণ ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে জামিন না লইবার এবং ইজারদারদিগের স্থানে জামিন লইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৫৬। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনসকলের মতে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত হইলে পর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ শ্রীযুতের হজুরের বিনাহুকুমেই মাফিক মামুল সে ভূমির বন্দোবস্তী পরওয়ানা সেই ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদারকে দেন এবং ঐ শ্রীযুতের হজুরে তাহার সমাচার করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪০ ধা।

ভূমির বন্দোবস্ত হইলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনা হুকুমেই সে ভূমির বন্দোবস্তী পরওয়ানা বোর্ড রেবিনিউ হইতে দিবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৫৭। সদরের মালগুজার সকল জমীদারেরা ও হজুরী তালুকদার ও অন্যং ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা ও ইজারদারেরা এবং ঐ সকলের স্থানে যাহারা ইজারা লইয়া থাকে তাহার এবং তাহারদিগের জনাজাতের গোমাস্তারা ও কার্য্যকারক ও চাকর ও অনুগত ও প্রজারদিগের সকলকে নিষেধ আছে যে জিলার দেওয়ানী আদালত এবং দায়ের ও সায়েরের আদালতের মোতালক এবং ফৌজদারীর সাহেবের এলাকার মোকদ্দমাসকলের কোন মোকদ্দমায় কোন প্রকারে হস্ত না দেয় যদি ইহাতে অন্যথা করে তবে যে কোন আদালতের সাহেবের নিকটে ইহার নালিশ হইবেক সেই সাহেব যত দণ্ড উচিত জানেন তাহা সরকারে লইবেন এবং ফরিয়াদীর নোকসানের টাকাও দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৬ ধা।

আদালত সকলের মোতালক কোন মোকদ্দমায় হস্ত দিতে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিকে নিষেধের কথা।
[বাং বেং উং।]

৫৮। সদরের মালগুজার সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরদের কবুলিয়তের লিখিত যে সকল একবার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনের মতে মৌকুফ না হইয়া থাকে তাহা স্থিরতর ও বহাল জানা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৭ ধা। ১ প্র।

কোন আইনের দ্বারা কবুলিয়তের লিখিত যে একরার মৌকুফ না হইয়া থাকে তাহা বহাল থাকিবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৫৯। যে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহারদিগের যে কেহ সেই বন্দোবস্তের তারিখ এবং ১০ দশসনী বন্দোবস্ত চিরকাল থাকিবার নিদর্শনে যে ইশ্‌তেহারনামা হইয়া তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনে লেখা গিয়াছে তাহার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ এই উভয় তারিখের মধ্যে আপন ভূমির মাতবরীতে কর্জ লইয়া থাকে তাহা এবং সে কালে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম জারী ছিল তদনুসারে আপন ভূমি বিক্রয়

যে ভূম্যধিকারী ভূমির বন্দোবস্তের তারিখ ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ এই দুই তারিখের মধ্যে কর্জ লইয়া থাকে কি

ম্বা আপন ভূমি খা রিজ দাখিল করিয়া থাকে সে কর্জ্জ ও খারিজ দাখিল মাতবর হইবার কথা। [বাং বেং উং।]

ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ৮ জুনের পর যে ভূমির খা রিজদাখিল হইয়াছে তাহাও মাতবর রহিবার কথা।

কিম্বা মতান্তরে চলবিচল অর্থাৎ খারিজদাখিল করিয়া থাকে এমত বিক্রয় ও খারিজদাখিল সিদ্ধ হইবেক। এবং কোন ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ৮ জুনের পর আপন অধিকার ভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুক নিশ্চয় খারিজদাখিল করিয়া থাকিলে এপ্রকার ভূমির খারিজদাখিল যাহা ঐ তারিখেরহওয়া আইনের মতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিনাঅনুমতিতে হই বার হুকুম আছে ও তদনুসারে হইয়া থাকে তাহাও মাতবর জানা যাইবেক আর ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৯ অক্তোবর হইতে যে ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম না পাইয়া কর্জ লইয়া থাকে এপ্রকার কর্জও মাতবর বোধ হইবেক। —১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৭ ধা। ২ প্র।

জমীদার দিগের হস্ত হইতে থানাদারীর এখতিয়ার দর খাস্ত হইবার কথা। [বাং বেং উং।]

৬০। ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আদি আইনে হুকুম আছে যে সকল জমীদারেরা আপনারদিগের সীমাসরহদ্দে উৎপাত ও আপদ না হই বার বিষয়ে জওয়াব দেওনওয়ালা থাকিবেক এবং এ বিষয়ে পশ্চাৎ যে সকল হুকুম হয় তদনুসারেও কার্য্য করিবেক সে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ৭ দিসেম্বরের নির্দ্দিষ্ট আইনের মতে মৌকুফ হই য়াছে ও সে আইনের মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে আমূলহইতে দুরস্ত হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইন নামে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৭ ধা। ৪ প্র।

যে ভূমির বন্দোবস্ত অদ্যাবধি হয় নাই তাহার বন্দোবস্তের ধার্য্যে যদি এই আইনের লিখিত হুকুমসকল ত থাকার গতিকে না চলে তবে কালেক টর সাহেব তাহার যথার্থ মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবার কথা। [বাং বেং উং।]

৬১। ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আদি আইনে হুকুম আছে যে যদি দৈবাৎ কখন কোন স্থানের গতিক ও আহওয়াল এমত দর্শন হয় যে সে গতিকে সেই আইনের লিখিত মর্ম্মানুসারে কার্য্য করা যায় না তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই আইনের যথার্থ মর্ম্মে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন্ এবং তৎকালে সেই আইনের মর্ম্মের যাহা ন্যূনাধিককরণ আবশ্যক জানেন্ তাহার বেওরা সম্বাদ বোর্ড রেবি নিউর সাহেবদিগেরে দেন্ এইক্ষণেও সেই হুকুম যে ভূমির বন্দোবস্ত অদ্যাবধি হয় নাই সেই ভূমির বন্দোবস্তের ধার্য্যে চলন ও জারী রহি বেক কিন্তু সেই হুকুমের দ্বারা কালেক্টরসাহেবের প্রতি এমত হুকুম জ্ঞান হয় না যে আদালতের কর্তৃত্ব কিছু আপনার প্রতি রাখেন্ ই তি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৭ ধা। ৫ প্র।

যে যে কালে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮সালের ২৫ আপ্রিলের আইনমতে কালেক্টর সাহেবদিগের ভূমির বন্দোবস্ত করিতে হইবেক তাহার কথা। [বাং বেং উং।]

৬২। উপরের লিখিত আইনে অপর এমত হুকুম জারী হইয়া ছিল যে যদি কালেক্টর সাহেবেরা নিদর্শনী কাগজপত্র প্রস্তুত না থাকিবাতে কিম্বা আবশ্যক সকল বেওরা সম্বাদ না পাইবাতে অথবা অন্য প্রতিবন্ধকেতে না পারেন যে নির্দ্ধারিত নক্শাক্রমে সকল পর গনার বন্দোবস্ত প্রতি সুবার চলিত ১১৯৭ সাল গত হইবার পূর্ব্বে পূর্ণ করিতে না পারেন্ তবে তাহাতে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার বন্দোবস্ত বন্দোবস্তের প্রথম সনের অব্যবহিতপূর্ব্ব নির্দিষ্ট বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের বন্দোবস্তের অর্থে যে সকল দাঁড়া ইঙ্গরেজী

১৭৮৮ সালের ২৫ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনে নির্ণীত আছে সেই সকল দাঁড়াক্রমে কেবল এক সনের জন্য করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৭ ধা। ৬ প্র।

৩ ধারা।

মফঃস্বলী বন্দোবস্ত।—পেটার মফঃসলী তালুকদার।

৬৩। যে সকল তালুকদার এইক্ষণে আপনারদিগের ভূমির মাল গুজারী অন্য ভূম্যধিকারির মারফতে করে ও তাহারদিগের সনন্দ সকলে যদি এমত লেখা থাকে যে আপনারদিগের তালুকাতের মাল গুজারী সেই ভূম্যধিকারির মারফতেই করিতে থাকে তবে তাহারা পূর্ব্বানুসারে সেই ভূম্যধিকারির মারফতেই আপনারদিগের তালুকাতের মালগুজারী করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

যে যে তালুকদার সাবেক দস্তুরে আপনারদিগের তালুকের মালগুজারী অন্য ভূম্যধিকারির মারফতে করিবেক তাহার কথা।
[বাং বেং উং।]

৬৪। যে সকল তালুকদারের তালুকাত কোন ভূম্যধিকারির নিদর্শনলিপি কিম্বা সনন্দক্রমে নির্দ্দিষ্ট থাকে ও তদনুসারে সেই তালুকাতের কর্ত্তৃত্ব তাহারদিগেরে না অর্শে বরং কেবল তাহার মালগুজারী দিবার মতে কিম্বা সেই সকল সনন্দপত্রের লিখিত কটে সেই তালুকাতে তাহারদিগের ভোগাধিকার থাকে তবে তাহারা সমস্ত পাট্টাদারদিগের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ভূম্যধিকারিদিগের ন্যায় জানা যাইবেক না অতএব সেই তালুকদারেরা তাহারদিগের তালুকাতের মাল গুজারী এইক্ষণে সেই ভূম্যধিকারির নিকটে করে এ কারণ সেই ভূম্যধিকারির ভূমিহইতে সেই তালুকাত খারিজ রাখিবার শক্তি তাহারদিগের হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭ ধা।

তালুকদারেরা যে গতিকে ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে গণ্য না হইয়া কেবল পাট্টাদারদিগের ন্যায় জ্ঞান হইবেক তাহার কথা।
[বাং বেং উং।]

৬৫। জঙ্গলবুরী ভূমির তালুকদারেরা সেই ভূমির পাট্টা নীচের লিখিত মতের হইলে যে ভূম্যধিকারির স্থানে সেই পাট্টা পাইয়া থাকে তাহার স্থানহইতে সেই ভূমি খারিজ করিবার শক্তি রাখিবেক না। যদি সেই পাট্টা ভূমির জঙ্গলবুরী কিম্বা আবাদী কটে থাকে তবে তদনুসারে সেই তালুকদার ও তাহারদিগের ওয়ারিসদিগকে সেই ভূমির চিরকালের কর্ত্তৃত্ব এবং বিক্রয় ও দানের ক্ষমতাও অর্শে এবং মিয়াদপর্য্যন্ত তাহারদিগেরে সে ভূমির মালগুজারী দেওয়াতেও ক্ষমা আছে অর্থাৎ যত কাল নিষ্করের নিয়ম থাকে তত কাল কর দিতে হয় না কিন্তু সেই মিয়াদ গেলে পর আদৌ যে ভূমি তাহারা আবাদ করে তাহার মালগুজারী পরগনার শরেমাফিক বেশী ও আবওআব ও মাথোটসমেত আসল জমার ন্যায় তাহারদিগের দেওয়া সঙ্গত হয় এবং যাহা নজর ও সেলামী ও রসুমওগয়রহ আপনারদিগের প্রজালোকের স্থানে পায় সে সকলের অন্দরেও কিছুং সেই পাট্টার অনুসারে নির্দ্ধারিত মালগুজারী দেওয়ায় তাহারদিগের দেওয়া যথার্থ হয় ও সেই পাট্টায় যদিস্যাৎ ভূমির সীমাসরহদ্দ লেখা

এই ধারার লিখনের মতের জঙ্গলবুরী ভূমির তালুকদারেরা ভূম্যধিকারিহইতে খারিজহইতে শক্তি না রাখিবার কথা।
[বাং বেং উং।]

ঐ তালুকদারদিগের পাট্টাসকলের লিখিত কটের কথা।

থাকে তথাচ তাহার সংখ্যা যাবৎ আবাদ না হয় তাবৎ নির্ণয় হয় না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮ ধা।

যে সকল ইস্তমরারীদার পাট্টাদার তালুকদারেরদের ন্যায় জ্ঞানা যাইবেক তাহার কথা। [বাং বেং উং।]

৬৬। যে সকল মোকররীদারের প্রস্তাব ১৮ অষ্টাদশ ধারায় আছে তাহারা ভূম্যধিকারিদিগের বশতাপন্ন নহে অতএব সে মতের মোকররীদারছাড়া যে সকল ইস্তমরারীদার ভূম্যধিকারিদিগের স্বেচ্ছা ও অনুমতিক্রমে আপনারদিগের ভূমিতে ভোগবান থাকিয়া আপনারদিগের ভূমির পাট্টা কিম্বা তাহুতের অনুসারে সেই অধিকারির স্থানহইতে ভূমিতে দখল পাইয়া থাকে এমত ইস্তমরারীদারেরা পাট্টাদার তালুকদারেরদের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং তাহারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত পশ্চাৎ যেমত প্রস্তাব হইতেছে সেইমতে করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১৯ ধা।

ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের পেটার মফঃসলী তালুকদারদিগের মালগুজারীর করারদাদ যেরূপে করিবেক তাহার কথা। [বাং বেং উং।]

৬৭ ভূমির বন্দোবস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারিদিগের সহিত হইয়াছে অতএব তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের পেটার মফঃসলী যে সকল তালুকদার থাকিয়া তাহারদিগের মারফতে মালগুজারী করে সে সকল মফঃসলী তালুকদারের সহিত মালগুজারীর করারদাদ সরকারে যে মিয়াদের উপর আপনারা করিয়াছে সেই মিয়াদের উপর করে এই নিয়মে যে তাহারা যে মালগুজারী ওয়াজিবী সেই মফঃসলী তালুকদারদিগের স্থানে কি রসদের ক্রমে কি তদ্ভিন্নে তলব করে তাহা সেই মফঃসলী তালুকদারেরা কবুল করে আর জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের পেটার মফঃসলী তালুকদারদিগের সহিত যে করারদাদ করে তাহার কৈফিয়ৎ তাহারদিগের জমাজাতের নাম ও তালুক ও জমার নিদর্শনে লিখিয়া সেই করারদাদের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেয় ইতি।——১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৪৮ ধা।

এই ধারার লিখিত মোকররীদারদিগের স্থানে জমা বেশী না চাহিবার কথা। [বাং বেং উং।]

৬৮। জানিবেক যে ১৮ অষ্টাদশ ধারার লিখিত যে মোকররীদারেরা আপনারদিগের ভূমি ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক মোকররী জমায় রাখিয়া থাকে তাহাতে তাহারদিগের স্থানে কিছু জমা বেশী কি সরকারের কার্য্যকারকেরা কি ভূম্যধিকারিরা তলব করিবেক না বরং যে মোকররীদারেরা আপনারদিগের ভূমি যত দিনপর্য্যন্ত মোকররী জমায় কেন না রাখিয়া দিয়া থাকে তথাচ যদি ভূম্যধিকারী তাহারদিগের কাহাকেও এমত করারদাদ লিখিয়া থাকে যে পশ্চাৎ তাহার স্থানে জমাবেশী তলব করিবেক না তবে সে করারদাদের উল্লঙ্ঘনকরণ সঙ্গত হইবেকনা কেবল যে জমার করারদাদ হইয়া থাকে তাহাই সেই মোকররীদারের স্থানে তলব করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৪৯ ধা।

কোন ভূম্যধিকা

৬৯। ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি মোকররীদারেরদের স্থানে জমা

বেশী তলব করিবার নিষেধ হুকুম যাহা ৪৯ ধারায় লেখা আছে সে হুকুম কোন ভূম্যধিকারির ভূমি খাস তহসীলে কিম্বা ইজারায় থাকিলে সরকারের কার্য্যকারক কিম্বা ইজারদারের প্রতি বহাল থাকিবেক না ইহাতে সরকারের কার্য্যকারক ও ইজারদারেরা সেই মোকররী দারের ভূমির জমা সেই পরগনার শরেমাফিক ধার্য্য ও তলব করিতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫০ ধা।

রির ভূমি খাস তহসীল কিম্বা ইজারায় থাকিলে ৪৯ ধারার লিখিত মর্ম্মদৃষ্টে তাহার মোকররীদারদিগের স্থানে জমা বেশী চাহিতে পারিবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৭০। মফঃসলী তালুকদারদিগের স্থানে গরওয়াজিবী টাকা তলব না হইবার কারণ তাহার সকল দাঁড়া নীচের কএক প্রকরণানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫১ ধা।

মফঃসলী তালুকদারদিগের স্থানে অসঙ্গত টাকা চাহিতে বারণের নিমিত্তে সকল দাঁড়া ধার্য্যের কথা।
[বাং বেং উং।]

৭১। কোন জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারির উপর সরকারের জমা বেশী তলব ওয়াজিবী হইলে ইহাতে যদি সেই জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী পরগনার দস্তুরমাফিক কিম্বা তালকদারের সহিত যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহার নিয়মানুসারে জমা বেশী তলবের শক্তি রাখে অথবা পূর্ব্বে সেই তালুকের জন্য আপন জমায় কিছু কমী পাইয়াছে এনিমিত্তে সেই তালুকদারের স্থানে জমা বেশী তলব করিতে পারে ও সেই তালুকদারের তালুকে তাহা দিবার জায়দাদ থাকে এমত নহিলে তাহার সাধ্য থাকিবেক না যে আপন পেটার কোন তালুকদারের স্থানে জমা বেশী তলব করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫১ ধা। ১ প্র।

[বাং বেং উং।]

৭২। যদি দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে প্রমাণ হয় যে কোন জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী আপন পেটার কোন তালুকদারের স্থানে অসঙ্গত টাকা লইয়াছে তবে ইহাতে সেই জজ সাহেব এইরূপে ডিক্রী করেন যে সেই জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী সেই অসঙ্গত টাকার দ্বিগুণ দণ্ডক্রমে আদালতের খরচা সমেত সেই তালুকদারকে দেয় ইতি।—১৭৯৩সা। ৮ আ। ৫১ ধা। ২ প্র।

[বাং বেং উং।]

৭৩। এই আইনের অনুসারে এমত নিষেধ অনুমান না হয় যে কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী আপনার ভূমির কিছু স্বেচ্ছায় বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা মতান্তরে মফঃসলী তালুকরূপে অন্যকে না দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৪ আ। ৬ ধা।

এই আইনের মতে ভূম্যধিকারিতে আপন ভূমি মফঃসলী তালুকরূপে অন্যকে দিতে নিষেধ না জানিবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৭৪। এই আইনের অনুসারে এমত বিধি ও হুকুম অনুমান না হয় যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫১ ধারার প্রথম প্রকরণের লিখনক্রমে দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে যে মফঃসলী

এই আইনের মতে দশসনী বন্দোবস্তের ক্রমে মফঃসলী

তালুকের যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে তাহার উপর ইজাফা হইবার হুকুম না জানিবার কথা।
[বাং বেং উং।]

তালুকদারদিগের ভূমির জমা মোকররীমতে নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার উপর বেশী হয় বরং সেই তালুকদারদিগের ভূমির সেই জমা চিরকালের নিমিত্তে বহাল রহিবেক এবং যে জমীদারীর মধ্যে এমত ভূমি থাকে সে জমীদারী বিভাগ হইলে সে ভূমি জমা মোকররীর প্রস্তাবে গণ্য হইবেক অর্থাৎ মোকররী জমার ভূমি বলা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৪ আ। ৭ ধা।

৪ ধারা।

রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণের সাধারণ বিধি।

তিন সুবার জমা ধার্য্যের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার কথা।
[বাং বেং উং।]

৭৫। তিন সুবায় সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্যের বিষয়ে সেই একং সুবার গতিকের উপর চিহ্নিতকরা যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার বিবরণ ৬৮ ধারাহইতে আরম্ভ আছে আর যে সকল দাঁড়া নীচের লিখিত অন্যং ধারায় লেখা আছে তাহা তদতিরিক্ত ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩৩ ধা।

সরকারের নির্দ্ধারিত যে সকল মোশাহেরা অদ্যাবধি ভূম্যধিকারি দিগের স্থানহইতে দেওয়া গেল তাহা পশ্চাৎ জমার শামিল হইয়া কালেক্টর সাহেব দিগের মারফতে দেওয়া যাইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৭৬। সকল কাজী ও কানুনগোদিগের মোশাহেরা এবং সরকারের নির্দ্ধারিত অন্য যে প্রকার মোশাহেরা অদ্যাবধি ভূম্যধিকারিদিগের স্থানহইতে দেওয়া যাইতেছে সে সকল মোশাহেরা উত্তর কাল জমার শামিল হইয়া যে সকল হুকুম ও দাঁড়া সেই মোশাহেরা দিবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১০ জুনে ধার্য্য হইয়া পুনর্ব্বার তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্ত ও শোধনে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ চতুর্ব্বিংশতি আইনের অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদৃষ্টে কালেক্টরসাহেবদিগের মারফতে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩৪ ধা।

সায়েরের হাসিল মাসুল বাদে সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্য হইবার কথা।
[বাং বেং উং।]
ঐ হুকুমের বাহির কথা।

৭৭। যে সকল রসুম ও হাসিলওগয়রহ সায়েরের নামে ডাকে তাহা বাদে সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্য হইবেক। কিন্তু শহর কলিকাতার সরহদ্দে যে সকল গঞ্জ ও হাট ও বাজার আছে এবং যে সকল গঞ্জ ও হাট ও বাজারের হাসিল মাসুল শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের হুকুম মতে সেই সকল গঞ্জওগয়রহের কর্ত্তা ও ভোগবানদিগের স্বত্বাধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উপরের লিখিত হুকুমের বাহির আছে। সেই সকল হুকুম যে সকল দাঁড়া আবকারী অর্থাৎ মদিরা আদি মাদক সামগ্রীর মাসুল ও সায়েরের হাসিল বাজেয়াপ্তের বিষয়ে এবং সেই হাসিলের এওজে যত টাকা ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের জমার মজুরা হইয়াছে তাহার অর্থেও ধার্য্য হইয়াছিল তাহার সহিত মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্ত ও শোধনে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৭ সপ্তবিংশতি ও ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ আইনের অনুসারে আদিহইতে নির্দ্ধারিত হইল ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩৫ ধা।

৭৮। যে ভূমি নিষ্কর নির্দিষ্ট আছে সে ভূমির রাজস্ব কি সঙ্গত কি অসঙ্গতরূপে যদি মাফ হইয়া থাকে তবে তাহার জমাহইতে খারিজ হইয়া সরকারের জমার ধার্য্য হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩৬ ধা।

সরকারের জমা লাখেরাজী ভূমিরদে নির্দ্ধার্য্য হইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৭৯। জানিবেক যে সুবে বেহারের মধ্যের মালিকানা জমীন এবং সুবে বাঙ্গালা ও মেদিনীপুরের জমীদার ও তালকদার ও অন্য ভূম্যধিকারিদিগের নিজের নানকার ও খামার ও নিজযোত ওগয়রহ ভূমি উপরের লিখিত দাঁড়াসকলের বাহির আছে এপ্রকার ভূমির প্রতি নীচের কএক ধারার লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্ধার্য্য হইল ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩৭ ধা।

সুবে বেহারের মধ্যের মালিকানা এবং সুবে বাঙ্গালা ও মেদিনীপুরের মধ্যের নানকার খামার ওগয়রহ ভূমি উপরের লিখিত দাঁড়াসকলের বাহিরের কথা।
[বাং বেং উং।]

৮০। সুবে বেহারের যে স্থানে জমীদারেরা কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ভূমির ব্যাপার কার্য্য ছাড়িয়া থাকে কিম্বা তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকারী কার্য্য অন্যকে সোপর্দ্দ হইয়া থাকে ও তাহারা যদি তাহার দশমাংশ মালিকানামতে স্বহস্তে রাখে তবে সেই দশমাংশ মালগুজারীর ভূমির শামিল হইবেক আর কর্ত্তব্য যে সেই জমীদার ওগয়রহ আপনারদিগের সেই মালিকানা ভূমিসমেত সমুদয় ভূমির করারদাদ করে কিন্তু যদি সেই মালিকানা ভূমি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের কিম্বা কালক্রমের সরদার এতাবতা অধিপতির পুরস্কারদানক্রমে তাহারদিগের ভোগদখলে থাকে অথবা এপ্রকার ভূমি বিক্রয় হইয়া থাকে কিম্বা বন্ধক হইয়া বন্ধকলওনিয়ার ভোগদখলে রহিয়া থাকে তবে সে ভূমি উপরের লিখিত হুকুম হইতে বাহির হইবেক ও যে মালিকানা ভূমির পুরস্কারদান ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুরীতে কিম্বা কালক্রমের অধিপতির স্থানহইতে না হইয়া থাকে সে ভূমির পুরস্কারদান ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ৮ আগস্তের আইনের মতে অসিদ্ধ কিন্তু যদি কোন কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় চিত্তে লয় যে উপরের লিখিত হুকুমসকল জারী হইবাতে কাহারো অতিশয় ক্ষতি হয় তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বেওরা সমাচার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে দেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩৮ ধা।

সুবে বেহারে মালিকানা যে ভূমি থাকে তাহা মালগুজারীর ভূমির শামিল হইয়া সে ভূমির বন্দোবস্ত ভূম্যধিকারির সহিত হইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৮১। সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় জমীদারেরা ও হজুরী তালকদারেরা ও অন্য ভূম্যধিকারিরা নানকার ও খামার ও নিজযোত ওগয়রহ যে ভূমি আপনারদিগের ও আপনারদিগের পরিবারের ভরণ পোষণের নিমিত্তে ভোগদখলের তলে রাখে সে সমস্ত ভূমিও সরকারের মালগুজারীর শামিল হইবেক ও দরোবস্ত ভূমির দশসনী জমা নীচের লিখিত মর্ম্মদৃষ্টে হইবেক। সেই মর্ম্মের বেওরা এই যে যে ভূমির অধিকারিরা আপনারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত করিতে কবুল না করে তাহারদিগের কর্তৃত্ব পূর্ব্বমতে উপরের লিখিত নানকার ওগ

ভূম্যধিকারিদিগের নিজসম্পর্কীয় নানকার ও খামার ও নিজযোত ওগয়রহ ভূমি মালগুজারীর ভূমির শামিল হইয়া তাহারদিগের সমুদয় ভূমির বন্দোবস্ত হইবার কথা।
[বাং বেং উং।]

ঐ হুকুমের বাহির কথা।

য়রহ ভূমি ভোগদখলের বিষয়ে এতদনুসারে রহিবেক যে যদি তাহারা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে প্রমাণ জানায় যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের দেওয়ানী হইবার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১১ আগস্তের পূর্ব্বে সেইরূপে সে ভূমি তাহারদিগের ভোগদখলে ছিল এবং অদ্যাবধিও যেং কালে তাহারদিগের মালগুজারীর ভূমি খাস তহসীল কিম্বা ইজারা হইয়া থাকে সেইং কালেও তাহারদিগের ভোগদখলে রহিয়াছিল তবে এমত প্রমাণ হইলে তাহারা সেই নানকারওগয়রহ ভূমিতে ভোগদখল রাখিতে পারে কিন্তু মালিকানা যে সকল বিষয় ৪৪ ধারাক্রমে* বেদখল অধিকারিদিগের লাভার্থে ধার্য্য আছে তাহার মধ্যে সেই নানকারওগয়রহ ভূমির উৎপন্ন যত টাকা হয় তাহা মিনাহ হইয়া বাকী তাহারা নগদ পাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৩৯ ধা।

যে সকল তালুকাৎ পূর্ব্বমতে ভূম্যধিকারিদিগের পেটায় বহাল থাকে তাহাতেও মালগুজারীর ভূমি ও নানকারওগয়রহ ভূমি এক শামিল হইবার কথা।

৮২। যে সকল তালুকাৎ পূর্ব্বমতে ভূম্যধিকারিদিগের পেটায় বহাল থাকে তাহাতেও মালগুজারীর ভূমি ও নানকারওগয়রহ ভূমি উপরের লিখিত সকল দাঁড়াক্রমে এক শামিল হইবেক কিন্তু ইহা তালুকদারদিগের মালগুজারীর বেশীর অভিপ্রায়ে না হইয়া কেবল এইহেতুক হইবে যে সেই তালুকাতের উপর সরকারের যত জমা ধার্য্য আছে তাহার স্থিত জায়দাদ সেই তালুকাতের দরোবস্ত ভূমিহইতে দৃষ্ট হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৪০ ধা।

[বাং বেং উং।]

চাকরানা ভূমি মালগুজারীর ভূমির শামিল হইয়া মালগুজারীর কুল্লাত জায়দারের মধ্যে জানা যাইবার কথা। [বাং বেং উং।]

৮৩। যেং চাকরানা ভূমি ভূম্যধিকারিদিগের নিজের আমলা ও চাকরদিগের ভোগদখলে মাহিয়ানা তলবের এওজে তনখা রহিয়া থাকে সে সমস্ত ভূমিও ৩৬ ধারার লিখিত ভূমির বাহিরে থাকিবেক। একং জিলার মধ্যের চাকরানা সমস্ত ভূমি মালগুজারীর ভূমির শামিল হইয়া জমীদার ও হুজুরী তালুকদারপ্রভৃতি যে সকল অধিকারির জমীদারী ওগয়রহের মধ্যে সেই ভূমি থাকে তাহারদিগের কুল্লাতের মালগুজারীর অন্দাজে অন্য মালগুজারীর ভূমির ন্যায় জানা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৪১ ধা।

সরকারের জমার সকল করারদাদ সিক্কা টাকার উপর হইবার কিন্তু যাবৎ সিক্কা টাকার দেওয়া ও লওয়ার চলন সর্ব্বত্র না হয় তাবৎ সরকারের মালগুজারী অন্যং রকম টাকায় বাট্টা বাদে হইতে পারিবার এবং কালেক্টর সাহেবেরা সেই বাট্টা দেও

৮৪। কর্ত্তব্য যে কি ভূম্যধিকারিদিগের কি ইজারদারেরদের সহিত সরকারের জমার সমস্ত করারদাদ সিক্কা টাকার উপর এই নিয়মে হয় যে তাহারা আপনারদিগের মালগুজারীর টাকা হয় সিক্কা টাকায় দেয় না হয় যাবৎ এত সিক্কা না জন্মে যে সিক্কা টাকা দেওয়ায় কোন রকম টাকা সকল দেশে না চলনের বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুমহইতে পারে তাবৎ আপনারদিগের তাবের ইজারদার ও কটকিনাদার ও প্রজাবর্গের স্থানে যে সকল রকম টাকা পায় তাহার বাট্টা যাহা বাজার চলন থাকে তাহা বাদে দেয় আর কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে

* ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার দ্বারা ৪৪ ধারা রদ হইল।

সিক্কা টাকা দেওয়ায় যত টাকা তাঁহারদিগের খাজানাখানায় দাখিল হয় তাহার বাউচার বেওরা আপনারদিগের হিসাবে লিখেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৪২ ধা।

রা আপনার হিসাবে লিখিবার কথা।
[বাং বেং উং।]

৫ ধারা।

বাঙ্গালার বিশেষ হুকুম।

৮৫। মোটে ভূমির মালগুজারীর তায়দাদ ধার্য্যের দাঁড়া এই যে কালেক্টর সাহেবেরা ভূমির আহওয়ালের কৈফিয়তের যে সকল বেওরা ও হিসাব বোর্ড রেবিনিউতে দেন তাহার সহিত গত সনের জমা মিলন হইয়া তদৃষ্টে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যত জমা ঠাহরেন তত জমাই নির্দ্ধার্য্য হইবেক কিন্তু এবিষয়ে যে কোন মর্ম্ম বিশেষের বিবেচনা কর্ত্তব্য তাহার বেওরা নীচের কএক ধারায় লেখা আছে ইতি। ১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৮ ধা।

ভূমির জমার নির্দ্ধারের সকল দাঁড়ার কথা।
[বাঙ্গাল।]

৮৬। যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিবেচনায় আইসে যে কোন কালেক্টর সাহেবের দেওয়া কোন ভূমির হিসাব সঙ্গত নহে ও অধিকন্তু সে ভূমির উৎপন্নের তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক জানেন ও সেই তত্ত্ব যে হস্তবুদ ও জরীব করিতে নিষেধ হইয়াছে তাহা নহিলে মিলে তবে যাবৎ সে তত্ত্ব না মিলে তাবৎ সে ভূমির দশসনী বন্দোবস্ত মবেস্তুবে রাখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৯ ধা।

দশসনী বন্দোবস্ত মবেস্তুবে রাখিতে যে সকল কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।
[বাঙ্গালা।]

৮৭। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনাহুকুমে সন হালে গত সনের জমার কমী বহাল রহিবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭০ ধা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌনসেলের হুজুরের বিনাহুকুমে জমায় কমী না হইবার কথা।
[বাঙ্গালা।]

৮৮। যে স্থানে আকাশী আপদহওয়াতে যত কাল মিয়াদের জন্যে জমায় কমী দেওয়া কর্ত্তব্য হয় তথায় সেই কমী রসদক্রমে পুনর্ব্বার সরকারে লওয়া যাইবেক কিন্তু সেই রসদের মিয়াদ তিন সনের অধিক হইবেক না ইহাতে যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা উচিত জানেন্ যে খারিজী তালুকাৎ ও এপ্রকার খুরদিয়া অন্য মহালাতে তিন সনের উপর রসদের মিয়াদ দেওয়া কর্ত্তব্য হইবেক তবে ঐ রসদের মিয়াদ অধিক হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭১ ধা।

আকাশী আপদের জন্যে জমায় যে কমী হয় তাহা রসদক্রমে পুনর্ব্বার লওয়া যাইবার কথা।
[বাঙ্গালা।]

৮৯। কর্ত্তব্য যে সুবে বাঙ্গালার ভূমির বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত মোশাহেরা ও জমীদারী আমলার মাহিয়ানা ও পুলবন্দী ও কাছারীর আখরাজাৎওগয়রহ্ সকল অঙ্কছাড়া যত টাকা দাখিল হইয়া থাকে

নির্দ্ধারিত মোশাহেরা ও আমলার মাহিয়ানা ও পুল

বন্দীওগয়রহ আখরাজাৎ বাদে ভূমির বন্দোবস্ত যত টাকায় হইতে পারে তত টাকায় হইবার কথা।
[বাঙ্গালা।]

তত টাকায় সাধ্যানুসারে ধার্য্য হয় এইহেতুক যে সরকারের বাঞ্ছা এই যে সরকারের কার্য্যকর্ত্তাদিগের মোশাহেরা দেওয়ায় ভূমির রাজস্ব উসুলের মোতালক অন্য সকল খরচ এবং সরকারের মালগুজারী তহসীলের আখরাজাৎ ভূম্যধিকারিদিগের স্থানহইতে তাহারদিগের ভূমির উৎপন্নমুখে আদায় হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭২ ধা।

ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কীয় ও পরিজনদিগের মোশাহেরা মৌকুফের কথা।
[বাঙ্গালা।]

৯০। কর্ত্তব্য যে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কীয় সকল লোক ও পরিজনদিগের কালহরণের মোশাহেরা এতাবতা ভরণপোষণের টাকা যাহা অদ্যাবধি পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা যে স্থানে নির্দ্ধার্য্য থাকে তথায় মৌকুফ হইয়া তাহারদিগের প্রতিপালন সেই অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭৩ ধা।

সরকারী রোজবন্দীওগয়রহ অঙ্কের ন্যায় জমীদারী খরচ কালেক্টর সাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবার কথা।
[বাঙ্গালা।]

৯১। রোজবন্দীওগয়রহ খয়রাতের অঙ্কের ন্যায় জমীদারী যে সকল মোকররী আখরাজাতের বহালী থাকে সে সকল আখরাজাৎ দেওয়া কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক ও ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের কিছু দখল তাহাতে থাকিবেক না যদি কোন সময়ে কোন বিশিষ্ট কারণে সেই আখরাজাৎ ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারদিগের দ্বারা আদায় হওন উচিত না জানা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭৪ ধা।

যে যে কালে ৬৮ ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে সরকারের জমা ধার্য্যকরণ অনুচিত তাহার কথা।
[বাঙ্গালা।]

৯২। ভূমির জমার তায়দাদ ধার্য্যের দাঁড়া ৬৮ ধারায় এমত লেখা আছে যে কালেক্টর সাহেব ভূমির কৈফিয়তের যে সকল বেওরা ও হিসাব বোর্ড রেবিনিউতে দেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহার সহিত সেই ভূমির গত সনের জমা মিলাইয়া তদৃষ্টে যত জমা ঠাহরেন তত জমাই সেই ভূমির উপর ধার্য্য হইবেক অতএব সেই দাঁড়া যে খারিজী তালুকাতের মালগুজারী অদ্যাবধি সরকারে না হইয়া থাকে তাহার বিষয়ে বহাল হইতে পারে না এবং যে ভূমির উৎপন্ন পূর্ব্বাবধি প্রকৃত প্রস্তাবে জানা গিয়া থাকে সে ভূমির বিষয়েও সেই দাঁড়া চলিবেক না কিন্তু যে কালে জানা যায় যে এপ্রকার কোন ভূমি কিম্বা খারিজী তালুকের সাবেক জমা যে পরগনার মধ্যে সেই ভূম্যাদি থাকে সেই পরগনার শরেহইতে কম ধার্য্য হইয়াছে তবে তাহার জমা পরগনার শরেমাফিক এইরূপে নির্দ্ধার্য্য হইবেক যে সেই জমা দেওয়ায় যে বেশী হয় তাহাতে সেই ভূম্যাদির সদর মালগুজারীর উপর ফিশতে ১০ দশটাকা সেই ভূম্যধিকারিদিগের ও তাহারদিগের পরিজন লোকের কালহরণের নিমিত্তে তাহারদিগের হস্তে রাখে কিন্তু জানিবেক যে সেই অধিকারিদিগের নিজখরচের নানকার ওগয়রহের যে ভূমি উৎপন্ন সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির শামিল হইবার অর্থে ৩৯ ধারায় হুকুম আছে সে উৎপন্নেরো হিসাব উপরের লিখনানুসারে করা যাইবেক।

যে তালুকদারের খারিজ হইয়া থা

আর যে সকল তালুকদারের তালুকাৎ উপরের লিখিত দাঁড়ার অনুসারছাড়া হয় তাহাতে যদি

তাহারা সেই বেশীর নির্দ্ধার্য্য তাহারদিগের তালুকাতের যে করার দাদ পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত হইয়াছে তাহার একরারের ব্যতিক্রমে হওন জানে ও স্পষ্টতঃ তৎকালে সেই একরার ধার্য্যের সাধ্য সেই ভূম্যধিকারিদিগের না থাকে তবে এরূপে সেই তালুকদারেরদের ক্ষমতা হইবেক যে নোকসানের দাওয়ায় সেই ভূম্যধিকারিদিগের নামে জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইতি। — ১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭৫ ধা।

কে ও তাহারদিগের তালুকাতের জমা এই ধারার লিখিত দাঁড়াছাড়া হন তাহারা যে ভূম্যধিকারিরা পূর্ব্বে জমার ধার্য্য করিয়াছিল তাহারদিগের নামে নোকসানের দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৯৩। যে সকল খারিজী তালুকাৎ ও অন্য ভূমির মালগুজারী অদ্যাবধি বরাবর সরকারে দাখিল হইতেছে সে তালুকাৎ ও ভূমি যদি ১২ দ্বাদশ বৎসরহইতে মোকররী জমায় রক্ষিয়া থাকে তবে তাহা উপরের লিখিত দাঁড়াছাড়া হইয়া তাহার দশসনী বন্দোবস্ত সেই সাবেক জমাতেই সেই তালুকাৎ ও ভূমির অধিকারির সহিত হইবেক কিন্তু সায়েরের মাসুলের মৌকুফ ও বাজেআপ্তী অঙ্ক যাহা সঙ্গত হয় তাহা সেই জমা হইতে মিনাহ হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭৬ ধা।

খারিজী ওগয়রহ যে তালুকদার আপনারদিগের ভূমি ইহার পূর্ব্বে ১২ বৎসরপর্য্যন্ত মোকররী জমায় রাখিয়া থাকে তাহারা উপরের লিখিত ধারার দাঁড়ার বাহির হইবার কথা।

[বাঙ্গালা।]

৯৪। যে স্থানে ভূম্যধিকারির ভূমির প্রকৃত উৎপন্ন জানিয়া তাহার জমা ধার্য্য হয় তথায় সরকারের জমার কি শতের উপর ১০ দশ টাকার হিসাবে ভূম্যধিকারির ভরণপোষণের নিমিত্তে সামান্যতঃ নির্দ্ধার্য্য আছে কিন্তু সকল জমীদারী ও হুজুরী তালুকাতের কোন স্থানের জমা যদি এত অল্প হয় যে তাহার আহওয়ালদৃষ্টে এমত উচিত জানা যায় যে সেই ভরণপোষণের অঙ্ক সেই হিসাবহইতে অধিক করিতে হয় তবে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে তাহাতে মনোযোগী হইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭৭ ধা।

ভূম্যধিকারিদিগের ভরণপোষণের নিমিত্তে যে অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে যে যে কালে কি শতে ১০ টাকার হিসাবের অধিক হইতে পারে তাহার কথা।

[বাঙ্গালা।]

৯৫। ৬৮ ধারার লিখিত জমাবন্দী ধার্য্যের দাঁড়া করিবার কারণ এ বিষয়ে জ্ঞাতহওন আবশ্যক হইবেক যে যে আথরাজাতের প্রস্তাব উপরে হইল তাহা সরকারের জমা সেওয়ায় ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে আদায় হইতেছে কি সরকারহইতে দেওয়া যাইতেছে এইহেতুক যে তদনুসারে সেই ভূম্যধিকারিদিগের জমায় সেই আখরাজাতের অঙ্ক মিনাহ হয় কি না এমত নির্ণয় হইতে পারে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭৮ ধা।

৬৮ ধারার লিখিত জমাবন্দী ধার্য্যের দাঁড়া করিতে যে যে মর্ম্ম জ্ঞাত হওন উচিত তাহার কথা।

[বাঙ্গালা।]

৯৬। যে সকল স্থানে উপরের ধারার লিখিত আখরাজাৎ সরকারের জমাসেওয়ায় ভূম্যধিকারিদিগের মারফতে দেওয়া গিয়া থাকে

আখরাজাতের মিনাহী অঙ্ক যে বি

সয়ে সঙ্গত ও যে বিসয়ে অসঙ্গত হইবেক তাহার কথা।
[বাঙ্গালা।]
ভূম্যধিকারিদিগের মোশাহেরার দাঁড়ার কথা।

সে অধিকারিদিগের ভূমির জমায় সেই আখরাজাৎ মিনাহের হক্ তলব অর্থাৎ দাওয়া থাকিবেক না কিন্তু যে বিসয়ে সেই আখরাজাৎ সরকারহইতে দেওয়া গিয়া থাকে সে বিষয়ে যত দেওয়া গিয়া থাকে তাহা তাহারদিগের জমায় মিনাহ্ হইবেক যদি সেই আখরাজাতের জায়দাদ সাবেক জমাসেওয়ায় না জানা যায়। আর ভূম্যধিকারিদিগের মোশাহেরার বিসয়ে ইহার প্রতি দৃষ্টি রহে যে যে স্থানে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি অদ্যাবধি ইজারায় রহিয়া এইক্ষণে তাহার দখলে আসিতেছে তাহার যে কেফাইত ইজারদার পাইত তাহা এইক্ষণে সেই ভূম্যধিকারিকে অর্শিয়া তাহার মোশাহেরার স্থানে গণ্য হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৭৯ ধা।

যে কালে ভূমির প্রকৃত উৎপন্ন জানিয়া সরকারের জমার ধার্য্য হইবেক তাহার মতের কথা।
[বাঙ্গালা।]

৯৭। যে স্থানে সরকারের জমা ভূমির প্রকৃত উৎপন্ন জানিয়া ধার্য্য হয় কর্ত্তব্য যে তথায় কি মৌজেহায়ী কি পরগনাতীওগয়রহ্ যেপ্রকার আখরাজাৎ থাকে তাহার মফঃসল বেওরাদৃষ্টে ধার্য্য করা যায় অতএব কালেক্টর সাহেবের উচিত যে সেই ভূমির কুল্লাতের জায়দাদের ও সেই জায়দাদ মাফিক যত জমা ঠাহরেন্ তাহার বেওরা কৈফিয়তের ফর্দ্দ বোর্ড রেবিনিউতে পাঠান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮০ ধা।

জমার তায়দাদ ধার্য্যে যেং বিষয় কর্ত্তব্য তাহা দপ্তরে লেখা যাইবার কথা।
[বাঙ্গালা।]

৯৮। সরকারের জমার তায়দাদ ধার্য্যে যেং বিষয় কর্ত্তব্য হয় তাহাতে উচিত যে সেই সকল বিষয় বিবরিয়া সরকারের দফ্তরে লেখা যায় এইহেতুক যে উত্তরকাল তাহা অল্প হইবার দাওয়া ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের হইতে না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮১ ধা।

৬ ধারা।

বেহারের বিশেষ হুকুম।

ভূমির জমার তায়দাদ ধার্য্যের বিসয়ে যে সকল দাঁড়া দৃষ্ট হইবেক তাহার কথা।
[বেহার।]

৯৯। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে একং ভূম্যধিকারির যত জমা তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কৃত নিয়ম ও বিবেচনাক্রমে নির্দ্ধার্য্য করেন্ অতএব কালেক্টর সাহেবেরা একং ভূমির জমা যেরূপে ধার্য্য করেন্ তাহার তায়দাদ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে জানান্ আর কালেক্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি পরামর্শ ও উচিত জানেন তবে ভূম্যধিকারিদিগেরে হুকুম করেন্ যে তাহারা আপনারদিগের ভূমির জমার তায়দাদের বিষয়ে সওয়াল দাখিল করে কিন্তু ভূমির জমার তায়দাদের ধার্য্য প্রথম কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা তাঁহারদিগের মন্ত্রণাক্রমে হওন কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮২ ধা।

কালেক্টর সাহে

১০০। ক্ষুদ্রং ভূম্যধিকারী এবং ভারী ভূমির অধিকারী কিম্বা

ইজারদারদিগের মধ্যে জমার ধার্য্য ও ভূমির জায়দাদ বুঝিবার কারণ অদ্যাবধি যে সকল দাঁড়া ও দস্তুর চলন ও জারী রহিয়াছে তাহাতে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির জমার ধার্য্য করিতে সেই সকল দাঁড়া ও দস্তুর দৃষ্টি রাখিতে থাকেন্ এবং যে স্থানে কর্ত্তব্য হয় তথায় জমার ধার্য্যার্থে এ বিষয়কে আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিতে থাকেন্। তাহার বেওরা এই যে ভূমির তিন চারি বৎসরের উৎপন্নক্রমে মধ্যের এক বৎসরের উৎপন্ন বুঝিয়া এতাবতা তিন চারি বৎসরের উৎপন্ন হার করিয়া এক বৎসরের উৎপন্ন বিবেচিয়া তাহাকে বন্দোবস্তের মূল নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার মধ্যে মালিকানা ও খয়রাৎ অঙ্ক মিনাহ করিয়া বাকী সরকারের জমা ধার্য্য করেন্ আর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের ইহাতে বিস্তর বিশ্বাস আছে যে কালেক্টর সাহেবের সেই কার্য্যোপদেশে নিতান্ত শুদ্ধ ও সূক্ষ্মডৌলে দৃষ্টি রাখিবেন ও মানিবেন। এবং ঐ সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কোন ভূমির উৎপন্নে অতিশয় সন্দেহ হইলে তাহা জরীব করেন কিন্তু এমত সন্দেহ হইলে কর্ত্তব্য যে তাহার বেওরা বোর্ড রেবিনিউতে সমাচার দেন ও বিনাজরীবে যদি সন্দেহ মিটে তবে জরীব না করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮৩ ধা।

বদিগের ভূমির জমার ধার্য্য করিতে পূর্ব্ব দাঁড়া সকলকে আপনারদিগের দস্তুরল আমল করিতে থাকিবার হুকুমের কথা।

[বেহার।]

জমার ধার্য্যের কারণ যে স্থানে যে দাঁড়া দৃষ্টি রাখণ উচিত তাহার কথা।

কালক্রমে জরীব করিতে পারিবার কথা।

১০১। যে ভূমির মালগুজারী অদ্যাবধি বরাবর সরকারে দাখিল হয় সেই ভূমি যদি ১২ দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত মোকররী জমায় রহিয়া থাকে তবে উপরের লিখিত দাঁড়াসকলের বাহির জ্ঞান হইয়া তাহার ১০ দশসনী বন্দোবস্ত সেই সাবেক জমায় সেই ভূমির অধিকারিদিগের সহিত হইবেক কিন্তু সায়েরের মাসুল বাজেয়াপ্তী ও মৌকুফী অঙ্ক যাহা সঙ্গত হয় তাহা সেই জমায় মিনাহ হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮৪ ধা।

যে ভূমি ১২ বৎসর পর্য্যন্ত মোকররী জমায় আছে সে ভূমি উপরের ধারার লিখিত দাঁড়ার বাহির হইবার কথা।

[বেহার।]

১০২। ভূমির যে সদর জমা বাঙ্গলা ১১৯৭ সালে ধার্য্য হইয়াছে তাহার কমী শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনাহুকুমে হইতে পারে না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮৫ ধা।

শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনা হুকুমে ১১৯৭ সালের জমায় কমী না হবার কথা।

[বেহার।]

১০৩। কর্ত্তব্য যে সদর কিস্তিবন্দীর ধার্য্য যাহাতে সরকারের মালগুজারীর উসুলের প্রতি হুদ্দোধ ও খাতিরজমা হয় তাহা নজর আন্দাজে না হইয়া যথাসাধ্যে ভূম্যধিকারিরা সরকারের মালগুজারী অতিস্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে দিতে পারে এমত বিবেচনায় হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮৬ ধা।

কিস্তিবন্দী ধার্য্যের দাঁড়ার কথা।

[বেহার।]

১০৪। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের সকল ধারার লিখিত যে সকল দাঁড়াকে কার্য্যের মূলনিয়ম গণিতে পারা যায় তদ

কালেক্টর সাহেবের এই ধারার

লিখিত দাঁড়া জারী করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিবার অর্থে এবং তাঁহারা আপনারদিগের কার্য্যকারিত্বের জওয়াব দিতে থাকিবার বিষয়ে হুকুমের কথা। [বেহার।]

নুসারে কার্য্য করিতে ভ্রান্ত না হইয়া আদ্যোপান্তের সকল বিষয়ের বেওরা জ্ঞাত হইয়া করেন্ আর এ বিষয়ের প্রার্থনা ও ওম্মেদ এই যে বিশিষ্ট প্রকারে জমার তায়দাদ ধার্য্যের বিষয়ে তাঁহারদিগের কার্য্যকারিত্ব ও কার্য্যের বেওরা জিজ্ঞাসিলে সুন্দররূপে তাহার বেওরা কহিতে পারেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮৭ ধা।

৭ ধারা।

মেদিনীপুরের বিশেষ হুকুম।

যে কালে বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমার কমী হওন উচিত সে কালে কালেক্টর সাহেবেরা তাহা জানিবার কারণ যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা। [মেদিনীপুর।]

১০৫। যদি কালেক্টর সাহেবেরা নিজে কিম্বা লোকদিগের দ্বারা সমাচার পাইয়া নিশ্চয় ও মাতবর বুঝেন যে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারিরদিগের জমা তাহারদিগের ভূমির স্থিত ও জায়দাদের অনুসারে ধার্য্য হয় নাই তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আবশ্যকক্রমে এ বিষয়ের ভাল হইবার কারণ সেই ভূমির বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় যাহা কমী ও বেশীকরণ আবশ্যক তদনুসারে সে ভূমির জমার ধার্য্য করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮৮ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা যে যে কালে বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমার কমী দেওয়া উচিত হয় তাহা জানিবার কারণ যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা। [মেদিনীপুর।]

১০৬। যে যে কালে বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় কমী হওয়া উচিত ইহা জানিবার কারণ কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ওয়াসিলাৎ ও আখরাজাৎ বিবেচনা ও তহকীক করিয়া এবং ঐ দুইকে মিলাইয়া সেই আখরাজাতে যাহা অধিক ঠাহর করেন তাহা কমী দেন আর ঐ সাহেবদিগের উচিত যে যে কালে কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী আপন শিরের মালগুজারীর নিশার কারণ আপনার কিছু ভূমি কিম্বা বস্তু বিক্রয় করিতে নাচার হইয়া থাকে ইহা আপনারা নিশ্চয় করিয়া জানেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৮৯ ধা।

জমীদারওগয়রহের স্থানে তলব করা হিসাব দিতে টালমটাল হইলে কালেক্টর সাহেবেরা তাহার প্রতি দণ্ডনিরূপণ করিবার কথা। [মেদিনীপুর।]

১০৭। জমীদারেরা ও তালুকদারেরা কখন তলব করা হিসাবের কাগজ দাখিল করিতে শৈথিল্য ও টালমটাল না করিতে পারিবার ও ইহার তদারকের কারণ কালেক্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জমীদারওগয়রহের যে কেহ হিসাব দিতে টালমটাল ও ওজর করে তাহার উপর সহজ দণ্ড করিয়া সে বিবরণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে অবগত করান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৯০। ধা।

ভূমির উৎপন্নে অত্যন্ত সন্দেহ হইলে তাহা জানিবার কারণ যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১০৮। কোন ভূমির উৎপন্নের সংখ্যার বিষয়ে নিতান্ত সন্দেহ হইলে ও সর্ব্বতোভাবে নিশ্চয় না হইলে কালেক্টর সাহেবদিগের শক্তি আছে যে তাহা জানিবার কারণ জরীব করান কিম্বা এ নিমিত্তে সে ভূমির যে তহকীকাৎ আবশ্যক জানেন্ তাহাই করেন্ ইতি।—১৭৯৩। সা। ৮ আ। ৯১ ধা।

১০৯। কালেক্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে কোন ভূমির বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় কমী দেওয়া উচিত হয় তাহার উৎপন্নের বেওরা উপরের ধারার লিখানুসারে জ্ঞাত হইয়া কমী দেন কিন্তু ইহাতে শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম আছে যে এমত কমী দেওয়া কর্ত্তব্য হইলে যাবৎ ইহার বেওরা বোধ না হয় তাবৎ ঐ সাহেবেরা কমী না দেন অতএব কর্ত্তব্য যে ভূমির বন্দোবস্ত ধার্য্য ও অধার্য্য ঐ শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুরের উপর করা যায় এবং ইহার সমাচার সেই ভূমির অধিকারিকে দেওয়া যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৯২ ধা।

বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় কমী দিতে কালেক্টর সাহেবদিগের সাধ্য থাকিবার কিন্তু সেই কমীর বহালী শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের মঞ্জুরীর প্রতি থাকিবার কথা।
[মেদিনীপুর।]

১১০। পূর্ব্বাবধি জিলা মেদিনীপুরের জমায় যে ১৩০৪৭৭ এক লক্ষ ত্রিশ হাজার চারি শত সাতাত্তর টাকা নোকসানের আন্দাজী হিসাব হইয়াছে পশ্চাৎ সে নোকসানী টাকা ঐ জিলার বাট্টাবাদে যে সৌদী জমা ১৬৮৪৮৬৮৵৫ যোল লক্ষ চৌরাশী হাজার আট শত আটষট্টি তঙ্কা পাঁচ আনা এক পাই আছে তাহার উপর যিশত ৩ তিন টাকার হিসাবে একুনে ৫০৫৪৬ পঞ্চাশ হাজার পাঁচ শত ছচল্লিশ টাকার হিসাবে ধরা যাইবেক অর্থাৎ কমী হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৯৩ ধা।

জিলা মেদিনীপুরের দরোবস্ত জমার নোকসানের আন্দাজে কমী হইবার ও যত কমী হইবেক তাহার কথা।
[মেদিনীপুর।]

১১১। পুণ্যক্রিয়ার আখরাজাতের যে জমা এইক্ষণে মাফ আছে তাহাও অতিশয় জ্ঞান হয় অতএব তাহারো কমী হইবেক কিন্তু সেই কমী কত হইবেক তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে নিশ্চয় হয় নাই তথাচ ঐ শ্রীযুতের চিত্তে কখন লয় যে হালে যে টাকা মাফ হয় তাহাতে ৩৫০০০ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কমী হইতে পারে এতদ্দৃষ্টে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির জমার তায়দাদ ধার্য্য ঐ আখরাজাৎ উপরের লিখিত আন্দাজ বুঝিয়া কমী করেন ইহাতে পরগনা কাশীজোড়া ও শাহাপুর ও মেদিনীপুর ও ময়নাচৌরায় ঐ আখরাজাৎ অন্যং স্থানাপেক্ষা অধিক আছে অতএব উচিত যে ঐ সকল স্থানে তাহার কমী অতিরিক্ত করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৯৪ ধা।

পুণ্যক্রিয়ার আখরাজাতের যে জমা মাফ আছে তাহাতে কমী হইবার দাঁড়ার কথা।
[মেদিনীপুর।]

১১২। শহর মেদিনীপুরের তৈনাৎ পল্টনের খোরাক খরীদের খরচ ও কুচের সময়ে কাষ্ঠ ও খড়ের খরচ যদ্যপি তথাকার ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে দেওয়ান গিয়া থাকে তাহা মৌকুফ হইবেক ও পশ্চাৎ এমত খরচ তাহারদিগের জিম্মা হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৯৫ ধা।

শহর মেদিনীপুরের তৈনাৎপল্টনওগয়রহের খোরাকী খরচ পশ্চাৎ তথাকার ভূম্যধিকারিদিগের জিম্মা না হইবার কথা।
[মেদিনীপুর।]

১১৩। কর্ত্তব্য যে জিলা মেদিনীপুরের ভূমির বন্দোবস্ত জমীদারী আমলার সেবন্দী ও মোশাহেরা ও পুলবন্দী ও কাছারীর আখরাজাৎওগয়রহ যাহা তাহাতে ভুক্ত থাকে তাহা বাদে যত টাকায় হয়

আমলার সেবন্দী ও মোশাহেরা ও পুলবন্দী ওগয়রহ আ

খরাজাৎ বাদে যত টাকার বন্দোবস্ত হইতে পারে তাহা হইবার কথা।
[মেদিনীপুর।]

তাহাতেই করা যায় এইহেতুক যে সরকারের বাসনা এই যে সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের মোশাহেরা সরকারের মালগুজারী তহসীলের আখরাজাৎছাড়া এবং ভূমির জমা উসুলের মোতালক অন্য সমস্ত আখরাজাৎছাড়া ভূম্যধিকারিদিগের মারফতে তাহারদিগের ভূমির উৎপন্ন হইতে আদায় হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৯৬ ধা।

সরকারের অঙ্ক রোজ বন্দীওগয়রহের ন্যায় জমীদারী খরচ কলেক্টর সাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবার কথা।
[মেদিনীপুর।]

১১৪। মোকররী আখরাজাৎ যাহার বহালী মঞ্জুর পড়ে সে সকল আখরাজাৎ রোজবন্দওগয়রহ খয়রাতের অঙ্কের ন্যায় কালেক্টর সাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবেক তাহাতে ভূম্যধিকারিদিগের কিছু এলাকা থাকিবেক না যদি কোন সময়ে কিছু হেতুতে সেই আখরাজাৎ ভূম্যধিকারির মারফতে দেওয়ান উচিত না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৯৭ ধা।

আকাশী আপদের নিমিত্তে জমায় যে কমী হয় তাহা রসদক্রমে পুনর্ব্বার লওয়া যাইবার কথা।
[মেদিনীপুর।]

১১৫। যে স্থানে আকাশী আপদ উপস্থিতহওনপ্রযুক্ত কিছু কাল মিয়াদের জন্য জমায় কমী দেওয়া উচিত হয় তথায় সেই কমী রসদক্রমে পুনরায় সরকারে লওয়া যাইবেক কিন্তু সেই রসদের মিয়াদ তিন বৎসরের অধিক মুদ্দতে হইবেক না যদি খারিজী তালুকাৎ ও অন্য খুরদিয়া মহালাতে রসদের মিয়াদ তিন বৎসরের অধিক মুদ্দতে হওন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা উচিত না জানেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৯৮ ধা।

জমার তায়দাদ ধার্য্যে যে সকল বিষয় কর্ত্তব্য তাহা সরকারের দফ্তরে লিখা যাইবার কথা।
[মেদিনীপুর।]

১১৬। উচিত যে সরকারের জমার তায়দাদ ধার্য্যে যে সকল বিষয় কর্ত্তব্য হয় তাহা সমস্ত বেওরাইয়া সরকারের দফ্তরে লিখা যায় এই হেতুক যে পশ্চাৎ তাহাতে কমী হইবার দাওয়া ভূমির অধিকারী ও ইজারদারদিগের হইতে না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ ৯৯ ধা।

৮ ধারা।

নিমকপোখ্তানীর মহালাতের বিশেষ হুকুম।

এই আইনের উপরের সমস্ত ধারায় লিখিত দাঁড়া সকলের মধ্যে যে যে দাঁড়া ভূম্যধিকারিদিগের সহিত বন্দোবস্তের মিয়াদ ও তাহার ধার্য্যের কারণ আছে সে সকল দাঁড়া নিমকপোখ্তানীর যে যে মহাল খাসতহসীলে আছে তাহাতে বহাল না থাকিবার কথা।
[নিমক মহাল।]

১১৭। নিমকপোখ্তানীর সকল মহালাতের মধ্যের যেং মহাল নিমকপোখ্তানীর কার্য্য সুন্দররূপে চলনের নিমিত্তে গুজস্তা কএক সাল খাস তহসীলে রাখা গিয়া থাকে সেইং মহালের গতিকের সহিত এই আইনের উপরের ধারাসকলের লিখিত যে যে দাঁড়া ভূম্যধিকারিদিগের সহিত ভূমির বন্দোবস্তের মিয়াদ ও তাহার আনওয়ান ধার্য্যের বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সম্পর্ক রাখিবেক না অতএব সেইং মহালের অর্থে এমত নির্দ্ধার্য্য হইল যে সেইং মহাল পূর্ব্বমতে খাসতহসীলে থাকিয়া তাহার বন্দোবস্ত প্রতি সন হইবেক যাবৎ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর হইতে এ বিষয়ে মৌকুফের আইন নির্দ্দিষ্ট না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১০০ ধা।

১১৮। যে সকল কালেক্টর সাহেবের এলাকায় উপরের ধারার লিখিত যে যে মহাল আছে তাঁহারদিগেরে হুকুম হইল যে সেই২ মহালের প্রজাদিগেরে এই আইনের লিখিত সকল দাঁড়ামতে জিলা মেদিনীপুরে পাট্টা দিবার অর্থে যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সেই মিয়াদের মধ্যে পাট্টা দেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ১০১ ধা।

জিলা মেদিনীপুরে পাট্টা দিবার নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে নিমকমহালের তাঁবীর মহালের প্রজাদিগেরে পাট্টা দিতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে হুকুম হইবার কথা।
[নিমক মহাল।]

২ অধ্যায়।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত।

বারাণস।

১ ধারা।

বারাণসে ভূমির রাজস্বের চিরকাল বন্দোবস্ত।

[বারাণস।]

১। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এলাকা বারাণসের রাজার সহিত ঐক্যক্রমে স্থির হইয়াছে যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের রাজকার্য্য হইবার অনুসারে এলাকা বারাণসের রাজকীয় ব্যাপার যেপর্য্যন্ত হইতে পারে করা যায় এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের হেতুবাদের লিখিত কথানুসারে ঐ এলাকার সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির জমা নির্দ্ধার্য্য করণ ঐ রাজকীয় ব্যাপারের অবশ্য কর্ত্তব্য এক কর্ম্ম অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৭৯৫ সা। ১ আ। ১ ধা।

এলাকা বারাণসের সরকারের কর সম্পর্কীয় ভূমিসকলের আদ্যোপান্তের বন্দোবস্তের মতের কথা।
[বারাণস।]

২। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে ফসলী ১১৯৫ সালের আখিরীতে এলাকা বারাণসের রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রতি হুকুম হইয়াছিল যে আগামী ফসলী ১১৯৬ সালের নিমিত্তে ঐ এলাকার বন্দোবস্ত আপন এতমামে করেন তদনুসারে রেসিডেণ্টসাহেব তথাকার কোন আমিলের জিম্মা এক বৎসরের মুদ্দতের ও কোন আমিলের জিম্মা পাঁচ সনের মিয়াদের পাট্টা করিয়া বন্দোবস্তও করিয়াছেন ও তাহারা যে মালগুজারীর সরবরাহ দিবেক তাহার তায়দাদযুক্তেও একরার হইয়াছে কিন্তু ঐ হজুরের বাসনা ছিল যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে দশসনী বন্দোবস্তের যে মত স্থির হইয়াছে সেই মতে যেপর্য্যন্ত হইতে পারে ফসলী ১১৯৭ সাল প্রবৃত্ত হইতে ঐ এলাকার বন্দোবস্ত করা যায় এপ্রযুক্ত যে আমিলদিগের জিম্মা পাঁচ সনের মিয়াদী পাট্টা হইয়াছে তাহার সহিতও পুনরায় দশসনীমতের বন্দোবস্ত করা গিয়া কবুলিয়ৎ লওয়া গিয়াছে যে মিয়াদের বাকী ৪ চারি সনপর্য্যন্ত তাহারদিগের তাবে তালুকদার ও গ্রামসকলের জমীদার ও ইজারদারদিগকে যে পাট্টা দিতে হয় তাহা রেসিডেণ্ট সাহেবের ও তাঁহারদিগের মোহর ও দস্তখতে দেওয়া যাইবেক এবং সেই পাট্টায় মালগুজারীর নিরূপণ এমত লেখা থাকিবেক যে তাহা আমিলদিগের নিকটে পঁহুছিয়া তাহারদিগের মারফতে সরকারে দাখিল হইবেক এতদ্ভিন্ন যে আমিলদিগের জিম্মার এক বৎসর মুদ্দতী পাট্টার মিয়াদ গত হইয়াছে তা

হারদিগের তাঁবে যে তালুকদার ও গ্রামসকলের জমীদার ও ইজার দারদিগের মালগুজারী আমিলদিগের মারফতে আদায় হইবেক তা হারদিগের বন্দোবস্ত দশসনীমতে হইয়া সে বন্দোবস্তী পাট্টা রেসি ডেণ্ট সাহেব এবং রাজা উভয়ের দস্তখতে দেওয়া গিয়াছে। আর রেসিডেণ্ট সাহেব আপন কৃত বন্দোবস্তের যে সকল কাগজ পত্র ইঙ্গ রেজী ১৭৮৯ সালের ২৬ আপ্রিল ও ৩০ নবেম্বর ও ২৬ দিসেম্বরে এবং ১৭৯০ সালের ২৫ নবেম্বরে ঐ হজুরে পাঠাইয়াছেন তাহাতেও একেং একসনী ও চৌসনী ও দশসনী মতে বন্দোবস্ত হইবার নিদর্শন আছে এবং ঐ হজুরেও সে সকল কাগজ পত্র দৃষ্ট হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১১ ফেব্রুআরি তারিখে সে চৌসনী ও দশসনী বন্দো বস্ত মঞ্জুর পড়িয়া হুকুম হইয়াছে যে চৌসনী বন্দোবস্তের মিয়াদগতে সেমত বন্দোবস্তী মহাল সকলের একং সাল তামামী জমার নিদর্শনে আগামী অতিরিক্ত ৬ ছয় সনের মিয়াদে বন্দোবস্ত এমত করা যায় যে তদনুসারে আদ্যোপান্তে সে সকল মহালের বন্দোবস্ত পূরা দশস নীমতে হওয়া বোধ হয় এবং সে সকল মহালের তালুকদার ওগয় রহকেও এ প্রকার ভরসা ও খাতিরজমা দেওয়া যায় যে তাহারা তাহারদিগের মহালাতের বন্দোবস্তী পাট্টার মিয়াদ আখিরী সনে সমেত রসদ যে জমার ধার্য্য থাকে তাহার সরবরাহ দিতে থাকিলে সে জমার কমী ও বেশী তাহারদিগের জীবনাবধি না হইয়া সর্ব্বকাল একসমান থাকিবেক ও এমত হুকুম পুনঃপুনঃ এলাকাদারদিগের গো চরার্থে ইশ্‌তিহার দেওয়া গিয়াছে ও এতদনুসারে কোনং পরগনার কোনং পাট্টাদার ও কোনং পরগনার কোনং জমীদার ও ইজার দার ছাড়া অন্যং যে সকলে মাফিক পাট্টা মালগুজারীর সরবরাহ দিয়াছে তাহারদিগের হক্ তালুকওগয়রহ উপরের লিখিত হুকুম ক্রমে তাহারদিগের জীবনাবধি বহাল রাখন সঙ্গত হয়। অতএব এই ক্ষণে ঐ হজুরহইতে নির্দ্ধার্য্য হইল যে চৌসনী ও দশসনী বন্দোবস্তী জমার নিদর্শনী কি জমীদারী কি ইজারদারী পাট্টার অনুসারে সর্ব্ব প্রকারে যে কেহ চলিয়া যে মহাল ভোগ করিয়াছে পশ্চাৎ যে কোন আইনের মতে সে মহাল যাহার দখলে থাকন যথার্থ হয় তাহার স্থানে সে মহালের বন্দোবস্তী পাট্টার মিয়াদ আখিরী সনে সমেত রসদ যে জমার ধার্য্য রহে তাহার বেশী তাহার স্থানে কখনো তলব না হইয়া সেই জমাতেই সে মহাল তাহার ভোগদখলে সর্ব্বদা বহাল থাকিবেক। ও এই হুকুম শীঘ্র সকল এলাকাদারের জ্ঞাতসা রের কারণ রেসিডেণ্ট সাহেবের উচিত যে নীচের লিখনানুসারে ইশ্ তিহার দেন ইতি।—১৭৯৫ সা। ১ আ। ২ ধা।

পাট্টার লিখিত জমা সর্ব্বদা সমান থাকিবার ও তাহার মতের বিচলিত না হইবার কথা। [বারাণস।]

৩। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১১ ফেব্রুআরি তারিখে হুকুম ইশ্‌তিহার হইয়াছিল যে ফসলী ১১৯৭ সাল মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সাল ও ১৭৯০ সালে এলাকা বারাণসের ৪ চারি সরকারের জন্যে চৌসনী ও দশসনী যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা হজুরে মঞ্জুর ও মাত

ইশ্‌তিহারনামার মতের কথা। [বারাণস।] চৌসনী ও দশ সনী বন্দোবস্তের

নির্দ্ধারিত জমা সর্ব্বদা বহাল রহিবার কথা।
[বারাণস।]

বর করা গিয়া চৌসনী বন্দোবস্তী পাট্টার অর্থে হুকুম হইয়াছে যে সেই চৌসনী পাট্টার শেষ সনে যে মহালের যে জমার নিদর্শন থাকে সে মহালের সেই জমা আগামী ছয় সনের কারণেও বহাল থাকিবেক যে তাহাতে চৌসনী ও দশসনী বন্দোবস্তী জমা একরমান জানা যায়। এইক্ষণেও ঐ হজুরহইতে হুকুম হইতেছে যে চৌসনী ও দশসনী বন্দোবস্তী পাট্টার মতে যে মহালের যে জমার ধার্য্য থাকে এতাবতা আখিরী সনে যে জমার নিদর্শন রহে সেই জমার সরবরাহ যে কেহ দিয়া ও সেই পাট্টার অনুসারে চলিয়া থাকে ও উত্তরকাল যাহাকে সে মহাল অর্শে সে যদি বন্দোবস্তী সন আখিরির নির্দ্ধারিত জমার সরবরাহ দেয় ও তাহার পাট্টার মতে চলে তবে তাহার সম্পর্কে সেই জমা সর্ব্বকালের তরে বহাল রহিবেক তাহার বেশী কদাচ তলব হইবেক না।—১৭৯৫ সা। ১ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

যে প্রস্তাব ছাড়িয়া উপরের লিখিত ইশতিহারনামা ধার্য্য হইল তাহার কথা।
[বারাণস।]

৪। উপরের লিখিত ইশতিহারনামা নীচের লিখিত প্রস্তাব ছাড়িয়া নির্দ্ধার্য্য করা গেল।—১৭৯৫ সা। ১ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

উপরের লিখিত ইশতিহার নামাছাড়া কথা।
[বারাণস।]

৫। জানিবেন যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের মতে যে সকল আইন সমস্ত পটীদার ও অধিকারভূমির অংশিদিগের ও প্রজাবর্গের স্বত্বাধিকার অর্থাৎ হক বজায় রাখিবার ও আদালতের অর্থে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার মতাচরণকরণ সকল পাট্টাদারের উচিত হইবেক।—১৭৯৫ সা। ১ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

যাহাকেং জমীদারী যে যে রূপে অর্শিবেক তাহার কথা।
[বারাণস।]

৬। এলাকা বারাণসে চলিবার জন্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে যে সকল আইন ছাপা ও জারী হইয়াছে ও হইবেক তদনুসারের হুকুম এবং শরা কিম্বা শাস্ত্রের মতে ও দেশাচার ক্রমে যাহারং হক যে যে জমীদারীতে থাকে তাহা তাহারদিগেরে অর্শিবেক।—১৭৯৫ সা। ১ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

যে জমীদারের জমীদারী ইঙ্গরেজী ১৭৭৫ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে তাহারা বেদখল হইয়া অন্যের ইজারা হইয়াছে সে জমীদারী পুনরায় যে কালে যে মতে সেই জমীদারের দখলে অ

৭। এলাকা বারাণসের রাজার সহিত ঐক্যক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের এখ্তিয়ারে ঐ এলাকা আসিবার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৭৭৫ সালের ১ পহিলা জুলাইর পূর্ব্বে যে কোন জমীদারের জমীদারী মহাল তাহার হস্তছাড়া হইয়া কোন ইজারদারের ইজারা ভুক্ত হইয়াছে সে ইজারদার মরিলে কিম্বা কারণান্তরে তাহার ইজারার পাট্টা বাজেয়াপ্ত হইলে সেই জমীদার বর্ত্তমান থাকিলে সে কিম্বা অন্য যাহাকে সেই মহাল অর্শিতে পারে সে যদি সেই বাজেয়াপ্তী পাট্টার অনুসারে সে মহালের জমার সরবরাহ দিতে এবং মালগুজারী তহসীল ও আদালতের অর্থে ও অন্যং নি

ময়ের নিমিত্তে যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আই নের অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ছাপা ও জারী হইয়াছে ও হয় তাহার মতাচরণ করিতে স্বীকার ও কবুল করে তবে সেই মহাল তাহার হস্তেই রাখা যাইবেক কদাচ অন্য ইজারদার কিম্বা পূর্ব্ব ইজারদারের ওয়ারিসদিগকে গতান যাইবেক না।—১৭৯৫ সা। ১ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

দিতে পারে তাহার কথা।
[বারাণস।]

৮। ঐ এলাকার চলনমতে যে কোন জমীদারের জমীদারী মহাল ইঙ্গরেজী ১৭৭৫ সালের ১ পহিলা জুলাইর পর নির্দ্ধারিত বন্দো বস্তের কালপর্য্যন্ত তাহার দখলে থাকিয়া সেই নির্দ্ধারিত বন্দোব স্তের কালে অন্য পাট্টাদারের দখলে গিয়া থাকে সে জমীদার যদি দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ করিতে পারে যে তাহার সেই জমী দারী মহাল ঐ তারিখের পর নির্দ্ধারিত বন্দোবস্ত হইবার কালপ র্য্যন্ত তাহার হস্তে রহিয়া সেই নির্দ্ধারিত বন্দোবস্তের কালে সেই অন্য পাট্টাদারের দখলে গিয়াছে তবে পুনরায় সে জমীদারীতে সেই জমীদার আমল পাইবেক। ইহাতে জজসাহেবের উচিত যে এরূপে প্রমাণকারক জমীদারের হক নির্দ্দিষ্টে তাহার দখলে সে মহাল আসিবার অর্থে ডিক্রী করেন কিন্তু সেই ডিক্রীতে এমত নিদর্শন রা খেন যে সরকারের দেওয়াপাট্টা পাইয়া আদ্যোপান্তে সেই অন্য পাট্টাদারের যে অপচয় ও নোক্‌শান হইয়া থাকে তাহার দায়ী সেই জমীদার হয় বিশেষ কর্ত্তব্য যে সেই জমীদার সে মহালে দখল পাইবার পূর্ব্বে সেই নোক্‌শানের সাবুদ সেই অন্য পাট্টাদারের স্থানে লইয়া ও তহকীক করিয়া পাট্টাদারকে দেওয়াইয়া জমীদারকে জমী দারীতে দখল দেওয়ান্ ইতি।—১৭৯৫ সা। ১ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

যে জমীদারের জমীদারী ইঙ্গরেজী ১৭৭৫ সালের ১ জু লাইর পর কিছু কাল তাহার দখলে থাকিয়া অন্য পাট্টা দারের হস্তে গিয়া থাকে সে জমীদার পুনরায় সে মতে সেই জমীদারী পা ইতে পারে তাহার কথা।
[বারাণস।]

৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গলা ওগয়রহের সমস্ত কার্য্য চলনের নিমিত্তে জারী হইবার সকল আইন গ্রন্থক্রমে রচনের যে হুকুম লেখা যায় তাহা এই ধারানুসারে এলাকা বারাণসে চলিবেক ইহাতে যে যে আইন ঐ এলাকায় চলিবেক কি না তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে এই আইন জারী হইবার তারিখে ও পূর্ব্বাপরে যে সকল আইন জারী হইল এবং হইয়া থাকে ও হইবেক তাহার যে কোন আইনের শিরনামা কিম্বা কোন ধারায় যদি সেই আইন সমুদয় কিম্বা তাহার মধ্যের কোন মর্ম্ম ঐ এলাকায় চলিবার প্রস্তাব না থাকে তবে সে আইন ঐ এলাকায় চলিবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ১ আ। ৪ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইন এলাকা বারাণসে চ লিবার কথা।
[বারাণস।]

১০। শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তরফ রে সিডেণ্ট সাহেব এলাকা বারাণসে পদস্থ হইয়াও ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালের পূর্ব্বে তথাকার জমীদারীর বন্দোবস্ত ও মালওয়াজিবী তহ সীলের এলাকা কিছুই রাখিতেন না ঐ সনে রাজা মহীপনারায়ণ

[বারাণস।]

রাজ্যাভিষিক্ত হইবার সময়ে তহসীলের ভার রাজাজী উর্ক্ত পক্ষের নায়েবদিগেরে অর্পণ হইয়া তাহারা প্রকারবিশেষে রেসিডেণ্ট সাহেবের তাবে রহিয়াছিল তদনন্তর ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালে ঐ জমীদারীর বন্দোবস্ত ও মালওয়াজিবী তহসীলের ভার রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রতি হইয়াছিল পরে ফসলী ১১৯৫ সাল মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের সেপ্তেম্বর মাসহইতে তথাকার বন্দোবস্ত ও মালওয়াজিবী তহসীলের অর্থে যে সকল উপায় করা গিয়াছে তাহা এই আইনে লেখা যাইতেছে ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১ ধা।

ফসলী ১১৯৫ সালে আমিলদিগের দেওয়া কবুলিয়তের কথা।
[বারাণস।]

১১। ফসলী ১১৯৫ সালে আমিলেরা নিজে ইজারদার ছিল সেই সনে বন্দোবস্তের সময়ে তাহারদিগের স্থানে রেসিডেণ্ট সাহেবের যুক্তিক্রমে রাজাজীউ নয়া ডৌলে যে কবুলিয়ত লইয়াছিলেন তাহাতে এমত একরার লেখা ছিল যে তসর্খীসমতে অর্থাৎ হস্তবুদ দৃষ্টে যে জমা তাহারা কবুল করিয়াছে তাহার সরবরাহ নজরআনা ও সরকারের নিস্ফিবরায়ী ও রসুম খাজানাসমেত করিবেক ইহা সেওয়ায় মজুরায়ী অঙ্ক মাফীক মামুলী আর খারিজজমা এই দুই রকম ইহার মধ্যে খারিজ জমার বিতং মোশাহেরা ও ইউমিয়া যাহা কতক২ নিষ্কর ভূমির উপর ও কিঞ্চিৎ২ নগদে সরকারের খাজানাহইতে দেওয়া যায় এ অঙ্ক সে কবুলিয়তের শামিলে না আসিয়া কেবল ঐ কবুলা জমার সরবরাহ বৎসর ভরিয়া করিবার নিদর্শনে বন্দোবস্তের কালে কিস্তিবন্দী হইয়াছিল আর লিখিয়া দিয়াছিল যে রকম নির্দ্দিষ্ট স্থিত জায়দাদছাড়া কিছু তহসীল করিলে যত বেশী তহসীল করে প্রামাণপূর্ব্বক তাহার তিনগুণ দণ্ডক্রমে সরকারে দাখিল করিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ২ ধা।

অসঙ্গতাবধানে খাজানা লইলে দণ্ড দিতে হইবার কথা।

সরকারী মালগুজারীতহসীলে কুদাঁড়া না থাকিবার কথা।
[বারাণস।]
পাট্টায় নলের নিদর্শন থাকিবার কথা।

১২।—সরকারের মালগুজারী তহসীলে যে কুদাঁড়া হইয়াছিল তাহা না থাকিবার জন্যে রেসিডেণ্টসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫ জুনে রাজা জীউকে কহিয়াছিলেন যে নয়াএমত এক নক্শা করিয়া পাট্টা প্রজাদিগেরে দেন্ যে তাহাতে বট্টাই ভূমির মাপের নলের নাম ও দীর্ঘের নিদর্শন লেখা থাকে। বট্টাই ভূমির অর্থ এই যে তাহার উৎপন্ন শস্যাদি ফসলের ভাগ যাহা সরকারে কিম্বা অন্য স্বত্ত্বানকে অর্শে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত বাজার ভাওক্রমে যত টাকা হয় তাহা সে ভূমির যোতদার প্রজা নগদ দাখিল করে আর নলের নিদর্শন পাট্টায় থাকিবার ভাব এই যে ফসল তৈয়ারমুখে কানকুত করিবার কালে সরকার কিম্বা অন্য স্বত্ত্বান অথবা প্রজা কেহ ভূমি মাপিতে চাহিলে সেই নলে মাপিয়া বুঝা যায়। আর অনেক স্থানের দাঁড়া আছে যে তথাকার ভূমির জমাবন্দী সনবসন কানকুতের অনুসারে হইয়া তাহার খাজানা সরকারে দাখিল হয় কিন্তু তাহার উৎপন্ন ফসলের মধ্যে সরকারী ভাগের মূল্য কি নিরিখে ধরিয়া লওয়া যাইবেক ইহার নৈত্য না থাকনহেতুক আমিলান্ ও প্রজারদিগের উভয়ত্ত আপত্তি জন্মিত এজন্যে নির্দ্ধার্য্য হইল

জিনিসের দর বুঝিবার কথা।

য সরকারের হুকুমমতে ফসল খরিফ জিনিসের দর মাঘমাসে ও ফসলরবী জিনিসের দর জৈষ্ঠমাসে এই নিয়মে প্রতিসন দুই ফসল মুখে দুইবার পরগনায়ং বান্ধা যায় এবং এ সমাচার ইশ্‌তিহার ক্রমে সকল লোককেও জ্ঞাত করাণ যায় জানিবেন যে কানকুত করিয়া ও জিনিসের দর বান্ধিয়া সনবসন জমাবন্দী করিবার যে গতিক উপরে লেখা গেল এই গতিকে উত্তরকাল কার্য্য হইবেক ও দুই ফসলমুখে যত টাকা জমার ধার্য্য হয় তাহা আললহিসাবে মাসেং মফঃসল কিস্তিবন্দীর অনুসারে কিস্তি কিস্তিতে লওয়া যাইবেক। এতদ্ভিন্ন যে আগোর বট্টাই ভূমির জমা তাহার উৎপন্ন ফসলের ভাগে লইবার দাঁড়া ছিল তাহা লইতে নিষেধ হইল কারণ এই যে তাহার যে ভাগ সরকারের প্রাপ্তব্য তাহা কেহং শঠতাক্রমে তফাৎ ও তসরুফ করিত। ইহাসেওয়ায় হুকুম ছিল যে বট্টাই যে ভূমির ফসলের ভাগ সমানক্রমে কিম্বা ন্যূনাধিকমতে আমিল ও প্রজা যাহা কে যত পরগনার চলনমাফিক অংশে তাহার ধানি দিয়া সে ভূমির পাট্টায় লেখা যায়।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

আগোর বট্টাই চলন না থাকিবার কথা।

১৩। যেং কোন ব্রাহ্মণ ও অতিথি আদ্যোপান্ত আপনারদিগের মালগুজারী ফসল মুখে আগোর বট্টাই মতের্দিত তাহারা সে পদ্য ২ দ্বিতীয় ধারার লিখনানুসারে মৌকুফ হইবাতে প্রতিবন্ধক হইয়া কহিয়াছিল যে তাহারদিগের সেরূপে মালগুজারীর পদ্য মৌকুফ হইলে আত্মঘাতী হইবেক অতএব রেসিডেণ্টসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৭ জানুআরিতে ইশ্‌তিহারনামা জারী করিয়াছিলেন এবং তাহারদিগের দাঁড়া অতিমন্দ দেখিয়া জানাইয়াছিলেন যে এই আইনের হুকুমমতে কার্য্য হইবেক আর আগোর বট্টাইর দাঁড়া অল্পই স্থানে চলন ছিল একারণ এমত বোধ ছিল না যে অন্যং স্থানে কেহ এ দাঁড়ার মৌকুফে প্রতিবাদী হইবেক এপ্রযুক্ত রেসিডেণ্টসাহেব বিহিত জানিয়া আমিলদিগকে শক্ত্যর্পণ করিয়াছিলেন যে যদি ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণে নগদ টাকা মালগুজারী করিতে আপত্তি করে তবে তাহারদিগের স্থানে তাহার বদলে মালগুজারী আগোর বট্টাইক্রমে তাবৎ লয় যাবৎ সে প্রকার লোকেরা নগদী মোকররী নিরিখমতে মালগুজার দিতে স্বীকার না করে। এ হুকুম শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেও মঞ্জুর হইয়াছে ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ২১ ধা।

ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগের মালগুজারীর দাঁড়া আগোর বট্টাইমতে বহাল থাকিবার কথা।
[বারাণসী।]

১৪। নগদী যে ভূমির জমা বিঘার প্রতি নির্দ্ধার্য্য আছে তদর্থে হুকুম হইয়াছিল যে যে নলে সে ভূমি মাপ হয় তাহার নাম ও দীর্ঘের নিদর্শন তাহার পাট্টায় লেখা যায় এবং তাহাতে ইহাও লেখা রহে যে ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সাল মোতাবেকে ফসলী ১১৮৭ সালের পর যে কএক রকম দরী অঙ্ক ও খরচা বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা ফসলী ১১৯৬ সালহইতে মৌকুফ জানা যাইবেক ইহাসেও য়ায় যে আসল জমা ও আবওয়াব ফসলী ১১৮৭ সালে নির্দ্দিষ্ট

আবাদী নগদী ভূমির পাট্টায় সমেত আবওয়াব জমা মোট করিয়া লিখিবার কথা।
[বারাণসী।]

ছিল তাহা একত্র মোট হইয়া বেলমোক্তাক্রমে পাট্টা হয় যে তদনুসারে প্রজারা নগদী ভূমির একং বিঘার নিদর্শনী জমার হারে মাল গুজারী করে।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

পতিত ভূমির জমার নিরিখের কথা। [বারাণস।]

১৫। পতিত ভূমি আবাদের জন্যে হুকুম হইয়াছিল যে প্রজারা তাহার যত জমা দিতে কবুল করে তাহাই অপঞ্চকে নির্দ্ধার্য্য হইবেক এতাবতা তাহার উপর আবওয়াব চড়িবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

উপরের লিখিত উপায়ক্রমে কার্য্য করিতে হুকুমের কথা। [বারাণস।]

১৬। ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ১ জুলাইতে এই আইনের উপরের লিখিত সকল হুকুম কানুনগোদিগকে জ্ঞাত করাণ গিয়াছিল এবং হুকুম দেওয়া গিয়াছিল যে তাহারা রাজাজীউর ঐ সকল হুকুম মতে কার্য্য করিবার কারণ যে আমীনদিগেরে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন সে আমীনদিগের সহকার থাকিয়া নগদী ভূমির জমার ধার্য্য ও বট্টাই ভূমির ভাগের নিরূপণ করে। আর তৎকালে ইহাও হুকুম ছিল যে রাজা চেত সিংহের আমল ফসলী ১১৮৭ সালে মাপের নল এলাহী তিনদেরাঅপেক্ষা বেশী কিম্বা কমী যত বড় থাকে সেই নলেই উত্তরকাল ভূমি মাপ হইয়া ঐ সনের যথাকার যে চলন কুড়ি কাঠার বেশী কি কমীতেই বা বিঘা ধরিয়া সেই নল ও বিঘার বেশী ও কমী বিবেচিয়া নগদী ভূমির জমার ধার্য্য ও বট্টাই ভূমির ফসল ভাগের নিরূপণ সমেত আবওয়াব বেলমোক্তামতে ঐ ফসলী ১১৮৭ সালের নিরিখের হারহারিতে যত হইতে পারে তাহা করে ও সেই নিরিখের নিদর্শনে পাট্টা হয়। এই হুকুমের অনুসারে রাজাজীউর তরফ আমীনেরা যে সকল পাট্টা দিয়াছিল তাহাতে উপরের লিখিত নিরিখবন্দিও ছিল কিন্তু সে সকল পাট্টা এমত পরিষ্কারক্রমে দেয় নাই যে তদৃষ্টে তাহারদিগেরে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার বাঞ্ছা সর্ব্বতোভাবে সফলা হয় এবং তাহারা সাবেক ও হালের মাপের নল ও বিঘার বিবেচনানুসারেও জমার ধার্য্য করে নাই ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৪ ধা।

এলাহী তিনদেরার পরিমাণী নলের মাপে কি বিঘার নির্দ্ধার্য্য হইবার কথা। [বারাণস।]

সাবেক ও হালের নলের ইতর বিশেষ বিবেচনা যেং সময় করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৭। উপরের লিখিত হুকুমমতে ভূমির মাপের নির্ণয় এলাহী তিনদেরার পরিমাণী নলক্রমে হইয়াছিল ইহাতে আমিল ও কানুনগোদিগের অনুমান ছিল যে ভূমি মাপিবার নির্ণীত নল সাবেক মাপের নলঅপেক্ষা যত কমী হয় তদৃষ্টে বিবেচিয়া হালের আবাদী হরেক রকম ভূমির জমার ধার্য্য কম নিরিখে হইবেক। অতএব ইহার মর্ম্ম জ্ঞাত করাইবার কারণ রেসিডেণ্ট সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১২ মাই তারিখে ইশ্‌তিহার দিয়াছিলেন যে ফসলী ১১৮৭ সালে ভূমি মাপের যে নল নির্দ্দিষ্ট ছিল তদপেক্ষা কমী নলে যে ভূমি মাপা গিয়া থাকে সে ভূমির জমা সেই মাপের নলের কমীদৃষ্টে কি বিঘার উপর নগদী ভূমির ও রলী কানকুতী জমীন অর্থাৎ যে ভূমির ফসল ভাগের নির্ণয় থাকে কিম্বা স্থানবিশেষের চল

নমতে অংশ ধরিতে হয় তাহার মতে ধার্য্য হইবেক। এতদনুসারে যে কোন স্থানের কানকুতী জমীনের জমা ফসলী ১১৮৭ সালের নির্দ্দিষ্ট নিরিখমতে নির্ণীত ভাগক্রমে অথবা ফসলের রকম এউঅল ও দুয়ম ও সিয়মদৃষ্টে ফি বিঘা ৩/ তিন মোন কিম্বা ৪/ চারি মোন অথবা অন্য যে কোন হারে লওয়া গিয়া থাকে সে জমীন যদি আমিল কিম্বা প্রজার মনস্থক্রমে হালের নিরূপিত নলে মাপা যায় তবে সাবেক ও হালের মাপের নলের কমীদৃষ্টে নগদী ভূমির নিরিখের ধার্য্য করিবার অর্থে যে দাঁড়া উপরে লেখা গেল সেই দাঁড়া এমত কানকুতী জমীনের জমার ধার্য্যের বিষয়েও কমীর বিবেচনার প্রতি গ্রাহ্য হইবেক। আর যদি এমতে কানকুতী কোন জমীন উভয় সম্ম তিতে নয়া নলে না মাপিয়া তাহার ফসল কুত জনেক গোরো এতা বতা কুতকারক কিম্বা কানুনগোর গোমাস্তার মারফতে নজর আন্দাজে হইয়া তাহার জমার ধার্য্য হয় তবে তদর্থে উপরের লিখিত ভূমি মাপের নলের কমীর বিবেচনা করিতে হইবেক না কারণ এই যে সে জমীন বিনামাপে নজরআন্দাজে কুত হইল ইহাতে নলের কমীর বিবেচনার তাৎপর্য্য নাই। সকল আমলা ও প্রজাদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করে এতদ্ভিন্ন তাহারদিগের প্রতি হুকুম ছিল যে যথায় দানাবন্দী কানকুতক্রমে অর্থাৎ ভূমি না মাপিয়া তাহার ফসল তহকীক করিয়া জমার ধার্য্য করা যায় তথায় সাবেক ও হালের নলের কমীর বিবেচনা না করে কারণ এই যে এমত গতিকে সরকারী জমার ধার্য্য ভূমির মাপের মুখে না হইয়া তাহার উৎপন্নদৃষ্টে হইবেক। পরে জানা গেল যে আমিলেরা পূর্ব্বে মাপের রসীর দুই মুড়ায় দুই মোড় যাহাকে তাহা কান্দা বলা যায় তাহা অনেক করিয়া দিয়া রসী খাট করিয়া ভূমি মাপিয়া প্রজা দিগের সহিত দাগা করিত এপ্রযুক্ত প্রজাদিগের বিহিতের জন্যে হুকুম হইয়াছে যে কোন ভূমি মাপিতে হইলে সেই দুইমোড় ছাড়ি য়া দিয়া সরাসরক্রমে রসী ধরিয়া মাপিয়া সাবেক ও হালের মাপের কমীর বিবেচনা করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৫ ধা।

ফসলী ১১৯৬ সালের বন্দোবস্তের কথা।

[বারাণস।]

১৮। তহসীলের সিরিস্তার বন্দোবস্তকারণ এই আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫ জুনে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা সমস্তই নয়া দাঁড়াক্রমে জমার ধার্য্য করিয়া মালগু জারী উসুল তহসীল করাইবার পূর্ব্বে ঐ সনের ৩ অক্তোবরে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর হইয়া পরে সেই দাঁড়া জারীর জন্যে রেসিডেণ্টসাহেবের প্রতি ভারার্পণ হইয়া ছিল যে ঐ সাহেব ফসলী ১১৯৬ সালে সমস্ত বন্দোবস্ত আপন কর্ত্তৃত্বে করেন্। তদনুসারে ঐ সাহেব কানুনগোদিগের দাখিল করা ফসলী ১১৮৭ সালের ডৌলী কাগজদৃষ্টে ভূমির ফসল কুতের এবং ঐ সনের নির্দ্দিষ্ট আসল জমা ও আবওয়াবের অনুসারে আর তাহারা সেমত যে কাগজ ফসলী ১১৯৫ সালে কিম্বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব বন্দোবস্তী সনে দিয়াছিল তদনুসারে স্থিত ও জায়দাদ বুঝিয়া বন্দো

যে সকল স্থিতদৃষ্টে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার কথা।

বস্ত করিয়াছিলেন ও তৎকালে হুকুম ছিল যে পশ্চাৎ প্রজারা ঐ ফসলী ১১৮৭ সালের নির্দ্ধারিত নিরিখক্রমে মালগুজারী দিবেক। তদনন্তর কানুনগোদিগের দাখিল করা ঐ দুই সনের ডৌলী কাগজের লিখিত স্থিতের সঙ্গে তাহারদিগের দেওয়া ফসলী ১১৯৬ সালের ফসল কুত নিদর্শনী ডৌলী কাগজের অনুসারে জায়দাদের খুঁট মিলানকরাও গিয়াছিল ও এই সকল ডৌলের নিদর্শনী স্থিতের মধ্যে আমিলদিগের লাভ ও মফঃসল সরঞ্জামী খরচা শতকরা দহএক অর্থাৎ দশোত্তরা এবং অপর মিনাহী ও মৌকুফী অঙ্ক যাহার নাম মাফী ও মজুরায়ী ও কানুনগোদিগের যে মুশাহেরা নানকার ভূমি ক্রমে পরগনা পরগনায় আছে তাহা এবং নিস্ফিবরায়ী এতাবতা খাজানা ইরসালী যে খরচা পূর্ব্বে আমিলেরা তহসীল করিত ইহা সমস্ত বন্দোবস্তমুখে বাদ পড়িয়া কানুনগোদিগের দেওয়া ফসল কুতের নিদর্শনী ডৌলী কাগজের লিখিত বাকী স্থিত সমুদয় সরকারে দাখিল করিবার দায় আমিলদিগের শিরে ছিল ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৬ ধা।

সরকারী এলাকার নিস্ফিবরায়ী ও নজর আনাওগয়রহ ও সাজী মহাল মৌকুফ হইবার কথা।

[বারাণস।]

১৯। উপরের লিখিত নিস্ফিবরায়ীসেওয়ায় অন্য যে নিস্ফিবরায়ী পূর্ব্বে সরকারে উসুল হইত আর নজরআনা ও রসুম খাজানা ওগয়রহ ও যে সাজীমহাল রাজাজীউর আমলারা পূর্ব্বে ইজারা দিত তাহা সমস্তই বন্দোবস্তকালে মৌকুফ হইয়াছিল ইতি। --১৭৯৫ সা। ২ আ। ৭ ধা।

ফসলী ১১৯৬ সালে আমিলদিগের কবুলিয়ৎ উপরের লিখিত ধারার মর্ম্মানুসারে হইবার কথা।

[বারাণস।]

২০। ফসলী ১১৯৬ সালে বন্দোবস্তের সময়ে হুকুম হইয়াছিল যে আমিলদিগের স্থানে এমত এক নয়া নক্শাক্রমে কবুলিয়ৎ লওয়া যায় ও সেই কবুলিয়তের নক্শায় কানুনগোদিগের তৈয়ারকরা ডৌলী জায়দাদ ও নিষ্কর ভূমির মিনাহী অঙ্ক এবং প্রজাদিগের নয়া পাট্টার নক্শা লেখা থাকে। ইহাতে আমিলেরা একরার করিয়াছিল যে সেই কবুলিয়তের লিখিত মর্ম্মকে বন্দোবস্তের হুকুমের মূল জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেক এবং ফসলী ১১৮৭ সালের পর যে সকল অঙ্ক বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা প্রজাদিগের স্থানে তলব করিবেক না। আর ৬ ষষ্ঠ ধারার প্রস্তাবিত কানুনগোদিগের মুশাহেরা এবং পোতদারদিগের মারফতে খাজানা ইরসাল করিলে তাহারদিগের পাওনা যে নিস্ফিবরায়ী আমিলেরা তহসীল করিত ইহার কোন অঙ্ক প্রজাদিগের স্থানে কর্ত্তন করিয়া লইবেক না। এই দুই অঙ্ক অর্থাৎ কানুনগোদিগের মুশাহেরা ও যে নিস্ফিবরায়ী পূর্ব্বে প্রজাদিগের স্থানে মিলিয়া তাহা বন্দোবস্তের মুখে মৌকুফ হইয়া জমায় খারিজ পড়িয়াছে এবং ইহাসেওয়ায় সরকারের পাওনা ৭ সপ্তম ধারার লিখিত নিস্ফিবরায়ী মৌকুফ হইয়াছে একারণ তৎকালে করার ছিল যে কানুনগোদিগের মুশাহেরা সরকারের তহসীলী মালওয়াজিবীহইতে দেওয়া যাইবেক। আমিলেরা পোতদারী যে নিস্ফিবরায়ী তহসীল করিত তাহা কানুনগোদিগের দাখিলকরা তসখীসী

জায়দাদের মধ্যে বন্দোবস্তের মুখে মিনাহ্ পাইয়াছে। উপরের লিখিত এই সকল দাঁড়া ও উপায়ক্রমে এলাকা বারাণসের জমীদারী সমুদয়ের মধ্যে কমবেশ তেহাই জমীদারীর বন্দোবস্ত এক সনের জন্যে ও বাকী দুইতেহাই জমীদারীর বন্দোবস্ত ৫ পাঁচসনের নিমিত্তে করা গিয়াছিল।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

একসন ও পাঁচ সন মিয়াদী বন্দোবস্তের কথা।

২১।—কোন মহালের ইজারদার সাল আখিরীর পূর্ব্বে আপন ইজারা ইস্তাফা করিলে তাহার পাওনা হক্কোল্‌তহসীল পাইবার অর্থে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১২ ফিব্রুআরীতে হইয়াছিল তদনুসারে হুকুম হইল যে সন আখিরীর পূর্ব্বে যে ইজারা মহাল ইস্তাফা হয় তাহার জমা যদি সালিআনা পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয় তবে তাহাতে সেই ইস্তাফাকার ইজারদার সে মহালের ইজারদারী হক্কোল্‌তহসীল কিছুই পাইবেক না কেবল তাহার আমলের তহসীলের নিকাস তাহার স্থানে নির্দ্দিষ্টহওয়া দরী ইজারদারকে দিবেক ও দরী ইজারদার কেহ না হইয়া থাকিলে সে নিকাস আমিলের নিকটে দাখিল করিবেক এতদ্ভিন্ন যদি সে মহালের জমা সালিআনা পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় তবে তাহাতে আপন হক্কোল্‌তহসীল আমিলের নিজস্ব রসুম দহএক এভাবতা শতকরা দশোত্তরার মধ্যহইতে পাঁচ টাকার হারে সেই ইস্তাফাকার ইজারদার পাইবেক এইহেতুক যে এমতে সনের মধ্য ইজারা ইস্তাফা হইবাতে বারে২ এমত অঙ্ক তহসীল করিবার দ্বারা তথাকার প্রজারদিগের সম্পর্কে কিছু অত্যাচার ও ক্ষতিগ্রস্তরা সে মতে না হইতে পারে যেমতে পূর্ব্বে ঐ জমীদারীতে রাজাজীউর এখ্তিয়ারে মোকররী ডৌলী জমাছাড়া এমতের অঙ্ক আবওয়াব দফায়২ লওয়া যাইত ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

সাল আখির মাহইতে ইজারদার বরখাস্ত হইলে হক্কোলতহসীল সে পাইবেক তাহার কথা।
[বারাণস।]

২২। ফসলী ১১৯৬ সালহইতে পাঁচসনী যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় সনে আমিলেরা মফঃসল বন্দোবস্ত করিবার দাঁড়ার জন্যে নীচের লিখিত যে সকল হুকুম হইয়াছিল তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৪ জুনে জারী হইয়াছে।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

মফঃসল বন্দোবস্তের জন্যে বিশেষ হুকুমের কথা।
[বারাণস।]

২৩। আমিলদিগের কর্ত্তব্য যে যদি কোন গ্রাম কিম্বা ভূমির মৌরুসী জমীদার অথবা অধিকারী অপদস্থ হইয়া বর্ত্তমান থাকে তবে তাহাকে সেই গ্রাম কিম্বা ভূমি আপনারদিগের আমিলী মিয়াদের বাকী চারি সনের নিমিত্তে ডৌলমতে ইজারা দেয় ও সে গ্রাম কিম্বা ভূমি ইজারদারী ফেরকাকে না দেয় কিন্তু যদি মৌরুসী অধিকারিরা কানুনগোদিগের ডৌলমতে বন্দোবস্ত কবুল না করে ও জামিন না দেয় তবে তাহার গ্রাম কিম্বা ভূমি সেই মিয়াদের জন্যে মোকররী পাট্টার অনুসারে ইজারদারী ফেরকাকে দেওয়া যাইবেক ও সেই পাট্টার যে যে বাবুতের জমা আমিলদিগের স্থানে দেওয়া কর্ত্তব্য

গ্রামমালিকেরা অপদস্থ জমীদারপ্রভৃতিকে পদস্থ করিবার কথা।
[বারাণস।]

তাহা সমস্ত লেখা যাইবেক এতদ্ভিন্ন কোনপ্রকারে নজরআনা ও আবওয়াব লওয়া যাইবেক না।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

অপদস্থ আয়মা দারদিগকে পদস্থ করিতে নিষেধের কথা।
[বারাণস।]

২৪। শ্রীযুত নওয়াব উজীরসাহেবের আমলে আয়মা কএক গ্রাম জব্দ হইয়া সেই সকল গ্রামের অধিকারিদিগের কএক জন তাহার বদলে কিঞ্চিৎ২ নগদ তনখা ও মুশাহেরা পাইয়াছিল পশ্চাৎ সেই আমলে সেই বদলপ্রাপকদিগের মধ্যে এক জনের মুশাহেরা মৌকুফ হইয়াছিল অতএব সেই আয়মাদারেরা যত কাল অপদস্থ হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া এমত ধার্য্য হইল যে যদি সেই আয়মাদারদিগের কেহ আপন ভূমি বহালের দাওয়া পূর্ব্বপ্রাপ্ত পুরস্কারের নিদর্শনে করে তবে তাহা শুনা যাইবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

মোকররী বন্দোবস্ত করিবার হেতুর কথা।
[বারাণস।]

২৫। ফসলী ১১৯৬ সালে একসনী ও পাঁচসনী যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৭ জুনে মঞ্জুর হইয়া তৎকালে রেসিডেণ্ট সাহেবকে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল যে সুবে বেহারের মোকররী বন্দোবস্তের দাঁড়া যেমতে করা গিয়াছে সেইমতে এলাকা বারণসের বন্দোবস্তের দাঁড়াও চেষ্টাপূর্ব্বক করেন সে বন্দোবস্ত করিবার মর্ম্ম এই ছিল যে সরকারের জমার সংস্থান নিষ্কুরক্রমে হয় ও এমত পথ থাকে যে সমস্ত লোক ও প্রজারা সরকারী জমাছাড়া আপনারদিগের শ্রম ও মেহনতের ফলভাগী চিরকাল হইতে পারে কিন্তু তৎকালে এলাকা বারণসের বন্দোবস্ত করিবার যে উপায় ঠাহর হইয়াছিল তাহাতে স্পষ্টতঃ উপরের লিখিত ফলোদয়ের সঙ্গতি ছিল না আর যে সকল জমা দিবার দায় কট্কিনাদার ও প্রজাদিগের শিরে ছিল তাহাতে এইক্ষণের নক্শামতে আবাদমুখে কমী ও বেশী দৃষ্ট হয়। আর দুসরা যে ফসলের সংজ্ঞা রবী সে ফসল পাকিবার পুর্ব্বে তাহার আন্দাজ হইতে পারে না এ কারণ আমিলেরা সে কালে গ্রামসকলের জমীদারেরা ও ইজারদারেরা সালতামামী যে উৎপন্নের ডৌলে কবুলিয়ৎ দিত তদ্দৃষ্টে আটসাট্টা করিয়া সে ফসল না পাকিবাপর্য্যন্ত জমীদার কি ইজারদারদিগের নিকটে অথবা তাহারদিগের তরফ কট্কিনাদারদিগের স্থানে খাজানা তহসীল অললহিসাবে করিত ও এমত তহসীলে বিস্তর বিরোধ ও বিসম্বাদ হইত আর যে সময়ে আমিলেরা অনুমান করিত যে তাহারদিগের কট্কিনাদারেরা সঙ্গত খাজানা দিতে চাহে না সে সময়ে সেই কট্কিনাদারদিগের এলাকার মহালাৎ ছাড়াইয়া লইয়া অন্য২ কট্কিনাদারকে দিত কিম্বা নিজে তহসীল করিবার জন্যে মনস্থ করিত একারণ আবাদের ক্ষতি অনেক হইত। আর তাহাতে আমিলেরা ও যাহারা গ্রাম ইজারা রাখিত ইহারদিগের উভয়তঃ সতত বিরোধ হয় এই কদর্য্যতা দূর হইবার জন্যে উচিত ছিল যে সরকারের মঞ্জুরীতে

সাবেক বন্দোবস্ত আমল ও কট্কিনা দারদিগের উভয়তো

মফঃসল প্রত্যেক তালুক ও গ্রাম গ্রামের বন্দোবস্ত পৃথক২ করা যায় ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১০ ধা।

বিরোধের হেতু হইবার কথা।

২৬। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৭ জুনের হওয়া হুকুম রেসিডেন্ট সাহেব পাইয়া হুকুম দিয়াছিলেন যে আমিলেরা ও কানুনগোরা মফঃসলের বন্দোবস্ত করে ও তাহারা এমত জানে যে তাহারদিগের করা বন্দোবস্ত বিবেচনা ও মঞ্জুর করিবার কর্তৃত্ব সে সাহেবের আছে। এইহেতুক যে তৎকালে এমত নির্দ্ধার্য্য ছিল যে জমীদার ও ইজারদারদিগের স্থানে গ্রাম সকলের স্থিত জায়দাদী ওয়াজীবী তমরী খাজানার আটসাট্টা ফসল বুনিবার সময়ে হইয়া তদনুসারে সেই গ্রামসকলের জমার ধার্য্য যথায়২ আমিলদিগের সহিত পাঁচসনী বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তথায়২ তাহার মিয়াদের বাকী চারি সনের নিমিত্তে হইবেক। এবং তৎকালে পরগনাসকলের তমখীস্ ও জায়দাদ তহকীক করিবার আশয় এই ছিল যে ফসলী ১১৯৭ সাল হইতে মফঃসলের চারিসনী যে বন্দোবস্ত মঞ্জুর হইবেক তাহার মিয়াদ দশসনপর্য্যন্ত বহাল থাকিতে পারে তদ্ভিন্ন পূর্ব্বে যে২ স্থানে একসনী বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই২ স্থানের বন্দোবস্ত এইক্ষণে দশ সনের কারণ নির্দ্ধার্য্য হইল ও রেসিডেন্ট সাহেবের প্রতি হুকুম ছিল যে এইরূপে আপন এলাকার বন্দোবস্ত সুবে বেহারের বন্দোবস্তের ডৌলে যত করিতে পারেন করেন্ এরূপ তদবীরের কৈফিয়ৎ ঐ হজুরে পঁহুছিয়া হুকুম হইয়াছিল যে সুবে বেহারের দশসনী বন্দোবস্তের কারণ যে সকল হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ২০ মাই ও ২৮ সেপ্তেম্বরে হইয়াছে সেই সকল হুকুমমতে এলাকা বারাণসের দশসনী বন্দোবস্ত করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ ১১ ধা।

চারিসনী ও দশসনী বন্দোবস্তের অথে কর্ত্তব্য উদ্যোগের কথা।
[বারাণস।]

২৭। উপরের ধারার লিখিত হুকুম রদকরণ আবশ্যক হইল এইহেতুক যে রাজা বলবন্তসিংহ ও রাজা চেতসিংহের রাজ্যামদ থাকিতে গ্রামসকলের যে জমীদারেরা আপনারদিগের জমীদারী পদচ্যুত অর্থাৎ বেদখল হইয়া চাসীগণের অনুসারে দিনপাত করিত তাহারদিগের মধ্যের অনেককে বন্দোবস্তের কালে বহাল করিতে রাজা মহীপনারায়ণ স্বীকার করেন্ নাই এপ্রযুক্ত শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের করতলে এলাকা বারাণস আসিবার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৭৭৫ সালের ১ জুলাই মোতাবেকে ফসলী ১১৮২ সালের পূর্ব্বে বেদখলহওয়া ভূম্যধিকারিগণের সম্পর্কে দশসনী বন্দোবস্ত নিরূপণ হইবার প্রসাদাৎ যে ফল আছে তাহা তাহারদিগের ভাগ্যে উদয় হইতে পারে না। কিন্তু তদনন্তর ঐ রাজা মহীপনারায়ণ সেই বেদখল জমীদারদিগকে যে গতিকে বহাল করিতে স্বীকার করিয়াছেন। তাহার বৃত্তান্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১ প্রথম আইনে লেখা গিয়াছে ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১২ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৭৫ সাল মোতাবেকে ফসলী ১১৮২ সালের পূর্ব্বের বেদখল জমীদারদিগের বিষয়ী কথা।
[বারাণস।]

মোকররী বন্দোবস্তের অর্থে যে হুকুম জারী হইয়াছিল তাহার কথা।
[বারাণস।]

২৮। মোকররী বন্দোবস্তের পর্য্যবসানজন্যে রেসিডেণ্ট সাহেব ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের নবেম্বর মাসে এলাকা বারাণসের চারি সরকারে স্থানেং পার্থক্যক্রমে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও তাঁহারদিগের আশয় এই ছিল যে ফসলী ১১৮৭ সালের আসল জমা ও আবওয়াবদৃষ্টে আমিলেরা ও কানুনগোরা যে বন্দোবস্ত চারি সনের নিমিত্তে করিয়াছে তাহাতে তফাৎ হইয়াছে কি না ইহার বিবেচনা এবং ১২ দ্বাদশ ধারার প্রস্তাবিত বেদখল জমীদার লোকছাড়া অন্য বেদখল জমীদারদিগের কাহারো সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে কি না ইহার তহকীক করেন। সে বন্দোবস্তের অর্থে হুকুম এই ছিল যে চারিসনী কি দশসনী যে মিয়াদে বন্দোবস্ত হয় তাহার সালিয়ানা জমার ধার্য্য এইরূপে করা যায় যে গ্রামসকলের জমীদারেরা কিম্বা পটীদারেরা তাহারদিগের মালগুজারীর সরবরাহ ফসলী ১১৮৭ সালের নিরিখমতে করিতে পারে। আর যে স্থানে অনেক ভূমি বনজর কিম্বা পতিত থাকে সে স্থানের পাট্টা উত্তরকাল সরকারের স্বত্ব মিলিবার কারণ প্রথম সন কএকের জন্যে রসদ নির্দ্দিষ্টে দেওয়া যায় ও সেই রসদী অঙ্ক ইজারদারের কৃত আবাদমুখে তাহার লাভের মধ্যহইতে সরকারে দাখিল হয়। অধিকন্তু হুকুম ছিল যে মদিরার কারনারের ও দোকানদারদিগের ও ব্যাপারিরদের ও তাঁতিগণের স্থানে তলবী আবকারী ও ঘরদ্বারী ও খড়্গী নামের টাক্স ইজারদারদিগের তহসীলহইতে খারিজ হইয়া যে জিলায় যত টাকা টাক্স বহাল থাকে তথায় তাহা আমিলদিগের দ্বারা উসুল করা যাইবেক ও যথায় টাক্স বহাল না রহে তথায় তাহা লওয়া যাইবেক না ইতি।--১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৩ ধা।

রসদের কথা।

আবকারী ও ঘরদ্বারী ও খড়্গী টাক্স খাস তহসীল হইবার কথা।

বন্দোবস্ত সরকারে মঞ্জুর হইবার ও তাহা পাট্টাদারদিগের জীবদ্দশাপর্য্যন্ত বহাল থাকিবার ও খড়্গী সংজ্ঞার টাক্স মৌকুফ হইবার কথা।
[বারাণস।]

২৯। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১১ ফেব্রুআরিতে উপরের প্রস্তাবিত যাবদীয় বন্দোবস্তের মধ্যে ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখিত ঘরদ্বারী টাক্সের অন্দরের খড়্গী সংজ্ঞার যে টাক্স অঙ্ক তাঁতিদিগের স্থানে লওয়া যাইত তাহা মৌকুফ হইয়া বাকী বন্দোবস্ত সমস্ত মঞ্জুর হইয়া পাট্টাদারদিগের পাট্টার মিয়াদ তাহারদিগের জীবদ্দশাপর্য্যন্ত ধার্য্যের হুকুম হইয়াছিল ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ২০ ধা।

বন্দোবস্তের কাগজ দিবার ও তাহাতে দস্তখৎ করিবার কথা।
[বারাণস।]

৩০। উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগের অনুসারে এবং গত দশসনী তসখীসের বেওরা আর অন্যং হিসাব ও স্থানস্থানের কৈফিয়ৎ যাহা কানুনগোদিগের দ্বারা কোনপ্রকারে মিলিতে পারে তদ্দৃষ্টে মফঃসল বন্দোবস্ত চারি সন ও দশ সনের জন্যে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল এবং চারিসনী বন্দোবস্তী পাট্টাসকলে আমিলদিগের মোহর হইয়া তাহার উপর রেসিডেণ্ট সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সাহেব ইঙ্গরেজী অক্ষর ও ভাষায় নম্বর দাগ ও দস্তখৎ করিয়াছিলেন আর দশসনী পাট্টাসকলের উপর রাজাজীউ ও রেসিডেণ্ট সাহেব উভয়ে দস্তখৎ করিয়াছিলেন। আর গ্রামসকলের জমীদারেরা ও ইজারদারেরা

মোকররী বন্দো

দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে যে কবুলিয়ৎ দিয়াছিল তাহাতে এমত একরার ছিল যে তাহারা নীচের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করিবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

বন্দোবস্তের কালে মালগুজারদিগের কবুলিয়তের কথা।

৩১। প্রতিসন ইস্তক মাহ কার্ত্তিক মোতাবেকে মাহ অক্তোবর লাগাইৎ মাহ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে মাহ জুন সালিয়ানা খাজানা অবাদে দিবেক ও তাহা না দিলে বাকীর আন্দাজে স্থাবর ও অস্থাবর দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বাকী আদায়ের পথ করা যাইবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

বাকীর কারণ ভূমি ও দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের যোগ্য হইবার কথা।
[বারাণস।]

৩২। মাফী ও মজুরায়ী ও কৃষ্ণার্পণআদি যে কোন নিষ্করভূমি কেহ বিনাকরে ফসলী ১১৯৫ সাল আখিরীপর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকে সে ভূমি সরকারের বিনাহুকুমে ক্রোক হইবেক না আর যদি সরকার কোন নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করেন তবে তাহার উপর যে জমার ধার্য্য হয় সে জমা আপনারদিগের করারী জমা সেওয়ায় দিবেক। এবং নিষ্করক্রমে নব্য দান কিছুই দিবেক না যদি দেয় তবে সে ভূমি সরকারে জব্দ হইবেক ও তাহার উপর যত জমা লওয়া উচিত হয় তাহার দ্বিগুণ সেই গ্রহীতার স্থানে সে যত কাল ভোগ করিয়া থাকে তত কালের জন্যে লওয়া যাইবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।

নিষ্কর ভূমির অর্থে যে হুকুম হইয়াছিল তাহার কথা।
[বারাণস।]

৩৩। এই আইনের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ধারার প্রস্তাবিত যে হুকুমনামা ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫ জুন ও ১ জুলাইতে জারী হইয়াছিল তদনুসারে প্রজাদিগের স্থানে খাজানা তহসীল করিবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৪ ধা। ৪ প্র।

খাজানা তহসীলের জন্যে যে হুকুম হইয়াছিল তাহার কথা।
[বারাণস।]

৩৪। প্রজাদিগেরে খাজানার দাখিলা প্রতিকিস্তিতে দিবেক ও তাহা না দিলে যদি সে প্রজা প্রমাণ করে যে সে কিস্তির টাকার দাখিলা পায় নাই তবে যত টাকা খাজানার দাখিলা না পাইয়া থাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ডক্রমে তাহারদিগের স্থানে লইয়া সেই প্রজাকে দেওয়া যাইবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৪ ধা। ৫ প্র।

দাখিলার নিমিত্তে যে হুকুম হইয়াছিল তাহার কথা।
[বারাণস।]

৩৫। কানুনগোদিগের প্রতি যে কার্য্যের ভার আছে তাহার পর্য্যবসান করিবার নিমিত্তে সহকার হইবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৪ ধা। ৬ প্র।

কানুনগোদিগের সহকারিতা করিবার কথা।
[বারাণস।]

৩৬। যে মৌকুফী সায়েরাৎ এবং ১৩ ত্রয়োদশ ধারার প্রস্তাবিত খানাশুমরী ঘরদ্বারী ও আবকারী টাক্স এই যে দুইপ্রকার সায়েরী অঙ্ক বন্দোবস্তের সময়ে জমাহইতে খারিজ হইয়া তাহার তহসীল সরকারের তরফ আমিলদিগের জিম্মা হইয়াছে ইহার কিছুই তহসীল করিবেক না ইহাতে অন্যথা করিলে যত তহসীল

সায়েরাৎ ও আবকারী ওগয়রহের টাক্স তহসীল না করিবার কথা।
[বারাণস।]

করিবেক তাহার তিনগুণ দণ্ড নিরূপণ হইবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৪ ধা। ৭ প্র।

জমীদারপ্রভৃতিরা যে যে বিষয়ের দায়ী হইবেক তাহার কথা।
[বারাণস।]

৩৭। আপনারদিগের সীমাসরহদ্দের মধ্যে বিরোধ ও বিসম্বাদ হইলে তাহার জওয়াব আমিলদিগের স্থানে দিবার দায়ী হইবেক এবং চোর ও ডাকাইৎদিগেরে আশ্রয় দিবেক না ও তাহারদিগেরে ধরিয়া বিচারের কারণ সোপর্দ্দ করিয়া দিবেক এবং তাহারদিগের সীমানার মধ্যে যত ধনসম্পত্তি অপহরণে ও লুঠে যায় তাহা বাহির করিবেক নতুবা তাহার মূল্যের নিশা করিবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৪ ধা। ৮ প্র।

মারিপিট ও বিরোধ ও হত্যাদির বিষয়ের কথা।
[বারাণস।]

৩৮। যাহারা মারিপিট ও বিরোধ বিসম্বাদ কিম্বা খুন অথবা চুরী কিম্বা অন্য কুক্রিয়ার মোকদ্দমায় ধরা পড়ে তাহারদিগের মোকদ্দমার রোয়দাদ দুরস্ত করিয়া আপন দস্তখতে সেই সকল কুক্রিয়াম্বিতের সহিত বিচারার্থে পাঠাইবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৪ ধা। ৯ প্র।

তলবচিঠী ও হুকুম মানিবার কথা।
[বারাণস।]

৩৯। সরকারহইতে যে তলবচিঠী ও হুকুম যাইবেক তাহা মানিবেক ও তাহা না মানিলে সরকশী অর্থাৎ মাতাহেলান দুষ্টতার নিমিত্তে যেমত হুকুম আছে তদনুসারে তাহারদিগের সম্পত্তি জব্দ হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৪ ধা। ১০ প্র।

যে আমিলেরা ফৌজদারী ও তহসীলের কার্য্য রাখে তাহারদিগের শক্তির কথা।
[বারাণস।]

বন্দোবস্তের মতে খাজানা তহসীল করিবার ও তাহার অধিক না লইবার কথা।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে একরারমতে চালাইবার ও তাহারদিগের স্থানহইতে প্রজাদিগেরে পাট্টা দেওয়াইবার কথা।

ফসলী ১১৮৭ সালের খাজানার নিরিখ কমী করিবার

৪০। মোকররী বন্দোবস্তের সময়ে আমিলদিগের প্রতি দুই বিষয়ের ভার হইয়াছিল এক হাকিমী দ্বিতীয় জমীদার ও ইজারদারদিগকে দেওয়া পাট্টার অনুসারে মালের তহসীলদারী। আমীলেরাও একরার করিয়াছিল যে সময়শিরে সেই মালগুজারীর সরবরাহ করিবেক এবং আপনারদিগের ফলোদয়ের জন্যে পাট্টার করারঅপেক্ষা কিছু বেশী লইবেক না। এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার লিখিত একরারমতে চালাইবেক। এবং ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫ জুনের নির্দ্দিষ্ট আইনমতে জমীদারদিগের স্থানহইতে প্রজাদিগেরে পাট্টা দেওয়াইবেক। এবং সেই আমিলদিগকে শক্তি দেওয়া গিয়াছিল যে ফসলী ১১৮৭ সালের নিরিখমতে যে খাজনা লওয়া যায় তাহাতে কোন স্থানের প্রজাদিগের কষ্ট হয় এমত বুঝিলে তৎকালে সেই নিরিখে কমী করে কিম্বা অন্যের দ্বারা করায় কিন্তু নিষেধ ছিল যে তঙ্ককক্রমে সেই নিরিখঅপেক্ষা কিছু বেশী না করে। আর যত টাকা সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হয় তাহার দাখিলা মালগুজারদিগেরে দেয় যদি না দেয় কিম্বা দিতে শৈথিল্য করে তবে রেসিডেণ্ট সাহেব যত দণ্ডকরণ উচিত জানেন তাহাই করিবেন। আর এমত শক্তি থাকে যে পরগনার শরেমাফিক যে তলবানা বাকীদারদিগের স্থানে লওয়া সঙ্গত হয় তাহাই লইবার ধার্য্য করিবেক ও

তাহারা যাহা উসুল করে তাহা সরকারে দাখিল করিবেক। আর সায়েরাৎ ও গঞ্জিয়াতের সমস্ত তহসীলহইতে হস্ত উঠাইবেক ও হুকুমের অন্যথায় তাহা লইলে যে রূপে গ্রামসকলের জমীদারেরদের ও ইজারদারদিগের উপর এমত গতিকে ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের অনুসারে দণ্ড লওয়া উচিত সেইরূপে তাহারদিগের স্থানেও লওয়া কর্ত্তব্য হইবেক। আর ১৪ ধারার ৮ অষ্টম প্রকরণের মতে যে প্রকারে জমীদারেরা ও ইজারদারেরা বিরোধ ও বিসম্বাদাদির জওয়াবের দায়ী ছিল সেই প্রকারে তাহারাও প্রথম আপনারদিগের মোতালক সীমাসরহদ্দের মধ্যে বিরোধ ও বিসম্বাদ ও চুরী ও ডাকাইতী হইবাতে তাহার জওয়াবের দায়ী সরকারে হইয়া পশ্চাৎ শক্তি রাখিবেক যে যে জমীদার ও ইজারদারদিগের সরহদ্দের মধ্যে এমত দুষ্ট ক্রিয়া হয় তাহারদিগের উপর আপন দণ্ডের দাওয়া করে। —১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

শক্তির ও তাহার বেশী করিতে বারণের কথা।

খাজানার দাখিলা দিবার কথা।

তলবানার কথা।

সায়েরাৎ ও গঞ্জিয়াতের হাসিল না লইবার কথা।

চুরী ও ডাকাইতী ওগয়রহ দুষ্টক্রিয়ার জওয়াবের দায়ী হইবার কথা।

৪১। ফৌজদারী কার্য্যের পর্য্যবসানজন্যে আমিলদিগকে হুকুম ছিল যে সমস্ত বিরোধী ও বিসম্বাদিদিগেরে ধরিয়া সে মোকদ্দমার বিচারকারণ যে যে কৈফিয়তী কাগজপত্র ও প্রমাণপ্রয়োগের আবশ্যক থাকে তাহাসুদ্ধা পাঠাইয়া দিবেক আর মালগুজারীসম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমা তাহারদিগের নিকটে জমীদারেরা ও ইজারদারেরা ও প্রজারা উপস্থিত করে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি কানুনগোদিগের সহিত ঐক্যক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫ জুনের হওয়া হুকুম মতে করিবেক কিন্তু ফরিয়াদী কি আসামী যাহার ইচ্ছা সে সকল মোকদ্দমার আপীল রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে করিতে পারিবেক আর এমত শক্তি ছিল যে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় সম্মতিতে জাত্যংশ ও বিবাহ ও নিকা ও ভূমির অংশ ও কর্জের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারণ মধ্যস্থাচরণ করে ইহাতে যদি উভয়ে মধ্যস্থদিগের নিকটে যাইতে না চাহে তবে কহিবেক যে তাহারদিগের মোকদ্দমা মুলকী দেওয়ানী আদালত কিম্বা শহর বারাণসের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করে এবং আমিলদিগের নামে হুকুম হইয়াছিল ও তাহারাও ইহা কবুল করিয়াছিল যে ঐ সকল আদালত কিম্বা অন্য যে কোন আদালতহইতে অথবা রাজাজীউ কিম্বা রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটহইতে যে কোন ডিক্রী কিম্বা হুকুম হইবেক তাহা তৎক্ষণাৎ মানিবেক নতুবা আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

বিসম্বাদিদিগেরে ধরিবার কথা।
[বারাণস।]

৪২। পশ্চাৎ জানা গিয়াছিল যে আমিলেরা আপনারদিগের প্রাপ্ত শক্তির দ্বারা বারং অপ্রকাশে বাকীদারদিগের ভূমি নিজনামে কিম্বা আপনারদিগের অন্তরঙ্গের নামে লেখাইয়া লইয়াছে একারণ সরকারের মালগুজারী কিছু কিম্বা সমস্ত মিলে নাই অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১৯ সেপ্তেম্বরে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুম হইয়াছে যে ইহার পশ্চাৎ যত ভূমি তাহার

বাকীদারদিগের ভূমি লইবার তথ্যে আমিলদিগের উপর যে হুকুম হইয়াছিল তাহার কথা।
[বারাণস।]

দিগের নামে কিম্বা তাহারদিগের অন্তরঙ্গের নামে লেখা যাইবেক তাহা অসাব্যস্ত হইবেক আর ঐ সনের ৩১ অক্তোবরে অন্য হুকুম এইমতে হইয়াছিল যে যাহারা আপনারদিগের ভূমি ঐ মতে বিক্রয় করিয়াছে কিম্বা দিয়াছে তাহারা ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিগণ ও পটীদারেরা সেই ভূমি হস্তান্তর হইবার তারিখহইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহা খালাসের জন্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ও তাহাতে সেই বিক্রয়াদির সকল কাগজপত্র অসিদ্ধ হইবেক ইহাতে সেই ভূম্যধিকারিকে সেই আমিল কিম্বা তাহার অন্তরঙ্গ যত টাকা দিয়া সে ভূমি লইয়া থাকে তত টাকা যত দিন সে ভূমিতে সে অধিকারির দখল না থাকে তত দিনের এমত আনওয়ান সুদসমেত যে তাহাতে সুদের সুদ বোধ না হয় সেই আমিল কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিকে সেই অধিকারী দিলে সে ভূমি সেই আমিলপ্রভৃতির দখলহইতে খালাস হইয়া সেই পূর্ব্বাধিকারিকে অর্শিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ১ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

ভূম্যধিকারিগণের অধিকার বহাল করিবার হুকুমের কথা। [বারাণস।]

৪৩। বিরোধের ভূমির নিষ্পত্তিকরণ মোকররী বন্দোবস্ত করিবার বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রতিবন্ধক ছিল কখনং একং গ্রামের পটীদার অর্থাৎ অংশিদিগের উভয়তঃ তাহারদিগের প্রাপ্ত ব্যাংশের বিরোধ হইত ও অংশিছাড়া এক গ্রামস্থ অন্যং লোকেরও মধ্যে তদ্বিষয়ে বিবাদ হইত অতএব যে জমীদারেরা পূর্ব্বকালে কিম্বা এলাকা বারাণস শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের করতলে আসিবার সন ১৭৭৫ ইঙ্গরেজীর পর বহাল ছিল তাহারদিগেরই বহাল রাখা গিয়াছিল আর যাহারা জানিত যে বন্দোবস্তী হুকুমের অনুসারে বহালের যোগ্য আছি তাহারা মুলকী দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিত আর যে জমীদারেরা ঐ সনের পুর্ব্বে বেদখল হইয়াছিল তাহারদিগের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ১১ আপ্রিলে হুকুম হইয়াছে যে তাহারা বহাল হইবেক না কারণ এই যে তাহারদিগের বহালের জন্য রাজাজীউ আপত্তি করিয়াছিলেন পরে তাহাহইতে ১২ দ্বাদশ ধারার প্রস্তাবক্রমে নিরাপত্তি হইয়াছেন।

জমীদার ও ইজারদারদিগের সহিত মোটামোটিতে খাসে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার কথা।

আর যেহেতুক মধ্যেং বন্দোবস্ত করিবার কালে এমত সকল বিরোধের একপ্রকার নিষ্পত্তির হুকুম মোটামোটি দিবার আবশ্যক হইত সেইহেতুক বাদি প্রতিবাদিগণকে জানান গিয়াছিল যে বন্দোবস্তী পাট্টাসকলের মর্য্যাদা কেবল ভূমির জমার সংস্থানের প্রতি বর্ত্তে কাহারো স্বত্ত্বাধিকারের দাওয়ার প্রতিবন্ধকতার নিমিত্তে নহে সে দাওয়ার নালিশ যেরূপে এপাট্টা না দিলে ঐ আদালতে হইতে পারিত সেইরূপে পাট্টা দিলে পরেও হইতে পারিবেক ও তদনুসারে আদালতসকলের দেশি জজদিগেরে এমত সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হুকুম হইয়াছিল এবং কি জমীদার কি ইজারদার সমস্ত পাট্টাদারদিগের স্থানে একরার লওয়া গিয়াছিল এই মতে যে এমত সকল মোকদ্দমায় যে কালে আদালতের জজ কিম্বা

আপীল আদালতের সাহেব তলব করেন্ তৎকালে রুজু হইয়া সর্ব্ব দাই তাঁহারদিগের হুকুমমতে চলে। আর আমিলদিগকে ইহাই বারণ হইয়াছিল যে ঐ সকল আদালতহইতে পাট্টার অনুসারে যে সকল উচিত হুকুম হইবেক তাহাছাড়া সে পাট্টার কিছু ফেরফার না করে আর জমীদারী বারাণসের বন্দোবস্তের নির্ণয় এইপ্রকারে হই য়াছিল যে তাহার ১২ দ্বাদশাংশের অষ্টাংশের বন্দোবস্ত জমী দারদিগের সহিত ও তিন অংশের বন্দোবস্ত ইজারদারদিগের সঙ্গে হইয়া বাকী এক অংশ আমানতী রহিয়া তাহার তহসীল আমিলদি গের দ্বারা হইয়াছিল কারণ এই যে সেই এক অংশের সরবরাহ ক রিতে কেহ কবুল করে নাই।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

পরিবর্ত্তী ইজার দারদিগের সহিত ব হালী জমীদারদিগে র হিসাব নিষ্পত্তি হইবার কথা। [বারাণস।]

৪৪। চারিসনী ও দশসনী বন্দোবস্তের মতে চলিবাতে গ্রামসক লের অনেক ইজারদার ছাড়া হইয়া সে সকল গ্রামে যে যে জমীদারে রা স্বত্বাধিকারী ছিল তাহারা বহাল হইয়াছিল ও যে সন তাহারা বহাল হইয়াছিল সেই সনের ওয়াসিলাতের যে আপত্তি তাহারদি গের সহিত বরখাস্তী ইজারদারদিগের জন্মিয়াছিল তাহা মিটাই বার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২১ ফিব্রুআরিতে এমত দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল যে ইজারদারেরা যত তাগাবী প্রজাদিগেরে দিয়া থাকে তাহা প্রমাণপূর্ব্বক জমীদারদিগের স্থানে পাইবেক আর যত টাকা খাজানা তহসীল করিয়া থাকে তাহার উপর শতকরা ৩ তিন টাকা রসুমক্রমে সে মহাল বড় কিম্বা ছোট হইলেও পাইবেক ও এসকল আখরাজাৎ সেই জমীদারেরা নিজহইতে দিবেক তাহার দাওয়া কোনপ্রকারে প্রজাগণের উপর করিতে পারিবেক না কিন্তু তাগাবীর যে টাকা প্রজারা ইজারদারদিগের স্থানে লইয়া থাকে তাহা সেই জমীদারেরা প্রজাদিগের স্থানে উসুল করিতে পারিবেক আর যদি সেই ইজারদারেরা তাগাবী না দিয়া ছলক্রমে বকেয়া বাকী খাজানার খত তাগাবীর নিদর্শনে লইয়া থাকে তবে তাহা সে জমীদারদিগের স্থানে পাইবেক না ও আদালতেও তাহার নালিশ ক রিতে পারিবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

মোকররী বন্দো বস্তের মতের জমী দারী ও পট্টীদারীর কথা। [বারাণস।]

৪৫। এলাকা বারাণসে গ্রামসকলের জমীদারেরা অনেকে এমত আছে যে আপনারদিগের অংশী পট্টীদারদিগের সহিত এক শা মিলে রহিয়া সরকারের মালগুজারী করিতেছে ও কোনং পট্টীদার দিগের পট্টী খারিজ হইয়াছে কিন্তু বিস্তর পট্টীদার শামিলাৎক্রমে আছে ও তাহারদিগের পট্টীর পাট্টা ও কবুলিয়ৎওগয়রহ কাগজ জনেক কিম্বা দুই জন প্রধানাংশী পট্টীদারের নামে লেখা যায়। এই দাঁড়া বন্দোবস্তের কালেও পট্টীদারদিগের স্বেচ্ছামতে বহাল রাখা গিয়াছে এবং তাহারদিগেরে শক্ত্যর্পণ হইয়াছে যে যদি কেহ শামিলাৎ থাকিতে আপন ক্ষতি জ্ঞান করে কিম্বা খারিজ হইতে চাহে তবে সে নিমিত্তে আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক। ও এমত নালিশ করিলে খারিজ হইবার আটক হইবেক না তাহার

পটীর পাট্টা তাহার অংশের খুটমিলানী জমার নিদর্শনে আপন নামে পাইবেক কিন্তু যাবৎ তাহার পটী খারিজ না হয় তাবৎ সেই শামিলাৎ মহালের পাট্টা যে প্রধানদিগের নামে লেখা যায় তাহারা সে সমস্ত পটীর যে সরকারী মালগুজারী আমিলদিগের স্থানে দিত তাহার দায় সেই প্রধানদিগের শিরে থাকিবেক কিন্তু এ সকল দাঁড়া কেবল তথাকার করন্দা পরগনায় চলন ছিল না। ঐ পরগনার জমীদারেরা এমত একরার করিয়াছিল যে সরবরাহকারিক্রমে লোক নিযুক্ত করিয়া আপনারদিগের অধিকারের মালগুজারীর সরবরাহ দিবেক। এই একরার এমত কটের উপর মঞ্জুর হইয়া তাহারদিগের বন্দোবস্ত দশসনী ডৌলে করা গিয়াছে যে অপর জমীদারেরা যে সকল বিষয়ের দায়ী হয় তাহারাও সেই সকল বিষয়ের দায়ী হইবেক এবং সরবরাহকারকে তগীর করিতে চাহিলে হিসাবমতে তাহার যাহা পাওনা হয় তাহাকে দিয়া তগীর করিতে পারিবেক। —১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৭ ধা। ১ প্র।

পরগনা করন্দার সরবরাহকার নিযুক্ত হইবার কথা।

এলাকা বারাণসের তালুকদারীর বন্দোবস্তের কথা। [বারাণস।]

৪৬। জমীদারী বারাণসের ৪ চারি সরকারের মধ্যে অনেক তালুকদার এমত আছে যে তাহারদিগের কাহারো পেটায় গ্রামসকলের অনেক জমীদার ও কাহারো পেটায় অল্প জমীদার রহিয়াছে ইহাতে অদ্যাবধি সেই পেটার জমীদারেরা আপনারদিগের জমীদারী অধিকার বিক্রয় ও দান করিবার সাধ্য রাখে ও তাহা করিলেও পূর্ব্ব মতে সে জমীদারীর মোকররী জমার সরবরাহ সেই তালুকদারের নিকটে তাহার নব্যাধিকারী দিবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৩৫ পঁয়ত্রিশধারার ৯ নবম প্রকরণের* লিখিত নিয়ম তাহারদিগের প্রতি চলিবেক। আর অন্যং জমীদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার মতে সেই তালুকদারদিগের সঙ্গেও বন্দোবস্ত করা গিয়াছে এবং তাহারদিগের শক্তি দেওয়া গিয়াছে যে তাহারা আপনারদিগের পেটার সেই জমীদারদিগের সহিত এরূপে বন্দোবস্ত করে যে আপনারদিগের সদর মালগুজারীর খুঁটমিলানের উপর আখরাজাৎকারণ কিছু বেশী দায় ধরিয়া সময়শিরে কিম্বা ফসল মুখে উৎপন্নদৃষ্টে তথাকার চলনক্রমে অথবা অন্য যদনুসারে উভয় সম্মতিতে ধার্য্য হয় তদনুসারে নির্দ্ধার্য্য করিয়া লয়।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

কোন ভূম্যধিকারী আপন অধিকারের ইজারদার তালুকসংক্রান্ত ব্যক্তির স্থানে কিম্বা মারফতে মালগুজারী দিয়া তাহাহইতে খারিজ হইতে পারে কি না ইহার তহকীকের হুকুমের কথা।

*[১৫ পঞ্চদশ ধারার লিখিত জমীদারী বহালের মিয়াদের পূর্ব্বে যদি কোন ভূম্যধিকারির অধিকার সমুদয় কিম্বা তাহার কিসমৎ কোন তালুকদারের কৃত ইজারার শামিলে আসিয়া থাকে ও তৎকালে তাহার মালগুজারির সরবরাহ সে অধিকারী সেই তালুকদারের স্থানে অথবা তাহার মারফতে সরকারে দিয়া থাকে ও সেই মিয়াদের মধ্যে কোন পূরা এক সন তাহার মালগুজারী সরকারে আলাহিদা দাখিল না করিয়া থাকে তবে সে অধিকারী আপন অধিকার সেই মহালকে সেই তালুকসংক্রান্ত ইজারদারহইতে খারিজ করিতে পারিবেক না।—১৭৯৫ সা। ২২ আ। ৩৫ ধা। ৯ প্র।]

৪৭। সরকার চণ্ডালগড় ডাকে চুনারের মোতালক পরগনা আগোরী বর্হরের বন্দোবস্ত অন্যং স্থানের অপেক্ষা প্রকারবিশেষে হয় কারণ এই যে অন্য এক জন রাজা ঐ পরগনার রাজত্বে বহাল ছিল তাহাকে রাজা বলবন্তসিংহ বেদখল করিয়াছিল পশ্চাৎ ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালে সেই বেদখল রাজার সন্তানেরা উপস্থিত হইয়া সরকারের সহায়তা করিবাতে হুকুম হইয়াছিল যে সেই রাজ সন্তানদিগের মধ্যের প্রধান রাজা আদিলশাহাকে ঐ পরগনার রাজত্বে বহালকরা যায় কিন্তু শেষে জানা গেল যে সে হুকুম রাজা মহীপনারায়ণের বন্দোবস্তের ব্যতিক্রমে হইয়াছে অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ১১ আপ্রিলে অন্য হুকুম হইয়াছিল যে সেই রাজা আদিলশাহা আপন জীবদ্দশাপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক। ও তাবৎ ঐ পরগনার মফঃসল বন্দোবস্ত সেই রাজার সম্মতিতে রেসিডেণ্ট সাহেবের মোহর ও দস্তখতে সেই সকল লোকের সহিত হইবেক যাহারা সেই রাজার গোষ্ঠী তালুকদার ও জমীদার ও পূর্ব্বরাজদত্ত বৃত্তিভোগী ও বন্ধকগ্রহীতা হয়। এবং তাহাতে এমত সকল লোকের স্বত্বাধিকার অটলজ্ঞানে তাহারদিগের নাম অপর জমীদারদিগের বন্দোবস্তী কাগজের শামিলে লেখা গিয়াছে ও যাইবেক। এত ভিন্ন সে পরগনার বাকী মহাল ঐ চারি সরকারের বন্দোবস্তের অনুসারে অন্যং ইজারদারদিগকে ইজারা দেওয়া গিয়াছিল তদনন্তর সেই রাজা আদিলশাহার মৃত্যু হইলে সরকার রাজা মহীপনারায়ণের সম্মতিতে সেই মৃত রাজার উত্তরাধিকারিগণকে সেই পরগনার রাজত্বে বহাল করিয়া হুকুম করিয়াছিলেন যে তাহারা সেই রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতে আমিলদিগের প্রতি বন্দোবস্তের চলবিচল না করিবার জন্যে যেরূপ নিষেধ হুকুম আছে সেইরূপ নিষেধ মানিয়া বন্দোবস্ত করে।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৭ ধা। ৩ প্র।

পরগনা আগোরী বর্হরের বন্দোবস্ত প্রকারান্তরে হইবার কথা।

[বারাণস।]

৪৮। সরকার গাজীপুরের বালিয়া পরগনার বন্দোবস্তের কৈফিয়ৎ নীচের বেওরাক্রমে পরগনা আগোরী বর্হরের সহিত তুল্যতা রাখে কেননা রাজা বলবন্ত সিংহের আমলে বেদখলহওয়া ঐ বালিয়া পরগনার রাজার সন্তানদিগের প্রধান ভয়াত্রল দেবকে তাহার পৈতৃক রাজত্বে বহাল করিবার মনস্থ সরকারের হইয়াছিল কিন্তু সে বহাল না হইয়া সেই পরগনায় বসত করিয়া সরকার হইতে মুশাহেরা পাইতেছে তাহার জ্ঞাতি তথাকার পূর্ব্ব রাজার বংশোদ্ভব যাহারা ঐ বালিয়া পরগনার যে যে স্থানে আপনারদিগের স্বত্বাধিকার রাখিবার প্রমাণ করিয়াছিল তাহারদিগের সঙ্গে সেইং স্থানের বন্দোবস্ত করা গিয়াছিল আর যথাকারং এমত স্বত্বাধিকারের দাওয়া উপস্থিত না হইয়াছিল কিম্বা উপস্থিতমুখে সে দাওয়া প্রতিপন্ন হইতে না পারিয়াছিল তথাকারং বন্দোবস্ত সেই সকল মোকদ্দমা অর্থাৎ গ্রামসকলের প্রধান প্রজাদিগের সহিত হইয়াছিল যে সকলে সেইং স্থানে বসতি রাখে এবং আদ্যোপান্ত মাল গুজারী করে। ইহাতে আশয় এই ছিল যে সেই মোকদ্দমদিগের হক

সরকার গাজীপুরের বালিয়া পরগনার বন্দোবস্ত প্রকারান্তরে হইবার কথা।

[বারাণস।]

চিরকাল বহাল থাকে আর জমীদারদিগের সহিত যে সকল করার দাদ করিতে হয় তাহা তাহারদিগের সঙ্গেও করা গিয়াছে এতদ্ভিন্ন যে যে স্থানে উপরের লিখিত বন্দোবস্তকার লোক না মিলিয়াছিল সেই২ স্থানের বন্দোবস্ত ইজারদারেরদের সহিত হইয়াছিল এ সকল ছাড়া যে কএক মহালের বন্দোবস্ত কোন ইজারদার করিতে স্বীকার করে নাই সে কএক মহাল আমানীক্রমে রাখাগিয়াছিল।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৭ ধা। ৪ প্র।

মজেওয়া তালুকের বন্দোবস্ত প্রকারান্তরে হইবার কথা। [বারাণস।]

৪৯। সরকার বারাণসের মোতালক কসওয়ার পরগনার মজেওয়া তালুককে কিসমৎ বিলি করিয়া তথাকার প্রধান তালুকদার যে পহলওয়ানসিংহ সরকারের তরফ আমিল ছিল সে আপন মোহরে ইজারার পাট্টা করিয়া কিছু নিজে লইয়াছিল ও কিছু আপনার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগেরে দিয়াছিল রেসিডেণ্ট সাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব সেই সকল ইজারার পাট্টা মঞ্জুর করিয়াছিলেন ইহাতে যেমতে পরগনা আগোরী বর্হরের রাজা আদিলশাহার উত্তরাধিকারিগণকে এই ধারার তৃতীয় প্রকরণে নিষেধ আছে যে সরকারের বিনাহুকুমে কোন প্রকারে বন্দোবস্তের চলবিচল করিবেক না সেই মতের নিষেধ এবিষয়েও চলিবেক।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৭ ধা। ৫ প্র।

করণাডাঁড়ী তালুকের বন্দোবস্ত প্রকারান্তরে হইবার কথা। [বারাণস।]

৫০। পরগনা কসওয়ার ডাকে গঙ্গাপুরের করণাডাঁড়ীর বন্দোবস্ত করিতে অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই বিশেষ হইয়াছিল যে তাহার বন্দোবস্তের পর রাজা মহীপনারায়ণ জাহির করিয়াছিলেন যে যাহারদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহারদিগেরে রেসিডেণ্ট সাহেব পাট্টা দিবেন না এইহেতুক যে ঐ তালুক রাজাজীউর মৌরুসী জমীদারী গঙ্গাপুর কিম্বা তাহার কিসমতের শামিল আছে একারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের অক্টোবরমাসে রাজাজীউ ও রেসিডেণ্ট সাহেব উভয়ে ধার্য্য করিয়াছিলেন যে ঐ করণাডাঁড়ী তালুকের মালগুজারেরা কবুলিয়ৎ দিয়া সরকারহইতে পাট্টা পাইবেক না কিন্তু রাজাজীউ সরকারের কর্ম্মকর্ত্তার বিনাহুকুমে তাহারদিগেরে ছাড়াইতে পারিবেন না যদি কাহারো স্থানে কিছু করারদাদের অধিক লন তবে তাহার নালিশ ও বিচার অন্য২ স্থানের মোকদ্দমার মতে হইবেক এইপর্য্যন্ত রাজাজীউর মৌরুসী অধিকারভূমির বন্দোবস্তের বিশেষ আছে মাত্র।

রাজাজীউর মৌরুসী অধিকারের তফসীল।

জায়গীর বদূই।———— কীরামঙ্গরোর ————
পরগনা কসওয়ার তালুক গঙ্গাপুরের
ঐ কিসমৎসমেত তালুক খরুণা।

রাজাজীউর আপত্তিজন্যে তাহার কোন বন্দোবস্ত সরকারহইতে

হইল না ইহাতে রাজাজীউ ও মালগুজারদিগের মধ্যে বিরোধ জন্মিলে তাহার নিষ্পত্তির দাঁড়া যাহা ধার্য্য হইয়াছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনে প্রকৃষ্ট করিয়া লেখা আছে। —১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৭ ধা। ৬ প্র।

[এই ধারা ১৮২৮ সালের ৭ আইনের দ্বারা মতান্তর হইল তাহা এই অধ্যায়ের ৩ সংখ্যাতে দেখ।]

৫১। সরকার গাজীপুরের পরগনা লক্ষ্মণেশ্বরেরনিবাসী সিংহখ্যাতিতে খ্যাত জাতি রজপুতদিগের জমার সাশু আছে একারণ তাহারা আপোস পরিমিতে সেই জমার উপর তহসীলদারী মুশাহেরা চড়াইয়া আপনং জমার আধিক্য ও অল্পতাদৃষ্টে মাথোট করিয়া সরকারের তরফ নিযুক্তহওয়া তহসীলদারদিগকে দেয়। এবং পূর্ব্বে খনো মুলকী হাকিমেরা ও কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকার ঐ পরগনার মফঃসল বন্দোবস্ত করেন্ নাই এই সকল কারণে তাহার বন্দোবস্ত চারিসনী ও দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে অন্য মহালের শামিলে হয় নাই।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৭ ধা। ৭ প্র।

পরগনা লক্ষ্মণেশ্বরের বন্দোবস্ত প্রকারান্তরে হইবার কথা।
[বারাণস।]

৫২। পরগনা নিজ জওয়ানপুর এবং ঐ সরকারের যে সকল কিসমৎ বখিশয়াৎ সংজ্ঞায় আছে তথায় অনেক গ্রাম এমত আছে যে মুসলমানেরা আলতমগা ও মদদমাশ ও জায়গীরক্রমে বাদশাহের দরগায় কিম্বা সুবে আওদের নাজিমদিগের স্থানে পাইয়াছে ও তাহাতে মুলকী হাকিমদিগের আমলে কিছু জমা পেশকশীর অনুসারে ধার্য্য হইয়া সেই পেশকশী জমা মোকররী বন্দোবস্তের কালেও বহাল রাখা গিয়াছে।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৭ ধা। ৮ প্র।

সরকার জওয়ানপুরের গ্রামসকলের মধ্যের পেশকশী মহালাতের বন্দোবস্ত প্রকারান্তরে হইবার কথা।
[বারাণস।]

৫৩। সোহন নদীর দক্ষিণকূলহইতে বালিয়াখালপর্য্যন্ত যে স্থানের নাম সিঙ্গরোলী ডাকা যায় সে স্থান জমীদারী বারাণসের তাবে আছে ও সেই বালিয়াখালের দক্ষিণ পার যে ভূমি আছে তাহা বরদীর রাজার অধিকার তথাকার মালগুজারী সেই বরদীর রাজার সংসারে দাখিল হয় ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৭ ধা। ৯ প্র।

সিঙ্গরোলীর সীমা নিরূপণের কথা।
[বারাণস।]

৫৪। সরকার জওয়ানপুরের মধ্যের লবণ জন্মিবার যে কএক মহালে লবণ জন্মান যায় তাহার কোনং মহাল তথাকার মালের শামিলে ইজারা দেওয়া গিয়াছে ও কোনং মহালকে তথাকার মালের শামিল না করিয়া পৃথক্ রাখা গিয়াছে ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৮ ধা।

নিমকমহালের কথা।
[বারাণস।]

৫৫। এইক্ষণে যে জমীদারদিগকে বহাল রাখা গেল তাহারদিগের রীতিচরিত্র দেখিয়া ও শুনিয়া এমত চিত্তে লইল যে তাহারদিগের কিছু কালের জন্যে সরকারের তরফ যে আমিলেরা পোলীস ও তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের তাবে রাখা যায়

আমিলদিগের দৌরায়্যপ্রযুক্ত পাট্টাদারদিগের হজুরী করিবার উদ্যোগের কথা।
[বারাণস।]

কিন্তু আমিলদিগের দৌরাত্ম্য জমীদারদিগের উপর না হইতে পারে ও অসঙ্গতাবধানে কিছু টাকা না লইতে পারে ইহার রক্ষার কারণ যে দণ্ডের প্রস্তাব ২ দ্বিতীয় ধারায় লেখা গিয়াছে তাহাছাড়া হুকুম ছিল-যে সরকারের কোন পাট্টাদার তাহার উপর আমিলদিগের কাহারো কৃত দৌরাত্ম্য প্রমাণ করিতে পারিলে সাধ্য রাখে যে আপনার শিরের মালগুজারী তহসীলদারদিগের তাবেহইতে খারিজ হইয়া হজুরে দেয় ও পুনরায় তাহারদিগের শিরের মালগুজারী তহসীলের এলাকা কোন প্রকারে আমিলদিগের সহিত রহিবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ১৯ ধা।

ফসলী ১২০১ সাল মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ ও ১৭৯৫ সালহইতে মোকররী বন্দোবস্তের সিরিস্তা বিরুদ্ধ না হইতে পারিবার কারণ রেসিডেণ্ট সাহেবের উদ্যোগের কথা।
[বারাণস।]

৫৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১১ ফিব্রুআরির হওয়া হুকুম মতে যে ইজারদার ও ভূম্যধিকারিগণের জীবদ্দশাপর্য্যন্ত তাহারদিগের পাট্টা বহাল রাখিবার সাধ্য ছিল সেই ইজারদারদিগের অনেকে এবং ভূম্যধিকারিগণের কেহ২ চারিসনী বন্দোবস্তের মিয়াদ ফসলী ১২০০ সাল উত্তীর্ণ হইলে পর আপনারদিগের পাট্টা বহাল রাখিতে স্বীকার করে নাই একারণ তাহারদিগের ইজারা ও অধিকারভূমি আমানী মহালভুক্ত হইয়াছিল। আর কএক জন ইজারদারের মরণ এবং আমিলদিগের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত ও কোন২ স্থানের জমা শক্তহওনপ্রযুক্ত ঐ চারিসনী বন্দোবস্তের মধ্যে কএক মহাল খাস হইয়াছিল এই সকলহেতুক রেসিডেণ্ট সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১৯ সেপ্তেম্বরের হওয়া হুকুমক্রমে পুনরায় সেই সকল মহালের নয়া বন্দোবস্ত করিয়া তাহাতে অনর্থক বেআমল হওয়া ইজারদারদিগকে ও সেই মৃত ব্যক্তিদিগের উত্তরাধিকারিগণকে দখল এবং ইজারদারদিগের ইস্তাফাকরা মহালসকলে ও আমিলদিগের জিম্মার আমানী মহালাতে তথাকার পূর্ব্বাধিকারি জমিদারদিগকে বহাল করিয়াছিলেন। আর সেই নয়া বন্দোবস্তী পাট্টা দিবার পূর্ব্বে চাসের বাহুল্য হইবার অর্থে যথোচিত চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

পরগনে নরওন ও চুস ও চৌনসা ও তপ্পে শক্তীশগড় ও জমানিয়ার নয়া বন্দোবস্তের কথা।

তদনন্তর পরগনা নরওন ও চুস ও চৌনসা এই তিন স্থানের ফসলী ১১৯৭ সালের যে বন্দোবস্ত জমা শক্ত ও অনাবৃষ্টি ও আকাশী অন্যোৎপাতের কারণ বৃথা হইয়াছিল তাহা শুধরিবার নিমিত্তে মোকররী ডৌলে নয়া পাট্টা তথাকার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে দিয়াছিলেন। আর শক্তীশগড়ের বন্দোবস্তও উপরের গতিকে কদর্য্য হইয়াছিল এপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের অক্তোবর মাসে পুনর্ব্বার সেই গড়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এবং সরকার গাজীপুরের মধ্যের পরগনা জমানিয়ার কএক মহালের সনক একের কৈফিয়ৎদৃষ্টে জানা গিয়াছিল যে তথাকার জমাও শক্ত হইয়াছে অতএব তাহাতেও কমী দিয়াছিলেন ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ২২ ধা।

আমিলেরা রেসিডেণ্ট সাহেবের অ

৫৭। ফসলী ১২০২ সালপ্রবর্ত্ত মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ নবেম্বরে সচরাচর হুকুম হইয়াছিল যে আমিলদিগের

কেহ সরকারের পাট্টাদারদিগের কাহাকেও রেসিডেণ্ট সাহেবের অগোচরে ছাড়াইতে ও বদল করিতে পারিবেক না যদি করে তবে আপন আমিলী কার্য্যহইতে তগীর হইবেক। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২০ জুলাইতে কানুনগোদিগকে হুকুম দেওয়া গিয়াছিল যে যে সময়ে সরকারী পাট্টাদারদিগের কাহারো মরণ হয় সে সময়ে তাহার সম্বাদ শীঘ্র দেয় কারণ এই যে তাহার ভূমি আমিলেরা সরকারের বিনাএত্তেলায় আমানী মহালভুক্ত না করিতে পারে ইতি। —১৭৯৫ সা। ২ আ। ২৩ ধা।

গোচরে পাট্টাদারদিগকে ছাড়াইতে নিষেধের কথা।
[বারাণস।]
পাট্টাদারদিগের মরণসংবাদ কানুনগোরা দিবার কথা।

৫৮। ১৯ ঊনবিংশ ধারায় লেখা যায় যে ফসলী ১১৯৭ সালের বন্দোবস্তের নিদর্শনী আইনের হুকুমমতে সরকারের মালগুজার পাট্টাদার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের কেহ যদি প্রমাণ করিতে পারে যে আমিলদিগের কোন ব্যক্তি তাহার স্থানে অসঙ্গতাবধানে কিছু টাকা লইয়াছে কিম্বা মতান্তরে দৌরাত্ম্য করিয়াছে তবে সে আমিলের তাবেহইতে খারিজ হইয়া হজুর তহসীলে আইসে অর্থাৎ তাহার মালগুজারীর টাকা আমিলদিগের স্থানে না দিয়া মোকাম বারাণসে কালেক্টর সাহেবের নিকটে সরকারের খাজানায় দাখিল করে কিন্তু সরকারের পাট্টাদারদিগের রক্ষা অশেষপ্রকারে করিবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ অক্টোবরে এইমতে ইশ্‌তিহার নামা জারী হইয়াছিল যে জনাজাৎ পাট্টায় যদি মালজামিন ও ফেয়লজামিন ও হাজিরজামিন এতাবতা সময়শিরে সরকারের মালগুজারী দিবার ও সুন্দররূপে কার্য্য করিবার এবং হজুরের তলবমতে রুজু হইবার খাতিরজমা ফসলী ১২০২ সালের পূর্ব্বে দেয় তবে ঐ সন প্রবর্ত্তে হজুরে মালগুজার হইতে পারিবেক আর পাট্টাদারদিগের বলদানের নিমিত্তে হুকুম ছিল যে তাহারদিগের যে কেহ এমতে জামিন দেয় তাহার জমার উপর যে দহএক ও বরাম্বী আমিলদিগের পাওনা তাহার অর্দ্ধেক সে পাট্টাদার পাইবেক। এমতের ইশ্‌তিহারনামা ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১৯ সেপ্তেম্বরে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু এ হুকুমের এলাকা ১৭ সপ্তদশ ধারার ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখিত যে সকল ভূমি রাজাজীউ ও তাঁহার গোষ্ঠী জ্ঞাতি কুটুম্বের অধিকার তাহাতে এবং পরগনা রালহুপুর ও তালুক জালপুর এবং বারাণসের সন্নিকটস্থ আমানত নামে যে গ্রামসকলের আমলদারী কার্য্য রাজাজীউর জিম্মা আছে তাহার সহিত রাখিবেক না এতদ্ভিন্ন ১৯ ঊনবিংশ ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে সর্ব্বস্থানের পাট্টাদারদিগের ও রাজাজীউর মোতালকু অন্য যে২ মহালের বন্দোবস্ত সরকারে হইয়াছিল তথাকার পাট্টাদারেরা আপনারদিগের উপর রাজাজীউর কৃত অন্যায় সাব্যস্ত করিলে হজুরী হইতে পারে। অতএব রাজাজীউর আমলদারী মহালাৎ অন্য২ সকল মহালঅপেক্ষা এই বিশেষ আছে যে উপরের লিখিত ইশ্‌তিহারনামাক্রমে পাট্টাদারেরা অত্যাচার সাব্যস্ত না করিয়া রাজাজীউর আমলদারীহইতে খারিজ হইতে

পাট্টাদারেরা হজুরী হইতে পারিবার কথা।
[বারাণস।]

রাজাজীউর মৌরসী ভূমির সহিত যে হুকুমের দায় নাই তাহার কথা।

পারে না। কিন্তু তথায় আদালতসকলের হুকুম অন্যং মহালের মতে চলিবেক ইহাতে রাজাজীউর মৌরুসী ও স্বোপার্জ্জিত ভূমির প্রতি আদালতের যে যে হুকুম চলিবেক তাহার দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ২৪ ধা।

[৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩ সংখ্যা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা হয় নাই। তাহার স্থূল এই যে]

[৫৯। ১৭৯৫ সালের ২ আইনের ২৪ ধারার যে ভাগে অথবা কোন আইনের যে ভাগে লেখা আছে যে সুবে বারাণসের জমীদারেরা হজুরী হইলে জামীন দিবে তাহা রদ হইল।—১৮০৭ সা। ৭ আ। ২ ধা।]

[৬০। সুবে বারাণসের জমীদারেরা হজুরী হইলে দেয়াক ও ভরায়ের বিষয়ে কোন দাওয়া করিতে পারিবে না।—১৮০৭ সা। ৭ আ। ৩ ধা।]

[৬১। বারাণসের জমীদারেরা হজুরী হইলে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবে এবং যদ্যপি কোন আপত্তি না থাকে তবে কালেক্টর সাহেব তাহারদের দরখাস্তঅনুসারে কার্য্য করিবেন আপত্তি হইলে যে বিধি খাটিবে তাহা।—১৮০৭ সা। ৭ আ। ৪ ধা।]

[৬২। সুবে বারাণসের জমীদারেরা হজুরী হইলে আপনং ভূম্যধিকারের এলাকার মধ্যে অপরাধিব্যক্তিকে ধৃতকরণবিষয়ে এবং পোলীসের খরচাবিষয়ে দায়ী হইবে।—১৮০৭ সা। ৭ আ। ৫ ধা।]

[৬৩। উপরিউক্তপ্রকার ভূম্যধিকারিরদের মধ্যে দেয়াক ও ভরায়ের টাকা তহসীলদারেরা পাইবেনা।—১৮০৭ সা। ৭ আ। ৬ ধা।]

পটীদারদিগের দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার মতের কথা।
[বারাণস।]

৬৪। মোকররী বন্দোবস্তহইলে পর জমীদারীর অংশি পটীদারদিগের অংশের দাওয়ার নিষ্পত্তির বিষয়ে এমত ধার্য্য হইয়াছে যে কেহ কোন সাধারণ ভূমির অংশের কিম্বা অসাধারণ ভূমিসমূদয়ের দাওয়া রাখিলে তাহার নিষ্পত্তি না হইবাপর্য্যন্ত সে জমীদারীর উক্ত রাধিকারিত্বক্রমে কিম্বা মতান্তরে এক শামিলে থাকা পটীদারদিগের মধ্যের যে ব্যক্তির নাম সরকারের পাট্টায় রহে সেই ব্যক্তিকেই সে সকল পটীদারের প্রধান এবং সরকারের মালগুজারীর দায়ী জানা যাইবেক ও তাহার অন্য পটীদারদিগকে যে মতে ফসলী ১১৯৭ সালের পর রাখা গিয়াছে সেই মতে রহিবেক ইহাতে যদি সম্মত না হয় তবে সাধ্য রাখে যে আপন দাওয়া আদালতে উপস্থিত করে ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ২৫ ধা।

৬৫। সরকারের স্বত্ব মালগুজারীর বাকীউসুলের কারণ ভূমি নীলাম করিবার নির্ণয় জমীদারদিগের একরারমতে আছে ও তাহার প্রসঙ্গ ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে লেখা গিয়াছে কিন্তু এলাকা বারাণসের দাঁড়াদৃষ্টে অদ্যাবধি তথাকার কোন স্থান নীলাম হয় নাই ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ২৬ ধা।

বাকীদারদিগের ভূমি নীলাম করিতে সরকারের ক্ষমতা থাকিবার কথা। [বারাণস।]

৬৬। ফসলী ১১৯৪ সালে বন্দোবস্তের সময়ে আমিলেরা আপনারদিগের স্বস্বধর্ম্মানুসারে একরার লিখিয়া দিয়াছে যে তালুকদার ও গ্রামসকলের জমীদার ও ইজারদারদিগ্কে যে সকল পাট্টা দেওয়া গিয়াছিল তাহার লিখিত জমাদৃষ্টে সরকারের মালগুজারী তহসীল করিয়া দহ্এক ও বরায়ীর অর্দ্ধেক বাদে বাকী সমস্ত সরকারের খাজানাখানায় দাখিল করিবেক আর যে কএক মহাল ও গ্রামের জমার ধার্য্য সেই সময়হইতে অদ্যাবধি হয় নাই তাহার খাজানা তহসীল কানুনগোদিগের তস্খীসী স্থিত জায়দাদের অনুসারে করিবার ভার আমিলদিগের প্রতি হইয়াছিল ও সে সকল মহাল ও গ্রামের জায়দাদ তস্খীসের মুখে সর্ব্বদা একপ্রকারে স্থির থাকিত না এপ্রযুক্ত পাঁচসনী বন্দোবস্তী পাট্টার মিয়াদ ফসলী ১২০০ সাল উত্তীর্ণ হইলে পর যে সকল মহাল ও গ্রাম আমিলদিগের জিম্মা ছিল তাহারা সেই সকল মহাল ও গ্রামের অস্থিত মিনাহ্ পাইবার দাওয়া করিয়া মিনাহ্ পাইয়াছে। কিন্তু তস্খীসের অনুসারাপেক্ষা তাহার মধ্যের যে সকল মহাল ও গ্রামের স্থিত বেশী অনুমান হইয়াছিল তাহা তহসীল করিয়া সে আমিলেরা কিম্বা তাহারদিগের তাবে আমলারা নিজে খরচ করিয়াছে এমত বোধ হয়। এইহেতুক এবং দহ্এক ও বরায়ীর অর্দ্ধেক আমিলদিগের পাওনাবাদে আমানী মহালাতের বাকী উৎপন্ন সমস্তই সরকারে দাখিল হইবার বিষয় এজন্যে রেসিডেণ্ট সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১২ জানুআরিতে ইশ্তিহার দিয়াছিলেন যে ফসলী ১২০২ সালহইতে সকল পরগনাতেই আমানী মহালাতের স্থিত বুঝিবার কারণ সরকারের পক্ষে আমিল কিম্বা অন্য যাহাকে ভার দেওয়া যায় সে গিয়া তহকীক করিবেক ও তাহারদিগের তহকীকের অনুসারে যে মহালের যে স্থিত ঠাহরে তাহার মধ্যে দহ্এক ও বরায়ীর অর্দ্ধেক আমিলদিগের পাওনাবাদে বাকী সমস্ত সরকারে দাখিল হইবেক। তস্মাৎ স্থিত তহকীকের কারণ আমীনদিগেরও পাঠান গিয়াছিল ও তাহারদিগেরে হুকুম ছিল যে গ্রামসকলহইতে কর্ম্মচারিদিগেরে তলব করে এবং কানুনগো ও আমিলের আমলাদিগের সাক্ষাৎ তহকীক করিয়া সে সকল মহাল ও গ্রামের যে জমা ফসলী ১১৭৭ সালের নিরিখমতে ঠাহর হয় তাহাই ধার্য্য করে ও তদনন্তর সকল গ্রামের জমাবন্দী কানুনগো ও কর্ম্মচারী ও আমিলের আমলাদিগের দস্তখতে পরিষ্কার ও তৈয়ার করিয়া লইয়া আইসে কারণ এই যে যত জমার সরবরাহ দেওয়া আমিলদিগের কর্ত্তব্য তাহা তাহার অনুসারে নির্দ্ধার্য্য হইবেক আর আমিলদিগের প্রতি হুকুম ছিল যে তহকীক করিবার সময়ে যদি

আমানী মহালাতের জায়দাদের তহকীক পশ্চাৎ বারং করিবার কথা। [বারাণস।]

মহালের স্থিত তহকীকের কারণ আমীন পাঠাইবার কথা।

প্রমাণ হয় যে কোন আমিল তাহার গণের কাহাকেও সেই আমানী ভূমির পাট্টা সেই পরগনার শরেনিরিখের কমীতে দিয়াছে তবে সে পাট্টা মিথ্যা ও অগ্রাহ্য হইবেক হেতু এই যে ফসলী ১১৯৭ সালের বন্দোবস্তের পর সরকারের মালগুজারীর সংস্থান নষ্ট করিবার সাধ্য আমিলদিগের ছিল না। তাহারা কেবল তহসীলদারদিগের মতে সরকারী মালগুজারীর নিশার দায়ী ছিল ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ২৭ ধা।

আমিলেরা কেবল মালগুজারীর নিশার দায়ী থাকিবার কথা।

৬৭। হিন্দুস্থানের অনেক প্রধান লোক ও বড় মনুষ্য ও ধনবানেরা রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে শহর বারাণসের সন্নিকট দিগ্বিদিকের ভূমি নিষ্করক্রমে পাইয়া বাগাত ও মসীদ ও দেউলাদি দেবালয় নির্ম্মাণ করিবার জন্যে দরখাস্ত করিত একারণ ঝঞ্ঝাট হইত অতএব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২৭ জুলাইতে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে রেসিডেণ্ট সাহেব শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের হুজুরের বিনাহুকুমে এমত ভূমি কাহাকেও দিতে পারিবেন না ইতি।—১৭৯৫ সা। ২ আ। ২৮ ধা।

মসীদওগয়রহ বানাইবার কারণ লাখেরাজী জমীনের দরখাস্তের বিষয়ে হুকুমের কথা।
[বারাণস।]

২ ধারা।

বারাণসের ভূমির চিরকালীন বন্দোবস্তের বিষয়ে পুনশ্চ বিধি।

[বারাণস।]

৬৮। এলাকা বারাণসের ভূমিসকলের রাজস্ব ১ এক সন ও ৪ চারিসন ও ১০ দশ সনের নিমিত্তে ধার্য্য হইবার দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১ প্রথম ও ২ দ্বিতীয় আইনে লেখা গিয়া সেই ১ প্রথম আইনের অনুসারে লেখা যাইতেছে যে ১০ দশসনী বন্দোবস্ত চিরকালের জন্যে স্থির থাকিবেক এইক্ষণে ঐ দশসনী বন্দোবস্তের অর্থে যে কিছু হুকুম হইতেছে তাহা সমস্ত তালুকদার ও জমীদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারী ও সমস্ত লোকের জ্ঞাতসারের কারণ নীচের কএক ধারার লিখনক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ১ ধা।

৬৯। কোনং জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির অধিকারভূমির যে রাজস্ব জমা চৌসনী ও দশসনী বন্দোবস্তের অনুসারে সরকারহইতে ধার্য্য হইয়াছিল তাহা তাহারা দিতে স্বীকার না করণপ্রযুক্ত সেইং ভূমি সরকারের খাস তহসীলে আসিয়াছে কিম্বা সরকারহইতে তাহা ব্যক্ত্যন্তরকে ইজারা দেওয়া গিয়াছে অতএব যাহারদিগের ভূমি সরকারের খাস তহসীলে আসিয়াছে তাহারদিগেরে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে জানান যাইতেছে যে ঐ বন্দোবস্তের অনুসারে তাহারদিগের ভূমিতে যে জমার ধার্য্য হইয়াছে তাহা যদি তাহারা কবুল করে তবে পুনরায় সে ভূমি তাহারদিগের ভোগদখলে আসিয়া সময়ান্তরে সে জমার চলবিচল না

যে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি সরকারের খাস তহসীলে অথবা ইজারদারদিগের ইজারায় থাকে তাহার রাজস্ব মোকররীমতে ধার্য্যের কথা।
[বারাণস।]

হইয়া তাহারদিগের পুত্রপৌত্রাদি উত্তরাধিকারিক্রমের হস্তে চির কাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক আর যাহারদিগের ভূমি ইজারদার দিগের ইজারায় আছে তাহারদিগেরে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই ইজারদারেরা স্বেচ্ছাক্রমে ইজারা ছাড়িয়া তাহারদিগেরে সে ভূমি না দিলে এবং ঐ হজুরেও তাহা মঞ্জুর না হইলে যাবৎ ইজা রার মুদ্দৎ গত না হয় তাবৎ সে ভূমিতে তাহারা দখল পাইবেক না কিন্তু সেই ইজারার মুদ্দৎ গতে কিম্বা বাকীর জন্যে অথবা কারণান্তরে ইজারার পাট্টা মৌকুফ হইলে সে ভূমির নির্দ্ধারিত যে জমা থাকে তাহা যদি তাহারা কবুল করে অথবা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৮ অষ্টাদশ ধারার ১ প্রথম প্রকরণে বাকী আদায়ের যে যে মত লেখা আছে তাহাতে স্বীকৃত হয় তবে সে ভূমি তাহারদি গের ভোগদখলে আসিয়া সে জমার চলবিচল না হইয়া সেই জমা তেই তাহারদিগের পুত্রপৌত্রাদি উত্তরাধিকারিক্রমের হস্তে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ২ ধা।

৭০। যে কোন অধিকারভূমি সরকারের খাস আছে অথবা পশ্চাৎ হয় এমত ভূমি যে কালে ব্যক্ত্যন্তরকে দেওয়া যায় সে কালে সে ভূমির যে জমা ধার্য্য হয় সেই জমাতেই সে ভূমি সেই ব্যক্তির পুত্রপৌত্রাদি উত্তরাধিকারিক্রমের ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৩ ধা।

সরকারের যে খাস তালুক ব্যক্ত্যন্তর কে দেওয়া যায় তাহার রাজস্ব মোকররীমতে ধার্য্যের কথা।

[বারাণস।]

৭১। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সর্ব্ব তোভাবে এই বাঞ্ছা যে যাবদীয় ভূম্যধিকারী আপনারদিগের মোক ররী জমা ধার্য্যের ফলোদয় সুন্দররূপে জ্ঞাত হইয়া এমত হৃদ্বোধে যে আপনারদিগের ভূমির উৎপন্ন অধিক হইবার কারণ যত্ন ও তর দ্দুদ করে ততই তাহার লাভ লব্ধ হইবেক ও সেই আধিক্যের নিমিত্তে কিছু বেশী তাহার স্থানে ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের নিকটে কখনো সরকারে তলব হইবেক না আপনারদিগের ভূমির আবাদ ও তরত্তুদে অতিশয় চেষ্টা করে।—১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৪ ধা ১ প্র।

ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের অধিকারের উৎপন্নকে স্বকীয় স্বত্ব জানিয়া তাহার আবাদ তরদ্দুদে অতিশয় যত্নবান হইবার কথা।

[বারাণস।]

৭২। যদ্যপি সমস্ত ভূম্যধিকারী ও পটীদার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজাবর্গের সর্ব্বকাল কর্ত্তব্য আছে যে সরকারের মালওয়াজিবী অবাদে সময়শিরে দেয় এবং আপনারদিগের পেটার জমীদার ও প্রজাপ্রভৃতির সম্বন্ধে অধর্ম্মাচরণ না করিয়া অনুগ্রহ ও কৌশল রাখে কিন্তু এইক্ষণের হুকুম হইবাতে তাহারদিগের সম্পর্কে যে লাভোদয় হইবেক তদ্দৃষ্টে তাহারদিগের প্রতি উপরের লিখিত ক্রিয়া যথেষ্টা চারে কর্ত্তব্য হয় অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে মনস্থ রাখেন যে ভূম্যধিকারিরা ঐ ক্রিয়া করিবার তাৎ পর্য্য কেবল আপনারদিগের প্রতি না জানিয়া আপনারদিগের পেটার জমীদার ও প্রজাপ্রভৃতির স্থানে রাজস্ব গ্রহণের জন্যে আপ নারদিগের পক্ষে লোক নিযুক্ত করিতে হইলে তাহারদিগেরে তাকীদ

ভূম্যধিকারী ও পটীদার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজারা আপনারদিগের পেটার লোকদিগের সহিত যে কৌশল করিবেক তাহার কথা।

[বারাণস।]

করে যে তদনুসারে ঐ ক্রিয়াকরণে যথোচিত মনোযোগী হয় ইতি। —১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

পট্টীদার ও চাষী ওগয়রহের মঙ্গলের জন্যে আইন নির্দ্দিষ্ট করিবার ও এমত আইন নির্দ্দিষ্ট হওনপ্রযুক্ত ভূম্যধিকারিরা সরকারের মালগুজারী দিতে আপত্তি করিতে নিষেধের কথা।
[বারাণস।]

৭৩। সাময়িক দেশাধিপতি হাকিমের কর্ত্তব্য যে অসম্পন্ন ও দুঃখি সকল লোকের রক্ষা করেন একারণ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পট্টীদার ও কর্ফ্কিনাদারপ্রভৃতি কৃষিজীবি দিগের মঙ্গলের জন্যে যে কালে যে আইন জারীকরণ উচিত জানেন তাহাই নির্দ্ধার্য্য করিবেন কিন্তু এমত সকল আইনের নির্দ্ধার্য্যে কোন প্রকারে হুজুরী তালুকদার ও জমীদারপ্রভৃতিতে আপনারদিগের শিরের কবুলা মোকররী জমার সরবরাহ দিতে কিছু আপত্তি ও ওজর করিতে পারিবেক না।—১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

পশ্চাৎ সায়েরের যে হাসিল ধার্য্য হয় তাহা উম্মূল হইয়া অন্যের বিনাঅংশে সরকারের খাজানাখানায় দাখিল হইবার কথা।
[বারাণস।]

৭৪। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ২৬ দিসেম্বরে সায়েরের হাসিল উঠিয়াছে তদনন্তর ভূম্যধিকারিদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার শামিলেও সায়েরের জমা আইসে নাই অতএব ঐ শ্রীযুত সংপ্রতি সকল লোককে এই বার্ত্তা জানাইতেছেন যে যদি পশ্চাৎ সায়েরের হাসিল পূর্ব্বমতে কিম্বা মতান্তরে লওন উচিত বোধক্রমে ধার্য্য হইয়া তাহা উসুলের কারণ সরকারের পক্ষে লোক নিযুক্ত হয় তবে ভূম্যধিকারিদিগের কিছু স্বত্ব সে হাসিলে থাকিবেক না এবং তজ্জন্যে আপনারদিগের শিরের মোকররী জমাতেও কিছু কমী পাইবার দাওয়া করিতে পারিবেক না।—১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

অসিদ্ধ সনন্দজন্য নিষ্কর ভূমির যে রাজস্ব ধার্য্য হইবেক তাহা সমস্ত সরকারে দাখিল হইবার কথা।
[বারাণস।]

৭৫। এলাকা বারাণসের লোকদিগের ভোগদখলে যে নিষ্কর ভূমি আছে তাহার মধ্যে যাহা অসিদ্ধ সনন্দানুসারে কাহারো ভোগে থাকন সাব্যস্থ হয় তাহাতে যত রাজস্ব ধার্য্যকরণ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে উচিত জানেন তাহাই করিবেন ও সেই রাজস্ব কেবল সরকারের স্বত্ব বোধ হইবেক তাহার অংশ ভূম্যধিকারিকে অর্শিবেক না।—১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

বন্দোবস্তের কালে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির উৎপন্নের যাহা পোলীসের মোতালক চৌকীদার পরোসওগয়রহের আখরাজাতে মিনাহ পাইয়াছে তাহা বাজেয়াফ্তের যোগ্য হইবার কথা।
[বারাণস।]

৭৬। উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে ভূম্যধিকারিদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা পরোস ও গোড়ায়েতওগয়রহ পোলীসের মোতালক চৌকীদারদিগের আখরাজাতে ভূমির উৎপন্নের মধ্যে বন্দোবস্তের কালে মিনাহ পাইয়াছে তাহা খারিজ জ্ঞান আছে এইক্ষণে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে প্রজাদিগের রক্ষণ ও নেঘাবানী ভূম্যধিকারিদিগের হস্তছাড়া করিয়া এতৎকর্ম্মে অন্যান্য লোকদিগেরে নিযুক্ত করিলেন অতএব ঐ হুজুরের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সেই মিনাহী উৎপন্ন সমস্ত কিম্বা তাহার যে কিছু সরকারে বাজেয়াফ্তকরণ উচিত

জানেন তাহা করেন্ আর ঐ শ্রীযুত রায়ুষ্টু করিতেছেন যে এমত ভূম্যাদির যত উৎপন্ন সরকারের তহশীলে আসিবেক তাহা সমস্তই পোলীসের খরচে লাগিবেক অপর ব্যয় হইবেক না। —১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

ভূম্যধিকারিদিগের বেদখলী সময়ের বাকী আদায়ের জন্যে তাহারদিগের ভূমি বিক্রয়ের যোগ্য না হইবার কথা। [বারাণস।]

৭৭। এই আইনের কিম্বা অন্যান্য আইনের লিখিত মর্ম্মানুসারে কাহারো এমত বোধ না হয় যে যাহারদিগের ভূমি বেদখল থাকে তাহারদিগের ভূমির মোকররী জমা যে চৌসনী ও দশসনী বন্দোবস্তের আইনমতে ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা হয় তাহার বাকী যদি তাহারদিগের বেদখলী সময়ের হয় তবে সে বাকীর কারণ তাহারদিগের ভূমি বিক্রয় হয় কিন্তু জানিবেক যে যদি শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সেই বেদখলী অধিকারিদিগের অনুপযুক্ততা দূর হওয়াতে তাহারদিগের অধিকারের মালগুজারীর সরবরাহ তাহারা দিবার জন্যে হুকুম করেন অথবা তাহারদিগের অনুপযুক্ততার অর্থে আইনসকলের মধ্যে কিছু পরিবর্ত্ত ও ফেরফার কিম্বা সমুদয় মৌকুফ করেন্ ও তাহারা দখল পায় তবে তাহারদিগের দখল হইলে পর যে সময়ে যাহা বাকী পড়ে সে সময়ে তাহার নিশার দায় তাহারদিগের শিরে পড়িবেক ইতি। ১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

ভূম্যধিকারিরা সরকারের বিনাহুকুমে আপনারদিগের ভূমি হস্তান্তর করিতে পারিবার কথা। [বারাণস।]

৭৮। ভূম্যধিকারিরা এইক্ষণের আইনসকলের মতে আপনারদিগের ভূমি স্বকীয় অধিকারহইতে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে হস্তান্তরে চালান করিতে পারিবেক কি না এই সন্দেহভঞ্জনার্থে ঐ হজুরহইতে সমস্ত তালুকদার ও জমীদারপ্রভৃতিতে ভূম্যধিকারিদিগেরে জ্ঞাত করাইতেছেন যে তাহারা আপনারদিগের অধিকারভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা মতান্তরে ঐ হজুরের বিনাহুকুমে অন্যের হস্তগত করাইতে পারে। ও এমতের বিক্রয় ও দানাদি মুসলমান জাতির মধ্যে শরার মতে ও হিন্দুজাতির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে হইলেও তাহা এইক্ষণের চলিত আইন ও পশ্চাৎ যে কোন আইন জারী হইবেক তাহার মতের বৈলক্ষণ্য না হইলে সিদ্ধ ও মঞ্জুর হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৬ ধা।

[ইহার পর ভূমির নানা অংশের উপরে জমা নির্দ্ধার্য্যকরণবিষয়ক বিধি লিখিত আছে। তাহা বঙ্গদেশের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত বিধির সঙ্গে ঠিক মিলে। এবং তাহা এই অধ্যায়ের ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩ সংখ্যাতে পাওয়া যাইবে। কেবল এইমাত্র বৈলক্ষণ্য যে তাহার শেষ কথা বারাণসের আইনে নাই।]

যে ভূম্যধিকারিরা যাবৎ আপনার

৭৯। জানিবেক যে এই আইনের অনুসারে কিম্বা এই আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে কিম্বা জারীর তারিখে যে কোন আইন চলি

দিগের ভূমিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ আইনের ১২ ধারাক্রমে বেদখল থাকে তাবৎ তাহারদিগের ভূমি নীলামে বিক্রয় না হইবার কথা।
[বারাণস।]

য়াছে তাহার মতে যে কোন তালুকদার কিম্বা জমীদার ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ১২ দ্বাদশ ধারাক্রমে আপন অধিকারহইতে বেদখল হইয়া থাকে তাহার অধিকার যাবৎ তাহার বেদখলী দূর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১ প্রথম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখনানুসারে কিম্বা ঐ সনের ষষ্ঠ আইনের ১৮ অষ্টাদশ ধারার লিখিত উদ্যোগক্রমে অথবা তদর্থে অন্য যে কোন হুকুম হয় তদনুসারে না হয় ও আপন অধিকারের অধিকারিত্বরূপে সাব্যস্ত ও বহাল হইয়া সরবরাহ না দেয় তাবৎ তাহার অধিকারসম্পর্কীয় কিছু ভূমি নীলামে বিক্রয় হইতে পারিবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৮ ধা।

৩ ধারা।

বারাণসের রাজার নিজজমীদারী বদুই ও কীরামঙ্গরোর ও কসওয়ার পরগনার কিয়দংশবিষয়ের বিশেষ বিধি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ আইনের ১৭ ধারার ৬ প্রকরণ ও ৫ আইনের ৮ ধারা ও ১৫ আইন শুধরা যাওনের কথা।
[বারাণস।]

৮০। ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ আইনের ১৭ ধারার ৬ প্রকরণ এবং ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ৮ ধারা এবং ঐ সালের ১৫ আইন এই ধারার দ্বারা নীচের লিখনক্রমে শুধরা যাইতেছে ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ২ ধা।

বারাণসের রাজার পৈতৃক জমীদারী বদুইইত্যাদি মহালাতেরসুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্ম শ্রীযুতের নিয়োজিত সাহেবেতে অর্পিত হইবার কথা।
[বারাণস।]

৮১। উপরের লিখিত মহালাতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কার্য্যকারিত্ব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুমদ্বারা যেং সাহেবকে সময়েং নিযুক্ত করেন্ সেইং সাহেবেতে থাকিবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

মালগুজারী সম্পর্কীয় আদালতের সমস্ত কার্য্য রাজার দ্বারা নির্ব্বাহ হইবার কথা।
[বারাণস।]
বিশেষ হুকুমের কথা।

৮২। মালগুজারী তহসীলের সম্পর্কীয় আদালতের সমস্ত কার্য্য এখনো নীচের লিখিত নিষেধদৃষ্টে ঐ রাজার কর্তৃত্বেতে নির্ব্বাহ হইবেক কিন্তু ঐ কর্তৃত্ব ঐ রাজাকে সমর্পণ করাতে এমত বোধ হয় না যে প্রজারা বিক্রয় কি দান কি উত্তরাধিকারিত্বের দ্বারা ভূমিতে দখল করণ কি স্বত্বরাখণ কি তাহা হস্তান্তরকরণবিষয়ে যে অধিকার ও স্বত্ব পূর্ব্বহইতে রাখে এবং ঐ দেশের অন্যং স্থানে তত্তুল্য লোকেতে যাহা উপযুক্ত আছে তাহার অথবা ঐ ভূমির উৎপন্নের বিষয়ে ও যেং স্বত্ব ও অধিকার লোকেরা রাখে তাহাহইতে তাহারা রহিত হয় ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

৮৩। উপরের উক্ত মহালেতে সরকারের হুকুমদ্বারা মফঃসল অর্থাৎ জনাজাৎ বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে ঐ ভূমির জমা ধার্য্য ও তাহার মধ্যগত গ্রামসকলের বন্দোবস্ত তথাকার রাজার দ্বারা হইবেক এবং বারাণসদেশে ঐ২ কার্য্যকরণের বিষয়ে সামান্য যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখে তদ্দৃষ্টে ঐ রাজা ঐ২ কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

চলিত আইনানুসারে রাজার দ্বারা ভূমির বন্দোবস্ত হইবার কথা।
[বারাণস।]

৮৪। ঐ মহালাতের মধ্যগত ভূমির মালগুজারী করিবার কবুলিয়ৎ দিবার লোকদিগকে স্থিরকরণবিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের আইনানুসারে ঐ মহালাতের জনাজাৎ বন্দোবস্ত করিতে হইলে জমীদারস্বরূপে যাহারা গ্রাহ্য হইত তাহারাই অগ্রগণ্য হইবেক এবং ঐ২ লোকেরা রায়ী খ্যাতীতে খ্যাত হইবেক ও ঐ কবুলিয়ৎ দেওনের সময়ে ঐ ভূমির যে জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়া তাহা আদায় করিবার যে২ নিয়ম হয় ও যদ্দৃষ্টে তাহারা ঐ কবুলিয়ৎ দেওনবিষয়ে গ্রাহ্য হয় তাহার মতাচরণকরণের অধীনতায় ঐ ভূমি তাহারদিগের উত্তরাধিকারিগামী আর হস্তান্তরকরণযোগ্য বোধ হইবেক আর তদর্থে গ্রাহ্য হইবার দরখাস্তকরণিয়া কোন রায়ী না থাকিলে অথবা থাকিয়া উপযুক্তরূপে বন্দোবস্ত করিতে স্বীকার না করিলে ঐ রাজা রাইয়ৎওয়ারী বন্দোবস্ত করিতে এবং আপন আমলার দ্বারা রাইয়তেরদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে স্বীকারকরণব্যতিরেকে ঐ বন্দোবস্ত নিরূপিত সময়ের কারণ ইজারদারদিগের সহিত করা যাইবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

মালগুজারী করিবার কবুলিয়ৎ দেওনিয়াদিগকে স্থির করিবার নিয়মের কথা।
[বারাণস।]

৮৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৪১ আইনের হুকুমঅনুসারে যে২ ভূমি নিষ্কর সাব্যস্ত না হয় ঐ সকল ভূমির জমাধার্য্য ঐ বন্দোবস্তের পুনর্দৃষ্টির সময়ে ঐ ভূমিতে যত উৎপন্ন হইতে পারে তদ্দৃষ্টে করা যাইবেক কিন্তু ঐ ভূমিতে যে শুদ্ধ উৎপন্ন তাহার জমীদার পায় সেই উৎপন্ন যদি তথাকার দস্তুরমতে এবং তদ্বিষয়ে যে২ হুকুম নির্দিষ্ট আছে তদনুসারে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত জমাহইতে কিছু বেশী করা যাওনের উপযুক্ত বোধ না হয় তবে ঐ পূর্ব্বনির্দ্ধারিত জমার উপর কিছু বেশী করা যাইবেক না ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ ৫ ধা। ৩ প্র।

মালগুজারীর ভূমির জমা ধার্য্য করিবার হুকুমের কথা।
[বারাণস।]

৮৬। ঐ কবুলিয়ৎ দেওয়া লোকেরা সরকারের মালগুজারী আদায়করণের নিমিত্তে আইনেতে যাহা লিখিত আছে তাহার অতিরিক্ত আপনারদিগের অন্তর্গত অংশি ও প্রজাদিগের উপর আর কোন অধিকার ও কর্তৃত্ব রাখিবেক এমত বোধ হইবেক না অতএব যে পটীদার কি অংশিরা সাধারণে কি পৃথকরূপে আপনং অংশের অধিকারী আছে কিম্বা তাহার অধিকারের দাওয়া করে তাহারদের মধ্যে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হয় তাহার সমাধা তাহারদিগের মধ্যে কোন জন সরকারে কবুলিয়ৎ দিতে গ্রাহ্য হইয়া থাকিলেও ঐ

কবুলিয়ৎ দেওন অন্তর্গত অংশি ও প্রজারদের উপর আইনের লিখনাতিরিক্ত কর্তৃত্বকরণের কারণ না হইবার কথা।
[বারাণস।]

বিবাদের বিষয়ে তদ্দেশেতে যেং রীতি ও ব্যবহার চলে তদনুসারে করা যাইবেক এবং খোদকস্তা ও ছপ্পরবন্দ রাইয়তেরদের দখলের অধিকারের বিষয়ে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হয় তাহারো নিষ্পত্তি ঐ রীতি ও ব্যবহারদৃষ্টে করা যাইবেক ইতি।— ১৮২৮ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টি করণসময়ে যাহাং নিরূপণ করা ও বহীতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।
[বারাণস।]

৮৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের লিখিত কোন মহালের ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত কিম্বা তাহার পুনর্দৃষ্টি করা হইলে ঐ রাজার কর্ত্তব্য হইবেক যে ঐ মহালের জমার বন্দোবস্তের বিবরণের এবং ঐ ভূমির সংখ্যা এবং উৎপন্নের বিবেচিত পরিমাণের সহিত আপন নানাজাতীয় রাইয়তের স্বত্ব ও উপস্বত্ব এবং অধিকারসম্পর্কীয় সকল বিষয়ের নিরূপণ ও তাহা বহীতে লেখা যাওনের তাৎপর্য্য লিখেন অতএব ঐ বহীতে ঐ ভূমির সমস্ত দখীলকার লোকের যথার্থ বিবরণ এবং তাহারদিগের ভুক্ত বিষয় যাহাং থাকে তাহার প্রকার এবং পরিমাণের বেওরা লেখা যাইবেক এবং প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেকপ্রকার ভূমির প্রতিবিঘার খাজানার সংখ্যা ও উৎপন্নের বেওরাও তাহাতে লেখা যাইবেক এবং নিষ্করে দখল করা সকল ভূমির ও তৎসম্পর্কীয় সকলপ্রকার বেওরাও তাহাতে লেখা যাইবেক এবং তাহাতে প্রত্যেক গ্রামের পাটওয়ারী ও চৌকীদারদিগের নাম ও তাহারদিগের বেতনের প্রকার ও সংখ্যা লেখা যাইবেক ইতি।— ১৮২৮ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

এবং লাখেরাজ ভূমি তাহার সকল বিষয়ের বেওরাসুদ্ধা বহীতে লেখা যাইবার কথা।

সাধারণে দখল করা ভূমিসম্পর্কীয় হুকুমের কথা।
[বারাণস।]

৮৮। কোন মহালাতে কিম্বা তাহার খাজানা কি উৎপন্নেতে দুই কি ততোধিক জন সাধারণে স্বত্ব রাখিলে অথবা সাধারণে কর্ত্তব্য কার্য্যের অধীনতায় পৃথকরূপে দখীলকার থাকিলে রাজার ক্ষমতা আছে যে ঐ সমুদয় জনের সহিত কিম্বা গ্রামের মালগুজারীর সম্পর্কীয় কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে নিরূপণকরা কোনং জনের সহিত ঐ মহালের বন্দোবস্ত করেন কিন্তু তাহা করণেতে সমুদয় অংশিদিগের সম্মতিতে দৃষ্টি রাখিতে হইবেক কেননা তাহারা তথাকার পূর্ব্বরীতিমত কি বারাণসদেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া আইনের লিখিতমতে হারে মালগুজারীর দায়ী হইয়া যেপর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে বিভক্ত না হয় সেইপর্য্যন্তই যোটা ও অধিকারির ন্যায় বোধ হইবেক ইতি।— ১৮২৮ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ৬ প্র।

কবুলিয়ৎ দেওনিয়া ও পটীদার ও অংশিরদের জওয়াব দিতে হইবার কথা।
[বারাণস।]

তাহারদিগের মধ্যে হওয়া বিবাদের

৮৯। কোন মহালের সম্পূর্ণ অধিকারী না হইয়া যাহারা সকল অংশির সম্মতিতে ঐ মহালের সকল কর্ম্মনির্ব্বাহকরণবিষয়ে স্থির করা গিয়া কবুলিয়ৎ দাখিল করে কবুলিয়তে দস্তখৎ না করা অন্যং অংশিরা আপনং মালগুজারী দেওনের বিষয়ভিন্ন অন্যং বিষয়ে তাহারদিগের কৃত ত্রুটি ভোগী হইবেক না ঐ কবুলিয়তের দ্বারা অন্য কোন বিষয়ে পটীদার কিম্বা অংশিদিগের ভিন্ন কি সাধারণ স্বত্ব কি উপস্বত্বের হানি হইবেক না এবং ঐ অংশিরদের ও কবু

নিয়ৎদেওয়া অধিকারিদিগের মধ্যে যেং বিবাদ উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি ঐং লোকদিগের প্রত্যেকের অধিকারিত্ব কি স্বত্বের যে নিশ্চয় হইতে পারিবে তদৃষ্টে ন্যায় এবং আইন ও ঐ দেশের রীতি ও ব্যবহারানুসারে করা যাইবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ৭ প্র।

নিষ্পত্তি হওনের ক্রমের কথা।

৯০। বারাণসদেশের সমস্ত ভূম্যধিকারিদিগের এ অধিকার আছে যে তাহারা সরকারের আইনেতে দৃষ্টি রাখিয়া হিন্দু হইলে শাস্ত্রানুসারে কি মুসলমান হইলে শরার মতে আপনারদিগের ভূমিসমুদয়ের কি তাহার কোন অংশের স্বত্ববিক্রয় কি দানক্রমে কিম্বা বন্ধকাদি অন্য কোন প্রকারে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অর্পণ করিতে পারে অত এব এই প্রকরণদ্বারা জানান যাইতেছে যে এই আইন যেং মহালের সহিত সম্পর্ক রাখে সেইং মহালের মধ্যের যাহাং হস্তান্তর হয় সেইং হস্তান্তরকরণ তাহা পাট্টার ও জমার হারহারির বিষয়ে আইনেতে যেমত লিখিত আছে তদনুসারে করা ও তাহার সমাচার উপযুক্তরূপে তথাকার রাজাকে দেওয়া গেলে অন্যান্য স্থানের করা হস্তান্তরের ন্যায় প্রবল হইবেক ঐ হস্তান্তরকরণের সম্বাদ ঐ রাজাকে দিতে ত্রুটি করিলে অন্য স্থানের হওয়া হস্তান্তরের সম্বাদ কালেক্টর সাহেবের নিকটে দিতে ত্রুটি করিলে যেমন দোষ হয় সেইমত দোষ হইবেক কেননা কালেক্টরের সম্বন্ধীয় নিষেধবিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুমের অধীন ঐ রাজার সহিত সম্পর্ক রাখে এবং এ বিষয়েতে ঐ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ইতি। —১৮২৮ সা। ৭ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

ভূমির অধিকারিরা বিক্রয় কি দান কি বন্ধকইত্যাদিক্রমে হস্তান্তর করিতে পারিবার কথা।

[বারাণস।]

তাহার সমাচার উপযুক্তরূপে রাজাকে দিতে হইবার কথা।

৯১। ভূমি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারিতাক্রমে তাহা অন্যাধিকারির হস্তগত হইলে তাহার বেওরা রাজার সিরিশতার বহীতে লেখাইবার দরখাস্ত করা গেলে ঐ রাজা তাহা ঐ বহীতে লেখাইবেন এবং বারাণসদেশের অন্যং স্থানে ঐ প্রকার কর্ম্ম হইলে সরকারের এবং বিশেষ ব্যক্তিরদের স্বত্ব এবং উপস্বত্ব রক্ষার নিমিত্তে যে কর্ম্মকরণ কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক তাহা ঐ রাজা করিবেন ইতি। —১৮২৮ সা। ৭ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

দানাদি কি উত্তরাধিকারিতাক্রমে ভূমিহস্তান্তর হইলে দরখাস্তঅনুসারে রাজা তাহা বহীতে লিখিবার ও কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মকরিবার কথা।

[বারাণস।]

৯২। উপরের লিখিত হুকুমসম্পর্কীয় সকল বিষয়ে রাজা অথবা তাহার আমলার কৃত নিষ্পত্তি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দৃষ্টিগোচর করা যাইবেক এবং কোন জমীদারীর বন্দোবস্তকরণের কি তাহা হস্তান্তরকরণের সমস্ত কাগজপত্র ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ সাহেব অন্য যে বিষয় জ্ঞাতহওনের ইচ্ছা করেন তাহার বেওরা আনাইয়া আপন বিবেচনাক্রমে তাহা সাব্যস্ত কি মতান্তর কি রদ করিবেন এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ঐং বিষয়ের হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের

পূর্ব্বলিখিত বিষয়ে রাজার করা নিষ্পত্তি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পুনর্দৃষ্টির অধীন হইবার এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুম শ্রীযুতের হুকুমের দ্বারা রদ না

হইলে চূড়ান্ত হইবার কথা। [বারাণস।]

হজুর কৌন্সেলে মতান্তর কি রদ না হইলে চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ৭ ধা।

মালগুজারী তহসীল করিবার হুকুমের কথা। [বারাণস।]

১৩। মালগুজারী তহসীলকরণের বিষয়ে ঐ রাজা ও তাঁহার আমলালোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণার্থে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ৮ ধা।

বারাণসদেশে সরকারী মালগুজারী তহসীলকরণের বিষয়ে যেং আইন চলিত আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের লিখিত মহালাতের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা। [বারাণস।]

১৪। ভূম্যধিকারিদিগের এবং ইজারদারেরদের অনায়াসে প্রজাদিগের স্থানে খাজানা তহসীলকরণের এবং ভূমির যে মালগুজারী সরকারে দেয় তাহা তহসীলকরণের ভারাক্রান্তেরা যেং রূপে তাহা তহসীল করিবেন তাহার এবং বাকীদারদিগকে কয়েদকরণের ও যে ভূমির উপর মালগুজারীর বাকী পড়ে তাহা শেষকল্পে নীলামকরণদ্বারা ঐ বাকী আদায়করণের বিষয়ে বারাণসদেশে যেং আইন এক্ষণে চলিত আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের লিখিত মহালাতে যেপর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখে সেইপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত মহালাতেও এই ধারার দ্বারা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ৯ ধা।

জমীদারস্বরূপে রাজার যে কর্তৃত্ব আছে তাহার অতিরিক্ত মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে রাজা কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা। [বারাণস।]

১৫। আইনের লিখনানুসারে ঐ রাজা জমীদারস্বরূপে পেটাও জমীদার কি ইজারদার কিম্বা প্রজারদের অথবা ভূমির অন্য দখীলকারদিগের স্থানে বাকী আদায়করণের নিমিত্তে তাহারদিগের বস্তু ক্রোক ও বিক্রয়করণে যে কর্তৃত্ব রাখেন তাহার অতিরিক্ত এই আইনে কি ইহার পরে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাতে যেং নিষেধবিধি আছে কি হইবে তাহার অধীনতায় ঐ রাজা এই ধারার দ্বারা ঐং মহালাতেতে মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ন্যায় ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ১০ ধা।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের কি ডিক্রী জারীর নিমিত্তে ভূমির নীলাম রাজার কি তাহার নায়েবের সাক্ষাৎ হইবার এবং এই কর্ম্মেতে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের মতাচরণ করিতে হইবার কথা। [বারাণস।]

১৬। মালগুজারীর বাকী আদায়করণের কি আদালতের ডিক্রীজারীর নিমিত্তে ভূমি নীলামকরণ আবশ্যক হইলে সে নীলাম ঐ রাজার কি তাঁহার নায়েবের সাক্ষাৎ সরকারী কাছারীতে অথবা যে পরগনায় ঐ ভূমি থাকে সেই পরগনার মধ্যগত ইশতিহারনামাতে বিশেষিয়া লিখিত সকল লোকের দৃষ্টিগোচর উপযুক্ত স্থানে করা যাইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনেতে ভূমি নীলামের বিষয়ে যে সকল হুকুম লিখিত আছে তাহা ঐ প্রকার নীলামের বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ আইনের লিখিত নিয়মমতাচরণ করণ ও অকরণক্রমে ঐ নীলাম প্রবল ও অপ্রবল হইবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ১১ ধা।

ভূমিনীলামের ও

১৭। ভূমি নীলামকরণের বিষয়ে এবং ভূমির মালগুজারী তহ

সীলের সম্পর্কীয় অন্য সকল কার্য্যের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে কর্তৃত্ব রাখেন ঐ মহালাতের বিষয়ে তাহা এই ধারার দ্বারা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অর্পণ করা গেল এবং কালেক্টর সাহেবেরা যেমত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অধীনতায় কার্য্য করেন ঐ রাজা সেই মত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধীন থাকিয়া কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ১২ ধা।

মালগুজারী তহসীলের কার্য্যের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর ক্ষমতা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অর্পণ হইবার এবং কালেক্টর সাহেবেরা যেমত বোর্ডের তাবে থাকেন ঐ রাজা সেই মত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের তাবে থাকিবার কথা।

৯৮। উপরের লিখিত বিষয়ে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলব্যতিরেকে অন্য কাহারু নিকটে আপীল হইতে পারিবেক না এবং ঐ মহালাতের মধ্যগত ভূমির নীলামের প্রবলতার বিষয়ের অথবা ভূমি কি তাহার খাজানার সম্বন্ধীয় স্বত্ব কি উপস্বত্বের দাওয়ার নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা কোন আদালতে থাকিবেক না ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ১৩ ধা।

[বারাণস।]
সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুমের উপর শ্রীযুতের হজুরে আপীল হইতে পারিবার এবং ভূমির বিষয়ের নালিশ আদালতে গ্রাহ্য করিতে নিষেধের কথা।
[বারাণস।]

৯৯। ঐ রাজা ও তাঁহার আমলালোককে যে ক্ষমতা অর্পণ করা গেল সেই ক্ষমতাচরণের নিমিত্তে এই আইনেতে নির্দ্দিষ্টহওয়া হুকুমের অন্যথাচরণকরণের কি তাহার মতাচরণকরণেতে আবশ্যক কঠিনতাকরণের বিষয়ে যে সকল নালিশ হয় তাহা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব গ্রাহ্য করিতে পারিবেন এবং ঐ২ নালিশ কোন আদালতে গ্রাহ্য করা গেলে আইনানুসারে যেমতে তাহার ন্যায় করা যাইত সেই মতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহার প্রকৃত ন্যায় করিবেন কিন্তু কোন লোকের উপর ফৌজদারী আদালতের বিচারযোগ্য অপরাধকরণের অপবাদের নালিশ হইলে ঐ নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সমর্পণ করা যাইবেক এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ নালিশ প্রথমতঃ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে আইনানুসারে যেমত করিতেন সেই মতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ১৪ ধা।

মূলের লিখিত হুকুম লঙ্ঘনের বিষয়ে রাজা ও তাঁহার আমলার উপর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে নালিশ করিতে হইবার কথা।
[বারাণস।]
ঐ অপরাধ ফৌজদারীর বিচারযোগ্য হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তাহার মোকদ্দমা সমর্পণ করিতে হইবার কথা।

১০০। ঐ২ মহালের মধ্যে মালগুজারীর ও রাজস্বের বাকী আদায়করণের নিমিত্তে যন্ত্রণা ও ব্যামোহ এবং সকল প্রকার শারীরিক ক্লেশদেওন দৃঢ়রূপে নিষিদ্ধ হইল এবং কোন জন এই নিষেধের অন্যথা করাতে ঐ ক্লেশপ্রাপ্ত লোক নালিশ করিলে তাহার বিচার ফৌজদারী আদালতে হওনের যোগ্য হইবেক এবং ঐ ক্লেশদেওন

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্লেশাদি দিতে দৃঢ়নিষেধ হওনের এবং তৎকরণিয়া লোক ফৌজদারী

আদালতের বিচার ও দণ্ডযোগ্য হইবার কথা। [বারাণস।]

সাব্যস্ত হইলে তদর্থে আইনেতে যে দণ্ড নিরূপিত আছে তাহা দেও নিয়ার সেই দণ্ড হইবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ১৫ ধা।

মালগুজারী সম্পর্কীয় মোকদ্দমার বিচারার্থে ঐ মহালাতের প্রত্যেক পরগনায় তদ্দেশীয় একং কমিস্যনর রাজার দ্বারা নিযুক্ত করা যাইবার কথা। [বারাণস।]

১০১। ঐ মহালের নিবাসি লোকেরদের ঐ দেশের অন্যং স্থানের যেরূপ দেওয়ানী ন্যায় করা যাইবার নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য মালগুজারীসম্পর্কীয় মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের লিখিত প্রত্যেক পরগনাতে ঐ রাজার দ্বারা ঐ দেশীয় একং কমিস্যনর নিযুক্ত করা যাইবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ১৬ ধা।

ঐ পদের নিমিত্তে রাজা লোক স্থির করিবার ও তাহারদিগের নিয়োগ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সম্মতিতে হইবার কথা। [বারাণস।]

১০২। ঐ কমিস্যনরী পদের নিমিত্তে রাজা লোক স্থির করিয়া নাম লিখিয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন কিন্তু তাহারা পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ রাজা তাহারদিগের বয়স এবং আচার এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বিষয়ে যাহাং জ্ঞাত হন তাহা ঐ সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন এবং ঐ নাম লিখিয়া পাঠান কোন লোক অতিদুরাচার কি অকর্ম্মণ্য হইলে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব রাজার মান ও প্রতাপে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নিযুক্ত হওনেতে সম্মত হইবেন না ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ১৭ ধা।

উপযুক্ত হেতুবিনা কমিস্যনর পদচ্যুত না হইবার ও তদ্বিষয়ে রাজা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহযোগে ও পরামর্শেতে কার্য্য করিবার কথা। [বারাণস।]

১০৩। এই আইনানুসারে নিযুক্ত হওয়া কোন কমিস্যনর উপযুক্ত হেতুব্যতিরেকে পদচ্যুত হইবেক না এবং ঐ পদচ্যুতকরণের সকল বিষয়ে রাজা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহযোগে ও তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।— ১৮২৮ সা। ৭ আ। ১৮ ধা।

কোনং অপরাধপ্রযুক্ত কমিস্যনরেরদের নামে ফৌজদারীতে নালিশ হইবার ও অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহারা জরীমানা ও কয়েদের যোগ্য হইবার কথা। [বারাণস।]

১০৪। ঐ কমিস্যনরেরা ঘুষ কি বলক্রমে কিছু লওন কিম্বা অন্য গুরুতর অপরাধকরণপ্রযুক্ত ফৌজদারী আদালতের বিচারযোগ্য হইবেক এবং দায়েরসায়েরী আদালতে তাহারদিগের ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ অপরাধের প্রকারাদি অনুসারে তাহারা জরীমানা ও কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ১৯ ধা।

তদ্দেশীয় কমিস্যনরদিগের ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বের কথা। [বারাণস।]

১০৫। এই আইনানুসারে কমিস্যনরী পদপ্রাপ্ত লোকদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আপনং এলাকার মধ্যের সকল প্রকার ভূমির কি তাহার খাজানার কি উৎপন্নের বিষয়ে যে সকল মোকদ্দমা

তাহার হেতুহওনকালাবধি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে উপস্থিত হয় তাহা গ্রাহ্য করিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেক ইতি। ১৮২৮ সা। ৭ আ। ২০ ধা।

১০৬। ঐ২ মোকদ্দমা গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে ঐ কমিস্যনরেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২৩ আইনের লিখনমতে কার্য্য করিবেক এবং ঐ আইনেতে যে বিষয়ে সবিশেষ কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তাহাতে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলের বিষয়ে আইনেতে যে২ লিখিত আছে তাহার মধ্যে যেপর্য্যন্ত হইতে পারে তাহারি মত কার্য্য করিবেন ইতি। —১৮২৮ সা। ৭ আ। ২১ ধা।

এ দেশীয় কমিস্যনরদিগের কার্য্যোপদেশের অনুমেয় কথা।
[বারাণস।]

১০৭। যে২ মোকদ্দমায় বৃটনীয় প্রজারা কি ইউরোপের অন্য দেশীয় অথবা আমেরিকা দেশীয় লোকেরা এক পক্ষ হন তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণে এদেশীয় বিচারকদ্বারা যে হুকুমদ্বারা নিষিদ্ধ সে হুকুম এই আইনের দ্বারা নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি। —১৮২৮ সা। ৭ আ। ২২ ধা।

বিশেষ হুকুমের কথা।
[বারাণস।]

১০৮। ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে২ আইন চলিত আছে তাহার নির্দ্দিষ্ট হুকুমানুসারে ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদিগের কৃত নিষ্পত্তি জারী করিবেক কিন্তু মোকদ্দমার আপীল হইলে কমিস্যনর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটহইতে যে২ উপদেশ পান তাহার মতে কার্য্য করিবেক ইতি। —১৮২৮ সা। ৭ আ। ২৩ ধা।

এ দেশীয় কমিস্যনরেরা আপনার কৃত নিষ্পত্তি জারী করিতে পারিবেন কিন্তু তাহার উপর আপীল হইলে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের উপদেশমত কার্য্য করিবার কথা।
[বারাণস।]

১০৯। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ কমিস্যনরদিগের কৃতকার্য্য দৃষ্টিপূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন এবং তাহারদিগের করা নিষ্পত্তির তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে তাহার উপর তাহার নিকটে আপীল হইলে তিনি তৎসম্পর্কীয় কাগজপত্র তলব করিবেন ও অন্য যে২ বিবেচনা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া ঐ কমিস্যনরদিগের নিষ্পত্তি সাব্যস্ত কি মতান্তর কি রদ করিবেন কিন্তু উভয়পক্ষের কোন পক্ষ ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দেওয়া হুকুম রদ করাইবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দরখাস্ত করিলে ঐ শ্রীযুত তাহা রদ করিতে পারেন ইতি। ১৮২৮ সা। ৭ আ। ২৪ ধা।

ছয় মাসের মধ্যে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কমিস্যনরদিগের কৃতকার্য্য সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দৃষ্টিগোচর হইবার কথা।
[বারাণস।]
শ্রীযুতের হজুরে দরখাস্ত দিলে তিনি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুম রদ করিতে পারিবার কথা।

১১০। মালগুজারী ও আদালতসম্পর্কীয় হুকুম জারীকরণের প্রতিবন্ধকতার যে২ দণ্ড চলিত আইনেতে নিরূপিত আছে তাহা এই

হুকুম জারীর প্রতিবন্ধকতার দণ্ড এক

আইনের মতে হওয়া হুকুম জারীর বাধকতার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।
[বারাণস।]

আইনানুসারে হওয়া হুকুম জারীকরণের প্রতিবন্ধকতার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ২৫ ধা।

এই আইনে প্রকারান্তর হুকুম না হইয়া থাকিলে চলিত আইনানুসারে রাজস্ব ও আদালতসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য করা যাইবার কথা।
[বারাণস।]

১১১। এই ধারাক্রমে ইহাও জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে এই আইনের দ্বারা প্রকারান্তর হুকুম না হইয়া থাকিলে এই আইনের লিখিত মহালাতের মালগুজারী ও আদালতসম্পর্কীয় সকল কর্ম্ম চলিত আইনের অভিপ্রায় ও তাৎপর্য্যানুসারে করা যাইবেক এবং তাহা ঐ বিষয়ে সম্পর্ক না রাখিলে ন্যায় ও সুবিবেচনানুসারে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৭ আ। ২৬ ধা।

৩ অধ্যায়।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত।

দত্ত দেশ।

৬ ধারা।

ফসলী ১২৩০ অবধি ১২৩৪ পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত।

[৩ অধ্যায় দত্ত দেশের বন্দোবস্ত বিষয়। প্রথম কএক সালের বন্দোবস্তের বিধি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ না হইয়া কেবল পারস্য ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল এইপ্রযুক্ত ১ সংখ্যাঅবধি ৮৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত এই গ্রন্থে দেওয়া হইল না।]

দত্ত দেশের হাল বন্দোবস্ত আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবার কথা। [দত্ত দেশ।]

৮৫। ইহার পরে যেং স্থান বর্জিত করা যাইবেক তাহাব্যতিরেকে দত্ত দেশসকলেতে যে জমীদার কি অন্য ব্যক্তিকে সে যে মহালের মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিয়াছে সেই মহালের সর্ব্বকালের স্বত্বাধিকারী কি দখীলকার স্বীকার করিয়া তাহার সহিত সেই মহালের ভূমির জমার যে হাল বন্দোবস্ত করা গিয়াছে সেই বন্দোবস্ত ইহার পরে যেং নিয়ম লেখা যাইবেক তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া ফসলী ১২৩৪ সালের শেষপর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

কটক জিলার হাল বন্দোবস্তও ঐ মত বহাল রাখা যাইবার কথা। [দত্ত দেশ।]

৮৬। জিলা কটকের ভূমির জমার হাল বন্দোবস্ত উপরের লিখিত যে সকল লোকের সহিত করা গিয়াছে ঐ বন্দোবস্ত উপরের উক্ত মতে এবং উপরের প্রস্তাবিত নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া আমলী ১২৩৪ সালের শেষপর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ২ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যানর সাহেবেরা বন্দোবস্ত বহাল রাখনের বিষয়ে যে ইশ্‌তিহার দেওয়াইয়াছেন তাহা মঞ্জুর ও প্রবল হইবার কথা। [দত্ত দেশ।]

ঐ ইশ্‌তিহারের লিখনমতে যে জমীদারেরা বন্দোবস্ত বহাল রাখিতে অসম্মতির কথা জানাই

৮৭। দত্ত ও জয়করা দেশের বোর্ড কমিস্যানর সাহেবেরা এবং কটক জিলার কমিস্যানর সাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে আপনং হুকুমের তাবে জিলাসকলেতে এই অর্থে ইশ্‌তিহারনামা দেওয়াইয়াছেন যে সরকারের মনস্থ এই যে হালের পাট্টাআদি উপরের লিখিত মত আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত বহাল থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত যে সকল জমীদার ও অন্যং ব্যক্তিরা আপনারদিগের করা কৌলকরার আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত বহাল রাখিতে অসম্মত হয় তাহারদিগের এ বিষয়ের সম্বাদ জিলার কালেক্‌টর সাহেবকে দিতে হইবেক। এই আইনের দ্বারা ঐ ইশ্‌তিহারনামা মঞ্জুর ও প্রবল করা যাইতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত যে সকল জমীদার ও অন্যং ব্যক্তি ঐ ইশ্‌তিহারনামার লিখিত হুকুমমতে তাহার উক্ত মিয়াদের মধ্যে ঐ সম্বাদ না দেয় হাল

তে ত্রুটি করে তাহারা আগামী পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত হালের জমার দায়ী হইবার কথা।

সালে তাহারদিগের যে মালগুজারী দাতব্য সেই মালগুজারী তাহারদিগের আগামী পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত অর্থাৎ যেখানে যেমন হয় ১২৩৪ ফসলীর কিম্বা ১২৩৪ আমলীর শেষপর্য্যন্ত বৎসর২ দিতে হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

জিলা গোরক্ষপুর ও আজিমগড় পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকরণের হুকুমের বহিভূত হইবার কথা।
[দণ্ড দেশ।]
নূতন বন্দোবস্ত হওনপর্য্যন্ত ঐ২ জিলার জমীদারেরা সনং ভূমি দখল করিবার কথা।

৮৮। জিলা গোরক্ষপুর ও আজিমগড় এই ধারার উপরের উক্ত প্রকরণসকলের লিখিত হুকুমের বহির্ভূত। ঐ২ জিলাতে পূর্ব্বোক্ত জমীদার ও অন্য২ ব্যক্তিরা যে২ মহালের মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিয়াছে ঐ২ মহালের বন্দোবস্ত মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা যত্নক্রমে পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের আরম্ভ করিতে যাবৎ প্রস্তুত না হন তাবৎ তাহার হাল সালে যে জমা তাহারদিগের দাতব্য তাহার দায়ী হইয়া সনং ঐ২ মহাল দখল করিতে পারিবেক এবং ঐ জমীদারেরা ও অন্য২ ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদিগের পাট্টাআদি বহাল রাখণের নিমিত্তে তত্তদ্দেশীয় মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সহিত যে২ কৌলকরার করিয়াছে কি করিবেক সে সকল এই প্রকণের দ্বারা প্রবল হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় মহালাতেতে চাল বন্দোবস্তের পাট্টা ঐ মত সনং বহাল থাকিবার কথা।
[দণ্ড দেশ।]

৮৯। ঐ মত পরগনা পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় মহালাতেতে পূর্ব্বোক্ত যে জমীদার এবং অন্য২ ব্যক্তিরা যে২ মহালের নিমিত্তে যে২ কৌলকরার করিয়াছে যেপর্য্যন্ত তাহারদিগের ঐ২ মহালের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইতে না পারে তাবৎ তাহারা উপরের প্রকরণের উক্ত মতে সনং সেই২ মহাল দখল করিতে পারিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

পাট্টাআদির মিয়াদ পূরা হইলে পরে যে জমীদারদিগের দখলে ভূমি থাকে তাহারদিগের বিষয়ে সামান্য হুকুমের কথা।
[দণ্ড দেশ।]

৯০*। এই প্রকরণেতে ইহাও জানান যাইতেছে এবং সাধারণ নিয়মস্বরূপ হুকুম করা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত যে কোন জমীদার কিম্বা অন্য মালগুজার কোন মহালের নিমিত্তে সরকারে যে মালগুজারী দাতব্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্তে সরকারের সহিত কৌলকরার করিয়াছে কিম্বা ইহার পরে করিবেক সেই জমীদার কি অন্য ব্যক্তি যদি ঐ কৌলকরারের মিয়াদ পূরা হইলে পর মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের বাধা না করণপ্রযুক্ত সেই মহালের কর্তৃত্ব করিতে থাকে এবং ঐ কৌলকরারের মিয়াদ গত হইলে পরে কোন সনে কি কোন সনের নিমিত্তে ঐ মহালের কৃষিকার্য্য কি কর্তৃত্ব কিম্বা জমার বন্দোবস্ত অথবা রাজস্বের নির্দ্ধার্য্য কি তহসীলকরণের বিষয়ে কোন কার্য্য করে কিম্বা করায় তবে অন্য প্রকারে বিশেষরূপে উভয় সম্মতি হওনব্যতিরেকে ঐ পূর্ব্বোক্ত জমীদার কিম্বা অন্য মালগুজার গুজস্তা সনে যে মালগুজারী তাহার দাতব্য ছিল ঐ

* ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ২ ধারাতে এই হুকুম আছে যে ইস্তক ৯০ লাগাইদ ৯৬ সংখ্যার বিধি এবং এই ১৮২২ সালের তৎপরে লিখিত সমস্ত ধারা চিরকালের বন্দোবস্ত না হওয়া সকল ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে।

সনের নিমিত্তে সেই মালগুজারীর দায়ী হইবেক। ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যে বোর্ডের কিম্বা কমিস্যনরসাহেবের অধীন থাকেন সেই বোর্ডের কি কমিস্যনরসাহেবের সম্মতি লইয়া কোন বন্দোবস্তের মিয়াদ পূরা হইবার পূর্ব্বে ছয় মাসের অধিক না হয় এমন কোন সময়ে পূর্ব্বোক্ত জমীদার কিম্বা মালগুজারেরদিগকে জানাইবার নিমিত্তে হুকুম দিতে পারেন যে তাহারা আগামি সনের নিমিত্তে আপনং করা কৌলকরার বহাল রাখিতে সম্মত বটে কি না এবং ঐ জমীদারেরা কি অন্য মালগুজারেরা যদি তাহা করিতে আপনারদিগের অসম্মতি তৎক্ষণে না জানায় তবে বোধ করা যাইবেক যে তাহারা হালের জমাতে আপনারদিগের পাট্টাআদি বহাল রাখিতে সম্মত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত মত সনং ঐ মতই। যে জমীদার কি অন্য মালগুজারেরা সনং ভূমি দখল করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহারদিগকে যদি সেই কালেক্টর কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ সনের আরম্ভে কি আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ জমা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক খুসরণেতে আপনার মনস্থ না জানান্ তবে বিশেষরূপে অন্য প্রকার হুকুম না হইলে ঐ জমীদার কিম্বা অন্য মালগুজারেরা কোন সনের নিমিত্তে বেশী মালগুজারীর দায়ী হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২ সা। ৬ প্র।

বোর্ডের সম্মতিক্রমে কালেক্টর সাহেবেরা জমীদারদিগকে তাহারা আপনং কৌলকরার বহাল রাখিতে চাহে কি না ইহার খবর দিতে হুকুম দিবার কথা।

যে জমীদারদিগের ভূমি দখলকরণের বাধা না হয় তাহারা কোনং প্রকারব্যতিরেকে বেশী মালগুজারীর দায়ী না হইবার কথা।

৯১। যেং মহাল এক্ষণে ইজারানিবিতে আছে তাহার বিষয়ে এইং হুকুম করা যাইতেছে যে হালের পাট্টাআদির মিয়াদ গত হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে যে মিয়াদ নিরূপণ করিবেন সেই মিয়াদে ঐং মহালের বন্দোবস্ত করা যাইবেক ও যে জমীদারেরা কি অন্য ব্যক্তিরা সেই মহালেতে সর্ব্বকালের স্বত্ব রাখে তাহারা যদি তাহার উপযুক্ত মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিতে সম্মত হয় তবে অন্য লোকঅপেক্ষা সেই জন গ্রাহ্য হইবেক এবং এ হুকুমও করা যাইতেছে যে ঐ প্রকার মহাল ইজারা দেওয়া গেলে ইজারদারকে যে পাট্টাআদি দেওয়া যায় তাহার মিয়াদ ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হইবেক না ও যেং জমীদারী এক্ষণে খাস তহসীলেতে আছে উপরের লিখিত হুকুমসকল তাহাতেও খাটিবেক ঐ মতও জমীদার ও ভূমির অন্য অধিকারিরা আপনারদিগের হালের করা কৌলকরার বহাল রাখিতে কিম্বা উপযুক্ত জমায় নূতন কৌলকরার করিতে অসম্মত হইলে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে সেইং ভূমি ইজারা দিতে পারেন্ কি ঐ পূর্ব্বোক্ত মিয়াদ কিম্বা তদপেক্ষা কম যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় এমত মিয়াদের কারণ সেই ভূমি আপনারদিগের কর্ত্তৃত্বতলে আনিয়া তাহা খাস তহসীলেতে রাখিতে পারেন। এ হুকুমও করা যাইতেছে যে যে কোন রাজা কিম্বা জমীদার কি তালুক

ইজারানিবিতে থাকা জমীদারীর বন্দোবস্ত করাযাওনের মতের কথা।
[দশ দেশ।]

খাসতহসীলে থাকা জমীদারীর বন্দোবস্তের মতের কথা।

অসম্মত জমীদারদিগের জমীদারীর বন্দোবস্তের কথা।

জমীদারেরা আপন জমীদারীর কর্ত্তৃত্বহীন হইবার কথা।

দার কিম্বা অন্য ব্যক্তি কোন মহাল কি মহালাতের কারণ কৌলকরার করিয়া থাকে কিম্বা করিবার দরখাস্ত করিয়া থাকে সেই মহাল সেই জনের কর্ত্তৃত্বে রাখাতে কিম্বা তাহা তাহার হাতে সমর্পণকরাতে দেশের শান্তির ব্যাঘাতহওনের কিম্বা আর কোন অতিশয় হানিহওনের আশঙ্কা আছে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ইহা বোধ হইলে সেই সকল বিষয়ের সম্বাদ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিতে হইবেক এবং ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের হুকুমেতে উপরের উক্ত মিয়াদহইতে অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় সেই মিয়াদে ঐ কি ঐং মহাল খাস তহসীলে রাখিতে কিম্বা ইজারা দিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

বিশেষ লোকদিগকে মালগুজারী আদায়ের কৌলকরার করিতে গ্রাহ্য করণেতে তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের অন্যান্যের স্বত্বের বিবেচনা ও নিষ্পত্তিকরণের বাধা না হইবার কথা। [দণ্ড দেশ।]

১২। বিশেষ২ লোকদিগকে সরকারের মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিতে গ্রাহ্যকরণেতে কোন প্রকারে সরকারের এ অভিপ্রায় নহে যে কাহারো স্বত্বের কি উপস্বত্বের হানি হয় কিম্বা সদর মালগুজারেরা যে ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিয়াছে সেই ভূমিতে তাহারদিগের যেং স্বত্ব থাকে সরকারের রাজস্বের পরিমাণের নিরূপণহওয়াতে ঐং স্বত্বের দ্বারা কিম্বা স্বয়ং সরকারের যে স্বত্ব পূর্ব্বে ছিল তাহারদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেই স্বত্ব তাহারদিগকে অর্পণকরণেরও দ্বারা তাহারদিগের যেং অধিক লাভোদয় হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে কিম্বা সরকারের রাজস্ব নির্ব্বিঘ্নে পাইবার নিমিত্তে বিশেষ আইনের দ্বারা সদর মালগুজারদিগকে প্রজাদিগের দ্রব্যজাত ক্রোককরণের কিম্বা বলক্রমে অন্য প্রকারে তাহারদিগের স্থানে খাজানা উসূলকরণের ক্ষমতা দিবার যে প্রয়োজন হইয়াছিল তদ্ব্যতিরেকে ঐ সদর মালগুজারদিগকে পূর্ব্বের স্বত্বহইতে কিছু অধিক দেওয়া যায় বরং সরকারের অতিশয় বাঞ্ছা এবং সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের অতিকর্ত্তব্য যে প্রত্যেক জনের যে স্বত্ব ও উপস্বত্ব আইনানুসারে হইয়াছে কি হওনের সম্ভাবনা আছে তাহা তাহারদিগের প্রত্যেকের দখলে নির্ব্বিঘ্নে রাখেন এই মূল দাঁড়ানুসারে এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে ও হুকুম করা যাইতেছে যে হালের পাট্টাআদির মিয়াদ বাড়াইবার কারণ যে হুকুম করা গিয়াছে তাহার মধ্যে কিম্বা হাল বন্দোবস্তের নিয়মের মধ্যে কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে তাহাতে সদর মালগুজারেরদের ও তাহারদিগের প্রজাদিগের পরস্পর ন্যায্য অধিকারের বিবেচনার ও নিষ্পত্তিকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ঐ কর্ম্মকরণের ব্যাঘাত হয় ও ঐ বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি কিম্বা হুকুম হওনহেতুক জমায় মাফ কি কমী পাওনের কোন দাওয়া গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু কোন জমীদার কিম্বা মালগুজার যে মহালেতে অধিকার রাখে কি তাহা দখল করে সে তাহাতে যে মুনাফা পাইত ঐ নিষ্পত্তিতে কি হুকুমেতে যদি তাহার অনেক ক্ষতি হয় তবে সেই জমীদার কি মালগুজার সেই মহালের

কিন্তু তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরদের কোন হুকুম কি নিষ্পত্তিতে কোন জমীদারের মুনাফার কমী অধিক হইলে সে আপন ক

কৌলকরার আলিতে পারে এবং তাহা হইলে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা সেই মহালের নূতন বন্দোবস্ত করিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

রা কৌলকরার আলিতে পারিবার কথা।

৯৩। যে জমীদারেরা কি মালগুজারেরা আপনারদিগের অধিকার ভুক্ত কিম্বা দাওয়া করা মহালের কর্ত্তৃত্বহইতে বেদখল হইয়া থাকে মালিকানা কিম্বা নানকাররূপে তাহারদিগের ঐ মহালের বাবৎ যে প্রাপ্তির বিষয়ে চলিত আইনেতে যে হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

মালিকানা এবং নানকারের বিষয়ে চলিত আইনেতে যে হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা।

[দত্ত দেশ।]

৯৪। ইজারাতে কি খাস তহসীলেতে থাকা ভূমির অধিকারিরা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকেরা যেমত নিরূপণ করেন সেই মত মালিকানা চলিত আইনেতে তাহার প্রতিবন্ধক কোন কথা লেখা থাকিলেও পাইবেক ও যে কোন জমীদারীর জমা অনেক অংশিতে সাধারণক্রমে আদায় করে সে অংশিরা সম্মিলিত দখীলকাররূপে কিম্বা আর কোনরূপেই বা সেই ভূমি ভোগ করুক তাহারদের পরস্পর অংশানুসারে ঐ মালিকানার অংশ করিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কোন মহালের অধিকারিকে কিম্বা অধিকারিরদিগকে যে মালিকানা দেওয়া যায় তাহা ঐ মহালের শুদ্ধ উৎপন্ন যত সরকারেতে পাওয়া যায় তাহার উপরে শতকরা পাচ টাকার কম ও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুমব্যতিরেকে দশ টাকার বেশী হইবেক না এবং এ হুকুমও করা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত অধিকারিরা এ সরকারভিন্ন অন্য সরকারহইতে যে নানকার পাইয়াছিল কিম্বা তাহারদিগের অধিকারিত্বপ্রযুক্ত আর যে কিছু পাইয়াছিল তাহার বদলে যদি কোন ভূমির উপস্বত্ব কিম্বা উৎপন্ন পাইতে থাকে তবে এই প্রকরণানুসারে তাহারা যে মালিকানা পাইবেক তাহাহইতে ঐ উপস্বত্বইত্যাদি বাদ দেওয়া যাইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন মহাল সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারাবিলিতে থাকনের সময়ে যে জমীদারেরা সেই মহালের মধ্যগত আপনারদিগের ভূমি আপনারদিগের ভোগদখলেতে রাখে অর্থাৎ যে জমীদারেরা আপনারদিগের ভূমির কৃষিকার্য্য করে কি পাট্টাআদির দ্বারা অন্যেরে যোত করিতে দেয় এবং সরকারের ইজারদারের কি কার্য্যকারকের নিকটে রাজস্ব দাখিল করে তাহারদিগের প্রতি এই প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক না এবং সরকারের বিশেষ হুকুম না হইলে যে কোন মালগুজার কিম্বা জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কি দখীলকার ঐ ইজারা দেওয়া কিম্বা খাসতহসীলে রাখা ভূমির প্রজাদিগের নিকট হইতে নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা কিছু পায় তাহারদিগের প্রতিও খাটিবেক না ও ইহাও জানান যাইতেছে যে যে মালগুজারেরা যে জমীদারীর মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার পূর্ব্বে করিয়া

ইজারা দিলেতে কি খাস তহসীলেতে থাকা ভূমির অধিকারিদিগকে মালিকানা দেওয়া যাইবার কথা।

[দত্ত দেশ।]

এক ভূমির অধিকারী অনেক জন হইলে তাহারদিগের মালিকানার অংশ যে প্রকারে করা যাইবেক তাহার কথা।

ঐ মালিকানা সরকারের জমার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার কম ও সরকারের বিশেষ হুকুমব্যতিরেকে শতকরা ১০ টাকার বেশী না হইবার কথা।

তাহাতে যাহা বাদ পড়িবেক তাহার কথা।

যে জমীদারেরা সরকারের তরফ ইজারদারের কি কার্য্যকারকের তাবে থাকিয়া আপনার ভূমি দখল করিতে থাকে এই প্রকরণানুসারে তাহারদিগকে কিছু মালিকানা দিতে না হইবার কথা।

যে জমীদারেরা

প্রজাদিগের স্থানে ঐ মত কিছু পায় বিশেষ হুকুমহওন ব্যতিরেকে তাহারাও মালিকানা না পাইবার কথা।

যে মালগুজার যে মহালের অধিকারী না হইয়া কিম্বা কেবল তাহার এক অংশের অধিকারী হইয়া তাহার মালগুজারী আদায়ের কৌলকরার করিয়া থাকে তাহারদিগের বিষয়ে বিশেষ হুকুমের কথা।

ছিল তাহারদিগের নাম পূর্ব্বের বন্দোবস্তের বহীতে জমীদার কি তালুকদার ইত্যাদিরূপে লেখা গিয়া থাকিলেও যদি ঐ ভূমির প্রকৃত অধিকারী না হয় কিম্বা ঐ ভূমির কেবল এক অংশের অধিকারী হয় তবে জমীদারীর জমার উপর উপরের উক্ত প্রাপ্তির অঙ্ক পাইবেক না কিন্তু তাহারা যে ভূমিতে প্রকৃত স্বত্বাধিকার রাখিয়াও তাহা আপনারদিগের দখলে রাখে না তাহার কারণ যে মালিকানা পাইতে পারে তাহার সহিত তাহারদিগের ঐ জমীদারীর কর্ত্তৃত্বপদের বদলে সরকার যাহা দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন তাহা পাইবেক এবং যে ভূমিতে যে কোন সদর মালগুজারের স্বত্বাধিকারিত্ব সেই ভূমির দখীলকারেরা স্বীকার করে না সেই মালগুজার যেপর্য্যন্ত কোন আদালতে জাবেতামতে নালিশকরণের দ্বারা কিম্বা বোর্ডের সম্মতি যাহাতে হয় এমত অন্য প্রকারে আপনার তাহাতে স্বত্বাধিকার রাখণের প্রমাণ না দেয় তাবৎপর্য্যন্ত তাহাকে কোন মালিকানা দেওয়া যাইবেক না কিন্তু এমত হইলে ঐ মালগুজারের তৎকালের ভরণপোষণার্থে বোর্ডের সাহেবদিগের লিখনক্রমে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে তদর্থে যাহা দেওয়া উপযুক্ত বুঝিয়া হুকুম দেন এমত ভরণ পোষণ তাহাকে দিতে হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

জমীদারেরা যে জমা আদায় করিবার কৌলকরার করিতে সম্মত হয় তাহা জানাইতে সরকারহইতে হুকুম পাইবার ও তাহারদিগের সমস্ত জমার উপর তাহারদিগের মালিকানার হিসাব করা যাইবার কথা।

[দত্ত দেশ।]

জমীদারেরা জমার বিষয়ে আপন সম্মতি না জানাইলে পূর্ব্ব সনের শুদ্ধ রাজস্বানুসারে মালিকানার হিসাব করা যাইবার কথা।

১৫। ইহাও জানান যাইতেছে যে যদি কোন জমীদার কি সদর মালগুজার কালেকটর সাহেবের কি কালেকটরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবের নিকটহইতে সেই জমীদার কি সদর মালগুজার যত জমা দিতে সম্মত হয় তাহা জানাইবার নিমিত্তে হুকুম পাইয়া তাহা জানাইয়া থাকে তবে সেই জমীদার কিম্বা সদর মালগুজার জমা যত দিতে আপন সম্মতি জানায় সেই জমার উপর মালিকানা পাইবেক ও শেষেতে সরকারের যে জমার নির্দ্ধার্য্য হয় তাহার উপর পাইবেক না ও তাহার সম্মত জমায় বন্দোবস্ত হইলে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ মোট জমার উপর কিম্বা ঐ জমীদার কি সদর মালগুজার সেই জমীদারীতে যে স্বত্বাধিকার রাখে তাহার পরিমাণানুসারে ঐ জমার কোন অংশের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার অধিক না হয় এমত পরিমাণে ঐ মালিকানার হিসাব করিতে পারিবেন এবং ইহাও জানান যাইতেছে যে যদি কোন জমীদার কি সদর মালগুজার পূর্ব্বোক্তমতে আপন সম্মতি জানাইতে কসুর করে তবে কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন সাহেব যে সনে তাহা জানাইবার হুকুম দিয়া থাকেন তাহার পূর্ব্বসনে সরকার ঐ মহালহইতে শুদ্ধ রাজস্ব যত পাইয়া থাকেন তাহার সংখ্যার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার কম ও ১০ টাকার বেশী না হয় এমত পরিমাণে তাহার মালিকানার হিসাব করা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

মালিকানার বিষ

১৬। এক্ষণে জানান যাইতেছে যে মালিকানার বিষয়ে ইঙ্গরেজী

১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার যে হুকুম আছে তাহা ঐ হুকুম জারীহওনের তারিখের পর হওয়াবিষয়ের উপর এবং কেবল ঐ আইনানুসারে হওয়া বন্দোবস্তের উপর এবং ঐ বন্দোবস্ত সমাপ্ত্যের পর যাহারা পলায়ন করে কেবল তাহারদের উপর খাটিবেক এমত অভিপ্রায় ছিল ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১১ ধা।

যে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারায় যে হুকুম আছে তাহার অর্থ প্রাপের কথা। [দত্ত দেশ।]

৭ ধারা।

ফসলী ১২৩৫ অবধি ১২৩৯ পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত।

১৭। ইহার পরে যেং বিষয় ও নিয়মের কথা লেখা যাইবেক তাহাব্যতিরেকে দত্ত দেশে যে বন্দোবস্ত জমীদারেরদের কি নম্বরদারেরদের কিম্বা যে জন যে মহালের নিমিত্তে বন্দোবস্ত করিয়াছে ও তাহার নাম ঐ মহালের ভূম্যধিকারী কি মৌরুসী দখীলকারস্বরূপ কি তাহারদিগের স্থলাভিষিক্ত জনস্বরূপে বহীতে লেখা গিয়াছে এমত অন্যং লোকেরদের সহিত হইয়াছে ঐ বন্দোবস্ত তাহারদিগের সহিত আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত অর্থাৎ ফসলী ১২৩৫ সালের আরম্ভঅবধি ১২৩৯ সালের শেষপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ২ আ। ২ ধা। ১ প্র।

দত্ত দেশের তাবৎ বন্দোবস্ত আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত বহাল থাকিবার কথা। [দত্ত দেশ।]

১৮। যদি কোন জমীদার কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্যং লোক এই আইনের বিশেষ করিয়া লিখিত নিয়মানুসারে আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত আপন কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে অসম্মত হয় তবে তাহারা যে কালেকটরসাহেব কি কালেকটরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবের তাবে হয় তাঁহার নিকটে আপন অসম্মতির কথা আগামি ৩১ জুলাই তারিখে মোতাবেকে ফসলী ১২৩৩ সালের ১২ শ্রাবণে জানাইবেক এবং যে সকল জমীদার কি পূর্ব্বোক্ত অন্যং লোকেরা পূর্ব্বোক্ত মিয়াদের মধ্যে আপন অসম্মতিজ্ঞাপক সম্বাদ না দেয় তাহারা এক্ষণে যে বন্দোবস্ত চলিতেছে ইহার পরের পাঁচ বৎসর অর্থাৎ ফসলী ১২৩৫ সালের প্রথমাবধি ১২৩৯ সালের শেষপর্য্যন্ত প্রতিবৎসর ফসলী ১২৩৪ সালের নিমিত্তে তাহারদিগের কবুলিয়তেতে যেমন লেখা থাকে সেই মত মালগুজারী দিবার দায়ী হইবেক ইহা এই প্রকরণদ্বারা জানান যাইতেছে এবং ইহা হইলে ইহার পরে যাহা লেখা যাইবেক তদ্ব্যতিরেকে ঐ পূর্ব্বোক্ত পাঁচ বৎসরের শেষপর্য্যন্ত ঐ লোকের দখলে থাকা মহালের নিমিত্তে যে জমা সরকারের প্রাপ্য তাহার কিছু মতান্তর হইবেক না ইতি।—১৮২৬ সা। ২ আ। ২ ধা। ২ প্র।

জমীদারেরা আর পাঁচ বৎসর মিয়াদ পর্য্যন্ত আপনারদিগের কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে অসম্মত হইলে নিরূপিত সময়ে কালেকটরসাহেবকে তাহার সমাচার দিবার কথা। [দত্ত দেশ।]

তাহা না দিলে আগামি পাঁচ বৎসরের প্রতিবৎসর সাবেক জমার দায়ী হইবার কথা।

১৯। ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ৪ প্রকরণেতে জিলা গোরক্ষপুর ও আজীমগড়ের নিমিত্তে বিশেষ করিয়া হুকুম লেখা গিয়াছে অতএব উপরের লিখিত হুকুম তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না এবং কোন জিলাতেও এইক্ষণে সামান্য যে বন্দো

পূর্ব্বোক্ত হুকুম গোরক্ষপুর ও আজীমগড়ের এবং চাল বন্দোবস্তের মিয়াদের পর কোন

বৎসরের নিমিত্তে বিশেষরূপে দেওয়া কবুলিয়তের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

বস্ত চলিতেছে তাহার পরের কোন কিম্বা কএক বৎসরের নিমিত্তে বিশেষরূপে যে কবুলিয়ৎ দেওয়া হইয়া থাকে তাহারো ক্ষতি বৃদ্ধি করিবেক না ইতি।—১৮২৬ সা। ২ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

[দত্ত দেশ।]

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনানুসারে যেং মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা গিয়াছে কি তাহা করিবার উদ্যোগ হইতেছে সে সকল মহাল উপরের লিখিত হুকুমের বাহির রাখিতে কালেক্টর সাহেবকে ক্ষমতার্পণ হওনের কথা।

[দত্ত দেশ।]

এমত হইলে কালেক্টরসাহেব মালগুজারদিগকে সমাচার দিবার কথা।

১০০। কালেক্টর সাহেবেরা এবং কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা তাঁহারা যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের তাবে হন তাঁহারদিগের হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া যে কোন মহাল কি যেং মহালের বন্দোবস্তের পুনর্দৃষ্টি হইয়াছে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের অনুসারে তাহাকরণের উদ্যোগ হইতেছে কিম্বা ঐং ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাহেবেরদের বিবেচনানুসারে যেং মহালের পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত অবিলম্বে করণের বিশেষ হেতু বোধ হয় সে সকল মহাল উপরের লিখিত হুকুমসকলের বাহির রাখিতে পারিবেন এবং শেষের উক্ত মহালের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরদের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি সাহেবেরদিগের ক্ষমতা আছে যে বোর্ডের সাহেবেরা যেমন হুকুম করেন্ সেইমত হালের পাট্টার মিয়াদ পূর্ণ হইবামাত্র তাহার বন্দোবস্ত পুনর্ব্বার করেন্ কিম্বা পাঁচ বৎসরের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদের নিমিত্তে ঐ কবুলিয়ৎ দেওনিয়াদিগকে নূতন পাট্টা দেন কিন্তু ইহাতে দৃষ্টি রাখিতে হইবেক যে কোন মহাল কি মহালাতের বিষয়ে উপরের লিখনানুসারে বিশেষ কার্য্যকরণের কল্প করা গেলে কালেক্টর সাহেব কিপূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি সাহেব লিখনের দ্বারা ঐ কল্পের সম্বাদ ঐ কবুলিয়ৎ দেওনিয়াকে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের ১ মার্চে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে দিবেন মালগুজারের বাসস্থানে পরওয়ানা দিলে কি রাখিলে কি কালেক্টর সাহেবের হুকুমেতে মহালের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে সম্বাদপত্র লট্‌কাইয়া দিলে সম্বাদ দেওয়া সিদ্ধ হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ২ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

যে জমীদার এবং অন্য লোকেরা অন্য পাঁচ বৎসর মিয়াদের নিমিত্তে আপনারদিগের কবুলিয়ৎ বহাল রাখে তাহারা পাট্টার মিয়াদ পূরিলে পর তাহার লিখিত শেষ বৎসরে যে জমার দায়ী ছিল সেই জমা ঐ পাঁচ বৎসরের প্রতি বৎসর দিবার কথা।

[দত্ত দেশ।]

বিশেষ হুকুমের কথা।

১০১। উপরের লিখনমতে যেং জমীদার এবং পূর্ব্বোক্ত অন্যং লোকদিগের কবুলিয়ৎ অন্য পাঁচ বৎসর মিয়াদের কারণ বহাল রাখা যায় তাহারা এবং অন্য যে সকল লোকেরা ইহার পরে স্বত্বাধিকারিস্বরূপে কি স্বত্বাধিকারির স্থলাভিষিক্তস্বরূপে বন্দোবস্তের কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেক তাহারাও ঐ মত বহালরাখা কি দেওয়া পাট্টার মিয়াদ পূর্ণ হইলে পর তাহারা যে মহালের নিমিত্ত কবুলিয়ৎ দিয়াছে কি ইহার পরে দিবেক সে মহাল তাহারদিগের ভোগদখলে থাকিবেক এবং তাহারা যেপর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুমমতে বিশেষরূপে পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত না শুধরেন্ কিম্বা সরকারহইতে নূতন জমা ধার্য্য করিবার বিশেষ হুকুম না হয় সেপর্য্যন্ত তাহারদিগের পাট্টার মিয়াদের শেষ বৎসরের নিমিত্তে যে জমা সরকারে দাতব্য হয় বৎসরং তাহার দায়ী হইবেক কিন্তু ইহাতেও দৃষ্টি রাখিতে হইবেক যে পূর্ব্বোক্ত কোন জমীদার কি অন্য

মালগুজার উপরের লিখিত হুকুমানুসারে যে জমা দেয় তাহার অধিকের দায়ী কোন বৎসরে হইবেক না যদি তাহার পূর্ব্ব জ্যৈষ্ঠ মাসে কি তাহার পূর্ব্বে বোর্ডের সাহেবেরদের নূতন জমা ধার্য্য হওয়া মঞ্জুর হওনের সম্বাদ না পায় এবং অন্য কোন জন ঐ মহালের অধিকারিত্বের দাওয়া করিলে আদালতহইতে তাহার অধিকারহওয়ার নিষ্পত্তিপত্রের মতাচরণ হওনদ্বারাব্যতিরেকে উপরের উক্ত সম্বাদ না পাইলে কোন জমীদার কি অন্য মালগুজার আপন কবুলিয়ৎ দেওয়া মহালহইতে বেদখল হইবেক না ইতি।—১৮২৬ সা। ২ আ। ৩ ধা।

এইক্ষণে যেং জমীদারী ইজারাবিলিতে আছে তাহার ইজারার পাট্টার মিয়াদ পূর্ণ হইলে তাহার বন্দোবস্তের নিয়মের কথা।

[দর দেশ।]

মহাল ইজারাবিলিতে থাকিলে যে নিয়মমত কার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

উপরের লিখিত হুকুম খাসতহসীলে থাকা জমীদারীর সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

আপনারদিগের ভূমির আবাদ কম করণপ্রযুক্ত জমীদারেরা জমীদারীর কর্তৃত্ব হইতে বহিষ্কৃত হইবার কথা।

১০২। যেং মহাল এক্ষণে ইজারাবিলিতে আছে তাহার ইজারার হাল পাট্টার মিয়াদ পূর্ণ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে যে মিয়াদের হুকুম করেন সেই মিয়াদে সেইং মহালের বন্দোবস্ত করা যাইবেক যে জমীদার কি অন্য লোকেরা ঐং মহালাতে মৌরুসী স্বত্বাধিকার রাখে তাহারা যদি উপযুক্ত পরিমাণে সরকারের মালগুজারী আদায় করিবার কবুলিয়ৎ দিতে স্বীকৃত হয় তবে সেইং মহালের বন্দোবস্তের বিষয়ে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা গ্রাহ্য হইবেক আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ঐং মহাল ইজারাবিলিতে থাকিলে ইহার পরে যে বর্জ্জনের কথা লেখা যাইবেক তদ্ব্যতিরেকে ইজারদারকে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহার মিয়াদ ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হইবেক না ও উপরের লিখিত হুকুম খাসতহসীলে থাকা মহালসকলের বিষয়ে এমত সম্পর্ক রাখিবেক যে জমীদারেরা এবং অন্য ভূম্যধিকারিরা উপযুক্ত জমাতে হালের কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে অসম্মত হইলে রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এই ধারার বিশেষ রূপে লিখিত নিষেধেতে দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে মিয়াদের হুকুম হয় সেই মিয়াদে ঐং মহাল ইজারাবিলি করেন কিম্বা ঐং মহাল খাসতহসীলেতে রাখিয়া তাহার সরবরাহ নিজে ঐ মিয়াদপর্য্যন্ত কি তাহার কম যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ ও নিরূপণ হয় সেইপর্য্যন্ত করেন আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি জানা যায় যে জমীদারেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন জমীদারীর আবাদ কম করাইয়াছে কিম্বা আর কোন প্রকারে আপনারদিগের সরবরাহে কি দখলে থাকা মহালের কিছু হানি করিয়াছে তবে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেইং জমীদারী সেইং দোষি জমীদারদিগের হাতছাড়া করিয়া অন্য ১৫ পঞ্চদশ বৎসর মিয়াদের নিমিত্তে ইজারা বিলি করেন এবং জঙ্গলা ভূমি আবাদকরণের নিমিত্তে ও কৃষিকর্ম্ম বর্দ্ধনার্থে আবশ্যক উপায় করিবার জন্যে অথবা দেশের মঙ্গলবৃদ্ধির কারণ তত্তৎস্থানের বিশেষ কোন কারণপ্রযুক্ত আবশ্যক বোধ হইলে ঐ মিয়াদে জমীদার এবং ইজারদারদিগকে পাট্টা দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ২ আ। ৪ ধা।

৪ অধ্যায়।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত।

জয়প্রাপ্ত দেশ।

৫ ধারা।

ফসলী ১২৩৩ অবধি ১২৩৭ পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত।

[জয়প্রাপ্ত দেশের প্রথম কএক বন্দোবস্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হয় নাই এইপ্রযুক্ত এই গ্রন্থে দেওয়া গেল না।]

কোন২ বিষয় হইলে জয় করা দেশসকলের ও বুন্দেলখণ্ডে হাল বন্দোবস্ত আর ৫ পাঁচ বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত বহালরাখা যাইবার কথা।

[জয়প্রাপ্ত দেশ।]

৪৫। ইহার পরে বিষয় ও যেং নিয়ম লেখা যাইবেক সেইং বিষয়ব্যতিরেকে ও নিয়ম রক্ষা করিয়া জয়করা দেশসকলে ও বুন্দেলখণ্ডে যে জমীদারেরদের ও নম্বরদারেরদের কিম্বা অন্য লোকেরদের নাম তাহারা যেং মহালের নিমিত্তে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে সেইং মহালের সর্ব্বকালের অধিকারি কিম্বা দখীলকার কিম্বা তাহারদিগের স্থলাভিষিক্ত জনস্বরূপে বহীতে লেখা গিয়াছে সেই জমীদারইত্যাদির সহিত ঐ বন্দোবস্ত আর ৫ পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত অর্থাৎ ফসলী ১২৩৩ সালঅবধি ১২৩৭ সালের শেষপর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৯ আ। ২ ধা। ১ প্র।

যে জমীদারেরা অন্য মিয়াদের নিমিত্তে আপনং কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে না চাহে তাহারা আগামি ১৫ অক্টোবরে কি তাহার পূর্ব্বে মালগুজারী তহসীলকারি সাহেবদিগের নিকটে তাহা জানাইবার কথা।

[জয়প্রাপ্ত দেশ।]

যাহারা তাহা জানাইতে কসুর করে তাহারা আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত হাল জমার দায়ী হইবার কথা।

তাহা হইলে জমার ন্যূনাতিরেক না হইবার কথা।

৪৬। যদি পূর্ব্বোক্ত কোন জমীদার এবং অন্যং লোকেরা এই আইনের লিখিত বিশেষ নিয়মানুসারে আর পাঁচ বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত আপন কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে অসম্মত হয় তবে তাহারা আগামি অক্টোবরের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে কি সেই তারিখে তাহারা যে কালেক্টর সাহেবের তাবে থাকে সেই কালেক্টর সাহেবের কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের নিকটে তাহা নিবেদন করিবেক এবং পূর্ব্বোক্ত যে সকল জমীদারেরা এবং অন্য লোকেরা উপরের লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ অর্থে নিবেদন না করে তাহারা হাল বন্দোবস্তের মিয়াদ পূরাহওনের পর আর ৫ পাঁচ বৎসরের প্রত্যেক বৎসরের মালগুজারীর দায়ী হইবেক এবং এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে ঐ মালগুজারী তাহারদিগের দিতেই হইবেক অর্থাৎ ফসলী ১২৩২ সালের নিমিত্তে তাহারদিগের কবুলিয়তে বিশেষ করিয়া যে মত লেখা থাকে সেইমত ফসলী ১২৩৩ সালঅবধি ১২৩৭ সালের শেষপর্য্যন্ত মালগুজারীর দায়ী হইবেক এবং তাহা হইলে ইহার পর যাহা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবেক তদ্ব্যতিরেকে ঐ ৫ পাঁচ বৎসর মিয়াদ পূর্ণ না হইলে ঐং লোকদিগের দখলে থাকা মহালাতের বাবৎ সরকারের তলবী জমার কিছু ন্যূনাধিক হইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৪৭। যে কালেক্টর সাহেবেরা এবং কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবেরা যেং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তাবে থাকেন তাঁহারা ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুমের অধীনতায় ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুমানুসারে যে কিম্বা যেং মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক স্থধরা গিয়াছে কিম্বা এক্ষণে স্থধরা যাইতেছে কিম্বা ঐ সাহেবদিগের বিবেচনানুসারে অবিলম্বে যেং মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক স্থধরা যাওনের বিশেষ হেতু থাকে ঐ সকল মহাল উপরের লিখিত হুকুমের বহির্ভূত করিতে পারেন্ এবং শেষের উক্ত মত মহাল হইলে কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি সাহেবেরা বোর্ডের সাহেবেরা যে মত হুকুম দেন্ তদনুসারে হালের পাট্টার মিয়াদ পূর্ণ হইলে ঐ মহালের বন্দোবস্ত পুনর্ব্বার তৎক্ষণে করিতে কিম্বা ৫ পাঁচ বৎসরের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদের নিমিত্তে ঐ কবুলিয়ৎদেওনিয়া লোকেরদিগকে নূতন পাট্টা দিতে ক্ষমতা রাখেন্। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে কোন মহাল কি কোনং মহালের বিষয়ে বিশেষরূপে পূর্ব্বোক্ত মত কার্য্য করা স্থির হইলে কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১ পহিলা মার্চে কি তাহার পূর্ব্বে ঐ কবুলিয়ৎদেওয়া জনের নিকটে তাহা স্থির করা যাওনের জ্ঞাপনপত্র পাঠাইবেন ও কালেক্টর সাহেবের হুকুমানুসারে ঐ মালগুজারের সামান্য বাসস্থানে দেওয়া কিম্বা রাখা কিম্বা ঐ মহালের মধ্যগত সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্কান পরওয়ানাই তাহার উপযুক্ত সমাচারপত্র বোধ হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

বিশেষ কোন হেতু থাকিলে কোনং মহাল উপরের উক্ত হুকুমের বহির্ভূত করিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

এবং ঐং মহালের বন্দোবস্ত পুনর্ব্বার করিতে কি অন্য মিয়াদের নিমিত্তে নূতন পাট্টা দিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

ঐ কার্য্য করা স্থির করণের সম্বাদ কালেক্টর সাহেবদিগের দিতে হইবার বিশেষ হুকুম।

৪৮। হালবন্দোবস্ত করা গেলে তাহার পরের কোন বৎসর কিম্বা কোনং বৎসরের নিমিত্তে যেং বিশেষ কবুলিয়ৎ দেওয়া গিয়া থাকে উপরের লিখিত হুকুম ঐং কবুলিয়তের কিছু হানি করিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

উপরের হুকুম তাহার পূর্ব্বে দেওয়া কবুলিয়তের কিছু হানি না করিবার কথা।

[জয়প্রাপ্ত দেশ।]

৪৯। পূর্ব্বোক্ত যে জমীদারেরদের এবং অন্য লোকেরদের কবুলিয়ৎ উপরের লিখিত হুকুমমতে অন্য ৫ পাঁচ বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবেক তাহারা এবং অন্য যে সকল লোকেরা ইহার পরে ভূম্যধিকারিরদের কিম্বা ভূম্যধিকারিদিগের স্থলাভিষিক্তস্বরূপে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেক তাহারা ওযেং মহালের নিমিত্তে কবুলিয়ৎ দিয়াছে কিম্বা ইহার পরে দিবেক সেইং মহাল বহাল রাখা কি নূতন দেওয়া পাট্টার মিয়াদ গত হওনের পরেও দখল করিতে থাকিবেক এবং কালেক্টর কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কর্ম্মকারি সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে যাবৎ ঐ বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিকরণ ও তাহার বেওরা লিখনপূর্ব্বক স্থধরিতে না পারেন্ কিম্বা সরকারহইতে নূতন বন্দোবস্ত করিতে বিশেষ হুকুম না পান্ তাবৎপর্য্যন্ত পাট্টার লিখিত মিয়াদের শেষ

ঐং পাট্টার মিয়াদ গত হওনের পর যেং জমীদারইত্যাদির কবুলিয়ৎ বহাল রাখা যায় তাহারা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত স্থধরা না যাওনপর্য্যন্ত পূর্ব্বের জমা দিয়া আপনং ভূমি দখল করিবার কথা।

উপযুক্ত সময়ে সম্বাদ না পাইলে জ

মীদারেরদের বেশী জমা দিতে না হইবার বিশেষ হুকুম।

আদালতের হুকুম না হইলে ঐ সম্বাদ পাওনব্যতিরেকে ঐ লোকেরা আপনারদিগের ভূমির কর্তৃত্বহইতে বেদখল না হইবার কথা।

বৎসরের নিমিত্তে যে জমা তাহারদিগের দাতব্য বৎসর২ সেই জমার দায়ী হইবেক আরো হুকুম করা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত কোন জমীদার কিম্বা অন্য মালগুজার জ্যৈষ্ঠমাসে কি তাহার পূর্ব্বে বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে নূতন জমা নির্দ্ধার্য্যহওয়া মঞ্জুরহওনের সম্বাদ না পাইলে উপরের হুকুমানুসারে যে জমার দায়ী আছে কোনপ্রকারে কোন বৎসরে তাহার অধিকের দায়ী হইবেক না এবং ঐমত কোন জমীদার কিম্বা অন্য কোন মালগুজার অন্য কোন জন তাহার দখলে থাকা ভূমির অধিকারিত্বের দাওয়া করাতে আদালতের হুকুম তাহার পাওনের অর্থে হওনব্যতিরেকে আপনার কবুলিয়ৎ দেওয়া কোন মহালের কর্তৃত্বহইতে ঐ প্রকার সমাচারপত্র না পাইলে বেদখল হইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

যেং জমীদারী এক্ষণে ইজারাবিলিতে আছে তাহার হাল্পাট্টার মিয়াদ পূরা হইলে তাহার বন্দোবস্ত পুনর্ব্বার করিবার এবং যে জমীদারেরা ঐ২ মহালেতে সর্ব্বকালিক স্বত্ত্ব রাখে তাহারা অগ্রগণ্য হইবার কথা।

[জয়প্রাপ্ত দেশ।]

ঐ২ পাট্টার মিয়াদ ১২ বৎসরের অধিক না হইবার বিশেষ হুকুম।

খাস তহসীলে থাকা মহালের সহিত উপরের উক্ত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

জমীদারইত্যাদি আপন২ কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে অসম্মত হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন২ ভূমি অপকৃষ্ট করে তাহারা তাহাহইতে বেদখল হইবার বিশেষ হুকুম।

৫০। যেং জমীদারী এক্ষণে ইজারা দেওয়া গিয়াছে তাহার হাল পাট্টার মিয়াদ পূর্ণ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে যে মিয়াদের হুকুম দেন্ ঐ মিয়াদের নিমিত্তে তাহার বন্দোবস্ত করা যাইবেক ও যে জমীদারেরা কিম্বা অন্য জনেরা ঐ২ মহালেতে সর্ব্বকালিক স্বত্ত্বাধিকার রাখে তাহারা যদি সরকারের উপযুক্ত মালগুজারী আদায় করিবার নিমিত্তে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিতে সম্মত হয় তবে তাহারা অন্যাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবেক আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ২ মহাল ইজারা দেওয়া গেলে ঐ ইজারদারেরদের পাট্টার মিয়াদ ইহার পরে যাহা লেখা যাইবেক তদ্ব্যতিরেকে ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হইবেক না ও যেং জমীদারী এক্ষণে খাস তহসীলে আছে উপরের লিখিত নিয়ম ঐ২ জমীদারীতেও সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ মত জমীদারেরা এবং অন্য ভূমির অন্য অধিকারিরা উপযুক্ত মালগুজারী আদায় করিবার নিমিত্তে হালের কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে অসম্মত হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেমন নিরূপণ করেন্ সেইমত ইহার পরে যে নিষেধ লেখা যাইবেক তাহা দৃষ্টি করিয়া মালগুজারী তহসীলকারি সাহেবেরা ঐ২ ভূমি ঐ মিয়াদের নিমিত্তে ইজারা দিতে কিম্বা ঐ পূর্ব্বোক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত কিম্বা যেরূপ উপযুক্ত বুঝা যায় সেমত তাহাহইতে কম মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ ভূমি খাস তহসীলে রাখিয়া তাহার কর্তৃত্ব আপনারা করিতে ক্ষমতা রাখিবেন আরো হুকুম করা যাইতেছে যে জমীদারেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনারদের ভূমির আবাদের কমী করাইলে কিম্বা আপনারদের দখলে থাকা যে ভূমির নিমিত্তে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকে তাহা আর কোন প্রকারে অপকৃষ্ট করিলে তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ অপরাধি জনেরদিগকে ঐ ভূমিহইতে বেদখল করিতে এবং ১৫ বৎসর মিয়াদে ঐ ভূমি ইজারা দিতে ক্ষমতা রাখিবেন ও জঙ্গলা ভূমি আবাদ করিবার নিমিত্তে কিম্বা দেশের হিতার্থে কৃষিকার্য্যের আধিক্য কি আর কোন কার্য্য করিবার জন্যে কোন কারখানাইত্যাদি করিবার নিমিত্তে ঐ স্থানের বিশেষ কোন২ অবস্থাপ্রযুক্ত ঐ ভূমির পাট্টা দিবার আব

শ্যক হইলে ঐ মিয়াদের নিমিত্তে জমীদারেরদিগ্‌কে এবং ইজারদারেরদিগ্‌কে তাহার পাট্টা দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৯ আ। ৩ ধা।

তাহা হইলে এবং বিশেষ অবস্থাপ্রযুক্ত আবশ্যক হইলে ১৫ বৎসর মিয়াদে ঐ ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবার কথা।

৫১। ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩ তৃতীয় এবং তাহার পরের অন্যং ধারার লিখিত হুকুম উপরের লিখিত স্থধরণের এবং তারিখ ও মিয়াদের আবশ্যকরূপ মতান্তরহওনের সহিত যেমন দত্ত দেশসকলেতে সম্পর্ক রাখে সেইমত জয়করা দেশসকলে ও বুন্দেলখণ্ডেতে সম্পর্ক রাখিবেক আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত যেং কথা ঐ প্রকরণের লিখিত বিশেষ প্রকারেতে দেওয়া কবুলিয়ৎ ৫ পাঁচ বৎসরের অধিককাল প্রবল থাকনের প্রতিবন্ধক হয় সেইং কথা উপরের ধারার বিশেষ লিখনানুসারে ইজারদারদিগ্‌কে দেওয়া পাট্টার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বিশেষ কোনং অবস্থাপ্রযুক্ত আবশ্যক বুঝিলে সরকারের অনুমতি লইয়া দত্ত দেশসকলের মত জয়করা দেশসকলেও ১৫ পনের বৎসরের অধিক না হয় এমত কোন মিয়াদের নিমিত্তে জমীদারদিগকে কিম্বা ইজারদারদিগ্‌কে ভূমির পাট্টা দিতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৯ আ। ৪ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩ ও তাহার পরের অন্যং ধারার হুকুম উপরের উক্ত স্থধরণ ও মতান্তরের সহিত জয়করা দেশ ও বুন্দেলখণ্ডেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

[জয়প্রাপ্ত দেশ।]

বিশেষ অবস্থা হইলে ঐ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের কোনং কথা যাহাতে খাটিবেক তাহার কথা।

৫ অধ্যায়।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত।

কটক।

৩ ধারা।

আমলী ১২১০ অবধি ১২২২ পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত।

[কটক দেশের প্রথম কএক বন্দোবস্ত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হয় নাই এইপ্রযুক্ত এই গ্রন্থে দেওয়া যায় নাই।]

কটক জিলাইত্যাদির ভূমির জমার একসালা বন্দোবস্ত হইবার কথা।
[কটক।

৩৬। জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালাতের ভূমির জমার একসালা বন্দোবস্ত এতাবতা আমলী ১২২০ সালের বন্দোবস্ত হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১ আ। ২ ধা। ১ প্র।

আমলী ১২২০ সাল গত হইলে ঐ ভূমিতে পুনরায় দুইসনা বন্দোবস্ত হইবার কথা।
[কটক।]

৩৭। আমলী ১২২০ সাল গত হইলে পর পুনরায় উপরের উক্ত ভূমির দুইসনা বন্দোবস্ত এতাবতা আমলী ১২২১ ও ১২২২ সালের জমার বন্দোবস্ত হইবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ১ আ। ২ ধা। ২ প্র।

আমলী ১২২২ সাল গত হইলে ঐ সকল মহালের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।
[কটক।]

৩৮। জানা কর্ত্তব্য যে আমলী ১২২২ সাল গত হইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের উচিত যে উপরের উক্ত ভূমির উত্তর কালের বন্দোবস্তের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১০ আইনের ৫ ধারাতে যে২ দাঁড়া লেখা গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।—১৮১৩ সা। ১ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

অধ্যায় ।

বীরভূমের ঘাটওয়ালদিগের সহিত বন্দোবস্ত।

১। যে ব্যক্তিরদিগকে লোকেরা ঘাটওয়ালা বলে তাহারা জিলা বীরভূমের মোতালক কএক মহাল এ প্রকারে ভোগদখল করে যে তাহার সহিত এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়া সম্যক প্রকারে সম্পর্ক রাখে না ও সর্ব্ব প্রকারেতে ইহা বোধ হইতেছে যে ঐ সকল ব্যক্তিরা তথাকার সাবেক দস্তুর ও রেওয়াজমতে ঐ সকল মহালের মোকররী মালগুজারীর বীরভূমের জমীদারের নিকটে দেওনের ও পোলীসের সিরিশতার সুধারা হইবার নিমিত্তে যাহাং কর্ত্তব্য তাহা করণের নিয়মে ঐ সকল মহাল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলকরণের হক রাখে ও যেহেতুক মালগুজারীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ সকল ব্যক্তিদিগের যে মালগুজারী দিতে হইবেক পুরা তহকীক করণের পরে তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও ঐ সকল ব্যক্তিদিগের সহিত সংপ্রতি যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা সাব্যস্ত ও কায়েম রাখা আবশ্যক জানা গেল অতএব শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া জিলা বীরভূমেতে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৯ আ। ১ ধা।

হেতুবাদ।
[বীরভূম।]

২। সংপ্রতি সরকারের তরফহইতে জিলা বীরভূমের ঘাটওয়ালদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে এ কারণ এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এক্ষণে যে জমা তাহারদিগের ভূমির উপর মোকরর হইয়াছে তাহারা যাবৎ তাহা আদায় করিবেক তাবৎ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ঐ ভূমিতে ভোগবান ও দখীলকার থাকিবেক ও যাবৎ সময়শিরে মালগুজারী আদায় করে ও ভূমি ভোগদখলকরণের সম্পর্কীয় অন্যাং নিয়মমতে কার্য্য করে তাবৎ তাহারদিগের স্থানে বেশী তলব হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৯ আ। ২ ধা।

জিলা বীরভূমেতে ঘাটওয়ালেরা যে নিয়মে আপনং ভূমিতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগবান থাকিবেক ও তাহারদিগের স্থানে বেশী খাজানা তলব না হইবেক তাহার কথা।
[বীরভূম।]

৩। ঘাটওয়ালী মহাল জিলা বীরভূমের জমীদারীর শামিল বোধ হইবেক কিন্তু ঐ সকল মহালের মালগুজারীর টাকা ঘাটওয়ালেরা অন্যের দ্বারাব্যতিরেকে আপনি যে আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেব সিউড়ী মোকামেতে থাকেন তাঁহার নিকটে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তরফহইতে অন্য যে সাহেব মালগুজারী তহসীলের নিমিত্তে মোকরর হন তাঁহার নিকটে দাখিল করিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৯ আ। ৩ ধা।

ঘাটওয়ালী মহাল বীরভূমের জমীদারীর শামিল হইবার ও তাহার খাজানা আদায় হওনের মতের কথা।
[বীরভূম।]

ঘাটওয়ালী মহালের বাবৎ সরকারের মোকররী জমা বাদে যাহা বাকী থাকে তাহা বীরভূমের জমীদার ও তাহার ওয়ারিসানকে দেওয়া যাইবার কথা
[বীরভূম।]

৪। ঘাটওয়ালদিগের উপর ঘাটওয়ালী মহালের বাবৎ সে টাকা মালগুজারী মোকরর হইয়াছে তাহাহইতে ঐ মহালের বাবৎ যত টাকা জমা সরকারে বীরভূমের জমীদারের দিতে হয় তাহা কাটিয়া লইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা বীরভূমের জমীদার ও তাহার ওয়ারিসানকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সাল ২৯ আ। ৪ ধা।

ঘাটওয়ালেরা মালগুজারীর টাকা বাকী পাড়িলে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।
[বীরভূম।]

৫। যদি ঘাটওয়াল লোকদিগের মধ্যে কাহার শিরে সরকারের মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে সেই বাকীদার ঘাটওয়ালের ভূমি বাকী আদায়ের কারণ সরকারের খেরাজী ভূমি নীলাম করা যাওনের মতে নীলামে বিক্রয় করিবার হুকুম দেন কিম্বা সেই বাকীদার ঘাটওয়ালের ভূমি অন্য যে ব্যক্তিকে মালগুজারীর বাকী টাকা আদায়করণের নিয়মে হজুরের পসন্দ হয় তাহার জিম্মা করিয়া দেওয়ান কিম্বা ঐ ভূমি তাহার যে জমা মোকরর আছে সেই জমাতে কিম্বা জমার কমী কি বেশী করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গছান অথবা আর যে কোন প্রকারে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর উচিত বুঝেন সেই প্রকারে ঐ ভূমি বিলি লাগান ও জানা কর্ত্তব্য যে যদি উপরের লিখিত বন্দোবস্তেতে জমায় কিছু বেশী হয় তবে সেই বেশী টাকা উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে বীরভূমের জমীদার ও তাহার ওয়ারিসানের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সাল ২৯ আ। ৫ ধা।

মতনের উক্ত বন্দোবস্তে জমায় বেশী হইলে বীরভূমের জমীদার ও তাহার ওয়ারিসানকে দেওয়া যাইবার কথা।

৭ অধ্যায়।

ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্তকরণ কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণ।

১ ধারা।

বন্দোবস্তের নিয়ম।

১। এই আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে ভূমির জমার বিষয়ে হালের করা কৌলকরার বহাল রাখা গেলে বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোকের সম্মতিতে কালেকটরসাহেবেরা হালের পাট্টা আদি বহাল রাখা গেলে ও তাহার মিয়াদের মধ্যে কোন সময়ে সেই ভূমির বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের আরম্ভ করিতে পারিবেন এবং সেই ভূমির পরিমাণ ও তাহার উৎপন্ন এবং তাহার উপর যে জমা তলব করা ওয়াজিবী তাহার পরিমাণ নিশ্চয় ও নিরূপণকরণের নিমিত্তে এবং সেই ভূমি কৃষিকারকবর্গের অধিকার ও স্বত্ব ও উপস্বত্ব ও বিষয় জানিতে পারিবার ও তাহা লিখিত লিখিবার নিমিত্তে যেং কার্য্যের প্রয়োজন হয় তাহা করিতে পারিবেন এবং তাহারদিগের যে ক্ষমতা ও হুকুমৎ এক্ষণে আছে কিম্বা ইহার পরে হইবেক যে জমিদারদিগের নির্দ্ধারিত জমা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের যোগ্য তাহারদিগের ঐ জমার বন্দোবস্ত ঐ ক্ষমতা ও হুকুমৎক্রমে তাহা করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

এই আইনের ২ ধারানুসারে কোন জমিদারীর হালের পাট্টা বহাল রাখা গেলে ঐ পাট্টার মিয়াদ পূরা না হইতে হুকুমাতের দ্বারা ক সাহেবেরা ঐ জমীন বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে পারিবার কথা।

২। গ্রাম গ্রামে ও মহালে২ ঐ বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যাইবেক এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে বোর্ডের সাহেবেরা যত মহালের বন্দোবস্ত শুধরণের হুকুম করেন প্রতিবৎসর তত মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণ গ্রামে২ মহলে২ হওনের কথা।

৩। এই আইনের ২ ধারার হুকুমানুসারে কোন ভূমির মালগুজারী আদায়ের বিষয়ে হালের করা কৌলকরার যে মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখা যায় তাহার বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যাওনেতে সেই মিয়াদ পূরা না হওনপর্য্যন্ত সরকারের তলবী জমার কিছু কমী বেশী হইবেক না কিন্তু শেষবারেতে যে বন্দোবস্ত করা যায় তাহার কবকারী কিম্বা বহীতে বিশেষ করিয়া যেং গ্রাম কিম্বা ভূমি লেখা থাকে কৌলকরারেতে তাহাব্যতিরেকে আর কিছু লেখা যায় নাহি ইহা জ্ঞান করিতে হইবেক এবং কোন মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণেতে যদি ইহা জানা যায় যে সেই মহালের বন্দোবস্তের কালেতে স্পষ্ট কোন ভ্রান্তি হইয়াছে কি কোন ভূমি ছাপান রহিয়াছে তবে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমের অধীনতায় কালেকটর সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ কালেকটর সাহেব যেমতে ও যে

হালের কৌলকরারের লিখিত ভূমির তলবী জমার কিছু কমী বেশী বন্দোবস্ত শুধরা যাওনেতে না হইবার কথা।

পূর্ব্ব বন্দোবস্তের কালে যে ভূমি মহালের ভ্রান্তিক্রমে সাহেবদিগের অগোচরে রাখা গিয়াছিল তাহার উপর আদালত জমা যো

করর্ করা যাইবার কথা।

তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের জমা মোকররকরণেতে যে ক্ষমতাচরণ করেন বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের কালেতে বিশেষ ব্যক্তিদিগের পরস্পর স্বত্বের স্থিরকরণেতেও ঐ ক্ষমতাচরণ করিতে পারিবার কথা।

ক্ষমতাক্রমে বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের জমার নির্দ্ধার্য্য করেন সেই মতে ও সেই ক্ষমতাক্রমে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের অগোচর রাখা ঐ ভূমির আলাহিদা জমা মোকরর করেন। ও ইহাও জানান যাইতেছে যে এই ধারার কিম্বা ইহার পূর্ব্বের কোন ধারার কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের জমার বিবেচনা ও নিরূপণকরণের সময়ে যে হুকুম দিতে ও তাহার মত কার্য্য করাইতে ক্ষমতা রাখেন হাল বন্দোবস্ত যে মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখা যায় সেই মিয়াদপর্য্যন্ত কোন মহালসম্বন্ধীয় কোন লোকের কিম্বা লোকবর্গের তাহাতে রাখা কোন অধিকার কি স্বত্বের বিষয়ে তাঁহারদিগের সেইমত হুকুমদেওন ও তাহার মত কার্য্য করাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

জয়করা দেশের কালেক্টর সাহেবেরা হালের পাট্টাদির মিয়াদ গত না হইতে পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরিতে পারিবার কথা।

৪। ঐ মত জয়করা দেশসকলে ও জিলা বুন্দেলখণ্ডে কালেক্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা হালের পাট্টার মিয়াদ গত না হইতে এই ধারার পূর্ব্ববর্ত্তি কোন প্রকরণের হুকুমানুসারে ঐ সকল দেশের ও জিলার বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের আরম্ভ করিতে পারেন ইতি। —১৮২২ সা। ৭ আ। ৬ ধা। ৪ প্র।

পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরা সারা হইলে দত্ত দেশে ও জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালেতে ১১৩৪ সালের পরে অন্য মিয়াদের নিমিত্তে পাট্টা দিবার কথা।

৫। দত্ত দেশের কি জিলা কটকের কোন কালেক্টর সাহেব উপরের ধারার হুকুমানুসারে কোন মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণ সমাপ্ত করিয়া বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের ও সরকারের হুকুমের অধীনতায় ঐ ভূমির অধিকারিরা তাহার উপযুক্ত রাজস্ব দিতে স্বীকার করিলে ঐ অধিকারিদিগকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে ফসলী কি আমলী ১১৩৪ সালের পর যে অধিক মিয়াদের হুকুম দেন সেই মিয়াদের নূতন পাট্টা দিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ ৭ ধা। ১ প্র।

১১৩৪ সালের পর জমার নির্দ্ধার্য্য যেমতে করা যাইবেক তাহার কথা।

৬। ফসলী ১১৩৪ সালের পরে যে সালপর্য্যন্ত উপরের উক্ত নূতন পাট্টাদির মিয়াদ হইবেক সেই মিয়াদপূর্ণ না হওয়াপর্য্যন্ত সরকারের রাজস্ব উত্তরকালে বেশীহওনের বিশেষ ভাবগতিক থাকনব্যতিরেকে বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের সময়ে ভূমির এক্ষণকার উৎপন্ন ও ঐ ভূমিতে উৎপন্ন যত হইতে পারে ইহার নিরূপণানুসারে জমার নির্দ্ধার্য্য করা যাইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে যদি ইহা স্পষ্টরূপে জানা না যায় যে যে জমীদারেরা এবং অন্য ব্যক্তিরা সরকারের জমার পরিমাণের নিরূপণহওনেতে যে মুনাফা চাহরে ভাগীহওনের যোগ্য সেই জমীদারেরদের ঐ মুনাফা হালের জমার পাচ অংশের এক অংশহইতে অধিক হইবেক তবে যে জমার নির্দ্ধার্য্য করা যাইবেক তাহা হালের জমার অধিক হইবেক না এবং

জমা বেশী তলব করিতে হইলে সেই জমার নিরূপণ এইমতে করা যাইবেক যে জমীদার এবং অন্য ব্যক্তিদিগের যে জনের নিজের কি অন্যের বাবৎ যত জমা সরকারে দাতব্য হয় তাহার সংখ্যার উপর শতকরা ২০ কুড়ি টাকা করিয়া তাহারা মুনাফা পাইতে পারে ও অতিস্পষ্টরূপে অত্যাবশ্যক জানা না গেলে হালের জমায় কিছু কমী করা যাইবেক না ইতি।— ১৮২২ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

৭। পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরণেতে যেং পাট্টা দেওয়া যায় সেইং পাট্টা তাহাতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বন্দোবস্তের কবুলকারীতে বিশেষ করিয়া যেং ভূমি লেখা থাকে তাহার নিমিত্তে যে জমা দিতে হইবেক ঐং পাট্টার মিয়াদ পূরা না হওয়াপর্য্যন্ত মালগুজারদিগকে বন্দোবস্তের সময়েতে স্পষ্টরূপে প্রকাশকরা ভ্রান্তি শুধরা যাইবাতে যাহা হইতে পারে তাহাব্যতিরেকে ঐ জমাঅপেক্ষা বেশী দেওনহইতে বাঁচায় অতএব যে জমীদারেরা এবং অন্য ব্যক্তিরা মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করে তাহারা যেং মহালের কারণ কৌলকরার করে সেইং মহালের বখরার বিষয়েতে সম্পূর্ণ ও যথার্থ সম্বাদ তাহারদিগের দিতে হইবেক ইতি। ১৮২২ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরণেতে যেং পাট্টা দেওয়া যায় তাহাতে তাহার লিখিত জমামতে র নিমিত্তে হওনের কথা।

৮। ঐ মত জয়করা দেশেতে এবং জিলা বুন্দেলখণ্ডেতে উপরের প্রকরণেতে দত্ত দেশের বিষয়ে যে নিষেধ ও হুকুম ও নিয়ম লেখা গিয়াছে তাহা রক্ষা করিয়া কালেকটর সাহেবেরা হাল বন্দোবস্তের মিয়াদভিন্ন অন্য কএক বৎসর মিয়াদে নূতন পাট্টা দিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

জয়করা দেশেতে ও হালবন্দোবস্তের মিয়াদ থাকিতে তাহ পূরা হওনের পর অন্য মিয়াদের নিমিত্তে নূতন পাট্টা দেওয়া যাইবার কথা।

৯। যে কোন জমীদারের কি অন্য সদর মালগুজারের কর্মাধীন বন্দোবস্ত উপরের লিখিত হুকুমানুসারে পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যায় যদি সেই জমীদার কি সদর মালগুজার হালের পাট্টাদির মিয়াদের অতিরিক্ত অন্য মিয়াদের নিমিত্তে মালগুজারী আদায় করিবার উপযুক্ত কৌলকরার করিতে সম্মত না হয় কিম্বা ঐ পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের পর যদি মালগুজারীতহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা আর কোন ভাব ও গতিকপ্রযুক্ত উপযুক্ত বুঝেন যে হালের পাট্টাদির মিয়াদ পূরা না হওনপর্য্যন্ত কোন মহালের মালগুজারী আদায়করণের নিমিত্তে নূতন পাট্টাইত্যাদি দেওনের বিলম্ব করা উচিত তবে তাঁহারা তাহা করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে যেং মহালের বন্দোবস্তের মিয়াদ হালসালে পূরা হইবেক সেইং মহালের বিষয়ে এই আইনের ৩ ধারাতে যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে সেই সকল হুকুম ঐং পাট্টাদির মিয়াদ পূরা হইলে ঐং মহালেতে খাটিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ৫ প্র।

পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরণের পর যেং মহালের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিতে হালের পাট্টার মিয়াদ পূরা না হওনপর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে হইবেক তাহার কথা।

তাহা হইলে যেং হুকুম খাটিবে তাহার কথা।

১০। জিলা গোরক্ষপুরের ও চাকলা আজিমগড়ের ও পরগনা

গোরক্ষপুর ও

আজিম গড় ও পটাসপুরাদির মধ্যগত মহাল পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক নূতন বন্দোবস্তকরণের যোগ্য হইলে তাহাতেও উপরের লিখিত হুকুম খাটিবার কথা।

পটাসপুরের ও তৎসম্পর্কীয় মহালাতের মধ্যে যে সকল মহাল আছে সেই সকল মহালের নূতন বন্দোবস্তকরণের সময় ক্রমেং উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহা করা উপযুক্ত ইহা জানান গেলে ঐং হুকুম ঐ সকল মহালেতে খাটিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ৬ প্র।

সরকার যেং প্রকারে গরআবাদী ভূমির পাট্টাদিতে পারেন্ তাহার কথা।

১১। কোন মহালের মধ্যগত কিম্বা নিকটবর্ত্তি গরআবাদী ভূমি যদি এমন অতিবিস্তর থাকে যে তাহাতে পশুচারণ কিম্বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্ম্মের নিমিত্তে যত ভূমির প্রয়োজন হয় তাহার অতিশয় অতিরিক্ত তবে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা সেই ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে যাহারা সম্মত হয় তাঁহারদিগকে সর্ব্বকালের নিমিত্তে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে যে মিয়াদের হুকুম দেন্ সেই মিয়াদে ঐ ভূমির পাট্টা দিতে পারেন্ এবং ঐ মত পাট্টাদেওয়া ঐ ভূমির স্বত্বাধিকার রাখণের প্রমাণ যে জমীদার কি অন্য ব্যক্তিরা দিতে পারে তাহারা ঐ গরআবাদী ভূমিতে যে সকল দাওয়া করে তাহার বদলে ও প্রতিবন্ধকতার নিমিত্তে এবং সেই দেশের দস্তুরমত তাহারা ঐ ভূমিতে যে স্বত্ব কি উপস্বত্বের অধিকারী বোধ হয় তাহার পরিবর্ত্তে ঐ ভূমির পাট্টাদার লোকদিগের সরকারের রাজস্ব যত দাতব্য হয় তাহার উপর শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া পাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৮ ধা।।

বন্দোবস্তকরণের কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভার প্রাপ্ত কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যেং বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন তাহার কথা।

১২। কালেক্টর সাহেবদিগের ও তাঁহার দিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্তকরণের কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের সময়ে সেই ভূমির জমার নিরূপণের এবং সেই ভূমির পরিমাণের ও উৎপন্নে অনুসন্ধানের সহিত কৃষিকারকবর্গের অর্থাৎ যে সকল লোকেরা ভূমিতে কি ভূমির উৎপন্নেতে কোন প্রকারে সম্পর্ক রাখে তাহারদিগের পাট্টাদির এবং অধিকারের ও স্বত্বের ও উপস্বত্বের ও লভ্যের প্রকারের বেওরা যত জানা যাইতে পারে তাহার নিশ্চয় করিয়া তাহা বহীতে লিখেন্ অতএব ঐ সাহেবদিগের রুবকারীর বহীতে

রুবকারীতে যাহাং লেখা যাইবেক তাহার কথা।

ভূমির পাট্টাদির প্রকারসম্পর্কীয় সেইং স্থানের যেং রীতি ও ব্যবহার থাকে তাহা এবং যাহারা ভূমিতে ভোগদখল ও স্বত্ব রাখে কিম্বা সেই ভূমিতে কি তাহার খাজানাতে মৌরূসী কিম্বা হস্তান্তরকরণযোগ্য অধিকার রাখে সেই সকল লোকের নাম যথাসাধ্য বিশেষরূপে লিখিতে হইবেক এবং তাহাতে ভোগদখল এবং স্বত্বের ভিন্নং প্রকারের প্রভেদ করিতে এবং এক ভূমিতে অনেক লোকের ভিন্নং প্রকার কি পরিমাণে স্বত্ব থাকিলে বিশেষরূপে সেইং স্বত্বের প্রকারের যাথার্থ্যের এবং পরিমাণের প্রভেদ যত্নপূর্ব্বক লিখিতে হইবেক ও পটীদারী কিম্বা ভাইয়াচারইত্যাদি গ্রাম হইলে ঐ বহীতে তাহার অংশিসকলের নাম বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক কেবল

পটী ও থোক ও বহরীইত্যাদি অংশের প্রধান অংশির নাম নহে বরং যথাসাধ্য প্রত্যেকে যত জন ভূমি দখল করে ও তাহার উৎপন্ন বিক্রয়াদি করে কিম্বা তাহার অধিকারির মত কি সেই ভূমিতে যে এক কিম্বা অনেক জন অধিকার রাখে ও তাহার উৎপন্ন বিক্রয়াদি করে কি সাধারণরূপে তাহার খাজানা লয় তাহারদের মোখ্তারের মত ভূমি দখল ও তাহার উৎপন্ন বিক্রয়াদি করে তাহারদিগের নাম বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং সেই অংশাংশিতে লাভের সাধারণ মূল যদি থাকে তবে সেই লাভের অংশকরণের নিমিত্তে ঐ অংশিরা যে দাঁড়া স্থির করিয়াছে তাহারো বেওরা এবং সরকারের জমার ও গ্রামসরঞ্জামীর মধ্যে প্রত্যেক অংশির যত করিয়া দিতে হইবেক তাহার নিরূপণের বেওরা এবং যে অংশী সরকারের সহিত কৌলকরার করিয়া থাকে সেই অংশী কিম্বা মধ্যবর্ত্তি পটীদারেরা ও বহরীদারেরা কৃষিকারকদিগের স্থানহইতে যেরূপে খাজানা তহসীল করে তাহার বেওরা বিশেষ করিয়া ঐ বহীতে লিখিতে হইবেক এবং যে কৃষিকারকেরা তথায় বাস করে ও ভূমিতে হস্তান্তরকরণযোগ্য স্বত্ব না রাখে তাহারা ঐ ভূমিতে দখলকরণের মৌরুসী অধিকার রাখে বা না রাখে প্রত্যেক প্রকার ভূমির এবং প্রত্যেক প্রকার উৎপন্নের ভূমির ফিবিঘাতে যত করিয়া খাজানা দেয় তাহা এবং কনকুত ও বাটাইত্যাদি কৌলকরারের দ্বারা যে ভূমির কৃষিকার্য্য করা যায় তাহার সদর মালগুজার কি অন্য অধ্যক্ষ এবং কৃষিকারকেরা পরস্পর যেং অংশ পায় তাহা এবং মালগুজার কি গ্রামের অধ্যক্ষ কিম্বা আর কেহ প্রজারদের স্থানে আবওয়াব বলিয়া বৎসরং যাহা তহসীল করে কিম্বা আর কিছু বলিয়া কখন যে উপরাঙ্ক টাকা লয় বিশেষ করিয়া তাহাও ঐ বহীতে লিখিতে হইবেক এবং গ্রামের পাটওয়ারীদিগের ও চৌকীদারলোকের নাম এবং তাহারা যেমাহিয়ানা পায় তাহার সংখ্যা এবং প্রকারও তাহাতে লিখিতে হইবেক এবং সমস্ত লাখেরাজ ভূমির এবং তাহার সনদাদির প্রকারের বেওরা সাবধানপূর্ব্বক ঐ বহীতে লিখিতে হইবেক ও ঐং সকল বিষয়েতে যে সকল বেওরা পাওয়া যায় তাহা এইমত বিলি করিয়া বহীতে লেখা যাইবেক যে তাহার মধ্যে কোন কথা কোন আদালতের সাহেবের দেখিবার আবশ্যক হইলে তাহা দেখিবামাত্র পাইতে পারেন কেননা এমত বোধ হইতেছে এবং প্রকাশ করা যাইতেছে যে ইহার পরে জমীদারেরা প্রজারদিগের স্থানে যাহা তহসীল করিবেক তাহার বিষয়ে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা যাইবেক সেইং নিষ্পত্তি খাজানার যে সংখ্যা এবং তাহা আদায়করণের যে প্রকার বন্দোবস্তের সময়ে স্থির ও নিশ্চয় করা গিয়াছে এবং কালেক্টরসাহেবের রুবকারীতে লেখা গিয়াছে সেই সংখ্যা ও প্রকার যেপর্য্যন্ত পরস্পর সম্মতিক্রমে কিম্বা জাবেতামতে নালিশ করণেতে পূর্ণ বিবেচনা হওনের দ্বারা মতান্তর করা না যায় সেইপর্য্যন্ত তদনুসারে হইবেক এবং যে সমস্ত আবওয়াব কিম্বা উপরাঙ্ক লওয়ার কথা সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্যকরণের

ঐ বেওরা আদালতে যে রূপ গ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা।।

যেং আবওয়াব ও উপরাঙ্ক আইন

বিরুদ্ধ বোধ করা যাইবেক তাহার কথা।

সময়ে কহা না গিয়াছে এবং সরকারের হুকুমেতে তাহা সঙ্গত না হইয়াছে এবং হিসাবের মধ্যে না আসিয়াছে তাহা এক্ষণে কিম্বা ইহার পরে বিশেষরূপে সরকারের হুকুমেতে সঙ্গতহওনব্যতিরেকে লওয়া সরকারের আইনের ও হুকুমের বিরুদ্ধ বোধ করিতে হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

বন্দোবস্তকারী কালেক্টর কি অন্য সাহেবেরা মফঃসলের জমীদার ও প্রজারদিগকে পাট্টা দিতে পারিবার কথা।

১৩। ইহাও জানান যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেবেরা এবং পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হুকুমের অধীনতায় মফঃসলী জমীদারেরা ও প্রজারা এবং ভূমির অন্য অধিকারিরা কি দখীলকারেরা যে ভূমিতে অধিকার রাখে কি তাহা দখল করে সেই ভূমির নিমিত্তে তাহারদিগে যত মালগুজারী দিতে হইবেক তাহার সংখ্যা এবং ভূমিদখলকরণেতে যেং নিয়ম থাকে তাহা সমস্ত বেওরা করিয়া লিখিয়া ঐ মফঃসলী জমীদার ও প্রজালোককে কিম্বা ভূমির অন্য অধিকারিদিগকে কিম্বা দখীলকার লোককে ঐ ভূমির পাট্টা দিতে পারিবেন এবং এই প্রকারে দেওয়া সমস্ত পাট্টার প্রসঙ্গ কালেক্টরীর বন্দোবস্তের রুবকারীর মধ্যে লেখাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

যেং রূপে উপরের উক্ত অনুসন্ধান করা পূর্ণ না হইতে পূর্ব্বরীতিমতে রাজস্বের কৌলকরার লেখাইয়া লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

১৪। ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন জিলাতে এক সময়ে অনেক পাট্টার মিয়াদ পূরাহওনপ্রযুক্ত কি আর কোন বিশেষ কারণ প্রযুক্ত সরকারের রাজস্বের হানি না হওনের নিমিত্তে উপরেতে বিশেষ করিয়া যে সকল বিষয় লেখা গিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা পূর্ণ না হইতে কোন জমীদার কি মালগুজার কিম্বা ইজারদারের স্থানে কৌলকরার লওনের প্রয়োজন যদি হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা পূর্ব্বের চলিত রীতিমতে কৌলকরার লেখাইয়া লইবার হুকুম দিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ বিষয়ের সম্বাদ দিবেন কিন্তু এই মতে যে কৌলকরার লেখাইয়া লওয়া যায় তাহার মিয়াদ পাঁচ সনের অধিক হইবেক না এবং এই আইনের ২ ধারার হুকুমানুসারে যেং মহালের পাট্টা আদি অন্য মিয়াদ পর্য্যন্ত বহাল রাখা গিয়াছে সেইং মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে ঐ সকল হুকুম যেং মহালের নিমিত্তে ঐ কৌলকরার লেখাইয়া লওয়া যাইবেক সেইং মহালেতে ও সেইমতে খাটিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৯ আ। ৩ প্র।

ঐ কৌলকরারের মিয়াদ পাঁচ বৎসরের অধিক না হইবার এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে ঐ বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিবার প্রতিবন্ধক না হইবার কথা।

কোন মহালের উপর যে জমা দাওয়া করা যাইবেক তাহা ধার্য্য করিবার প্রকারের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনে যেং হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা।

১৫। ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের যেং ভাগে হুকুম আছে অথবা অর্থকরণের দ্বারা লোকদিগের বোধ হইয়াছে যে যে কোন মহালের উপর যে জমা দাওয়া করা যায় তাহা ঐ মহালের উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা ও মূল্য নির্ণয় করিয়া অথবা উৎপন্নকরণের খরচা ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সংখ্যা খতাইয়া ধার্য্য করা যাইবেক তাহা রদ হইল ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ২ ধা।

১৬। উপরের লিখিত আইনের যে ভাগে হুকুম আছে অথবা অর্থকরণের দ্বারা লোকদিগের বোধ হইয়াছে যে প্রজারদের যে কোন বিরোধি নিজবিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা সরকারী রাজস্বের দাওয়ার নির্ণয় ও নিষ্পত্তিকরণের সঙ্গেই কর্ত্তব্য তাহা রদ হইল ইহার পর উপরের উক্ত বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি যে ক্রমে হইবেক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ৩ ধা।

যে সময়ে সরকারের জমা নির্ণয় করিতে হয় সেই সময়ে প্রজাদিগের বিরোধি বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবেক ইহার বিষয়ে উপরের লিখিত আইনে যে২ হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা।

২ ধারা।

পাটিদারী ভূমির বন্দোবস্ত শুধরণবিষয়ক বিধি।

১৭। যদি কোন মহালেতে কি তাহার উৎপন্ন কি খাজানাতে অনেক জনের মৌরুসী ও হস্তান্তরকরণযোগ্য ভিন্ন২ প্রকার স্বত্ব থাকে ও তদ্দ্বারা যে লাভ হয় তাহাও ভিন্ন২ প্রকার হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ সকল অধিকারিদিগের মধ্যে যে জন সরকারের মালগুজারী আদায়ের কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্তে মঞ্জুর হইবেক তাহার নির্ণয় করিতে ও হুকুম দিতে পারিবেন ও ইহা হইলে অবশিষ্ট অধিকারিদিগের স্বত্বের রক্ষাহওনের নিমিত্তে উপযুক্ত উপায় করিতে হইবেক ও এই আইনেতে ইহাও জানান যাইতেছে এবং হুকুম করা যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন মহালের ইস্তমরারী কিম্বা মিয়াদী বন্দোবস্ত মঞ্জুরকরণের সময়ে সেই মহালের ভূমিতে কিম্বা সেই মহালের ভূমির খাজানা কিম্বা উৎপন্নেতে ভিন্ন২ যে লোকেরা স্বত্ব রাখে সরকারের রাজস্বের পরিমাণের নিরূপণেতে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে কি মুনাফা ঠাহরে তাহা তাহারদিগের মধ্যে যে২ প্রকারে ও যে২ পরিমাণে বিভাগ করা যাইবেক তাহারো নির্ণয় করিতে ও হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

এক ভূমিতে অনেক জন ভিন্ন২ প্রকার স্বত্ব রাখিলে তাহারদিগের মধ্যে যে জন কৌলকরার লিখিয়া দিতে গ্রাহ্য হইবেক সরকার তাহার নির্ণয় করিতে পারিবার কথা।

অবশিষ্ট অধিকারিদিগের উপায়করণের কথা।

সরকারের রাজস্ব বাদে যাহা বাকী থাকে তাহা এবং অন্য লভ্য ইস্তমরারী কি মিয়াদী বন্দোবস্তহওয়া কোন ভূমির ভিন্ন২ অধিকারিদিগের মধ্যে বিভাগহওনের প্রকার ও পরিমাণের নির্ণয় সরকার করিবার কথা।

১৮। যে কোন মহাল এক কিম্বা তাহাহইতে অধিক সদর মালগুজারেরদের তালুক কি জমীদারীইত্যাদিরূপে এপর্য্যন্ত জানা যাইতেছে সেই মহালের মধ্যে কোন ভূমিতে সদর মালগুজার কি মালগুজারেরদের তাবে অন্য কোন জনেরা অধিকার কি ভোগদখল রাখিলে ও তাহাতে মৌরুসী এবং হস্তান্তরকরণযোগ্য স্বত্ব কিম্বা নিরূপিত খাজানা কি নির্দ্ধারিত মূলদাঁড়ানুসারে যে খাজানা নিরূপণ হইতে পারে তাহা দিয়া দখলকরণের মৌরুসী অধিকার রাখিলে সরকারের মালগুজারী জমীদার কিম্বা তালুকদার অথবা মৌরুসী অন্য কোন মধ্যবর্ত্তি মালগুজারের স্থানে তহসীল করা যাউক কিম্বা সেই মহাল ইজারা দেওয়া গিয়া থাকুক অথবা খাস তহসীলে বা থাকুক যদি ঐ সদর মালগুজারের সরকারে মালগুজারী আদায়কর

সরকার ও ভূম্যধিকারী কি ঐ ভূমির মৌরুসী দখীলকারের মধ্যবর্ত্তি মালগুজারেরদের পাট্টাদি বহাল রাখা গেলে তাহাদিগের সহিত মফঃসল বন্দোবস্ত করিবার কথা।

ণের নিমিত্তে কৌলকরার লিখিয়া দিবার অধিকার সাব্যস্থ রাখা যায় এবং সামান্যতঃ সরকারের ও ভূমির অধিকারিদিগের কিম্বা মৌরুসী দখীলকারেরদের মধ্যবর্ত্তি মালগুজারের পাট্টাদি বহাল রাখা যায় তবে যে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ মহালের উপর যে জমা নির্দ্ধার্য্য করা যাইবেক তাহা নির্দ্ধার্য্যকরণের ভার রাখেন্ সেই সাহেব প্রথমতঃ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম লইয়া এবং পূর্ব্বোক্ত ভূম্যধিকারিরা কি দখীলকারেরা যেং ভূমি দখল করে তাহারদের প্রত্যেক অধিকারি কি দখীলকারের সহিত ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম ও অনুমতির তাবে থাকিয়া সেইং ভূমির মফঃসল বন্দোবস্ত করিতে এবং ঐ ভূম্যধিকারিরা কি দখীলকারেরা যেং নিয়মক্রমে ভূমি ভোগদখল করিবেক ঐ দখল সদর মালগুজারের তাবেতে কিম্বা সরকারের খাস তহসীলের ইজারদার কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারকের তাবে থাকিয়াই বা করুক সেইং নিয়মের বেওরা লিখিয়া ঐ ভূম্যধিকারি কি দখীলকারদিগকে পাট্টা দিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে যদি ঐ মধ্যবর্ত্তি মৌরুসী মালগুজারের স্থানে ঐ মহালের বাবৎ সরকারের মালগুজারী আদায়করণের কৌলকরার লিখিয়া লওয়া যায় তবে ঐ মফঃসল বন্দোবস্ত বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতি হইলে তাহার বেওরা সদর মালগুজারকে যে পাট্টাদি দেওয়া যাইবেক তাহার পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক কিম্বা তাহারস্থানে যে কৌলকরার লিখিয়া লওয়া যাইবেক তাহার বেওরার শামিলে ঐ বেওরা লেখা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

এক ভূমিতে অনেক জনের সাধারণ স্বত্ত্বাধিকার থাকিলে ও ঐ ভূমিসম্পর্কীয় কার্য্য তাহারদিগের সাধারণ কর্ত্তব্য হইলে।

তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ও সমুদয় জনের কি তাহারদিগের মধ্যে অধিক জনের কি তাহারদিগের তরফ লোকের সহিত এজমালী বন্দোবস্ত করিতে পারিবার কথা।

কিম্বা সদর মালগুজারের ন্যায় কার্য্যকরণের নিমিত্তে

১১। দুই জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জন কোন গ্রামে কি মহালে কিম্বা ভূমির অন্য কিসমতে কিম্বা কোন গ্রাম কি মহাল কি ভূমির খাজানা কি উৎপন্নে কিম্বা ঐ গ্রাম কি মহাল কি ভূমির কি খাজানার কি উৎপন্নের কোন অংশে সাধারণ স্বত্ত্বাধিকার রাখিলে ঐ জনেরদিগের স্বত্ত্ব পরিমাণে সমান হউক বা না হউক তাহার প্রকার এক হইলে এবং আবহমানের রীতিমতে যে জনেরদের অবশ্যকর্ত্তব্য বর্ত্তমান কিম্বা ঘটনীয় কার্য্য সাধারণ হয় তাহারা কোন মহাল কি গ্রাম কিম্বা ভূমি কি উৎপন্ন কি খাজানাতে ঐ স্বত্ত্বাধিকার পৃথকরূপে রাখিলে কালেক্টরসাহেব কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব বোর্ডের সাহেবদিগের ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম ও অনুমতির অধীনতায় ঐ সমস্ত লোকের সহিত কিম্বা তাহারদিগের মধ্যের অধিক জনের সহিত অথবা ঐ জনেরদের কি তাহারদিগের মধ্যের অধিক জনের মোকরর্ করা মোখ্তারের সহিত এজমালী বন্দোবস্ত করিতে পারেন্ কিম্বা অংশি সকলের মত লইয়া ও ঐ মহালের মধ্যগত গ্রাম কি গ্রামসকলের আবহমানের রীতি রক্ষা করিয়া তাহারদিগের মধ্যে এক জন কি তাহাহইতে অধিক জনকে সদর মালগুজারের মত

ঐ মহালের কর্তৃত্ব করিতে স্বীকারকরণের নিমিত্তে পসন্দ করিতে পারেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

ঐ জনেরদিগের মধ্যে এক কি ততোধিক জনকে পসন্দ করিতে পারিবার কথা।

২০। কোন গ্রাম কি মহাল কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বোক্তমত সাধারণরূপে স্বত্বাধিকার রাখে তাহারদিগের সহিত ঐ গ্রাম কি মহাল কি কিস্মতের নিমিত্তে এজমালী বন্দোবস্ত করা স্থির হইলে কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেব ঐ বন্দোবস্ত করিতে ভারপ্রাপ্ত হন্ সেই সাহেব ঐ গ্রাম কি মহাল কি কিস্মতের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে আপনার মনস্থের কথা লিখিত এক ইশ্তিহার লট্কাইয়া তাহা প্রচার করিবেন এবং পূর্ব্বোক্তমত যে২ লোক ঐ মহালইত্যাদিতে স্বত্বাধিকার রাখে তাহারদিগ্কে হুকুম দিবেন যে উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে নিরূপিত স্থানে ও কালে তাহারা স্বয়ং কিম্বা তাহারদিগের উপযুক্তরূপে মোকরর করা মোখ্তার হাজির হইয়া ঐ গ্রাম কি ভূমির উপর যে জমা নির্দ্ধার্য্যকরণের কথা হয় সেই জমা তাহারা স্বীকার করে কি না করে ইহা জানায় ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ৪ প্র।

এজমালী বন্দোবস্ত করিতে হইলে তৎসম্পর্কীয় লোকদিগকে তলব করা যাওনের মতের কথা।

২১। উপরের লিখনমতে তলবহওয়া জনেরদের মধ্যে কোন জন কি জনেরা যদি স্বয়ং কি মোখ্তারের দ্বারা হাজির হইতে অস্বীকার কিম্বা গাফিলী কি কসুর করে তবে যে জনেরা হাজির হয় তাহারা কি তাহারদিগের মধ্যে অধিক জনেরা ঐ জমা স্বীকার কি অস্বীকার করা ইহার যাহা নিশ্চয় করে তাহাতে ঐ গরহাজিরথাকা জনেরদের স্বীকার কি অস্বীকার বোধ করা যাইবেক এবং বিশেষরূপে অন্য প্রকার হুকুম না হইলে তাহার কিম্বা তাহারদের স্বত্ব ও ভূমি সরকারের রাজস্বের দায়ী হইবে এবং ঐ বন্দোবস্তের নির্দ্ধারিত মালগুজারীর কিছু বাকী পড়িলে তাহা আদায়ের নিমিত্তে নীলামকরণের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ৫ প্র।

তলবহওয়া জনেরদের মধ্যে যে কি যাহারা হাজির হইতে কসুর করে তাহারা হাজির হওয়াজনেরদের করা নিশ্চয়েতে বদ্ধহইবার ও তাহারদিগের স্বীকারকরা মালগুজারীর দায়ী হইবার কথা।

বিশেষরূপে অন্যপ্রকার হুকুমহওনব্যতিরেকে।

২২। যদি অংশিদিগের মধ্যে কোন জন কি জনেরা হাজির হইয়া যে জমা নির্দ্ধার্য্যকরণের কথা হয় তাহা স্বীকার না করে তবে হাজিরথাকা অন্য অংশিরদের সহিত বন্দোবস্ত করা গেলে ঐ অস্বীকারকরা অংশিরা ঐ মহাল সরকারের ইজারাবিলিতে কি খাস তহসীলে থাকিলে তাহারা যে স্বত্ব ও মুনাফার অধিকারী হইত সেই স্বত্ব ও মুনাফা তাহারদিগের ভোগদখলে থাকিবেক এবং যে২ ভূমিতে ঐ রূপ অধিকার ও মুনাফার সংঘটন হয় যদি সেই২ ভূমি অন্য অংশিদিগের কৌলকরারের মধ্যে লিখিত হয় তবে সেই অংশিরা সেই ভূমির বিষয়ে সরকারের মালগুজারী আদায়করণের ইজারদার বোধ হইবেক এবং যে ভূমির অধিকারিরা তাহার মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার লিখিয়া দিতে স্বীকার না করে সেই ভূমিতে সাধারণ যে২ হুকুম সম্পর্ক রাখে সেই২ হুকুমানু

কোন ভূমির অংশিদিগের মধ্যে কোন কি কোন২ জন নির্দ্ধারিত জমা স্বীকার না করিলে ও যে অংশিরা তাহা স্বীকার করে তাহারদিগের কৌলকরার অস্বীকারকারিরদের ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিলে স্বীকারকারিরা অস্বীকারকারিদিগে

র ভূমির ইজারদার স্বরূপ বোধ করা যাইবার কথা।

সারে নিরূপিত ও উভয়সম্মত মিয়াদযুক্ত পাট্টার দ্বারা ঐ ভূমি দখল করিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ৬ প্র।

ইজারাবিলিতে কি খাস তহসীলেতে থাকা কোন ভূমির অধিকারিরা সেই ভূমি আপনারদিগের নিজ যোতে রাখিলে তাহার খাজানা যে হারে দিতে হইবেক তাহার কথা।

২৩। যে কোন মহাল কিম্বা মহালের অংশ পটীদারী কিম্বা ভাইয়াচারইত্যাদিরূপে অনেক অধিকারির নিজ যোতে থাকে ঐ মহাল কি মহালের অংশ ইজারা দেওয়া কি খাস তহসীলে রাখা গেলে ঐ মহাল কিম্বা মহালের অংশের মধ্যে তাহারা নিজে যে ভূমি দখল ও যোত করে তাহার নিমিত্তে যে খাজানা ঐ মহাল কিম্বা মহালের অংশের অধিকারিদিগের স্থানে তহসীলকরণের যোগ্য হয় তাহার হারের নিরূপণ তথাকার কি তথাকার লাগাও গ্রামসকলে ঐমত ভূমির নিমিত্তে তথাকার যে প্রজা ও বাসিন্দা লোকেরা ঐ ভূমিতে মৌরূসী ও হস্তান্তরকরণযোগ্য অধিকার না রাখে তাহারা যে হারে খাজানা দেয় সেই হারে হইবেক এবং সরকারহইতে যেরূপ নিরূপণ হয় সেইমত মালিকানা কি অন্য যে কোনরূপ প্রাপ্তি শতকরা ৫ পাঁচ টাকার কম না হয় তাহার নিমিত্তে ঐ খাজানাহইতে শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া বাদ দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ৭ প্র।

সাধারণ অধিকার ও কার্য্যসংক্রান্ত কোন মহালের বন্দোবস্ত তাহার অংশিদিগের মধ্যে ঐ মহালের কর্ত্তা কি সদর মালগুজারস্বরূপ পসন্দকরা এক কি ততোধিক অংশির সহিত করা গেলে অন্য অংশিরা যেরূপে ভূমি দখল করিবেক তাহার কথা।

২৪। উপরের লিখিত ঐ প্রকার মহালের বন্দোবস্ত সদর মালগুজারের মত সরকারের মালগুজারীর সরবরাহকরণ ও তাহা তহসীলকরণ ও তাহার হিসাব দেওনের নিমিত্তে বাচনিকরা এক কি তাহাহইতে অধিক অংশির সহিত করা স্থির করা গেলে বিশেষরূপে হুকুম হওয়া বিষয়ব্যতিরেকে সদর মালগুজারেরদের ত্রুটিপ্রযুক্ত কৌলকরার লিখিয়া না দেওয়া অংশিরদের স্বত্বের প্রতি সরকারের মালগুজারীর দায় থাকিবেক না ও ঐ অংশিরা উপযুক্তরূপে যত দিন বিভক্ত না হয় তাবৎ পূর্ব্বহইতে যে হারে এবং যে প্রকারে সদর মালগুজারকে খাজানা কিম্বা মালগুজারী দিয়া আসিয়াছে সরকারের রাজস্বের পরিমাণের নিরূপণহওয়াতে খাজানার যে অবশিষ্ট থাকে কি মুনাফা ঠাহরে তাহা বিভাগকরণের বিষয়ে সরকারহইতে যে হুকুম হয় তাহাতে কিম্বা সদর মালগুজারের প্রজাদিগের স্থানে যে খাজানা কি মালগুজারী তহসীল করিতে হয় তাহা তহসীলকরণের নিমিত্তে প্রজারদিগের প্রতি সদর মালগুজারদিগকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিবার অর্থে যে২ হুকুম এক্ষণে চলিত আছে কি ইহার পরে করা যাইবেক সেইং হুকুমেতে ঐ হার ও প্রকারের মতান্তর হওনব্যতিরেকে সেই হারে ও প্রকারে খাজানা কি মালগুজারী দিতে থাকিয়া পেটাও অধিকারিদিগের মত আপনারদিগের ভূমি দখল করিবেক ও সদর মালগুজার হইবার নিমিত্তে যে জনেরা পসন্দ হয় তাহারদিগের শিরে যে২ বিষয়ের জওয়াব দিবার দায় থাকিবেক তাহা এবং যে২ নিয়মে তাহারা ঐ কর্ত্তৃত্বপদ রাখিবেক তাহা ঐ বন্দোবস্ত মঞ্জুরকরণের সময়ে কিম্বা তাহার পরে বিশেষরূপে জানান যাইবেক এবং পেটাও অধিকারিরা যে২ নিয়ম ও

সদর মালগুজারদিগের পাট্টাদির প্রকার ও নিয়ম জানাইতে হইবার কথা।

নিরূপণক্রমে আলাহিদা কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবেক সেই২ নিয়ম ও নিরূপণও ঐ মত জানান যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ৮ প্র।

২৫। ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন মহালের ভূমির ভিন্ন২ কিস্মতেতে ভিন্ন২ অধিকারী কিম্বা ভিন্ন২ অধিকারিসমূহ ভিন্ন২ রূপে অধিকার কিম্বা ভোগদখল রাখিলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা তাহার প্রত্যেক অধিকারী কি অধিকারিসমূহ যে২ ভূমিতে অধিকার রাখে কি ভোগদখল করে সেই২ ভূমির নিমিত্তে ভিন্ন২ বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দিতে পারিবেন এবং প্রত্যেকে যে২ কিস্মতের ভিন্ন২ বন্দোবস্ত করা যায় সেই২ কিস্মতের উপর যে২ রাজস্বের নির্দ্ধার্য্য করা যায় তাহার দায়ী ঐ২ কিস্মতই হইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন সাধারণ ভূমিতে যে২ অংশিরা অধিকার রাখে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত মত সাধারণ নিয়মের অধীনতায় পৃথকরূপে অধিকার রাখে সেই২ অংশিরা কিম্বা তাহারদিগের কোন অংশী কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে সাহেব বন্দোবস্ত করিতে কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে ক্ষমতা রাখেন সেই সাহেবের নিকটে ঐ সাধারণ ভূমিতে আপন২ অংশে কি অংশসকলেতে ভিন্ন২ রূপে অধিকার রাখিবার নিমিত্তে কিম্বা ভিন্ন২ কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবার কারণ যদি দরখাস্ত করে তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবলোকের তাবে থাকেন সেই সাহেবদিগের সম্মতি লইয়া ঐ ভিন্ন২ অংশিরদের ভিন্ন২ স্বত্বানুসারে ঐ ভূমির বিভাগ করিতে পারিবেন এবং তাহারদের প্রত্যেকের সহিত কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে যত জন ভিন্ন২ কৌলকরার লিখিয়া দিতে চাহে তাহারদের সহিত ভিন্ন২ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ৯ প্র।

এপর্য্যন্ত যে কোন মহালেতে তাহার অধিকারিরা ভিন্ন২ রূপে অধিকার কি ভোগদখল রাখে তাহার অধিকারিদিগের সহিত ভিন্ন২ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারিবার কথা।

সাধারণ স্বত্ব কি সাধারণ নিয়মযুক্ত স্বত্ব যে২ প্রকারে পৃথক করা যাইবেক তাহার কথা।

২৬। কোন ভূম্যধিকারিরা ঐ ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার লিখিয়া দেওনের বিষয়ে অগ্রাহ্য হইলে কালেক্টর সাহেব সাবধানপূর্ব্বক ইহা প্রচার করিবেন যে সেই মহালে যে সকল লোকের স্বত্বাধিকার থাকে তাহারা বন্দোবস্তের রুবকারীতে আপনারদিগের নাম এবং প্রত্যেক জনের যে জমা দাতব্য তাহার সংখ্যা ও হার লেখাইতে পারিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। ১০ প্র।

ভূম্যধিকারিরা কৌলকরার লিখিয়া দিতে অগ্রাহ্য হইলেও আপনারদিগের নাম রেজিষ্টরী করাইতে পারিবার কথা।

২৭। উপরেতে যে রেজিষ্টরী করিবার হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা করণেতে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রকৃতার্থে যাহার যেরূপ অধিকার থাকে তাহাই মূল জ্ঞান করিয়া সেইমতই লেখান এবং তাঁহার বহীতে যে২ বিষয় লেখা যায় তাহার প্রত্যেক বিষয় যে২ প্রমাণেতে লেখা গিয়াছে তাহার স্বরূপ কথা যত্নপূর্ব্বক লেখাই

যে কালেক্টর সাহেবেরা ঐ রেজিষ্টরী করেন তাঁহারা বাস্তব ভোগদখল মূল জ্ঞান করিয়া তাহা করিবার কথা।

বেন ও উপরের উক্ত মূল দাঁড়ানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা কোন ভূমির বন্দোবস্তকরণ কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের সময়ে কি কোন মহালের বেওরার এবং তাহা দখলকরণের পাট্টাইত্যাদি নিদর্শনপত্রের প্রকারের বিবরণের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া যাহারা প্রকৃতার্থে ভূমি ভোগদখল করিতেছে কি অধিকারিত্বপ্রযুক্ত ভূমির খাজানা লইতেছে তাহারদিগকে তাহার মালগুজারী আদায় করিবার কৌল করার লিখিয়া দিবার নিমিত্তে গ্রাহ্যকরণের কি তাহারদের নাম সরকারী বহীতে লিখনের দ্বারা পূর্ব্বের করা বন্দোবস্তের ভ্রান্তি ও কর্ত্তব্যের অকরণ শুধরিতে পারিবেন এবং তাহা করিতে হইলে কালেক্টর সাহেব রুবকারী করিয়া আপন করা কার্য্যের হেতুসকল বেওরা করিয়া জানাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১১ধা।

যে মহাল পটীদারী কি ভাইয়াচার ইত্যাদি পাট্টাদির দ্বারা ভোগদখল করা যায় কালেক্টর সাহেবেরা সেই মহালের ভিন্ন২ অংশিদিগের রাজস্ব ও গ্রামসরঞ্জামা যত করিয়া দিতে হইবেক তাহার নূতন বিভাগ করিতে পারিবার কথা।

২৮। পটীদারী কি ভাইয়াচারইত্যাদিরূপে ভূমি দখলকরণের পাট্টাইত্যাদি নিদর্শনপত্রের দ্বারা ভোগ দখলহওয়া মহালের মধ্যগত ভিন্ন২ পটী ও বহরী কি ভূমির অন্য কিসমতের প্রত্যেক অধিকারী এবং প্রত্যেক অধিকারিসমূহের সরকারের জমা এবং গ্রামসরঞ্জামী যে পরিমাণে দাতব্য হয় তাহা আবাদ হওয়া সমুদয় ভূমির মধ্যে প্রত্যেক অধিকারী কি অধিকারিসমূহের দখলে যত২ ভূমি থাকে তাহা জরীব করণানুসারে পূর্ব্বেতে নিরূপণ করা গিয়া থাকিলে এবং সেই হেতুক সেই দেশের দস্তুরমতে নিরূপিত সময়েতে তাহা শুধরণের যোগ্য হইলে কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্য যে সাহেব বন্দোবস্ত করেন কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন সেই সাহেবের যদি পাটওয়ারীদিগের কাগজ দৃষ্টিকরণদ্বারা কি আর কোন প্রকারে নিশ্চয় বোধ হয় যে পূর্ব্বোক্ত কোন অধিকারী কি অধিকারিসমূহ সরকারের জমা ও গ্রামসরঞ্জামী পূর্ব্বহইতে যাহা দিতেছে তাহা তাহার কি তাহারদিগের উপযুক্ত দাতব্যহইতে অতিঅধিক তবে প্রথমতঃ বোর্ডের সম্মতি লইয়া ঐ সাহেব উপরের লিখিত মূলদাঁড়া এবং সরকারের জমার পরিমাণের নিরূপণেতে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে কি মুনাফা ঠাহরে তাহার বিভাগের বিষয়ে সরকারহইতে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহাও দৃষ্টি করিয়া সরকারের রাজস্ব ও গ্রামসরঞ্জামী প্রত্যেকের শিরে যত করিয়া উপযুক্ত হয় তাহার নূতন বিভাগ করাইতে পরিবেন ও কানুনগোকে এবং অন্য যে জন কি জনেরদিগের নিযুক্ত করা উপযুক্ত বুঝেন তাহারদিগকেও ঐ কর্ম্মের ভার দিতে পারিবেন এবং ঐ ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের নিষ্পত্ত্যনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন প্রকারে উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হয় তদনুসারে ভিন্ন২ জনেরদের সরকারের জমা যত করিয়া দিতে হইবেক তাহার নিরূপণ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

কালেক্টরসাহে

২৯। ঐ মত ভিন্ন২ অধিকারিরা তাহারদিগের দখলের ভূমির

জমা যত করিয়া দাতব্য হইয়া থাকে সময়ে সময়ে তাহার সংখ্যা শুধরা যাওনমাত্রের অধিকার না রাখিয়া তাহারদিগের প্রত্যেকের নামে যতং ভূমি লেখা গিয়া থাকে তাহার দৃষ্টে সময়শিরে ঐ গ্রামের মধ্যগত ভূমির নূতন বিভাগহওনেরো অধিকার রাখিলে কালেক্টর সাহেব উপরের লিখিত হুকুমমত ভূমির নূতন বিভাগ করাইতে ও তাহার জমার সংখ্যা শুধরাইতে পারিবেন এবং ঐ সময়ে শেষে করা ভূমির বিভাগ ও জমার হারহারি যে সময়হইতে চলিবেক তাহার নিরূপণ করিতে পারিবেন এবং তাহা করণের মধ্যে যে জনের যে রাজস্ব দাতব্য তাহার বিষয়ে উপস্থিত দাওয়াস কলের নিষ্পত্তি যাহা ন্যায্য বোধ হয় তদনুরূপ করিতে পারিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ প্রকার কোন বিভাগ কিম্বা শুধরণ যেপর্য্যন্ত বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের দ্বারা মঞ্জুর না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা চূড়ান্ত হইবেক না ও ইহাও জানান যাইতেছে যে যে দস্তুর অনুসারে ঐ ভূমি বিভাগ করা গিয়া থাকে ঐ জনেরদের মধ্যে যদি কেহ কহে যে এমত দস্তুর নহে এবং কালেক্টর সাহেব যে ভূমি তাহার স্থানহইতে লইয়া অন্য কোন জনকে দিয়া থাকেন সেই ভূমিতে পুনর্ব্বার দখল পাইবার নিমিত্তে দাওয়া করে কিম্বা ঐ মহালসম্বন্ধীয় কোন লোক তাহার মধ্যগত যে কোন ভূমির নূতন বিভাগের হুকুম দিতে কালেক্টর সাহেব অস্বীকার করিয়া থাকেন ঐ নূতন বিভাগেতে যে ফলোদয় হইতে পারে তাহার অধিকারী হওনের দাওয়া করে তবে যে জনকে কি জনেরদিগকে ঐ ভূমি দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা যে জন কিম্বা জনেরা ঐ বিভাগহওনের প্রতিকূলাচরণ করে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি ন্যায্য বটে কি না ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ জনেরদিগের নামে জাবেতামতে জিলার আদালতে নালিশ করিতে পারে কিন্তু যদি ঐ দস্তুর থাকার স্বীকার করা যায় কিম্বা নিশ্চয় হয় তবে আদালতের সাহেবেরা ঐ ভূমির বিভাগের কিম্বা জমার শুধরণের যাথার্থ্যেতে আপত্তি করিতে পারিবেন না এবং কোন ভূমির বিভাগের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন তাহা যদি কোন সময়ে আদালতে অগ্রাহ্য হয় তবে ঐ আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিপত্রে ঐ জনেরদের স্বত্বের বিবরণ এবং নিরূপণ যেমত লেখা যায় তাহাতে ও পাট্টাদির নিয়মেতে এবং সরকারী জমার পরিমাণের নিরূপণেতে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে কিম্বা মুনাফা ঠাহরে তাহার বিভাগের বিষয়ে সরকারহইতে সামান্য কি বিশেষ যে হুকুম হয় তাহাতেও দৃষ্টি রাখিয়া মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ঐ জমা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা কর্ত্তব্য ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

ব কখনং ভূমির নূতন বিভাগ করিতে পারিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তিতে যাহার হানি হয় সে আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

যেং বিষয়েতে তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক তাহার কথা।

৩ দফা।

কালেক্টর সাহেবেরদের বন্দোবস্তকরণ কিম্বা শুধরণসময়ে যে আদালতসম্পর্কীয় ক্ষমতা থাকিবে তাহা।—তাঁহারদের বিচারের বিধি ও এলাকা।

কালেক্টর সাহেব বিশেষ হুকুম পাওনব্যতিরিক্ত দখলের ব্যাঘাত না করিবার কথা।

৩০। কালেক্টর সাহেবেরা এবং কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা এই আইনের কি অন্য কোন আইনের দ্বারা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে যাহাতে ভোগদখলের হানি হয় এমত কোন কার্য্য করিবেন না কিন্তু যে জনেরা ভোগবান ও দখীলকার না হইয়া আপনারদিগকে ভোগদখলের অধিকারী জ্ঞান করে তাহারা এ বিষয়ের দাওয়া জাবেতামতে আদালতে উপস্থিত করিতে চাহিলে কালেক্টর সাহেব তাহার বাধা করিবেন না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৩ ধা।

বন্দোবস্ত করণ কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভারাক্রান্ত কালেক্টরসাহেবেরা ভূমির দখীলকারদিগের স্বত্বের প্রকার ও পরিমাণ জানাইতে পারিবার কথা।

পটীদারী কি ভাইয়াচারইত্যাদি পাট্টাদির দ্বারা ভোগদখল করা ভূমির কোন অংশির স্বত্বের পরিমাণের বিষয়ের বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে ও তদনুসারে কার্য্য করাইতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

ঐ নিষ্পত্তির উপরে আদালতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

৩১। যে কোন জন ভূমি দখল করে তাহার পাট্টাইত্যাদি নিদর্শনপত্রের প্রকারের বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে যে কালেক্টর সাহেবেরা বন্দোবস্ত করেন কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন তাঁহারা বন্দোবস্তের রুবকারীতে লিখিবার নিমিত্তে কাছারীর বৈঠকেতে পূর্ব্বে ঐ দখীলকারের যে খ্যাতি ছিল তাহা তাহার স্বত্বের প্রকারের প্রমাণের এক সাধনমাত্র জ্ঞান করিয়া কিন্তু ঐ জনের সন্দেহের নিমিত্তে অন্য যে কোন অনুসন্ধান করা যায় তাহার বেওরাসহিত আপনার নিষ্পত্তির মূলকারণের বিস্তারিত করিয়া ঐ দখীলকার বস্তুতঃ যে স্বত্বের অধিকার রাখে তাহার প্রকার এবং পরিমাণ জানাইবেন ও ঐ মত পটীদারী ও ভাইয়াচারইত্যাদি পাট্টাআদি নিদর্শনপত্রের দ্বারা ভোগদখলকরা কোন গ্রাম কি কোন২ গ্রামের মধ্যগত ভূমির কোন অংশির স্বত্বের পরিমাণের বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে ঐ অংশী যদি ঐ গ্রাম কি ঐ২ গ্রামের কোন অংশের বাস্তব দখীলকার হয় কিম্বা ঐ ভূমিতে যে সাধারণ মুনাফা হয় বস্তুতঃ তাহার অংশ লইতে থাকে তবে কালেক্টর সাহেব প্রথমতঃ তাহার নিষ্পত্তি করিয়া তাহার কথা আপন বন্দোবস্তের রুবকারীতে লেখাইয়া তদনুসারে কার্য্য করাইতে পারিবেন ও তাহাতে যে জন আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে সে লোক তাহা ন্যায় কি অন্যায় ইহা জানিবার নিমিত্তে জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে চাহিলে তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবেন না কিন্তু ইহার লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে কোন ভূমির কিস্মতের উপর নির্দ্ধার্য্যকরা মোট জমার কি হারহারিমত তাহার অংশের বিষয়ে কি সাধারণ মহালের বিশেষ কোন অংশের দখীলকারকে বিভাগের সময়ে যত ও যেপ্রকার ভূমি দিতে হইবেক তাহার বিষয়েই বা কালেক্টরসাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে হাত দিতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

৩২। উপরের প্রকরণের এ অভিপ্রায় নহে যে কালেক্টর সাহেবেরা অন্য প্রকারকরণের হুকুম পাওনব্যতিরেকে কোন দাওয়াদার সাধারণ মুনাফার মধ্যে যে রকম অংশ এপর্য্যন্ত পাইয়া আসিতেছে তাহা বেশী হইবার নিমিত্তে কি ঐ গ্রাম কি ঐ২ গ্রামের যে অংশ এপর্য্যন্ত দখল করিয়া আসিতেছে তাহার রকম বেশী হইবার নিমিত্তে যে দাওয়া করে তাহা গ্রাহ্য করিতে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

উপরের প্রকরণানুসারে কালেক্টর সাহেব কোন দাওয়াদারের সে যে মুনাফা পাইতেছে ও যে ভূমি দখল করিয়া আসিতেছে তাহার আধিক্যের দাওয়া গ্রাহ্য করিতে না পারিবার কথা।

৩৩। উপরের উক্ত ক্ষমতাক্রমে কালেক্টর সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা যদি বোর্ডের সাহেবদিগের কি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমেতে মতান্তর কিম্বা রদ না হয় তবে ঐ নিষ্পত্তির দ্বারা যে অধিকার হইয়া থাকে তাহা অযথার্থ ইহা জাবেতামতে নালিশহওনপূর্ব্বক বিচারদ্বারা জানা না গেলে ঐ নিষ্পত্তি আদালতের সাহেবেরা বহাল রাখিবেন এবং ইহার লিখিত কোন কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে কোন মহালের কি মহালের অংশের উপর যে জমার নির্দ্ধার্য্য করা যাইবেক তাহার কিম্বা কোন মহালের মধ্যগত যত ও যেপ্রকার ভূমি তাহার বিভাগের সময়ে তাহার ভিন্ন২ অংশিরদিগকে দেওয়া যাইবেক তাহারো বিষয়ে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে হাত দিতে আদালতের সাহেবেরদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।

তহসীলের ভারাক্রান্তসাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি আদালতে জাবেতামতে হওয়া নালিশের নিষ্পত্তিপূর্ব্বক অন্যায় বোধ না হইলে আদালতের সাহেবেরা তাহা বহাল রাখিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবের করা জমার হারহারি কি ভূমির বিভাগের বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তির মূল আইন বিরুদ্ধহওনব্যতিরেকে আদালতের সাহেবেরা তাহাতে হাত দিতে না পারিবার কথা।

৩৪। পূর্ব্বের অধিপতিদিগের কি তাঁহারদিগের সরকারের কোন আমলে কি অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া সনদাদির দ্বারা ভোগদখলকরা কি ভোগদখলে আছে ইহা কহা বাজেয়াপ্তী কোন মহালের ভূমি তাহা সকর কি নিষ্করই বা হউক তাহার বন্দোবস্তকরণেতে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা বন্দোবস্তকারি অন্য সাহেবের ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনের লিখিত কোন কথা ইহার প্রতিবন্ধক হইলেও ঐ সাহেব ঐ মহালের মধ্যের ভূমির কি তাহার খাজানা কি উৎপন্নের বিষয়ে উপস্থিতহওয়া সমস্ত দাওয়া শ্রবণ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন এবং বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের আজ্ঞা ও অনুমতিক্রমে ঐ মহালেতে অন্য২ হইতে যে জনের অধিকার ন্যায্য বোধ হয় সেই জনকে ঐ মহালে দখল দেওয়ান্ ও তাহার বন্দোবস্ত তাহার সহিত করেন্ এবং তাহার অন্য২ দাওয়াদারদিগকে জাবেতামতে জিলার আদালতে কি প্রবিন্স্যাল কোর্টে নালিশ করিয়া আপনারদিগের দাওয়া সাব্যস্তকরণের ব্যাঘাত করিবেন না ও এই ধারানুসারে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগহইতে যে সকল নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর দাওয়ার বস্তুর মূল্যানুসারে জাবেতামতে ঐ আদালতে নালিশ হইলে ঐ নালিশী আরজী সম্যক্প্রকারে শুনা ও তাহার বিচার ও

বাজেয়াফ হওয়া লাখেরাজ ভূমির বন্দোবস্তকরণের সময়ে কালেক্টর সাহেব তৎসম্পর্কীয় স্বত্ত্বের বিষয়ের দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

এবং অন্যহইতে যাহার অধিকার ন্যায্য বোধ হয় তাহাকে দখল দেওয়াইতে পারিবার কথা।

ঐ দেওয়া দখলের উপর আদালতে জাবেতামতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

নিষ্পত্তি হইলে পর তাহা শুধরা কি রদ কিম্বা মতান্তর করা যাইতে পারিবেক ও তাহা নহিলে করা যাইতে পারিবেক না। ও স্বয়ং ভূম্যধিকারিদিগের কি তাহারদিগের মোখ্তারকারদিগের দত্ত সনদাদির দ্বারা যে ভূমি নিষ্করৱূপে ভোগদখল করা যায় সে ভূমির সহিত উপরের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবেক না ও সামান্যত ঐ ভূমির দখীলকারেরা তাহার উপযুক্ত রাজস্ব দিবার কৌলকরার লিখিয়া দিতে সম্মত হইলে তাহারদিগের সহিত ঐ ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৫ ধা।

ভূম্যধিকারিদিগের কি তাহারদিগের অনুমতিক্রমে দত্ত সনদাদির দ্বারা ভোগ দখল করা ভূমিতে উপরের লিখিত হুকুমসম্পর্ক না রাখিবার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভার প্রাপ্ত কালেক্টর সাহেবেরদিগকে ভূমির স্বত্ত্ব ও দখলের বিষয়ের দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

৩৫। লাখেরাজ বাজেয়াপ্তী কোন মহালের বন্দোবস্ত কিম্বা কার্য্যের গতিকে খেরাজী কোন মহালের পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত করিতে হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ মহালের বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভার প্রাপ্ত কালেক্টর সাহেবকে এমত বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারিবেন যে ঐ মহালের মধ্যগত ভূমির স্বত্বাধিকার ও দখলের ও তাহার খাজা না কিম্বা উৎপন্নের বিষয়ে যে সকল দাওয়া উপস্থিত হয় তাহা শ্রবণ ও তাঁহার বিচার ও নিষ্পত্তি পূর্ব্বোক্তমতেতে করেন্ এবং বোর্ডের হুকুম ও অনুমতিক্রমে এবং তদতিরিক্ত ও জিলার আদালতে কি প্রবিন্স্যাল কোর্টে জাবেতামতে নালিশ হইলে তথায় যে নিষ্পত্তি হয় তদনুসারে ঐ ভূমিতে অন্যহইতে যাহার অধিকার প্রবল বোধ হয় তাহাকে সেই ভূম্যাদিতে দখল দেওয়ান্ ও ইহাও জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্তমত বিশেষ ক্ষমতা কোন কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া গেলে যে মহালেতে ঐ সাহেবের প্রাপ্তক্ষমতা চলিবেক সেই মহালের মধ্যে ঘোষণার দ্বারা সরকারহইতে দেওয়া ঐ হুকুম প্রচার করা যাইবেক এবং কালেক্টর সাহেবদিগের ও বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ ঘোষণা উপযুক্তরূপে দেওয়ান কিন্তু এই ধারানুসারে কিম্বা অন্য যে কোন ধারাতে ঐ ঘোষণা দেওয়া যাওনের হুকুম থাকে তদনুসারে কোন কালেক্টর সাহেব যে কোন নিষ্পত্তি করেন্ তাহা ঐ ঘোষণা না দেওয়া যাওনের আপত্তিতে তাহার অনুসন্ধান নিয়মমত সম্পূর্ণরূপে করা যাওনব্যতিরেকে কোন আদালতে রদ করা যাইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৬ ধা।

যে প্রকারেতে বন্দোবস্ত কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর সাহেবেরা মাতবর সনদাদির দ্বারা দখলকরা লাখেরাজ কি মোকররী জমায় দখলকরা

৩৬। যে কালেক্টর সাহেবেরা কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা কোন পরগনা কি মৌজা কিম্বা তথাকার ভূমির অন্য কিসমতের বন্দোবস্তকরণের কিম্বা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভারপ্রাপ্ত হন্ সেই সাহেবেরা ঐ পরগনা কি মৌজা কিম্বা তথাকার ভূমিসম্বন্ধীয় অন্য কিসমতের মধ্যে কিম্বা আশপাশে তথাকার পূর্ব্বাধিপতির কিম্বা তাঁহার সরকারের কোন আমেল্ অথবা অন্য কর্ম্মকর্ত্তার দত্ত মাতবর সনদইত্যাদির দ্বারা লাখেরাজরূপে কি মোকররী জমাতে দখলকরা ভূমির মধ্যগত কোন ভূমিতে অধিকার রাখণের দাওয়া কোন লোক

কি লোকেরা উপস্থিত করিলে ঐ দাওয়া গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং যদি ঐ সাহেবদিগের ইহা বোধ হয় যে ঐ ফরিয়াদীরা ঐ ভূমিতে কিম্বা তাহার খাজানা কি উৎপন্নে মৌরুসী ও হস্তান্তরকরণযোগ্য স্বত্বাধিকার রাখে কিম্বা তাহা পাই বার যোগ্য বটে তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব পূর্ব্বে সরকারের অনুমতি লইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে মিয়াদের হুকুম হয় সেই মি য়াদে ঐ লাখেরাজদার কিম্বা মোকররীদারের নিমিত্তে তাহারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন এবং ঐ লাখেরাজদার কি মোক ররীদারের তাবে থাকিয়া তাহারা যে২ নিয়মেতে আপনারদিগের ভূমি ভোগদখল করিবেক তাহার বেওরা লিখিয়া ঐ প্রত্যেক অধি কারিতে পাট্টা দিতে পারিবেন এবং ঐ অধিকারিরা আপনারদি গের ভূমিতে দখল ও কর্তৃত্বরহিত হইলে কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড কমিস্যনরের হুকুমের অধীনতায় ঐ লাখেরাজদারেরা কি মো কররীদারেরা তাহারদিগকে মালিকানা কিম্বা অধিকারসম্বন্ধীয় অন্য লাভ যাহা দিবেক তাহার পরিমাণের নিরূপণ ও হুকুম করিতে পারিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ লোকদিগের মধ্যে কোন জন ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইলে সে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিয়া তাহার মোকদ্দমা করিতে পারে কিন্তু অধিকারিরদের সহিত কালেক্টর সাহেব যে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন তাহার নিয়মের কিম্বা ঐ লোকদিগের নিমিত্তে নিরূপণহওয়া মালিকানার পরিমা ণের বিষয়ে আদালতের সাহেবেরা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৭ ধা।

ভূমির মধ্যগত ভূমিতে স্বত্বাধিকার রাখণের দাওয়ার নিষ্পত্তি এবং ঐ লাখেরাজদার কি মোকররীদারের নিমিত্তে ঐ অধিকারিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন তাহার কথা।

স্বত্বাধিকারের বিষয়েতে আদালতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

৩৭। ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকর ণের এবং তাহার পরে যে তেত্রিশ ধারা আছে ঐ সকল ধারার লিখিত হুকুম এই ধারাক্রমে যে সকল জমীদারীর ইস্তমরারী বন্দো বস্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে ও ১৭৯৫ সালের ২ ও ২২ আইনের লিখিত হুকুম যেপর্য্যন্ত ঐ বিষে য়ে সম্পর্ক রাখে তদনুসারে হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে নিস্করুরূপে কি বি শেষ সনদের দ্বারা কম জমাতে দখল করা জায়গীর ও মোকররী রূপে এবং অন্য২ রূপে দখল করা ভূমিসুদ্ধা সমস্ত ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৯ আ। ২ ধা। ১ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের ও তাহার পরে যে তেত্রিশ ধারা আছে তাহার লিখিত হুকুম ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হওয়া ভূমির বহির্ভূত সমস্ত ভূমির সহিতসম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩৮। যে সকল জমীদারী এক্ষণে খাসতহসীলে রাখা গিয়াছে কি ইহার পরে রাখা যাইবেক সে সকল জমীদারী যেপর্য্যন্ত ঐরূপে রাখা যায় সেপর্য্যন্ত উপরের লিখিত হুকুম ঐ সকল জমীদারীরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৫ সা।৯ আ। ২ধা। ২ প্র।

ঐ হুকুম খাস তহসীলে থাকা সমস্ত ভূমির সহিতও সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩৯। বন্দোবস্তের সময়ে যে সকল মহালের জমা মোকরর করা

এবং সুন্দরবনের

ভূমির ও ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তি পাহাড়িয়া ভূমির ও সামান্যতঃ বন্দোবস্তের বহীতে লেখা না থাকা ভূমির সহিত উপরের উক্ত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

গিয়াছে ঐ২ মালের মধ্যগত বিশেষ করিয়া লেখা পরগনা কি মৌজা কিম্বা মালগুজারী তহসীলকরণার্থে হওয়া অন্য কোন ভূমি খণ্ডের বহির্ভূত ভূমির সহিত অর্থাৎ সুন্দরবনের এবং ভাগলপুরের নিকটস্থ পাহাড়িয়া ভূমির এবং অন্য বিস্তারিত জঙ্গলা এবং আরণ্যভূমির সহিত এবং ঐ২ জঙ্গল কি অরণ্যের নিকটস্থ সকল জমীদারীর সহিতও উপরের উক্ত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৪ ধারা

খাজানার বিষয়ে সরাসরী শুননার্থ কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ। *

এই আইনের ১১। ১২। ১৪। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ধারার বিশেষ করিয়া লেখা ক্ষমতা সামান্যতঃ বন্দোবস্তকরণ কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর সাহেবদিগকে অর্পণহইবার কথা।

কিন্তু বিশেষ কারণ হইলে শ্রীযুত নওয়াবগবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল হইতে ঐ অর্পিত ক্ষমতার সীমা কমাইতে পারিবার কথা।

বন্দোবস্তকরণ কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভার প্রাপ্ত না হইলেও কালেক্টরসাহেবদিগকে ঐ ক্ষমতা বিশেষরূপে অর্পণ করিবার কথা।

৪০। এই আইনের ১১ ও ১২ ও ১৪ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ধারাতে যে২ ক্ষমতার কথা বিশেষ করিয়া লেখা গিয়াছে যে কালেক্টর সাহেবেরা ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্তকরণের কি তাহা পূনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত হন সামান্যতঃ তাঁহারা সেই২ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন এবং তাঁহারা যে পরগনাতে ঐ২ কার্য্য করিতে থাকেন তাহার শামিল সমস্ত ভূমিতে তাঁহারদিগের ঐ ক্ষমতা বর্ত্তিবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ে২ যেপ্রকারে এবং যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত বুঝেন তদনুসারে জিলায় প্রচার করিবার নিমিত্তে হজুর কৌন্সেলহইতে দেওয়া হুকুমের দ্বারা বন্দোবস্তকারি কালেক্টর সাহেবদিগের এবং অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতাচরণের সীমার ন্যূনতা করিতে পারিবেন ও ঐমত সময়ে২ যেমত উপযুক্ত বুঝা যায় সেই মত পূর্ব্বোক্ত কালেক্টর সাহেবেরা ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্তকরণের কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত না হইলেও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ কালেক্টর সাহেবদিগের এমন বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারেন যে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ধারাসকলের লিখনমত যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই সকল কিম্বা তাহার মধ্যে কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তি উপরের লিখনমতে জাবেতামতে আদালতে নালিশকরণদ্বারা হওয়া নিষ্পত্তিতে রদ বহাল হইতে পারিবেক এবং জমীদারেরা কি তালুকদারেরা কি অন্য সদর মালগুজারেরা কি ভূমির ইজারদারেরা কিম্বা তাহারদিগের মোখ্তারকার অন্য

---

* সরাসরী মোকদ্দমা শুনন বিষয়ে এই ধারার অন্তর্গত যে নানা বিধান বোধ করি যে তাহা ৯ অধ্যায়ের মধ্যে দিলে ভাল হইত যেহেতুক ঐ অধ্যায়ের মধ্যে সরাসরী মোকদ্দমার অন্যান্য বিধান সকল আছে। কিন্তু বন্দোবস্তকরণ বা শুধরণ বিষয়ে যে অতি বিস্তারিত ১৮২২ সালের সপ্তম কানুন আছে তন্মধ্যে সরাসরী মোকদ্দমার এই সকল বিধান পাওয়া গেল এই প্রযুক্ত বন্দোবস্ত করণ বা শুধরণের অধ্যায়ের মধ্যে তাহা দেওয়া গেল।

কোন জন খাজানার নিমিত্তে মফঃসলী তালুকদার কি জমীদার কি মালগুজার কি রাইয়ৎ কিম্বা যে খ্যাতিতে খ্যাত হউক এমন আর কোন পেটাও লোকের উপর যে নালিশ করে তাহা এবং রাইয়ৎ কিম্বা আর কোন পেটাও প্রজা ভূম্যধিকারিদিগের কি ইজারদারদিগের কি তাহারদিগের মোখ্তারকার কি স্থলাভিষিক্তেরদের নামে দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া বিক্রয়করণ কি অন্য কোনপ্রকারে উপযুক্তহইতে বেশী খাজানা কিম্বা অযথার্থরূপে খাজানা লওনের বাবৎ যে নালিশ করে তাহা এবং ভূম্যধিকারিদিগের আর ভূমির ইজারদার কিম্বা কোনপ্রকার পেটাও প্রজারদের কিম্বা তাহারদিগের জামিনেরদের কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় কর্ম্মে কিম্বা ভূমির খাজানা তহসীল কি দাখিলকরণে তাহারদের নিযুক্তকরা কোন মোখ্তার কি অন্য জনেরদের মধ্যে হিসাব রফাহওনের বিষয়ে হওয়া বিবাদের যে নালিশ হয় তাহা এবং সকর কি নিষ্কর ভূমির কিম্বা ফলকর ও বনকর ও জলকর এই নামেতে খ্যাত ফলের বাগান ও পশুচারণের ভূমির ও মৎস্যধরণের জলাশয়ের খাজানা তলব কি তহসীল কি দাখিলকরণের বিষয়ে কিম্বা রদকরা সায়েরের মধ্যগত নহে ভূমির খাজানাসম্পর্কীয় এমত অন্য কোন জায়দাদের বিষয়ে এবং আইনানুসারে যেং পাট্টা অবশ্য দিতে হয় তাহা না দেওনের কিম্বা খাজানা পাইয়া তাহার দাখিলা না দেওনের এবং সামান্যত আইনের ও উপরের উক্ত বিষয়সকলে দেশের আদ্যোপান্তের যে রীতি আছে তাহার অন্যমত আচরণকরণের এবং জমীদারদিগের কিম্বা ইজারদারেরদের আর কোন খ্যাতিতে খ্যাত তাহারদিগের পেটাও প্রজাদিগের মধ্যে ভূমির খাজানার ও তাহা দখলের বিষয়ে যে বিবাদ উপস্থিত হয় তৎসম্পর্কীয় লেখাপড়ার ব্যতিক্রমকরণের বিষয়ে যেং নালিশ উপস্থিত হয় সামান্যতঃ কি সময়বিশেষে যেমত নিরূপণ হয় তদনুসারে ঐ সকল নালিশ গ্রাহ্য করিতে ও সরাসরীমতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ শ্রীযুত যেমন উপযুক্ত বুঝেন্ তেমন ক্ষমতা ঐ কালেক্টর সাহেবদিগকে দিতে পারেন্ ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২০ ধা। ১ প্র।

কালেক্টর সাহেবেরা মালগুজারী সম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের।

ও অন্যায়পূর্ব্বক খাজানা লওনের।

এবং জমীদার ও প্রজার ও তাহারদিগের জামীন ও মোখ্তারেরদের হিসাব রফাহওনের।

এবং ভূমির কি ভূমির খাজানা কি উৎপন্নের ও পাট্টা দেওয়ার এবং নিয়মল ভঙ্গনের এবং সামান্যতঃ সদর মালগুজারেরদের ও ইজারদারেরদের ও তাহারদের প্রজারদের মধ্যে হওয়া বিবাদের সম্পর্কীয় মোকদ্দমা সকলের বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৪১। শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল হইতে যেমন হুকুম দেন্ তদনুসারে উপরের লিখিত ঐ সকল কার্য্যকরণের ভারে অমুক কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত হইলেন ইহাও তাঁহার অধিকারের সরহদ্দ ঘোষণাক্রমে তাহার অধিকারেতে জানান যাইবেক এবং তাহা জানান গেলে পর ঐ কালেক্টর সাহেবের নিরূপিত সরহদ্দের মধ্যের ভূমির কি খাজানার কিম্বা উৎপন্নের কি ঐ সরহদ্দভুক্তহওয়া ভূমির বিষয়ে সরাসরী বিচারের নিমিত্তে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা ও দরখাস্ত ও ফরিয়াদ কোন সদর মালগুজার কি জমীদার কি তালুকদার কি ইজারদার কিম্বা রাইয়ৎ অথবা ভূমির অন্য দখীলকার কি পেটাও প্রজা জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিত করে তাহা উপস্থিত হইবামাত্র বিচারের নিমিত্তে

উপরের লিখিত কার্য্যকরণের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেব নিযুক্তহওনের কথার প্রচার যেরূপে করা যাইবেক তাহার কথা।

এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা যে সময় পর্য্যন্ত জজের ন্যায় ক্ষমতাচরণ করিবেন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ঘোষণার দ্বারা তাহার নিরূপণ করিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং ঐ সময়েতে সরাসরী বিচারের নিমিত্তে যেং মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে তাহাও ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে উপরের লিখনমতে যেং মোকদ্দমা কি ফরিয়াদ গ্রাহ্য করিতে কালেক্টর সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হয় সেইং মোকদ্দমা কি ফরিয়াদকরণিয়া প্রথমেই তাহা ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে পারে এবং উপরের লিখনমতে যে বিশেষ ক্ষমতা কোন কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যায় তাহার ও বন্দোবস্তকরণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরা যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন সেই ক্ষমতার শেষ ও নিবৃত্তি যে সময়ে হইবেক তাহার নিরূপণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

উপরের প্রকরণসকলের লিখিত নালিশ তাহার হেতুহওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না করিলে কালেক্টর সাহেব তাহা গ্রাহ্য না করিবার কথা।

৪২। উপরের প্রকরণসকলের বেওরা করিয়া লেখা কোন নালিশ কি দরখাস্ত তাহার বিষয়হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না করা গেলে তাহা এই আইনানুসারে কোন কালেক্টর সাহেবের নিকটে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২০ ধা। ৩ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২০ ধারার বিশেষ করিয়া লিখিত ক্ষমতা কোন কালেকটর সাহেবকে যে সরহদ্দের মধ্যে উপযুক্ত বুঝেন তথাকার কার্য্যের নিমিত্তে দিতে শ্রীযুতের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

তাহা হইলে ঐ আইনের ২১ ধারার লিখিত হুকুম ঐ সরহদ্দের মধ্যগত ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৪৩। শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এ ক্ষমতা রাখেন যে সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ও বারাণসদেশের কোন কালেক্টরসাহেবকে কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেবকে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২০ ধারার বিশেষ করিয়া লেখা ক্ষমতা ঐ ধারার ২ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত প্রকারে সময়েং যেং সরহদ্দের মধ্যে উপযুক্ত বোধ হয় সেইং সরহদ্দের মধ্যে অর্পণ করেন এবং ঐ আইনের ২১ ধারার এবং তাহার পরে যে চৌদ্দ ধারা আছে তাহারো লিখিত হুকুম ঐ কালেক্টর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের তাবে ঐ মত রাখা পরগনা এবং তত্তৎস্থানীয় অন্যং ভূমিখণ্ডের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৯ আ। ৩ ধা।

কালেক্টর সাহেব যে কালপর্য্যন্ত বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টিকরণের কার্য্যে নিযুক্ত থাকি

৪৪। যেং মহালের বন্দোবস্ত করা গিয়াছে কি করিতে হইতেছে তাহার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবদিগের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবদিগেরে যেং ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে ঐং সাহেবদিগের ঐং ক্ষমতা থাকিবার কালের বিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জনার্থে এই প্রকরণক্রমে জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে ঐং সাহেবেরা তাঁহারদিগের ঐং মহালের যে সীমানিরূপণের কি ভূমি জরীরকরণের কিম্বা তাহার মধ্যগত কোন গ্রামের কি গ্রামের কোন অংশের নিবাসিরদের সংখ্যানিরূ

পণের সম্বাদ ঐ গ্রাম যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে দেওন আবশ্যক সেই২ কর্ম্ম করিবার হুকুমনামার তারিখঅবধি ঐ২ সাহেবের করা কি পুনর্দৃষ্টি করা বন্দোবস্ত চূড়ান্তরূপে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলেতে মঞ্জুরহওনের সম্বাদপত্র পাওনের তারিখপর্য্যন্ত ঐ বন্দোবস্তকরণ এবং তাহার পুনর্দৃষ্টিকরণের কর্ম্মেতে নিযুক্ত আছেন বোধ করা যাইবেক ঐ পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা যে২ মহালের বন্দোবস্ত করা যাইতেছে সেই২ মহালের সম্বন্ধে স্থগিত থাকিবেক এবং ঐপ্রকার মহালের বিষয়ে ঐ২ সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৪ ধারার যে ২ দ্বিতীয় প্রকরণের দ্বারা ভূমি কি ঘরবাটী কি ফসল কি জলের নালাইত্যাদির বিষয়ের যে২ বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা রাজস্বের কর্ম্মকারি সাহেবেরদের নিকটে সমর্পণ করিতে হুকুম হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং পোলীসের সকল কর্ম্মকারিকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা কালেক্টর সাহেবদিগের কি রাজস্বের অন্য কর্ম্মকারিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকরণে অবিলম্বে ফলজনক সহায়তা করে ইতি।—১৮২৮ সা। ৪ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

বেন তাহার নিশ্চয় করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অর্পিত ক্ষমতা ঐ কালপর্য্যন্ত স্থগিত হইবার এবং ঐ২ সাহেবেরদের ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

পোলীসের কর্ম্মকারিদিগের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকরণে অবিলম্বে ফলজনক সহায়তা করিতে হইবার কথা।

৪৫। কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কাহার কর্ত্তব্য এমত সন্দেহ জন্মিলে বোর্ডের এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমের অধীনতায় তাহার নিশ্চয়করণের কর্তৃত্ব কালেক্টর সাহেব রাখিবেন এবং জাবেতামতে আদালতে নালিশ হওনপূর্ব্বক অধিকারের বিষয়ে নিষ্পত্তিহওনব্যতিরেকে আদালতের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবের দেওয়া দখলের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবেন না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৮ ধা।

যে নিষ্পত্তি যাহার কর্ত্তব্য তাহার নিশ্চয় কালেক্টর সাহেব করিবার কথা।

৪৬। কোন কালেক্টর সাহেব কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেব পূর্ব্বোক্তমত বন্দোবস্তকরণ কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের পূর্ব্বে জমীদার কি ইজারদারের আমলদখলে কিম্বা সরকারের খাসতহসীলে থাকা কোন গ্রাম কিম্বা মহালে এই আইনেতে বন্দোবস্তকরণের বিষয়ে যেমত হুকুম লেখা গিয়াছে সেই হুকুমমতে ঐ বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্তে ঐ কালেক্টর কি অন্য সাহেব যে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে হুকুম কি ক্ষমতা পাইয়া থাকেন সেই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার নিমিত্তে ঐ গ্রামে কি মহালে কোন তহসীলদার কি কানুনগো কি আমীন কিম্বা মোকররী কিম্বা ঠিকা অন্য কোন কার্য্যকারক জনকে পাঠাইতে পারেন ও উপরের লিখিতমতে দেশীয় যে কোন কার্য্যকারক পাঠান যায় সেই কার্য্যকারক পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কিম্বা অন্য যে কোন লোক ঐ গ্রাম কি মহালের হিসাবের কাগজপত্র রাখে তাহারদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৫ ধারানুসারে নিযুক্তকরা

বন্দোবস্তকরণের পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবেরা দেশীয় কার্য্যকারকদিগকে পাঠাইতে পারিবার কথা।

কার্য্যকারকদিগ্‌কে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে ঐ ক্ষমতাক্রমে ও সেই মতে তলব করিবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার ক্ষমতাপন্ন বোধ হইবেক এবং কালেক্‌টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব হুকুম দিলে ঐ তহসীলদার কিম্বা অন্য জন যে গ্রাম কি মহালেতে পাঠান যায় ঐ গ্রাম কি মহাল জরীব করিতে এবং কোন মোকদ্দম কি প্রধান কিম্বা রাইয়ৎ কিম্বা তথাকার নিবাসী অন্য কোন জনেরদিগ্‌কে তলব করিতে এবং ঐ গ্রাম কি মহালের সরহদ্দ নিরূপণ করিতে এবং তাহার মধ্যগত ভূমি ও তাহাতে যেং স্বত্ব কি উপস্বত্ব থাকে তাহার বিষয়ের সমস্ত বেওরা জানাইবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবেক ও কোন জন একগুঁয়ামী করিয়া পূর্ব্বোক্তমত নিরূপিত কোন কার্য্যকারককে কোন বেওরা জানাইতে যদি অসম্মত হয় তবে ঐ বিষয়ে কালেক্‌টর সাহেবের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ পাওয়া গেলে পাটওয়ারীদিগের হাজির হইতে ও সাক্ষ্য দিতে অসম্মতহওনের বিষয়ে যে দণ্ডের হুকুম করা গিয়াছে সেই দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৪ ধা। ১ প্র।

কালেক্‌টর সাহেবেরা সময়েং বোর্ডেতে মোকদ্দমার বেওরা পাইবার কথা।

৪৭। কালেক্‌টর সাহেবদিগের নিকটে যেং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে কি উপস্থিত থাকে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমানুসারে নিরূপিত সময়ে ঐ সাহেবদিগের ঐং বোর্ডে তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক এবং বোর্ডের সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়েং যেমত হুকুম করেন সেইমত ঐং বেওরার সংক্ষেপ কথা লিখিয়া এবং যেং মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের নিকটে আপীল হইয়া তাহার নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে তাহারো বেওরা ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩২ ধা।

৫ ধারা।

সরাসরী মতে মোকদ্দমা না করিয়া জাবেতামতে মোকদ্দমা করণ।

কালেক্‌টর সাহেবের বিচার্য্য দাওয়ার বিষয়ে যাহারা তাঁহার সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি না চাহে তাহারা জাবেতামতে ঐ দাওয়া প্রথমেই আদালতে দরপেশ করিতে পারিবার কথা।

৪৮। এই আইনানুসারে কালেক্‌টরসাহেবেরা যে সকল নালিশ ও দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন যে লোকেরা ঐ নালিশ ও দাওয়ার বিষয় রাখিয়াও কালেকটরসাহেবের কাছারীর সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি চাহে না তাহারা ন্যায় ও বিচারের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুমানুসারে ঐং নালিস কি দাওয়া তথাকার মুনসেফের আদালতে কিম্বা জিলা কি শহরের আদালতে অথবা তথাকার প্রবিন্স্যাল কোর্টে ইহার যে আদালতের বিচারযোগ্য হয় সেই আদালতে প্রথমেই জাবেতামতে দরপেশ করিতে পারিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩০ ধা।

৬ ধারা।

মোকদ্দমার রীতি ও নিয়ম।

কালেক্টর সাহেবেরা যেং নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন এবং যেং প্রকার তলবচিঠী জারী করিবেন তাহার কথা।

৪৯। মালগুজারীইত্যাদি বিষয়ে সরাসরী বিচারের নিমিত্তে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিষয়ে আদালতের কার্য্যের নিয়ম করিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে এবং জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা ঐং মোকদ্দমার বিষয়ে যেং ক্ষমতা ও হুকুমের ব্যাপার করেন ও করিতে পারেন কালেকটরসাহেবেরা ঐং মোকদ্দমার বিষয়ে ঐং ক্ষমতা ও হুকুম রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও এই আইনানুসারে অন্য যেং মোকদ্দমা কালেকটরসাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহাতে আসামীকে কি অন্য যাহার প্রতি দাওয়া দরপেশ হয় তাহাকে হাজির করাইতে হইলে সামান্যত এক এত্তেলানামা তাহাতে ঐ মোকদ্দমার সকল বেওরা এবং কালেকটরসাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে যে কাল ও স্থান নিরূপণ করেন সেই কালে ও স্থানে আসামী কি ঐ অন্য ব্যক্তি স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার হাজির হইবার হুকুম লেখা গিয়া আসামী কি ঐ অন্য ব্যক্তির নিকটে পাঠান যাইবেক ও যদি উপরের লিখিত বেওরাক্রমে লেখা এত্তেলানামা দেওয়া যাওনের পর কোন আসামীইত্যাদি হাজির হইতে কসুর করে কিম্বা নাজির কি যে লোককে ঐ এত্তেলানামা পঁহুছাইবার নিমিত্তে পাঠান গিয়া ছিল সেই লোক আসিয়া কহে যে অতিযত্নপূর্ব্বক ঐ আসামী কি আসামীরদিগকে তালাশ করিয়াও পাওয়া গেল না তবে এক ইশতিহার নামা তাহাতে তাহা জারীকরণের তারিখঅবধি ১৫ পনের দিবসের পরে ঐ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে উপস্থিত করা যাইবেক এবং ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে কোন জন কি জনেরা পূর্ব্বোক্ত এত্তেলানামা পঁহুছাইয়া দেওনের পর হাজির হইতে কসুর করে কিম্বা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনপর্য্যন্ত গরহাজির থাকে ঐ জন কি জনেরা সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে হাজির হইলে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিক্রমে তাহার কি তাহারদিগের যাহা হইত ইহাতেও তাহাই হইবেক এই সকল কথা লিখিয়া ঐ আসামীইত্যাদির বসতবাটীতে কিম্বা তাহার নিকটে লট্কান যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২১ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ও ১৯ ধারার লিখিত হুকুমসকল কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে চলিবার এবং এই আইনানু

৫০। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ও ১৯ ধারার লিখিত হুকুমসকল এই ধারার লিখনদ্বারা ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে চলিবেক এবং ঐং ধারার লিখিত সমস্ত হুকুম এই আইনানুসারে কালেকটরসাহেবেরা যে সকল কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হন তাহার নির্ব্বাহকরণেতে খাটিবেক এবং হুকুম করা যাইতেছে যে মালগুজারীর বাকীর বাবৎ যে মোকদ্দমার বিচার যে কালেকটরসাহেবের করিতে হয় তাহাতে ঐ বাকী

সারে কালেকটর সাহেবদিগের বিচার্য্য মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা।

দার যদি ঐ কালেকটরসাহেবের অধিকারের সীমার বাহিরে থাকে তবে ঐ বাকীদার যে যে জিলার অধিকারে থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের হুকুমনামার দ্বারা ধরাইয়া আনা যাইবেক ইতি। -১৮২২ সা। ৭ আ। ২২ ধা।

কালেক্টর সাহেবের কাছারী আদালতস্বরূপ ও তাহার করা নিষ্পত্তি আদালতের নিষ্পত্তির ন্যায় জ্ঞান করা যাইবার কথা।

৫১। এই প্রকরণের দ্বারা জানান ও হুকুম করা যাইতেছে যে এই আইনের কিম্বা অন্য যে কোন আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারীর কালেকটরসাহেবেরা জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন এই কি ঐ অন্য আইনের দ্বারা তাঁহারদিগকে অর্পণকরা ক্ষমতার প্রভাবে ঐ কালেকটর সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাসকলেতে সাক্ষির দিগকে তলব করিবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে ও মিথ্যাসাক্ষ্যদেওন ও হুকুমের বিপরীতাচরণকরণ ও হুকুম তুচ্ছকরণ অপরাধের বিষয়ে এবং ঐ সকল মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ঐ২ রূপ অন্য সকল অপরাধের শাস্তির হুকুম দিবার বিষয়ে ঐ কালেকটর ইত্যাদি সাহেবের কাছারী কি দফ্তরখানা ঐ সময়ে আদালতস্বরূপ জানা ও বোধ করা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ১ প্র।

কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কি আসামী আপনার সম্মত উকীল কি মোখ্তার নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৫২। যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ভার মালগুজারী তহসীলের কালেকটরসাহেবদিগের প্রতি আছে সে সকল মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আসামী যে কোন মোখ্তার কিম্বা উকীল কি আপনার স্থলাভিষিক্ত যে কোন লোককে আপনার তরফহইতে কার্য্যেতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ নিযুক্ত করা উপযুক্ত বুঝে সেই মোখ্তার কি উকীল কিম্বা স্থলাভিষিক্ত জনকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিয়া নিযুক্ত করিতে পারে ও ঐ মোখ্তার কি উকীলের মেহনতানার ধার্য্য তাহারদিগের উভয়সম্মতিক্রমে হইবেক কিন্তু কালেকটর সাহেব ঐ মোখ্তারের হাজিরথাকা ও কার্য্যকরার দৃষ্টে যাহা উপযুক্ত বুঝেন তাহাহইতে অধিক মেহনতানা যে ব্যক্তির পরাজয়ে নিষ্পত্তি করা যায় তাহা দিতে হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৫ ধা।

যে২ সওয়াল জওয়াবের আবশ্যক তাহার কথা।

৫৩। ঐ সকল মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও আসামীর দাখিলকরা আরজী ও জওয়াবব্যতিরেকে আর কোন সওয়াল জওয়াবের প্রয়োজন হইবেক না কিন্তু যদি কোন সময়ে ফরিয়াদী কি আসামী শুধরা আরজী কিম্বা শুধরা জওয়াব কিম্বা বিবরণজ্ঞাপক আর কিছু লিখিয়া দিতে চাহে তবে তাহা গ্রাহ্য হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৬ ধা।

যাহা লেখা যাইবেক তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবার কথা।

৫৪। ঐ সকল মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা যাহাই হউক তাহার সম্পর্কীয় মোখ্তারনামা ও ওকালৎনামা ও সওয়াল ও জওয়াব এবং নিষ্পত্তিপত্র ।৷০ আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক এবং ঐ সকল মোকদ্দমাতে যে২ কাগজ দরপেশ করা যায় তাহার

কিম্বা ফরিয়াদী কি আসামী যে সাক্ষী তলব করাইতে চাহে তাহার তলবের বাবৎ কিছু ফীস লওয়া যাইবেক না এবং ঐ২ কাগজ দাখিল করিবার কিম্বা ঐ২ সাক্ষী তলব করিবার দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবার আবশ্যক নাহি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৭ ধা।

৫৫। যদি সরকারী কোন কাছারীতে কি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর অন্য কোন স্থানেতে এবং ফরিয়াদী ও আসামীর কি তাহারদিগের নিযুক্তকরা মোখ্তার কি উকীল হাজির হইলে তাহারদিগের সাক্ষাৎকারে করা হয় তবে কালেক্টরসাহেবেরা আপন জিলার মধ্যে যে কোন স্থানে যান কি বাস করেন সেই স্থানেই মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৮ ধা।

কালেক্টর সাহেব আপন জিলার যে স্থানে থাকেন্ তথাতেই মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

৫৬। যে কালেক্টরসাহেব যে বোর্ডের অধীন থাকেন তিনি উপরের উক্ত অনুসন্ধানকরণ কিম্বা উপরের লিখিত নালিশশ্রবণ ও তাহার বিচারকরণের সময়ে ঐ বোর্ডের হুকুমক্রমে তাঁহারা যে মহালের বিষয়ে অনুসন্ধান করেন ঐ মহালের মধ্যগত কি তাহার নিকটবর্ত্তি ভূমির সদর মালগুজারদিগকে এবং ঐ ভূমির অন্য অধিকারি কি দখীলকার কিম্বা কর্ত্তৃত্বকারি অথবা কৃষিকারকদিগকে কিম্বা যে২ লোক তাহার উৎপন্ন সংগ্রহ কি বিক্রয়াদি করে তাহারদিগকে কিম্বা ঐ ভূমিহইতে যে কোন খাজানা কি রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা যে জন তহসীল করে কিম্বা ভোগ করে কি তাহার বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব রাখে তাহারদিগকে এবং ঐ লোকেরদিগহইতে ঐ ভূমির কর্ত্তৃত্ব কিম্বা কৃষিকার্য্য কিম্বা তাহার খাজানা কি রাজস্ব কিম্বা উৎপন্ন তহসীল করিবার নিমিত্তে নিযুক্তহওয়া গোমাস্তা কি অন্য কর্ম্মকারিদিগকে হাজির হইয়া ঐ ভূমির ও তাহার উৎপন্ন ও খাজানা ও রাজস্বের বাবৎ যে সকল হিসাব কি অন্য কাগজপত্র তাহারা আপনার স্থানে রাখে তাহা দাখিল করিয়া দিবার নিমিত্তে হুকুম দিতে পারেন এবং ঐ দাখিলকরা হিসাবের সত্যতার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হিসাবের সম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে কিম্বা ঐ ভূমি কি মহালের উৎপন্ন কি খাজানা কি রাজস্বের বিষয়ে কিম্বা ঐ ভূমির কি তাহার উৎপন্নের কি খাজানা কিম্বা রাজস্বসম্পর্কীয় অধিকার ও স্বত্বের বিষয়ে তাহারদিগকে দিব্য করাইয়া কিম্বা তাহারদিগের স্থানে হলফনামা লইয়া জোবানবন্দী লইতে পারেন্ কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে যে জন ভয়েতে কিম্বা অনুগ্রহ পাইবার কি কিছু ফলোদয় হইবার আশাতে কিম্বা অন্য কোন জনের সহিত মিলিয়া কারসাজী করাতে লাভের প্রত্যাশা করে সে জনব্যতিরেকে যে জন সত্যের অপলাপ করিয়া কিম্বা মিথ্যা কথা কহিয়া তৎক্ষণে কিছু লাভ করিতে চাহে সে জনকে দিব্য করাইয়া কি তাহার স্থানে হলফনামা লেখাইয়া লইয়া জোর করিয়া কেহ কোন জিজ্ঞাসার উত্তর লইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

কালেক্টর সাহেবেরা সাক্ষিরদিগকে ও হিসাবের কাগজ তলব করিতে পারিবার কথা।

দিব্যকরাইয়া কি হলফনামা লইয়া সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লইতে পারিবার কথা।

যাহাতে যাহার লাভালাভের বিষয় থাকে তাহাতে দিব্য করাইয়া তাহার জোবানবন্দী না লওয়া যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুম এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের তলবচিঠী জারীহওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবার কথা।

এবং এই আইনানুসারে বিচার্য্য মোকদ্দমাতে তলবহওয়া কিম্বা জিজ্ঞাসা যোগ্য পাটওয়ারী ইত্যাদি লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

এবং অন্য যাহারদিগের তলব করা যায় তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৫৭। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১১ ধারাতে ঐ ধারানুসারে হাজির হইয়া হিসাবের কাগজপত্র দাখিল করিবার নিমিত্তে যাহারদিগের তলব হয় তাহারদিগের প্রতি তলবচিঠী জারী করিবার বিষয়ে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে এই আইনানুসারে কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যেং তলবচিঠী জারী করেন্ তাহার সহিত ঐং হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ মত যে সকল পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কি অন্য লোকেরা যে ভূমির বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধানকরণের হুকুম হইয়া থাকে সেই ভূমির হিসাবের কাগজপত্র রাখে এবং পূর্ব্বোক্তমতে তলব হইয়া তাহারদিগের স্থানে তলবকরা কোন হিসাবের কাগজ দিতে কিম্বা তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গাফিলী করে কিম্বা তাহা না দেয় কিম্বা দিব্য করিয়া কিম্বা হলফনামা দিয়া জিজ্ঞাসার পরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিম্বা যে হিসাবের কাগজ দাখিল করিবার নিমিত্তে তলব করা যায় ঐ হিসাবের কাগজ তবদীল করে কি নূতন বানায় কি মিথ্যা করে কিম্বা ছাটে সেই সকল লোকের সহিত ঐ আইনের ১২ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ও আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলেতে যেং ক্ষমতা ও হুকুমং রাখেন ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্তকরণের কিম্বা এই আইনেতে যে অনুসন্ধানকরণের কথা বিশেষরূপে লেখা যায় তাহা করণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা সেই সকল ক্ষমতা ও হুকুমং রাখিবেন এবং যে সকল লোকেরা পূর্ব্বোক্ত কোন কালেক্টর কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা তলব করা যায় কিম্বা এই আইনের হুকুমানুসারে পাঠান তলবচিঠী জারীকরণের প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা হুকুম পাইয়া দিব্য করিতে কি হলফনামাতে দস্তখৎ করিতে অসম্মত হয় অথবা দিব্য করিয়া কি দিব্যের বদলে হলফনামা লিখিয়া দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিম্বা নিজে কি অন্যের দ্বারা অন্য জনকে দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় এই সকল লোকের প্রতি ঐ পূর্ব্বোক্ত আইনের ১৩ ধারার ৩ প্রকরণ ও ১৪ ও ১৯ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৯ ধা। ২ প্র।

কালেক্টর সাহেবদিগের বিচারকরা মোকদ্দমার সহিত যেং হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

কালেক্টর সাহেবের উপস্থিতকরা মোকদ্দমাতে যে সকল কাগজপত্র দেও

৫৮। রাজস্বেরকার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিকটে নিষ্করুরূপে দখলকরা ভূমির উপর জমা মোকরর করিবার দাওয়ার কালেক্টর কি সরকারের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের উপস্থিতকরা মোকদ্দমাতে যে সকল কবুকারী হয় ও যে সকল কাগজপত্র দাখিল হয় তাহার নিমিত্তে ইষ্টাম্পকাগজের আবশ্যক নাহি কিন্তু ঐ রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা চলিত আইনানুসারে অন্য যে সকল মোকদ্দমাতে জজের মত ক্ষমতাচরণ করেন্ সে সকল মোকদ্দমাতে যেমত ক্ষমতা রাখেন্ সেই মত ঐ উপরের উক্ত মোকদ্দমাতেও সাক্ষিরদিগকে উপযুক্ত খরচ দিবার ও সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায় করি

বার নিমিত্তে আইনানুসারে যেমন২ করিতে হয় সেই মত করিয়া ঐ খরচ এবং আপনারদিগের হুকুমকরা অন্য২ খরচের টাকা উসুল করিবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন্ ইতি।—১৮২৫ সা। ৯ আ। ৪ ধা। ১০ প্র।

য়া যায় তাহার নিমিত্তে ইষ্টাম্পকাগজের আবশ্যক না হইবার কথা।

সাক্ষিরদিগের উপযুক্ত খরচ দেওয়া যাইবার এবং ঐ খরচ ও মোকদ্দমার খরচা মালগুজারীর বাকী উসুলকরণের মতে উসুল করা যাইবার কথা।

৫৯। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে যে কোন জন বলক্রমে কিম্বা তর্জনগর্জন করিয়া কোন কালেক্টর কি তহসীলের ভারাক্রান্ত অন্য কোন সাহেবের নিকটহইতে আইনমতে হওয়া নিষ্পত্তিপত্রের কিম্বা অনুমতি কি হুকুমের মত কার্য্যকরণের ব্যাঘাত কি বিপরীতাচরণ করে সেই জন চলিত আইনানুসারে ঐ মত কর্ম্মের নিমিত্তে যে দণ্ড নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত ২,০০ দুইশত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ডের কিম্বা দুই মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী জেল্খানাতে কয়েদ রাখণের যোগ্য হইবেক ও কালেক্টরসাহেব কাছারীতে বসিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ দণ্ডের কি শাস্তির হুকুম দিবেন ও তাহা রুবকারীতে লেখাইবেন এবং ঐ সাহেব যে বোর্ডের অধীন হন সেই বোর্ড তৎক্ষণে ঐ হুকুমদেওনের রিপোর্ট পাঠাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৪ ধা। ২ প্র।

কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তির কার্য্য হওনের প্রতিকূলাচরণ কি ব্যাঘাত করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৬০। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে কোন কালেক্টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব কাছারীতে বসিয়া যে নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন ঐ নিষ্পত্তি কি হুকুমের মত কার্য্য হওনের ভাল মন্দের জওয়াব দিবার দায়ী ঐ হুকুমদাতা কি তাঁহার মত কার্য্য করণিয়াকে জ্ঞান করিয়া পোলীসের সমস্ত কার্য্য কারকেরা ঐ বিষয়েতে তাহার সহায়তা ও উপকার করিবেক এবং কালেক্টরসাহেব কি তহসীলের ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব কাছারীতে বসিয়া যে নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন তাহার মত কার্য্যকরণেতে কোন বিপরীতাচরণ কি ব্যাঘাত কিম্বা তাহার উপক্রম করণপ্রযুক্ত যদি কোন ঝকড়া কিম্বা হঙ্গামা উপস্থিত হয় তবে যে জনেরা ঐ নিষ্পত্তিপত্রের কি হুকুমের মত কার্য্যহওনেতে বিপরীতাচরণ কি ব্যাঘাত করে তাহারা ঐ ঝকড়া কি হঙ্গামাকরণের নিমিত্তে দণ্ডের যোগ্য হইবেক ও মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্তদিগের নামে তাহার নালিশ হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৪ ধা। ৩ প্র।

পোলীসের কার্য্যকারকেরা কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তি কি হুকুমমতাচরণের সহায়তা করিবার কথা।

৭ ধারা।

নিষ্পত্তি জারী করণ।

৬১। এই আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্

কালেক্টর সা

হেবেরা আপনার দিগের নিষ্পত্ত্যনুসারে কার্য্য করাইবার ক্ষমতা রাখিবার কথা।

টরসাহেবদিগকে এ ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনের লিখনানুসারে সংখ্যা নিরূপিত কতক টাকা কিম্বা খরচা অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়াইতে হইবার অর্থে কালেক্টরসাহেব যেং নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতে মালগুজারীর বাকী আদায়করণের কারণ যে রূপ করা যায় সেই রূপ যে কালেক্টরসাহেব ঐ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ সেই সাহেব ঐ টাকা যাহার পাইবার অর্থে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার নিমিত্তে উসুল করিবেন কিন্তু সরাসরী বিচারপূর্ব্বক কোন জনের পাইবার অর্থে যে নিষ্পত্তি করা যায় ঐ নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ সাহেব কোন ভূমি কি বাটী কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবেন না ও ভূমি কি বাটী কিম্বা জলের সোঁতাইত্যাদি ভোগদখলের বিষয়ে যদি কোন নিষ্পত্তি হয় তবে তাহা অবজ্ঞা কিম্বা তাহার বিপরীতাচরণ হইলে যে কালেক্টরসাহেব ঐ নিষ্পত্তি বরেন সেই সাহেব আদালতের সাহেবেরা নীলামের খরীদারদিগকে খরীদাবস্তুতে দখল দেওয়াইবার নিমিত্তে আইনানুসারে যেমত ও যে ক্ষমতাচরণ করেন সেই মতে ও সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ ভূমিইত্যাদিতে দখল দেওয়াইতে পারেন এবং জিলা কি শহরের আদালতের সাহেব কালেক্টরসাহেবের ঐ ক্ষমতাচরণেতে সহায়তা করিবেন এবং ঐ ক্ষমতাক্রমে কালেক্টরসাহেবেরা যে কোন হুকুম করেন ঐ হুকুম আদালতের সাহেবেরা নিজে করিলে যেমত করিতেন সেইমত করিয়া ঐ হুকুমের কার্য্য করাইবেন এবং কালেক্টর সাহেবেরা আবশ্যক কি উপযুক্ত বুঝিলে যে জনকে ঐ ভূম্যাদিতে দখল দিবার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই জনকে তাহার ভোগ দখলকরণেতে স্থিররাখিবার নিমিত্তে এক কি তাহাহইতে অধিক পেয়াদা কিম্বা মির্ধা অথবা সওয়ার ইত্যাদি রাখিতে পারেন্ ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩প্র।

৮ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল।

যে মতেতে কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর বোর্ডে আপীল হইবেক তাহার কথা।

৬২। ঐ সকল মোকদ্দমাতে কালেক্টরসাহেবদিগহইতে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর বোর্ড রেবিনিউর * সাহেবদিগের কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক ও ঐ আপীলকরণিয়া আপন ইচ্ছামতে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে ঐ আপীলের দরখাস্ত দিতে পারিবেক ও ঐ দরখাস্ত ২ দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু ঐ আপীলের দরখাস্ত দিতে গৌণ হইবার বিশিষ্ট হেতু বোর্ডের সাহেবদিগের গোচর ও মঞ্জুরহওনব্যতিরেকে ঐ নিষ্পত্তির তারিখহইতে তিন মাসের পরে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ও

* ১৮২৯ সালের ১ আইন প্রকাশ হওনঅবধি আপীল প্রথমতঃ রেবিনিউ কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করিতে হইবে।

ইহাও জানান যাইতেছে যে সামান্যতঃ বোর্ডের সাহেবদিগের আপীলহওয়া ঐ২ মোকদ্দমার বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্তকরণের আবশ্যক নাহি বরং কালেক্টর সাহেবের করা শেষ রুবকারী দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া যেং মোকদ্দমাতে তাহারা ঐ কালেক্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তি অন্যায়েতে কি ভ্রান্তিক্রমে কি সন্দেহযুক্ত হওনের কিম্বা ঐ মোকদ্দমাতে ঐ কালেক্টর সাহেব যেং কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা আইনের অন্যমত কি অসম্পূর্ণ হওনের কোন কারণ না পান সেইং মোকদ্দমার আপীল আর কোন অনুসন্ধান ও বিবেচনাকরণ ব্যতিরেকে ডিস্‌মিস্‌ করিতে পারেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কালেক্টরসাহেব গরহাজিরহওন কি অন্য ক্রটিকরণপ্রযুক্ত মোকদ্দমার বিষয়ের যাথার্থ্যের অনুসন্ধানকরণব্যতিরেকে তাহা ডিস্‌মিস্‌ করিলে বোর্ডের সাহেবেরা তাহার পুনর্ব্বার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার হুকুম ঐ কালেক্টর সাহেবকে দিতে পারেন এবং উপযুক্ত হেতু থাকনব্যতিরেকে কলেক্টরসাহেব কোন মোকদ্দমার তদন্ত কি নিষ্পত্তি করিতে তাচ্ছল্য কি বিলম্ব করিলে বোর্ডের সাহেবেরা আপনারদিগের হুকুমক্রমে ঐ কালেক্টর সাহেবকে দিয়া অবিলম্বে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত ও নিষ্পত্তি করাইতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ১ প্র।

ঐ আপীল হইলে বোর্ডের সাহেবেরা যেমত করিবেন তাহার কথা।

যাহা হইলে বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করণের হুকুম দিতে পারেন তাহার ও তাহাতে তাচ্ছল্য ও গৌণকরার নিবারণার্থে যাহা করিবেন তাহার কথা।

৬৩। ঐ২ আপীলের মোকদ্দমাতে আপীলের দরখাস্তব্যতিরেকে আর কোন সওয়াল জওয়াবের আবশ্যক নাহি এবং যে কাগজ প্রথমেতে দাখিল হইয়া থাকে তাহার কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা অন্য যে লিখিত নিদর্শন তলব করা উপযুক্ত বুঝেন তাহার কোন ফীস্‌ লওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ২ প্র।

বোর্ডে আপীল হইলে যে সওয়াল ও জওয়াবের আবশ্যক হইবেক তাহার কথা।

৬৪। ঐ ফরিয়াদী কি আসামী প্রথমে ঐ মোকদ্দমাতে যে মোখ্তার কি উকীলদিগকে তাহার সওয়াল জওয়াব করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত করিয়াছিল ঐ মোখ্তার কি উকীলেরদিগকে ঐ২ মোকদ্দমার আপীলের কালে নিযুক্ত করা যদি উপযুক্ত বুঝে তবে তাহারদিগের স্থানে সে নিমিত্তে নূতন কোন মোখ্তারনামা কি ওকালৎনামা তলব করা যাইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ৩ প্র।

৬৫। আসামীকে ঐ আপীলহওনের এত্তেলানামা দিতে হইবেক কিন্তু তাহাকে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা হাজির হইবার হুকুম হইবেক না এবং ঐ আসামী গরহাজির হইলে ও হাজির হইলে যেমত করা যাইত সেই মত ঐ মোকদ্দমার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার আপীলের নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ৪ প্র।

আসামীদিগকে এত্তেলানামা দেওয়া যাইবার কিন্তু তাহারদিগকে হাজির হইবার হুকুম না হইবার কথা।

৬৬। কালেক্টর সাহেবদিগের সরাসরী বিচারপূর্ব্বক করা নিষ্পত্তির বিষয়ে বোর্ডের সাহেবদিগের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেকও তাহার

সরাসরী বিচারের নিষ্পত্তির বিষয়ে

বোর্ডের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।

রুবকারী পারসী ভাষাতে ২ দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ৫ প্র।

৯ ধারা।

সালিসীতে মোকদ্দমার অর্পণ করণ।

কালেক্টর সাহেবেরা কোন২ মোকদ্দমা সালিসদিগকে অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৬৭। এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব দিগের এবং কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের বিচার যোগ্য হয় এবং ভূমির কিম্বা তাহার পাট্টাদির কিম্বা তাহাতে যেং স্বত্ব থাকে তাহার বিষয়ে যে কোন মোকদ্দমা কি বিবাদ উপস্থিত করা যায় তাহার উভয় পক্ষ যদি সালিসের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হওনেতে সম্মত হয় তবে ঐ সাহেবেরা ঐ২ মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে সালিসেতে সমর্পণ করিতে পারিবেন এবং সালিসের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইলে তাহার মতাচরণ করাইতে পারিবেন ও এই প্রকরণানুসারে সালিসের বিচারেতে মোকদ্দমা সমর্পণের বিষয়ে এবং ঐ২ মোকদ্দমাতে তাহারা যেং কর্ম্ম করিবেক তাহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনেতে ও তদনুরূপ অন্য২ আইনে এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনেতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে তাহার যে পর্য্যন্ত ঐ বিষয়েতে সম্পর্ক রাখে সেই পর্য্যন্ত কালেকটর সাহেব আপন কর্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং সাক্ষিরদিগকে তলব করিবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার এবং তাহারদিগকে দিব্য করাইবার বিষয়ে সালিসদিগকে ঐ২ আইনের লিখিত ক্ষমতার্পণ করিতে পারেন এবং আদালতের সাহেব দিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতাক্রমে ঐ ক্ষমতাপন্ন সালিসেরদের করা হুকুমের মতাচরণ করাইতে পারিবেন ও সালিসদিগকে সমর্পণকরা মোকদ্দমাতে যে সকল নিষ্পত্তি হয় তাহা কালেক্টরসাহেবের নিকটে মঞ্জুর হইলে আদালতের হুকুমের মত প্রবল হইবেক এবং ঘুস ইত্যাদি লওন কিম্বা স্পষ্ট পক্ষপাতকরণ কি সালিসীতে সমর্পণহওয়া মোকদ্দমার উভয় পক্ষে সালিসদিগকে যে ক্ষমতা ও ভার অর্পণ করিয়া থাকে তাহার অতিক্রমকরণ অপবাদরূপ হেতুব্যতিরেকে সালিসেরদের করা নিষ্পত্তি রদ কি মতান্তরহওনের যোগ্য হইবেক না এবং ঐ অপবাদের হেতু জিলা কি শহরের আদালতে কি তাহাহইতে বড় অন্য যে আদালতে তাহার মোকদ্দমা বিচারযোগ্য হয় সেই আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবেক ইতি—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৩ ধা। ১ প্র।

ঐ সমর্পিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে মত প্রবল হইবেক তাহার কথা।

সালিসেরদের দ্বারা নিষ্পত্তিহওনযোগ্য মোকদ্দমার বিষয়সকল কালেক্টর সাহেবের রুবকা

৬৮। সালিসেরদের নিকটে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা সমর্পণকরণের কালে কালেক্টর সাহেব আপন রুবকারীতে ও উভয় বিবাদির দস্তখৎকরণীয় সালিসনামাতে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যেং বিষয় নিষ্পত্ত্যর্থে তাহারদিগকে সমর্পণ করা যায় তাহার বেওরা বিশেষিয়া লেখাইবেন এবং সালিসেরদের প্রথম করা নিষ্পত্তি যদি তাহারদিগের

নিকটে সমর্পণকরা সকল বিষয়ব্যাপক না হয় কিম্বা আর কোন প্রকারে অসম্পূর্ণ হয় তবে কালেকটর সাহেব তাহারদের প্রতি ঐ নিষ্পত্তি সম্পূর্ণরূপে করিবার হুকুম দিয়া ঐ মোকদ্দমা তাহারদের নিকটে পুনর্ব্বার সমর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৩ ধা। ২ প্র।

রীতে বিশোধিয়া লেখাইতে হইবার কথা।

৬৯। উপরের লিখিত হুকুমানুসারে যে কোন মোকদ্দমা সালিসদিগ্‌কে সমর্পণ করা যায় চলিত আইনের মধ্যে বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও পরগনার কানুনগোদিগ্‌কে ও তহসীলদারদিগ্‌কে সালিসীতে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবেক্ ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৩ ধা। ৩ প্র।

কানুনগো ও তহসীলদারেরা সালিসীতে নিযুক্ত হইতে পারিবার কথা।

৭০। ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৩ ধারার অতিরিক্ত এক্ষণে হুকুম হইতেছে যে ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুমক্রমে যে কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন তাঁহারদের সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকিলে যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে ইহার নিষ্পত্তি সালিসদিগের দ্বারা যথার্থ হইবেক তবে ঐ কালেক্টরপ্রভৃতি সাহেব কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমক্রমে যত দিবসের মধ্যে সালিসদিগের করা নিষ্পত্তি উভয় বিবাদির দাখিল করিতে হইবেক এমত এক মিয়াদ নিরূপণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন ইতি। —১৮৩৩ সা। ৯ আ। ৫ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৩ ধারার অতিরিক্ত এক্ষণে হুকুম হইতেছে যে ঐ আইনের হুকুমক্রমে যে কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হওয়া কোন বিষয় সালিসের হাতে সোপর্দ্দ করিয়া কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমমতে উভয় বিবাদী ঐ সালিসের করা নিষ্পত্তি দাখিল করিবার মিয়াদ নিরূপণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা।

৭১। তাহা হইলে যদি উভয় বিবাদী ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সালিসের করা নিষ্পত্তি দাখিল করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করে তবে কালেক্টর বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিবাদের নিষ্পত্তিকরণের অর্থে তিন বা পাঁচ অপক্ষপাতি এবং উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে

উভয় বিবাদী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সালিসের ফয়সলা দাখিলকরণে অস্বীকার বা ত্রুটি করিলে কালেক্টর বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিষয়ের তজবীজ করি

নার অর্থে পঞ্চাইত আহ্বান করিবার এবং যে প্রকার লোক পঞ্চাইত দার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

পঞ্চাইতরূপে আহ্বান করিয়া তাঁহারদের হাতে ঐ বিষয় সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ৬ ধা।

এইমতে ধার্য্যকরা পাঞ্চাইত যে প্রকারে তজবীজ ও ফয়সলা করিবেন তাহার কথা।

কর্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবেরা কার্য্যকারক বা পঞ্চাইত যেরূপে কার্য্য করিবেন তাহার বিষয়ি হুকুম তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৭২। উভয় বিবাদির কথা ও সাক্ষ্য শুনিয়া অথবা উভয় বিবাদির মধ্যে কোন এক জন সাক্ষ্যইত্যাদি না দিয়া গরহাজির থাকিলে কেবল হাজিরথাকা ব্যক্তির কথা ও সাক্ষ্য শুনিয়া পঞ্চাইত আপনার দিগের মত জানাইবেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তির করা মতানুসারে ডিক্রী লেখা যাইবেক কর্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবেরা সময়ক্রমে এই কার্য্যে নিযুক্তহওয়া কর্ম্মকারক অথবা পঞ্চাইত যেরূপে কার্য্য নিষ্পত্তি করিবেন তাহার হুকুম তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ৭ ধা।

এই প্রকারে ধার্য্যকরা পঞ্চাইতের করা ফয়সলার উপর যে আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা।

৭৩। এই প্রকারে নিষ্পত্তিহওয়া বিষয়ের উপর কোন আপী[ল] হইলে তাহা শুনা যাইবেক না এবং ঐ নিষ্পত্তি তৎক্ষণাৎ [জারী] হইয়া বহাল থাকিবেক কিন্তু কমিসানরসাহেব বিশেষ কারণপ্র[যুক্ত] ঐ বিষয় অন্য পঞ্চাইতের হাতে নিষ্পত্যর্থে সোপর্দ্দ করা উ[চিত] বোধ করিলে ঐ নিষ্পত্তি জারী হইবেক না যদি সদর বোর্ড রেবি[নি]উর সাহেবেরা ঐ বিষয়ের হুকুম দেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ [আ।] ৮ ধা।

উপরের উক্ত হুকুমমতে করা ফয়সলার অন্যথাকরণের অর্থে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাসমেত তাহা নসমুট হইবার কথা।

৭৪। উপরের উক্ত হুকুমানুসারে যাহার নিষ্পত্তি হয় তাহা [অন্য]থাকরণার্থে যদি কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত [হয়] যায় তবে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা নসমুট হইবেক ইতি।—১৮[৩৩] সা। ৯ আ। ৯ ধা।

ঐ মত সালিসের করা ফয়সলার দৃষ্টে ক্ষতিহওয়া সম্পত্তি পুনরায় পাইবার অর্থে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাসমেত তাহা নসমুট হইবার কথা।

৭৫। ঐ প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হুকুমক্রমে যে সালিসেরা নিযুক্ত তাঁহারদের ফয়সলার দৃষ্টে ডিক্রীর দ্বারা ক্ষতিহওয়া সম্পত্তি পুন[রায়] পাইবার নিমিত্তে তাঁহারদিগের নামে স্বতন্ত্রং অথবা একত্রে [কোন] আদালতে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা নস[মুট] হইবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১০ ধা।

১০ ধারা।

দখল বিষয়ে বিবাদ।

দখলের বিষয়ে বিবাদ হইলে কা

৭৬। যদি কালেক্টর সাহেব কিম্বা ভূমি ও বাটীইত্যাদি বেদ[খলি] কি দখলের প্রতিবন্ধকতাকরণের দাওয়ার বিষয়ে এই আইনানু[সারে]

কালেক্টর সাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া সমাচারেতে কি অন্য কোন প্রকারে ইহা জানিতে পারেন যে তাঁহার অধিকারের সীমার মধ্যে কোন ভূমি কি বাটী ইত্যাদি কি ফসল কিম্বা ফলের বাগান কি পশুচারণের ভূমি কিম্বা মৎস্যধরণের জলাশয় কিম্বা কূপ কি জলের সোঁতাইত্যাদি কিপুষ্করিণী কি খোদা খাতইত্যাদির বিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহাতে হঙ্গামাহওনের সম্ভাবনা আছে তবে ঐ কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিবাদের উভয় পক্ষেরে নিরূপিত সময়ে ও স্থানে স্বয়ং কি মোখ্তারের দ্বারা হাজির হইতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ উভয় বিবাদির কিম্বা তাহারদের মোখ্তারদিগের কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে যেং জন হাজির হয় তাহারদের সাক্ষাৎকারে ঐ বিবাদের বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্তকরণানন্তর কিম্বা উপরের লিখিতমত সালিসেরদের স্থানে তাহা সমর্পণকরণানন্তর ঐ উভয় বিবাদির মধ্যে কোন জন তাঁহার নিকটে ঐ বিষয়ে নালিশ দরপেশ করিলে যেমত করিতেন সেই মত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ ভূমি ইত্যাদির পূর্ব্বের উচিত ভোগদখলের নির্ণয় হইতে না পারিলে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের হুকুমের অধীনতায় তাহার স্বত্বাধিকারের নির্ণয় করিতে ও তাহা উভয় পক্ষের এক পক্ষের দখলে রাখিতে পারেন ও অন্য পক্ষ ঐ নিষ্পত্তির বিরোধে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিতে পারে কিন্তু কোন কালেক্টর সাহেব ঐ ভূম্যাদির ভোগদখলের অনুসন্ধান সাবধানপূর্ব্বক করণব্যতিরেকে ঐ প্রকার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না ও বোর্ডের সাহেবেরা এ বিষয়ে বিলক্ষণ মনোযোগ রাখিবেন যে ঐ অনুসন্ধান করা যায় ও ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐং প্রকার হইলে কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্ত বিবাদের ভূমি ও বাটীইত্যাদি ক্রোক করিতে ও তাহার কার্য্যের কর্তৃত্ব করিবার নিমিত্তে উপযুক্ত কোন জনকে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ ভূম্যাদির বাবৎ খাজানা কি উৎপন্ন কিম্বা তাহাতে সরকারের যে রাজস্ব পাওয়া যায় তাহা ও তাহার কার্য্যের কর্তৃত্বের খরচ আদায়হওন বাদে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা ঐ বিবাদের বিষয় উভয় পক্ষের এক পক্ষের দখলে রাখণপর্য্যন্ত আমানৎ রাখিতে পারিবেন না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৪ ধা। ১ প্র।

লেক্টর সাহেব আপন বিবেচনানুসারে যাহা২ করিতে পারেন তাহার কথা।

এবং উভয় পক্ষের কোন পক্ষের দখল দেওয়াইতে পারিবার কথা।

কালেক্টর সাহেব বিবাদের ভূম্যাদি ক্রোক করিতে পারিবার কথা।

৭৭। যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে ভূমির কি বাটীইত্যাদির কি ফসলেরকি জলের সোঁতাইত্যাদির বিষয়ে এমত কোন বিবাদ যাহাতে হঙ্গামা হইতে পারে কিম্বা অন্য হেতুতে এমত বোধ হয় যে ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি শীঘ্র করা আবশ্যক তাহার বাবৎ কোন মোকদ্দমা কি নালিশ কি আরজী উপস্থিত হয় তবে কালেক্টর সাহেব ঐং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা রাখিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কা

যাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টর সাহেবের নিকটে মোকদ্দমা সমর্পণ করিবেন তাহার কথা।

লেক্টর সাহেবকে তাহা জানাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব তৎক্ষণে উপরের লিখিত হুকুমমতে ঐ২ মোকদ্দমার বিষয়ের অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে বলক্রমে বেদখল কি দখলের ব্যাঘাতকরণের বিষয়সকলে কালেক্টর সাহেব ঐ২ মোকদ্দমাতে প্রথমতঃ আপনি যাহা করিয়া থাকেন তাহার এবং তাহার শেষ নিষ্পত্তির রুবকারীর নকল মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে অবশ্য পাঠাইবেন ইতি।— ১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৪ ধা। ২ প্র।

কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সালিসের দ্বারা করাইবার প্রবৃত্তি দিবার কথা।

৭৮। ঐ২ মত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যেমত দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিমিত্তে হুকুম আছে সেইমত কালেক্টর সাহেব তাহার উভয় পক্ষেরে ঐ২ মোকদ্দমা নিষ্পাত্ত্যর্থে সালিসেরদিগের নিকটে সমর্পণ করিতে উপযুক্ত যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্তি লওয়াইবেন ইতি। —১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৪ ধা। ৩ প্র।

যাহা হইলে কালেক্টর সাহেবেরা অন্যায়পূর্ব্বক ভূম্যাদিহইতে বেদখল হওনের নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৭৯। যে কোন কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব কোন মহালের বন্দোবস্ত করেন কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন সেই সাহেবের নিকটে যদি কেহ এমত দাওয়া করে যে আমি ঐ মহালের মধ্যের অমুক ভূমি কি বাটীইত্যাদি কিম্বা ফসল কি ফলকরার বাগান অথবা পশুচারণের ভূমি কিম্বা মৎস্যধরণের জলাশয় কি কূপ কিম্বা জলের শোঁতা কি পুষ্করিণী কি অন্য কোন জলাশয় কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ঐ ভূমি কি বাটীইত্যাদির খাজানা কি উৎপন্ন কিম্বা তাহাতে যে মুনাফা হয় তাহাহইতে অন্যায়ক্রমে বেদখল হইয়াছি কি তাহা দখলকরণেতে অন্য জনহইতে ক্লেশ পাইতেছি তবে কালেক্টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব তাহার তজবীজ করিতে পারিবেন এবং যদি বোধ হয় যে ঐ ফরিয়াদী যে সনে ঐ ফরিয়াদ করিয়াছে তাহার পূর্ব্বসনে ঐ ভূম্যাদিতে দখীলকার ছিল এবং তদ্ভিন্ন যদি ইহা বোধ হয় যে ঐ ফরিয়াদী বলক্রমে কি অন্যায়েতে বেদখল হইয়াছে কিম্বা ক্লেশ পাইয়াছে তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে ঐ ভূম্যাদিতে পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে কি তাহার দখল বহাল রাখিতে পারিবেন ও আপনার করা নিষ্পত্তির যে২ হেতু থাকে তাহা রুবকারীতে লেখাইবেন এবং তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদী তাহা ন্যায় কি অন্যায় ইহা জানিবার নিমিত্তে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিতে পারিবেক ও ঐ মত কোন কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে মহালের বন্দোবস্ত করিতে কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে থাকেন সেই মহালের মধ্যের ভূমি কি বাটীইত্যাদির দখলের বিষয়ে এমত কোন বিবাদ আছে যে তাহার নিষ্পত্তির প্রয়োজন আছে ইহা ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব যদি জানিতে পান তবে ঐ সাহেব তাহা যাহার দখলে থাকন উপযুক্ত তাহার দখলে রাখিবার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ও যদি তাহার অধিকারিত্বের বিষয়ে আর কোন বিবাদ উপস্থিত থাকে তবে তাহার

তাঁহার করা নিষ্পত্তির উপর আদালতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

নিষ্পত্তি জাবেতামতে আদালতে নালিশহওনের দ্বারা হইতে দিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ৪ প্র।

যে প্রকারেতে উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

৮০। যে জমীদার কিম্বা তাবে পাট্টাদার সে ইজারদার কি রাইয়ৎ হউক পাট্টাইত্যাদি বিশেষ নিদর্শনদ্বারা কিম্বা আবহমান ভোগ দখলের দ্বারা দখলের অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই জমীদার কি পাট্টাদার পূর্ব্ব সনে তাহার দখল এবং আবাদকরা ভূমিহইতে অন্যায়েতে বেদখল হইলে কিম্বা ঐ বেদখলহওয়া ব্যক্তি পূর্ব্ব সনে ঐ মত কোন ভূমির যে খাজানা কিম্বা মুনাফা পাইয়াছে তাহা ত্যাগ কি পরিত্যাগ যাহাতে হয় আদালতের এমত কোন হুকুম কিম্বা ঐ বেদখলহওয়া ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন ক্রিয়াকরণব্যতিরেকে তাহা হইতে অন্যায়ক্রমে বেদখল হইলে উপরের লিখিত হুকুম তাহার বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু দখলের দাওয়াদার ব্যক্তি যদি তাহা দখলের ইস্তাফা দিয়া থাকে তবে ঐ ইস্তাফা বলক্রমে কি ভয় দর্শাইয়া লওয়া গিয়াছে ইহা কোন আদালতের বিচারদ্বারা নিশ্চয় না হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত হুকুম তাহাতে খাটিবেক না এবং যে সনে দাওয়া উপস্থিত করা যায় তাহার পূর্ব্ব সনের আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ দাওয়াদার ঐ দখল ছাড়া হইলে কি ছাড়িলে তাঁহাতেও খাটিবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ৫ প্র।

ঐ হুকুম যে প্রকারেতে সম্পর্ক রাখিবেক না তাহার কথা।

১১ ধারা।

সরাসরি বিচার অন্যথা করণার্থ জাবেতামতে নালিশ করণ।

কিন্তু বোর্ডের এবং কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আদালতে জাবেতামতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

৮১। যে কোন জন কালেক্টর সাহেবের কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগের সরাসরীমতে করা বিচার ও নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া তাহা অপেক্ষা পূর্ণরূপে ও দাঁড়ামতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার ইচ্ছা করে সেই জন জিলার আদালতে কিম্বা তাহার মত কি তাহাহইতে বড় আর যে কোন আদালতে সে মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ের যথার্থ জানা যাইবার কারণ জাবেতামতে নালিশ করিতে পারে এবং তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তি যদি বোর্ডেতে মতান্তর কি রদ করা না গিয়া থাকে তবে তাহার উপর জাবেতামতে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইলেও ঐ কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তির মত কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ৬ প্র।

৮২। ইহাও জানান যাইতেছে যে এই আইনের ১১ ও ১২ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে তাঁহারা কোন মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তির হুকুম দিলে যদি উভয়ের কোন পক্ষ তাহাতে অসম্মত হইয়া জাবেতামতে আদালতে তাহার নালিশ উপস্থিত করে তবে সেই নালিশ দেওয়ানী আদালতে সরা

সরীরূপে হওয়া নিষ্পত্তির উপর জাবেতামতে হওয়া আপীলের ন্যায় বোধ করা যাইবেক অতএব এমত মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেবের কি সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের বাদী কি প্রতিবাদী হওনের প্রয়োজন নাহি ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ ২৩ ধা। ২ প্র।

কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির উপর আদালতে আপীল হইলে মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ তলব হইবার ও তাহা মিসিলের মধ্যে রাখা যাইবার কথা।

৮৩। কোন কালেকটর সাহেবের সরাসরী বিচারপূর্ব্বক করা নিষ্পত্তি মতান্তর কি রদ করিবার নিমিত্তে আদালতে যখন জাবেতামতে নালিশ দরপেশ হয় তখন ঐ আদালতহইতে ঐ সরাসরী বিচারসম্পর্কীয় সমস্ত কাগজ তলবের হুকুম হইবেক ও ঐ কাগজ ঐ মোকদ্দমার মিসিলের শামিলে রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩১ ধা। ১ প্র।

ঐ প্রকার আপীলের কোন মোকদ্দমা কোন রেজিষ্টর সাহেব ও সদর আমীন ও মুনসেফের নিকটে বিচার্য্য কিম্বা সমর্পণীয় না হইবার কথা।

৮৪। ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ মত কোন মোকদ্দমা কোন রেজিষ্টর কি সদর আমীন কি মুনসেফের বিচারযোগ্য ও তাহারদের নিকটে সমর্পণেরো যোগ্য হইবেক না এবং এই আইনের হুকুমানুসারে কালেক্টর কিম্বা তহসীলের ভারাক্রান্ত অন্য সাহেবের করা নিষ্পত্তি এবং রুবকারী তাহা বোর্ডে কিম্বা জিলার কি তাহার তুল্য কিম্বা তাহা অপেক্ষা বড় অন্য কোন আদালতে জাবেতামতে নালিশ হইয়া রদ কি মতান্তর না হইলে তাহা কোন রেজিষ্টরসাহেব কি সদর আমীন কি মুনসেফ আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচারকরণে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন ইতি। —১৮২২। সা। ৭ আ। ৩১ ধা। ২ প্র।

এই আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের লিখিত বোর্ড কমিস্যনর ইত্যাদি শব্দের অর্থের কথা।

৮৫। বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর এই২ শব্দ এই আইনেতে কিম্বা আর কোন আইনেতে যে২ স্থানে লেখা যায় সেই২ স্থানে ঐ২ শব্দে কোন বোর্ডের কিম্বা কমিটির কি কমিস্যনের সাহেবেরা এবং ঐ বোর্ডের কি কমিটির কি কমিস্যনের সাহেবদিগের মধ্যে যে কোন সাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে বোর্ড রেবিনিউর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন সেই সাহেব বিশেষরূপে অন্য প্রকার কহন এবং হুকুমকরণব্যতিরেকে বোধ করা যাইবেক ও ঐ মত এই আইনে কিম্বা আর যে কোন আইনেতে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মনিরূপণের কিম্বা তাঁহারদিগকে ক্ষমতার্পণের অর্থে যে সকল হুকুম লেখা যায় সেই সকল হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে অন্য যে সাহেবেরা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তাঁহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৫ ধা।

কালেক্টর সাহেবের সম্পর্কীয় হুকুম সকল সরকারের হুকুমের দ্বারা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য২ সাহেবের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৮ অধ্যায়।

রাজস্ব আদায় করণ এবং বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলাম।

১ ধারা।

সাধারণ বিধি।

১। আইনের মধ্যে ভূম্যধিকারী যে শব্দ লেখা যায় তাহার অর্থ এই যেং জমীদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্যং ভূমির কর্ত্তা আপনং ভূমির মালগুজারী হুজুরে করে তাহারাই ভূম্যধিকারী জানিবেন ও সেই সকল ভূম্যধিকারী এবং ইজারদারেরা আপনারদিগের করারদাদের মাসং কিস্তিবন্দী মাসিক মালগুজারীর যে টাকা দেনা তাহা তলবচিঠীর অপেক্ষা না করিয়া আগামি মাসের ১ পহিলা তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবদিগের খাজানাখানায় অথবা তাঁহারদিগের তরফ সজাওল কিম্বা তহসীলদার ওগয়রহ যাহারা তাহারদিগের এলাকায় তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের নিকটে বিনা ওজর ও তাকীদে বেবাক দিবেক ইতি। —১৭৯৪ সা। ৩ আ। ২ ধা।

সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা তলবচিঠীর অপেক্ষা না করিয়া আপনং মালগুজারীর টাকা মাসং কিস্তিবন্দী মাসিক আগামি মাসের ১ পহিলা তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে দাখিল করিবার কথা।

২। যদি কোন ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কোন মাসের কিস্তির টাকা সমুদয় কিম্বা কিছু তাহার পরমাসের প্রথম দিনপর্য্যন্ত না দেয় তবে সে টাকা না দেয় তাহা বাকীর ন্যায় জানা যাইবেক ইতি।— ১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ২ ধা।

মালগুজারের কিস্তির তলবী টাকা যে সময়ে বাকী জানা যাইবেক তাহার কথা।

৩। * ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১২ আইনের ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের মধ্যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের বিষয়ে যাহাং লেখা গিয়াছে তাহা এবং ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ও ২৪ ও ২৫ ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ৭ ও ৩১ ধারার এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ও ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারার এবং চলিত অন্য যেং আইনের যেং কথার অনুসারে কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম আ

অন্যং হুকুম রদ হইবার কথা।

---

* রেবিনিউ সম্পর্কীয় সাহেব লোকেরা বিবেচনা করেন যে এই বিধানের দ্বারা রাজস্ব আদায় করণার্থে পূর্ব্ববৎ দাওয়া ও ভূমি ক্রোক্‌করণের নিতান্ত নিষেধ হয় নাই এইপ্রযুক্ত এই অধ্যায়ের ১২ এবং তাহার পর লিখিত ধারার মধ্যে রাজস্ব দাওয়া করাতে ও ভূমি ক্রোক্‌করণের তাবৎ বিধান লেখা গিয়াছে।

ছে কি তাহার যেং কথার অভিপ্রায়ে বোধ হয় যে তাঁহারা যাহার দিগের শিরে মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে কিম্বা আর কোন পা ওনা ঠাহরে তাহারদিগের নামে তলবচিঠী ও দস্তক কিম্বা আর কোন হুকুমনামা পাঠাইতে পারেন্ কিম্বা সেই বাকীদারদিগের অধিকার ভূমি কিম্বা ইজারার ভূমি নীলামে বিক্রয়হওনের পূর্ব্বে ক্রোক করিতে পারেন্ সে সকল কথা এবং পূর্ব্বোক্ত আইনে কিম্বা চলিত আর কোন আইনেতে মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইবার কারণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিতে কিম্বা তাহা নীলামকরণের সময় নির্ণয় করিতে কালেক্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা নিরূপণকরণের কারণ যেং কথা লেখা যায় কিম্বা ঐং আইনের যেং কথার অভিপ্রায়ে তাহা বোধ হয় সেইং কথা যদি এই আইনেতে পুনর্ব্বার তাহা বহাল থাকনের হুকুম না হয় তবে রদ হইল ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২ ধা। ২ প্র।

মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যেং ভূমি নীলামহইতে পারিবেক তাহার কথা।

৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারাতে এবং বারাণস ও দত্ত ও জয়করা দেশের বিষয়ে সরকারহইতে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে এমত লেখা গিয়াছে যে যে জমীদার দিগের সরকারেতে মালগুজারী করিতে হয় যদি তাহারদিগের শিরে মালগুজারীর মাহওয়ারী কিস্তির টাকা বাকী পড়ে তবে প্রথমতঃ তাহারদিগের জমীদারী তাহার দায়ী হইবেক এবং যে সকল লোকেরা সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া থাকে তাহারা আপনং ভূমির অধিকারী হউক অথবা ভূমির ইজারদার কিম্বা কর্ম্মাধ্যক্ষ হউক তাহারদের ও তাহারদের জামিনেরদিগের সম্পত্তি ঐ মালগুজারীর বাকীর দায়ে দায়ী হইবেক এক্ষণে এই আইনের দ্বারা ইহা জানান ও হুকুম করা যাইতেছে যে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের সম্মতিতে এই আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনেতে বিশেষরূপে নিষেধ ও বিধির অর্থে যেং হুকুম লেখা যায় কেবল তাহাই মানিয়া যাহারা সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহারদের স্থানে মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহার সুদের অথবা রাজস্বস্বরূপ আর কোন পাওনার টাকা উসুলের কারণ তাহারদিগের নিকটে তাহা তলবের নিমিত্তে হুকুমনামাইত্যাদি পাঠান গিয়া থাকে বা না থাকে বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে সেই বাকী আদায় না হইলে উপরের লিখিতমত আচরণ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

জমীদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকনের সময়ে নীলামের যোগ্য না হইবার কথা।

৫। যেং জমীদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকে সেইং জমীদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকনের সময়েতে তাহাতে যে বাকী পড়ে সে নিমিত্তে ঐং জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৬। অবিভক্ত ভূমি বাটওয়ারা অর্থাৎ বিভাগের সময়ে তাহাতে যে বাকী পড়ে তাহার নিমিত্তে যে বৎসরেতে ঐ বাকী পড়ে সেই বৎসরের শেষপর্য্যন্ত ঐ ভূমি নীলামের যোগ্য হইবেক না ঐ মতে যে ভূমি আদালতের হুকুমমতে ক্রোক করা যায় সেই ক্রোক থাকনের সময়েতে তাহাতে যে বাকী পড়ে তৎপ্রযুক্ত সেই ভূমি সেই বৎসরের শেষ না হইলে নীলামের যোগ্য হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

অবিভক্ত জমীদারী এবং ক্রোককরা জমীদারী কেবল বৎসরের শেষ হইলে নীলাম করা যাইবার কথা।

৭। এই আইনেতে যেং স্থানে বাকীদারশব্দ লেখা যায় সেই সকল স্থানেতে ঐ শব্দে যেং লোককে বুঝা যাইবেক তাহা নীচে বিশেষরূপে লেখা যাইতেছে অর্থাৎ যে জন কিম্বা জনেরা স্বয়ং কিম্বা স্বপক্ষ জনান্তরের দ্বারা আপন কি আপনং ভূমির জমার বন্দোবস্ত সরকারের সহিত করিয়াছে সেই জন কিম্বা জনেরা কিম্বা ঐ বন্দোবস্তের দ্বারা ঐ জনের কি জনেরদিগের যে দায়াদেরা কি উত্তরাধিকারিরা ঐ ভূমির ভোগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে কি তাহা ভোগ করিতে স্থির রহিয়া থাকে তাহারা কিম্বা ঐ জনের কি জনেরদের স্থানে দানাদিক্রমে ঐ ভূমিপ্রাপ্ত জনেরা কিন্তু ঐ বন্দোবস্তের সময়েতে যেং ভূম্যধিকারী ও পটীদার ও গ্রামের জমীদারইত্যাদি ঐ ভূমিতে পৃথক্‌২ স্বত্বের অধিকারী হইয়াও যে মালগুজারের নাম রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যায় তাহার মারফতে মালগুজারী করিতে থাকে তাহারা সরকারেতে সুস্পষ্ট লেখা পড়ার দ্বারা মালগুজারীর দায়ী হওন ব্যতিরেকে বাকীদার বোধ হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১৬ ধা।

বাকীদার শব্দে যাহারা সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহারা কিম্বা তাহারদিগের স্থলাভিষিক্ত জনেরা বুঝা যাইবার কথা।

২ ধারা।

বাকী রাজস্বের বিষয় ভূমি নীলামকরণের বিধি।

৮। রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের প্রাথমিক অনুমতির কারণ কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নীলামের ইশ্‌তিহারনামা পাঠান আগামিতে রহিত হইবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

নীলামের ইশ্‌তিহারনামা পাঠান আগামিতে রহিত হইবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। বারাণস। উড়িষ্যা।]

৯। উত্তর কালে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক যে কমিস্যনরসাহেবের অনুমতিপাওনব্যতিরেকে বাকীপড়া ভূমি নীলামের কারণ ইশ্‌তিহার দেওয়ান্ ও তাহা নীলাম করান্ কিন্তু কমিস্যনরসাহেবের কিম্বা আপীল হইলে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীব্যতিরেকে কোন নীলাম চূড়ান্ত হইবেক না ইতি।—১৮৩০ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

কমিস্যনরসাহেবের অনুমতিব্যতিরেকে কালেক্টর সাহেব নীলাম করিতে পারিবার কিন্তু মঞ্জুরীব্যতিরেকে নীলাম চূড়ান্ত না হইবার কথা।

[ঐ ঐ]

১০। কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে কিম্বা ঐ সাহেব জিলার যে স্থানে কর্ম্ম করেন্ তথায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন এক স্থানে এক ইশ্‌তিহারনামা লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক তাহাতে

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৭ ধারার

২ প্রকরণের লিখিত মত ইশ্‌তিহারনামা যে প্রকারে জারী করা যাইবেক তাহার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। বারাণস। উড়িষ্যা।]

নীলামের নিরূপিত দিনের পূর্ব্ব ৩০ ত্রিশ দিনের কম মিয়াদ হইবেক না আর যে জিলাতে এমত ভূমি কিম্বা তাহার অংশ থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেব কিম্বা ঐ আদালতের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের নিকটে তাহার এক নকল পাঠান যাইবেক এবং ঐ জজসাহেবইত্যাদি তাহা পাইলে সকল লোকের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ রূপে পূর্ব্বোক্তমত আপন কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন ও ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণের লিখিতমত এক ইশ্‌তিহারনামা মুনসেফের কাছারীতে কিম্বা যে এলাকার মধ্যে ইশ্‌তিহারের ভূমি কিম্বা তাহার কোন অংশ থাকে সে খানকার পোলীসের থানাতে প্রকাশ করিবার জন্যে এক জন পেয়াদার মারফৎ পাঠান যাইবেক আর ঐ পেয়াদার কর্ত্তব্য যে যথাসাধ্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রকাশপূর্ব্বক ঐ ইশ্‌তিহারনামা জারী করিয়া সে খানকার আমলার স্থানে তাহার রসীদ লয় ইতি।—১৮৩০ সা। ৭ আ। ৫ ধা।

নীলামের ইশ্‌তিহারনামাতে যাহা২ লিখিতে হইবেক তাহা এবং তাহা যে প্রকারে জারী করা যাইবেক তাহার কথা।

১১। ঐ নীলামের যোগ্য ভূমি যদি সুবে বাঙ্গালার কি কটক ব্যতিরিক্ত সুবে উড়িষ্যার মধ্যের হয় তবে সেই নীলামের ইশ্‌তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গলা ভাষাতে লিখিতে হইবেক যদি কটকের মধ্যের হয় তবে পারসী ও উড়িয়া ভাষাতে লিখিতে হইবেক কিম্বা হিন্দুস্থানের মধ্যের আর কোন দেশের হইলে পারসী ও নাগরীতে লিখিতে হইবেক। সেই নীলাম যে বাকীর নিমিত্তে করা যাইবেক সেই বাকীর সংখ্যা এবং ক্রোক্‌করা জমীদারীর সকল বেওরা ও তাহার সদরজমা ও নীলাম করিবার তারিখ ও স্থান ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

বাকীহওনের তারিখঅবধি এক মাস গত হইলে ভূমি নীলাম হইবার ও কালেক্টর সাহেব মৌকুফ না করিলে ঐ ইশ্‌তিহারনামার তারিখের এক মাস পরে তাহা নীলাম হইবার কথা।
[ঐ ঐ]

১২। যে সকল ভূমিতে বাকী পড়িয়া তাহার নীলাম কমিস্যনর সাহেব কিম্বা সদর বোর্ডের সাহেবদিগের বিশেষ হুকুমক্রমে মাফ না হইলে বাকী পাওনা হইবার দিনহইতে এক মাস গত হইলে অপরিবর্ত্তনীয় হুকুমমতে তাহা নীলামের নিমিত্তে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইবেক আর ঐমত ইশ্‌তিহারনামার তারিখহইতে এক মাসের পরে তাহা নীলাম হইবেক কালেক্টর সাহেবের প্রতি সম্মতিকার মতে ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন বিশেষ ভূমি নীলাম করিতে আরো কোন তারিখপর্য্যন্ত বিলম্বকরা উপযুক্ত বোধ হইলে তাহা করিতে পারেন্‌ ইতি।—১৮৩০ সা। ৭ আ। ৬ ধা।

মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের দ্বারা ভূমি নীলাম হইবার কথা।

১৩। মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলাম নীচের লিখিতব্য হুকুমমতে কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা কিম্বা সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবদিগের দ্বারা করা যাইবেক এবং ঐ২ হুকুমানুসারে ভূমি নীলাম করা গেল তাহা যদি ঐ সাহেবদিগের উপরের পদস্থ সাহেবদিগের দ্বারা মঞ্জুর হয় তবে

সেই নীলাম তাহাতে কোন ভ্রান্তি হইয়া থাকনপ্রযুক্ত কি সেই বাকী আদায়ের নিমিত্তে কর্ত্তব্য আচরণে নিয়মের ব্যতিক্রম হওনপ্রযুক্ত কি বিক্রয় সিদ্ধ হওনের নিমিত্তে ইহার পরে যে সকল নিয়ম বিশেষ করিয়া লেখা যাইবেক তাহার কোন নিয়মের ত্রুটি যাহাতে না হয় এমন কোন ভ্রান্তি কিম্বা আজ্ঞাব্যতিক্রম অথবা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অক রণপ্রযুক্ত কোন আদালতের হুকুমেতে নিষিদ্ধ কিম্বা অসিদ্ধ কি মতান্তরকরণের যোগ্য হইবেক না কিন্তু এমত ভ্রান্তি ইত্যাদিযুক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে যে কোন কর্ম্ম করা গিয়া থাকে তাহাতে যদি কেহ আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তবে যাহার দোষেতে তাহার ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার নামে আদালতে নালিশ করিলে সেই ক্ষতির প্রতিকার হইতে পারিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৪ ধা।

এবং বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহা রদ না হইবার কথা।

১৪। যে জমীদারীতে মালগুজারীর বাকী পড়িয়া থাকে ঐ বাকী আদায়ের নিমিত্তে যে ভূমি কি মহাল নীলাম করা যায় আবশ্যক যে সেই ভূমি কি মহাল সেই জমীদারীর মধ্যগত হয় এবং এই আইনেতে যেং দাঁড়া কি হুকুম লেখা যায় তদনুসারে সেই ভূমি কি মহাল নীলামের যোগ্য হয় কিম্বা যদি ঐ ভূমি কি মহাল সেই জমীদারী সমুদয় কি তাহার মধ্যগত কোন অংশ না হয় তবে আবশ্যক যে সেই ভূমি কি মহাল সেই বাকীদারের কিম্বা তাহার জামিনের হয় কিম্বা তাহাতে সেই বাকীদারের কি তাহার জামিনের স্বত্ব রহিয়া ঐ বাকী আদায়ের নিমিত্তে বিশেষরূপে বন্ধক হইয়া থাকে।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

নীলাম প্রবল হইবার নিমিত্তে যেং নিয়মের আবশ্যক তাহার কথা।

১৫। আবশ্যক যে ইহার পরে যেমনং লেখা যাইবেক তদনুসারে ঐ বাকীর কথা এবং ভূমি নীলাম করিতে কালেক্টর সাহেবের মনস্থ হওনের কথা এবং নীলামকরণের সময় ও স্থানের নিরূপণ উপযুক্তরূপে ইশ্‌তিহার দিয়া প্রচার ও প্রকাশ করা যায়।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

১৬। আবশ্যক যে যে কালে সেই ভূমির লাট অর্থাৎ অংশ নীলাম করিতে উদ্যত হওয়া যায় সেই কালেতে উপরের উক্ত ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীর কোন অংশ কিম্বা তাহার সুদের কোন অংশ পাওনা থাকে।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

১৭। আবশ্যক যে ইশ্‌তিহারনামাতে নীলামকরণের নিমিত্তে যে সময় ও স্থান নিরূপণ করিয়া লেখা গিয়া থাকে সেই কালে ও স্থানেতে এবং ইহার পরে যেমনং লেখা যাইবেক সেই মত উপযুক্ত প্রকাশরূপে ও যাহাতে কাহারো আসা যাওয়া ডাকার বাধা না থাকে এরূপে নীলাম করা যায়।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

১৮। ইহাও জানান যাইতেছে যে মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে

ভূমি নীলামের

বিষয়ে সরকার কি বোর্ডহইতে অন্য নিষেধ বিধির হুকুম হইবার ও তাহার ব্যতিক্রমে নীলাম হইলে তিন বৎসরের মধ্যে সরকার তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

ভূমি নীলামের বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ও তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারক সাহেবলোককে অন্যং নিষেধ আর বিধির অর্থে যেং হুকুম সময়ক্রমে উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা দিতে পারিবেন এবং সরকারহইতে দেওয়া কোন হুকুম কিম্বা বিধিবিরুদ্ধে কোন কালেক্টর কি অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা ভূমি নীলাম হইলে ৫ ধারানুসারে সেই নীলাম নিষিদ্ধ নয় বটে তথাপি সেই নীলামের তারিখঅবধি তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন্ ইতি। —১৮২২ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

নীলাম প্রবল হইবার কারণ যেং প্রকারে ইশ্‌তিহার দেওয়া আবশ্যক তাহার কথা।

১৯। যে ইশ্‌তিহারনামা প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আদালতে পাঠাইতে হয় সেই ইশ্‌তিহারনামা নীলাম হইবার তারিখের ৩০ দিনের পূর্ব্বে জজসাহেব কিম্বা আদালতের অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব পাইয়া থাকনের কথা যদি বিলক্ষণ প্রমাণ হয় এবং যে ইশ্‌তিহারনামা মফঃসলেতে পাঠাইবার হুকুম হইয়াছে সে ইশ্‌তিহারনামা নীলামের তারিখঅপেক্ষা ২০ দিনের কম না হয় এত পূর্ব্বে যাহারদের নিমিত্তে তাহা পাঠান গিয়া থাকে তাহারা কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের কোন কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা মোখ্তারকার পাইয়া থাকনের কথা কিম্বা হুকুমমতে কোন কাছারীতে প্রকাশ ও প্রচার করা যাওনের কথা প্রমাণ হয় কিম্বা যদি আর কোন প্রকারে প্রমাণ হয় যে নীলাম হওনের তারিখের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত কালের পূর্ব্বে তাহারদিগের সেই মহালেতে এত বাকী পড়নের কথা এবং নীলাম হওনের উদ্যোগের কথাও জ্ঞাত হইয়াছে তবে সেই ইশ্‌তিহার দেওয়ার বিষয়ে দাঁড়ার ব্যতিক্রম হওনের কথা কহনপ্রযুক্ত নীলামের নিবারণ হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

সাধারণ জমীদারীইত্যাদি ভূমির বয় নামা তাহার কোন অংশী কি অংশিরা হিস্যাতে দখল না পাইয়া থাকন হেতুক রদ না হইবার কথা।

জমীদারীইত্যাদি সম্যক্ কি তাহার কোন অংশ নীলাম করাইবার বিষয়ে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২০। জানা কর্ত্তব্য যে উত্তরকালে সরকারের মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে জমীদারীইত্যাদি সাধারণ যে কোন ভূমি সম্যক্ নীলামে বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশী কিম্বা অংশিরা আপন হিস্যাতে দখল না পাইয়া থাকনপ্রযুক্ত সেই জমীদারীইত্যাদি ভূমির নীলামী বয়নামা আদালতের নিষ্পত্তির অনুসারে রদ করিতে পারিবার ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক না ও মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে সাধারণ কোন জমীদারী কি অন্য ভূমি সম্যক্ নীলাম হইবেক কি প্রথমতঃ কেবল তাহার কোন এক অংশ এ বিষয়ের বিবেচনার ক্ষমতা বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে মালগুজারীসম্পর্কীয় ব্যাপারকার্য্যের বিষয়ে যে কর্ত্তৃত্ব আছে তদনুসারে যখন বিহিত বোধ হয় তখন ঐ ক্ষমতামতাচরণ করিতে ঐ সাহেবদিগের নামে হুকুম হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২৪ ধা।

মালিকের শিরের বাকী টাকাঅপেক্ষা নীলামে পাওয়া মূল্য অনেক অধিকহওনপ্রযুক্ত নীলামের বয়নামা রদ না হইবার কথা।

২১। কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুকের অংশ সরকারের মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে নীলামহওনের পূর্ব্বে তাহার প্রকৃত মূল্য যত ও নীলামহওনেতে যে মূল্য পাওয়া যাইবেক তাহাতে ও ঐ জমীদারী কি তালুকের কি অংশের প্রকৃত মূল্যেতে যে তারতম্য হইবেক ইহার হিসাব ও নিশ্চয় প্রকৃত প্রস্তাবে হইতে পারে না একারণ এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উত্তরকালে যে ভূমি মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে নীলাম হয় তাহার বয়নামা ঐ ভূমি নীলামহওয়া মূল্যের টাকা তাহার অধিকারির শিরের মালগুজারীর বাকী টাকাহইতে অনেক অধিকহওনহেতুপ্রযুক্ত আদালতের নিষ্পত্তির অনুসারে বাতিল ও রদ করিতে পারিবার ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি থাকিবেক না ও এমতং বিষয়েতে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক আপনারদিগের বিহিত বিবেচনাক্রমে ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে কোনং সময়ে যেং হুকুম তাঁহারদিগের নামে হয় তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২৫ ধা।

ভূমির লিখিত অধিকারী যদি এই রাজধানীর অধীন সৈন্যসমূহের মধ্যের হুদ্দাদার কি সিপাহী হয় তবে কালেক্টর সাহেব যেমতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

২২। কিন্তু মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে, কালেকটর সাহেব যে ভূমি নীলামকরণের কথা বোর্ডে লিখিয়া পাঠান সেই ভূমি যাহারং নামে লেখা যায় সেই লিখিত অধিকারিদিগের মধ্যে যদি কেহ এই রাজধানীর অধীন সৈন্যসমূহের মধ্যের এদেশীয় কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী হয় এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৫ আইনের ৯ ধারার ১ প্রকরণানুসারে * যদি সেই জন কালেকটর সাহেবকে সেই কথা জ্ঞাত করাইয়া থাকে তবে সে ভূমি নীলামকরণের পূর্ব্বে কালেকটর সাহেবের ঐ ধারার লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করা কর্ত্তব্য ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৭ ধা। ৫ প্র।

নীলাম করিতে বিলম্ব করিতে হইলে যে ইশ্‌তিহার দিতে হইবেক তাহার কথা।

২৩। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের হুকুমহওন প্রযুক্ত কিম্বানীলাম করিতে আর কোন তারিখপর্য্যন্ত বিলম্ব করা উপযুক্ত ইহা কালেক্টর সাহেবের বিবেচনাতে বোধহওনপ্রযুক্ত যদি কোন ভূমি নীলামে বিলম্ব হয় তবে পূর্ব্বের নিরূপিত নীলামের দিনের পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব সেই বিলম্বের কথা এবং সেই বিলম্বিত নীলাম যে তারিখে হইবেক তাহার নিরূপণ লেখাইয়া এক ইশ্‌তিহারনামা আপন কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন এবং তাহার নকল সেই জিলার জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ও তিনি আপন আদালতের কাছারীতে সেই প্রকারে তাহা প্রকাশ করিবেন কিন্তু নীলামের নিমিত্তে ইশ্‌তিহার হওয়া ভূমির ফেরফার কি তাহার জমার ন্যূনাতি

যে প্রকার হইলে নূতন ইশ্‌তিহার

* এতদ্দেশীয় সিপাহী ও হুদ্দাদারেরদের ভূমিবিষয়ক বিধি এই অধ্যায়ের পশ্চাৎ লিখিত এক ধারার মধ্যে পাওয়া যাইবে।

নামা জারী করা যাইবেক তাহার কথা।

রেক হইলে কিম্বা সেই নীলামের স্থানান্তর হইলে এই প্রকরণের লিখিত কথা তাহাতে খাটিবেক না তাহা হইলে পূর্ব্বের লিখিত মত নূতন লাটবন্দীকরণের ও ইশ্‌তিহার দেওনের আবশ্যক হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

নিরূপিত দিনে অন্য দিনপর্য্যন্ত নীলাম মৌকুফ রাখিলে যাহা জানাইতে হইবেক তাহার কথা।

২৪। ঐ নীলামের দিন উপস্থিত হইলে এবং গ্রাহকেরা একত্র হইলে ও যদি কালেক্টর সাহেব আপন পীড়াপ্রযুক্ত কিম্বা বেলা শেষ হওনপ্রযুক্ত অথবা অন্য কর্ম্মেতে ব্যস্ত থাকনপ্রযুক্ত কিম্বা সেই বাকীদারেরদের কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে কাহারো প্রতি অনুগ্রহকরণার্থে কি তাহারদিগের নিবেদনকরণপ্রযুক্ত কি তাঁহার বিবেচনাতে অন্য কোন বিশিষ্ট ও উপযুক্ত কারণ থাকনপ্রযুক্ত সেই নীলামহওনের নির্ভর অন্য দিনের প্রতি যদি রাখেন কিম্বা গতিক্রিয়া করিয়া তাহাতে বিলম্ব করেন তবে ইহার যে কোন কারণ ঘটে তাহার কথা যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক সেই ভূমি নীলামের যে আসল ইশ্‌তিহারনামা তাঁহার কাছারীতে দেওয়া গিয়াছে সেই ইশ্‌তিহার নামার মধ্যে সেই ভূমির নামের পার্শ্বে লেখান কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য কিন্তু কোন লাটের ডাক আরম্ভ হইলে পর নীলাম সাব্যস্তহওনের ঘা পড়নের পূর্ব্বে যদি কালেক্টর সাহেব নীলাম মৌকুফ রাখেন তবে কালেক্টর সাহেব আপন আমলার দ্বারা যে ব্যক্তি শেষ ডাক ডাকিয়া থাকে তাহার নাম এবং সে যত টাকা ডাকিয়া থাকে তাহার সংখ্যা রুবকারীতে লেখাইবেন আর মৌকুফ রাখণপ্রযুক্ত পরে যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিন যদি কালেক্টর সাহেব সেই নীলাম করিতে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হন তবে যে ব্যক্তি পূর্ব্ব দিনে শেষে ডাকিয়াছিল সেই ব্যক্তি আপন সেই ডাক লিখনের কি কথার দ্বারা নিবৃত্তকরণ কিম্বা তাহার নাম করিয়া তিনবার ডাকিলে সেই ব্যক্তি হাজির না হওনব্যতিরিক্ত তাহার ঐ পূর্ব্ব দিনের ডাক প্রথম গণনা করিয়া সেই দিনের নীলামের ডাক করাণ যাইবেক ইতি।— ১৮২২ সা। ১১ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

ডাক আরম্ভের পরে মৌকুফ রাখিলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

পূর্ব্বে করা যাওয়া নীলামের বিষয়ে উপরের লিখিত ধারাসকলের কথা সেং রূপে খাটিবেক তাহার কথা।

২৫। এই আইন নির্দ্দিষ্ট হওনের পূর্ব্বে যেং ভূমি নীলামে বিক্রয় করাগিয়াছে সেইং বিক্রয়ের বিষয়ে যেং সম্বাদপত্র বাকীদারের নিকটে পাঠান গিয়া থাকে কিম্বা আর যে কোন প্রকারে তাহার কথা জানান গিয়াথাকে তাহা দেওয়া কি জানান উপযুক্তরূপে হওয়া না হওয়াতে নীলাম সিদ্ধ কি অসিদ্ধ হওনের বিষয়ে আদালতে যে নিষ্পত্তি করা যাইবেক তাহা এই আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত তাৎপর্য্যমতে হইবেক অর্থাৎ যদি ইহা প্রমাণ হয় কিম্বা কোন কারণেতে বুঝা যায় যে আইনে নিরূপণ করা কোন ভাষাতে লিখিত ইশ্‌তিহারনামা সেই নীলামের তারিখের এক মাস পূর্ব্বে সেই বাকীদারকে দেওয়া গিয়াছিল কিম্বা নীলামহওয়া জমীদারীর কোন স্থানে লটকান গিয়াছিল কি অন্য কোন প্রকারে প্রচার করা গিয়াছিল এবং সেই বাকীদার কিম্বা তাহার মোখ্‌তার কিম্বা ইশ্‌তিহার দেওয়া

যাওনের সাক্ষী সেই স্থাননিবাসি দুই জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জন সেই ইশ্‌তিহারনামার তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছিল তবে উপযুক্ত মতে সম্বাদ দেওয়া না হওনের ওজরে সেই নীলাম কোন আদালতে অসিদ্ধকরণের যোগ্য হইবেক না কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যদি ইহা প্রমাণ হয় যে এই আইন নির্দ্দিষ্টকরণের পূর্ব্বে যে কোন ভূমি নীলাম হইয়াছে সেই নীলাম ইশ্‌তিহারনামার লিখিত তারিখহইতে পুনর্ব্বার কালেক্টর সাহেবের কাছারীকরণের দিন পর্য্যন্ত প্রকাশরূপে মৌকুফ রাখা গিয়াছিল এবং নীলামের নিমিত্তে সমাগত লোকেরা নীলাম মৌকুফথাকনেতে বিলক্ষণরূপে জ্ঞাপিত হইয়াছিল এবং সেইপ্রযুক্ত দ্বিতীয় সমাগমের সময়েতে এত লোক উপস্থিত এবং এইরূপে একত্র হইল যে তাহাতে বিলক্ষণ বুঝা গিয়াছিল যে এই দ্বিতীয় সমাগম প্রথম মৌকুফ রাখা নীলামের কার্য্য করণের উপযুক্ত হইয়াছে তবে সেই মৌকুফ রাখণের সম্বাদ উপযুক্তরূপে দেওয়া হয় নাহি কিম্বা প্রকাশ করা যায় নাহি ইহা কহনেতে সেই নীলাম অসিদ্ধ হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৯ ধা।

নীলামের পূর্ব্বে বাকী থাকনের নিশ্চয় করিতে হইবার কথা।

২৬। কোন ভূমি নীলাম করিতে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে কোন সাহেব নীলামকরণের ভারপ্রাপ্ত হন তাঁহার এ বিষয় বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় করা উচিত যে ইশ্‌তিহারনামার লিখিত বাকীর কি তাহার সুদের কি সেই বিষয়ে যে খরচ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে কতক তখনো আদায় হয় নাহি যদি সেই বাকীদার কি তাহার তরফের কোন লোক সেই বাকী অস্বীকার করে তথাপি ঐ তলবকরা টাকা আদায় না হইলে কিম্বা ঐ সমুদয় টাকা শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া সুদসমেত যত হয় তত টাকার কোম্পানির কাগজ কিম্বা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট না দিলে কিম্বা সেই বাকীদারের ভূমি যে জিলার হয় সেই জিলায় আদালতে ঐ টাকা সমুদয় আমানৎ রাখা যাওনের কথা লেখা এক সর্টিফিকট ঐ আদালতের জজসাহেবের মোহর ও দস্তখতে না পাইলে সেই কালেক্টর কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব সেই ভূমি নীলাম করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

বোর্ডের কাছারীতে যেং নীলাম হয় তাহাতে যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

২৭। ইহাও জানান যাইতেছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের সেক্রেটারি সাহেবের দপ্তর খানাতে যেং নীলাম হয় তাহাতে যদি নীলামের তারিখের পূর্ব্ব এত দিন পূর্ব্বে তলবকরা টাকা জিলাতে আদায় কি আমানৎ না করা যায় যে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব সামান্য ডাকের দ্বারা তাহার সম্বাদ বোর্ডের সাহেবদিগকে নীলামের পূর্ব্বে পঁহুছাইতে পারেন কিম্বা সেই বাকীদার স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নীলামের কর্ত্তা সাহেবকে সেই তলবকরা টাকা আদায় করণের কি আমানৎ রাখণের এক সর্টিফিকট সেই জিলার কালে

কৃটর কিম্বা জজসাহেবের মোহর ও দস্তখতে ঐ নীলামেতে প্রবৃত্তহও নের পূর্ব্বে না দেয় তবে জিলাতে আদায় করা কিম্বা আমানৎ রাখা সেই নীলামেতে বিলম্বকরণের কি তাহা অসিদ্ধ হওনের কারণ হই বেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

যাহারা মালগু জারীর বাকী আ দায় কি আমানৎ করে তাহারা তাহা ফিরিয়া পাইবার কারণ আদালতে নালিশ করিতে পা রিবার কথা।

২৮। পূর্ব্বোক্ত মতে যে লোকেরা তলব করা টাকা আদায় করে কিম্বা আমানৎ রাখে তাহারা যদি সেই সময়েই এক লিখনদ্বারা সেই তলবকরা বাকী টাকা যথার্থ হওন অস্বীকার করে এবং নিরূপিত কালের মধ্যে তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত করে তবে এই আইনের ২৩ ধারার লিখিত নিয়মানুসারে মোকদ্দমা করিতে পারিবেক কিন্তু বাস্তব আমার শিরে কিছু বাকী নাই এ কথা নীলামের পূর্ব্বে কিম্বা বোর্ডেঐ নীলাম মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে যদি কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগকে না জানায় কিম্বা ঐ অস্বীকারের কথা জ্ঞান করাইতে না পারণের বিশিষ্ট ও উপযুক্ত হেতু কহিতে না পারে তবে নীলামের পরে ঐ কথাতে কোন আদালতে সেই নীলাম অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবেক না। ইহাও জানান যাইতেছে যে সরকারের হুকুমের দ্বারা মঞ্জুর হওন বিনা জমায় কমী কিম্বা মাফ্ পাওনের কোন দাওয়াকরণেতে কিম্বা জমীদারের সরকারের স্থানে কিছু পাওনা থাক নের কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমাকরণের কোন কারণান্তর থাক নের কি আছে এমত জ্ঞানকরণের কথাতে যাবৎ সেই জমীদার কিম্বা তাহার তরফের অন্য কোন লোক মালগুজারীর বাকী যাহা প্রকৃত দেনা হয় তাহা সমুদয় আদায় না করে তাবৎ সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের সেই বাকীদারের ভূমি কি অন্য কোন বস্তু বলক্রমে বিক্রয়করণের দ্বারা সরকারের মালগুজারী আদায়করণের ক্ষমতার ব্যাঘাত কিম্বা হানি কোনরূপে হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

বিশেষ কথা।

কালেক্টর সাহেব যে প্রকার হইলে শেষ ডাক ডাকনিয়ার সহিত নীলাম সাব্যস্ত করিতে অসম্মত হইবেন তাহার কথা।

ভূমি ক্রোক্থাক নের কি তাহাতে দখল না থাকনের সময়ে বাকী পড়িলে তাহাতে যাহা হই বেক তাহার কথা।

২৯। যে লোক কিম্বা লোকেরা আপনং ভূমির বন্দোবস্তের বিষয়ে সরকারের সহিত নিয়ম করিয়াছে সেই নিয়ম যেরূপ বন্দোবস্তের আইনের দ্বারা মোকরর ও স্থির করা গিয়াছে তদনুসারে তাহারদিগের এবং তাহারদিগের স্থানে যাহারা সেই ভূমির স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াথাকে বিশেষরূপে অন্য হুকুম না হইলে তাহারদিগেরো সরকারেতে যে মালগুজারী দেওয়া কর্ত্তব্য সেই মালগুজারী সমুদয় আদায়করণের দায়ী তাহারদিগের ঐং বন্দোবস্তী ভূমি হয় অতএব জমীদার যদি এমত ওজর করে যে যে সময়ে ঐ ভূমি আমার কিম্বা আমার মোখ্তারের আমলু দখলে ছিল না সেই সময়ে কোন জনের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের কিম্বা আদালতহইতে নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের দোষেতে কিম্বা এই আইনের অথবা আর কোন আইনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন জনের সেই ভূমি ক্রোক্করণেতে বাকী পড়িয়াছে তবে তাহাতে নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১১ ধা।

৩০। কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা অথবা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা নীলামেতে হওয়া কোন ক্রয় মঞ্জুর হওয়া না হওয়ার বিষয়ে যে কোন রুবকারী কি হুকুম করেন্ তৎপ্রযুক্ত কোন নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না এবং সেই রুবকারী কি হুকুম হওনপ্রযুক্ত সরকারের নামে নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১৭ ধা।

নীলামে করা ক্রয় সিদ্ধ হওনের দাওয়া করিলে যদি করগ্রাহক সাহেবেরা তাহা অসিদ্ধহওনের হুকুম দেন তবে তাহাতে নীলাম অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৩ ধারা।

নীলামকরণের দাঁড়া।

৩১। সমস্ত নীলাম ইশ্‌তিহারনামার লিখিত স্থানে ও কালেতে করা যাইবেক যদি ইশ্‌তিহারনামাতে এমত লেখা যায় যে বোর্ড রেবিনিউতে কি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের কাছারীতে করা যাইবেক তবে বোর্ডের সাহেবেরা কি তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যে ঘরে কিম্বা তাম্বুতে কাছারীর মতে কর্ম্মনির্ব্বাহ্ করেন্ তথায় কিম্বা আর কোন উপযুক্ত এবং সকল লোকের দৃষ্টিগোচর ঘরেতে অথবা তাহার নিকটবর্ত্তি আর কোন উপযুক্ত ও প্রকাশ স্থানে বোর্ডের সেক্রেটারিসাহেবের কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগের অথবা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের মধ্যে কোন সাহেবের কিম্বা বোর্ডহইতে ঐ নীলামকরণের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানির সরকারের অবধারিত কার্য্যকারক আর কোন সাহেবের সাক্ষাৎকারে নীলাম করা যাইবেক। যদি জিলাতে নীলামহওনের হুকুম হয় তবে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা নীলাম করিবার ভার প্রাপ্ত কোম্পানির সরকারের অবধারিত চাকর অন্য কোন সাহেবের সাক্ষাৎকারে কাছারীতে অর্থাৎ যে কোন ঘরে কিম্বা তাম্বুতে তাঁহারা রাজকার্য্য করেন্ তাহাতে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তি কিম্বা লাগাও অন্য কোন প্রকাশ ও উপযুক্ত স্থানে নীলাম করা যাইবেক। ইহাও জানান যাইতেছে যে নীলামের দিন প্রাতঃকালে এবং নীলামের সময়েতে ও কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব এক নিশান কিম্বা তাহার মত আর কোন দৃষ্টিগোচর দ্রব্য বোর্ড রেবিনিউর হুকুমমতে সেই নীলামহওনের কাছারীর দ্বারেতে খাঁড়া রাখাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১২ ধা।

ইশ্‌তিহারনামার অনুসারে নীলাম করা যাইবার কথা।

বোর্ডের কাছারীতে নীলাম করিতে হইলে যাহার দ্বারা ও যে স্থানে হইবেক তাহার কথা।

যদি জিলাতে হয় তবে যাহার দ্বারা হইবেক তাহার কথা।

৩২। নীলামের ডাক আরম্ভ হইলে যে২ লোক ডাকে কালেক্টর সাহেব কোন জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারদিগের ডাক গ্রাহ্য করিবেন কিন্তু নীলাম আরম্ভহওনের ঘা পড়ন ও নীলাম সারা হওনের পূর্ব্বে যে লোক শেষে ডাকিয়া থাকে যে২ বিষয় নীচে লেখা যাইতেছে সেই২ বিষয় আপন হৃদ্বোধহওনের কারণ কালেক্টর সাহেব সেই লোককে ডাকিয়া এই২ বিষয়ের নিশ্চয় করিবেন।

প্রত্যেক জনের ডাক গ্রাহ্য হইবার কথা কিন্তু নীলাম সমাপ্তহওনের পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব যে২ বিষয়ে আপন হৃদ্বোধ করিবেন তাহার কথা।

১ ডাকনিয়ার বায়না দিবার সঙ্গতি।

১ প্রথম।— যে সেই ডাকনিয়া নিরূপিত বায়নার টাকা দিতে পারে।

২ ডাকনিয়া ক্রয় করিতে নিষিদ্ধ নহে।

২ দ্বিতীয়।— যে সেই ডাকনিয়া ঐ নীলামের ভূমির মালগুজারীর বাকীদার নহে ও আপন আমলালোকের মধ্যের কেহ নহে ও বাকীদারের তরফ কিম্বা আপনার আমলালোকের তরফ কোন লোক নহে।

৩ ডাকনিয়াই যথার্থ ক্রেতা বটে।

৩ তৃতীয়।— ঐ ডাকনিয়া লোক কিম্বা লোকেরা আপনারদিগের নিজের নিমিত্তে এবং আপন লাভ নোক্‌সান স্বীকার করিয়া তাহার যথার্থ ক্রেতা হইয়াছে ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১৩ ধা।

ক্রেতার যে বায়না দিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৩। যে লোকের ডাকেতে নীলাম সাব্যস্ত হওনের খা পড়িয়া থাকে তাহার স্থানে নীলাম সাব্যস্ত হইল কালেক্টর সাহেব এই কথা কহিবামাত্র কিম্বা তাঁহার বিবেচনানুসারে যত শীঘ্র হইতে পারে এমত অন্য যে কোন সময় উপযুক্ত বোধ হয় সেই সময়ে যত টাকার ডাকেতে নীলাম সাব্যস্ত হইয়া থাকে তাহার শতকরা ১৫ পনর টাকা কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যে সময়ে যত টাকার হুকুম দেন সমুদয়ের শতকরা তত টাকা করিয়া বায়না চাহিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

চাহিবামাত্র বায়নার টাকা না দিলে লাট পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবার কথা।

৩৪। যে ব্যক্তি শেষবারে ডাকিয়া থাকে তাহার নাম করিয়া যখন ডাকা যায় সেই ব্যক্তি যদি তৎক্ষণাৎ নিরূপিত বায়নার টাকা উপস্থিত না করে তবে কালেক্টর সাহেব তাহার ডাক নামঞ্জুর করিতে পারেন এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যত টাকা ডাকিয়া থাকে সেই ব্যক্তির সেই ডাক প্রথম গণনা করিয়া পুনর্ব্বার নীলামের ডাক করাইতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি ঐ ডাক ডাকিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদি তাহার উপর আর কোন ডাক না হয় তবে আপন ডাকেতে যে ফল হইতে পারে তাহা পাওনের যোগ্য হইবেক ও নিরূপিত বায়নার টাকা উপস্থিত করণদ্বারা তাহারি ডাকে নীলাম সাব্যস্ত করিতেই হইবেক ও সেই ব্যক্তিও যদি বায়নার টাকা উপস্থিত না করে তবে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ডাকিয়া থাকে তাহার ডাক প্রথম গণিয়া পুনর্ব্বার কালেক্টর সাহেব নীলাম করাইতে পারিবেন কিন্তু সকল সময়েতে কালেক্টর সাহেব আপন বিবেচনামত সেই অব্যবহিত পূর্ব্বের ডাকনিয়ার ডাক প্রথম গণনা না করিয়াও পুনরায় নূতন নীলাম আরম্ভ করিতে পারিবেন ইতি। —১৮২২ সা। ১১ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

যে লোক বায়নার টাকা দিতে কসুর করে তাহার যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

৩৫। নীলামেতে যে কোন ব্যক্তি শেষবারে ডাকে সেই ব্যক্তি নীলাম সাব্যস্ত করাইতে ও বায়নার টাকা দাখিল করিতে হুকুম পাইয়া তাহা করিতে যদি না পারে কি তাহা করিতে সম্মত না হয় তবে সে ব্যক্তি অবজ্ঞাকরণের দোষে দোষী বুঝা যাইবেক ও কালেক্টর সাহেব যে ব্যক্তি যতবার ঐ প্রকার দোষ করে তাহার প্রত্যেক দোষ

প্রযুক্ত একং শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা করিতে পারিবেন ও ঐ ব্যক্তি যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে কালেক্টর সাহেব সেই দোষিকে জিলার জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ও তিনি ঐ জরীমানার টাকা দেওনপর্য্যন্ত কিম্বা ১৫ দিনের অধিক না হয় এমত কালপর্য্যন্ত তাহাকে সেই জিলার জেলখানাতে কয়েদ রাখিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।

৪ ধারা।

বাকীদারের নিমিত্তে বা বিনামীতে বা কালেক্টরি আমলারদের নিমিত্তে নীলামে ভূমি ক্রয় করণ বিষয়।

কালেক্টর সাহেব যে প্রকার হইলে শেষ ডাকনিয়ার সহিত নীলাম সাব্যস্ত করিতে অসম্মত হইবেন তাহার কথা।

৩৬। মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে ভূমি নীলামকরণেতে যদি কালেক্টর সাহেব বিবেচনা করিয়া বুঝেন্ যে শেষ ডাকনিয়া লোক কিম্বা যে জনের ডাকেতে নীলাম সাব্যস্ত করিতে উদ্যত থাকেন্ সেই লোক বাকীদারের নিমিত্তে ক্রয় করিতেছে কিম্বা যথার্থ ক্রয়কর্ত্তার দিগের নাম অপ্রকাশ রাখিয়া বিনামীতে ক্রয় করিতেছে কিম্বা যাহার টাকাতে কিম্বা লাভ নোক্সানের নিমিত্তে কিম্বা হিতার্থে সেই ভূমি ক্রয়করা যায় তাহার কিম্বা ইহার মধ্যে কোন কাহারু নাম অপ্রকাশ রাখিয়াছে তবে কালেক্টর সাহেব সেই নীলাম অসাব্যস্ত করিতে পারিবেন কিন্তু ইহা হইলে ঐ কালেক্টর সাহেব আপন আমলার দ্বারা পারসী ভাষায় এক রুবকারীতে ঐ নীলামী খরীদারের ছলকরণেতে আপন বিশ্বাসহওনের এবং নীলাম অসাব্যস্তকরণের কারণ বেওরা করিয়া লেখাইবেন এবং এপ্রকার হইলে সেই ডাকনিয়ার ডাকেতে নীলাম সাব্যস্ত হইলে তাহার যত টাকা বায়না দিতে হইত তত টাকা কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা এ বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট পাইয়া ঐ বায়নার টাকার অনধিক যত টাকা উপযুক্ত বুঝেন্ তত টাকা ঐ ডাকনিয়ার জরীমানা হইবেক ও এইমত যে সকল জরীমানার টাকা লইবার হুকুম বোর্ডের সাহেবেরা দেন্ তাহা সদর ইজারদারদিগের কিম্বা তাহারদিগের জামিনেরদের স্থানে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলকরণের আচরণ মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

তাহা হইলে নীলাম অসাব্যস্তের কারণ রুবকারীতে লেখাইতে হইবার কথা।

বাকীদারের নামে কি অন্য বিনামে ডাকনপ্রযুক্ত নীলাম অসাব্যস্ত হইলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

কালেক্টর সাহেব যাহার ডাক নামঞ্জুর করেন্ সে বোর্ডে আপীল করিতে পারিবার কথা।

৩৭। যে লোকের ডাক নামঞ্জুর করা যায় সে লোক কালেক্টর সাহেবের দেওয়া হুকুমেতে অসম্মত হইলে তাহার উপর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে আপীল করিতে পারিবেক এবং যদি সেই ব্যক্তি কাছারীভাঙ্গনের পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে দিন কালেক্টর সাহেব কাছারী করেন্ সেই দিন তাঁহার নিকটে ঐ লাট আপনার পাইবার দাওয়ার আরজী লিখিয়া দেয় কিম্বা নীলাম সমাপ্তহওনের পর ইঙ্গরেজী ২৪ ঘড়ী অর্থাৎ বাঙ্গলা ৬০ দণ্ডের মধ্যে যদি ঐ অর্থে এক আরজী বোর্ড রেবিনিউতে পাঠায় তবে ঐ বোর্ডের সাহেবলোক কি তৎক্ষমতাপন্ন

অন্য সাহেবেরা অন্য যে কোন খরীদার ঐ আরজীদেওনিয়াহইতে কম টাকা ডাকিয়া থাকে তাহার সহিত নীলাম অসাব্যস্ত করিয়া ঐ নামঞ্জুরহওয়া লোকের সহিত সেই নীলাম সাব্যস্ত করিবার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

আমলার মধ্যে কেহ ভূমি খরীদ করিলে কালেক্টর সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৮। ঐ নীলাম সাব্যস্তকরণের সময়ে কিম্বা তাহার পরে সেই নীলাম বোর্ড রেবিনিউতে কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে মঞ্জুর হওনের পূর্ব্বে যদি কালেক্টর সাহেবের অথবা নীলাম করণের ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের এমত বোধ হয় যে প্রকৃতার্থে যে ব্যক্তি নীলামের খরীদার সে তাঁহার আমলালোকের মধ্যের কোন জন কিম্বা নীলামকরা লাট যে জিলার কি পরগনার মধ্যগত হয় সেই জিলা কি পরগনার তহসীলের কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন লোক তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব তাহা হইলেও তাহার সঙ্গে নীলাম সাব্যস্ত করিয়া মূল্যের টাকা তাহার স্থানে লইবেন ও যদি আবশ্যক হয় তবে সদর ইজারদারেরদের কিম্বা তাহারদিগের জামিনেরদের স্থানে মালগুজারীর বাকী আদায় করিবার নিমিত্তে যে মত আচরণ করণের হুকুম করা গিয়াছে সেই মত আচরণ করিয়া ঐ খরীদারের স্থানে নীলামের মূল্যের টাকা আদায় করিবেন এবং ঐ মত বোধ হইলে তৎক্ষণে তাহার প্রমাণের কারণের অনুসন্ধান করিবেন এবং সেই অনুসন্ধানকরণেতে যাহা জানা যায় তাহা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন ও ঐ সাহেবেরা ইহা নিশ্চয় করিবেন যে ঐ সকল কথা যথার্থ বটে কি না যদি ঐ সাহেবদিগের বিচারেতে ইহা প্রমাণ হয় যে ঐ প্রকৃত খরীদার নীলামের সময়েতে কালেক্টর সাহেবের আমলার মধ্যে কোন জন কিম্বা নীলামহওয়া লাট যে জিলা কি পরগনার মধ্যগত হয় তাহার তহসীলের কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন জন বটে তবে তাঁহারা এ কথা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নিবেদনার্থে লিখিয়া পাঠাইবেন ও ঐ শ্রীযুত যদি উপযুক্ত বুঝেন্ তবে আপন ইচ্ছামত সেই লাট সরকারের নিমিত্তে ক্রোক করিয়া রাখিতে কিম্বা পুনর্ব্বার নীলাম করিতে অথবা সরকারের খাস করিতে কিম্বা অন্য কোন প্রকার করিতে হুকুম দিতে পারিবেন ও এমত হইলে নীলাম মঞ্জুর হইলে যে মত হইত সেই মত ঐ খরীদারের টাকা বাকীদারের নামে জমা করা যাইবেক আর যদি সেই খরীদার ক্রয় করিতে আপনার নিষিদ্ধ হওয়া স্বীকার না করে তবে তাহার যে টাকা ত্রেজুরীতে দাখিল হইয়া থাকে সুদসমেত সেই টাকার এবং ঐ বিষয়ে হওয়া অন্য ক্ষতির বাবৎ নালিশ আদালতে করিতে পারে ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১৮ ধা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ঐ ভূমি জব্দ করিতে পারিবার কথা।

খরীদার আদালতে আপন টাকার নালিশ করিতে পারিবার কথা।

বিনামীতে খরীদ করা জানা গেলে ক

৩৯। নীলাম সাব্যস্তহওনের পরে এবং বোর্ডে তাহা মঞ্জুরহওনের ও খরীদারকে ভূমির স্বত্বার্পণকরণের পূর্ব্বে যদি কালেক্টর

সাহেবের বোধ হয় যে নীলামের সময়ে খরীদার কিম্বা খরীদারদিগের যে নাম কথিত হইয়াছিল সে নাম তাহার কিম্বা তাহারদিগের প্রকৃত নাম নহে তবে ঐ সাহেব সেই খরীদার কি খরীদারদিগকে স্বত্বার্পণ করিতে গৌণ করিতে পারেন্ এবং ঐ বিষয়ের প্রমাণার্থে অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে পারিবেন তাহা করা সারা হইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে তাহা করণেতে যাহা জানা গিয়া থাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন ও তাঁহারা সেই নীলাম অসিদ্ধ করিতে এবং সেই লাট পুনরায় নীলাম করিতে এবং নীলামের সময়ে যে ব্যক্তি শেষে ডাকিয়াছিল তাহার উপর আপনারদিগের বিবেচনানুসারে এমত জরীমানার হুকুম দিতেও পারেন যে যে মূল্যেতে নীলাম সাব্যস্ত হইয়াছিল তাহার দৃষ্টে যত টাকা বায়না তাহার দিতে হইত তাহার অধিক না হয় ও যদি ঐ বায়নার টাকা দাখিল হইয়া থাকে তবে সেই টাকাহইতে ঐ জরীমানার টাকা আদায় হইবেক ও যদি তাহা দাখিল না হইয়া থাকে তবে সদর ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের জামিনেরদের স্থানে মালগুজারীর বাকী যে মতে আদায় করা যায় সেই মতে ঐ জরীমানার টাকা উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ১৯ ধা।

স্বত্বার্পণের পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।

৪০। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা নীলাম মঞ্জুর করিলে এবং নীলামী খরীদার স্বত্বপ্রাপ্ত হইলে পর নীলামের বিষয়ে আইনের অন্য মতে কোন কর্ম্ম হইয়া থাকনের দাওয়াতে তাহা আদালতহইতে বিচারপূর্ব্বক প্রমাণহওনের হুকুম হওনব্যতিরেকে ঐ খরীদার সে ভূমিহইতে বেদখল হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২০ ধা। ১ প্র।

খরীদারকে ভূমির স্বত্বার্পণ করা গেলে আদালতের হুকুমব্যতিরেকে সে তাহাহইতে বেদখল না হইবার কথা।

৪১। নীলামমঞ্জুর এবং খরীদারকে স্বত্বার্পণকরণের পরে যদি বোধ হয় যে সেই খরীদারী বাকীদার কিম্বা নীলামের সময়েতে যে লোক খরীদার খ্যাত হইয়াছিল তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য জন এবং ইহা যদি সরকারের কিম্বা অন্য কাহারু নালিশেতে আদালতের ডিক্রীর দ্বারা নিশ্চয় হয় তবে সরকার কিম্বা সরকারের কর্ম্মকর্ত্তারা যদি সেই নালিশের ফরিয়াদী না হইয়া থাকেন্ তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরদের সম্মতিতে কালেক্টর সাহেব সেই দোষি খরীদারের ঐ খরীদের সমুদয় টাকার শতকরা ২৫ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা করিতে পারিবেন কিম্বা যদি উপযুক্ত বোধ হয় ও নীলামের তারিখঅবধি দুই বৎসর গত না হইয়া থাকে তবে ঐ সাহেবদিগের সম্মতিতে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, এবং সেই খরীদারকে কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কি স্থলাভিষিক্তেরদিগকে সেই নীলামের মূল্যের টাকার চারি অংশের তিন অংশ ফিরিয়া দিয়া সেই খরীদার কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কিম্বা স্থলাভিষিক্তেরা স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহারদিগ

স্বত্বার্পণের পরে বিনামী খরীদার বোধ হইলে আদালতে নালিশ করিতে হইবার কথা।

কে সেই ভূমিহইতে বেদখল করিতে পারিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত ঐ নালিশেতে সরকার ব্যতিরিক্ত অন্য কেহ ফরিয়াদী হইয়া থাকিলে তাহা যে আদালতে হইয়া ডিক্রীর হুকুম হয় সে আদালতের সাহেবের ঐ হুকুম হওয়ার সম্বাদ কালেক্টরসাহেবকে দিতে হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

ভূমির তহসীলের সম্পর্কীয় কোন আমলা তাহা খরীদ করিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪২। স্বত্বার্পণের পর যদি আদালতের ডিক্রীর দ্বারা ইহা নিশ্চয় হয় যে আইনের অন্যমতে কোন জমীদারী কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারকদিগের মধ্যে কোন জনের দ্বারা খরীদ হইয়াছে তবে ঐ খরীদারের নামে এ বিষয়ের নালিশ যদি সরকারের তরফহইতে কালেক্টর সাহেব কিম্বা ঐ বিক্রয়হওয়া ভূমির সাবেক জমীদার অথবা কিছু ইনাম পাইবার আশাতে অন্য কোন জন করে। কেননা ইহার মধ্যে কোন জনহইতে পূর্ব্বোক্ত জরীমানার টাকা আদায়ের নিমিত্তে আদালতে নালিশ হইতে পারিবে। তবে ঐ আদালতহইতে হওয়া হুকুমের উপর কোন আপীল যদি না হয় কিম্বা যদি আপীল হয় তবে যে আদালতহইতে ঐ বিষয়ের শেষ ডিক্রী হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ ভূমি সরকারের খাস হইবার হুকুম হওয়ার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে আপনারদিগের করা ঐ ডিক্রী পাঠাইবেন। যে কোন ভূমি এই প্রকারে খাস হয় তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন্ ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২০। ৩প্র।

৫ ধারা।

নীলামের উৎপন্ন টাকা আদায়করণ ও তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহা।

প্রথম খরীদারের জোখমেতে ভূমি পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবার কথা।

৪৩। সর্ব্বদা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলামহওয়া ভূমির মূল্যের সমুদয় টাকা নীলামের পরে দশ দিনের মধ্যে দিতে হইবেক এবং বায়নার যে টাকা দাখিল হইয়া থাকে তাহা ধরিয়া বেবাক টাকা যদি ঐ দশম দিন দুই প্রহরের মধ্যে দাখিল না হয় তবে সেই দশম দিন বৈকালে কিম্বা তাহার পর আর যে কোন সময়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা সময়ক্রমে হুকুম দেন্ সেই সময়ে কালেক্টর সাহেব ঢেঁড়রা দিয়া কি ইশ্‌তিহারনামা দিয়া কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি তাহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা আর যে প্রকার হুকুম করেন্ সেই প্রকার করিয়া ইহা প্রচার করিবেন যে অন্যং ভূমি যে দিবস নীলাম হইবার হুকুম হইয়াছে সেই দিবসে ঐ ভূমি পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবেক ও ঐ প্রথম খরীদার যদি মূল্যের সমুদয় টাকা না দেওনের এমত হেতু জানাইতে না পারে যে তাহা কালেক্টর সাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা গ্রাহ্য করেন্ তবে কালেক্টর সাহেব পুনর্ব্বার নীলাম করিবার ইশ্‌তিহারকরা ঐ ভূমি পুনরায়

নীলাম করিতে পারেন্ ও করিবেন ও তাহাতে যে ক্ষতি হয় তাহা ঐ প্রথম খরীদারের হইবেক ও ঐ প্রথম খরীদারের দাখিল করা বায়নার টাকা নীলামের মূল্যের সমুদয় টাকা দিতে কমুরকরণপ্রযুক্ত দণ্ডস্বরূপে লওয়া যাইবেক এবং সেই ভূমিতে তাহার কিছু অধিকার থাকিবেক না ও দ্বিতীয় নীলামেতে প্রথম নীলামহইতে অধিক টাকা পাওয়া গেলে তাহাও পারিবেক না এবং দ্বিতীয় নীলামেতে যদি প্রথম নীলামহইতে মূল্যের টাকা কম হয় তবে যত কম হয় তাহা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে যেমতৎ করিতে হুকুম আছে সেই কোন মতে ঐ কমহওয়া টাকা ঐ প্রথম খরীদারের স্থানে আদায় করা যাইবেক এবং সেই টাকা আদায় হইলে পর তাহা বাকীদারের হিতের নিমিত্তে খরীদের টাকার সহিত তাহার নামে জমা করা যাইবেক ও যদি দ্বিতীয় নীলামে মূল্য বেশী হয় তবে সে বেশী টাকাও বাকীদারের হিসাবে জমা করা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২১ ধা।১ প্র।

৪৪। ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২১ ধারার ১ প্রকরণ শুধরা যাওনেতে এমত হুকুম হইয়াছে যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলামহওয়া ভূমির মূল্যের সমুদয় টাকা নীলামের পরে দশ দিনের মধ্যে দিতে হইবেক তাহা শুধরিবার নিমিত্তে এই হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবলোক যে ক্ষমতার অধীন থাকিবেন তাঁহার ঐক্যমতে যে ভূমি নীলাম হইবেক তাহার মূল্য টাকা দিবার কাল ও প্রকারের বিষয়ি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন আর খরীদারের তরফহইতে নির্দ্ধারিত নিয়ম সকল সম্পূর্ণ করিতে ত্রুটি হইলে সে নীলাম অন্যথাকরণের যোগ্য হইবেক এবং যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবেরা যে ক্ষমতার অধীন তাঁহার ঐক্যমতে মূল্য টাকা দিবার নির্দ্ধারণ করিতে পারিবার কিন্তু নির্দ্ধারিত নিয়মমতাচরণ করিতে ত্রুটি হইলে নীলাম অন্যথা ও আদায়হওয়া টাকা জব্দ হইবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

৪৫। এবং আদালতের ডিক্রী জারীহওয়াতে যে ভূমি নীলাম হইবেক তাহাতেও ঐ ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৭ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

১ প্রথম প্রকরণের লিখিত হুকুম ডিক্রী জারীহওয়াতে ভূমি নীলাম হইলে তাহার উপরও খাটিবার কথা।

[ঐ ঐ।]

৪৬। ইহাও জানান যাইতেছে যে নীলামী খরীদার মূল্যের টাকা দিতে যদি কমুর করে তবে কালেক্‌টর সাহেব বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতিতে ঐ নীলামকরা ভূমি পুনর্ব্বার নীলাম না করিয়া সেই সাবেক অধিকারী তাহার শিরের বাকী টাকা তাহার সুদ এবং ঐ নীলামেতে যে খরচখরচা হইয়া থাকে তাহা ও আর কোন ন্যায্য খরচসুদ্ধা আদায় করিবার নিমিত্তে গ্রহণোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিলে সেই ভূমি তাহাকে ফিরিয়া দিতে পারেন্ ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২১ ধা। ২ প্র।

কিম্বা ভূমি সাবেক অধিকারিকে ফিরিয়া দিবার কথা।

৪৭। মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে যে ভূমি নীলাম করা

খরীদের টাকা

যেরূপে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

যায় কিম্বা ঐ নীলামের খরীদারের মূল্যে টাকা দিতে কসুর হওন প্রযুক্ত পুনর্ব্বার নীলাম করা যায় তাহার মূল্যের টাকা পাওয়া গেলে ঐ ভূমি যত টাকা বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইয়া থাকে তাহা এবং তাহার পূর্ব্বের যে কোন বাকী সেই ভূমিতে থাকে তাহাও নীলামের তারিখপর্য্যন্ত সমুদয় সুদ ও ঐ নীলামেতে হওয়া খরচখরচা এবং অন্য কোন নিয়ম না হইয়া থাকিলে ঐ তারিখপর্য্যন্ত যত কিস্তির টাকা পাওনা হইয়া থাকে তাহাও ঐ টাকাহইতে কাটিয়া লইয়া সরকারের নামে জমা করা যাইবেক অবশিষ্ট টাকা সেই বাকীদারের কিম্বা বাকীদারদিগের এবং সেই বাকীদার কিম্বা বাকীদারেরা চাহিলে ও রসীদ দিলে টাকা তাহাকে কি তাহারদিগকে দিতেই হইবেক।

খরীদার যে কালাবধি সরকারে মালগুজারীর দায়ী হবেক তাহার কথা।

কালেক্টর সাহেবের হুকুমবিনা নীলামের তারিখের পর প্রজারা কোন জনকে মালগুজারীর টাকা না দিবার কথা।

যে মাসেতে নীলাম করা যায় অন্য প্রকার বিশেষ নিয়ম না হইয়া থাকিলে সেই মাসেতে ঐ ভূমির উপর সরকারের মালগুজারীর কিস্তির যত টাকা পাওনা হয় তাহা এবং তাহার পরের সমুদয় কিস্তির টাকা খরীদারের দিতে হইবেক এবং এই ধারাতে হুকুম করা যাইতেছে যে নীলামের তারিখের পরে কিম্বা যে মাসে নীলাম হয় সেই মাসের যে মালগুজারী দেনা হয় সেই মালগুজারীর টাকা সেই বাকীদারকে কিম্বা আর যে কোন লোক আপনাকে সদর মালগুজার বলিয়া তাহা তহসীল করিতে যায় সে যদি ঐ তহসীল করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের মোহর ও দস্তখৎ করা হুকুমনামা কিম্বা আমলনামা কিম্বা সেই ইশ্‌তিহারকরা বাকী আদায় হওনের রসীদ না দেখায় তবে তাহাকে ও মফঃসলের কোন প্রজা কিম্বা তাহারদিগের পেটার কোন রাইয়ৎ না দেয় ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২২ ধা।

প্রজাদিগের নিকটে বাকীদারের বাকী থাকা টাকা খরীদারকে না দেওয়া গেলে দস্তুর মত আদালতে নালিশ করিলে পাওয়া যাইতে পারিবার কথা।

৪৮। নীলামের সময়েতে ঐ বাকীদারের প্রজারদিগের শিরে মালগুজারীর যত টাকা বাকী পড়িয়া থাকে সেই বাকী টাকার নিমিত্তে দস্তুরমতে আদালতে নালিশ করিলে পাইতে পারিবেক কিন্তু যদি তাহা সেই বাকীদার নীলামী খরীদারকে আপন সম্মতিপূর্ব্বক আদায় করিয়া লইতে দেয় তবে সেই খরীদার ঐ মহাল আপনার পাওনের পরে প্রজার শিরে বাকী পড়িলে যেমত করিত সেই মত ঐ বাকী আদায়ের কারণ বাকীদার প্রজাদিগের নামে নালিশ করিতে পারে ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৩ ধা।

৬ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবকর্ত্তৃক অথবা মোকদ্দমার দ্বারা নীলাম মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হওন।

কমিস্যনর সাহেবের অনুমতিব্যতিরেকে কালেক্টর সাহেব নীলাম ক

৪৯। উত্তর কালে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক যে কমিস্যনরসাহেবের অনুমতি পাওনব্যতিরেকে বাকীপড়া ভূমি নীলামের কারণ ইশ্‌তিহার দেওয়ান্ ও তাহা নীলাম করান কিন্তু কমিস্যনর সাহেবের কিম্বা আপীল হইলে সদর বোর্ড রেবি

নিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীব্যতিরেকে কোন নীলাম চূড়ান্ত হইবেক না ইতি।—১৮৩০ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

রিতে পারিবার কিন্তু মঞ্জুরীব্যতিরেকে নীলাম চূড়ান্ত না হইবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

৫০। মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে কোন ভূমি নীলাম হইলে কালেক্টর সাহেব সেই নীলামের মূল্যের সমুদয় টাকা পাওয়া গেলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই নীলামের সম্বাদ ও হিসাবের কাগজ ও সেই বিষয়েতে আপনার করা কার্য্যের রুবকারী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরদের নিকটে* তাঁহারদিগের মঞ্জুরীর কারণ পাঠাইয়া দিবেন এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের মঞ্জুরী না পাইলে কোন নীলাম সিদ্ধ হইবেক না ও খরীদার সে ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৪ ধা। ১ প্র।

কালেক্টর সাহেব নীলামের সম্বাদ বোর্ডে পাঠাইবার ও তথাকার মঞ্জুরী না পাইলে খরীদারকে স্বত্বার্পণ না করিবার কথা।

৫১। যাহার ভূমি নীলাম হইয়া থাকে সে যদি সেই নীলাম রদ করিবার নিমিত্তে নালিশ করিতে চাহে তবে নীলামের তারিখহইতে ৩০ দিন মিয়াদের মধ্যে কোন সময়ে সেই ব্যক্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে তাহার আরজী লিখিয়া দিতে পারে এবং ঐ ৩০ দিনপর্য্যন্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা কোন নীলাম মঞ্জুর হইবার শেষ হুকুম দিবেন না। ইহাও জানান যাইতেছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যদি বিবেচনার নিমিত্তে কি অন্য কোন উপযুক্ত কারণেতে উচিত বুঝেন্ তবে তাহাহইতে অধিক মিয়াদ দিতে পারেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৪ ধা। ২ প্র।

যাহারা নীলামেতে অসম্মত হয় তাহারা বোর্ডে আরজী দিতে পারিবার ও বোর্ডের সাহেবেরা মঞ্জুরীর হুকুম দিবার পূর্ব্বে তাহারদিগকে দাওয়া প্রমাণ করিতে মিয়াদ দিতে পারিবার কথা।

৫২। কালেক্টর সাহেবের পাঠান রুবকারী কিম্বা ঐ নালিশকরণিয়ার দরখাস্ত দৃষ্টি করিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা পূর্ব্বোক্ত তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যদি নীলাম মঞ্জুর না করণের উপযুক্ত কারণ আছে বুঝেন তবে তাঁহারা আর যেং জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করা উচিত ও বিহিত বুঝেন্ তাহা করণের পরে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং সেই বিষয়ের বিবেচনা করিতে যে কাল আবশ্যক বুঝেন্ সেইপর্য্যন্ত আপনারদিগের মঞ্জু

বোর্ডের সাহেবের। নীলাম রদ করিতে পারিবার এবং ঐ বিষয়েতে তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা।

* ১৮১৯ সালের ১ আইনের ১ ধারার ৪ প্রকরণে লিখা আছে যে রেবিনিউর ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব লোকেরা স্বং এলাকার মধ্যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেতে অর্পিত যে ক্ষমতা তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং ঐ কমিস্যনর সাহেবলোকেরা এক সদর বোর্ডের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন ঐ বোর্ড সামান্যতঃ কলিকাতা রাজধানীতে থাকিবে।

রীর শেষ হুকুম দিতে বিলম্ব করিতে পারিবেন। ও যদি বোর্ড রে বিনিউর সাহেবলোক কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা কোন নীলাম অসিদ্ধ হওনের হুকুম করেন্ তবে তাহা করণের কারণ যাহাই হউক সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।— ১৮২২ সা। ১১ আ। ২৪ ধা। ৩ প্র।

বোর্ডে নীলাম মঞ্জুর হইলেও আদালতে সেই নীলামের অন্যায্যের বিষয়ে নালিশ করা যাইবার কথা।

৫৩। যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ নীলাম মঞ্জুর করেন তথাপি পূর্ব্বাধিকারী কিম্বা পূর্ব্বাধিকারিদিগের মধ্যে কেহ তাহা রদ হইবার নিমিত্তে আদালতে নালিশ করিতে পারে এবং সেই আদালতের সাহেবেরা যদি প্রত্যয় যোগ্য প্রমাণের দ্বারা ইহা নিশ্চয় বুঝেন্ যে নীলাম প্রবলহওনের নিমিত্তে উপরের লিখিত যেং নিয়মের আবশ্যক তাহার মধ্যে কোন এক কি একহইতে অধিক নিয়ম মত আচরণ হয় নাহি তবে সেই আদালতের সাহেব সেই নীলাম রদ করিতে পারিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে সেই ফরিয়াদী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে যে আরজী দিয়াছিল তাহাতে ঐ নিয়ম মতাচরণ না হওনের কথা যদি না লিখিয়া থাকে কিম্বা তাহা না লিখনের প্রত্যয়যোগ্য কারণ না জানায় তবে আদালতের সাহেব এই মত নালিশ গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৫ ধা।

বোর্ডে দেওয়া আরজীতে লেখাব্যতিরিক্ত অন্য কথা আদালতে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

আবশ্যক কোন নিয়ম মত কার্য্য না হওনের প্রমাণ হওনব্যতিরেকে দাওয়া ডিস্‌মিস্ হইবার কথা।

৫৪। ফরিয়াদী যদি আদালতের সাহেবের সম্মত এমত প্রমাণ দিতে না পারে যে পূর্ব্বোক্ত কোন নিয়ম মত আচরণ না হওনপ্রযুক্ত সেই নীলাম প্রবল নহে তবে তাহার দাওয়া ডিস্‌মিস্ হইবেক কিন্তু যে আদালতে প্রথম নালিশ হইয়া বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি হয় কিম্বা যে আদালতে ঐ মোকদ্দমার আপীল হইয়া নিষ্পত্তি হয় সেই আদালতের সাহেবদিগের যদি বোধ হয় যে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা তাঁহার আমলালোকের মধ্যে কোন জনের দ্বারা অনুপযুক্ত কর্ম্ম কিম্বা নিয়মের ব্যতিক্রমে কার্য্য হইয়াছে এবং তাহাতে ফরিয়াদীর ক্ষতি হইয়াছে তবে তাহার যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার প্রতিকারার্থে যত টাকা আদালতের সাহেবদিগের উপযুক্ত বোধ হয় তত টাকা ফরিয়াদীর পাইবার হুকুম দিতে পারিবেন এবং এমত হইলে আদালতের সাহেবেরা স্পষ্ট করিয়া ইহা ডিক্রীতে লেখাইবেন যে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক কি কালেক্টর সাহেব নিজহইতে দিবেন কিম্বা তাঁহার আমলার মধ্যে কোন জনের দিতে হইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে এপ্রকার মোকদ্দমাতে আদালতের সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত পরামর্শের কথা লিখিত নিবেদনপত্র পাঠাইতে পারিবেন যে ঐ নীলামকরা জমীদারী পুনর্ব্বার ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দেওয়া যায় এবং খরীদারকে প্রতিদান অর্থাৎ তাহার বদল যত টাকা দেওয়া উপযুক্ত বোধ হয় তাহাও তাহাতে লিখিবেন এবং

কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম ইত্যাদি হইলে আদালতের সাহেবেরা ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

ও তাঁহারা খরীদারের ক্লেশের কথা শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে জানাইতে পারিবার কথা।

খরীদারকে প্রতি

তাহাকরণের কারণসকল বেওরা করিয়া ডিক্রীতে লেখাইবেন এবং যদি কোন আদালতহইতে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত নিবেদনপত্র পাঠান যায় ও ঐ নিষ্পত্তির হুকুমের উপর অন্য আদালতে আপীল না হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যদি ইহা মনে স্থির করেন যে ঐ বিষয়েতে আপন অভিনিবেশ করা উপযুক্ত তবে এমত হুকুম দিবেন যে ফরিয়াদী আদালতের সাহেবের লিখিয়া পাঠান প্রতিদানের টাকা খরীদারকে দিলে সেই জমীদারী তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যায় কিন্তু যদি খরীদার ঐ খরীদ করা ভূমি দিতে না চাহে ও চলিত আইনানুসারে সে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে তবে ঐ মোকদ্দমার আপীল হওনের যোগ্য আদালতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আদালতের সাহেবের পাঠান নিবেদনপত্রের উপযুক্ততার বিরোধ করিবার নিমিত্তে আপীল করিতে পারে যদি তাহা হয় তবে যেপর্য্যন্ত আদালতেতে তাহার শেষ নিষ্পত্তি না হয় সেই পর্য্যন্ত ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম দিতে বিলম্ব করিবেন কিন্তু খরীদার ঐ প্রতিদানের যত টাকা পাইবার স্থির করা গিয়াছে তাহা ক্ষতির সমান না হওনমাত্রের বিষয়ে যদি সে নালিশ করে তবে যে আদালতহইতে প্রথম ডিক্রী হইয়াছে সেই আদালতের পরামর্শের নিবেদনপত্রানুসারে কার্য্যকরা যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে স্থির করেন্ তবে তৎক্ষণে হুকুম দিতে পারেন্ যে সাবেক জমীদার সেই খরীদারকে বিবেচনার দ্বারা প্রতিদানের যত টাকা দিবার হুকুম হইয়াছে তত টাকা তাহাকে দিলে জমীদারী ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ইহা হইলে সেই আপীল করিতে যে রসুম লাগে তাহার হিসাব হুকুমহওয়া প্রতিদানের টাকা ও খরীদার যত টাকা চাহে তাহা একুন করিয়া যত হয় তাহার অর্দ্ধেকের উপর করা যাইবেক কিন্তু এমতে যে ব্যক্তি আপীল করে সে ব্যক্তি আপনকরা আপীলের দাওয়ার বিষয় অর্থাৎ হুকুমকরা প্রতিদানের টাকা ক্ষতির সমান না হওয়ার বিষয়ব্যতিরিক্ত আর কোন বিষয়ে আদালতহইতে হুকুম পাইবেক না ও এপ্রকারে শেষেতে যে হুকুম হইবেক তাহা আমলে আসিবার নিমিত্তে ঐ ভূমি বন্ধকরূপে থাকিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৬ ধা।

দানের টাকা দিলে পর সাবেক জমীদার ভূমি ফিরিয়া পাইবেক এ হুকুম শ্রীযুতের হজুরহইতে হইবার কথা।

ঐ মত নিবেদিত বিষয়ের আপীল হইবার বিশেষ কথা।

৫৫। কেহ ভূমি নীলামের মূল্যের টাকাহইতে কিছু লইলে পর সেই নীলাম বহালথাকনের বিরোধে নালিশ করিতে পারিবেক না এবং ঐ ভূমির নীলাম বহালথাকনের বিরোধে নালিশ উপস্থিত হইয়া যত দিন তাহার নিষ্পত্তি না হয় সে পর্য্যন্ত নীলামের মূল্যের টাকার কোন অংশ সাবেক জমীদারের আর কোন দেনা শোধের কারণ দেওয়া যাইবেক না ও ইহাও জানান যাইতেছে যে সেই নীলাম বহালথাকনের বিরোধে নালিশ উপস্থিত হইলে পর খরীদার কিম্বা সেই ভূমিসম্বন্ধীয় আর কোন লোক ঐ নীলামেতে সরকারের বাকী

কেহ খরীদের টাকার কিছু পাইলে নীলামের বিরোধে নালিশ না করিতে পারিবার কথা।

ঐ ভূমিসম্পর্কীয় লোকেরা নীলামের মুল্যের মধ্যে সরকারী বাকীর অতিরিক্ত টাকা দিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিবার অর্থে দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

হইতে অধিক যত টাকা পাওয়া গিয়া থাকে সেই অধিক টাকা দিয়া তৎকালীন কোম্পানির কাগজের যে দর থাকে সেই দরে কোম্পানির কাগজ কেনা যাইবার কারণ কালেক্টর সাহেবদিগের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবেক ও যদি ইহা হয় তবে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে ঐ টাকা তাহার সঞ্চিত সুদসুদ্ধা তাহা পাওনের যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক ও এপ্রকার দরখাস্ত না দেওয়া গেলে সরকারের ত্রেজরীতে থাকা সেই অধিক টাকার উপর যে সুদ হইতে পারে তাহা দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৭ ধা। ১ প্র।

নীলাম অসিদ্ধ হইলে নীলামের সময়ে যত বাকী ছিল তাহা সুদসুদ্ধা আদায় করণ ঐ ভূমি ফিরিয়া পাইবার কারণ হইবার কথা।

সরকার বাকীদারের স্থানে যে হারে সুদ লইয়া থাকেন বাকী আদায়ের নিমিত্তে রাখা টাকার সুদ সেই হারে দিবার কথা।

৫৬। ইহাও জানান যাইতেছে যে এই আইনের ৫ ধারাতে নীলামের বিষয়ে যে২ নিয়ম লেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে কোন নিয়ম মত কার্য্য না হওনপ্রযুক্ত যদি আদালতের হুকুমেতে কোন জমীদারীর নীলাম অসিদ্ধ হয় এবং ইহাও নিশ্চয় হয় যে নীলামের সময়েতে পড়া বাকী সাবেক জমীদারের শিরে আছে তবে যে পর্য্যন্ত সেই বাকী সুদসুদ্ধা দাখিল না হয় সেপর্য্যন্ত সে জমীদারী ঐ বাকীদারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না এবং সরকারহইতে খরীদের টাকা খরীদারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবার সময়ে তাহাকে বাকীদারের স্থানে পাওনা বাকী শোধের নিমিত্তে সরকারে যত টাকা রাখা গিয়া থাকে তত টাকার উপর শতকরা যত করিয়া সুদ বাকীদারের স্থানে লওয়া গিয়া থাকে তত করিয়া সুদ দেওয়া যাইবেক ও এই মত যে২ বিষয়েতে ইহাও নিশ্চয় জানা যায় যে নীলামের সময়েতে মালগুজারীর কিছু বাকী ছিল না সেই২ বিষয়েতে সরকারী বাকী শোধের নিমিত্তে সরকারে যত টাকা রাখা গিয়াছিল তত টাকা তাহার সুদসুদ্ধা খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দিতে হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৭ ধা। ২ প্র।

৭ ধারা

ভূমির দখল দেওন ও বিবাদ ভঞ্জন।

কালেক্টর সাহেবেরা আবশ্যক বুঝিয়া ভূম্যধিকারি প্রভৃতিকে রুজু আনাইতে পারিবার কথা।

৫৭। নীলামী ভূমিসকলের ক্রেতাদিগেরে হুকুম আছে যে তাহারা আপন২ ক্রীত ভূমিথাকা জিলার কালেক্টর সাহেবের সমীপে নিজে রুজু হইয়া কিম্বা আপন২ গোমাস্তা লোককে সম্পূর্ণ ভার দিয়া রুজু করিয়া সেই সকল ভূমির অর্থে কবুলিয়ত ও তাহত কিস্তিবন্দী দাখিল করে। ইহাতে যদি কালেক্টর সাহেবদিগের কেহ সেই ক্রেতাদিগের কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং ক্রেতা জ্ঞান না করেন কিম্বা নীলামী কোন ভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ৩ তৃতীয় তথা ৪ চতুর্থ প্রকরণের * লিখিত হুকুমের ব্যতিক্রমে ক্রয়

* এই আইনের ২৯ ধারার ৩। ৪ প্রকরণ ১৮২২ সালের ১১ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে।

হইয়াছে এমত বুঝেন্ তবে সে সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই স্বয়ং ক্রেতা তাঁহার সংক্রান্ত জিলার নিবাসী হইলে তাহাকে আপন কাছারীতে রুজু আনান্ অথবা যদি সে ব্যক্তি অন্য জিলার নিবাসী হয় তবে দরখাস্ত লিখিয়া তথাকার কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাঠান তদ্দৃষ্টে সে সাহেব সেই স্বয়ং ক্রেতাকে তলব করিয়া আপন কাছারীতে আনাইবেন এবং তাহার বিচার ও বিবেচনার্থে সে ভূমি থাকা জিলার কালেক্টর সাহেব যে মত দরখাস্ত করেন্ কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে রূপ হুকুম দেন্ তদনুসারে বিচার ও বিবেচনা করিয়া তাহার হকীকৎ বেওরা করিয়া লিখিয়া তাহাতে ঐ ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণানুসারে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম হইবার কারণ ঐ বোর্ডে পাঠাইবেন ইতি।—১৮০১ সা। ১ আ। ১০ ধা।—দত্ত দেশ —১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৫১ ধা।

ভূমির স্বত্বার্পণের নিয়ম। ও তাহার বেওরা কোন২ কাছারীতে প্রচার করিবার কথা।

৫৮। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের হজুর হইতে নীলাম মঞ্জুর হওনের হুকুম পাইয়া কালেক্টর সাহেবেরা আপন২ জিলার সরহদ্দের মধ্যগত নীলাম বিক্রয় হওয়া পরগনার কিম্বা মহালের প্রধান কাছারীতে এবং যে দেওয়ানী আদালতের হকুমতের মধ্যে ঐ মহাল কিম্বা জমীদারী কিম্বা তাহার কোন অংশ থাকে সেই আদালতের কাছারীতে নীলামের সময়ে যেমন ইশ্তিহার দেওয়া গিয়াছিল সেইমত নীলামে বিক্রয় করা ভূমির সমস্ত বেওরা ও খরীদারের নাম ও তাহার খরীদের তারিখ ও সেই ভূমিতে পূর্ব্বাধিকারির যেং স্বত্ব ছিল খরীদার সেই ভূমিতে সেইং স্বত্বপ্রাপ্ত হওনের কথা ইশ্তিহারনামা দেওনাদির দ্বারা প্রচার করিয়া খরীদারকে তাহার স্বত্বার্পণ করিবেন ও যদি সেই খরীদারকে স্বত্বার্পণের জন্যে আর কোন কার্য্যের আবশ্যক হয় তবে কালেক্টর সাহেব সেই ভূমি যে জিলার কি শহরের অধিকারেতে থাকে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবকে এত্তেলা করিবেন এবং ঐ জজসাহেব পূর্ব্বোক্ত ঐ ইশ্তিহারনামা দৃষ্টি করিয়া তাহাতে বিশেষ করিয়া যাহা২ লেখা থাকে তদনুসারে আদালতের হুকুমেতে বিক্রয়হওয়া ভূমির স্বত্বার্পণকরণার্থে যেমত২ করা যায় সেই মত করিয়া ঐ খরীদারকে সেই খরীদকরা ভূমির স্বত্বার্পণ করিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৮ ধা। ১ প্র।

স্বত্বার্পণার্থে আর কোন কার্য্যের আবশ্যক যদি হয় তবে আদালতের জজ সাহেবের নিকটে এত্তেলা করিতে হইবার এবং আদালতের হুকুমে বিক্রীত ভূমির স্বত্বার্পণার্থে যেমন২ করা যায় সেই মতে স্বত্বার্পণ করিবার কথা।

পৃথক্ স্বত্ব কি সীমার বিবাদেতে কি অন্য কোন উপযুক্ত কারণেতে স্বত্বার্পণকরণেতে বা

৫৯। যদি মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলামকরা ভূমির স্বত্বার্পণকরণের কিছু প্রতিবন্ধক হয় তাহা সাবেক জমীদারদিগের প্রতিকূলাচরণ করাতে এবং তাহারদিগের সেই নীলামহওয়া ভূমির কোন অংশেতে স্বত্বের যে অবশেষ থাকে তাহার নিরূপণকরা দুষ্করহওয়াতে বা হউক কিম্বা সেই ভূমির মধ্যে আমার

ধা জন্মিলে যাহা করা যাইবেক তাহার কথা।

এমন তালুক কিম্বা অন্য কোন স্বত্ব আছে যে নীলামেতে তাহার হানি হইতে পারিবেক না এমত বাক্যবাদি কোন লোকের বিবাদে বা হউক কিম্বা সেই ভূমির নিকটবর্ত্তি ভূমির অধিকারিদিগের সহিত সীমানার বিবাদইত্যাদিহওয়াতে বা হউক কিম্বা ঐ ভূমিসম্পর্কীয় এমত কোন বিষয় উপস্থিতহওয়াতেই বা হউক যদর্থে কমিস্যনর নিযুক্তকরণের আবশ্যকতা হয় যে তিনি সেই স্থানে যাইয়া উভয় বিবাদিদিগের পরস্পর দাওয়ার বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করেন যে কোন২ ভূমি খরীদারকে দেওয়া যাইবেক এবং কোন২ দাওয়ার নিমিত্তে খরীদারের বিবাদের উপর নালিশ করিতে হইবেক কিম্বা বিবাদী খরীদারের উপর নালিশ করিবেক তবে এ সকল প্রকারেতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে সেই নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অবধারিত রাজকীয় কার্য্য কারক কোন সাহেবকে কমিস্যনর করিয়া সেই স্থানে পাঠাইতে পারিবেন এবং এই ধারানুসারে যে সাহেব কমিস্যনর হন তিনি প্রথমতঃ নীলামে ক্রয়করণের দ্বারা যে ভূমিতে খরীদার প্রাপ্তাধিকার জ্ঞান করা যায় সেই ভূমির সীমানিরূপণ এবং তাহার অধিকারী পদবী পাওয়াতে তাহার তাহাতে যে২ স্বত্ব ও অধিকার হইবেক সেই২ স্বত্ব ও অধিকার যেপ্রকার এবং যেপর্য্যন্ত তাহারো নিরূপণ করিয়া তদনুসারে খরীদারকে ভূমির স্বত্বার্পণ করিবেন এবং কমিস্যনর সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে যে ব্যক্তি অসম্মত হয় সেই ব্যক্তি ভূমি যাহার পাইবার অর্থে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর আপনার দাওয়ার নালিশ আদালতে করিতে পারিবেক এবং যেপর্য্যন্ত সেই কমিস্যনর সাহেবের করা নিষ্পত্তি আদালতের হুকুমেতে রদ না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা বহাল ও স্থির থাকিবেক ও সরাসরী এবং যাহাতে সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ হয় এমত সমস্ত নিষ্পত্তি ও হুকুম করণেতে সকল আদালতে তদনুসারে কার্য্য করা যাইবেক।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ বিবাদের সরাসরী নিষ্পত্তির নিমিত্তে সরকারের চাকর কোন কার্য্যকারক সাহেবকে কমিস্যনর নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

অন্য প্রকার বিশেষ হুকুম না হইলে কমিস্যনর সাহেব আদালতস্বরূপ হইবার এবং আদালতের সমুদয় ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কমিস্যনর সাহেব যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষরূপে অন্য হুকুম না পান তবে জিলার আদালতেতে সরাসরী মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষেয়ে যে২ নিয়মমত কার্য্য করা যায় সেই২ নিয়মানুসারে আপন ভারের কার্য্য করিবেন এবং তাঁহার নিকটে যে২ বিষয় উপস্থিত হয় সেই২ বিষয়েতে যে২ লোকের কোন প্রয়োজন হয় তাঁহারা ফরিয়াদী কি আসামী কিম্বা তাহারদিগের মোখ্তার অথবা তাহারদিগের বিষয়ের তজবীজ হইবার জন্যে তলব হওয়া সাক্ষীই বা হউক তাহারদিগেরো প্রতি তিনিই আদালতস্বরূপ স্বরূপ হইবেন এবং জিলার দেওয়ানী আদালতে যাহা করিবার ক্ষমতা আছে কমিস্যনর সাহেব উপরের উক্ত বিষয়েতে ও লোকসকলের প্রতি এবং তাঁহার কাছারীতে নিযুক্ত কিম্বা উপস্থিতহওয়া লোকদিগেরো প্রতি সেই ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৮ ধা। ২ প্র।

৬০। অমুক ভূমি নীলামে বিক্রয়হওয়া ভূমির শামিল নহে এই আপত্তি করিয়া যদি সাবেক জমীদার খরীদারকে ঐ নীলামকরা ভূমির মধ্যগত কোন ভূমির স্বত্বার্পণ করণপ্রযুক্ত বিবাদ করে তবে সেই সাবেক জমীদার সেই ভূমি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে ও ঐ মত যদি খরীদার বোধ করে যে জজসাহেব কিম্বা উপযুরের লিখিতমতে নিযুক্ত কার্য্যকারক সাহেব যে ভূমি আমাকে অর্পণ করিয়াছেন আমি নীলামের দ্বারা তদ্ভিন্ন অন্য ভূমিরো স্বত্বাধিকারী হইতে পারি তবে সেই খরীদার দেওয়ানী আদালতে সাবেক জমীদারের উপর তাহার কারণ নালিশ করিতে পারে ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৮ ধা। ৩ প্র।

নীলামহওয়া ভূমির পরিমাণের বিষয়ে খরীদার ও সাবেক জমীদারেতে বিরোধ হইলে যাহার কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬১। যে মহাল নীলামে বিক্রয় হইয়াছে তাহার উপর সরকারের যে জমা নির্দ্ধারিত আছে তদ্দায়ী যে ভূমি তাহার মধ্যে অমুক ভূমি নহে তাহা নীলামের লাটের শামিল হউক বা না হউক এ কথা কহিয়া যদি সাবেক জমীদারভিন্ন অন্য কেহ এমত দাওয়া করে যে নীলামী খরীদারকে দেওয়া যাওয়া ভূমির মধ্যগত ঐ অমুক ভূমিতে আমার স্বত্ব আছে তবে সেই নীলামহওয়া মহালের পূর্ব্বাধিকারী এবং ঐ খরীদার এই দুই জনের নামে ঐ ভূমি ফিরিয়া পাইবার কারণ আদালতে নালিশ করিতে পারে যদি আদালতের বিচারেতে ফরিয়াদীর দাওয়াকরা ঐ ভূমি কিম্বা অন্য বস্তু ফরিয়াদীর পাইবার অর্থে ডিক্রী হয় তবে নীলামহওয়া মহালের পূর্ব্বাধিকারির তাহাতে হওয়া আদালতের সমস্ত খরচা দিতে হইবেক এবং যদি আদালতে ইহা জানা যায় যে যে ভূমির কিম্বা অন্য বস্তুর দাওয়ায় নালিশ হইয়াছে তাহা বিক্রয়হওয়া মহালের কোন অংশের ন্যায় পূর্ব্বাধিকারির ভোগদখলে ছিল কিম্বা স্পষ্টরূপে নীলামের লাটবন্দীর শামিল হইয়াছিল তবে আদালতের সাহেব পূর্ব্বাধিকারির স্থানহইতে খরীদারের হওয়া ক্ষতিপূরণের টাকা তাহাকে দেওয়াইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৮ ধা। ৪ প্র।

খরীদার ও তৃতীয় ব্যক্তি নীলামহওয়া ভূমির পরিমাণের বিষয়ে বিবাদ করিলে তাহার নিষ্পত্তি যে মতে করা যাইবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

ভূমির জমাধার্য্যকরণ।

৬২। যে কোন অধিকারভূমি নীলামে বিক্রয় হয় কিম্বা তদধিকারির স্বেচ্ছায় হস্তান্তরে যায় সে ভূমির মোকররী জমা ধার্য্যের দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারায় লেখা আছে অর্থাৎ সমুদায় অধিকারের জমার ধার্য্য যেরূপে তাহার তাৎকালিকউৎপন্নের সহিত খুঁট মিলাইয়া করিতে হয় সেইরূপে হস্তান্তরগত কিসমতের জমার ধার্য্যও তাহার তাৎকালিকউৎপন্নের সঙ্গে খুঁট মিলাইয়া করিতে হইবেক। এ হুকুম কোন অধিকারের কিসমৎ নীলাম হইলে কিম্বা তস্যাধিকারির স্বেচ্ছায় হস্তান্তরে গেলে অথবা কোন সাধারণ অধিকার তদধিকারিগণের কিম্বা তাহারদিগের

নীলামআদিতে কোন অধিকার হস্তান্তরে গেলে তাহাতে ইং ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারাদৃষ্টে সাবধানে কার্য্য করিবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

উৎপন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তির কথা।

উত্তরাধিকারিদিগের আপোসে অংশাংশি হইলে অথবা প্রকারান্তরে বাঁটওয়ারা করিলে তাহাতে সর্ব্বদা খাটিবেক। এ ধারাক্রমে উৎপন্ন শব্দের অর্থ এই জানিবেন যে অজ্‌খাজানাআদি নানাপ্রকারে যত রাজস্ব সম্বৎসরে ভূম্যধিকারিগণের প্রাপ্য হয় তাহাতে তহসীলের খরচদিগর নিয়মিত সরঞ্জামী ও পুলবন্দীপ্রভৃতির যে খরচপত্র ভূম্যধিকারিগণের মোট উৎপন্নহইতে দিতে হয় তাহা বাদে যে থাকে তাহাই উৎপন্ন বলা যায়। কিন্তু তাহার মধ্যে মালিকানা এতাবতা অধিকারিতা লভ্য এবং অপর যে কিছু অধিকারিগণ নিজখরচ করে তাহা মজুরা পড়ে না। হেতু এই যে অধিকারের উৎপন্ন ধরিয়া সমান হারহারিতে অংশাংশি করিতে লাগিলে এবং তাহার সরকারী জমার ধার্য্য নিরূপিত দাঁড়ায় করিতে হইলে তৎকালে এমত দাওয়া সম্ভব ও গ্রাহ্য হয় না। এবং ঐ আইনেও হুকুম আছে যে অধিকারের যে উৎপন্নদৃষ্টে জমার ধার্য্য করিতে হইবেক তাহার বিবেচনা ও তহকীক্ যেরূপে করিবার অর্থে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর নির্ণয় করিয়াছেন কিম্বা করিবেন সেই রূপেই করা যাইবেক। আর ঐ ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়ায় সরকারী জমার ধার্য্যার্থে যে হিসাবকিতাব কর্ম্মচারিগণ ঐ ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারার ৪ চতুর্থ * প্রকরণানুসারে যোগায় তাহা প্রায় সর্ব্বদা অশুদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হয় এবং তাহা সময়বিশেষে সরকারী আমলার হস্তেও আসিতে পারে না। অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে যদি কখন কোন কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অধিকার ভূমির কিসমতের জমা ধার্য্যের ভারপাওয়া সরকারী অন্য আমলার এমত বোধ হয় যে ঐ ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের কিম্বা অন্য আইনের অনুসারে গ্রামসকলের কর্ম্মচারিগণ যে হিসাবকিতাব দিয়াছে তাহা প্রকৃত ও শুদ্ধ নহে অথবা যদি সে কাগজ ঐ ৬২ ধারার ৮ অষ্টম প্রকরণের লিখনমতে তহকীক করাতে গণতায় হওয়া কিম্বা ফেরফারকরা ঠাহরে অথবা অপ্রকৃত জ্ঞান হয় কিম্বা যদি সে অধিকারের জমীনের ও জমার ও উসুলের ও খরচের কাগজপত্র প্রস্তুত না থাকে তবে সে কালেক্টর সাহেব কিম্বা সরকারী অন্য আমলা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অথবা অন্য আইনের অনুসারে পাওয়া ক্ষমতাক্রমে যদি সে অধিকার জমীদারী কি তালুক কি অন্য যে সংজ্ঞাধৃ হউক তাহা সমুদায়ের গত তিন সনের তথ্য হকীকৎ পাইয়া থাকেন্ ও তন্মধ্যে যে মহালের কি মহালাতের জমার ধার্য্য করিতে হইবেক তাহার নিদর্শন রহে তবে সেই মহালের কিম্বা মহালাতের উপর তত জমার ধার্য্য করিবেন যত জমার ঠাহর আপনার পাওয়া সে অধিকার সমুদায়ের তথ্য হকীকৎদৃষ্টে উৎপন্নের

---

* ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারা ১৮১৭ সালের ১২ আইনের দ্বারা রদ হইল। এই গ্রন্থের পশ্চাৎ লিখিত যে অধ্যায় পাটওয়ারিবিষয়ক তাহা দেখ।

সহিত খুঁট মিলাইয়া নির্দ্ধারিবার নিদর্শনী সচরাচর হুকুমের অনুসারে হয়। আর আপনার পাওয়া হকীকতী কাগজ শুদ্ধ বটে কি না কেবল ইহাই বুঝিবার কারণ কর্ম্মচারিগণের দেওয়া কাগজের প্রতি প্রত্যয় রাখিবেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের কি ঐ ভারপ্রাপ্ত সরকারী অন্য আমলার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে প্রকৃত ও শুদ্ধ কাগজ পাইবার কারণ যে উপায় আইনমতে করা আবশ্যক তাহা করিতে মনোযোগী থাকেন্। এতদ্ভিন্ন উচিত যে অংশাংশিহওয়া অধিকারের একং কিসমতের জমার ধার্য্য সেই অধিকার সমুদায়ের যে উৎপন্নদৃষ্টে করিতে হয় সে উৎপন্নের কাগজ এমত আলোচন ও তহকীক্ করিয়া বুঝেন যে তাহার সহিত খুঁট মিলাইয়া জমার ধার্য্য করাতে সরকারের ক্ষতি না দর্শে। আর কর্ত্তব্য নহে যে কোন কালেক্টর সাহেব এমতে প্রতীতি না জন্মিলে পৃথকং কিসমতের জমা ধার্য্য করিবার পরামর্শ বোর্ড রেবিনিউতে লিখেন্ কি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা মঞ্জুর করেন এবং এ আইনমতে কালেক্টর সাহেবেরা যে কোন অধিকার নীলামে বিক্রয় হয় কিম্বা তদধিকারিতে স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করে তাহার জমার ধার্য্যও ঐ বোর্ডের বিনামঞ্জুরীতে করিতে পারিবেন না। এবং অংশিদিগের আপোসে কোন অধিকার অংশাংশি হইলে তাহার একং কিসমতের জমার ধার্য্য ভুলচুক ও গণতা শুধরিয়া করিবার যে দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ২৫ ধারায় আছে তাহার এবং যে কোন ভূমি নীলাম হয় তাহার জমার ধার্য্য ভুলচুক ও গণতা সারিয়া করিবার যে দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণে আছে তাহাও ঐ বোর্ডের বিনাআদেশে ফেরফার করিতে শক্ত হইবে না। এবং গ্রামসকলের কর্ম্মচারিগণের সম্পর্কে যে বিধি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারার লিখনানুসারে আছে তাহাও এ আইনমতে নিবর্ত্ত করা গেল না। বরং সে হুকুম অতিশয় গুণকারক হইবার কারণ এ ধারাক্রমে আদেশ আছে যে কর্ম্মচারিগণের বাহির এদেশীয় লোক যে সকল আমলা অধিকারের জমীন ও জমার ও উসুলতহসীলের ও খরচপত্রের হিসাবকিতাব রাখিবার কারণ ও তৎসংক্রান্ত অন্যং ব্যাপার চালাইবার নিমিত্তে আবৃত থাকে তাহারদিগের প্রতিও ঐ ৬২ ধারার ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮ প্রকরণের হুকুম চলিবে। ইহাতে যদি কখন কোন আদালতে প্রমাণ হয় যে সে সকল আমলার কেহ ঐ হিসাবকিতাবী কাগজ কৃত্রিম কিম্বা ফেরফার করিয়াছে অথবা কোন প্রকারে অশুদ্ধ কাগজ জ্ঞাতসারে দিয়াছে তবে মিথ্যা দিব্য করিলে যে শাস্তি পাইবার বিধান ঐ ৬২ ধারার ৮ অষ্টম প্রকরণের অনুসারে আছে তদতিরিক্ত আদালতের হুকুমমতে আপন মনিবের কার্য্যহইতে অবসর হইবেক। এবং তাহার মনিবের প্রতিও বলবৎ হুকুম দেওয়া যাইবেক যে সে আমলাকে পুনরায় কখন চাকর না রাখে যদি রাখে তবে বিষয় বুঝিয়া জজসাহেব যত দণ্ড নির্ণয় করেন্ তাহার দায়ী তস্য মনিব হইবেক ইতি।—১৮০১ সা। ১ আ। ৮ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর বিনা হুকুমে জমার ধার্য্য করিতে এবং মুলের লিখিত ভুলচুক শুধরিবার দাঁড়া ফেরফার করিতে না পারিবার কথা।

গ্রামসকলের কর্ম্মচারিগণের সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারার বিধিসাব্যস্ত থাকিবার কথা।

মুলের লিখিত কএক প্রকরণের হুকুম কর্ম্মচারিছাড়া অন্যং আমলার সম্পর্কেও বাহুল্য হইবার কথা।

কোন আমলা অপরাধ করিলে মুলের লিখনক্রমে দণ্ড হইবার কথা।

নীলামকরা ভূমি কোন মহালের মধ্যের কতক হইলে তাহার জমা নিরূপণের প্রকার ও অন্যং বেওরা জানাইবার কথা।

৬৩। যদি নীলামকরা কোন লাট জমার বন্দোবস্তহওয়া কোন মহালের মধ্যহইতে নীলামের নিমিত্তে পৃথক্ করিয়া তাহাতে পৃথক্রূপে জমার নিরূপণ করা গিয়া থাকে তবে নীলামের সময়েতে খরীদারদিগের জ্ঞাপনার্থে ঐ জমা যে প্রকারে নিরূপণ হইল তাহার বেওরা লেখাইয়া এক জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যাইবেক ও যে কাছারীতে ঐ নীলাম হয় সেই কাছারীতে থাকা যে কোন কাগজপত্রের দ্বারা ঐ লাটের মূল্য অনুমান করা যাইতে পারে সেই কাগজপত্রও খরীদারেরা দেখিতে পারিবেক কিন্তু ঐ জ্ঞাপনপত্র কিম্বা আর কোন প্রকারে পাওয়া অন্য কাগজপত্র সাবেক ভূম্যধিকারী তাহাতে লিখিত ভূমি ঐ বাকীপড়া মহালের অংশস্বরূপে যে অধিকারক্রমে ভোগদখল করিত সেই অধিকারের কিম্বা সেই ভূমিতে যে উৎপন্ন হইত তাহার কিম্বা ঐ ভূমির পরিমাণের বিষয়ে প্রামাণ্য হইবেক না। ইহাও জানান যাইতেছে যে নীলামের পরে যদি ইহা জানা যায় যে ঐ নীলামকরা অংশের উপর যে জমা নিরূপণ করা গিয়াছে সে জমা অতিশয় কিম্বা সেই মহালের বাকী ভূমির জমার দৃষ্টে অত্যধিক তবে সেই খরীদার কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিদিগের অথবা স্থলাভিষিক্তেরদের মধ্যে কেহ ঐ নীলামের তারিখ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ নীলামকরা ভূমির ও যে মহালহইতে ঐ ভূমি পৃথক করা গিয়া থাকে তাহার বাকী ভূমির জমার বিভাগ নূতন করিয়া বাটওয়ারার বিষয়ে লিখিত নিয়মানুসারে করিতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং তাহা করা হইলে নীলামের সময়ে কিম্বা নীলামের পরে যাহাং পৃথক্ করা গিয়া থাকে সে সমস্ত রদ হইবেক। ইহাও জানান যাইতেছে যে যদি কোন মহাল হইতে পৃথক্ করা কোন লাট নীলামে বিক্রয় করা গিয়া থাকেও তাহার জমা স্পষ্ট ভ্রান্তিক্রমে অতিশয় কম নিরূপণ করা গিয়া থাকে তবে সেই লাটের খরীদার সেই ভূমির জমা নূতন করিয়া বিভাগকরাতে সম্মত না হইলে নীলামের তারিখঅবধি দশ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন ও কোন নীলাম এই প্রকারে রদ হইলে খরীদের টাকা সুদব্যতিরেকে খরীদারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও যদি সাবেক ভূম্যধিকারী তলব হইলে ঐ টাকা দিতে অসম্মত হয় কিম্বা ক্রটি করে তবে ঐ নীলামকরা ভূমি সরকারের খাস হইবেক। ইহাও জানান যাইতেছে যে নীলামকরা কোন লাটের জমা যদি উপরের লিখিত প্রকারেতে কম নিরূপণ করা গিয়া থাকে তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইহা নিরূপণ করিতে পারেন্ যে ঐ জমা কম করাতে মুনাফা পাইয়াছে যে খরীদার কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যাহার কি যাহারদিগের ভূমির জমা বেশীকরা গিয়াছে তাহাকে কি তাহারদিগ্কে ঐ খরীদার কি তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে কত টাকা দিবেক কিম্বা ঐ খরীদার কি তাহার স্থলাভি

কিন্তু ঐ জ্ঞাপনপত্র ইত্যাদি খরীদারের পক্ষে বাকীদারের অধিকার সাব্যস্তের বিষয়ে প্রামাণ্য না হইবার কথা।

নিরূপিত জমা নীলামের পরে অতিশয় বোধ হইলে তাহাতেও প্রামাণ্য না হইবার কথা।

বাটওয়ারার নিয়মানুসারে দশবৎসরের মধ্যে নূতন করিয়া জমা নিরূপণ করিতে শ্রীযুতের হজুরহইতে হুকুম হইতে পারিবার কথা।

কোন মহালের কতক ভূমিতে নিরূপণকরা জমা কম জানা গেলে ও খরীদার নূতন জমা নিরূপণহওনে সম্মত না হইলে দশবৎসরের মধ্যে সেই নীলাম রদ হইতে পারিবার কথা।

নূতন জমা নিরূপণহওয়াতে যে পক্ষের লাভ হইয়া থাকে তাহার পক্ষান্তরকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে শ্রীযুতে

বিক্ত সেই তলবকরা টাকা দিতে যদি অসম্মত হয় তবে সেই লাট পুনর্ব্বার নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন ও তাহাতে যে মূল্য হয় তাহাহইতে পূর্ব্বোক্ত খরীদারকে কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্তকে তাহার খরীদের টাকা সুদব্যতিরেকে ফিরিয়া দিলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা যাহার কি যাহারদের ভূমির জমা বেশী করা গিয়াছে তাহাকে দিতে কিম্বা তাহারদিগ্‌কে উপযুক্তরূপে অংশ করিয়া দিবার হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩৪ ধা।

র হজুরহইতে হুকুম হইবার কথা।

৯ ধারা।

রাজস্ব কমী দেওন বা রেয়াইত করণ।

৬৪। এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে ও হুকুম করা যাইতেছে যে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের দ্বারা ভূমির যে জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমব্যতিরেকে তাহাতে কিছু কমী দেওয়া যাইবেক না এবং এই ধারাতে ইহাও জানান যাইতেছে যে যে ভূম্যধিকারী আপন ভূমির মালগুজারী কাহারো পেটাতে না করিয়া স্বয়ং সরকার বরাবর দাখিল করে তাহার ভূমির উপর যে জমানিরূপণ হইয়া থাকে তাহার পরিমাণের বিষয়ে যে কোন অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে হয় তাহা সরকারের মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবব্যতিরেকে অন্য কেহ করিতে পারিবেন না এবং সেই ভূমির জমারধার্য্যকরা কিম্বা প্রকারান্তরকরা অথবা তাহা শুধরা যাওয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের অধীনতায় কেবল ঐ সাহেবেরা করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩৫ ধা।

শ্রীযুতের হুকুম ব্যতিরেকে জমায় কিছু কমী না দেওয়া যাইবার কথা।

মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেব ব্যতিরেকে অন্য কেহ জমার বিষয়ের কোন অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিতে না পারিবার কথা।

৬৫। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের শক্তি আছে যে সরকারের মালওয়াজিবীর যে টাকা সময়শিরে তহসীল না করিয়া তাহার শৈথিল্য ভূম্যধিকারিকে দেওন যে কালে অত্যাবশ্যক জানেন সে কালে শৈথিল্য দিয়া যে টাকার কারণ শৈথিল্য দেন্ তাহার সংখ্যা ও সেই শৈথিল্যের হেতু শ্রীযুত গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সমাচার করেন্ কিন্তু যে সন সেই শৈথিল্য হয় সে সন সেও যায় তাহার মেয়াদ অধিক না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪২ ধা।

মালগুজারীর আদায়ে শৈথিল্য দিতে বোর্ড রেবিনিউ সাহেবদিগের শক্তির কথা।

যে বৎসর শৈথিল্য দেওয়া যায় সে বৎসরের উর্দ্ধ তাহার মেয়াদ অধিক না হইবার কথা।

৬৬। শ্রীযুত গবর্‌নর্ জেনরেল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে মালগুজারীর বাকী আদায়ে কিছু রেয়াইত হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪৩ ধা।

হজুরের বিনাহুকুমে বাকী মাফ না হইবার কথা।

৬৭। শ্রীযুত গবর্‌নর্ জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে

কোন ভূমির ব

ন্দোবস্তে কমী না দিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউহইতে কি গুজস্তা সনের কি সন হালের কি আইন্দা সনের বন্দোবস্তে কখন কোন মতে কমীর হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৩৮ ধা।

নদী সিকস্তী মহালাতের অর্থে হুকুমের কথা।

৬৮। বন্দোবস্ত হইলে পর যদি কোন জমীদার কিম্বা ইজারদারের মহাল এমত নদী সিকস্তী হয় যে তন্নিমিত্তে সে মহালের মোকররী জমার সরবরাহ হইতে পারে না তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তহকীক করিয়া পশ্চাৎ সে মহালের যত অস্তিত ও না যাই ঠাহরে তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখেন্ তাহাতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে কর্ত্তৃত্ব আছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মারফতে তাহার বেওরা অবগত হইয়া সেই মহালের অর্থে যাহা কমী দেওয়া বিহিত জানেন্ তাহা দিবার দ্বারা আনুকূল্য করিতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি হুকুম পাঠান্ ইতি।—১৭৯৫ সা। ৫ আ। ৩৫ ধা।

১০ ধারা।

বাকী রাজস্বের জীরমানা সুদ।

সালিয়ানা শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে জরীমানা ও সুদ মোট হইবার কথা।

কমিস্যনর ও সদর বোর্ডের সাহেবেরা জরীমানা ও সুদ মাফ ও কম না করিলে কালেক্টর সাহেবেরা নিরিখানুসারে তাহা লইবার কথা।

যে প্রকারে হিসাব নিষ্পত্তি হইবেক তাহার হুকুম হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

৬৯। জরীমানা ও সুদ লওনের বিষয়ি আইনের লিখিত যেসকল হুকুম চলিত আছে তাহার পরিবর্ত্তে এই হুকুম হইল যে উত্তর কালে জরীমানা ও সুদের মোট দাওয়া হইয়া তাহার নাম জরীমানা ও সুদের মোট দাওয়া হইবেক আর যে দিনে কিস্তির টাকা পাওনা হইবেক সেই দিনাবধি বাকী আদায় না হওনের দিনপর্য্যন্ত মালগুজারীর বাকীর উপর সালিয়ানা শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে বাকীদারেরদের স্থানে ঐ দাওয়া লওয়া যাইবেক এবং বাকীদার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি উপযুক্ত হেতু দর্শাইলে কমিস্যনর সাহেবের কিম্বা সদর বোর্ডের সাহেবদিগের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেকে কালেক্টর সাহেবের এমত ক্ষমতা থাকিবেক না যে জরীমানা ও সুদের মোট দাওয়া মাফ করেন্ এবং ঐ মোটদাওয়া হালের নিরূপিত নিরিখহইতে কম করেন্ আর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে প্রতিসপ্তাহে কিম্বা আর যে কোন সময়ে উপযুক্ত বুঝেন্ জরীমানা ও সুদের মোট দাওয়ার হিসাব পরিষ্কার করিতে হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু ঐ মোট দাওয়ার নিরিখ কোন সপ্তাহের হিসাবে টাকা প্রতি ইঙ্গরেজী এক পাই কিম্বা গড়ে সালিয়ানা শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকার বেশী হইবেক না ইতি।—১৮৩০ সা। ৭ আ। ৮ ধা।

১১ ধারা।

মালগুজারী ভূমিব্যতিরেকে অন্য ভূমি বিক্রয়করণ।

নীলামী ভূমির মূল্যের টাকায় বা

৭০। এই আইনের মতে সরকারের বাকীদার কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তাহারদিগের মালজামিন কিম্বা নীলামী ভূ

মির খরীদারের নকর ভূমি নীলাম হইয়া তাহার মূল্যের টাকায় সে বাকী শোধ না হয় তবে শেষ বাকী টাকা আদায়ের কারণ সেই বাকীদারের অন্য বৃত্তি ও দ্রব্যসামগ্রী ক্রোক হইয়া নীলাম হইবেক ও বাকীদারের ভূমি নীলামের বিষয়ে এই আইনে যেমত২ হুকুম আছে তাহার মধ্যে যাহা সেই বৃত্তি ও দ্রব্যসামগ্রী নীলাম হইতে পারে তাহাই জারী হইবেক। এবং যে সময়ে কোন বাকীদারের ভূমি কিম্বা অপর বৃত্তি ক্রোক ও নীলামের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে হুকুম হয় সে সময়ে সেই বাকী টাকা আদায় হইবাতে অথবা কারণান্তরে তাহার নীলাম মৌকুফ হইলে তাহাতে বাকীদারের কর্ত্তব্য যে আপন ভূমি ও বৃত্তি ক্রোকের খরচা যেমতে সেই ভূমি ও বৃত্তি নীলাম হইলে পর তাহার দেওয়া সঙ্গত হইত এমতেও তাহাই সঙ্গত জানিয়া দেয় ইহাতে যদি সে বাকীদার সেই খরচা না দেয় তবে তাহা সেই বাকীদারের স্থানে যে বাকী টাকা উসুলের কারণ তাহার ভূমি নীলামের যে মত হুকুম হইয়াছিল সেই মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪৪ ধা।

কী শোধ না পড়িলে অবশিষ্ট বাকী আদায়ের কারণ বাকীদারের অপর বস্তু নীলাম হইবার কথা।

ভূম্যাদি নীলামে র হুকুম হইয়া পরে সে হুকুম রহিত হইলে তাহাতে ক্রোকের খরচা দেওয়া ভূম্যাদির কর্ত্তাদিগের যথার্থ হইবার কথা।

১২ ধারা।

ভূমির নীলাম হইলে মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের করারদাদ নামঞ্জুরকরণ।

৭১। যদি কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীলামে বিক্রয় হয় তবে তাহার যে মফঃসলী তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজাবর্গের সম্পর্কীয় ভূমি নীলামের ভূমির শামিলে রহে তাহারদিগের যে সকল করারদাদ নীলামের পূর্ব্বে সেই জমীদারপ্রভৃতির সহিত হইয়া থাকে তাহার যাহা এই আইনের ৭ সপ্তম ও ৮ অষ্টম* ধারার লিখনানুসারে হইয়া থাকে তাহাছাড়া সমস্তই নীলামের দিনহইতে নামঞ্জুর হইবেক। আর যদি সেই নীলামের পূর্ব্বে এমত করারদাদ না হইয়া থাকে তবে যে স্থানে সে ভূমি থাকে সেই পরগনা কিম্বা জিলার শরে ও দাঁড়ামাফিক পূর্ব্বাধিকারিকে যে রাজস্ব অর্শিত সেই রাজস্ব সেই খরীদার নীলামী ভূমির মফঃসলী তালুকদারওগয়রহ মালগুজারদিগের স্থানে পাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৪ আ। ৫ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫০ আ। ৫ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০০ সা। ৪৭ আ। ৫ ধা।

যে কালে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ভূমি নীলাম হয় সে কালে নীলামের সেই নীলামী ভূমির পূর্ব্বাধিকারির সহিত মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাদিগের যে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তাহা নীলামের দিনহইতে নামঞ্জুর হইবার কথা।

এই ধারার হুকুমের স্বতন্ত্র কথা।

৭২। এই ধারানুসারে প্রচার করা যাইতেছে যে ইজারদারদিগের যাহার ইজারার যে ভূমির কিছু সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীলামে বিক্রয় হয় তাহার ইজারার সে ভূমিসমুদয়ের পাট্টা বাজেয়াপ্ত করিবার প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা। ৩৪ চতুশ্চত্বা

ইজারদারদিগের ইজারা ভূমিসমুদায়ের পাট্টাবাজেয়াপ্ত করিবার অ

* ৯ অধ্যায় ১ ধারা দেখ।

র্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত হুকুম চলিবার কথা।

রিংশৎ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবে ইতি।—১৭৯৬ সা। ৩ আ। ৩ধা।

৬কালেক্টর সাহেবেরা আগামি সনপ্রবর্ত্তে প্রথম কি দ্বিতীয় মাসের মধ্যে অব্যাজে ভূমি নীলাম হইতে পারিবার অর্থে হকীকৎ করিয়া বোর্ড রেবিনিউতে চালাইবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

৭৩। যদি বাকী আদায়ের কারণ কোন অধিকারসমুদায় নীলমের আবশ্যক হয় ও সে অধিকার ভারি হওয়াহেতুক কিম্বা অপর কোনহেতুক তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৫ পঞ্চম আইনের লিখিত এবং এ আইনের ৬ ষষ্ঠ তথা ৭ সপ্তম ধারার উল্লিখিত দাঁড়ার অনুসারে দুই কিম্বা ততোধিক খণ্ড কিসমৎ করিয়া লাট বান্ধিবার প্রয়োজন না থাকে তবে তাহার জমা ধার্য্যের আবশ্যক নাই ইহাতে সে অধিকার সেই বাকীপড়া সন গতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে অবিলম্বে নীলাম করিবার কোন বাধা থাকিবেক না। ও তাহাতে কেবল ইহাই করিবার তাৎপর্য্য রহিবেক যে নীলামের কালে যে বেওরা ফর্দ্দ দর্শাইতে হয় সে ফর্দ্দে সেই অধিকারের নাম ও তাহার পেটায় যত মহাল থাকে তাহার প্রস্তাব ও তাহার মোকররী খত জমা রহে তাহার নিদর্শন তস্য অব্যবহিত পূর্ব্বের খারিজদাখিলী বহীদৃষ্টে লিখিয়া দেখাইতে হইবেক। উপরের লিখিত উপায়ক্রমে এবং নীলাম হইবার পূর্ব্বে ভূমি ক্রোক হইবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের তথা ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের হুকুমদৃষ্টে জানা গেল যে কালেক্টর সাহেবেরা এমতে নীলামহওয়া অধিকারের কিস্‌মতের জমার ধার্য্য অব্যাজে করিতে পারিবেন। আর ঐ ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণানুসারে যে বেওরা ফর্দ্দ নীলামের সময়ে দর্শাইবার হুকুম আছে অর্থাৎ নীলামী মহালাতের আটসাট্টা উৎপন্ন ও যত সদর জমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারানুসারে ধার্য্য পড়ে তাহার নিদর্শনে বেওরাফর্দ্দ লিখিয়াও অবিলম্বে বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইতে পারেন্। ও ইহাতে বুঝা যায় যে উত্তরকালে মালগুজারীর বাকীর কারণ আগামি বৎসরের প্রথম মাসের মধ্যে একান্ত না হয় দ্বিতীয় মাসের মধ্যেও ভূমি নীলাম হইতে পারে। কিন্তু ঐ ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ৮ অষ্টম প্রকরণের অনুসারে কিম্বা এ আইনের কোন ধারাক্রমে নীলাম হইবার ভূমি সনপ্রবর্ত্তে দুই মাসগতে সেই সময়ে নীলাম হইবেক যে সময়ে ভূম্যধিকারী নিজাধিকার ক্রোক হইবার পূর্ব্বে আপন পেটার ইজারদারদিগকে ও প্রজাগণকে সেই বর্ত্তমান সনের জন্যে পাট্টা দিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অবসর হইয়া থাকে। ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার তথা ১৭৯৬ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে কার্য্য করিলে ইজারদারদিগের ও প্রজাগণের যে অহিত হয় তাহা না হইবার কারণ এবং

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারা ও ১৭

পত্তনবৃদ্ধির প্রবৃত্তি লোকদিগের জন্মিবার নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এ ধারাক্রমে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইলে যে এমত কালে উপরের উল্লিখিত যে দুই ধারার অনুসারে সরকারের বাকী আদায়ের জন্যে ভূমি নীলাম হয় এবং পূর্ব্বাধিকারির দেওয়া করারদাদ ও পাট্টা কএক বিশেষ বিষয়ব্যতীত নীলামের দিনহইতে অকর্ম্মণ্য ঠাহরে সে দুই ধারা সেই নীলামহওয়া যথাকার যে চলন সন বাঙ্গালার কিম্বা ফসলীর অথবা বিলায়তীর আখিরীতক স্থকিত থাকিবেক। এবং নীলামী ভূমির ক্রেতারদিগেরেও ইহার মধ্যে এতাবতা সন আখিরীতক আদেশ থাকিবেক না যে প্রজাবর্গের স্থানে যত্ত তলব তস্য পূর্ব্বাধিকারিগণ যথার্থ করিতে পারিত তাহার অধিক তলব করে। কিন্তু জানিবেন যে যে সকল করারদাদ কিম্বা পাট্টা গণতাক্রমে হইয়া থাকে তাহার সম্পর্কে এবং যথাকার যে চলন সনের দ্বিতীয় মাসের পর যে ভূমি নীলাম হয় তাহার বিষয়ে ঐ দুই ধারার হুকুম চলিবার আটক হইবেক না ইতি। —১৮০১ সা। ১ আ। ২ ধা।

৯৬ সালের ৩ আইনের ৩ ধারা সময়বিশেষে কার্য্যে না লাগিবার কথা।

গণতার পাট্টাদিগরের ও সনপ্রবর্ষে দ্বিতীয় মাসের পর নীলামহওয়া ভূমির বিষয়ে মুলের লিখিত দুই ধারার হুকুম নিরস্ত না হইবার কথা।

৭৪। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের ৫ ধারাতে এ বিষয়ের হুকুম লেখা গিয়াছে যে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে যদি কোন ভূম্যধিকারির ভূমি নীলাম হয় তবে নীলামের পূর্ব্বেতে ঐ ভূম্যধিকারী ও তাহার পেটার মফঃসলী তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজাইত্যাদি লোকদিগের মধ্যে যে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তাহা বাতিল হইবেক ও সে ভূমির পূর্ব্বের অধিকারী পরগনা কি জিলার শরে ও দাঁড়ামতে যে খাজানা পাইত ঐ নীলামী খরীদারো নীলাম হওয়া ভূমির ইজারদার ও প্রজাইত্যাদি এলাকাদারদিগের স্থানে সেই হারে খাজানা পাইবেক ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণ ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ২৪ ধারা ও ১৮০১ সালের ১ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের ৫ ধারাতে এবিষয়ের হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি বাঙ্গালা কিম্বা ফসলী সনের দ্বিতীয় সালের শেষ দিবসের পরে ভূমি নীলাম হয় তবে সরকারের তরফহইতে যাহারা ঐ ভূমিতে ক্রোক্ সাজাওলী কি সরবরাহকারীতে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের বিবেচনাতে কিম্বা নীলামী খরীদারের বিবেচনাতে সাবেক যে সকল পাট্টা স্পষ্টতঃ কারসাজী ও চক্রান্তের বোধ না হয় সে সকল পাট্টা সাল তামাম অর্থাৎ বৎসর পুরাহওন পর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক ও এক্ষণে তাহার উপরান্ত এই ধারানুসারে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি উপরের উক্ত তারিখের পরে ভূমি নীলাম হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের নির্ণীতমতে সরাসরীরূপে দেওয়ানী আদালতের বিচারানুসারে সাবেক পাট্টা কারসাজী ও চক্রান্তের না ঠাহরিলে সরকারহইতে নিযুক্ত হওয়া ভূ

সরকারের তরফ কোন সাজাওল কিম্বা নীলামী খরীদার সাবেক পাট্টা কারসাজীর বলিয়া আদালতের তজবীজ বিনা সম্বৎসরের মধ্যে রদ করিতে না পারিবার কথা।

মির কোন ক্রোক্‌সাজাওলের কিম্বা ভূমির কোন নীলামী খরীদারের ক্ষমতা থাকিবেক না যে ক্রোকের কি নীলামের বৎসর সাবেক কোন পাট্টা রদ করে ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

সাবেক পাট্টা রদ হইলে নীলামী খরীদার যে হারে খাজানা পাইবেক তাহার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

৭৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের যে ৫ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের যে ৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের যে ৫ ধারার প্রস্তাব উপরেতে করা গেল তাহাতে এবিষয়ের হুকুম লেখা গিয়াছে যে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামহওয়াতে যদি সাবেক পাট্টা বাতিল হয় তবে সে ভূমি যে পরগনা কি জিলার হয় সেই পরগনা কি জিলার শরে ও দাড়ামতে যে খাজানা পূর্ব্বের অধিকারী পাইত ঐ নীলামী খরীদার নীলামের সনের আখেরীপর্য্যন্ত ঐ নীলামী ভূমিসম্পর্কীয় মফঃসলী তালুকদার ও জোতদার ও ইজারদারইত্যাদি এলাকাদারদিগের স্থানে সেই হারে খাজানা পাইতে পারিবেক কিন্তু অনেকং স্থানে পরগনার শরে অর্থাৎ হারের নিশ্চয় হয় না এমত দৃঢ় বোধ হইল একারণ কর্ত্তব্য যে এমতং স্থানেতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকলের মতে কার্য্য হয় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

পরগনার হারের ঠিক পাওয়া গেলে সরকারের তরফ সাজাওল কি নীলামী খরীদার সেই হারে খাজানা তহসীল করিবার কথা।

৭৬। যদি পরগনার শরে অর্থাৎ হারের নিরূপণ ও ঠিক পাওয়া যায় তবে সরকার হইতে নিযুক্তহওয়া ক্রোক্‌সাজাওলেরা কিম্বা নীলামী খরীদারেরা সেই হারে খাজানা তহসীল করিতে পারিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

পরগনার হারের ঠিক না হইলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৭৭। যদি পরগনার শরে ও দাঁড়ার কিছু নিরূপণ ও ঠিক না পাওয়া যায় তবে নীলামী ভূমির নিকটবর্ত্তি স্থানসকলেতে তাহার মত অন্য ভূমির খাজানার যে শরে ও দাঁড়া থাকে সেই শরে ও দাঁড়ামতে ঐ নীলামী ভূমির পাট্টা দিয়া খাজানা লওয়া যাইবেক কিন্তু নীলামী ভূমি যদি সম্যক্ গ্রাম কি মহাল কি পরগনা হয় ও তাহার সম্পর্কীয় ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের সমস্ত পাট্টা উপরের উক্ত দাঁড়ানুসারে বাতিলহওনের যোগ্য হয় তবে গুজস্তা তিন সনের মধ্যে যে কোন সনে ঐ ভূমিতে বেশী খাজানা উসুল হইয়া থাকে সেই সনের খাজানার হারহইতে অধিক না হয় এমত হারেতে নূতন পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গিয়া খাজানা তহসীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

মফঃসলী তালুকের জমার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

৭৮। মফঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারি মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতা ভূমির উৎপন্নের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের মানকার ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা যত উচিত হয় তাহা মিনাহ হইয়া

যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ মফঃসলী তালুকের জমা ঠাহরিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৮ ধা।

৭৯। পূর্ব্বের ও এক্ষণকার আইনানুসারে ভূমির নীলামী খরীদার দিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ ভূমির পূর্ব্বের অধিকারির ও তাহার পেটার ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের মধ্যে যে করারদাদ হইয়া থাকে কএক প্রকরণব্যতিরেকে তাহা রদ করে কিন্তু এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে চলিত আইনানুসারে জমীদারের তরফহইতে কোন ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির স্থানে বেশী খাজানা তলব হইতে পারিলেও উভয়ের মধ্যে ঐ বেশী খাজানাদেওনের কথাসম্বলিত লেখা পড়াহওনবিনা কিম্বা বাঙ্গালা হাল সালে কি ফসলী আইন্দা সনে যে বেশী খাজানা ঐ ইজারদার কি অন্য ব্যক্তির দিতে হইবেক তাহার পরিমাণ লিখিয়া এক এত্তেলানামা ঐ ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির নিকটে আবাদ তরদুদের সময়ে এতাবতা জ্যৈষ্ঠ মাসে কি তাহার পূর্ব্বে পাঠাইয়া দেওনবিনা কিছু বেশী খাজানা তাহার শিরে দেনা ঠাহরিবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৯ ধা।

কবুলিয়ত লিখিয়া দেওনবিনা কি ভূম্যধিকারী আবাদ তরদুদের সময়ে এত্তেলানামা পাঠাইয়া দেওনবিনা ইজারদারইত্যাদি কাহারো বেশী মালগুজারী দিতে না হইবার কথা।

৮০। ভূম্যধিকারির পেটার কোন ইজারদার কিপ্রজাইত্যাদির নিকটে উপরের উক্ত এত্তেলানামা পাঠান না গেলে পূর্ব্বের করারদাদমতে যে মালগুজারী তাহার ওয়াজিবী দিতে হয় তাহাহইতে বেশী খাজানা জিনিস ক্রোক্‌করণ কি তাহাকে কয়েদ করণ কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশকরণের দ্বারা তাহার স্থানে উসুল হইবেক না আর যদি তাহার স্থানে বেশী মালগুজারী উসুল হয় তবে আদালতের কোন কাছারীতে একথা প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি ঐ বেশী টাকা ও তাহাতে তাহার যে ক্ষতি ও খরচ হইয়া থাকে তাহাসমেত পাইতে পারিবেক অতএব ঐ এত্তেলানামা খোদ ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সে ব্যক্তির অস্পষ্ট থাকন কি পলাইয়া যাওনপ্রযুক্ত তাহার হাতে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাহার বাসস্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ইহাতে এত্তেলানামা তাহার হাতে দেওয়া যাওনের মত বোধ হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১০ ধা।

যে ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের নিকটে এত্তেলানামা না পঁহুছে তাহারদিগের স্থানে কিছু বেশী খাজানা তলব না হইতে পারিবার কথা।

এত্তেলানামা পঁহুছিয়া দিবার মতের কথা।

৮১। জানা কর্ত্তব্য যে সরকারহইতে নিযুক্তহওয়া ক্রোক্‌সাজাওল লোক ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের নিযুক্তকরা সরবরাহকার লোকদিগের সহিত বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক যে কোন ভূমি কি ভূমির অংশ ইজারা দিয়া থাকেন তাহার ইজারদারদিগের সহিত উপরের ধারাসকলের লিখিত হুকুম সমভাবে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১১ ধা।

উপরের উক্ত দাঁড়াসকল সাজাওল ও সরবরাহকার ও সদরী ইজারদারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৮২। যে ভূমির উপর মালগুজারীর টাকা বাকী বড়ে তদ্ব্যতিরেকে ঐ ভূম্যধিকারির কিম্বা তাহার জামিনের অন্য কোন ভূমি বাকী

নীলামের দ্বারা যে স্বত্ব জন্মে তাহা

র পরিমাণের ক থা।

এক মহালের বাকী আদায়ের নিমিত্তে অন্য ভূমি নীলাম হইবার কথা।

কোন জমীদারীর উপর নির্দ্ধার্য্যহওয়া জমা আদায় করণার্থে সেই জমীদারী নীলাম হইবার কথা।

আদায়ের নিমিত্তে যদি নীলামে বিক্রয় করা যায় তবে সেই নীলাম করা ভূমি সকর কিম্বা নিষ্কর হউক সেই ভূমিতে বাকীদারের কিম্বা তাহার জামিনের যে স্বত্ব কি অধিকার ছিল খরীদার তাহাইমাত্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয়ের দ্বারা কিম্বা কোন দেনা শোধের নিমিত্তে আদালতের হুকুমে নীলামে বিক্রয়হওনের দ্বারা পাওনের মত প্রাপ্ত হইবেক কিন্তু যে জমীদারীর উপর সরকারের মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে ঐ বাকী আদায় করিবার নিমিত্তে যদি সেই জমীদারী নীলাম করা যায় তবে ঐ ভূমির বন্দোবস্তহওনের সময়ে সেই ভূমির অধিকারির তাহাতে যেং স্বত্ব ও অধিকার হইয়াছিল নীলামের দ্বারা সেইং স্বত্ব ও অধিকার ঐ বন্দোবস্তের পরে সেই ভূমির উপর যেং ঘটনা ও দায়সংযোগ করা গিয়া থাকে কিম্বা ঘটিয়া থাকে তাহা অর্থাৎ বিক্রয় কিম্বা দান অথবা অন্য কোনরূপে হস্তান্তরকরা কিম্বা বন্ধকদেওয়া অথবা বিবাহনিমিত্তে পণস্বরূপ স্ত্রীকে দেওয়া অথবা লেখাপড়ার দ্বারা অন্য কোনরূপে হস্তান্তরকরাইত্যাদি বা হউক সে সমস্ত রহিত হইয়া খরীদারের হয় কেননা পূর্ব্বোক্ত ঐ ভূমি ও স্বত্বইত্যাদি তাহার উপর সরকারের যে জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে সর্ব্বকাল সরকারেতে নিবদ্ধ থাকে অতএব কোন ভূমির যে মালগুজারী দেয় হয় তাহা আদায়ের নিমিত্তে যদি ঐ ভূমি নীলাম করিতে হয় তবে সেই আসল বন্দোবস্ত করণিয়ার কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্তের ঐ ভূমির বিষয়ে করা কোন ক্রিয়া ও ব্যবহার মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সেই ভূমি নীলামকরণের প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না ও সেই নীলামেতে খরীদার যেং স্বত্বের অধিকারী হইতে পারে তাহারো হানি করিতে পারিবেক না কিন্তু কোন ভূমির বন্দোবস্তহওনের পরে যদি তাহার স্বত্ব সরকার পাইয়া থাকেন কিম্বা লইয়া থাকেন এবং পরে সেই স্বত্ব অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিয়া থাকেন তবে তাহা অর্পণকরণের সময়ে ঐ ভূমির উপর যেং যথার্থ দাওয়া রহিয়া থাকে তাহার দায়ী সেই ভূমি হয় অতএব সরকারেতে সেই ভূমি লওন কি পাওনের সময়ে যে ব্যক্তি তাহাহইতে বেদখল হইয়া থাকে তাহার সরকারেতে পূর্ব্বোক্তমতে লওয়া কিম্বা পাওয়া ভূমি সরকারহইতে ফিরিয়া পাইবার দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিবার ক্ষমতার বাধা ঐ ভূমি পূর্ব্বোক্ত অর্পণের পর হওয়া নীলামের দ্বারা হইবেক না ও

বিশেষ বাক্য।

ইশ্‌তিহার করা ভূমিতে স্বত্বরাখণের কথা যে লোক কহে তাহারা যেং রূপে তাহা পাইতে পারে তাহার কথা।

ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন মহালেতে অধিকারিত্বের দাওয়াকারী কোন ব্যক্তি সেই মহাল ফিরিয়া পাইবার দাওয়াতে আদালতে নালিশ করিলে যদি সেই মহালের দখীলকার তাহার মালগুজারী আদায় করিতে ক্রটি করে এবং বোর্ড রেবিনিউহইতে কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরদিগহইতে তাহার মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে সেই মহাল নীলামকরণের হুকুম হয় তবে সেই ফরিয়াদী ঐ মালগুজারীর বাকী টাকা ও তাহার সুদ ও দেয় খরচা দিয়া এবং ইহার পরে যেপ্রকার লেখা যাইবেক সেই প্রকার জামিনও দিয়া ঐ বিরোধের মহালে দখল পাইবার জন্যে আদালতে দর

খাস্ত করিতে পারিবেক ও জজসাহেব ঐ দরখাস্ত পাইয়া আসামী কিম্বা তাহার নিযুক্ত মোখ্তার কিম্বা উকীলকে খবর দেওয়াইবেন এবং মালগুজারীর যে বাকীর নিমিত্তে নীলামের হুকুম হয় আসামী যদি সেই বাকী ও সুদ ও খরচা নীলামের নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে যে দিন কাছারী হয় সেই দিন দুই প্রহরের পূর্ব্বে দাখিল না করে তবে ফরিয়াদী যে টাকা দিতে প্রস্তুত থাকে তাহা লইবেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ৪ প্রকরণে * আপেলাণ্ট ও আসামীর জামিনলওনের বিষয়ে যেং নিয়ম লেখাগিয়াছে সেই সকল নিয়মমত কার্য্য করিয়া তাহাকে ঐ মহালের স্বত্বার্পণ করিবেন এবং কালেক্টর সাহেবের নিকটে ফরিয়াদীর দাখিলকরা ঐ টাকা এবং আবশ্যক হুকুম লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ২৯ ধা।

আপীলের অবস্থাতে বিরোধীয় ভূমির মালগুজারী না দিলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

[* মালগুজারীর ভূমি আপীলের কালে আপেলাণ্ট কি রিস্পাণ্ডেণ্টের ভোগদখলে থাকিলে সে ভূমির ভোগবান তাহার মোকররী জমার টাকা দিতে গয়ংগচ্ছ ও বিলম্ব করে আর সেইহেতুক সে ভূমির নীলামের হুকুম হয় তবে এমতে তাহার তরফসানী অর্থাৎ প্রতিবাদি ব্যক্তি যদি নীলামের পূর্ব্বে সরকারের মালগুজারীর প্রকৃত বাকী টাকা দেয় ও নির্ণীত জামিনী দাখিল করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সে ভূমিতে দখল দেওয়ান যাইবেক আর সেই তরফসানী যত টাকা দিবেক সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীর হিসাব রফা যে মতে হয় সেই মতে সে টাকা শতকরা মাসে এক টাকার হিসাবে সুদ সমেত হিসাবকরা যাইবেক ইতি। ১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৪ প্র।]

ভূমি মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে নীলামের বিক্রয় হইলে সনদ ও পাট্টাদির দ্বারা জমিতাধিকারের যেরূপ হইবেক তাহার কথা।

বাকীদারের দেওয়া পাট্টাদির দ্বারা জমিতাধিকারের যাহা হইবেক তাহার কথা।

৮৩। এদেশ সরকারের অধিকৃতহওনের সময়ে ভূম্যধিকারিদিগের যেং স্বত্ব ছিল বন্দোবস্তের সময়েতে সরকারের করা পূর্ব্বের সমস্ত কৌলকরার লোপহওয়াতে অন্যপ্রকার বিশেষ নিয়ম হইয়া থাকনব্যতিরেকে সরকার সেইং স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব সেই বন্দোবস্তের সময়ে সরকারের রাজস্ব যাহা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে বাকীদারের ভূমি তাহার দায়ী হয় এই মূল নীতি অনুসারে প্রথমেতে যে ব্যক্তি সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার স্থলাভিষিক্ত কি লিখনাদির দ্বারা তৎস্বত্বপ্রাপ্ত বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছে এবং বন্দোবস্তের পরে সেই প্রথম বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোকেরা প্রজাইত্যাদিকে যেং পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে এবং প্রথম বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাট্টাইত্যাদি রদ করিতে কিম্বা মতান্তর অথবা পুনর্নূতন করিয়া দিতে পারিত মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে সেই জমীদারী কিম্বা মহাল নীলামে বিক্রয় হইলে ঐ নীলামের খরীদার সে সমস্ত পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তের সময়ে থাকা যেং পাট্টাইত্যাদি নিদর্শনপত্র পুনর্ব্বার নূতন করিয়া লওনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া ছিল কেবল তাহাব্যতিরেকে রহিত ও রদ করিতে পারিবেক কিন্তু

বসতবাটী এবং তৎসম্পর্কীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাদি নিমিত্তে ভূমির যেং পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎ কাল ঐ ভূমি ঐং কার্য্যে আইসে ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎকাল কখনো সেইং পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩০ ধা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর পাট্টাদির দ্বারা যে অধিকার জন্মে তাহা বহাল রাখিতে পারিবার কথা।

৮৪। পাট্টাইত্যাদি নিদর্শনপত্রের বিষয়ে উপরেতে যেং নিয়ম লেখা গিয়াছে সরকারের রাজস্ব পাওনের কোন ব্যাঘাত না হওনের নিমিত্তে সেইং নিয়মের অত্যাবশ্যক এবং তৎপ্রযুক্ত সেইং নিয়ম এই রাজধানীতে করগ্রহণের রীতির সাধারণ ও মূল দাঁড়া জ্ঞান করিয়া তদনুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করা গিয়াছে কিন্তু ঐং নিয়মমতে কার্য্য হওয়াতে এই দোষোৎপত্তি হয় যে বিবাদবিরোধ জন্মিতে পারে কেননা কোন জমীদার তৎক্ষণাৎ কিছু টাকা পাইবার আকাঙ্খাতে ভূমির পাট্টা কিম্বা নিয়মিত কালের নিমিত্তে অথবা সর্ব্ব কালের নিমিত্তে আপন ভূমির উপস্বত্বভোগের নিদর্শনপত্র অন্যেরে অর্পণ করিয়াও তাহা অসিদ্ধ করিতে পারে অতএব এই ধারানুসারে ইহাও জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যখন উপযুক্ত বুঝেন মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির তৎকালের অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমিসম্পর্কীয় যেং পাট্টা কিম্বা হস্তান্তর করণের পত্র দিয়া থাকে কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায়সংযোগ করিয়া থাকে সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা ঐ শ্রীযুত উপযুক্ত বুঝেন তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন যদি ইহা হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ ভূমিতে যেং নিয়ম বহাল রাখণের হুকুম করেন সেই ভূমির লাট নীলামকরণের সময়ে কালেক্টরসাহেব সেইং নিয়মের কথা সকল লোককে জানাইবেন এবং ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে ঐ ভূমির বিষয়ে আর যেং হুকুম করেন তাহাও প্রচার করাইবেন কিন্তু এই প্রকার নিয়মযুক্ত ভূমি নীলামকরণেতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি নীলামের তারিখপর্য্যন্ত ঐ ভূমির উপর মালগুজারীর যত টাকা বাকী হয় তাহার কম হয় কিম্বা সেই ভূমিতে ঐং নিয়মযুক্ত থাকিলে উত্তর কালে তাহার রাজস্বপাওনের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক এমত বোধ হয় তবে ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে ঐ নিয়মযুক্ত ভূমির নীলাম মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে এই আইনের ২২ ধারানুসারে ঐ নীলাম রদ করিতে এবং সেই সকল নিয়ম ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং যদি নীলাম মঞ্জুর হওনের পরে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত নীলামকরা ভূমি মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলামকরণের প্রয়োজন হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সর্ব্বদা হুকুম

দিতে পারেন যে আসল বন্দোবস্তকরণের সময়ে সেই ভূমিতে থাকা যেং নিয়ম বহাল রাখা গিয়াছে তদ্ব্যতিরেকে অন্যং নিয়ম বর্জ্জিত করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত করিয়া সেই মহাল নীলাম করা যায় এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে ঐ নিয়মবর্জ্জিত নীলামেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা যদি নিয়মযুক্ত নীলামেতে পাওয়া মূল্যের টাকা হইতে অনেক অধিক হয় তবে ঐ শ্রীযুত হুজুর কৌন্সেলে ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের উপস্বত্ত্ব বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩১ ধা।

৮৫। উপরের লিখিত যেং নিয়মের কিম্বা চলিত আইনের লিখিত অন্য যেং কথার দ্বারা ইহা জানান গিয়াছে যে ভূম্যধিকারির। বিশেষরূপ নিবারণের অধীন হইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারিদিগের ও তাহারদিগের পাট্টাদার প্রজারদের মধ্যে যে করারদাদ ও ধার্য্যকার্য্য হইয়া থাকে তাহা রহিত করিতে এবং তাহারদিগের যে খাজানা দিতে হয় সময়বিশেষে তাহার বেশী করিতে পারে সেইং নিয়ম ও কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে যাহারা নীলামে ভূমি খরীদ করে তাহারা কোন গ্রামের জমীদার কিম্বা পটীদার অথবা মফঃসলী তালুকদারকে কিম্বা আসল বন্দোবস্তের লেখাপড়াকারক ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যের কোন জন কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কোন জনব্যতিরেকে অন্য যে কোন লোকের সেই ভূমিতে কি তাহার খাজানাতে মৌরুসী অথচ হস্তান্তরকরণের যোগ্য অধিকার থাকে তাহারদিগকে ভূমিহইতে বেদখল করিতে পারে এবং তাহার তাৎপর্য্য এমতও নহে যে পূর্ব্বোক্ত কোন খরীদার খোদকস্তা ও কদিমী রাইয়ত কিম্বা মৌরুসী অধিকার রাখিয়া যেং প্রজারা সেই স্থানে পুরুষানুক্রমে বাস করে ও পুরুষানুক্রমে জমী যোত করে তাহারদিগকে তাহাহইতে বেদখল করে এবং পূর্ব্বের মালগুজার উপরের উক্ত পাট্টাদার প্রজাদিগের স্থানে যে খাজানা লইত কোন খরীদার ঐং প্রজাদিগের স্থানে তাহার বেশী লইতে পারিবেক না কিন্তু যেং প্রকারেতে ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদিপ্রযুক্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা পূর্ব্বের নিরূপিত জমার কিছু কমী দেওয়াতে পাট্টাদার প্রজারা ওয়াজিবী জমাহইতে কম জমার পাট্টার অনুসারে ভূমি ভোগ করে কিম্বা এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কিম্বা ভূমির অন্য কিস্মতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে তদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজাদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী জমা কিম্বা আর কিছু তলব করা যাইতে পারে তাহাতে লইতে পারিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩২ ধা।

পাট্টাদার প্রজাদিগের পাট্টাবারা হওয়া অধিকার বহাল রাখা যাইবার কথা।

৮৬। যেং নীলামী খরীদার আপনারদিগের পাট্টাদার প্রজারদি

খরীদার মফঃসল

লের প্রজাদিগের সহিত যেরূপে জমার ধার্য্যকার্য্য করিবে তাহার কথা।

গের জমা বেশী করিতে চাহে বিশেষ লেখাপড়া না হইয়া থাকিলে পূর্ব্বের রীতিমতে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারাতে যেমত লেখা গিয়াছে তদনুসারে তাহারদিগের ঐ মনস্থের জ্ঞাপন পত্র ঐ প্রজাদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবেক কিন্তু ঐ ধারার লিখিত কোন কথার অর্থ এবং তাৎপর্য্য ইহা নহে যে যে ব্যক্তি কোন ভূমিতে হস্তান্তর করণযোগ্য কিম্বা মৌরুসী অধিকার রাখে তাহার জমা বেশীকরণের দাওয়া যথার্থ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে নালিশকরণের এবং তাহা হওনের যোগ্য আদালতের নিষ্পত্তির দ্বারা অন্য প্রকারকরণের হুকুম নাহওনপর্য্যন্ত পূর্ব্বমত খাজানা দেওনের বাধা হইবেক এবং তাহার তাৎপর্য্য ইহাও নহে যে যে খাজানা নিরূপিত থাকে তাহা দিলে কিম্বা সেই স্থানের দাঁড়া ও দস্তুরমতে যে খাজানা নিরূপণ হয় তাহা দিলে প্রজারদের ভূমি ভোগ দখলকরণের অনধিকার কিম্বা হানি হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩৩ ধা।

১৩ ধারা।

মালগুজারী দাওয়া ও ভূমি ক্রোক করণ দ্বারা রাজস্ব আদায় করণ।

পরওয়ানার দ্বারা বাকী টাকা তলব করিবার ও সে পরওয়ানায় কালেক্টরী মোহর ও কালেক্টর সাহেবের ও কালেক্টরীর দেওয়ানের দস্তখৎ হইবার ও পরওয়ানার পাঠের ও তাহা লিখিবার ও তাহা বাকীদারের স্থানে পঁহুছিবার কথা।

৮৭। যে সময়ে কালেক্টরসাহেব কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের স্থানে মালগুজারীর বাকী টাকা তলব করেন সে সময়ে কালেক্টরী মোহর ও আপন দস্তখৎ ও কালেক্টরীর দেওয়ানের সহীযুক্তে সে বাকীদারের নামে এক পরওয়ানা বাকী টাকার সংখ্যা ও যে তারিখে সে টাকা দেওয়া যথার্থ ছিল সে তারিখ নিদর্শনে ও কালেক্টরী দফ্তরখানা হইতে সেই বাকীদারের ঠিকানা যত দরে হয় তদনুসারে সে পরওয়ানা পঁহুছিলে বাকীদার তথাহইতে ত্বরাক্রমে যত দিনে সরকারের খাজানাখানায় সে বাকী টাকা দাখিল করিতে পারে তাহার মিয়াদ বিবেচনাক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখাইয়া ১ এক পেয়াদার হাওয়ালে করিয়া তাহাকে যথোচিত ত্বরা করিবেন যে সে পরওয়ানাসুদ্ধা সেই কালেক্টর সাহেবের জিলার দাঁড়ামতে সেই বাকীদারের সদর কাছারীতে কিম্বা যথায় তাহার অবস্থিতি থাকে তথায় যায় ও সে পেয়াদা সেই বাকীদারের সদর কাছারীতে কিম্বা তাহার অবস্থিতির স্থানে গেলে সে বাকীদার আপনি কিম্বা তাহার যে প্রধান আমলা সে কাছারীতে হাজির থাকে সে সেই পরওয়ানা যে তারিখে পঁহুছে সেই তারিখ নিদর্শনে তাহার রসীদ লিখিয়া সেই পেয়াদাকে দেয় এবং সে পেয়াদা সেই পরওয়ানা সেই বাকীদারের স্থানে পঁহুছাইতে ও তথাহইতে পুনরায় কালেক্টর সাহেবের নিকটে আসিতে যে কএক দিন ঐ সাহেবের স্থানহইতে নিরূপণ হয় সেই কএক দিনের তলবানা দিন প্রতি ৵০ দুই আনার হিসাবে সেই পেয়াদাকে দেয় কিন্তু যে সকল জিলায় পেয়াদার তলবানা দিন প্রতি দুই আনার কম

দস্তুর থাকে সে সকল জিলায় সেই দস্তুর মতে পাইবেক ইহাতে সেই পরওয়ানার পৃষ্ঠে পেয়াদার নাম ও মিয়াদ নির্দ্দিষ্টে তাহার তলবানার প্রস্তাব লেখা যাইবেক তাহাতে সেই পেয়াদা সেই বাকীদারের সদর কাছারী কিম্বা তাহার অবস্থিতি স্থানে যে দিবসে উপস্থিত হয় তাহার পর দিবস সন্ধ্যাকালপর্য্যন্ত সেই বাকীদার কিম্বা তাহার প্রধান আমলার সহিত সে পেয়াদার সাক্ষাৎ না হইলে অথবা সেই বাকীদার কিম্বা তাহার প্রধান আমলা সে পেয়াদার সঙ্গে দেখা হইলে ও পরওয়ানা পঁহুছিলে শীঘ্র তাহার রসীদ না দেয় তবে সে পেয়াদা সেই পরওয়ানাকে সেই বাকীদারের সদর কাছারীতে কিম্বা তাহার অবস্থিতির স্থানে লট্‌কাইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া যে তারিখে সেই পরওয়ানা লট্‌কায় তাহার সমাচার দিবেক তাহাতে উপরের লিখনানুসারে সে পরওয়ানা লট্‌কান সেই বাকীদার কিম্বা তাহার প্রধান আমলার হস্তে সে পরওয়ানা দিয়া রসীদ লইবার ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩ ধা।

বাকী পড়িলে তৎকালে দাওয়া করিবার মতের কথা।

৮৮। যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ ধারাক্রমে কিস্তির বাকী কিছু টাকা যে মাসে তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল তাহার পর মাসের প্রথম দিনপর্য্যন্ত না মিলে তবে কালেক্টর সাহেব কিম্বা তহসীলদার অথবা তহসীলের সংক্রান্ত অন্য যে আমলার নিকটে সে মালগুজারী দাখিল হইত তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ ১৪ আইনের ৩ ধারানুসারে সেই বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার * হারে সুদসমেত তলব করেন। ও তলবমতে যদি তাহা না দেয় কিম্বা তাহা দিবার অর্থে কালেক্টর সাহেবের প্রবোধ জন্মিবার যোগ্য একরার না করে তবে সে সাহেব তৎক্ষণাৎ সে বাকীদারের অধিকার সমুদয় কিম্বা তন্মধ্যের যত ভূমি বিক্রয়েতে সেই তলবী টাকা সুদসমেত শোধ পড়িতে পারে তত ভূমি ঐ ১৪ আইনের ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ ধারাদৃষ্টে ক্রোক্ করিবেন। ও সে বাকীদার ইজারদার হইলে তাহার ইজারার ভূমি ক্রোক্ ও তাহাকেও কয়েদ রাখিবেন। এবং সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সে জামিনদারের সম্পত্তিও ক্রোক্ করিবেন। ও জানিবেন যে ঐ ১৪ আইনের ৪ ধারায় যে যে হুকুম ছিল তাহার মধ্যে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কীয় হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার অনুসারে রদ হইয়াছে এ ধারাক্রমে তাহার অবশিষ্ট হুকুম সমস্তই রদ হইল। কিন্তু তহসীলদারপ্রভৃতি তহসীলের সংক্রান্ত আমলারা ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের স্থানে বাকী তলব কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্যমতে করিবার ও নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার বাকী না দিলে তাহার বেওরা তহসীলদারপ্রভৃতিতে লিখিয়া অব্যাজে কালেক্টর সাহেবের সমীপে পাঠাইবার অর্থে যে হুকুম

তলবমতে বাকী উসুল না হইলে কিম্বা তাহার বোধ না পাইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ভূম্যধিকারির অধিকার ক্রোক্ হইবার কথা।

ইজারদারের ইজারার ভূমি ক্রোক্ এবং ইজারদার ও তাহার মালজামিন কয়েদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৪ ধারা রদ হইবার কথা।

* ১৮৩০ সালের ৭ আইন দ্বারা সুদের হার মতান্তর হইয়াছে এই অধ্যায়ের ৬৯ সংখ্যা দেখ।

ঐ ৩ আইনের ১৩ ধারায় লেখা আছে তাহা রদ হইল এমত না বুঝিবেন।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ২ প্র।

বোর্ড রেবিনিউর বিনাহুকুমে কালেক্টর সাহেবেরা সনপ্রবর্ত্তে তিন মাসের মধ্যে এবং তদিতর বিশেষ সময় ছাড়া কোন ভূমি ক্রোক্ না করিবার কথা।

৮৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে হুকুম আছে যে যে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা যথার্থ দেনা মালগুজারীর মাসড়া কিস্তির টাকা আগামি মাসের প্রথম দিনে কিম্বা তৎপূর্ব্বে না দিবেক তাহারদিগের শিরে সেই বাকীর উপর মাসে শতকরা ১ এক টাকার হারে সুদ চড়িবেক। আর ঐ ২৩ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণানুসারে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখনমতে বাকীদারের অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমির দূরাদূরদৃষ্টে মালগুজারীর বাকী টাকা দাখিল করিবার মিয়াদনিদর্শনী পরওয়ানা গেলে পর যদি সেই বাকী টাকা সুদসমেত না মিলে কিম্বা তাহা ত্বরায় মিলিবার অর্থে কালেক্টর সাহেবের প্রবোধ না জন্মে তবে সে সাহেব সেই বাকীদার ভূম্যধিকারী হইলে তাহার অধিকার ভূমি সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের যত কিস্মতে সুদসমেত সেই বাকী টাকা আদায় হইতে পারে তাহা ক্রোক্ করিবেন। আর সে বাকীর দায়ী ইজারদার হইলে তাহার ইজারার ভূমি ক্রোক্ এবং তাহাকেও সে জামিন দিয়া থাকিলে সেই জামিনদারকেও সেইরূপে কয়েদ করিবেন যে রূপ ঐ ১৪ আইনের ৫ পঞ্চম তথা ৬ ষষ্ঠ ধারায় নিয়ম আছে। অথবা ঐ ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের অনুসারে ক্ষমতা বরং হুকুম আছে যে যদি সে বাকী সেই বাকীদারের শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামীব্যতীত শুকা ও হাজাআদি আকাশী উৎপাতে পড়ে তবে সেই ক্রোক্প্রভৃতি না করিবেন। এতদ্ভিন্ন হুকুম ছিল যে এমত গতিকে তাহার বেওরাহকীকৎ বোর্ড রেবিনিউতে লিখিয়া তথাকার হুকুমমতে কার্য্য করিবেন। এই উপায়ানুসারে এবং কালেক্টর সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ভারক্রমে জানা গেল যে তাঁহারা নিজ বিবেচনায় অথবা অন্যের স্থানে তত্ত্ব পাইবার দ্বারা বাকীদারদিগের যত্নক্রমে শৈথিল্য ও নষ্টামী না হওয়া বুঝিলেও সে হকীকৎ ঐ বোর্ডে লিখিবেন এবং তাহারদিগের অধিকার কি ইজারার ভূমিও তাবৎ ক্রোক্ করিবেন না। যদ্যপি ঐ ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইন জারী হইবাবধি এ রূপ অনেক হইয়াছে বিশেষতঃ সন প্রবর্ত্তে ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের সহিত তাহারদিগের পেটার মালগুজারদিগের মফঃসলী বন্দোবস্ত হইবার কালে তাহারদিগের অধিকার কি ইজারার ভূমি সরকারের ক্রোকে আসিলে তাহারদিগের বিস্তর ক্ষতি ও অকল্যাণ দর্শে এপ্রযুক্ত এমত প্রকার যথেষ্টই হইয়াছে কিন্তু ইহার হকীকৎ অল্পই কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা ঐ বোর্ডে পঁহুছিয়াছে। অতএব এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে কালেক্টর সাহেবদিগের কেহ কোন ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার ভূমি আপন২ সংক্রান্ত জিলার চলন সন বাঙ্গলার কিম্বা ফসলীর অথবা বিলায়তীর প্রবর্ত্তে

তিন মাসের মধ্যে তাবৎ ক্রোক করিবেন না যাবৎ তাঁহার পাঠান হকীকৎ দৃষ্টে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে ভূমি ক্রোকের অর্থে হুকুম না দেন। এবং ঐ তিনমাস মুদ্দৎগতেও ঐ বোর্ডের বিনাহুকুমে কোন ভূমি ক্রোক করা অনুচিত জানিবেন। কিন্তু যদি ঐ তিনমাস মুদ্দৎগতে কোন কালেকটর সাহেব বাকীদারের স্থানে বাকী টাকা আদায়ের কারণ কিম্বা সে সনের তলবের বাকীর সংস্থান বাকীদার উড়াইতে না পারিবার নিমিত্তে অথবা সনআখিরীতে সে ভূমি নীলাম করিবার জন্যে তাহার স্থিত প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝিবার আবশ্যক জানেন্ তবে তৎকালে ঐ বোর্ডের হুকুমের অপেক্ষিত না হইয়া উপরের লিখিত আশয় একাইবার নিমিত্তে ঐ ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অনুসারে এতদ্বিশেষে যে সে ভূমির কিছু কিসমৎ ক্রোক না করিয়া এক কালে সমুদায় ক্রোক করিবেন। আর জানিবেন যে যদি কোন ভূমি বাকী আদায়ের কারণ নীলাম হইবার অর্থে গত সনে ক্রোক হইয়া সেই ক্রোক সন হালেও সাব্যস্থ থাকে তবে তাহাতে সন প্রবর্ত্তে তিনমাসের মধ্যে কোন ভূমি ক্রোক না হইবার অর্থে যে হুকুম আছে তাহা খাটিবেক না। আর কালেকটর সাহেবদিগের কেহ এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কোন বাকীদার যত্নক্রমে আপন শিরের মালগুজারীর টাকা বাকী পাড়িয়াছে কিম্বা তাহার শৈথিল্য ও নষ্টামীতে সে বাকী পড়িয়াছে বুঝিলে ও তাহাতে তাহার ভূমি ক্রোক করা অকর্ত্তব্য জানিলে উপরের উল্লিখিত আশয় একাইবার কারণ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সাধ্য আছে যে সেই বাকী পড়িবার কালহইতে তাহার উপর নিয়মিত সুদের বাহির মাসে শতকরা ১ টাকার হারে দণ্ড চড়াইয়া লইবার নির্ণয় তাবৎ করেন্ যাবৎ সে বাকীদার সেই বাকী টাকা শোধ না দেয় কিম্বা তাহার যে ভূমি ক্রোকের বদলে ঐ দণ্ডনির্ণয় হয় সে ভূমি যে পর্য্যন্ত ক্রোক না করা যায়। ও তাহা ক্রোক করা গেলে পর ঐ দণ্ড নিবর্ত্ত করেন্ ইহাতে যেরূপে সুদের টাকা উসুল করা যায় সেই রূপে ঐ দণ্ডের টাকাও উসুল করিবেন। অর্থাৎ তাহা বহালী আইনমতে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুল করিবার নিয়মানুসারে লইবেন। আর যদি কালেকটর সাহেবদিগের কেহ কোন বাকীদারের অধিকার কি ইজারার ভূমি ক্রোক করা অনুচিত জানেন্ ও তাঁহার জ্ঞাতহওয়া তথ্য বৃত্তান্তক্রমে বুঝেন্ যে সে বাকীদার ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার স্বযত্নে শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামী করিয়া সেই বাকী পাড়িয়াছে তবে তাহার হকীকৎ আপনার বিবেচিত সংক্ষেপ তত্ত্ব সুদ্ধা ঐ বোর্ডে সেই রূপে লিখিবেন যেরূপে তাঁহারদিগের প্রতি ঐ ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ধারার ৭ সপ্তম প্রকরণের অনুসারে কোন বাকীদারের শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামীব্যতীত আকাশী উৎপাতে বাকী পড়িলে তাহার অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমি ক্রোক কি সে বাকীর উপর সুদের তলব মৌকুফ করা উচিত জানিলে তাহার হকীকৎ ঐ বোর্ডে লিখিতে হুকুম আছে। আর যদি কালেকটর সাহেবদিগের কেহ কোন সনের আদৌ তিন মাস মুদ্দৎগতে

কোন ভূমি ক্রোক্ করিতে হইলে তাহার কিছু কিসমত ক্রোক্ না করিয়া এক কালে সমুদায় ক্রোক্ করিবার কথা।

সনপ্রবর্ত্তে তিন মাসের মধ্যে ভূমি ক্রোকের নিষেধহুকুম গত সনের ক্রোক্‌হওয়া ভূমির বিষয়ে না খাটিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা কোন ভূমি ক্রোক্ করা অনুচিত জানিলে তাহার হকীকৎ ঐ বোর্ডে লিখিবার ও তথায় তাহার বদলে দণ্ড নির্ণয় হইবার ও সে দণ্ড যত ও যাবৎ লইতে হইবে তাহার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা সনপ্রবর্ত্তে তি

ন মাসের পরেও কোন ভূমি ক্রোক্ করা অনুচিত জানিলে তাহার হকীকৎ ঐ বোর্ডে লিখিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা বাকী পড়িবার হেতুর তত্ত্ব যথাসাধ্য লইবার কথা।

ও ভূমি ক্রোকের সচরাচর হুকুমমতে কার্য্য না করেন্ তবে কর্ত্তব্য যে তাহারো হকীকৎ উপরের নিয়মানুসারে লিখিয়া পাঠান। এতদ্ভিন্ন এইক্ষণে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে কালেকটর সাহেবদিগকে সম্পূর্ণ ভারার্পণ হইলে যে যে সময়ে উচিত জানেন্ সেই সময়েই ক্রোকের হুকুম মৌকুফ করেন্। অতএব কালেকটর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কোন ভূমির মালগুজারীর বাকী পড়িলে সে বাকী তাহার অধিকারী কিম্বা ইজারদার শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামী করিয়া পাড়িয়াছে কি তাহার যথার্থ পাওনা রাজস্ব না পাওনহেতুক সে বাকী দিতে অপারক হইয়াছে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব যথাসাধ্য লন্। তাৎপর্য্য এই যে সেই তত্ত্বের দ্বারা যে মত বুঝা যায় তদ্রূপ যুক্ত শাসন করা উচিত কেননা অযথা ক্ষমা দিলে সরকারের স্বত্ত্ব লোপ হয় ও অসঙ্গত শক্তি করিলে বাকীদার পীড়া পায় অতএব কোনমতে ইহা না হইতে পারে। আর যদি কালেকটর সাহেবদিগের কেহ আপনার মফঃসলী আমলার পাঠান হকীকৎ দৃষ্টে কিম্বা প্রকারান্তরে তত্ত্ব পাইবাতে বুঝেন যে "বাকীদার" আপন শিরের বাকী দিতে যথোচিত চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু নিতান্ত অপারকতাহেতুক সে বাকী দিতে পারে নাই ও সে অপারকতাও তাহার শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামীতে হয় নাই তবে এ গতিকে তাহার ভূমি ক্রোককরণেতে কেবল তাহাকে খরচান্ত করা ও ক্লেশ দেওয়া হয় এবং ইহাতে সরকারের লাভপ্রসক্তিও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যদি বুঝেন যে সে বাকীদার বাকী টাকা দিবার সম্ভাবনা রাখে কিম্বা তাহার ভূমি ক্রোক করিলে সে বাকী আদায়ের সংস্থান মিলিবেক ও ক্রোক না করিলে সেই বাকীদার সে সংস্থান উড়াইয়া দিবেক তবে এমতে সে ভূমি ক্রোক করা সম্ভব ও অত্যাবশ্যক। ও তাহাতে সে বাকীদার যত খরচান্ত হয় ও ক্লেশ পায় তাহা তাহার আপন শৈথিল্য ও নষ্টামীর ফল জানিবেক। ও বাকী পড়িবার ঐ দুই হেতুর মধ্যে কোন হেতু তথ্য তাহা কেবল মফঃসলে স্থায়ি সরকারের কর্ম্মকর্ত্তারা জানিতে পারিবেন। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবদিগের চালানী তৌজীর সঙ্গে যে হকীকৎ হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন তাহাতে ঐ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মে কালেক্টর সাহেবেরা মনোযোগী ও সাবধান থাকেন কি না তাহার বেওরা লিখিবেন ইতি। —১৮০১ সা। ১ আ। ২ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগী থাকেন্ কি না লিখিয়া ঐ বোর্ডে সাহেবেরা তৌজীর সঙ্গে হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

উপরের দাঁড়াক্রমে ভূমি ক্রোক্ হইলে পর যে সময়ে খালাস হইতে পারিবেক তাহার কথা।

১০। উপরের প্রকরণের লিখনানুসারে কোন ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার ভূমি ক্রোক হইলে পর যদি সে বাকী টাকা ও সে ভূমি ক্রোক হইলে পর আর যে বাকী পড়ে তাহাসুদ্ধা মোটহওয়া বাকী এবং সে মোটের উপর মাসে শতকরা এক টাকার হারে * সুদ ও ক্রোক ইস্তক যত খরচা হয় তাহা সমস্ত তথাকার চলন সেই সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলীঅথবা বিলায়তী গত

* সুদের ও জরীমানার হার তৎপরে সংশোধিত হইয়াছে।

হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে সেই ভূমির উপস্বত্বেতে কিম্বা সেই অধি কারী অথবা ইজারদারের দ্বারা প্রকারান্তরে উসুল হয় তবে তৎ কালে সে ক্রোক বরখাস্ত হইবেক। ও সেই অধিকারিপ্রভৃতির স্থানে সে ভূমির ক্রোকী আমলের নিকাশ প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝাইয়া দিতে হইবেক। ও ক্রোককালীন যত টাকা উসুল ঠাহরে তাহার মধ্যে তৎকালের ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৬ ধারার লিখ নানুসারে ধার্য্যহওয়া তহসীলের আমলার খরচবাদে যে বাকী রহে তাহা সমেত সুদ সেই বাকীর হিসাবে মজুরা পড়িবেক।* ও তাহাতে ঐ ৬ ধারার হুকুম সমস্তই সাব্যস্থ রহিবেক ও ক্রোকী আমীনেও ভূম্যধিকারিগণ ও প্রজাদি মালগুজারেরদের আপোসে হওয়া করা রদাদদৃষ্টে মালগুজারীর তহসীল উসুল করিবেক। কিন্তু যদি এমত বোধ হয় যে সেই বাকীদার সে ভূমি ক্রোক হইবার উপক্রম দেখিয়া সরকারী মালওয়াজীবীর তহসীলে ভণ্ডুল পাড়িবার আশয়ে দিন থাকিতে গণতাক্রমে সেই করারদাদ ফেরফার করিয়াছে তবে সে করারদাদের অনুসারে তহসীল না করিয়া সেই পরগণার শরে অর্থাৎ দাঁড়ামতে তহসীল সেই রূপে করিবেক যে রূপে বাকীদারের সহিত প্রজাদির আপোসে কোন করারদাদ না হইয়া থাকিলে করি তে হইত। এতদ্ভিন্ন বুঝিবেন যে এ আইন জারী হইলে পর যে কোন ভূমি ক্রোক হয় তাহার মালগুজারেরা হালভঞ্জিতের আপত্তি করিলে তাহা শুনা যাইবেক না এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদার দিগকে হুকুম আছে যে তাহারা কোন প্রজা কিম্বা অপর যোতদা রের স্থানে কিস্তিবন্দীর কিম্বা অন্য লিখন পঠনের অথবা যে খান কার যে দাঁড়া সেইমতে খাজানা তলবের নির্ণীত সময়ের পূর্ব্বে কাহার স্থানে কিছু মালগুজারী তলব না করে ও না লয় এবং প্রজাদিগেও সেমতে মালগুজারী দিতে বারণ আছে। ইহাতে যদি প্রজাদির কেহ পশ্চাৎ এই নিষেধের অন্যথায় নির্ণীত সময়ের পূর্ব্বে কিছু মালগুজা রী কাহাকেও দেয় ও পশ্চাৎ সে ভূমি সরকারে ক্রোক হয় কিম্বা ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার ক্রোক করে তবে সেই পূর্ব্বে দেওয়া মালগুজারীর দাখিলা সরকারের তরফ ক্রোকী আমলা কিম্বা ক্রোক করণিয়া ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার যাহার নিকটে দর্শাইবেক তাহার নিকটেই সে দাখিলা প্রকৃত কি অপ্রকৃতইবা হউক কদাচ মঞ্জুর হইবেক না। আর যদি কোন মালগুজার কোন ভূমি ক্রোক হইবার যে ইশ্‌তিহার স্থানেং দিবার হুকুম আছে তাহা দেওয়া গেলে পর ও সে ভূমির ক্রোক বরখাস্ত হইবার ইশ্‌তিহার দিবার পূর্ব্বে কিছু মালগুজারী কাহাকেও দেয় তবে তাহাও মজুরা পাইবে না। কিন্তু যদি বিশিষ্টরূপে এমত বুঝাইতে পারে যে সেই ইশ্‌তি হার হইবার সমাচার সে জ্ঞাত ছিল না তবে সেই পূর্ব্বে দেওয়া মা লগুজারী মিনাহ পাইবেক। কিন্তু বাকীদার যত টাকা মালগুজা রের স্থানে হালভঞ্জিতক্রমে আগামি কি ভূমি ক্রোক হইলে পরেই

ক্রোকীকালের ত হসীলদারগিরের নি কাশ দিতে হইবার কথা।

ক্রোকের কালের উসুলহওয়া টাকা যেমতে মজুরা পড়ি বেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আই নের ৬ ধারার হু কুম গণতার লিখনা দিছাড়া যাবদীয় বি ষয়ে সাব্যস্থ থাকি বার কথা।

হালভঞ্জিত না হ ইতে পারিবার উ পায়ের কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃ তিতে হালভঞ্জিতক রিলে ও প্রজাদিতে তাহা দিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার ক থা।

ভূমি ক্রোক হই লে পর কেহ কাহা কেও মালগুজারী দিলে তাহা মজুরা না পাইবার কথা।

ঐ হুকুমের বি শেষ কথা।

ঐ হুকুমের বিশে ষের উপর প্রভেদ কথা।

* "ও তাহাতে ঐ ৬ ধারার" এই কথাঅবধি এই প্রকরণে যত লেখা আছে তাহা ১৮০০ সালের ৫ আইনের ২৪ ধারাক্রমে বারাণসে বিস্তার হইল।

বা লইয়া থাকে তাহা সে মালগুজারদিগকে মজুরা দিতে হইবেক না এমত বোধ কদাচ করিবেক না। জানিবেন যে উপরের লিখিত হুকুম কেবল ক্রোককরণিয়ার স্বত্বসাব্যস্থের কারণেই হইল।— ১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩ প্র।

কোন ভূমি ক্রোক্ হইলে তাহার কাগজপত্র দেওয়াকর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য হইবার হইবার কথা।

৯১। কোন ভূমি ক্রোক হইলে তৎকালে যাহারা তথাকার গ্রাম কর্ম্মচারী দশসনী বন্দোবস্তের মূল হুকুমের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারার * হুকুমের অনুসারের নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের উচিত যে যে হিসাবকিতাব তাহারদিগের রাখিবার অর্থে হুকুম আছে সে হিসাব কালেক্টর সাহেবদিগের সমীপে কিম্বা তাহারদিগের পক্ষহইতে নিযুক্তহওয়া আমীন প্রভৃতির নিকটে যোগাইয়া দেয়। আর এধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে তাঁহারদিগের যাহার যে ব্যাপ্য সীমানার মধ্যে সর্ব্বত্র ঐ ৬২ ধারাক্রমে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে কি না ইহার তহকীক অবিলম্বে করেন্। ও যথায় নিযুক্ত না হইয়া থাকে তথায় তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত কৃরান্ এবং ভূম্যধিকারিগণকে ঐ আইনের হুকুমের মতে চলান। ও তাহারা যদি সে হুকুমের মতে না চলে তবে ঐ ৬২ ধারার ৯ প্রকরণের লিখনানুসারে দণ্ড্য হইবেক ও সেদণ্ড লইবার আবশ্যক হইলে ঐ প্রকরণানুসারেই লইবেন। আর এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে ক্ষুদ্র২ যে সকল ভূম্যধিকারী নিজে আপন২ অধিকারের ব্যাপার করে ও কর্ম্মচারির মাহিয়ানা দিতে না পারে তাহারদিগের প্রতি হুকুম নাই যে ঐ ৬২ ধারার লিখনানুসারে কর্ম্ম চালাইবার কারণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে কিন্তু এমত গতিকে সে ভূম্যধিকারিগণের কর্ত্তব্য যে তলবমতে কাগজপত্রের যোগান্ যে রূপে কর্ম্মচারিরা দিত সেরূপে তাহারাও যোগায়। এবং এ আইনমতে যে ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার ভূমি ক্রোক হয় তাহারদিগের উচিত হইবেক যে তাহারদিগের নিকটে সন হাল কিম্বা গুজস্তা ও পয়স্তার যে জমা ওয়াসিল বাকী কাগজ থাকে তাহা এবং তাহারদিগের গোমাস্তাপ্রভৃতি তহসীলের সংক্রান্ত নানাপ্রকার আমলাদিগেরেও কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে কিম্বা আমীনপ্রভৃতি যে কেহ সে সাহেবের প্রস্থে নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দাখিল করে ও রুজু রাখে। ও তদর্থে কালেকটর সাহেবদিগের মোহর ও দস্তখতী পরওয়ানা পাইয়া যদি কোন ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কোন কাগজপত্রাদি যোগাইতে না চাহে কিম্বা সে পরওয়ানা না মানে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবদিগের হকীকৎদৃষ্টে সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া সেই ত্রুটিকারকের যত দণ্ডকরণ বিহিত জানেন্ তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরলের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি ও মঞ্জুরীক্রমে করিতে হুকুম দিবেন। এবং ঐ হজুর কৌন্সেলের বিশেষ কর্তৃত্ব আছে যে ভূম্যধিকারি

কালেক্টর সাহেবেরা কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করাইবার চেষ্টা পাইবার কথা।

নিজাধিকারের কর্ম্ম চালানিয়া ক্ষুদ্র২ ভূম্যধিকারিগণ ঐ ৬২ ধারাক্রমে কর্ম্মচারী না রাখিবার কথা।

যে ভূমি ক্রোক্ হয় তাহার কাগজপত্র ও আমলাদিগেরে তথাকার অধিকারী কিম্বা ইজারদার কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতির স্থানে দাখিল ও রুজু করিবার ও তাহা না করিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

* পাট্টাওয়ারির বিষয়ে তাবৎ বিধান ইহার পর লিখিত অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

প্রভৃতির যে কেহ তলববাকী কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে না চাহে তাহাকে কয়েদ করিবারো হুকুম দেন।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৪ প্র।

ভূমি ক্রোকে কিম্বা খাসতহসীলে আসিবার কালে কালেক্টর সাহেবদিগেকে বিশেষ ভারার্পণের কথা।

৯২। যদি কখন কোন অধিকারভূমি এ আইনমতে কোন কালেক্টর সাহেবের কিম্বা সরকারী অন্য কোন আমলার ক্রোকে অথবা কোন আইনক্রমে সরকারের খাস তহসীলে আইসে কিম্বা প্রকারান্তরে সরকারী আমলার হাতে এরূপে থাকে যে তাহার মালগুজারী যোতদারআদি প্রজা অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা কট্‌কিনাদার প্রভৃতি মালগুজারদিগের স্থানে উসুল তহসীল করিতে হয় তবে এ আইনের ১৯ ধারাঅবধি অগ্রের কএক ধারার অনুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের ব্যাপ্য আমলার প্রতি যে ভারার্পণ হইয়াছে তাহাছাড়া কালেক্টর সাহেবদিগের ক্ষমতাবিশেষ আছে যে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া এ আইনের ২৩ ধারাক্রমে সদরের মালগুজার বাকীর দায়ী ইজারদারেরদের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের স্থানে বাকী উসুলের কারণ যে উপায় করিতে পারেন সে উপায় সেই প্রজাদি মালগুজারেরদের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের স্থানের বাকী মালগুজারী উসুলের কারণ করিলে যদি সে বাকী শীঘ্র উসুল হইবার আকার বুঝেন তবে তাহাই করিতে পারিবেন। অতএব কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তহসীলদারপ্রভৃতি তহসীলের সংক্রান্ত আমলাসকলের নিকটে মালগুজারীকরণিয়া ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের স্থানে বাকী পড়িবার হকীকৎ সেই আমলাসকলের চালানমতে পাইয়া তদ্দৃষ্টে যে রূপ হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৫ ধারানুসারে চালাইতে পারেন সেই রূপ হুকুম এমত প্রজাদি মালগুজারদিগের স্থানে বাকী পড়িবার হকীকৎ তহসীলদারপ্রভৃতি আমলার চালানক্রমে পাইলে তাহাতেও জারী করেন। এবং সময়বিশেষে তহসীলদার প্রভৃতি তহসীলের সংক্রান্ত আমলারাও কোন বাকীদার কিম্বা তাহার মালজামিনকে পলায়নোন্মুখ বুঝিলে এ আইনের ২৩ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে তাহাতে নিজে ধরিয়া কালেক্টর সাহেবের সন্নিধানে পাঠাইতে পারিবেক। কিন্তু এমত কালে সে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে সে আসামীকে দেওয়ানী আদালতে চালাইবার পূর্ব্বে এমত তহকীক করেন যে সেআমলায় তাহার নামে যে বাকী লিখে সে বাকী যথার্থ কি না ও এ বিষয় তহকীকের কারণ সে বাকীদার কহা লোককে ঐ ধারার লিখিত দশ দিনের অধিক মিয়াদ হইলেও যত দিন পেয়াদার হাওয়ালে রাখা আবশ্যক হয় রাখিবেন কিন্তু এমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যত ত্বরাতে করিতে পারেন তাহা করিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৫ ধা।

সদরের মালগুজার ইজারদারদিগের উপর বাকী উসুলের কারণ যে মতাচরণ করা যায় সেই মতাচরণ বাকীদার প্রজাদি মালগুজারদিগের প্রতি ও করা যাইবার কথা।

তহসীলদারওগয়রহেরা বাকীদার দিগের নামে যে বাকী লিখে তাহা তহকীক করিবার কথা।

৯৩। উত্তরকালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ভূমি নীলাম করিবার অর্থে যে কোন সময়ে গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলের

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আই

মতে ভূমি নীলাম করাইবার কথা।

ঐ সাহেবদিগের প্রতি যে দায় থাকিবেক ও তাঁহারা যেং কর্ম্মে মনোযোগ করিবেন তাহার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা ক্রোকী কার্য্য চালাইবার কারণ আমলা ঠাহরিবার ও ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে তাহা নিযুক্ত করিবার কথা।

আমলা ঠাহরিতে যে যে বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবেক তাহার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা ক্রোকী ভূমির কর্ম্ম চালানের কারণ আমীনপ্রভৃতিকে ঠাহরিবার ও তাহারা ঐ বোর্ডের মঞ্জুরে নিযুক্ত হইবার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা খাস তহসীলী ভূমির আমলার বিচক্ষণতার দায়ে ঠেকিবার কথা।

অনুমতি লইবার আবশ্যক থাকে সে সময়ছাড়া অন্য সময়ে তথাকার বিনাঅনুমতিতে আইনমতে ভূমি নীলাম করিবেন ও সে নীলাম সুন্দররূপে ও সাবধানে হইবার দায় তাঁহারদিগের উপর থাকিবেক। ও তাঁহারা কালেক্টর সাহেবদিগকেও সাবধান করাইবেন যে নীলাম হইবার ভূমির বাচনি বিশিষ্টরূপে এবং তাহার জমার ধার্য্যও আইনমতে করেন। আরও বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে নীলাম হইবার ভূমি সরকারে ক্রোক্ থাকিবাপর্য্যন্ত তাহার এত মামদারী কর্ম্ম চালাইবার কারণ এদেশীয় লোক যত আমলার আবশ্যক হয় তাহার বরাওর্দ্দ মঞ্জুর করেন্ ও তাহার খরচ এ আইনের ২৩ ধারাক্রমে সেই ভূমির তহসীলহইতে মিলিবেক। ইহাতে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমি ক্রোক্ হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে সে আমলার বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুরের কারণ পাঠান্। ও তাহাতে কালেক্টর সাহেবেরা সে আমলার ঠাহর করিতে এমত সাবধান হন্ যে আবশ্যকের অধিক লোক না হয় এবং তাহারদিগের মাহিয়ানাও যত অল্প হইতে পারে তাহাই ধার্য্য করেন্। ও ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে বরাওর্দ্দ মঞ্জুর করিবার কালে এমত বিবেচনা করিবেন যে তাহাতে ঐ হুকুমমতে প্রকৃতরূপে কার্য্য হইয়াছে কি না। আর কালেক্টর সাহেবেরা ক্রোকী ভূমির কর্ম্ম চালাইবার কারণ আমীনপ্রভৃতি আমলার ঠাহর করিবার ও তাহারা রুজু থাকিয়া কার্য্য চালাইবার কারণ হাজিরজামিন লইবার যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৫ ধারায় আছে সে জামিনদিগের ঠাহর করিয়াও মঞ্জুরীর কারণ ঐ বোর্ডে পাঠাইবেন এবং তাহারদিগের বিচক্ষণতার দায়েও কালেক্টর সাহেবেরা ঠেকিবেন। আর এ আইনমতে কিম্বা অন্য কোন আইনক্রমে কোন ভূমির তহসীল খাসে হইবার কারণ এদেশীয় লোক আমলা নিযুক্ত করিলে সে আমলার কৃতিত্বের দায় কালেক্টর সাহেবদিগের উপর থাকিবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৩০ ধা।—বারাণস। ১৮০০ সা। ৫ আ। ২৭ ধা।

এই ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ হইলে তাহাতে ইং ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের যেং হুকুম বহাল থাকিবেক তাহার কথা।

তহসীলদার ওগয়রহ আমলারা ভূম্যধিকারী ও ইজা

৯৪। কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারেরা মালগুজারী তহসীলের নিমিত্তে তহসীলদার অথবা অন্য আমলা নিযুক্ত থাকিলে যদি তাহার নিকটে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার তলবমতে মালগুজারীর সরবরাহ না করিয়া বাকী পাড়ে তবে সেই তহসীলদারপ্রভৃতিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারাক্রমে সেই বাকীর তলবচিঠী করিবেক তাহাতে যদি সেই বাকীদার সেই তলবচিঠীর লিখিত মিয়াদের মধ্যে সে বাকী না দেয় তবে সেই তহসীলদারপ্রভৃতিতে সেই বাকীদারের নাম নিদর্শনে সেই বাকীর তায়দাদ লিখিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক পশ্চাৎ কালেক্টর সাহেবদিগের সমক্ষে যে সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা মালগুজারীর সরবরাহ করে তাহারদিগের মাল

গুজারীর বাকীপড়িলে তাহা আদায়ের কারণ কালেক্টর সাহেবেরা নিজে যেমত উদ্যোগ করেন সেইমতে মফঃসলে সরবরাহকার বাকীদার দিগের স্থানের বাকী তহসীল করিতেও সেই কালেক্টর সাহেব নিজে উদ্যোগী হইবেন ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ১৩ ধা।

রদারদিগের স্থানে বাকী তলবকরণের মতের কথা।

১৪ ধারা।

অস্থাবর বস্তু ক্রোক ও নীলামকরণের দ্বারা মালগুজারী আদায় করণ।

৯৫। জানা গেল যে কোনং অধিকারভূমি এমত ক্ষুদ্র ও তাহার উৎপন্ন এত অল্প আছে যে সে ভূমির বাকীর ও মূল্যের অপেক্ষা অধিক খরচ না পড়িলে তাহা ক্রোক হইতে পারে না এহেতুক তাহার অধিকারিগণ আপনং শিরের মালগুজারী দিবার সম্ভাবনা রাখিয়াও বাকী পাড়িয়াছে। অতএব ইহার শাসনার্থে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা এ ধারাক্রমে আছে যে যদি কালেকটর সাহেবদিগের পাঠান হকীকৎদৃষ্টে বাকী আদায়ের নিমিত্তে সে বাকীদারদিগের ভূমি ক্রোক না করিয়া তাহারদিগের অস্থাবর বস্তু নীলাম করা উচিত জানেন তবে তদর্থে তাহারদিগের অস্থাবর যত বস্তু নীলামের আবশ্যক হয় যে দাঁড়ার নির্ণয় মালগুজারীর বাকীর দায়ে প্রজাদিগের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম হইবার অর্থে আছে সেই দাঁড়ায় তাহা ক্রোক ও নীলাম করান। বাক্যার্থ সে ক্রোক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের তথা ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের অথবা উত্তরকাল তদর্থে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার দাঁড়া দৃষ্টে অতিসাবধানে করিতে হইবেক। কিন্তু জানিবেন যে ভূম্যাদি ক্রোকের সহচার হুকুম মতে কার্য্য যে সময়ে না হইতে পারে এ হুকুম কেবল উপরের প্রস্তাবিত বিষয়ে সেই সময়ে খাটিবেক। আর কালেকটর সাহেবদিগের প্রতি আদেশ নাই যে বাকীর দায়ে সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের অস্থাবর বস্তু বেচিবার নিদর্শনে ঐ বোর্ডের স্বতন্ত্র হুকুম না হইলে তাহা বিক্রয় করেন। ইহাতে যে সময়ে কালেকটর সাহেবেরা এমত বস্তু বিক্রয় করিতে চাহেন সে সময়ে কর্ত্তব্য যে এই আইনের অনুসারে যে বিহিত বিবেচনা তদর্থে করেন তাহার বেওরা হকীকৎ লিখিয়া ঐ বোর্ডে পাঠান। এবং বাকীদারেরা বাকী দিবার যে আপত্তি করিয়া থাকে তাহা সঙ্গত কি না বিবেচনাপূর্ব্বক লিখিয়া সেই হকীকতের সঙ্গে চালান করেন। আর বুঝিবেন যে এ হুকুম কেবল সুবেজাত বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িস্যায় চলিবেক বারাণসে চলিবেক না। তথাকার অধিকার ভূমিতে ও অন্যং স্থানবিশেষে অস্থাবর বস্তু ক্রোকের অর্থে যে দাঁড়া চলিবার নির্ণয় ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ২২ ধারায় হইয়াছে তাহাই সাব্যস্থ থাকিবেক ইতি।—১৮০১ সা। ১ আ। ৪ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সময় বিশেষে বাকীর দায়ে বাকীদারদিগের অস্থাবর বস্তু ক্রোক ও নীলাম করাইতে পারিবার কথা।

মূলের লিখিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে প্রজারদিগের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলামের সমস্ত দাঁড়া খাটাইবার কথা।

ঐ বোর্ডের বিনা হুকুমে কালেক্টর সাহেবেরা বাকীদারদিগের অস্থাবর বস্তু না বেচিবার ও তাহা বেচিতে চাহিলে বেওরা লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

এ ধারার হুকুম কেবল সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িস্যায় চলিবার কথা।

১৫ ধারা।

বাকীদার ভূম্যধিকারিরদের কয়েদকরণ।

এই ধারার হুকুমছাড়া অন্য হুকুমের মতে ভূম্যধিকারিরা বাকী মালগুজারীর দায়ে কয়েদ না হইবার কথা।

মালগুজারীর বাকী উশুলের মতের কথা।

১৬। সরকারী মালগুজারীর বাকীর দায়ে কোন ভূম্যধিকারী কয়েদ হইতে পারিবেক না এবং এই আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার প্রস্তাবিত বিষয়ছাড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৪০ চত্বারিংশৎ ধারার লিখিত অন্য দাওয়ার দায়েও কয়েদ হইবেক না। তাহারদিগের স্থানে মালগুজারীর সরবরাহ নীচের লিখনানুসারে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

ভূম্যধিকারিরা যে২ বিষয়ের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের হুকুমমতে কয়েদ হইতে পারিবেক তাহার কথা।

ভূম্যধিকারির ভূমি বিক্রয় হইলে পর তাহাকে যে কালে কালেক্টর সাহেব কয়েদ করেন সে কালে সে সংবাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে দিবার কথা।

১৭। মালগুজারীর বাকীর দায়ে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৪০ চত্বারিংশৎ ধারার লিখিত কোন প্রকার দাওয়ার নিমিত্তে যদি কোন ভূম্যধিকারির ভূমি সমুদায় নীলামে বিক্রয় হইয়া তাহার মূল্যের টাকায় সেই বাকী সমস্ত আদায় না হয় কিম্বা সেই বাকীদারের ভূমি নীলামের ইশতিহার দেওয়া গেলে কেহ সেই ভূমি নীলামে খরীদ না করে তবে প্রথম হেতুতে সেই বাকীদার ও তাহার যে ধন থাকে তাহাও দ্বিতীয় হেতুতে সেই বাকীদার ও তাহার নানাবিধ ধন সম্পত্তি যত রহে তাহার উপর তদনুসারের বাকী আদায়ের কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের সেই২ হুকুম বাকীদার ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি হইবার বিষয়ে লেখা যায় তাহার মধ্যে এই আইনের ১১ একাদশ ধারার লিখনক্রমে রদহওয়া কএক ধারার হুকুমছাড়া অন্য হুকুম সমস্তই বহাল থাকিবেক এবং এই ধারার হুকুমমতে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি বিক্রয় হইলে পরে তাহার শেষ বাকীর দায়ে কালেকটর সাহেব সেই ভূম্যধিকারিকে কয়েদ করিলে সে কয়েদ হইবার বেওরা কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখিবেন তদনুসারে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই বেওরা কৈফিয়ৎ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদর কৌন্সেলের হুজুরে সুগোচর করাইবেন ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ১৪ ধা।

সনআখিরীতকের বাকীর সংখ্যা লিখিয়া তাহা উশুলের যোগ্য ভূমি নীলামের কারণ সমেত ফিরিস্তি বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

ভূমি নীলামের মুখে বাকী শোধ

১৮। যদি কোন ভূম্যধিকারির শিরের মালগুজারীর কিছু টাকা সালআখিরীতে বাকী পড়ে তবে সে সন গতে কালেকটর সাহেব অবিলম্বে সেই বাকীর পরিমাণ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ও তাহার সঙ্গে নীলাম হইবার সময়াবধির সুদসমেত সেই বাকী টাকার শোধ সে অধিকারের যত ভূমি নীলামের মুখে মিলিতে পারে তত ভূমি নীলামের কারণ তাহার ফিরিস্তিও পাঠাইয়া দিবেন তদ্দৃষ্টে সে ভূমি বাকী টাকা উশুলের নিমিত্তে ভূমি নীলামের নিরূপিত দাঁড়ামতে নীলামে বিক্রয় হইবেক। তাহাতে যদি সে ভূমি নীলামের মুখে সেই তলবী টাকা সমুদয় শোধ না পড়ে তবে তাহার অবশিষ্ট

বাকী সে অধিকারির অবশেষ সম্পত্তি নীলামের দ্বারা কিম্বা তাহাকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারাক্রমে কয়েদ করিয়া উসুল করিতে হইবেক।—১৭৯৯ সা। ৭আ। ২৩ধা। ৫ প্র।

না পড়িলে বাকীদারের অবশেষ সম্পত্তি বিক্রয় হইবার কিম্বা সে কয়েদ হইবার কথা।

১৯। যে সময়ে কোন কালেক্টর সাহেব ৪ চতুর্থ ধারার হুকুম মতে কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে বাকী টাকার কারণ কয়েদ করিবার মনস্থ করেন সে সময়ে কালেক্টরী মোহর ও আপন দস্তখৎ ও কালেক্টরীর দেওয়ানের সহীযুক্তে এক দস্তক বাকী টাকার সংখ্যা ও যে তারিখে সে টাকা দেওয়া ওয়াজিবী ছিল সেই তারিখ নিদর্শনে এই মতে যে সে বাকীদার দস্তক হাওয়ালে হওয়া পেয়াদাদিগের নিকটে রুজু হয় পেয়াদারা তাহাকে লইয়া জিলার আদালতের জিহলখানায় দাখিল করে লিখিয়া দুই পেয়াদার হাওয়ালে করিয়া সেই বাকীদারের উপর তৈনাৎ করিবেন ও দুই জন পেয়াদার অধিক তৈনাৎ না করিবেন। আর পেয়াদারা সে বাকীদারকে ধরিয়া ত্বরাতে জিহলখানায় লয় ও সে বাকীদার জিহলখানায় পঁহুছিলে সেকালে দরবার থাকে কি না থাকে কালেক্টর সাহেব সেই বাকী টাকার সংখ্যা ও তাহা যে দিনে ওয়াজিবী দেনা সে দিন নিদর্শনে এক দরখাস্ত লিখিয়া সেই বাকীদারকে কয়েদ করিবার কারণ সরকারী উকীলের দ্বারা আদালতের জজসাহেবের নিকটে দাখিল করাইবেন। সে দরখাস্ত পঁহুছিলে জজসাহেব সে বাকীদারকে দেওয়ানী আদালতের জিহলখানায় কয়েদ করিবেন এবং সে বাকীদার সেই বাকী টাকা ও সেপর্য্যন্ত সে কয়েদ থাকে সেপর্য্যন্ত যে টাকা তাহার স্থানে ওয়াজিবী তলব হয় তাহাসমেত যাবৎ বেবাক না দেয় কিম্বা কালেক্টর সাহেব উপরের লিখিত হুকুম মতে তাহাকে খালাসকরণের দরখাস্ত যাবৎ দাখিল না করেন তাবৎ সে বাকীদারকে কয়েদ রাখিবেন। আর ঐ পেয়াদারা সে বাকীদারকে জিহলখানায় পঁহুছাইবার বিষয়ে যে কএক দিন নিয়ম থাকে সেই কএক দিনের আপনারদিগের তলবানা দিনপ্রতি একেক জনে ৵০ দুই আনার হিসাবে সেই বাকীদারের স্থানে পাইবেক কিন্তু যে সকল জিলায় পেয়াদার রোজ দুই আনার কম দস্তুর থাকে সে সকল জিলায় সেই দস্তুরমাফিক পাইবেক ইহাতে সেই পেয়াদাদিগের নাম ও তাহারদিগের তলবানার দস্তুর দিন নিরূপণে সেই দস্তকের পৃষ্ঠে লেখা থাকিবেক আর যে জিলার এলাকায় সেই বাকী টাকার সম্পর্কীয় ভূমি থাকে সে জিলায় সে বাকীদারের বসত না থাকিলে কিম্বা তথায় সে হাজির না রহিলে কালেক্টর সাহেব দস্তক দুই পেয়াদার হাওয়ালে করিয়া হুকুম দিবেন যে অন্য যে জিলায় সেই বাকীদার বসত করে কিম্বা হাজির থাকে সেই অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহারা যায় তাহাতে সেই অন্য জিলার কালেক্টর সাহেব সেই পেয়াদাদিগের সঙ্গে আপন পেয়াদা দিয়া সেই বাকীদারকে দেখাইয়া দিবেন পেয়াদারা সেই বাকীদারকে ধরিয়া যে জিলায় তাহাকে ধরে

কালেক্টর সাহেবেরা যেমতে বাকীদারকে কয়েদ করিবেন তাহার কথা।

পেয়াদারা জিলার আদালতের জিহলখানায় বাকীদারকে পঁহুছাইবার ও কালেক্টর সাহেব জজসাহেবের নিকটে বাকীদারের বিষয়ে দরখাস্ত দিবার ও সে দরখাস্তের পাঠের কথা।

জজসাহেব বাকীদারকে কয়েদ করিবার কথা।

পেয়াদাদিগের তলবানার কথা।

সেই জিলার আদালতের জিহলখানায় পঁহুছায় তাহাতে আদি জিলার অর্থাৎ সে আসামী যে জিলার বাকীদার সে জিলার কালেক্টর সাহেব যে জিলার জিহলখানায় সে বাকীদার পঁহুছে তথায় সে বাকীদারকে কয়েদ করাইবার জন্য এক দরখাস্ত সেই অন্য জিলার সরকারী উকীলের নিকটে পাঠাইবেন সে উকীল তথায় সে বাকীদার পঁহুছিলে সে দরখাস্ত সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের লওয়া নিকটে দাখিল করিবেক ও যে জিলার আদালতের জিহলখানায় সে বাকীদারকে লওয়া যায় সে জিলার নাম সেই দস্তকের পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক ইহাতে উপরের লিখিত দুই হেতুছাড়া ফলতঃ যে জিলার বাকীদার তথায় তাহাকে না পাইলে অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের সহকারিতায় তাহাকে ধরিয়া সেই অন্য জিলার আদালতের জিহলখানায় তাহাকে কয়েদকরাণের হুকুম জারী সেও যায় আদি জিলার আদালতের জিহলখানায় সে বাকীদার কয়েদ হইলে যে রূপে এই ধারার লিখিত অন্য যাবদীয় বিষয়ে সাবধানহওন উচিত হইত এবিষয়েও সেইমত সাবধান হওন উচিত হইবেক তাহাতে কালেক্টর সাহেব কিম্বা তাঁহার আমলার স্থানে অথবা সে বাকীদারের ভূমির এতমামে এতাবতা বিষয় কার্য্যে যে আমীন নিযুক্ত হয় তাহার উপর সে বাকীদারের যে দাওয়া হয় তাহা সে বাকীদার আদি জিলার আদালতে উপস্থিত করে ও তথাকার জজ সাহেব সে মোকদ্দমায় যে হুকুম ও ডিক্রী করেন্ তদনুসারে অন্য যে জিলায় সে বাকীদার কয়েদ হয় সে জিলার জজসাহেব কার্য্য করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৫ ধা।

কোন ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কয়েদ হইলে তাহার মালগুজারীর টাকা তহসীলের কারণ এক জন আমীন নিযুক্ত হইবার কথা।

১০০। যেকালে কালেক্টর সাহেব ৪ চতুর্থ * ধারানুসারে কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে কয়েদ করেন সেকালে সেই জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা অন্য ভূমি কিম্বা ইজারা মহালের মালগুজারী তহসীলের কারণ জনেক আমীনকে দরকারী আমলাসমেত নিযুক্ত করিবেন ও আমলাসমেত আমীনের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে ফর্দ্দ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন ঐ শ্রীযুতের হজুরে সে ফর্দ্দ মঞ্জুর অথবা বরাওর্দ্দ অল্প কিম্বা অধিক করণ যাহা উচিত জানেন তাহাই করিবেন তাহাতে আমলার বরাওর্দ্দী ও আমীনের এলাকার অন্যং খরচের যে টাকা ঐ শ্রীযুতের হজুরে মঞ্জুর হয় তাহা বাকীদারের শিরে পড়িয়া তাহার সম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্ন হইতে আদায় হইবেক। আর সেই বাকীদারের দেওয়ান কিম্বা সে বাকীদার যাহাকে নিযুক্ত করে সে সেই আমীনের ওয়াসিলাতের সকল জমা ও খরচের কাগজের রুজু লিখিবেক। আর সেই বাকী

আমীনের নিকটে রুজু লিখিবার কারণ বাকীদার লোক নিযুক্ত করিবার কথা।

---

* এই ধারা রদ হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৩। ১৪ ধারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দারের সহিত তাহার তাবের সকল ইজারদার ও প্রজাদিগের যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা কোন প্রকারে অন্যথা না করিয়া তদনুসারে সেই আমীন তহসীল করিবেক ও সে করারদাদ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের সমস্ত হুকুমমতে হইয়া থাকে কি না থাকে তথাপি কোনরূপে সে করারদাদের অধিক কাহার স্থানে লইবেক না ইহাতে যদি সে আমীন এই ধারার হুকুমের অন্যথা কার্য্য করে তবে তাহার নালিশ সে আমীনের নামে জিলার আদালতে হইতে পারিবেক। যদি কোন বিষয়ে বাকীদারের সহিত তাহার তাবের সকল ইজারদার ও প্রজাদিগের করারদাদ না হইয়া থাকে তবে সে আমীন পরগনার শরে ও দাঁড়ামতে তহসীল করিবেক। তাহাতে সে আমীন তহসীলের কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে কিছু টাকা অপব্যয় করিলে কিম্বা সেই জমীদারী অথবা তালুক কিম্বা অন্য ভূমি অথবা ইজারার কিছু ক্ষতি হইলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে সে কারণে সেই আমীনের নামে নালিশ করে। ইহাতে যদি বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমি এমত অল্প হয় যে তাহার উৎপন্নে আমীনের সকল খরচ না কুলায় তবে সে ভূমির তহসীলের কার্য্যের ভার কালেক্টর সাহেবের প্রস্থে সে ভূমির নিকট স্থানে যে তহসীলদার থাকে অথবা তহসীলের সিরিস্তার এলাকা অন্য যে কেহ রাখে তাহার প্রতি হইবেক ও যে লোককে এ কার্য্যের ভার হইবেক সে লোক এই ধারানুসারের নিষেধ ও বিধিক্রমে যে যে বিষয় কার্য্য আমীনের কর্ত্তব্য হইত ও আমীনের প্রতি যে যে মর্ম্ম ও হুকুম চলিত সেই নিষেধ ও বিধিক্রমে সেই২ বিষয়কার্য্য করিবেক ও সেই সকল মর্ম্ম ও হুকুম তাহার প্রতিও চলিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৬ ধা।

বাকীদারের সহিত তাহার তাবের মালগুজার দিগের যে করারদাদ হইয়া থাকে তদনুসারে মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে আমীনের প্রতি অরার কথা।

কিছু করারদার না হইয়া থাকিলে মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে আমীনের মতের কথা।

জমীদারীও গয়রহের নোক্সান ও টাকা তসরুফ হইলে আমীনের উপর তদারক হইবার কথা।

কোন তহসীলদার কিম্বা তহসীলের এলাকার লোককে ক্ষুদ্র অধিকারাদির তহসীলের ভারার্পণের কথা।

১০১। কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার মালগুজারীর বাকী টাকার কারণ কয়েদ হইলে যদি জিলার আদালতের ডিক্রীক্রমে সে বাকী তাহার দেওয়া যথার্থ না হয় তবে তাহার সাধ্য আছে যে যে কালেক্টর সাহেব তাহাকে কয়েদ করিয়া থাকেন তাঁহার নামে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সেই বাকী অন্যায় তলব হইবার বিষয়ে নালিশ করে ইহাতে বিচারান্তে কিছু টাকা তাহার শিরে যথার্থ তলব না হইলে জজসাহেব তাহাকে খালাস করিয়া সে মোকদ্দমার অনুসারে যে খরচা ও দণ্ড ফরিয়াদীকে দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা কালেক্টর সাহেব দেন্ এমত ডিক্রী করিবেন আর সেই তলবের সমস্ত টাকার মধ্যে কিছু দেওয়া যথার্থ হইলে যদি সেই বাকীদার তাহা দেয় তবে জজসাহেব তাহাকে খালাস দিবেন কিন্তু উপরের লিখিত ঐ দুই বিষয়ে সেই বাকীদার খালাস হইবার পূর্ব্বে জজসাহেব তাহার স্থানে মাতবর জামিন ও একরারনামা এই মতে লইবেন যে কালেক্টর সাহেব যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমে কিম্বা বিনাহুকুমে সে মোকদ্দমার আপীল করেন্ তবে আপীলের সাহেবদিগের বিচারে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা স্বীকার রাখে ইহা

যাহারা বাকী টাকার কারণ কয়েদ হয় তাহারা অন্যায় বাকী হইবার বিষয়ে জিলার আদালতে নালিশ করিতে শক্তি রাখিবার কথা।

তে যদি কালেক্টর সাহেব জজসাহেব স্থানে এমত জানান্ যে আমি এ মোকদ্দমার আপীল করিব না অথবা মফঃসল আপীল আদালতে* আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সে মিয়াদের মধ্যে আপীল না করেন্ তবে জজসাহেব সে বাকীদারের স্থানে উপরের লিখনানুসারে একরারনামা না লইয়া তাহাকে খালাস করিবেন কিন্তু ভূম্যধিকারী অথবা তাহার মালজামিন ৯ নবম ও ১০ দশম ও ১১† একাদশ ধারার লিখিত একরারনামাক্রমে নালিশ না করিলে কিম্বা ঐ সকল ধারার লিখিত বিষয়ান্তরক্রমে কার্য্য না করিলে যদি তাহাকে কালেক্টর সাহেব কয়েদ করেন্ তবে সে কারণে বিচারক্রমে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার মালজামিনের শিরে কিছু টাকা যথার্থ বাকী না হইলেও কিছু তহখরচ ও দণ্ড কালেক্টর সাহেবের দেওয়া উচিত হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ১২ ধা।

ভূম্যধিকারিরা পেয়াদাদিগেরে না মানিলে কিম্বা ধরা পড়িয়া পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলাইলে অথবা ধরা না পড়িতে অস্পষ্ট হইলে তাহারদিগের সম্পর্কে কালেক্টর সাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

জজসাহেব কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রকৃত জানিলে ৪ চারি হফ্তার মধ্যে বাকীদার আদালতে হাজির হইবার কারণ ইশ্তিহারনামা জারী করিবার কথা।

ইশ্তিহার নামা যে ভাষা ও অক্ষরে লেখা যাইবেক ও যে যে স্থানে লট্কাইতে হইবেক তাহার কথা।

১০২। কালেক্টর সাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারিকে মালগুজারীর টাকা বাকীর কারণ কয়েদ করাইবার জন্যে পেয়াদাদিগের মারফতে দস্তক জারী করিতে পাঠাইলে যদি সেবাকীদার সেই দস্তক না মানে কিম্বা সেই পেয়াদাদিগের আপনি কিম্বা অন্য লোকের মারফতে বেদখল করে অথবা ধরা পড়িয়া সেই পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলায় কিম্বা ধরা না পড়িতে পূর্ব্বে অস্পষ্ট হয় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের বাটীতে লুকায় অথবা কোন স্থানে যায় যে তথায় সেই পেয়াদাদিগের দখল না হইতে পারে তবে এই সকল হেতুতে কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের দাওয়ার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লিখিয়া সেই বাকীর সম্পর্কীয় ভূমি যে জিলার এলাকায় থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারের উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন তাহাতে কালেক্টর সাহেবের সেই দাওয়া যথার্থ জানাইবার নিমিত্তে জজসাহেবের নিকটে সেই পেয়াদারা কিম্বা অন্য মাতবর দুই জন অথবা অধিক জনে সুকৃতি করিয়া কহিলে তৎকালে তাহারদিগের কথায় ও তাহারা সুকৃতি করিয়া আদালতের সওয়ালের যে জওয়াব দেয় তাহাতে যদি জজসাহেবের হৃৎপ্রত্যয় হয় যে কালেকটর সাহেবের দাওয়া যথার্থ তবে জজসাহেব সেই বাকীদার হাজির হইবার কারণ এইমত ইশতিহারনামা যে সেই বাকীদার সেই ইশ্তিহারনামা লিখনের তারিখের পরদিন হইতে ৪ চারি হফ্তার মধ্যে আপনি আদালতে হাজির হয় জারী করিবেন তাহাতে যদি সেই বাকীদারের সেই ভূমি সুবে বাঙ্গালা কিম্বা সুবে উড়িষ্যায় থাকে তবে সে ইশতিহারনামা পারসী ও বাঙ্গালা ভাষায় ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ভাষায় ও হিন্দী শব্দে ও নাগরী অক্ষরে লেখা যাইবেক ও সে ইশ্তিহারনামা লেখা হই

* ১৮৩১ সালের ৫ আইনক্রমে জজসাহেবের ডিক্রীর আপীলকরণ সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে।

† এই ধারা ১৭৯৪ সালের দ্বারা রদ হইয়াছে।

লে পর যত ত্বরাতে হয় সেই বাকীদারের সদর কাছারী কিম্বা তাহার অবস্থিতির স্থানে ও কালেক্‌টর সাহেবের দফ্তরখানায় ও আদালতের কাছারীতেও লট্‌কান যাইবেক। আর পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও বাকীদার কয়েদ হইলে তাহার ভূমির এতমাম অর্থাৎ উসুল তহসীলের ব্যাপারার্থে ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখনক্রমে যেরূপে জনেক আমীনকে কালেক্‌টর সাহেব নিযুক্ত করিতেন এ বাকীদারের ভূমির এতমামের কারণেও সেই রূপে জনেক আমীনকে কালেক্‌টর সাহেব প্রবৃত্ত করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ১৫ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ২২ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ২২ ধা।

বাকীদারের ভূমির এতমামের কারণ জনেক আমীন নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৩। পঞ্চদশ ধারার লিখিত ইশ্‌তিহারনামায় লেখা মিয়াদের মধ্যে কোন বাকীদার আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে ও কালেক্‌টর সাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিলে এবং কালেক্‌টর সাহেব ও সেই বাকীদারের পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিলে যদি কালেক্‌টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে এই রূপে ডিক্রী হইবেক যে সে বাকীদারের ভূমি সরকারে জব্দ হয় ও সে বাকীদার কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিরা কখন তাহা ফিরিয়া না পায়। তাহাতে সে বাকীদার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার অবধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে * না করে তবে জজসাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শীঘ্র শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর সেই বাকীদার সেই মিয়াদের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করিলে যদি তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালত অর্থাৎ সদর আপীলের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও যদি সে বাকীদার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে না করে তবে এই দুই মতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল সমেত শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে ত্বরাতেই পাঠাইবেন। আর মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে যদি সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌ

বাকীদার মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে পরে দাওয়া প্রমাণ হইলে ডিক্রী হইবার কথা।

বাকীদার নিয়মিত কালের মধ্যে মোকদ্দমার আপীল না করিলে জিলার জজসাহেব ডিক্রীদিগরের নকল শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর পাঠাইবার কথা।

বাকীদার মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমার আপীল করিতে ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইলে পরে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হইলে কিম্বা তথাকার যোগ্য না হইলে মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীদিগরের নকল ঐ শ্রী

* আপীল বিষয় ১৮০ পৃষ্ঠে অধোভাগে লিখিত কথা দেখ।

যুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

ন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে তথাকার জজ সাহেব পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও বাকীদার কয়েদ হইবার বিষয় হইলে তাহাকে যেমতে কয়েদ রাখিতেন এ মোকদ্দমাতেও তাহাকে সেই মতে কয়েদ রাখিবেন কালেক্টর সাহেব অব্যাজে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল লইয়া সেই ডিক্রীর প্রতি আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন সহিত বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হুকুম দেন্ ও তদনুসারে নিয়মিত কালের মধ্যে আপীল করা যায় ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী না মঞ্জুর হইয়া সে বাকীদারের ভূমি জব্দ করিবার বিষয়ে হুকুম হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত না হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অবিলম্বে সে মোকদ্দমায় আপনারদিগের কৃত ডিক্রীও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হয় তবে কালেক্টর সাহেব সত্বর হইয়া জিলার আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত মফঃসল আপীলের ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে তথায় সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী না মঞ্জুর হইয়া বাকীদারের ভূমি জব্দ করিবার বিষয়ে হুকুম হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। আর এই ধারার সম্পর্কীয় মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্টকরা যাইতেছে যে যে বৎসরের বাকী টাকার মোকদ্দমা হয় সে বৎসরে সেই বাকী টাকার সম্পর্কীয় ভূমির পেটার সকল তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের শিরের মালগুজারীক্রমে যে টাকা তলব থাকে তাহা

মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী সদর দেওয়ানী আদালতে মঞ্জুর হইলে সে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে যে সকল উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার বেওরা কথা।

সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না অতএব ১৫ পঞ্চদশ ধারার লিখনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে দাওয়ার কৈফিয়ৎ জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে সরকারী উকীলের দ্বারা দেন তাহাতে ইহাও লেখা থাকে যে সেই বাকী টাকার সম্পর্কীয় ভূমির সেই বৎসরের উৎপন্ন সিক্কা এক হাজার টাকার অধিক হয় কি না ইহাতে যদি বাকীদার পঞ্চদশ ধারার প্রস্তাবিত ইশ্‌তিহারনামার লিখিত নিয়মিত কালের মধ্যে জিলার আদালতে হাজির না হয় কিম্বা সেই নিয়মিত কালের মধ্যে তথায় হাজির হয় ও কালেক্টর সাহেব সেই বাকী টাকার সম্পর্কীয় ভূমির সেই বৎসরের উৎপন্ন সিক্কা এক হাজার টাকার কম লিখিয়া থাকেন ও সে বাকীদার কালেক্টর সাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিবার কালে সেই উৎপন্ন সিক্কা এক হাজার টাকার কম হইবার বিষয়ে আপত্তি না করে তবে এমত মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতহইতেই নিষ্পত্তি পাইবেক সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না আর যদি কালেক্টর সাহেব সে ভূমির উৎপন্ন সিক্কা এক হাজার টাকার কম কিম্বা অধিক লিখিয়া জিলার আদালতে দাখিল করিয়া থাকেন ও বাকীদার মিয়াদের মধ্যে তথায় হাজির হইয়া তাহাতে আপত্তি করে তবে জিলার আদালতের জজসাহেব তাহা বুঝিয়া যাহা উচিত জানেন্ তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন আর মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত হইলে তথায় কালেক্টর সাহেবের লিখিত ভূমির উৎপন্নের উপর বাকীদার যদি আপত্তি না করে তবে কালেক্টর সাহেব ভূমির উৎপন্ন যাহা লিখিয়া থাকেন্ তাহাই সাব্যস্ত হইবেক তাহাতে যদি বাকীদার আপত্তি করে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া সেই সংখ্যা যে নিষ্পত্তি বিহিত জানেন্ তাহাই করিবেন আর মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমা শ্রাব্য কি অশ্রাব্য হওয়ার নির্ভর সেই ভূমির গত বৎসরের উৎপন্নের ন্যূনাধিক্যের প্রতি নিশ্চয় বুঝিয়া সেই উৎপন্নের সংখ্যা জিলার আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন তাহার হুকুম দিবেন। আর এই ধারার লিখনানুসারে যে কালে জিলার আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে বাকীদারের ভূমি জব্দের বিষয়ে ডিক্রী হয় সে কালে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে তাহার বিবরণ সুগোচর হইয়া তথাকার বিবেচনাক্রমে সে ডিক্রী মঞ্জুর ও সে ভূমির সম্বন্ধে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহা করণের বিষয়ে যাবৎ ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম না হয় তাবৎ সে ভূমি সরকারে জব্দ হইবেক না। তাহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে সে ডিক্রী অবগত হইয়া পরে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা তাহার এওজে

এই ধারাক্রমে যে কোন আদালতে ডিক্রী হয় তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনাজ্ঞক্রমে জারী না হইবার কথা।

ভূমি জব্দের এওজে দণ্ড নির্ণয় করি

বার বিষয়ে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্বের কথা।

ঐ শ্রীযুতের হজুর হইতে দণ্ড লইবার আজ্ঞা হইলে তাহা যেরূপে যে আদালতের দ্বারা লওয়া যাইবে তাহার কথা।

ঐ শ্রীযুতের হজুর হইতে নিয়মিত কালের মধ্যে ডিক্রী জারী করিতে হুকুম কিম্বা দণ্ড নিরূপণ না হইলেও ডিক্রী সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

এই ধারার লিখনানুসারে কালেক্টরসাহেবের যে দাওয়া হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের উকীলের মারফতে হইবার ও তাহার খরচা সরকারহইতেদিবার কথা।

বাকীদারের স্থানে তাহার অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ তাহা লইতে হুকুম করেন্। ইহাতে ঐ শ্রীযুত দণ্ড লইবার বিষয়ে হুকুম দিলে যে আদালতহইতে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম পাইলে আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারী করিবার বিষয়ে যেরূপ শক্তি রাখেন্ সে রূপ শক্তি সেই দণ্ড লইবার বিষয়েও রাখিবেন ও সেই দণ্ড তথাকার কালেক্টর সাহেবের স্থানে পঁহুছাইবেন। ইহাতে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে হুকুম না হইলেও সে ডিক্রী বহাল থাকিবেক। আর এই ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেব যে বাকীদারের নামে জিলার আদালতে নালিশ করেন্ তথাকার এবং মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতে কালেক্টর সাহেবকে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে কিম্বা আসামীর দাওয়ার জওয়াব দিতে হইলে তাহার খরচা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক আর সে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হয় তথাকার সরকারী উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব হইবেক কালেক্টর সাহেব সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকারণ সমস্ত বেওরা সরকারী উকীলকে জ্ঞাত করাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ১৬ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ২৩ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ২৩ ধা।

ভূমিজব্দ ক্ষমা হইয়া দণ্ডনিরূপণ হইলে সে ভূমির খাজানার টাকা সরকারের বাকী ও দণ্ড ও আমীনের খরচাবাদে বাকীদারকে দেওয়া যাইবার কথা।

আমীনের তহসীলকরা টাকায় বাকীওগয়রহ শোধ না পড়িলে বাকীদারের ভূমির কিশ্মত নীলাম হইবার কথা।

১০৪। ১৬ ষোড়শ ধারার প্রস্তাবক্রমে কোন বাকীদারের ভূমি সরকারে জব্দ না হইলে আমীনের মারফতে সে ভূমির যে ওয়াসিলাৎ হইয়া থাকে সরকার ও বাকীদারেতে তাহার হিসাব নিষ্পত্তি হইবেক তদনুসারে আমীনে যে টাকা তহসীল করিয়া থাকে তাহাতে সরকারের মালগুজারী ও আমীনের খরচা ও দণ্ড পোষাইয়া অতিরিক্ত হইলে সরকারের মালগুজারী ও আমীনের খরচা ও দণ্ড লইয়া পরে যাহা ফাজিল থাকিবেক তাহা সেই বাকীদারকে দেওয়া যাইবেক। ইহাতে যদি আমীনের ওয়াসিলাতে সরকারের মালগুজারী ও আমীনের খরচা ও দণ্ড না পোষায় তবে যাহা অকুলান হয় তাহা সেই বাকীদার না দিলে সেই অকুলান টাকা আদায়ের কারণ সেই বাকীদারের কিছু ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ১৭ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ২৪ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ২৪ ধা।

বাকীদারের ভূমি জব্দ হইলে সে

১০৫। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে ১৬ ষোড়শ ধারার লিখিত হেতুক্রমে বাকীদারের ভূমি জব্দের

বিষয়ের ডিক্রী মঞ্জুর হইলে তাহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সেই বাকীদারের শিরে সরকারের যে টাকা প্রকৃত পাওনা হয় তাহা দিতে ও তাহার ভূমির যে মালগুজারীর ধার্য্য আছে তাহার সরব রাহ করিতে তাহার উত্তরাধিকারিরা স্বীকার করিলে অভীষ্ট হয় তাহারদিগেরে সে ভূমিতে দখল দেওয়ান্ অথবা নীলামে বিক্রয় করান্ তাহাতে যদি সেই বাকীদারের উত্তরাধিকারিরা তাহার ভূমিতে দখল পায় তবে সে বাকীদার ত্বরাতেই বন্ধনদশাহইতে মুক্তহইবেক আর যদি তাহার ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় তবে কি মালগুজারী কি আমীনের খরচা কি সেই বাকীদারের দুষ্টতায় অপর যে যে খরচ হইয়া থাকে তাহাআদি যে যে বিষয়ে সরকারের পাওনা রহে তাহা সমস্ত সেই বাকীদারের ভূমির মূল্য হইতেই লওয়া যাইবেক আর যদি সে ভূমি নীলামের সময়ে বাকীদারের শিরে সরকারের কিছু টাকা পাওনা না থাকে তবে সে ভূমির মূল্যের টাকা সমস্তই সরকারে লওয়া যায় কিম্বা অপর খরচ করা যায় ঐ শ্রীযুতের যে অভীষ্ট হয় তাহা করিবেন আর যদি সে ভূমি নীলামের কালে সে বাকীদারের শিরে সরকারের কিছু টাকা পাওনা থাকে তবে তাহা সে ভূমির মূল্যহইতে কর্ত্তন করিয়া লইয়া যাহা ফাজিল রহে তাহা সরকারেই লওয়া যায় অথবা অন্য খরচ হয় ঐ শ্রীযুত যে উচিত জানেন্ করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ১৮ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ২৫ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ ২৫ ধা।

ভূমি তাহার ওয়ারিসদিগকে দেওয়াইতে অথবা নীলাম করাইতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদর কৌন্সেলের ক্ষমতার কথা।

১০৬। জানিবেন যে বাকীদার ভূম্যধিকারিগণ ওইজারদারেরা ও তাহারদিগের মালজামিনেরা তাহারদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনমতে হওয়া হুকুমের উপর জোর ও ঠেটামি করিলে তাহাতে ঐ আইনের ইস্তক ১৫ লাগাইৎ ২১ ধারার লিখনানুসারে যে উপায় খাটে সে উপায় এ আইনের উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে তাহারদিগের প্রতি হওয়া হুকুমের উপর তাহারা জোর ও ঠেটামি করিলে তাহাতেও খাটিবেক কিন্তু ঐ ১৪ আইনের ১৬ ষোড়শ ও ১৯ ঊনবিংশতি ও ২১ একবিংশতি ধারার লিখনানুসারে সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার মোকদ্দমার যে ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতসকলে হইত তাহাই চূড়ান্ত হইবার হুকুম ছিল পশ্চাৎ তাহার পরিবর্ত্তে সদর দেওয়ানী আদালতের ভারলাঘবী ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের ২ ধারাক্রমে হুকুম হইয়াছে যে সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধ মোকদ্দমার যে ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতসকলে হয় তাহাই চূড়ান্তের তরে পাইবেক। অতএব এ আইনের অনুসারেও সিক্কা পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধ মোকদ্দমাসকলের উপর যে ডিক্রী মুফঃসল আপীল আদালতসকলে হইবেক তাহাতে ঐ ৫ আইনের লিখিত হুকুম বলবৎ রহিবেক। ও জানিবেন যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইবার ভারলাঘবী ঐ ৫ আইন জারীর পূর্ব্বে যে কোন আইনমতে যে যে সংখ্যার মোকদ্দমার আপীল সদর দে

এ আইনমতে হওয়া জোরের মোকদ্দমাসকলের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের লেখা উপায় খাটিবার কথা।

এ আইনমতে হওয়া জোরের মোকদ্দমাসকলের আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের লিখি

ত সংখ্যাদৃষ্টে হই বার কথা।

ওয়ানী আদালতে হইত সেইং মোকদ্দমার আপীল এখন ঐ ৫ আইনের নিরূপিত সংখ্যানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৪ ধা।

জমীদারীর অংশি ও অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি যাবৎ সরবরাহকারের এতমামে থাকে তাবৎ তাহারদিগেরে কয়েদ করিতে ও সেই অযোগ্য ভূম্যধিকারির ভূমি বাকী মালগুজারীর কারণ নীলাম করিতেও নিষেধের কথা।

স্ত্রীলোককে হাজির করাইতে ও কয়েদ করিতে নিষেধের কথা।

এই আইনের নির্দ্দিষ্ট সময়ছাড়া ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি কাহাকেও হাজিরকরাণ ও কয়েদকরণের বারণের কথা।

অসাধারণে জমীদারীর কর্ত্রী হইলে ও ১০ আইনের মর্ম্মানুসারে তাহার বিষয় হইলে ও যে সকল অধিকার বিভাগ না হইয়া থাকে ও সরবরাহকারের এতমামে রহে তাহারদিগের মালগুজারীর টাকা উসুলের মতের কথা।

১০৭। যে সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ধারাক্রমে কোন জমীদার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের মতে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের যে যে ভূমি সরবরাহকারের এতমামে সোপর্দ্দ হয় সে সময়ে এই আইনের মতানুসারে কাহারো সাধ্য হইবেক না যে ঐ দুই আইনের মতে যে সকল সরবরাহকার নিযুক্ত হয় তাহারদিগের এতমাম থাকিতে মালগুজারীর বাকীর যে টাকা সরকারে তলব হয় তাহা উসুলের কারণ সেই জমীদারীর অংশিদিগের ও অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের কাহাকেও কয়েদ করেন্ কিম্বা অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি নীলাম করান্। এবং এই আইনের মতে কোন প্রকারে কোন কালেক্টর সাহেবের শক্তিও নাই যে কোন জমীদারীর কর্ত্রী স্ত্রীলোক হইলে তাহাকে আপন নিকটে তলব কিম্বা কয়েদ করেন্। আর এদতনুসারে সরকারের সহিত যে সকল ভূম্যধিকারির ভূমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে সে সকল লোককে কিম্বা ইজারদারদিগেরে অথবা মালজামিনদিগেরে যে কালে হাজিরকরাণ ও কয়েদকরণের নিয়ম এই আইনে লেখা আছে সে কালছাড়া অন্য সময়ে তাহারদিগেরে আপনি নিকটে হাজির করাইতে ও কয়েদ করিতে পারিবেন না। কিন্তু যে জমীদারীর কর্ত্রী অসাধারণে এক জন স্ত্রীলোক থাকে ও সেই স্ত্রীলোকের বিষয় ঐ ১০ দশম আইনের লিখিত মর্ম্মানুসার হয় এবং স্পষ্টতঃ সে জমীদারীর সরবরাহ আপনি করে ও যে জমীদারীর কর্ত্তা অনেকে হয় ও সে জমীদারী বিভাগ না হইয়া থাকে ও ঐ ৮ অষ্টম আইনের ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ধারাক্রমে তাহা কোন সরবরাহকারকে সোপর্দ্দ হইয়া থাকে তবে এই দুই প্রকার জমীদারীর বাকী টাকা কেবল সেই ভূমি কিম্বা অন্য বস্তু নীলামক্রমে উসুল হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪৮ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৫৩ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৫০ ধা। ও ১৮০৩ সা। ৫২ আ। ৬ ধা।

অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণকে কয়েদ না করিবার সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আ

১০৮। জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৪৮ ধারার লিখিত যে হুকুম বোর্ড রেবিনিউর নিযুক্তকরা সরবরাহকারদিগের জিম্মায় থাকা সাধারণ অধিকারের অধিকারিগণকে কয়েদ করিতে নিষেধের অর্থে আর যাবদীয় অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণকে এবং স্ত্রীলোকপ্রযুক্ত অযোগ্যা ঠাহরা সমস্ত ভূম্যধিকারিণী

দিগেরেও কয়েদ করিতে বারণের জন্যে আছে তাহা এবং ঐ ১৪ আইনের উল্লিখিত অপর যে সকল হুকুম কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতি সরকারী আমলার পাওয়া ক্ষমতানুসারে করা বিষয়ের দায়ে ঠেকিবার নিদর্শনে আছে তাহাও যদি অন্য কোন আইনমতে রদ কিম্বা ফেরফার না হইয়া থাকে তবে এ আইনমতে সেই হুকুম সমস্তই সাব্যস্থ ও বহাল থাকিবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৭ ধা।

ইনের লিখিত হুকুম বহাল থাকিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতি সরকারী আমলারা দায় ঠেকিবার সংক্রান্ত রদবদল না হইয়া থাকা হুকুম সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

১০৯। যে স্থানের অধিকারী কিম্বা ইজারদারের আলস্য ও ত্রুটি ছাড়া জলাভাবে কিম্বা জলবৃদ্ধিতে অথবা অপর সাময়িক উৎপাতে কিম্বা কারণান্তরে সে স্থানে ভূমির চাস কর্ম্মে ক্ষতি হয় কিম্বা সে ভূমি হাজে ও তাহাতে সেই অধিকারী কিম্বা ইজারদারের শিরে মালগুজারী টাকা এমত বাকী পড়ে যে সে জন্য ৪ চতুর্থ ধারাক্রমে সে ব্যক্তি অবশ্য কয়েদ হয় ইহাতে কালেক্টর সাহেব তাহার আদ্যোপান্ত আলোচন করিয়া যদি নিশ্চয় জানেন যে সে বাকীদার আপন শিরের বাকী টাকা ৩ তৃতীয় ধারার প্রসঙ্গিত পরওয়ানার লিখিত মিয়াদতক আপন সম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্নহইতে অথবা নিজহইতে কিম্বা কর্জ করিয়া দিয়া পরিশোধ না করিতে পারে তবে কালেক্টর সাহেব সে বাকীদারকে ৪ চতুর্থ ধারাক্রমে কয়েদ না করিয়া সে বিষয়ের বেওরা ও সে বাকীদারকে কয়েদ না করিবার হেতু বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৮ আ।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা ৪ ধারাক্রমে বাকীদারদিগের বদ্ধিকরণের বিষয়ে যে কর্তৃত্ব রাখেন তাহা অপর নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে না করিবার কথা।

১১০। জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের অনুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সে ক্ষমতা কোন মালগুজারের শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামীছাড়া শুকা ও হাজা আদি আকাশী উৎপাতে বাকী পড়িলে তাহাতে চালাইতে পারিবার ও না পারিবার অনুমতিও ঐ ১৪ আইনের ৮ ধারাক্রমে দেওয়া গিয়াছে। এইক্ষণে এ আইনের মতে যে ভারার্পণ তাঁহারদিগেরে হইতেছে তাহাতেও সেই ক্ষমতা চালাইবেন কিন্তু শুকা ও হাজাআদি আকাশী উৎপাতে বাকী পড়িলে সে গতিকে সেই ক্ষমতা চালাইতে পারিবার অনুমতিক্রমে না চলিবেন। ও তৎকালে সে বাকীদারের উপর কোন হুকুম না চালাইবার হেতুর বেওরা হকীকৎ করিয়া অব্যাজে বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিবেন। ও এমত গতিকে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কিস্তির বাকী সে টাকা ও তাহার যথার্থ সুদ তলবের শৈথিল্যের হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু তাহার মোকররী জমার মধ্যে কিছু ছাড়িবার হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ৪৩ ধারার লিখনানুসারে

কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের পাওয়া শক্তি না চালাইতে পারিবার সময়ের কথা।

যে হকীকৎ বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইতে হইবেক তাহার কথা।

সমেত সুদ কিস্তির বাকী টাকা তলবের শৈথিল্য করিতে ঐ বোর্ডের হুকুম হইবার কথা।

হজুরের বিনানুমতিতে মোকররী

জমার কিছু ছাড় না যাইবার কথা।

হুজুর কৌন্সেলের অনুমতি না লইয়া দিতে পারেন্ না ইতি।— ১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৭ প্র।

১৬ ধারা।

বাকীদার ইজারদার ও জামিনেরদের কয়েদকরণ।

[বাকীদার ভূম্যধিকারিরদের কয়েদকরণ বিষয়ে যে বিধি আছে। বাকীদার ইজারদারেরদের কয়েদ বিষয়ে ও সে বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৫ ধারা। তাহা এই অধ্যায়ের ৯৯ সংখ্যাতে দৃষ্ট হইবে।]

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারার হুকুম রদ না হইবার কথা।

১১১। তাহাতে যদি সে বাকীর দায়ী ইজারদার হয় ও সে মাল জামিন দিয়া থাকে ও সে ইজারদার পালাইয়াও যাইবেক না এমত অনুমান কালেক্টর সাহেবের হয় তবে বাকীর দায়ি ইজারদার ও তাহার মালজামিনকে কয়েদ করিবার অর্থে যে হুকুম ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারায় লেখা আছে সে হুকুম যাবৎ সেই বাকীর তলব সেই বাকীর দায়ির উপর ঐ ১৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে না করা যায় তাবৎ এমত ইজারদার ও তাহার মালজামিনের উপর জারী করিবেন না। কিন্তু যদি সে বাকীর দায়ি ইজারদারের কিম্বা তাহার মালজামিনের পলাইবার ভাব বুঝা যায় তবে তৎকালে ঐ ১৪ আইনের ৩ ধারার হুকুমমতে চলিবার অপেক্ষা না করিয়া অবিলম্বে ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারার হুকুম সেই ইজারদার কিম্বা তাহার মালজামিনের উপর চালাইবেন। ইহাতে যদি তহসীলদার কিম্বা তহসীলের সংক্রান্ত অন্য আমলা বুঝে যে বাকীর দায়ী যে কোন ইজারদারের মালগুজারী তাহার নিকটে দাখিল হয় সে ব্যক্তি পলায়নোন্মুখ হইয়াছে ও সে সংবাদ ঐ ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের স্থানে পঁহুছাইবার অবকাশ না থাকে তবে সাধ্য রাখে যে কালেক্টর সাহেবের হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া সেই বাকীদার কিম্বা তাহার মালজামিনকে আটকাইবার কারণ তাহার নামে দস্তক আপন মোহর ও দস্তখতে লিখিয়া ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারানুসারে জারী করিয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার উপর আইন মতে যে কর্ত্তব্য করিবার নিমিত্তে অব্যাজে কালেক্টর সাহেবের স্থানে চালান করে। তাহাতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সে বাকীর দায়ী তাঁহার সমীপে পঁহুছিয়া সে বাকী শোধ দিবার কিছু আকার দেখাইতে পারিলে তাহাকে হঠাৎ ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতের জেহলখানায় দাখিল না করিয়া দশ দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে পেয়াদার হাওয়ালে রাখিতে পারিবেন। আর যদি ঐ ১০ দিন মিয়াদের মধ্যে আপন শিরের বাকী শোধ না দেয় কিম্বা কালেক্টর সাহেবের তাহাকে খালাসী দিতে পারিবার প্রবোধ না জন্মায় তবে তাহাকে দেওয়ানী আদালতে চালান্ করিবেন ও তথাকার জেহলখানায় সে আসামী ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারানুসারে কয়েদ হইবেক। জানিবেন যে ঐ ১৪ আইনের

ইজারদার কিম্বা তাহার মালজামিন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে বাকী তলব না হইতেও আটক হইতে পারিবার সময়ের কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা ইজারদার ও তাহারদিগের মালজামিনদিগকে কয়েদ না করাইয়া যত দিন পেয়াদার হাওয়ালে রাখিতে পারেন তাহার কথা।

মধ্যের লিখিত

৫ ধারার যে যে হুকুম ফেরফার হইয়া সাব্যস্ত হইল তাহা ঐ ৫ ধারার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমায় এবং এ আইনের প্রস্তাবিত সমস্ত মোকদ্দমায় ও এতদতিরিক্ত যে সকল মোকদ্দমায় চলিবার অর্থে অন্যং আইন হয় তাহাতেও খাটিবেক। কিন্তু যদি কালেক্টর সাহেব এমত কোন বাকীদারের বাকী উসুলের কিছু আকার না দেখেন কিম্বা অপর কোন হেতুক তাহাকে কয়েদ করাইতে বিলম্ব করা অনুচিত জানেন তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি ঐ ৫ ধারার লিখিত প্রকৃত হুকুমের মতাচরণ করিতে নিষেধ নাই বুঝিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ২ প্র।

বেওরাক্রমে সকল মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৫ ধারার হুকুম চলিবার কথা।।

কালেকটর সাহেবেরা নিষিদ্ধ হুকুমের অন্যথা চরিতে পারিবার সময়ের কথা।

১১২। ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে কালেক্টর সাহেব কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারিকে কয়েদ করাইবার বিষয়ে পেয়াদাদিগের মারফতে দস্তক জারী করিতে হইলে যদি সেই ব্যক্তি শহর পাটনা কিম্বা শহর ঢাকা অথবা শহর মুরশিদাবাদে থাকে কিম্বা বসত করে তবে কালেক্টর সাহেব সেই দস্তকের পেয়াদাদিগেরে হুকুম করিবেন যে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার যে শহরে থাকে তাহারা সেই শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে যায় জজসাহেব সেই পেয়াদাদিগের সঙ্গে আপন পেয়াদা দিয়া সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার রহিবার স্থান দেখাইয়া দেন তাহাতে সেই পেয়াদারা সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে যে শহরে ধরে সেই শহরের আদালতের জিহলখানায় লইয়া যায় তাহার পর বাকীদার হাজির না হইবাতে যে জিলায় সেই বাকীদারের স্বস্ত্বীয় ভূমি থাকে সেই জিলায় তাহার প্রতি যে দাঁড়া ও উদ্যোগ হইতে ৫ পঞ্চম ধারায় লেখা আছে ও ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার শহর ছাড়া কোন জিলায় ধরা পড়িলে তাহার প্রতি যে সকল উদ্যোগ হয় সেই সকল উদ্যোগ উপরের লিখিত বিষয়েও হইবেক যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার শহর কলিকাতায় থাকে অথবা বসত করে তবে কালেক্টর সাহেব সেই দস্তক বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন ঐ শ্রীযুত তাহা অবগত হইয়া সেই হস্তাগত অর্থাৎ ধরাপড়া ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে সেই কালেক্টর সাহেবের মোতালক জিলার আদালতের জিহলখানায় পাঠাইতে হুকুম দিবেন অথবা অপর যে উদ্যোগ উচিত জানেন তাহাই করিবেন ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার জিলার আদালতের জিহলখানায় পাঠান গিয়া তথায় কয়েদ হইলে ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার জিলায় হাজির থাকিবাতে ধরা পড়িয়া তথাকার জিহলখানায় কয়েদ হইয়া যেমত অবস্থায় থাকে ইহার অবস্থাও সেই মত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪৫ ধা।

শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে যে বাকীদার থাকে কিম্বা বসত করে তাহারদিগের প্রতি কালেক্টর সাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত সকল উদ্যোগ করণের মতের কথা।

ইজারদার পেয়াদাদিগেরে না মানিলে কিম্বা ধরা পড়িয়া পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলাইলে অথবা ধরা না পড়িতে অদৃশ্য হইলে তাহার সম্পর্কে কালেক্টর সাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

১১৩। যে কালে কালেক্টর সাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে মালগুজারীর টাকা বাকীর কারণ কোন ইজারদারকে কয়েদ করাইতে পেয়াদাদিগের মারফতে দস্তক জারী করেন ও সে ইজারদার সে দস্তক না মানে কিম্বা সেই পেয়াদাদিগেরে আপনি অথবা অন্য লোকের মারফতে বেদখল করে অথবা ধরা পড়িয়া সেই পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলায় কিম্বা ধরা না পড়িতে পূর্ব্বে অদৃষ্ট হয় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের বাটীতে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে তথায় সে পেয়াদাদিগের দখল না হইতে পারে তবে সে কালে এই সকল হেতুতে কালেক্টর সাহেব সে বিষয়ের দাওয়ার কৈফিয়ৎ লিখিয়া সেই বাকীর সম্পর্কীয় ভূমি যে জিলার এলাকায় থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারের উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন তাহাতে কালেক্টর সাহেবের সেই দাওয়া যথার্থ জানাইবার নিমিত্তে জজসাহেবের নিকটে সেই পেয়াদারা কিম্বা অন্য মাতবর দুই জন অথবা অধিক জনে সুকৃতি করিয়া কহিলে তৎকালে তাহারদিগের কথায় ও তাহারা সুকৃতি করিয়া আদালতের সওয়ালের যে জওয়াব দেয় তাহাতে যদি জজসাহেবের হৃৎপ্রত্যয় হয় যে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া যথার্থ তবে জজসাহেব সেই ইজারদার হাজির হইবার কারণ ইশ্তিহারনামা এইমতে যে সেই ইজারদার সেই ইশ্তিহারনামা লিখনের পরদিনহইতে ৪ চারি হফ্তার মধ্যে আপনি আদালতে হাজির হয় জারী করিবেন।

জজসাহেব কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রকৃত জানিলে ৪ হফ্তার মধ্যে ইজারদার আদালতে হাজির হইবার কারণ ইশ্তিহারনামা জারী করিবার কথা।

ইশ্তিহারনামা যে যে ভাষা ও অক্ষরে লেখা যাইবেক ও যে যে স্থানে লট্কাইতে হইবেক তাহার কথা।

তাহাতে যদি সেই ইজারদারের সেই ইজারার ভূমি সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় থাকে তবে সে ইশ্তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গালা ভাষায় ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ভাষায় কি হিন্দী শব্দ ও নাগরী অক্ষরে লেখা যাইবেক ও ইশ্তিহারনামা লেখা হইলে পর যত ত্বরাতে হয় সেই ইজারদারের বসত যে জিলায় হইলে তথায় কিম্বা তাহার ইজারার সদর কাছারীতে ও কালেক্টর সাহেব দফ্তরখানায় ও আদালতের কাছারীতেও লট্কান যাইবেক।

ইজারদারের ইজারার মহালের এতমামের কারণ জনেক আমীন নিযুক্ত হইবার কথা।

আর পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও ইজারদার কয়েদ হইলে তাহার ইজারার ভূমির এতমামের নিমিত্তে ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখনক্রমে যে রূপে জনেক আমীনকে কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত করিতেন এই ইজারদারের ইজারার মহালের এতমামের কারণেও সেইরূপে জনেক আমীনকে প্রবৃত্ত করিবেন।

ইজারদার ইশতিহারনামার মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে তাহার উপর দাওয়া প্রমাণ হইলে তাহার ইজারা মৌকুফের বিষয়ে ডিক্রী হইবার কথা।

ইহাতে যদি সেই ইজারদার ইশ্তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইলে ও কালেক্টর সাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিলে এবং কালেক্টর সাহেবও সেই ইজারদারের পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিলে যদি সেই কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে এই রূপে ডিক্রী হইবেক যে সেই ইজারদারের ইজারা সুবে বাঙ্গালায় থাকিলে যে সন সে ডিক্রী হয় সেই সন বাঙ্গালা গত হইলে ও সুবে উড়িষ্যায় থাকিলে সেই সন বিলায়তী আখের হইলে ও সুবে বেহারে থাকিলে সেই সন ফসলী তামাম হইলে তাহার সেই ইজারা মৌকুফ হই

বেক। ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারায় মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করিবার কারণ যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সে মিয়াদের মধ্যে যদি সেই ইজারদার সে মোকদ্দমার নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে না করে তবে জিলার আদালতের জজসাহেব শীঘ্র সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইবেন। যদি সেই ইজারদার সেই মিয়াদের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করে ও জিলার আদালতের ডিক্রী তথায় মঞ্জুর হয় ও যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের আপীলের যোগ্য না হয় কিম্বা যোগ্য হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের দশম ধারায় মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিবার কারণ যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সে মিয়াদের মধ্যে যদি সেই ইজারদার মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে না করে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে চালান করিবেন। আর মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে যদি সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দাখিল করিবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে তথাকার জজসাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও ইজারদার কয়েদ হইলে তাহাকে যে মতে কয়েদ রাখিতেন এ মোকদ্দমাতেও তাহাকে সেই মতে কয়েদ রাখিবেন কালেক্টর সাহেব অন্যাজে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল লইয়া সেই ডিক্রীর প্রতি আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন সহিত বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হুকুম দেন্ ও তদনুসারে অবধারিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে আপীল করা যায় ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইয়া সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্তের বিষয়ে হুকুম হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অবিলম্বে সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জি

ইজারদার নিয়মিত কালের মধ্যে আপীল না করিলে জিলার জজসাহেব মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

ইজারদার মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমার আপীল করিলে তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইলে পরে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হইলে কিম্বা তথাকার যোগ্য না হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ডিক্রী দিগরের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী সদর দেওয়ানী আদালতে মঞ্জুর হইলে সে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে যে সকল উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

লার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইবেন। আর যদি জিলার আদালতের কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হয় তবে কালেক্টর সাহেব সত্বর হইয়া জিলার আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে তথায় সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইয়া ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত করিবার বিষয়ে হুকুম হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দাখিল করিবেন।

মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার বেওরা কথা।

আর এই ধারার মোতালক মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যে বৎসরের বাকী টাকার মোকদ্দমা হয় সে বৎসরে সেই ইজারদারের ইজারার ভূমির উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না অতএব এই ধারার লিখনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে দাওয়ার কৈফিয়ৎ জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে সরকারী উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন তাহাতে ইহাও লেখা থাকে যে সেই ইজারার ভূমির সেই বৎসরের উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার ঊর্দ্ধ হয় কি না ইহাতে ১৬ যোড়শ ধারার লিখনানুসারে কালেকটর সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্নের সংখ্যা জিলার আদালতে লিখেন্ কিন্তু যদি সেই উৎপন্নের সংখ্যার বিষয়ে কিছু আপত্তি জন্মে তবে তাহার নিষ্পত্ত্যর্থে যে যে প্রকার ঐ ১৬ ষোড়শ ধারায় লেখা গিয়াছে কালেক্টর সাহেব যে কালে এই ধারাক্রমে ইজারদারের ইজারার ভূমির উৎপন্নের সংখ্যা জিলার আদালতে লিখিবেন তাহাতে কোন আপত্তি জন্মিলেও সে কালে সেই প্রকারানুসারে সেই ইজারদারের আপত্তি মিটান যাইবেক।

এই ধারাক্রমে যে কোন আদালতে ডিক্রী হয় তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌ

এই ধারানুসারে যে সময়ে জিলার আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে ইজারদারের ইজারা বরখাস্তের বিষয়ে ডিক্রী হয় সে সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে তাহার বিবরণ সুগোচর হইয়া তথাকার বিবেচনাক্রমে যাবৎ সে ডিক্রী মঞ্জুরের বিষয়ে

হুকুম ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে না হয় তাবৎ সেই ইজারা বরখাস্ত হইবেক না। আর ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে সে ডিক্রী অবগত হইয়া ৪ চারি হফ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কি তাহার এওজে ইজারদারের স্থানে তাহার অপরাধ ও সম্ভাবনাক্রমে যে দণ্ড লওন উচিত জানেন্ তাহা লইতে হুকুম করেন্ যদি সেই ইজারদার দণ্ডের হুকুম হইলে পর তাহার ইজারা পূর্ব্বমত বহাল রাখিতে না চাহে তবে ঐ শ্রীযুতের ক্ষমতা আছে যে সেই দণ্ড সরকারে দাখিল করাইয়া যাবৎ সে ইজারার মুদ্দত আখের না হয় তাবৎ সেই ইজারদারের ইজারা বহাল রহিতে হুকুম দেন্ ও যাবৎ সেই ইজারার মুদ্দত গত না হয় তাবৎ সেই ইজারার মালগুজারীর জওয়াব সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিন দেয়। ঐ শ্রীযুত দণ্ড লইবার বিসয়ে হুকুম দিলে যে আদালত হইতে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হুকুম পাইলে আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারী করিবার বিষয়ে যে রূপ শক্তি রাখেন্ সেই রূপ শক্তি সেই দণ্ড লইবার বিষয়েও রাখিবেন ও সে দণ্ড তথাকার কালেক্টর সাহেবের স্থানে পঁহুছাইবেন ইহাতে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে হুকুম না লইলেও সে ডিক্রী সাব্যস্ত থাকিবেক। আর এই ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেব যে ইজারদারের নামে জিলার আদালতে নালিশ করেন তথাকার এবং মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে কালেক্টর সাহেবকে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে কিম্বা আসামীর দাওয়ার জওয়াব দিতে হইলে তাহার খরচা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক আর সে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হয় তথাকার সরকারী উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব হইবেক কালেক্টর সাহেব সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সমস্ত বেওরা সরকারী উকীলকে জ্ঞাত করাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ১৯ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ২৬ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ২৬ ধা।

স্পেলের বিনাহুকুম জারী না হইবার কথা।

ইজারা বরখাস্তের কারণ ডিক্রী হইলে ৪ হফ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করাইতে অথবা তাহার এওজে দণ্ড লইতে ঐ শ্রীযুত আজ্ঞা করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে দণ্ড লইবার হুকুম হইলে তাহা যে রূপে যে আদালতের মারফতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

এই ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের যে দাওয়া হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের উকীলের মারফতে হইবার ও তাহার খরচা সরকার হইতে দিবার কথা।

১১৪। ১৯ ঊনবিংশতি ধারাক্রমে কোন ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত হইলে তাহার মালগুজারীর যে টাকা আমীনের মারফতে তহসীল হয় তাহার মধ্যে আমীনের যে খরচা মঞ্জুর থাকে তাহা বাদে যে ফাজিল রহে তাহা সেই ইজারদারের হিসাবে মজুরা হইবেক। তাহাতে যে সন সেই ইজারা বরখাস্ত হয় সে সন সেই ইজারদারের শিরে সরকারের কিছু বাকী হইলে তাহা সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিন দিবেক ইহাতে ৩ তৃতীয় ধারার মতে বাকীদারের নামে বাকীর তলবে যে মতে পরওয়ানা জারী হয় সেই মতে কালেক্টর সাহেব এ বাকীর তলবে সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিনের নামে এক পরওয়ানা পাঠাইবেন তাহাতে যদি সেই পরওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সে বাকী সরকারে দাখিল না হয়

ইজারা বরখাস্ত হইলে হিসাব নিষ্পত্তির মতের কথা।

হিসাব নিষ্পত্তির পর যে বাকী হয় তাহা ইজারদার ও তাহার মালজামিনের স্থানে তলব হইবার কথা।

তবে কোন মাসের কিস্তির টাকার তেহাই আন্দাজে তাহার পর মাসের ১৫ পোনরই তারিখতক না দিলে কালেক্টর সাহেব সেই বাকীদারের প্রতি ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে যে মত উদ্যোগ করিতেন সেই মত উদ্যোগ এই মালজামিনের সম্পর্কেও করিবেন বরং যদি সেই ইজারদার হাজির থাকে ও সে সময়ে কয়েদ না রহে তবে তাহার সম্বন্ধেও সেই মত উদ্যোগ করিবেন তাহাতে সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্তের সময়পর্য্যন্ত তাহার মোতালক কোন তালুকদার কিম্বা দরইজারদার অথবা প্রজার স্থানে কিছু মালগুজারীর টাকা পাওনা থাকিলে সেই ইজারদারের সাধ্য আছে যে তাহা উসুলের কারণ তাহার নামে জিলার আদালতে নালিশ করে ইতি। —১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ২০ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ২৭ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ২৭ ধা।

ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের মালজামিন পেয়াদাদিগেরে না মানিলে কিম্বা ধরা পড়িয়া পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলাইলে অথবা ধরা না পড়িতে অসপষ্ট হইলে তাহার সম্পর্কে কালেক্টর সাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

১.১৫। যে কালে কালেক্টর সাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে বাকীর কারণ কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের মালজামিনকে কয়েদ করাইবার নিমিত্তে পরওয়ানা জারী করেন ও সে মালজামিন সে পরওয়ানা না মানে কিম্বা সেই পেয়াদাদিগেরে আপনি কিম্বা অন্য লোকের মারফতে বেদখল করে অথবা ধরা পড়িয়া সেই পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলায় কিম্বা ধরা না পড়িতে পূর্ব্বে অস্পষ্ট হয় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের বাটীতে লুকায় অথবা কোন স্থানে যায় যে তথায় সে পেয়াদাদিগের দখল না হইতে পারে সে কালে এই সকল হেতুতে কালেকটর সাহেব সে বিষয়ের দাওয়ার কৈফিয়ৎ লিখিয়া সেই বাকীর সম্পর্কীয় ভূমি যে জিলার এলাকায় থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারের উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন। তাহাতে কালেক্টর সাহেবের সেই দাওয়া যথার্থ জানাইবার জন্যে জজসাহেবের নিকটে সেই পেয়াদারা কিম্বা অন্য মাতবর দুই জন অথবা অধিক জনে দিব্য করিয়া কহিলে তৎকালে তাহারদিগের কথায় ও তাহারা দিব্য করিয়া আদালতের সওয়ালের যে জওয়াব দেয় তাহাতে যদি জজসাহেবের হৃদ্বোধ হয় যে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া যথার্থ তবে জজসাহেব সেই মালজামিন হাজির হইবার কারণ এই মত এক ইশ্‌তিহারনামা যে সেই মালজামিন সেই ইশ্‌তিহারনামা লিখনের পর দিনহইতে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে আপনি আদালতে হাজির হয় জারী করিবেন। ইহাতে যদি সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের ভূমি সুবে বাঙ্গলা কিম্বা সুবে উড়িষ্যায় থাকে তবে ইশ্‌তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গলা ভাষা ও অক্ষরে ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ভাষায় কি হিন্দী শব্দ ও নাগরী অক্ষরে লেখা যাইবেক ও সে ইশ্‌তিহারনামা লেখা হইলে পর যত ত্বরাতে হয় সে মালজামিনের ঠিকানা সে জিলার মধ্যে থাকিলে তথায় ও সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সদর কাছারীতে ও কালেক্টর সাহেবের দফ্তরখানায় ও জিলার দেওয়ানী আদালতের কাছারীতেও লটকান যাইবেক।

জজসাহেব কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রকৃত জানিলে ৪ হপ্তার মধ্যে মালজামিন আদালতে হাজির হইবার কারণ ইশতিহারনামা জারী করিবার কথা।

ইশ্‌তিহারনামা যে যে ভাষা ও অক্ষরে লেখা যাইবেক ও যে যে স্থানে লটকাইতে হইবেক তাহার কথা।

ইহাতে সেই মালজামিন ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইয়া কালেক্টর সাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিলে এবং কালেক্টর সাহেব ও সেই জামিনের পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিলে যদি কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমা জিলার আদালতের জজসাহেব এই রূপে ডিক্রী করিবেন যে সেই মালজামিনের স্থানে তাহার অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে দণ্ড সরকারে লওয়া যায় ইহতে যদি সেই মালজামিন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার অবধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে না করে তবে জিলার জজসাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শীঘ্র শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর সেই মালজামিন সে মিয়াদের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করিলে যদি তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে না করে তবে এই দুই মতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে ত্বরাতেই পাঠাইবেন। আর মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে যদি সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সের হজুরে দাখিল করিবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে তথাকার জজসাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও মালজামিন কয়েদ হইবার বিষয়ে হইলে তাহাকে যে রূপে কয়েদ রাখিতেন এ মোকদ্দমাতেও তাহাকে সেই রূপে কয়েদ রাখিবেন কালেক্টর সাহেব অব্যাজে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল লইয়া সে ডিক্রীর প্রতি আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখনসহিত বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় তাহা উচিত জানেন্ তাঁহাই কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হুকুম করেন্ ও তদনুসারে অবধারিত কালের মধ্যে আপীল করা যায় ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের

মালজামিন ইশতিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে পর তাহার উপর দাওয়া প্রমাণ হইলে তাহার স্থানে দণ্ড লইতে ডিক্রী হইবার কথা।

মালজামিন মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমার নালিশ করিলে ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইলে পরে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হইলে কিম্বা তথাকার যোগ্য না হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ডিক্রীদিগরের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী সদর দেওয়ানী আদালতে মঞ্জুর হইলে সে কালে তথাকার সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হইলে তাহার কর্ত্তব্যের কথা।

জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে

নামঞ্জুর হইলে যে সকল উদ্যোগ হই বেক তাহার কথা।

যোগ্য হইলেও নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত না হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অবিলম্বে সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেকটর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হয় তবে কালেক্টর সাহেব সত্বর হইয়া জিলার আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেরদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে তথায় সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন তাহাই করিতে কালেকটর সাহেবকে হুকুম দিবেন তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল হইয়া তথায় মফঃসল আপীলের ডিক্রী না মঞ্জুর হইয়া সেই জামিনদারের স্থানে দণ্ড লইবার হুকুম হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন।

জিলার আদালতে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

মফঃসল আপীলে নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার বেওরা কথা।

এই ধারার মোতালক মফঃসল আপীল আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে সেই মালজামিনের উপর যে দণ্ডের ডিক্রী হয় তাহার সংখ্যা সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না। এই ধারানুসারে যে কালে জিলার আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে মালজামিনের স্থানে দণ্ড লইবার বিষয়ে ডিক্রী হয় সে কালে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে তাহার বিবরণ সুগোচর হইয়া তথাকার বিবেচনাক্রমে সে ডিক্রী মঞ্জুরের বিষয়ে যাবৎ ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম না হয় তাবৎ সে ডিক্রী জারী হইবেক না ইহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সে ডিক্রী অবগত হইয়া পরে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা সেই দণ্ড অল্প করিতেই বা হউক যাহা উচিত জানেন তাহাই করিতে হুকুম দিবেন। আর ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে দণ্ডের সংখ্যার বিষয়ে হুকুম হইলে পর যে আদালত হইতে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে যায় সেই আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারী করিবার বিষয়ে যে শক্তি রাখেন সেইরূপ শক্তি সেই দণ্ড উসুলের বিষয়েও রাখিবেন ও সেই দণ্ড তথাকার কালেক্টর সাহেবের স্থানে পঁহুছাইবেন ইহাতে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা অল্প দণ্ড

এই ধারাক্রমে যে কোন আদালতে ডিক্রী হয় তাহা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনাহুকুমে জারী না হইবার কথা।

দণ্ডের টাকা উসুলের মতের কথা।

লইতে হুকুম না হইলেও সে ডিক্রী বহাল থাকিবেক ও যে আদালত হইতে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হুজুরে যায় সেই আদালতের সাহেবেরা সেই দণ্ড উপরের লিখনানুসারে উসুল করিবেন। আর এই ধারাক্রমে কালেক্‌টর সাহেব যে মাল জামিনের নামে জিলার আদালতে নালিশ করেন্‌ তথাকার এবং মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতে কালেকটর সাহেবকে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে কিম্বা আসামীর দাওয়ার জওয়াব দিতে হইলে তাহার খরচা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক আর সে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হয় তথাকার সরকারী উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ২১ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ২৮ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ২৮ ধা।

এই ধারানুসারে কালেক্‌টর সাহেবের যে দাওয়া হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের উকীলের মারফতে হইবার ও তাহার খরচা সরকারহইতে দিবার কথা।

১১৬। যদি কালেক্‌টর সাহেব ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারানুসারে কোন ইজারদারকে কয়েদ করেন ও যে আমীন তাহার ইজারার মহালের মালগুজারী তহসীলে নিযুক্ত হয় সে আমীন সাল আখিরীতক যে টাকা উসুল করে তাহাতে সরকারের বাকী ও সে আমীনের মোতালক সকল ওয়াজিবী খরচ আদায় না হয় অথবা যে ইজারদার কয়েদ না থাকে কিম্বা কয়েদ থাকে ও সাল তামাম হইলে তাহার শিরে গত সনের কিছু বাকী ওয়াজিবী তলব রহে তবে এই দুই মতে কালেক্‌টর সাহেব সেই বাকী টাকা মালজামিনের স্থানে এবং ইজারদারের স্থানেও তলব করিবেন তাহাতে কালেক্‌টর সাহেব সে মালজামিনের নামে সে বাকীর তলবে যে পরওয়ানা জারী করেন্‌ সে পরওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সে বাকী না দিলে কোন বাকীদার কোন মাসের কিস্তির টাকার তেহাই হিস্যার আন্দাজে তাহার পর মাসের পোনরই তারিখতক না দিলে সে বাকীদারের প্রতি কালেক্‌টর সাহেব ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে যে সকল উদ্যোগ করিবেন সেই সকল উদ্যোগ এই মালজামিনের সম্পর্কে বরং সেই ইজারদার কয়েদ না থাকিলে তাহার সম্বন্ধেও করিবেন ও তাহাতে শ্রীযুত গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব হইবেক যে যে সনের বাকীর কারণ ইজারদার ও তাহার মালজামিন কয়েদ রহে তাহার পর সনহইতে সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত করেন্‌ কিম্বা ইজারার মুদ্দত আখিরীতক তাহার মালগুজারীর সরবরাহ সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিনের স্থানহইতে তাহারদিগের করারদাদ মাফিক করাইবেন ইহাতে ঐ শ্রীযুত সেই ইজারা বরখাস্ত করিলে সেই ইজারদারের সাধ্য আছে যে তাহার ইজারা বহাল থাকিতে তাহার তাবে সকল প্রজা ও তালুকদার ও ইজারদারের শিরে যে বাকী টাকা তলব থাকে তাহা উসুলের নিমিত্তে তাহারদিগের নামে জিলার আদালতে নালিশ করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ সা। ২৩ ধা।

বৎসর গতে কোন ভূমির ইজারদারের স্থানে কিছু মালগুজারী বাকী হইলে সে কালে ইজারদার কয়েদ থাকে কিম্বা না থাকে কালেক্‌টর সাহেব তাহা উসুলের কারণ যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

ইজারার ভূমির সন আখিরীতকের বাকী ইজারদারের ও তাহার মাল জামিনের সম্পত্তি নীলামের মুখে উসুল হইবার কথা।

ইজারা পাট্টা বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবার কথা।

বাকীর দায়ী ইজারদার সরকারী বাকী শোধের পর আপন পাওনা বাকীর কারণ আসামীদিগের নামে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২৪ ধারার হুকুম মালজামিনদিগের নিজাধিকার ভূমি ক্রোকের অর্থে চলিবার কথা।

ঐ হুকুম ইজারদারদিগের নিজাধিকারভূমি ক্রোকের প্রতি চলিবার অর্থে বাহুল্য হইবার কথা।

ঐ ভূমি খালাসের মতের কথা।

১১৭। যদি কোন ইজারদারের শিরের মালগুজারীর কিছু টাকা সালআখিরীতে বাকী পড়ে তবে সে সন গতে যত শীঘ্র হইতে পারে সেই ইজারদারের কি তাহার মালজামিনের নিজাধিকারভূম্যাদি যে সম্পত্তি থাকে তাহাই সমেত বস্তু নীলামের দাঁড়াক্রমে নীলামে বিক্রয় হইবেক। এতদ্ভিন্ন হজুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২৩ ধারাক্রমে ইজারার মিয়াদ গত না হইতে সে বাকীর দায়ী ইজারদারের ইজারার পাট্টা সন আইন্দার শুরুতে অর্থাৎ আগামি বৎসর প্রবর্ত্তে বাজেয়াপ্ত করেন কিম্বা ইজারার মিয়াদ গত হইবাপর্য্যন্ত সে ইজারদার ও তাহার মালজামিনের মারফতে মাফিক একরার সরবরাহ লইবেন। তাহাতে যদি হজুর কৌন্সেলে সে পাট্টা বাজেয়াপ্ত হয় তবে সে ইজারদারের সাধ্য আছে যে সরকারী বাকী শোধ হইলে পর তাহার ইজারা আমলের যে বাকী পাওনা মফঃসলী তালুকদার ও কটকিনাদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের স্থানে থাকে তাহা উসুলের কারণ তাহারদিগের নামে উপরের ধারার শেষভাগের লিখনানুসারে নালিশ করিতে পারে। ইহাতে জানিবেন যে এ ধারাক্রমে ঐ উপরের ধারার অগ্রভাগে হুকুম রদ হইল। জানিবেন যে এ আইনমতে বাকীর দায়ী কোন ইজারদার কিম্বা মালজামিন দিয়া থাকে এমত কোন ভূম্যধিকারী বাকীর দায়ে কয়েদ হইলে অথবা তাহার ইজারা কিম্বা অধিকার ভূমি ক্রোক করা গেলে তৎকালে বাকীদারদিগের মালজামিনদিগের নিজাধিকারভূমি ক্রোক ও নীলাম হইবার অর্থে যে হুকুম ঐ ১৪ আইনের ২৪ ধারায় আছে তাহাই সাব্যস্ত থাকিবেক কিন্তু ভূমি ক্রোক ও নীলামের সংক্রান্ত হুকুমের ফেরফার যে রূপে এ আইন মতে হইয়াছে সেই রূপ বলবৎ রহিবেক। এবং এইক্ষণে সেই হুকুম এই ধারাক্রমে কয়েদহওয়া বাকীর দায়ী ইজারদারদিগের নিজাধিকারভূমি ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রতিও চলিবেক ও সে বাকী শোধ দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার নিজাধিকারভূমি তদনুসারে খালাস হইবেক যদনুসারে বাকী শোধ পড়িবার দ্বারা ইজারদারের নিজাধিকারভূমির ক্রোক খালাসীর হুকুম আছে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৬ প্র।

যে সময়ে কালেক্টর সাহেব মালজামিনকে কয়েদ করেন সে সময়ে বাকী আদায়ের আন ও আনে তাহার ভূমি ক্রোক করিবার কথা।

মালজামিনের কিছু ভূমি সে জিলায় না থাকিলে কালে

১১৮। যে সময়ে কালেক্টর সাহেব এই আইনের লিখিত হেতুক্রমে কোন ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালজামিনকে কয়েদ করিতে চাহেন সে সময়ে কালেক্টর সাহেব সত্বর হইয়া সেই মালজামিনের যে কিঞ্চিৎ ভূমি বিক্রয় করিলে সে বাকী আদায় হইতে পারিবার অনুমান করেন তাহা ৬ ষষ্ঠ ধারাক্রমে ক্রোক করিয়া তথাকার তহসীলে জনেক আমীন নিযুক্ত করিবেন। তাহাতে সেই মালজামিনের কিছু ভূমি সে জিলায় না থাকিলে কালেক্টর সাহেব সেই মালজামিনের যে ভূমি অন্য জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের স্থানে সেই তলবের টাকার ও যে ভূমি ক্রোক হইবেক তাহার তায়দাদ নিদর্শনী আপনার লিখনসুদ্ধা জনেক আমিন

কে ধার্য্য করিয়া পাঠাইবেন তথাকার কালেক্টর সাহেব আপনার জনেক পেয়াদাকে হুকুম করিবেন যে আমীনকে সে ভূমি দেখাইয়া দেয় ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যাবৎ সে ভূমি নীলামের হুকুম শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে না পান তাবৎ আমীন সে ভূমি ক্রোক রাখে ও সে আমীন সে ভূমির যাহা তহসীল করে তাহাতে আমলাসমেত আপন সমস্ত খরচ বাদ দিয়া বাকী সেই ভূমির মালগুজারীতে যে জিলায় সে ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক ও সে মালগুজারী শোধ পড়িয়া কিছু ফাজিল হইলে তাহা যে বাকীর কারণ সে ভূমি ক্রোক হইয়া থাকে সেই বাকীর আদায়ে আনিবেক ইহাতে মালজামিনের যে ভূমি ক্রোক হয় সে ভূমি যদি এমত অল্প হয় যে তাহার উৎপন্নে আমীনের সকল খরচ পোষায় না তবে যে কালেক্টর সাহেব সেই মালজামিনের স্থানে বাকী টাকার তলব রাখেন সেই কালেক্টর সাহেব সেই ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে লিখিবেন যে সে ভূমির নিকটে তাঁহার তরফ যে তহসীলদার কিম্বা তহসীলের এলাকার অন্য যে কেহ থাকে তাহাকে সেই ভূমির এতমামের বিষয়ে হুকুম দেন ও অন্য জিলার কালেক্টর সাহেব প্রথম জিলার কালেক্টর সাহেবের লিখনানুসারে কার্য্য করেন আর যে কেহ উপরের লিখনক্রমে সেই ভূমির এতমামদারীতে প্রবৃত্ত হয় ৬ ষষ্ঠ ধারার মতে যে সকল বিষয়ে আমীনের কর্ত্তব্য হইত ও যে নিষেধ ও বিধির হুকুম আমীনের সম্পর্কে চলিত সেই সকল বিষয় সেই এতমামদারের কর্ত্তব্য হইবেক ও তাহার প্রতিও সেই সকল নিষেধ ও বিধির হুকুম চলিবেক ইহাতে যে জিলার কালেক্টর সাহেবের এলাকায় সে ভূমি থাকে সে জিলার কালেক্টর সাহেবের নামে সেই ক্রোকী মোকদ্দমার নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু যে কালেক্টর সাহেবের লিখনানুসারে সে ভূমি ক্রোক হয় সে কালেকটর সাহেবের জিলায় সে ভূমি থাকিলে সে ভূমির ক্রোকের মোকদ্দমার জওয়াব যে রূপে তাঁহাকে দেওয়া উচিত হইত সেইরূপে এ বিষয়েও তাঁহার জওয়াব দেওয়া উচিত হইবেক। আর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সনে যে ভূমির বাকী পড়ে সেই সনের মধ্যে কিম্বা সেই সনগতে সে ভূমি নীলাম হইবার বিষয়ে যাহা উচিত জানেন তাহার হুকুম শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে লন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ২৪ ধা। —বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৩০ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৩০ ধা। ১। ২। ৩ প্র।

ক্টর সাহেব বাকী উসুলের জন্যে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে ভূমি নীলামের আজ্ঞা লইবার কথা।

১৭ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের নামে কয়েদহওয়া বাকীদারেরদের নালিশকরণ।

১১১। সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের শত্তার্থে লেখা যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেবেরা তাহারদিগের করারদাদ সেও

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা করা

রদাদহইতে বেশী দিলে তাহা যেমতে পাইবেক তাহার কথা।

য়ায় কিছু টাকা অন্যায়ক্রমে বেশী হইলে সে কারণে তাহারদিগের যে ক্ষতি হয় তাহা তাহারা বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে ইহা নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে কালেক্টর সাহেবদিগের কেহ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারাক্রমে যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারদের স্থানে মালগুজারীর বাকী কহিয়া যে দাওয়া করেন্ তাহা সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে কিছু যদি সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার স্বীকার ও কবুল না করে তবে এক লিখনের দ্বারা সেই অস্বীকারের বেওরা লিখিয়া কালেক্টর সাহেবকে সংবাদ দিবেক অথবা যদি কোনমতে তাহার উপর দাওয়া না হইবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের সেই দাওয়া সমস্ত দেয় তবে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার সেই অন্যায় দাওয়া দিবার বিষয়ে সেই কালেক্টর সাহেবের নামে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক তাহাতে সেই আদালতের জজসাহেব অন্যায়ক্রমে যত টাকা কালেক্টর সাহেবের লওয়া প্রমাণ জানেন্ তত টাকা সেই ফরিয়াদীর ন্যায্য প্রাপ্তব্য অর্থাৎ হক নির্দ্দিষ্টে ডিক্রী করিবেন সেই ডিক্রীর মতে কালেক্টর সাহেব যে দিনে যত টাকা লইয়া থাকেন সেই দিন ইস্তক ডিক্রীর তারিখ লাগাইৎ তত টাকার সুদ বৎসরে শত তঙ্কায় বার টাকার হিসাবে ধরিয়া সুদ সমেত সেই টাকা সরকারের খাজানাখানা হইতে সেই ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক এবং কালেকটর সাহেবেরা সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদার কিম্বা ইজারদারদিগের জামিনদারদিগের স্থানে সরকারের তরফে টাকা লইলে সে বিষয়ের প্রতি যে সকল হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনে লেখা যায়। এই ধারাক্রমে কেহ কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিলেও তাঁহার উপর সেই সকল হুকুম চলিবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ১২ ধা।—বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ২৩ ধা।

কয়েদীরা আপনারদিগেরে কয়েদ রাখাইবার হেতু কালেক্টর সাহেবের স্থানে জিজ্ঞাসা করিবার কারণ জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবার সাধ্য রাখিবার ও তাহাতে জজসাহেবের মতের কথা।

১২০। এই আইনের মতে মালগুজারী কিম্বা সরকারের অন্য পাওনা টাকার কারণ আদালতের ডিক্রীমতে অথবা বিনাডিক্রীতে যে কেহ কয়েদ হয় তাহার সাধ্য আছে যে জিলার আদালতে জজ সাহেবের নিকটে সে বিষয়ের এমত দরখাস্ত করে যে তদনুসারে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন যে সে লোককে কিহেতুক কয়েদ রাখেন তাহাতে যে লোক সেই দরখাস্ত করে সে যদি সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা জিলার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীমতে কয়েদ রহে ও সে নিমিত্তে আপীল করিবার যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সেই মিয়াদ গত হইয়া থাকে তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার মোকদ্দমা প্রকৃত কি অপ্রকৃত তাহার বেওরা বিবেচনা না করিয়া কেবল তাহাই তহকীক করেন যে যে লোক দরখাস্ত করে সে লোক ডিক্রীর টাকা ও কয়েদ হইতে তাহার শিরে যে টাকা তলব হইয়া থাকে তাহা দিয়াছে কি না। ইহাতে যদি সে লোক আদালতের ডিক্রীক্রমে কয়েদ

আদালতের বি

না হইয়া থাকে বরং এই আইনের মতে বাকীদারদিগেরে কয়েদ করিবার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের যে শক্তি আছে তদনুসারে কয়েদ হইয়া আপন শিরের তলবের টাকা অসঙ্গত দাওয়া কহিয়া দিতে আপত্তি করে তাহাতেও জজসাহেবের উচিত যে তাহার মোকদ্দমা প্রকৃত কিম্বা অপ্রকৃত তাহার বেওরা বিবেচনা না করিয়া এমত করেন্ যে সেই ব্যক্তি ১২ দ্বাদশ ধারার লিখনানুসারে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করে আর জানিবেন যে ঐ ১২ দ্বাদশ ধারার লিখিত সমস্ত বিষয় কেবল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের অবস্থার প্রতি তৎপর না হইয়া মালজামিন ও নীলামী ভূমির খরীদারদিগের গতিতেও গুরুতর হইবেক কিন্তু যদি কয়েদী লোক আপন শিরের তলবের টাকা ও সে কয়েদ হইলে পর যাহা তাহার শিরে তলব হয় তাহা যথার্থ মানিয়া কহে যে আমি তাহা বেবাক দিয়াছি তবে জজসাহেবের উপযুক্ত যে সেই কয়েদী আসামী সে টাকা দিয়াছে কি না তাহা তহকীক করেন্ ও সেই সকল তহকীক নয়া মোকদ্দমার সম্বন্ধীয় না বুঝিয়া পূর্ব্ব বিচারের অবশেষ জ্ঞান করেন্ ও জজসাহেব সেই কয়েদীর হিসাবদৃষ্টে যে সময়ে নিশ্চয় জানেন্ যে সেই ব্যক্তি যে টাকার কারণ কয়েদ হইয়াছে তাহা সমস্তই দিয়াছে তবে সে সময়ে যদি সেই কয়েদী জামিন ও একরারনামা এই মজমুনে দাখিল করে যে আমি যে টাকা দিয়াছি তাহাছাড়া কালেক্টর সাহেব যে টাকার দাওয়া আমার উপর রাখেন্ সে টাকা এ মোকদ্দমার আপীল হইলে যদি সরকারের ন্যায্য প্রাপ্তব্যের উপর ডিক্রী হয় দিব তবে তাকে খালাসী দিবেন আর যদি কালেক্টর সাহেব জজসাহেবের কৃত নিষ্পত্তিতে সম্মত হন্ তবে জজসাহেব সেই কয়েদীর স্থানে জামিন ও একরারনামা না লইয়া তাহাকে খালাসী দিতে পারিবেন ও যদি কালেক্টর সাহেব জজসাহেবের কৃত নিষ্পত্তি স্বীকার না করেন্ ও সেই কয়েদী জামিন ও একরারনামা দাখিল না করে ও কালেক্টর সাহেব নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল না করেন্ তাহাতেও জজসাহেবকে চাহি যে সেই কয়েদীর স্থানে জামিন ও একরারনামা না লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন্ ও যদি জজসাহেব বিচার করিলে পরে প্রকাশ পায় যে সেই কয়েদী তাহার শিরের তলবের যে টাকার কারণ কয়েদ হইয়াছে সে টাকার মধ্যে কিছু কিম্বা সে টাকা সমস্তই আদায় হয় নাই তবে তাহাতে সেই ব্যক্তি যদি সেই টাকার নিমিত্তে এক বৎসরের অধিক কয়েদ রহিয়া থাকে ও জজসাহেবের কৃত এমত নিষ্পত্তি স্বীকার করে যে আপনি খালাস হইলে পর সে টাকা মাফিক কিস্তিবন্দী এক বৎসরের মধ্যে দিবেক তবে সেই কয়েদী এমত মজমুনে একরারনামা লিখিয়া দিলে জজসাহেব তাহাকে কয়েদহইতে খালাসী দিবেন ইহাতে কালেক্টর সাহেব ও কয়েদী আসামীর ক্ষমতা আছে যে এই ধারার লিখিত নিষ্পত্তির উপর ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ আইনের সমস্ত মোকদ্দমার আপীলের বিষয়ের যে বিবরণ লেখা আছে তাহা জ্ঞাত হইয়া আপীল করেন্ আর কালেক্টর সাহেবদিগের জন্যে সকল মোকদ্দমার নিষ্প

না ডিক্রীতে কেহ কয়েদ হইলে তাহার প্রতি যে যে হুকুম ও তদবীর হইবেক তাহার কথা।

ত্তির প্রতি যে যে স্বরা ৩০ ত্রিংশৎ ধারায় লেখা আছে সেইং স্বরা এই ধারার লিখনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবেক তাহার প্রতি চলন হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ২৯ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৩৫ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৩২ ধা।

কালেক্টর সাহেব কাহারও স্থানে মালগুজারীর টাকা তলব করিলে কিম্বা লইলে তাহা আদালতে অযথার্থ ঠাহরিলে তাহাতে কালেক্টর সাহেবের যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১২১। যে সময় কোন জিলার দেওয়ানী আদালতে মালগুজারীর মোকদ্দমা এই মতে নিষ্পত্তি হয় যে কালেক্টর সাহেব যে মালগুজারীর বাকী টাকা এই আইনের মতানুসারে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের স্থানে তলব রাখেন্ অথবা উসুল করিয়া থাকেন্ তাহার মধ্যে কিছু কিম্বা তাহা সমস্তই প্রকৃত পাওনা নহে তবে সে সময়ে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সরকারের উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জজসাহেবের স্থানে চাহেন ও জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে অব্যাজে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল কালেক্টর সাহেবকে দেন ও কালেক্টর সাহেব সেই ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সেই ডিক্রীর উপর আপনি যে আপত্তি রাখেন্ সেই আপত্তির নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা দেখিয়া যদি বুঝেন্ যে সে মোকদ্দমার ডিক্রী অন্যায় হইয়াছে তবে কালেক্টর সাহেবকে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে অনুমতি করিবেন তাহাতে যদি মফঃসল আপীল আদালতে সে ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে কালেক্টর সাহেব মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল তথাকার সাহেবদিগের স্থানে চাহিবেন ও সেই আপীলের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল কালেক্টর সাহেবকে দিবেন কালেক্টর সাহেব সেই ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সে মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে সেই আপত্তির নিদর্শনী লিখন ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে চালান করিবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া যদি জানেন্ যে সেই মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী অন্যায় হইয়াছে তবে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে কালেক্টর সাহেবকে তথায় তাহার আপীল করিবার কারণ হুকুম করিবেন ও যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী যথার্থ জানেন তবে সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে কালেক্টর সাহেবকে নিষেধ করিবেন। আর জানিবেন যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবকে অনুমতি করিলে তাহাতে কালেক্টর সাহেবের উপর যে খরচা কিম্বা দণ্ড দিতে জিলার আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক আর তদনুসারে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা জিলার আদালতের ডিক্রী যথার্থ জানিয়া আপীল করিতে অনুমতি না

যে কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করিতে কালেক্টর সাহেবকে অনুমতি করেন সে সময়ে

করেন্ তাহাতে কালেক্‌টর সাহেবের উপর যে খরচা ও দণ্ড দিতে জিলার আদালতের ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার নিশা কালেক্‌টর সাহেব নিজহইতে করিবেন কিন্তু ঐ বোর্ডের সাহেবেরা জিলার আদালতের ডিক্রী যথার্থ জানিলেও কালেক্‌টর সাহেবের সাধ্য আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল করেন্ তাহাতে যদি মফঃসল আপীল আদালতে কালেক্‌টর সাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে সে কারণে কালেক্‌টর সাহেবের উপর যে খরচা ও দণ্ড দিতে মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হয় তাহা কালেক্‌টর সাহেব নিজহইতে দিবেন ইহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমমাফিক কালেক্‌টর সাহেবকে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে হয় সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কালেক্‌টর সাহেবের তরফহইতে সরকারী উকীলে করিবেক ও তাহার খরচা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩০ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৩৬ ধা—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা ২৭ আ। ৩৩ ধা।

জিলার আদালতে যে খরচা ও দণ্ড দিতে কালেক্‌টর সাহেবের প্রতি ডিক্রী হয় তাহা সরকার হইতে দেওয়া যাইবার কথা।

১২২। ৯ নবম কিম্বা ১০ দশম অথবা ১২ দ্বাদশ কিম্বা ১৪ চতুর্দ্দশ অথবা ২২ দ্বাবিংশতি কিম্বা ঊনত্রিংশৎ ধারার লিখিত সকল বিষয়ানুসারে জিলার আদালতে কালেক্‌টর সাহেবের নামে নালিশ হইয়া তথায় ফরিয়াদীর দাওয়া অপ্রমাণ হইয়া ডিক্রী হইলে ও ফরিয়াদী সে নিষ্পত্তিতে সম্মত না হইয়া মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করিলে কালেক্‌টর সাহেব মফঃসল আপীল আদালতে জনেক উকীলকে আপন তরফহইতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ প্রবৃত্ত করিবেন তাহাতে যদি জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে মঞ্জুর হয় ও ফরিয়াদী তাহাতেও সম্মত না হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে শুনা যায় তবে কালেক্‌টর সাহেব আপন তরফ হইতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সদর দেওয়ানী আদালতে এক জন উকীলকে প্রবৃত্ত করিবেন। আর যদি জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হয় তবে কালেক্‌টর সাহেব মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের স্থানে জিলার আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল চাহিবেন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র সেই সকল নকল কালেক্‌টর সাহেবকে দিবেন কালেক্‌টর সাহেব তাহা সমেত মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর উপর যে আপত্তি রাখেন্ তাহার নিদর্শনী লিখন ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী অন্যায় বুঝেন্ তবে কালেক্‌টর সাহেবকে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে অনুমতি দিবেন। আর যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করণ অনুচিত জানেন্ তাহাতেও কালেক্‌টর সাহেবের সাধ্য

কালেক্‌টর সাহেবের নামে যে সকল মোকদ্দমার নালিশ হয় তাহার মধ্যের যে যে মোকদ্দমার উত্তরপ্রত্যুত্তর সরকারের উকীলকে করিতে অনুমতি করিবেন তাহার কথা।

জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে সাব্যস্ত না হইলে কালেক্‌টর সাহেবের যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী গ্রাহ্য না করিলে সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে কালে

কটর সাহেবকে অনুমতি করিবার কথা।

আছে যে সে মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে করেন্ কিন্তু তাহাতে যদি কালেক্টর সাহেবের দাওয়া সদর দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ না হয় তবে যে খরচা ও দণ্ড দিতে সদর দেওয়ানী আদালতে কালেক্টর সাহেবের উপর ডিক্রী হয় তাহা কালেকটর সাহেব নিজহইতে দিবেন। আর যে কালে কালেক্টর সাহেব ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে এই ধারার লিখিত বিষয়ানুসারে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন অথবা রিস্পণ্ডেণ্ট অর্থাৎ আপীলের আসামী হন্ তবে তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের তরফ উকীলে করিবেক ও তাহার খরচা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক ও সে মোকদ্দার যে সওয়াল ও জওয়াবকরণ আবশ্যক হয় তাহা করিতে কালেক্টর সাহেব সরকারী উকীলকে সমাচার ও অনুমতি করিবেন ইতি।— ১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩১ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৩৭ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৩৪ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিনা অনুমতিতেও সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে কালেকটর সাহেবের শক্তি থাকিবার ও তাহার খরচা তাঁহার নিজহইতে দিতে হইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিতে কালেক্টর সাহেব যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন্ তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারী উকীলে করিবার ও তাহার খরচা সরকারহইতে দিবার কথা।

জিলার আদালতসকলে কালেক্টর সাহেবদিগের নামে যে নালিশ হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব কারণ ঐ সাহেবেরা সেই সকল জিলার আদালতের উকীলদিগেরে নিযুক্ত করিবার ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিনাঅনুমতিতে আপীল করিলে আপীল আদালতের উকীলদিগেরে তাহার সওয়াল ও জওয়াব কারণ প্রবৃত্ত করিবার কথা।

১২৩। এই আইনের লিখিত বিষয়ানুসারে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তাহার মালজামিন কিম্বা নীলামী ভূমির খরীদারের স্থানে কালেক্টর সাহেব সরকারের প্রস্থে যে টাকা তলব করিয়া অথবা লইয়া থাকেন্ সে মোকদ্দমায় কিম্বা সরকারের প্রকৃত পাওনাছাড়া আপন লাভের জন্যে যে টাকা ঐ সকল ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির স্থানে তলব করিয়া অথবা লইয়া থাকেন সে মোকদ্দমায় কিম্বা এই আইনের হুকুমের অন্যথায় কোন কার্য্য করিলে সে মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের নামে জিলার আদালতে কোন নালিশ হইলে কিম্বা কালেক্টর সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিনাঅনুমতিতে আপীলে নালিশ করিয়া থাকিলে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কালেক্টর সাহেব সেই আদালতের এক জন উকীলকে সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে হুকুম দিবেন ইতি।— ১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩২ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৩৮ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৩৫ ধা।

এই আইনের মতে কালেক্টর সাহেবের নামে যে

১২৪। কালেক্টর সাহেব আপন লাভের জন্যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মালজামিন কিম্বা নীলামী ভূমির খরীদারের স্থানে যে টাকা তলব করিয়া কিম্বা লইয়া থাকেন্ সে মোকদ্দমায়

অথবা সরকারের যাবদীয় দাওয়াছাড়া যে সকল মোকদ্দমা এই ধারার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমার বাহির জ্ঞান হইয়া এই আইনের লিখিত বিষয়ানুসারে নিতান্ত তাহার বিচার করিবার নির্ণয় আছে ও বিচার হইবেক তাহাতে এই আইনের অন্যথায় আবৃত হন্ ও সে সকল মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের নামে যে কালে জিলার আদালতে নালিশ উপস্থিত হয় সে কালে কালেক্টর সাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন না এমত সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব ও ফরিয়াদীর নিজের জ্ঞান করা যাইবেক ও সরকারের চাকরছাড়া অন্যং লোকের যে সকল মোকদ্দমার জওয়াব তাহারা আদালতে রুজু হইয়া দিবার বিষয়ে যেরূপে হুকুম আছে সেই রূপে কালেক্টর সাহেবেরা এ সকল মোকদ্দমার জওয়াব দিয়া যে খরচা ও দণ্ড দিতে তাঁহারদিগের শিরে ডিক্রী হয় তাহা নিজহইতে দিবেন ইতি। —১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৩ ধা।— বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৩৯ ধা।— দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৩৬ ধা।

সকল মোকদ্দমার নালিশ হয় তাহার মধ্যে যে যে মোকদ্দমা ঐ সাহেবের নিজের সম্পর্কীয় তাহারও ঐ সাহেব তাহার সওয়াল ও জওয়াব যেমতে করিবেন তাহার কথা।

১২৫। ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ধারার লিখনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবদিগের নিজের সম্পর্ক রাখে আদালতের ডিক্রীমতে সে সকল মোকদ্দমায় যে লাভ হইবেক তাহাতে তাঁহারদিগের স্বত্ব তাহাছাড়া কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার বিষয়ক্রমে যে যে নালিশ আদালতসকলে করেন কিম্বা তদনুসারে তাঁহারদিগের নামে যে যে নালিশ হয় সেইং মোকদ্দমায় কোন প্রকারে তাঁহারদিগের লাভ দর্শিবেক না। আর সেইরূপে যদি আদালতে প্রমাণ হয় যে কালেক্টর সাহেবেরা সরকারের পাওনা টাকা উসুলের বিষয়ে এই আইনের অন্যথা করেন নাই তবে সে কারণে কালেক্টর সাহেবেরাও কিছু নোকসানের দায় ঠেকিবেন না। কিন্তু উপরের লিখিত বিষয়দৃষ্টে কালেক্টর সাহেবেরা ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ধারার লিখনানুসারছাড়া অপর সকল মোকদ্দমায় যে খরচা ও দণ্ড কোন আদালতের ডিক্রীক্রমে পান তাহা আপনারদিগের মাসকাবারী হিসাবে সরকারের জমা খরচের সিরিস্তায় লেখাইবেন। আর এই আইনের মতে সরকারের উকীলের মারফতে সওয়াল ও জওয়াব হইয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় ও তাহার খরচা এই আইনের হুকুমসকলের মতে সরকারহইতে দিতে হয় ও যে সকল মোকদ্দমার ও দণ্ডের নিশা প্রথম কালেক্টর সাহেবের করণ উচিত হইয়া পশ্চাৎ সরকারহইতে তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য হয় কালেক্টর সাহেব সে সকল মোকদ্দমায় যে খরচ করেন্ সেসকল খরচ মাসকাবারী হিসাবে অন্যং খরচের নীচে কিম্বা অন্য ফর্দ্দে অথবা আলাহিদা সিরিস্তায় লেখাইতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যেমত হুকুম দেন্ তদনুসারে কার্য্য করিবেন কিন্তু ঐ সকল খরচ লিখিবার বিষয়ে যাবৎ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম না পান্ তাবৎ কোন প্রকারে সে সকল খরচ মাসকাবারী হিসাবে দাখিল করাইবেন না

৩৩ ধারার লিখিত সকল মোকদ্দমাছাড়া এই আইনের মতের অন্য যে যে মোকদ্দমা আদালতসকলে উপস্থিত হয় তাহাতে কালেক্টর সাহেবদিগের লাভ না হইবার কথা।

কালেক্টর সাহেব এই আইনের অন্যথা না করিলে আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমায় নোকসানের দায় না ঠেকিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা আদালতের ডিক্রীক্রমে যে খরচা ও দণ্ড পান্ তাহা নির্দ্ধারিত বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে সরকারের জমা খরচের সিরিস্তায় দাখিল করিবার কথা।

আদালতের ডিক্রীক্রমে যে খরচা

ও দণ্ড সরকারহইতে দেন তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেব দিগের হুকুম হইলে পর সরকারের খরচের সিরিস্তায় দাখিল করিবার কথা।

ও যাবৎ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি না হয় তাবৎ সে সকল খরচের জওয়াব দিবার ভার কালেক্টর সাহেবদিগের শিরে রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৪ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪০ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৩৭ ধা।

যে কালে আদালতের ডিক্রীক্রমে খরচা কিম্বা দণ্ড কালেক্টর সাহেবের স্থানহইতে দেওয়ান যায় সে কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাহা কালেক্টর সাহেবের দিবার ভার উচিত না জানিলে সে সংবাদ শ্রী যুতের কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা করিবার কথা।

১২৬। এই আইনের মোতালক যে যে মোকদ্দমায় কিছু খরচা কিম্বা দণ্ড আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন কালেক্টর সাহেবের স্থান হইতে দেওয়ান যায় ও কালেক্টর সাহেব সে সংবাদ বোর্ড রেবিনিউতে দিলে পর যদি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিশ্চয় বোধ হয় যে সেই খরচাদিগর কালেক্টর সাহেবের দেওয়া যথার্থ নহে তবে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে বিষয়ের সমাচার শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদর কৌন্সেলের হজুরে করিবেন তদৃষ্টে ঐ শ্রীযুত তাহা কালেক্টর সাহেবের দেওয়া যথার্থ হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৫ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪১ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৩৮ ধা।

আদালতের ডিক্রীক্রমে খরচা ও দণ্ড কালেক্টর সাহেবদিগের দেনা হইলে তাহাতে যে যে বিষয়ে ঐ সাহেবদিগের স্থানে মালজামিন লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১২৭। এই আইনের মোতালক যে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণ কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য হয় তাহাতে কোন প্রকারে কালেক্টর সাহেবের স্থানে মা[illegible] মালজামিন লওয়া যাইবেক না আর এই আইনের যে যে হুকুমমতে যে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের উকীলের মারফতে হয় ও তাহার খরচাদেওয়া সরকারের সহিত এলাকা রাখে সে খরচা দিবার ও ডিক্রীর টাকার নিশার কারণ কোন কালেক্টর সাহেবের স্থানে মালজামিন তলব হইবেক না কিন্তু যে যে মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেব সরকারের পক্ষে যে টাকা তলব করিয়া অথবা লইয়া থাকেন্ তাহার খরচা ও দণ্ডের নিশা কদাচিৎ কালেক্টর সাহেবকে নিজে করণ উচিত হইলে তাহাতে অন্যং লোকের স্থানে তাহারদিগের যাবদীয় মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ডের নিশার জন্যে যেরূপে মালজামিন লওয়া উচিত হয় সেই রূপে কালেক্টর সাহেবের স্থানেও মালজামিন লওয়া যাইবেক কিন্তু আদালতে উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার খরচা সরকারহইতে দিবার এলাকা রাখে সে মোকদ্দমার ডিক্রীর টাকা দিবার বিষয় হইলে তদর্থে কালেক্টর সাহেবের স্থানে মালজামিন লওয়া যাইবেক না যে সময়ে ৩৩ ধারার লিখিত যে যে মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ হয় সে সময়ে সেই রূপ সকল মোকদ্দমায় আদালতের ডিক্রীর টাকা দিবার ও সকল খরচার নিশা করিবার কারণ যেমতে অন্যং লোকের স্থানে মালজা

মিন লওয়া যায় কালেক্টর সাহেবের স্থানেও সেইমতে মালজামিন লওয়া যাইবেক তাহাতে কালেক্টর সাহেবের শিরে ৩৩ ধারার লিখনানুসারে যে যে মোকদ্দমার টাকা দিবার বিষয়ে ডিক্রী হয় কিম্বা এই আইনের যে যে হুকুমের মতে যে খরচা কিম্বা দণ্ডের নিশা কালেক্টর সাহেবের করণ উচিত হয় ও সে সকল খরচা যদি সময় শিরে না দেন্ তবে জজসাহেব সে টাকা কালেক্টর সাহেবের মাল জামিনের স্থানে দস্তুরমাফিক উমুল করিবেন তাহাতে যদি জজসাহেব সে টাকা সেই মালজামিনের স্থানে উমুল করিতে না পারেন্ তবে জজসাহেব সে বিষয়ের বেওরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা করিবেন ঐ শ্রীযুত তাহা সরকারের খাজানাহইতে দেওয়াইয়া তাহার নিশা কালেক্টর সাহেবের মাহিয়ানা হইতে দেওয়াইবেন। আর যে সকল বিষয়ে কালেক্টর সাহেব কোন আদালতের ডিক্রী না মানেন্ সে আদালতের জজসাহেব সেই মোকদ্দমার মাফিক কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহার দণ্ড দিতে হুকুম করিবেন তাহাতে যদি কালেক্টর সাহেব সেই দণ্ডের টাকা না দেন্ তবে জজসাহেব তাহার বেওরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা করিবেন ঐ শ্রীযুত সেই দণ্ড মঞ্জুর করিলে তাহার নিশা কালেক্টর সাহেবের মাহিয়ানাহইতে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৬ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪২ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৩৯ ধা।

কালেক্টর সাহেব আদালতের ডিক্রী না মানিলে তাঁহার প্রতি যে উদ্যোগ করিতে হইবেক তাহার কথা।

১২৮। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবেরা কোন আদালতের ডিক্রীমতে খরচা ও দণ্ডের যে টাকা পান তাহা তাঁহারদিগের মাসকাবারী হিসাবে যেমতে জমা করিতে হয় তাহার হুকুম করেন্ ও যে মোকদ্দমার খরচার নিশা সরকারহইতে করিতে হয় ও যে মোকদ্দমার খরচা প্রথম কালেক্টর সাহেবের শিরে দেনা হইয়া পশ্চাৎ সরকারহইতে দিতে হয় সেই সকল বিষয়ে যে টাকা খরচা ও দণ্ড কালেক্টর সাহেবেরা দেন সে সকল খরচ তাঁহারদিগের মাসকাবারী হিসাবে অন্যং খরচের নীচে কিম্বা মতান্তরে লিখিতে কালেক্টর সাহেবদিগেরে অনুমতি করিবেন উপরের লিখিত সকল টাকার জমা ও খরচ ও আদালতের ডিক্রীমতে যে সকল টাকা সরকারহইতে দিতে হয় এবং আদালতের ডিক্রীমতে যে সকল টাকায় সরকারের স্বত্ব না হয় তাহার নিদর্শন কাগজপত্র যাহা আবশ্যক চাহিতে হয় তাহা কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে তলব করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৭ ধা।—বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪৩ ধা।—দত্ত দেশ। ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৪০ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা এই ধারার লিখিত যে যে মোকদ্দমায় আদালতের ডিক্রীমতে যে খরচা ও দণ্ড পান্ কিম্বা দেন তাহা যেরূপে আপনারদিগের মাসকাবারী হিসাবে লিখিবেন তাহা লিখিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিবার ও সে সকল টাকার ও অন্যং টাকার জমা খরচের নিদর্শনী কাগজপত্র যাহা আবশ্যক চাহি তাহাও কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে তলব করিবার কথা।

এই আইনের মতে কোন আদালত হইতে কালেক্টর সাহেবের নামে যে সকল হুকুম হয় তাহা সেই কালেক্টর সাহেবের স্থানে পঁওছাইবার মতের কথা।

১২৯। এই আইনের লিখনানুসারে কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে আদালতের যে হুকুম কালেক্টর সাহেবের নামে যে সময়ে হয় সে সময়ে সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেব সেই হুকুমলিখন পত্রের ন্যায় খাম করিয়া তাহার খামের উপর আপন পদের ধ্বনি দিয়া আপন নাম লিখিয়া সেই কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন কালেক্টর সাহেব সেই হুকুম পঁহুছিবার তারিখে সেই হুকুমের রসীদ মতে এক লিখন সেই রেজিষ্টর সাহেবকে লিখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৮ ধা।—বারাণ ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪৪ ধা।—দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৪১ ধা।

আদালতের যে সকল উকীল কালেক্টর সাহেবদিগের তরফে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবে প্রবৃত্ত থাকে তাহারদিগের কাগজপত্র এবং ঐ সাহেবদিগের হুকুমলিখন ডাকের রসুম না দিয়া চালানের কথা।

কালেক্টর সাহেব আদালতের উকীলের নামের লিখনের খামের উপর অন্য কাগজ মড়িয়া সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নামে শিরনামা দিয়া ও আপন মোহর করিয়া পাঠাইবার কথা।

আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে কালেক্টর সাহেব কার্য্য ত্যাগ করিলেও উকীলের নামের পত্রাদি বিনা রসুমে সরকারী ডাকে পাঠাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

*কালেক্টর সাহেবদিগের তরফ মো

১৩০। কালেক্টর সাহেবেরা আপন২ কার্য্যে বহাল থাকিতে কিম্বা কার্য্য ত্যাগ করিলে ৩৩ ধারার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমাসুদ্ধা এই আইনের* লিখনানুসারে যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব যে কালে তাঁহারদিগের করিতে হয় সে কালে যাবৎ সে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাবৎ সেই কালেক্টর সাহেবদিগের পক্ষে সওয়াল ও জওয়াব করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের যে সকল উকীল প্রবৃত্ত থাকে তাহারদিগের সহিত সেই কালেক্টর সাহেবদিগের উভয়তঃ পত্রাদি অনায়াসে চলিতে পারিবার কারণ কালেক্টর সাহেবদিগের শক্তি আছে যে সে সকল উকীলকে যে সময়ে যে হুকুম লিখিতে উচিত জানেন্ সে সময়ে তাহা লিখিয়া রসুম না দিয়া সে লিখন ডাকে পাঠান্। এবং সেই লিখনের খামের উপর উকীলের নাম লিখিয়া আপন মোহর করিয়া তাহার উপর অন্য কাগজ মড়িয়া তাহাতে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নামে শিরনামা ও সেই খামের অন্য পৃষ্ঠে আপন পদের ধ্বনিতে নিজ নাম লিখিয়া ও আপন মোহর করিয়া সেই রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন রেজিষ্টর সাহেব সেই লিখন পাইয়া উকীলের নামের লিখন যেমত পাইবেন সেই মতেই শীঘ্র তাহাকে দেওয়াইবেন। আর কোন কালেক্টর সাহেব জিলার দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া কার্য্য ত্যাগ করিলে সে সময়েও তাঁহার শক্তি আছে যে আপন কার্য্যে বহাল থাকিবার মতানুসারে যে কালে যে হুকুম যে আদালতের উকীলের স্থানে পাঠান আবশ্যক হয় তাহা সেই কালে সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের মারফতে পাঠাইতে রহেন্। এবং এই আইনের লিখনানুসারে যে যে আদালতের উকীলেরা কালেক্টর সাহেবদিগের পক্ষে যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে প্রবৃত্ত থাকে তাহারদিগের সাধ্য আছে যে যাবৎ সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ তাহার যে যে কাগজপত্র যে কালে কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাঠাইতে চাহে সেই কালেই তাহা সেই সাহেব বহাল থাকিলে কিম্বা কার্য্য ত্যাগ করিলেই বা হউক তাঁহার নিকটে রসুম না দিয়া ডাকে পাঠাইতে থাকে ও এমতে

উকীলের কর্ত্তব্য যে সেই সকল কাগজপত্র মড়িয়া তাহার উপর সেই সাহেবের নাম লিখিয়া আপন মোহর করিবেক রেজিষ্টরসাহেব উকীলের মোহরকরা সেই খামের উপর অন্য কাগজ মড়িয়া সেই কালেক্টর সাহেবের নামে শিরনামা দিয়া তাহার অন্য পৃষ্ঠে আপন ব্যাপারের ধ্বনিতে নিজ নাম লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৯ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪৫ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৪২ ধা।

কদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ আদালতের যে সকল উকীল প্রবৃত্ত থাকে তাহারা আপনারদিগের মওক্কিল ঐ সাহেবদিগের স্থানে কাগজপত্র বিনা রসুমে সরকারী ডাকে রেজিষ্টর সাহেবের মারফতে পাঠাইতে সাধ্য রাখিবার কথা।

১৩১। পূর্ব্বের কালেক্টর সাহেবেরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন্ সে কারণে পরের কালেক্টর সাহেবেরা আদালতে আপত্তিগ্রস্ত হইবেক না। কিন্তু কোন কালেক্টর সাহেব আপন কার্য্য ছাড়িলে পর তাঁহার নামে ৩৩ ধারাক্রমে যে নালিশ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সরকারের তরফ যে টাকা তলবকরণ ও লওনের জন্যে যে মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ড এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কালেক্টর সাহেবের নিজহইতে দিতে হয় সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত থাকে ও যে মোকদ্দমার আপীল করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতি না হইয়া থাকে সে মোকদ্দমা আপীলে উপস্থিত রহে এমত সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব যেমতে সেই কালেক্টর সাহেবের আপন কার্য্যে বহাল থাকিতে করণ উচিত ছিল কার্য্য ত্যাগ করিলেও সেইমতে কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪১ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪৭ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৪৪ ধা।

পূর্ব্বের কালেক্টর সাহেবের কৃত কার্য্যের জওয়াব পরের কালেক্টর সাহেব না দিবার কথা।

কালেক্টর সাহেব আপন কার্য্য ত্যাগ করিলে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ ও তাহার জওয়াব দেওন তাঁহার উচিত হইবেক তাহার কথা।

১৩২। কোন কালেক্টর সাহেব দৈবাধীন মরিলে কিম্বা আপন কার্য্য ত্যাগ করিলে তাঁহার আমলে এই আইনের মতানুসারে সরকারী উকীলের মারফতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার ও সরকারহইতে খরচা দিবার যোগ্য যে মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত থাকে ও সেই সাহেবের মরণ কিম্বা কার্য্যপরিত্যাগকরণের দিবস পর্য্যন্ত সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে তবে যে সাহেব তাঁহার পদাভিষিক্ত হইবেন সেই সাহেব সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবেন ও সে মোকদ্দমার আপীল হইলেও আপীল আদালতে তাহার উত্তরপ্রত্যুত্তর যোগাইবেন আর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের ভার পূর্ব্বের কালেক্টর সাহেবের শিরে থাকে ও তাহার সওয়াল ও জওয়াব এই আইনের মতে সরকারী উকীলের মারফতে করিবার এলাকা রহে ও তাহার খরচা সরকারহইতে দিবার বিষয় হয় তবে

পূর্ব্বের কালেক্টর সাহেবের আমলের যে সকল মোকদ্দমা সে সাহেবের মরণ কিম্বা কর্ম্মচ্যুতহওনের কালপর্য্যন্ত নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে তাহার উত্তরপ্রত্যুত্তর পরের কালেক্টর সাহেব করিবার কথা।

সেই স্থানাভিষিক্ত সাহেব সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪২ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪৮ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৪৫ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের যে যে মোকদ্দমার উত্তরপ্রত্যুত্তর করণের ভার আপনারদিগের শিরে লইবেন তাহার কথা।

১৩৭। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে কালেক্টর সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে যে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী হইয়া থাকেন তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবের পক্ষে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব আপনারা করণ উচিত জানিলে সে কালে অথবা যে সময়ে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর হইতে হুকুম হয় সে সময়ে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ভার আপনারদিগের শিরে লইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪৩ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪৯ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৪৬ ধা।

কালেক্টর সাহেব কোন ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির স্থানে মাফিক করারদাদ মালগুজারীর টাকা চাহিলে সেই ব্যক্তি সে করারদাদকে অসঙ্গত কহিলে আর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমে কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে কালেক্টর সাহেব সেই ব্যক্তির প্রতি যে উদ্যোগ করেন তাহাতে সে আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত জানিলে এই দুই রূপে জিলার আদালতের জজসাহেবদিগের যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৩৮। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিতে কালেক্টর সাহেব কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মালজামিন কিম্বা নীলামী ভূমির খরীদারের প্রতি যে উদ্যোগ করেন তাহাতে তাহারদিগের কেহ আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত জানে কিম্বা যে কালে কালেক্টর সাহেব সরকারের তরফে কিছু তাহার স্থানে তলব করেন তাহাতে সেই ব্যক্তি এমত কহে যে কালেক্টর সাহেব যে করারদাদমাফিক্ আমার স্থানে টাকা তলব করেন্ তাহা সঙ্গত নহে কিম্বা সেই ব্যক্তি কোন আইনের লিখিত মর্ম্মানুসারে সেই করারদাদের উপর আপত্তি উপস্থিত করে তবে এ সকল বিষয়ে সেই কালেক্টর সাহেব সেই উদ্যোগ করিবার কারণে অথবা সেই করারদাদের মতে টাকা তলব করিবার জন্য জিলার আদালতে উপস্থিত হইবার যোগ্য হইবেন না বরং যাবৎ জিলার আদালতে সেই করারদাদ মৌকুফের কিম্বা ফিরিবার বিষয়ে ডিক্রী না হয় তাবৎ সে করারদাদ পূর্ব্বমত বহাল থাকিবেক এবং জিলার আদালতে যাবৎ এমত ডিক্রী না হয় তাবৎ সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার প্রভৃতিকেও সেই করারদাদের মতে তলবের টাকা দেওয়া উচিত হইবেক কিন্তু এ সকল গতিকের মোকদ্দমা হইতে লাগিলে তাহা সরকারের কৃত উদ্যোগের প্রতি যে নালিশ ও সেই করারদাদের উপর যে আপত্তি রাখে তাহার নালিশী আরজী তাহার বেওরাযুক্তে এমত দরখাস্তে যে তাহার বিচার ও বিবেচনার্থে জিলার আদালতের জজসাহেবের প্রতি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম হয় লিখিয়া জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে দাখিল করে জজসাহেব সেই আরজী শীঘ্র ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান ঐ শ্রীযুত সেই আরজী অবগত হইয়া পরে যদি তাহার বিধান আপনি না করেন ও সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে বিচারের উপযুক্ত হয় তবে তাহার বিচার করিতে জজসাহেব

কে হুকুম দিবেন ও সেই মোকদ্দমার বিচারার্থে ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম জজসাহেবের প্রতি হইলে জজসাহেব সেই হুকুমের মজমুন লিখনের দ্বারা সেই ফরিয়াদীকে জানাইবেন ও সেই লিখনের তারিখ হইতে সে মোকদ্দমা সেই আদালতে উপস্থিতহওয়া অন্যং মোকদ্দমার ন্যায় জানা যাইবেক ও অপর উভয় বিবাদিদিগের সকল মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে যে সকল আইন ধার্য্য আছে জজসাহেব তদনুসারেই সে মোকদ্দমার বিচার করিবেন আর এই ধারাক্রমে সরকারের নামে যে নালিশ আদালতে উপস্থিত হয় তাহাতে কালেক্টর সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতি ও বিহিত বিধানক্রমে তাহার সওয়াল ও জওয়াব করিবেন এবং সরকারের নির্দিষ্ট জিলার আদালতের উকীলকেও সে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে তথাকার নির্দ্ধারিত উকীলদিগেরেও সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিতে সমাচার ও অনুমতি করিবেন তাহাতে জিলার আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে ফরিয়াদীর দাওয়া সাব্যস্থ হইবাতে সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে কালেক্টর সাহেব সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সেই ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে যত ত্বরাতে হয় কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তমতে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল কালেক্টর সাহেবকে দেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবের পাঠান সেই লিখন ও ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সে মোকদ্দমার প্রতি আপনারদিগের যে মন্ত্রণা ঠাহরে তাহার নিদর্শনী লিপি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন তদ্দৃষ্টে ঐ শ্রীযুত সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হয় না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহার হুকুম দিবেন ও এই ধারার লিখিত যে সকল মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ড যাহা সরকারহইতে দিবার বিষয়ে ডিক্রী হয় তাহা সরকারের খাজানাখানাহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪৬ ধা।

বাণারস ১৭৯৫ সা। ৭ আ ৭ ধা। এবং ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৫১ ধা।
দত্তদেশ ১৮০৩সা। ২৭ আ। ৪৮ ধা। এবং ১৮০৩ সা। ২ আ। ১৫ ধা।

কালেক্টর সাহেবদিগের অসাক্ষাৎকালে তাঁহারদিগের স্থানে স্থিত সাহেবদিগের প্রতি এই আইনের সকল হুকুম বর্ত্তিবার কথা।

১৩৫। কালেক্টর সাহেবদিগের অসাক্ষাৎকালে অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্ম স্থানে না থাকিলে কিম্বা তাঁহারদিগের কালেক্টরী সিরিস্তা খালী রহিলে সিরিস্তার সকল কার্য্যের পর্য্যবসানার্থে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কালেক্টরী সিরিস্তার আসিষ্টাণ্ট এতাবতা ছোট সাহেব অথবা অন্য সাহেবেরা যে কেহ যে কালে প্রবৃত্ত হন্ সেকালে এই আইনের অনুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি যে সকল হুকুম ও মত স্থির আছে সেই সকল হুকুম

ও মত সেই ছোট সাহেব প্রভৃতি সাহেবদিগের সম্পর্কেও স্থির থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪৭ ধা।

এই আইনের সকল হুকুম কালেক্টর সাহেবের অসাক্ষাৎকালে তাঁহার স্থানে স্থিত সাহেবদিগের প্রতি চলিবার কথা।
[বারাণস।]

১৩৬। এই আইনের অনুসারে যে সকল হুকুম ও আইন কালেক্টর সাহেবের সম্পর্কে নিষ্কার্য্য আছে সেই সকল হুকুম ও আইন কালেক্টর সাহেবের অসাক্ষাৎ কালে কিম্বা কর্ম্মস্থানে শূন্য রহিবার সময়ে তাঁহার ভারের কার্য্য প্রয়োজন করিবার কারণ কালেক্টরী ব্যাপারের আসিষ্টাণ্ট যে যে সাহেব অথবা অন্য যে সাহেবেরা শ্রীযুত গবর্নরর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে নিযুক্ত হন্ তাঁহারদিগের প্রতি চলিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৫২ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৪৯ ধা

১৮ ধারা।

ভূম্যধিকারি ও অন্যং ব্যক্তিকে তলব করণ বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরদের ক্ষমতা।

কালেক্টর সাহেবেরা আবশ্যক বুঝিয়া ভূম্যধিকারি প্রভৃতিকে রুজু আনাইতে পারিবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

১৩৭। নীলামী ভূমিসকলের ক্রেতাদিগেরে হুকুম আছে যে তাহারা আপনং ক্রীত ভূমিথাকা জিলার কালেক্টর সাহেবের সমীপে নিজে রুজু হইয়া কিম্বা আপনং গোমাস্তা লোককে সম্পূর্ণ ভার দিয়া রুজু করিয়া সেই সকল ভূমির অর্থে কবুলিয়ত ও তাহুত কিস্তিবন্দী দাখিল করে। ইহাতে যদি কালেক্টর সাহেবদিগের কেহ সেই ক্রেতাদিগের কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং ক্রেতা জ্ঞান না করেন্ কিম্বা নীলামী কোন ভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ৩ তৃতীয় তথা ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখিত হুকুমের ব্যতিক্রমে ক্রয় হইয়াছে এমত বুঝেন্ তবে সে সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই স্বয়ং ক্রেতা তাঁহার সংক্রান্ত জিলার নিবাসী হইলে তাহাকে আপন কাছারীতে রুজু আনান্ অথবা যদি সে ব্যক্তি অন্য জিলার নিবাসী হয় তবে দরখাস্ত লিখিয়া তথাকার কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাঠান্ তদ্দৃষ্টে সে সাহেব সেই স্বয়ং ক্রেতাকে তলব করিয়া আপন কাছারীতে আনাইবেন এবং তাহার বিচার ও বিবেচনার্থে সে ভূমিথাকা জিলার কালেক্টর সাহেব যে মত দরখাস্ত করেন্ কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে রূপ হুকুম দেন্ তদনুসারে বিচার ও বিবেচনা করিয়া তাহার হকীকৎ বেওরা করিয়া লিখিয়া তাহাতে ঐ ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণানুসারে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম হইবার কারণ ঐ বোর্ডে পাঠাইবেন। আর এ ধারাক্রমে ইহাও হুকুম আছে যে কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের প্রতি সর্ব্বতো ভাবে ভারথাকা কোন বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্তে কিম্বা আইনমতে অথবা হজুর কৌন্সেলের কি ঐ বোর্ডের হুকুমক্রমে কোন কর্ম্মবিশেষসম্পন্নের জন্যে যাঁহার যে জিলার ব্যাপ্য ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি এদেশীয় কোন লোককে আপন সাক্ষাৎ আনান অত্যাবশ্যক

জানিলে তাহাতে যদি সে ব্যক্তি আত্মপক্ষ কোন গোমাস্তাকে সমপূর্ণ ভার দিয়া রুজু করে ও সে গোমাস্তাহইতে সে কর্ম্মনির্ব্বাহ পাইবার প্রবোধ জন্মে তবে সে ব্যক্তিকে কদাচিৎ আনাইবেন না। যদি কোন কালেক্টর সাহেব এ হুকুমের অন্যথাচরণ করেন্ তবে তাহার ক্ষতির দাওয়ায় সে সাহেবের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক। এতদবধানে কালেক্টর সাহেবেরা এইক্ষণে থাকা ভারক্রমে আপনং সংক্রান্ত কোন কর্ম্মসম্পন্নের জন্যে কাহাকেও ডাকাইয়া আনিবার আবশ্যক হইলে তাহাতে কর্ত্তব্য যে সে ব্যক্তির খ্যাতিও নাম ও বসতীর গ্রাম ও তাহাকে ডাকাইবার হেতুনিদর্শনে যথা নিয়মে তলব চিঠী লিখিয়া তাহাতে আপন মোহর ও খ্যাতিযুক্ত নাম দস্তখৎ করিয়া পাঠান্ ইতি।—১৮০১ সা। ১ আ। ১০ ধা।

গোমাস্তা হইতে কার্য্য চলিলে তাহার মনিবের তলব না হইবার কথা।

মুলের লিখিত হুকুমের অন্যথাচরিলে কালেক্টর সাহেবদিগের নামে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

তলবচিঠীর চালানের মতের কথা।

১৯ ধারা।

দত্ত দেশে তহসীলদারেরদের কার্য্য ও ক্ষমতা।

[এইং বিধান সকল বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হয় নাই।]

২০ ধারা।

বারাণস ও দত্ত দেশে রাজস্ব আদায় করণ।

১৫৬। তহসীলদারদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমিসকলের শস্য রক্ষণার্থে অর্থাৎ ফসলের চৌকীর জন্যে শহনাদিগেরে এতাবতা রক্ষকদিগকে নিযুক্ত করে ও তাহারদিগের আখরাজাৎ সেই শস্যাধিকারিদিগের স্থানহইতে দেওয়ায় আর সমস্ত মুশঃখসী ভূমির অর্থাৎ যে ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহার জমীদার ও ইজারদারেরা এবং আমানী মহালাৎ বাক্যার্থ যেং মহাল সরকারের খাস তহসীলে থাকে তাহার প্রজা ও যোতদারসকলে যাবৎ সাল তামামী মালগুজারী আদায়ের জন্যে জামিন দাখিল না করে তাবৎ তাহারদিগের ফসল কাটিতে ও উঠাইয়া লইতে না দেয় ইহাতে যদি কেহ আদৌ ফসল পাকিবার পূর্ব্বে মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে জামিন দিয়া থাকে তবে তহসীলদারদিগের উচিত নহে যে তাহার ফসলের চৌকীতে শহনা রাখে কিম্বা কোনপ্রকারে সেই শস্যাধিকারী অথবা তাহার মালগুজারীর দায়িকে খরচান্ত করায় এমতে যে স্থানে জামিন না দিয়া থাকে সেই স্থানেই চৌকীদার নিযুক্ত হইবেক এবং তথাকার চলনমতে তাহার রোজ কিম্বা মাহিয়ানা দেওয়ান যাইবেক ও সেই রোজদিগর কর্ম্মচারির কিতাবতীগ্রাম খরচার শামিলে আসিবেক। ইহাতে তহসীলদারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ চৌকীদারী খরচা অসঙ্গত না হইতে পারিবার কারণ একং শহনাকে পৃথক্ করিয়া একং

ফসলের চৌকীর জন্যে শহনা নিযুক্ত করিবার হুকুমের কথা।

দস্তক দেয় ও যে শহনার যাহা কর্ত্তব্য তাহা সেইং দস্তকে লিখে এবং যে সিরিস্তাদারেরা পূর্ব্বে কানুনগো নামে খ্যাত ছিল তাহার দিগের উচিত যে শহনার নাম ও তথাকার দস্তুরমতে তাহার রোজ দিগরের নিয়ম এবং যাহার স্থানে সেই রোজদিগর মিলিবেক তাহার নাম লিখে আর কর্ত্তব্য যে যে মাসের মধ্যে যত দস্তক হাওয়ালে করিয়া থাকে তাহার ফিরিস্তি শহনাদিগের রোজদিগর যত হয় তাহার নিদর্শনে লিখিয়া কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাঠাইতে থাকে। কালেক্টর সাহেব তদ্দৃষ্টে যদি বুঝেন যে সেই রোজদিগর খরচা অসঙ্গত হইয়াছে তবে তাহা অল্প করেন ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ২ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১২ ধারা। ২ প্র।

কিস্তির টাকা তলব করিবার কালের কথা।

১৫৭। তহসীলদারদিগের কর্ত্তব্য নহে যে যাবৎ কিস্তির টাকা দিবার কালাতীত না হয় তাবৎ কোন কিস্তির টাকার তলবে দস্তক কিম্বা লিখন পাঠায়। যথায় তথাকার প্রাচীন দাঁড়াক্রমে খাজানার টাকা দুই কিস্তিতে মাসের মধ্যে ও মাস আখিরীতে দাখিল হয় তথায় সেই কিস্তির টাকা উসুলের নির্দ্দিষ্ট দিন গত না হইবাপর্য্যন্ত দস্তক পাঠাইবেক না আর যে স্থানে মাসেং একং কিস্তি দাখিল হয় তথায় যাবৎ মাস প্রভাত না হয় তাবৎ দস্তক জারী না করে কিন্তু যদি কেহ কিস্তির টাকা দাখিলের নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে অথবা সেই দিনে কিস্তির টাকা না দেয় তবে সে কালে তথাকার তহসীলদারের উচিত যে সেই বাকীদারের নামে দস্তক পাঠায়। তাহাতে সেই বাকীদার সে কিস্তির টাকা না দিবাপর্য্যন্ত যে পেয়াদা দস্তক লইয়া যায় তাহাকে প্রথম তিন দিনের দিনপ্রতি /০ এক আনা তলবানা দিবেক তদনন্তর যাবৎ সেই কিস্তির টাকা সমস্ত না মিলে কিম্বা দুসরা হুকুম ক্রমে সে দস্তক মৌকুফ না হয় তাবৎ দররোজা /১০ দেড় আনা হিসাবে দিবেক এতদ্ভিন্ন খোরাকীওগয়রহ কিছু খরচা কোনরূপে সে বাকীদারের দেনা হইবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

তলবানার মতের কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৩ ধা।

মজকুরী পেয়াদাদিগের স্থানে কার্য্য লইতে তহসীলদিগকে যথেষ্ট নিষেধের কথা।

১৫৮। তহসীলদারদিগের প্রতি যৎসম্ভব নিষেধের হুকুম আছে যে উপরের লিখিত দস্তক কিম্বা অন্য কোন দস্তক মজকুরী অর্থাৎ বেবরাওর্দ্দী পেয়াদাদিগের মারফতে না পাঠায় কর্ত্তব্য যে যে পেয়াদারা আপনারদিগের কার্য্যের কল্যাণের জন্যে জামিন দিয়া সরকারে জমাহওয়া দস্তক জারীর তলবানা রোজের মধ্যহইতে মাহিয়ানা পায় তাহারদিগের মারফতে পাঠায়। আর সকল তহসীলদারের উচিত যে তাহারদিগের নিকটে যত পেয়াদা রহে তাহারদিগের নামনবীসীর ফর্দ্দ কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেয় এবং যে যে কালে তাহারদিগের তগিরী ও বহালী হয় কিম্বা তাহারদিগের কাহারো কর্ম্মস্থান শূন্য থাকে তাহার বেওরাও লিখিয়া ঐ সাহেবের স্থানে পাঠায় তাহাতে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে পেয়াদা

পেয়াদারা সরকারহইতে মাহিয়ানা পাইবার কথা।

দিগেরে চপরাস দেন্ ও সেই পেয়াদাদিগের উচিত যে কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাওয়া চপরাসকে আপনারদিগের সঙ্গে রাখে ও তাহা সঙ্গে না রাখিয়া আপনারদিগের মোতালক কোন কর্ম্ম না করে আর সে সকল চপরাসের উপর পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় এই পাঠ খোদা যায় যে অমুক মহালের তহসীলদার অমুকের তাবে চপরাসী ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ ৪ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৪ ধা।

সিরিস্তাদারেরা খাজানা তলবের দস্তকে আপনং দস্তখৎ করিবার ও তাহার ফিরিস্তি দস্তখৎ করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৫৯। কিস্তির টাকা উসুলের অর্থে তহসীলদারেরা যে দস্তক জারী করে তাহাতে তহসীলদারদিগের কাছারীতে যে সিরিস্তাদারেরা কার্য্যে আবৃত্ত থাকে তাহারা দস্তখৎ করিবেক এবং যে মাসে যত দস্তক জারী হইয়া থাকে তাহার ফিরিস্তি তাহার পর মাসের ৮ তারিখে আপনং দস্তখতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে থাকিবেক। আর পেয়াদারা দৌড়ের কালে দস্তকের মুখে যত রোজ পাইয়া থাকে তাহার হিসাব সিরিস্তাদারদিগের নিকটে দিয়া সেই পাওয়া রোজের মধ্যে অর্দ্ধেক আপনারদিগের খোরাকীবাদে বাকী সেই সিরিস্তাদারদিগের স্থানে দাখিল করিয়া রসীদ লইয়া তহসীলদারের দফ্তরে দাখিল করিবেক তাহাতে তহসীলদারদিগের কর্ত্তব্য যে যে মাসে যত রসীদ পায় তাহার ফিরিস্তি আপনং দস্তখতে সটীক করিয়া তাহার পর মাসের ২০ বিশা তারিখে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে থাকে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে সেই ফিরিস্তির সহিত সিরিস্তাদারদিগের পূর্ব্বের পাঠান ফিরিস্তি মিলান করান্। আর সরকারে জমাহওয়া অর্দ্ধেক তলবানা মুলকী খাজানার মাসকাবারী হিসাবে লেখান এবং সিরিস্তাদারদিগেরে হুকুম দেন্ যে খাজানাহইতে তাহারদিগের যে মাহিয়ানা দেওয়া যাইত তাহা সেই তলবানা হইতে লয় ইতি। ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৫ ধা।

তলবানা খরচ হইবার মতের কথা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৫ ধা।

তহসীলদারেরা দায়ী হইবার মর্ম্ম কথা।

১৬০। তহসীলদারদিগেরে যথেষ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক বিস্তর রসুম দেওয়া গেল অতএব তাহারা সরকারে এই বিষয়ের দায়ী হইবেক যে তাহার তাহারদিগের আমলের মধ্যের যে সকল ভূমির খাজানা কালেক্টর সাহেবের বরাবরে দাখিল না হইয়া তাহা তহসীলের ভার সেই তহসীলদারদিগের প্রতি থাকে তাহা এবং প্রতিবৎসর যে ভূমির স্থিতের বিবেচনা ও তনকী হইয়া আমানী মহালের মতে রাখা যায় তাহার সালিয়ানা মালগুজারী কালেক্টর সাহেবের নিকটে সময়শিরে দিবেক ও সেই স্থিতের তনকী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ২৭ সপ্তবিংশতি ধারার লিখিত হুকুম মতে করা যাইবেক ইহাতে তাহারদিগের দায়ী হইবার মর্ম্মার্থ এই যে তনকী করা স্থিতের মধ্যে যাহা কমী তহসীল করিবেক তাহা যদি তাহারদিগের শৈথিল্য ও ক্রুটিতে হওন প্রমাণ হয় তবে সে কমী তাহারদিগের ধনসম্পত্তির দ্বারা আদায় হইবেক এই মর্ম্মানুসারে

মজমুনে কালেক্টর সাহেব তাহারদিগের স্থানে একরারনামাও লে খাইয়া লইবেন আর হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সম্মতিতে সেই তহসীলদারদিগেরে তগীর করিতে পারিবেন এবং তাহারদিগের একরারনামাক্রমে তা হারদিগের নামে সনের মধ্যে কিম্বা সন আখিরীতে নালিশ করি তেও শক্ত হইবেন ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৬ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৬ ধা।

কালেক্টর সাহেব কিস্তির টাকার আঞ্জাম লইবার মতের কথা।

১৬১। সকল তহসীলদার ও হুজুরী মালগুজারদিগের কর্ত্তব্য যে গত এক মাসের কিস্তির টাকা আগামি মাসের প্রথম দিনহইতে সপ্তা হপর্য্যন্ত দাখিল করিতে থাকে তদনন্তর গত কিস্তির যে বাকী পড়ে তাহা আদায়ের কারণ কালেক্টর সাহেব বাকীদারের সম্ভ্রমদৃষ্টে দস্তক কিম্বা লিখন পাঠাইয়া দিবেন অথবা তাহার তরফ যে উকীল সতত কাছারীতে হাজির থাকে তাহার জোবানী কহিয়া পাঠাইবেন কিন্তু যাহারা আগামি মাসের ১৪ চৌদ্দ দিনপর্য্যন্তেও গত কিস্তির কিছু টাকা বাকী রাখিবেক তাহারদিগের উপর কালেক্টর সাহেব আপন মোহর ও দস্তখতে এবং কালেক্টরীর দেওয়ানের দস্তখতে দস্তক করিয়া সেই আগামি মাসের ১৫ তারিখে জারী করিবেন এবং যে পেয়াদারা সে দস্তক লইয়া যাইবেক তাহাকে হুকুম দিবেন যে সেই বাকীদারকে অবিলম্বে কালেক্টরী কাছারীতে হাজির করে তাহাতে দস্তক জারীর তারিখহইতে আদৌ তিন দিনের তলবানা দি নপ্রতি ৵ দুই আনার হারে সেই পেয়াদা পাইবেক তৎপশ্চাৎ যা বৎ সে বাকী সমস্ত শোধ না পড়ে কিম্বা বিশেষ হুকুমের অনুসারে সে দস্তক মৌকুফ না হয় তাবৎ প্রতিদিন পূর্ব্বের দেওয়া রোজঅপে ক্ষা এক আনা অধিক অর্থাৎ দররোজা ৵ তিন আনার হিসাবে পাই বেক। এমত সকল দস্তক ও অন্য সমস্ত তলবচিঠী সরকারে যে চপ রাসীরা মাহিয়ানা পায় তাহারদিগের মারফতে জারী হইবেক ও সে চপরাসীরা যত তলবানা পাইবেক তাহার মধ্যে দররোজা এক২ আ না আপনারদিগের খোরাকীক্রমে রাখিবেক। ইহাতে যদি মজকুরী পেয়াদার হাওয়ালে করিয়াও দস্তক পাঠাইবার অত্যাবশ্যক হয় তবে কালেক্টর সাহেব তাহাও করিয়া পাঠাইবেন ও সেই মজকুরী পেয়াদারা যে তলবানা পাইবেক তাহার মধ্যে দররোজা দুই আনা আপনারদিগের খোরাকীর রাখিবেক। আর কিস্তির টাকা দুরস্থ জন্যে কিম্বা শীঘ্র উসুলের কারণ কালেক্টর সাহেব জনেক সওয়ার তৈনাৎকরা উচিত জানিলে তাহা করিবেন তাহাতে সেই সওয়ারের তলবানা প্রথম তিন রোজ ।০ চারি আনার হিসাবে পরে বাকী আ দায় না হওয়াপর্য্যন্ত পূর্ব্বাপেক্ষা দিনপ্রতি অধিক ৵ দুই আনা হই বেক এতাবতা দররোজা ।৵ ছয় আনার হিসাবে পাইবেক ও সে সওয়ার সেই তলবানার মধ্যে নিজের খাদ্য ও আপন ঘোড়ার খোরা কী ।০ চারি আনা রাখিবেক। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সরকারে মাহিয়ানা পায় এতম সওয়ারছাড়া অন্য সওয়ারকে

তৈনাৎ করেন আর চাকর পেয়াদা কি মজকুরী পেয়াদা কি সও য়ার সকলেই এইরূপে জামিন দিবেক যে তাহারা যাহার উপর খা জানা উসুলের কারণ মহসিল ও তৈনাৎ হয় তাহার স্থানে নির্দ্দিষ্ট রোজ তলবানাছাড়া টাকাদিগর কিছুই আপনারদিগের খাদ্য কি ঘোড়ার খোরাকীক্রমে কোনপ্রকারে লইবেক না যদি লয় তবে কা লেক্‌টর সাহেব সে সংবাদ পাইলে তাঁহার হুকুমে কিম্বা সেই পে য়াদাপ্রভৃতির নামে এলাকা বারাণসের শহর অথবা কোন জিলার আদালতে তদর্থে নালিশ হইলে অধিক যত লইয়া থাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ডক্রমে ফিরিয়া দিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৭ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৭ ধা।

পাওয়া তলবানা কালেক্‌টর সাহেবের মারফতে যেমতে খরচ হইবেক তাহার কথা।

১৬২। উপরের ধারার লিখনক্রমে যত তলবানা জমা হয় তাহা মাস আখীরীতে কালেক্‌টর সাহেবের নাজির ও সওয়ারের জমাদার এবং সেই নাজিরের জমাদার কালেক্‌টর সাহেবের দস্তখতীহিসাবে ফর্দ্দমতে মুলকী খাজানার খাজাঞ্চীর নিকটে দাখিল করিবেক ও সেই ফর্দ্দ নিদর্শনী লিখনের মতে খাজানার দফ্তরে রহিবেক ও সেই দস্তখতী ফর্দ্দের লিখিত সকল তলবানার মধ্যে কেবল পেয়াদাদি গের ও সওয়ার ওগয়রহের খোরাকী উপরের ধারানুসারে মিনাহ হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৮ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৮ ধা।

কালেক্‌টর সাহেব যাহারদিগের স্থানে খাজানা তলব করিবেন তাহার কথা।

১৬৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ দ্বিতীয় আইনে যে হজুরী মা লগুজারদিগের হক্ পাইবার বৃত্তান্ত লেখা গিয়াছে তাহারদিগের কাহার কিস্তির টাকা কখন বাকী পড়িলে কালেক্‌টর সাহেবের ক্ষম তা আছে যে সেই বাকী খাজানার তলবে তাহার নামে কিম্বা তাহার জামিনের নামে অথবা আবশ্যকতাক্রমে সেই উভয়ের নামে দস্তক কিম্বা তলবচিঠী পাঠান্ ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৯ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৯ ধা।

তহসীলদারেরা যাহারদিগের স্থানে খাজানা তলব করিবেক তাহার কথা।

১৬৪। যে ভূমির খাজানা কালেক্‌টর সাহেবের বরাবরে দাখিল না হয় তাহাতে তহসীলদারের কর্ত্তব্য যে আপনার পাঠান দস্তক ব্যর্থ হইলে সে যদি পূর্ব্বে মালজামিন দিয়া থাকে তবে সেই মালজা মিনের সেই দস্তক পাঠাইবার তারিখহইতে পাঁচ দিনগতে আপন বাকী আদায় না করা বাকীদারের উপর রোজ ইজাফা অর্থাৎ উত্তর২ তলবানার হার বাড়িবার নিরূপণে দস্তখতী তলবচিঠী জারী করিবার অনুসারে দস্তক পাঠায়। এরূপে সেই মালজামিনকে যে দিনে তহসীলদারের কাছারীতে আনিবার নির্ণয় দস্তকে হইয়া পে য়াদার প্রতি হুকুম হইয়া থাকে সেই দিনপর্য্যন্ত যে দিবসে তলবানা সমেত সেই বাকী টাকা বাকীদার কিম্বা মালজামিনের দ্বারা তাহার বাসস্থানে অথবা কাছারীতে মিলে সেই দিবসে সে দস্তক মৌকুফ হইয়া পেয়াদার বরখাস্ত করাইবেক। ইহাতে কালেক্‌টর সাহে

বের নিকটে বাকীদার ও মালজামিনদিগকে পাঠাইবার নিমিত্তে মিয়াদের যে ধার্য্য নীচের ধারায় লেখা যাইতেছে তদৃষ্টে তাহারদিগেরে হাজির করাইবার কালের নিরূপণ সেই দস্তকে লেখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ ১০ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১০ ধা।

তহসীলদারেরা বাকীদারদিগের কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কালনিরূপণের কথা।

১৬৫। তহসীলদারদিগের কাহারো উচিত নহে যে কাহাকেও বাকী কিম্বা জামিনীর জন্যে লৌহ বেড়ী অথবা কাষ্ঠের হাড়ি দিয়া কয়েদ রাখে কিন্তু যদি কোন বাকীদার তাহার উপর দস্তক জারী হইলে দশ দিনের মধ্যে কিম্বা কোন মালজামিনের নামে দস্তক গেলে সে তাহার পাঁচ দিনের মধ্যে বাকী না দেয় তবে তহসীলদারের কর্ত্তব্য যে তাহাকে বেওরা কৈফিয়ৎসুদ্ধা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠায় কালেক্টর সাহেবের উচিত যে এমত সকল মোকদ্দমার বিচার তহসীলদারদিগের পাঠান কৈফিয়ৎদৃষ্টে এবং যে হুজুরী মালগুজারেরদের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের নামে আপন দস্তক কিম্বা তলবচিঠী জারী করেন তাহারদিগের মোকদ্দমাসকলের মতে করেন। এবং ১০ দশ দিনপর্য্যন্ত তাহারদিগের কয়েদ করিতে ও মহসিলদিয়া রাখিতেও পারেন কিন্তু তাহারা কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে যদি দশ দিনের মধ্যে তলবের টাকা দেয় কিম্বা এমত হৃদ্বোধ জন্মায় যে তাহা সেই হিন্দী মাসে দিবেক তবে তাহারা কয়েদ কিম্বা মহসিলহইতে খালাস হইতে পারিবেক। অথবা দশ দিনের পর কালেক্টর সাহেব যে দেওয়ানী আদালত নিকটস্থ হয় তথাকার মোতালক জেহলখানায় পাঠাইবেন। ইহাতে সেই বাকীদারকে কয়েদ করিবার জন্যে দরখাস্ত লিখিয়া সরকারী উকীলের মারফতে তৎকালে দরবার থাকিলে কিম্বা না থাকিলেও দাখিল করাইতে পারিবেন আর কর্ত্তব্য যে সে দরখাস্তে যত টাকা বাকী তাহার সংখ্যা ও সে টাকা যে তারিখে দেওয়া সঙ্গত ছিল সেই তারিখ লেখা যায়। সেই আদালতের জজসাহেবের উচিত যে সেই দরখাস্ত পাইবামাত্র সে বাকীদারকে আদালতের জেহলখানায় কয়েদ করেন এবং যাবৎ সেই বাকী টাকা এবং তদ্ভিন্ন যে টাকা সে কয়েদ থাকিবাপর্য্যন্ত তাহার দেওয়া যথার্থ হয় তাহাও সমস্ত না দেয় অথবা কালেক্টর সাহেব তাহার কয়েদ খালাসের মতের দরখাস্ত না দেন তাবৎ সে বাকীদারকেকয়েদ রাখেন ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১১ ধা।

কালেক্টর সাহেব বাকীদারদিগের যত দিন কয়েদ রাখিতে পারেন তাহার কথা।

বাকীদারদিগেরে আদালতের জেহলখানায় পাঠাইবার সময়ের কথা।

কালেক্টর সাহেবের দরখাস্ত দিবার মজমুনের কথা।

জজসাহেব বাকীদারকে কয়েদ রাখিবার কথা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১১ ধা।

কালেক্টর সাহেব ১১ ধারাক্রমে বাকীদারদিগেরে কয়েদ করিবার অর্থে যে ক্ষমতা রাখেন

১৬৬। যে সময়ে কোন অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমির যোত আবাদের স্থানে তথাকার অধিকারী কিম্বা ইজারদারের শৈথিল্য ও ত্রুটি বিনা অনাবৃষ্টি কিম্বা অতিবৃষ্টি অথবা আকাশী অন্যোৎপাত প্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তর ক্ষতি হয় ও তদনুসারে এত টাকা বাকী সেই অধিকারী কিম্বা ইজারদারের শিরে পড়ে যে তৎপ্রযুক্ত ১১একাদশ

ধারার লিখনক্রমে তাহাকে কয়েদকরণ কর্ত্তব্য হয় ইহাতে কালেক্টর সাহেব বিশিষ্ট বিবেচনা ও তহকীকক্রমে যদি বুঝেন্ যে সেই বাকীদার আপনশিরের বাকী আখিরীতক আপন অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমির উৎপন্নের দ্বারা অথবা নিজহইতে কিম্বা কর্জ করিয়া শোধ দিতে পারে না তবে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে সে বাকীদারকে ১১ একাদশ ধারার অনুসারে কয়েদ না করিয়া সে মোকদ্দমার বেওরা এবং তাহাকে কয়েদ না করিবার হেতু লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকেন্ ও তথাকার হুকুম হইলে তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।

তাহা নির্দ্দিষ্ট সময় বিশেষে না চালাইবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৩ ধা।

১৬৭। কখনো কাহারো শিরে বাকী পড়িলে কিম্বা বাকীদার কয়েদ হইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে মহালের তহসীলদারের এলাকাতে সেই বাকীদারের ভূমি থাকে তাহার প্রতি হুকুম করেন্ যে সিরিস্তাদারদিগের সহিত ঐক্যক্রমে সরকারের বাকী মা লওয়াজিবী যে পেয়াদারা তাহাকে ধরিয়া থাকে তাহারদিগের খরচাসমেত সেই বাকীদার নিজে কিম্বা সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিন শোধ না দিলে সেই বৎসর সম্পূর্ণপর্য্যন্ত তাহার ভূমির যে উপস্বত্ব তাহাকে অর্শে তাহাহইতে সেই সন আখিরীতক উসুল করে ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।

বাকী পড়িলে খাজনা উসুলের মতের কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৫ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

১৬৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২০ বিংশতি আইনের ৪ চতুর্থ ধারায় হুকুম আছে যে যদি কাহার শিরে মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে কিম্বা সে বাকীদার কয়েদ হয় তবে কালেক্টর সাহেব সেই বাকীদারের ভূমি থাকা মহালের তহসীলদারকে হুকুম দিবেন যে সে তহসীলদার সিরিস্তাদারদিগের সহিত ঐক্য হইয়া সেই বাকীদারকে ধরিয়া আনা পেয়াদাদিগের তলবানাসুদ্ধা সেই বাকী টাকা সে বাকীদার নিজে কিম্বা মালজামিন দিয়া থাকিলে তস্য জামিনদার শোধ না দিলে সেই টাকা সে সন আখিরীতক সে ভূমির উপস্বত্বের মধ্যে যাহা সেই বাকীদারের প্রাপ্তব্য তাহাহইতে তহসীল করে। এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে বাকীর কারণ কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার কয়েদের যোগ্য কিম্বা তস্য অধিকার অথবা ইজারার ভূমি ক্রোকের উপযুক্ত হইলে তাহাতে যদি কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় আইসে যে সে বাকীদারকে কয়েদ কিম্বা তস্য অধিকার অথবা ইজারার ভূমি ক্রোক্ না করিয়া তাহার বদলে ঐ ১৭৯৫ সালের ৪৫ আইনের এবং এই আইনের উপরের কএক ধারার লিখিত যে যে বিধিক্রমে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা রাজস্ব উসুলের কারণ আপনারদিগের পেটার প্রজাদির অস্থাবর দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে সেই

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ৪ ধারার মর্ম্ম কথা।

কালেক্টর সাহেবেরা বাকীদারদিগের দ্রব্য ক্রোক্ করাইতে পারিবার সময়ের কথা।

বিধিমতে সে বাকীদারের কিম্বা তস্য মালজামিনের অস্থাবর দ্রব্য নীলামে বিক্রয় হইলে সেই বাকী টাকা অব্যাজে উসুল হইতে পারে তবে এ গতিকে কিম্বা যদি এমত যে সে বাকী আদায়ের যোগ্য অস্থাবর দ্রব্য সেই বাকীদার ভূম্যধিকারির অথবা ইজারদারের আছে তথাচ তাহাকে কয়েদ কিম্বা তস্য অধিকার অথবা ইজারার ভূমি ক্রোক না করিলে সে বাকী উসুল হইতে পারে না তবে এমত গতিকেও কালেক্টর সাহেব সেই অস্থাবর দ্রব্য প্রস্তুতথাকা মহালের তহসীলদারকে কিম্বা সে মহাল হজুরী না হইলে অন্য যাহাকে নিযুক্ত করা বিহিত বুঝেন্ তাহাকেই সে বাকীদারের কিম্বা তস্য মালজামিনের অস্থাবর দ্রব্য সেই বাকী টাকার অনুসারে বিক্রয়ার্থে নিযুক্ত করেন্। ও তাহাকে হুকুম দিবেন যে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা আপনার পেটার প্রজাদির স্থানে পাওনা রাজস্ব উসুলের কারণ তাহারদিগের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করিবার নিদর্শনী আইনের লিখিত নিষেধ ও বিধিদৃষ্টে কার্য্য করে। আর কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাও আছে যে বিহিত বুঝিলে তহসীলদারদিগকে তাহারদিগের তহসীলদারী এলাকার বাকীদারদিগের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলামের ভার রাখেন্ ও তাহারা সে সাহেবের হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া আপনারদিগের পাওয়া ভারক্রমে সে কার্য্য নিরূপিত দাঁড়াদৃষ্টে করে। তাহাতে যদি প্রমাণ হয় যে যে টাকার কারণ সে দ্রব্য ক্রোক্ হইয়াছিল সে টাকা যথার্থ দেনা নহে তবে তাহার জওয়াবের দায় তথাকার তহসীলদারের শিরে পড়িবেক। আর যদি ক্রোকহওয়া দ্রব্য আইনের বিভিন্নমতে বিক্রয় করে তবে তাহার নিশার দায়েও সেই রূপে ঠেকিবেক যে রূপে এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের কর্ম্ম চালানিয়াদিগের উপর জওয়াবের দায় পড়ে ইতি।—১৮০০ সা। ৫ আ। ২২ ধা।

অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক্ ও বিক্রয়ের নিষেধ ও বিধির দাঁড়ার কথা।

কালেক্টর সাহেব যে সময়ে তহসীলদারদিগকে বাকীদারদিগের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোকের ও নীলামের ভার দিবেন তাহার কথা।

তহসীল দারেরা দ্রব্য ক্রোক্ ও নীলাম করিবার জওয়াবের দায়ে ঠেকিবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

১৬৯। বাকীদারদিগের উপস্বত্ব জব্দের অর্থে ঐ যে হুকুম হইয়াছে তাহা যে সকল পটীদারের নাম সরকারের দত্ত পাট্টায় লেখা থাকে ও তাহারা তদনুসারে কবুলিয়ৎ দিয়া থাকে সে পটীদারদিগের প্রতিও চলিবেক কিন্তু এরূপে ক্ষুদ্র পটীদারদিগের অর্থাৎ সেই পাট্টায় নাম লেখা পটীদারেরদের অংশিদিগের এবং তালুকাতের পেটার গ্রামসকলের জমীদার ও কটকিনাদারদিগের এবং ঐ দুই প্রকার ভূমি এতাবতা পটী ও তালুকের প্রজাদিগের স্বত্বলোপ হইবেক না ইহাতে তহসীলদারদিগের কর্ত্তব্য যে বাকীদারদিগের নিকটে প্রজাপ্রভৃতিতে কবুলিয়ৎ দিয়া থাকিলে সেই কবুলিয়তের অনুসারে ও কবুলিয়ৎ না দিয়া থাকিলে তথাকার দস্তুরমতে তাহারদিগের স্থানে খাজানা তহসীল করে এমতে বাকীদারদিগের সাধ্য আছে যে সিরিস্তাদারেরা যে হিসাব রাখিবেক তাহাছাড়া আপনারদি

সরকারের দত্ত পাটায় নামথাকা পটীদার দিগের প্রতি বাকীদারদিগের উপস্বত্ব জব্দের অর্থের হুকুম চলিবার কথা।

গের পক্ষের অনেককে জমা খরচ লিখিতে বাক্যার্থ রুজুনবীসীর কারণ নিযুক্ত করে ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৫ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৫ ধা।

১৭০। যদি কখন কেহ জ্ঞানত উপরের ধারাসকলের লিখিত। নষেধ ও বিধির অতিক্রম কিম্বা তদনুসারে কর্ম্ম করিতে অত্যাবশ্যক ব্যতিরেকে কর্কশতা করে তবে যাহার প্রতি এমত অতিক্রম কিম্বা কর্কশতা হইয়া থাকে সে তদর্থে আপনি অথবা উকীলের মারফতে এলাকা বারাণসের শহর কিম্বা কোন জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক। তাহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক যে এমত মোকদ্দমার ফরিয়াদীর আরজীর নকল যে কালেক্টর সাহেব অথবা তহসীলদারের নামে নালিশ হইয়া থাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন এবং তাহার জওয়াব দিবার কারণ পথের দূরাদূর দৃষ্টে এক মিয়াদের ধার্য্য করেন ইহাতে কালেক্টর সাহেব কিম্বা তহসীলদারের উচিত যে আরজীর নকল ও এত্তেলানামা পাইলে পর এত্তেলানামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে তাহার জওয়াব যে সকল দাওয়ার জন্যে সেই ফরিয়াদীর প্রতি দস্তক জারী হইয়া থাকে তাহার নিদর্শনে দাখিল করেন। এ রূপে যদি সেই ফরিয়াদী কালেক্টর সাহেব কিম্বা তহসীলদারের দাওয়া দিতে চাহে তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে বিষয়ের বিচারে ক্ষমা দেন। অথবা যদি ফরিয়াদী কিম্বা তাহার উকীল আপন রদ্দজওয়াবে সে দাওয়া না মানে ও সেই তলবের টাকা এবং সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিপর্য্যন্ত কিস্তি কিস্তির যত টাকা তাহার স্থানে যথার্থ পাওনা হয় তাহা দিবার অর্থে মালজামিন দেয় এবং এমত একরার করে যে আমার স্থানে আদালতের ডিক্রী ক্রমে যত পাওনা সঙ্গত হইবেক তাহা খরচাসমেত দিব তবে জজসাহেবের উচিত যে কালেক্টর সাহেব কিম্বা তহসীলদারের নামে ফরিয়াদীর মহসীল পেয়াদার বরখাস্ত এবং দস্তক জারী মৌকুফ করিবার পাঠে এক হুকুমনামা পাঠান তদনুসারে কালেক্টর সাহেব কিম্বা তহসীলদার সে পেয়াদার বরখাস্ত ও দস্তক জারী মৌকুফ করিবেন। ইহাতে যদি ফরিয়াদীর উপর দাওয়া সকলের মধ্যের কিছু প্রমাণ না হয় তবে জজসাহেব সে ফরিয়াদীকে ছাড়িয়া দিবেন এবং মোকদ্দমার বেওরাদৃষ্টে কালেক্টর সাহেব কিম্বা তহসীলদারের স্থানহইতে খরচা ও নোকসান দেওয়াইবার অর্থে যেমত বিহিত জানেন তাহার ডিক্রী করিবেন এবং ডিক্রীক্রমে যে নোকসান নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহা এমত সকল মোকদ্দমার অর্থে যে সকল হুকুম এই আইনের নীচের ধারায় লেখা যাইতেছে তদনুসারে সরকারহইতে কিম্বা কালেক্টর সাহেব অথবা তহসীলদারের স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক। আর যদি তলবের টাকাসকলের মধ্যে কিছু পাওনা প্রমাণ হয় তবে তাহা দিলে জজসাহেব ফরিয়াদীকে খালাস করিবেন কিন্তু জজসাহেব ঐ উভয় মতেই অর্থাৎ দাওয়ার কিছু প্রমাণ হইলে কিম্বা না হইলেও ফরিয়াদীকে খালাস করিবার পূর্ব্বে তাহার স্থানে

উপরের লিখিত হুকুমের অতিক্রম করিলে কালেক্টর সাহেব ও তহসীলদারের নামে নালিশহইতে পারিবার কথা।

কালেক্টর সাহেব ও তহসীলদার কাহারো স্থানে খাজানা তলব করিলে সে লোক সে টাকা সঙ্গতাসঙ্গতের অর্থে নালিশ করিতে শক্ত হইবার কথা।

এইরূপে জামিন লইবেন যে যদি কালেক্টর সাহেব কিম্বা তহসীল দার আপন ইচ্ছায় অথবা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতি তে সে মোকদ্দমার আপীল করেন্ তবে তাহার শেষ ডিক্রী যাহা হয় তাহা সেই ফরিয়াদী মানে। তাহাতে যদি কালেক্টর সাহেব কিম্বা তহসীলদার কহেন্ যে আপীল করিব না অথবা নির্দ্ধারিত মি য়াদের মধ্যে আপীল না করেন্ তবে জজসাহেব সে ফরিয়াদীর স্থানে জামিন না চাহিয়া ছাড়িয়া দিবেন ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৬ ধা।

দন্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

ক্রোক্ মৌকুফ হইবার সময়ের কথা।

১৭১। যদি কোন বাকীদার ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা ইজা রদারের ইজারার ভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ তথা ১৫ পঞ্চদশ ধারানুসারে ক্রোক্ হইয়া পরে সেই বাকী টাকা তদনন্তরের যথাসঙ্গত তলবী টাকা ও ক্রোকী খরচাসমেত সে ভূমির উৎপন্নের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে সেই সন ফসলী উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মিলে তবে সে ক্রোক্ মৌকুফ করিয়া সেই ভূমির ক্রোকী সময়ের জমা খরচাদির নিকাশ তাহার অধিকারি কিম্বা ইজা রদারকে প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝাইতে হইবেক। এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা যে রূপে ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৬ ষোড়শ ধারানু সারে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা তহসীলদারদিগের নামে তাঁহারা ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের দাঁড়ার অন্যথাচরণ করিবাতে জিলাসকলের কি ম্বা শহরের আদালতে নালিশ করিতে পারে সেই রূপে তাঁহারদি গের নামে তাঁহারা এ আইনের দাঁড়াছাড়া চলিলেও নালিশ করিতে পারিবেক। জানিবেন যে এমত নালিশী মোকদ্দমায় যেমতে জজ সাহেবেরা ঐ ১৬ ধারার যে অবধির অনুসারে ফরিয়াদীর স্থানে জামিন লইয়া তাহার বন্ধন মোচন কিম্বা মহসিল বরখাস্ত করিতে পারেন্ সে মতে সেই ফরিয়াদীর উপর কালেক্টর সাহেবের কিম্বা তহসীলদারের কৃত বাকীর দাওয়া না মিলিলে তদর্থে ক্রোকহওয়া তাহার অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমির ক্রোক মৌকুফ হইতে এবং অস্থাবর দ্রব্যের ক্রোক ও বিক্রয় স্থগিত হইতেও পারিবেক না। কা রণ এই যে সে ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা তহসীলদারের নামে তাহারা অসঙ্গত দাওয়া করিবার হেতু দিয়া নালিশ করিতে পারিবেক কিন্তু যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার কালেক্টর সাহেবের তলবকরা এমত টাকা সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের কিছু অস ঙ্গত মানিয়া সে কথা দরখাস্ত লিখনের দ্বারা সে সাহেবের স্থানে জা নাইয়া উৎপাত মিটাইবার কারণ আদৌ সে টাকা দিয়া পশ্চাৎ তদর্থে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহে তবে তাহা করিতে পারে। ও তথায় নালিশ হইলে পর বিচারমুখে যত টাকা অসঙ্গত ক্রমে কালেক্টর সাহেবের লওয়া প্রমাণ হয় তত টাকা তাহা দিবার দিন ইস্তক ফিরিয়া পাইবার দিবস লাগাইৎ বৎসরে শতকারা ১২ বার টাকার হারে সুদসমেত সরকারের খাজানাহইতে অব্যাজে সেই

এ আইনের দাঁড়াছাড়া কর্ম্ম করিলে তাহাতে ভূম্যধিকারি প্রভৃতিতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ১৬ ধারার লিখনানুসারে নালিশ করিবার যে সাধ্য রাখে তাহা বৃদ্ধি পাইবার কথা।

বাকী টাকা না দিলে ক্রোক্ মৌকুফ না হইবার কথা।

নালিশের কারণ দ্রব্য ক্রোক্ ও নীলাম মৌকুফ না হইবার কথা।

অসঙ্গতাবধানে লওয়া টাকা ফিরিয়া দিবার মতের কথা।

ব্যক্তি পাইবেক। ও জানিবেন যে সরকারের পক্ষে টাকা লইবার মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ হইবার নিদর্শনে যে সকল দাঁড়া ঐ ষষ্ঠ আইনে আছে সে দাঁড়া সমস্তই এ ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ পঁহুছা মোকদ্দমাসকলের প্রতি চলিবেক। আর বুঝিবেন যে কালেক্টর সাহেবের কৃত হুকুমের উপর কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার দুর্দ্দাম্যিক্রমে জোর করিলে কিম্বা করাইলে অথবা কোন গড়নে সে হুকুম না মানিলে সে দুর্দ্দার প্রতিফলার্থে ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের যে সকল বিধি আছে সে বিধি সমস্তই সাব্যস্থ থাকিয়া তাহা এ আইনের অনুসারে কালেক্টর সাহেবের করা হুকুমের উপর কেহ জোর করিলে কিম্বা করাইলে অথবা কোন গড়নে সে হুকুম না মানিলে তাহার প্রতিফলার্থে খাটিবেক ও জানিবেন যে সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমাসকলের আপীল হইবার ভার লাঘবী ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে সিক্কা পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্তের মোকদ্দমায় মফঃসল কোর্ট আপীলের ডিক্রী চূড়ান্ত পাইবার নির্ণয় ঐ সদর দেওয়ানী আদালতে সিক্কা এক হাজার টাকাপর্য্যন্তের মোকদ্দমার আপীল না হইবার অর্থের পূর্ব্ব নিরূপিত হুকুমের পরিবর্ত্তে হইয়াছে এবং ঐ ভারলাঘবী ৫ পঞ্চম আইনের দৃষ্টে সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্যাযোগ্য ঠাহরিবার বিবেচনা সেই দাঁড়ায় হইবেক যে দাঁড়ায় বিবেচিবার ধার্য্য ঐ ভারলাঘবী ৫ পঞ্চম আইন চলিবার পূর্ব্ব জারীহওয়া আইনসকলে হইয়াছে ইতি।—১৮০০ সা। ৫ আ। ২৩ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

মূলের লিখিত মোকদ্দমার ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের হুকুম খাটিবার কথা।

এ আইনের মতে ঐ ৬ আইনের লিখিত দুর্দ্দামি দূর হইবার দাঁড়া সাব্যস্থ রাখিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে যে যে মোকদ্দমা আপীল হওনের যোগ্য তাহার প্রবাচক কথা।

১৭২। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

১৭৩। জানিবেন যে ক্রোকের নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারা সাব্যস্থ রাখা গেল কিন্তু বুঝিবেন যে ঐ ১৫ ধারায় তহসীলদারদিগের নামে হুকুম আছে যে তাহারা যে করারদাদ তাহারদিগের সহিত বাকীদারদিগের হইয়া থাকে সেই করারদাদদৃষ্টে প্রজাগণের স্থানে মালগুজারী তহসীল করে। তাহাতে যদি এমত বোধ হয় যে তৎকালে কিম্বা উত্তরকালে সে ভূমি ক্রোক হইলে যাবৎ ক্রোক থাকিবেক তাবৎ সরকারের মালওয়াজিবী উসুল হইতে পারিবে না এমতাশয়ে সে রোয়দাদ গড়নের উপর হইয়াছে তবে সে হুকুম অকর্ম্মণ্য হইবেক। ও এমত গতিকে তহসীলদারেরা পরগনার চলনমতে মালগুজারী বাকীদারদিগের ও প্রজাগণের উভয়তঃ কিছু করারদাদ না হইয়া থাকিলে যেরূপে লইবার হুকুম আছে সেই রূপে লইবেক। এবং এ ধারাক্রমে হুকুম হইতেছে যে এ আইন ঘোষণা পাইলে পর কোন ভূমি ক্রোক হইবার সময়ে যদি তথাকার প্রজাগণের এমত আপত্তি হয় যে তা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ১৫ ধারা সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

হালভঞ্জন না হইতে পারিবার মতের কথা।

হারা হাল ভঞ্জনক্রমে কিস্তির নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে আপনারদিগের মালগুজারীর টাকা দিয়াছে তবে তাহা শুনা যাইবেক না। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে নিষেধ আছে যে কিস্তিবন্দীর কিম্বা অন্য করারদাদের অনুসারে অথবা তথাকার চলন মতে যে মালগুজারী তাহারদিগের প্রজাবর্গের স্থানে পাওনা তাহা কিস্তির নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে তলব না করে ও না লয়। এবং প্রজাবর্গকেও নিষেধ আছে যে তাহারা কিস্তিবন্দীওগয়রহের অনুসারের তলবী মালগুজারী কিস্তির নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে না দেয় যদি এ নিষেধের অন্যথায় মালগুজারী দেয় ও তাহার দাখিলা প্রকৃত কি অপ্রকৃতইবা দর্শায় তবে তদ্দৃষ্টে সেই অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমি ক্রোককরণিয়া সরকারী আমলার স্থানে সে টাকা মজুরা পাইবেক না। কিম্বা ভূম্যধিকারিগণের ও ইজারদারদিগের নিকটেও এ আইনের লিখিত দাঁড়ায় বাকী উমুলের কারণ কট্‌কিনাদারদিগের কিম্বা প্রজাগণের বস্তু ক্রোক হইয়া থাকিলেও তাহার ঘোষণা এমতে যে অমুকের বস্তু ক্রোক হইয়াছে পাইলে যাবৎ সে ক্রোক মৌকুফের অর্থে ঘোষণাপত্র না হয় তাবৎ কিম্বা ভূম্যধিকারিগণ অথবা ইজারদারেরাও যদি এ আইনের লিখিত দাঁড়ায় বাকী উমুলের কারণ কট্‌কিনাদারদিগের কট্‌কিনার মহাল কিম্বা প্রজাবর্গের জমার ভূমি ক্রোক করে তবে সে ক্রোকের ঘোষণা পাইয়া পরে যাবৎ সে ক্রোক মৌকুফের ঘোষণা না হয় তাবৎ কালের মধ্যে সেই ক্রোকী বস্তুর সংক্রান্ত রাজস্বদায়কেরা সেই বাকীর দায়ী কট্‌কিনাদারপ্রভৃতিকে কিছু রাজস্ব দিলে তাহা সেই ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের নিকটেও মিনাহ্ পাইবেক না যদি এমত প্রমাণ না দর্শাইতে পারে যে সেই রাজস্ব দিবার সময়ে সেই বস্তুক্রোকের ঘোষণা জানিতে পারে নাই। ইহাতে হুকুম আছে যে ক্রোকের কালে ঘোষণাপত্র অধিকার কি ইজারার ভূমির সাধারণাধারণ সর্ব্বত্র দেওয়া যায়। কিন্তু জানিবেন যে এ ধারাক্রমে বাকীদারেরা প্রজাদির স্থানে কিস্তির নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে হালভঞ্জনক্রমে কিম্বা তাহারদিগের অধিকারাদি ক্রোক হইলেই বা যাহা কসিয়া লইয়া থাকে তাহার দায়হইতে ছাড়ান পাইবেক না উপরের লিখিত নিষেধ কেবল ক্রোকের বিষয়েই খাটিবেক ইতি।—১৮০০ সা। ৫ আ। ২৪ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

কোন ভূমি ক্রোক হইলে তাহার কাগজপত্র দেওয়া তথাকার কর্ম্মচারির কর্ত্তব্যের কথা।

১৭৪। কোন ভূমি ক্রোক হইলে তৎকালে যাহারা তথাকার গ্রামকর্ম্মচারী দশসনী বন্দোবস্তের মূল হুকুমের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৯ ধারার হুকুমের অনুসারে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের উচিত যে যে হিসাবকিতাব তাহারদিগের রাখিবার অর্থে হুকুম আছেসে হিসাব কালেক্টর সাহেবদিগের সমীপে কিম্বা তাঁহারগের পক্ষহইতে নিযুক্তহওয়া আমীনপ্রভৃতির নিকটে যোগাইয়া দেয়। আর এ ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে তাঁহারদিগের যাহার যে ব্যাপ্য সীমানার মধ্যে সর্ব্বত্র ঐ ধারা

কালেক্টর সাহেবেরা কর্ম্মচারিগণ

ক্রমে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে কি না ইহার তহকীক অবিলম্বে করেন্। ও যথায় নিযুক্ত না হইয়া থাকে তথায় তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত করান্ এবং ভূম্যধিকারিগণকে ঐ আইনের হুকুমের মতে চলান্। ও তাহারা যদি সে হুকুমের মতে না চলে তবে ঐ ৯ ধারার ৯ প্রকরণের লিখনানুসারে দণ্ড্য হইবেক ও সে দণ্ড লইবার আবশ্যক হইলে ঐ প্রকরণানুসারেই লইবেন। * আর এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে ক্ষুদ্র২ যে সকল ভূম্যধিকারী নিজে আপন২ অধিকারের ব্যাপার করে ও কর্ম্মচারির মাহিনা দিতে না পারে তাহারদিগের প্রতি হুকুম নাই যে ঐ ধারার লিখনানুসারে কর্ম্ম চালাইবার কারণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে। কিন্তু এমত গতিকে সে ভূম্যধিকারিগণের কর্ত্তব্য যে তলবমতে কাগজপত্রের যোগান যে রূপে কর্ম্মচারিরা দিত সে রূপে তাহারাও যোগায় এবং এ আইনমতে যে ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার ভূমি ক্রোক হয় তাহারদিগের উচিত হইবেক যে তাহারদিগের নিকটে সনহাল কিম্বা গুজস্তা ও পয়ওস্তার যে জমাওয়াসীলবাকী কাগজ থাকে তাহা এবং তাহারদিগের গোমস্তাপ্রভৃতি তহসীলের সংক্রান্ত নানা প্রকার আমলাদিগেরও কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে কিম্বা আমীনপ্রভৃতি যে কেহ সে সাহেবের প্রস্থে নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দাখিল করে ও রুজু রাখে। ও তদর্থে কালেক্টর সাহেবদিগের মোহর ও দস্তখতী পরওয়ানা পাইয়া যদি কোন ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কোন কাগজপত্রাদি যোগাইতে না চাহে কিম্বা সে পরওয়ানা না মানে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবদিগের হকীকৎদৃষ্টে সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া সেই ত্রুটিকারকের যত দণ্ডকরণ বিহিত জানেন্ তাহা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি ও মঞ্জুরীক্রমে করিতে হুকুম দিবেন। এবং ঐ হজুর কৌন্সেলের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব আছে যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির যে কেহ তলববাকী কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে না চাহে তাহাকেও কয়েদ রাখিবার হুকুম দেন্ ইতি।—১৮০০ সা। ৫ আ। ২৫ ধা।

কে নিযুক্ত করাইবার চেষ্টা পাইবার কথা।

নিজাধিকারের কর্ম্মচালানিয়া ক্ষুদ্র২ ভূম্যধিকারিগণ ঐ ধারাক্রমে কর্ম্মচারী না রাখিবার কথা।

যে ভূমি ক্রোক হয় তাহার কাগজপত্র ও আমলাদিগেরে তথাকার অধিকারী কিম্বা ইজারদার কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতির স্থানে দাখিল ও রুজু করিবার ও তাহা না করিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৫ ধারা। ৪ প্র।

১৭৫। যদি সন আখিরীতে কোন তালুকদার কিম্বা জমীদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির স্থানে বাকী পড়ে তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই বাকীর সংখ্যা এবং যে হেতুতে সে বাকী পড়ে তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্। তদনন্তর যদি বুঝা যায় যে তাহার অসঙ্গত ব্যয়ব্যসন করাতে তত বাকী পড়িয়াছে ও তাহা তাহার কিম্বা তাহার মালজামিনের দ্বারা মিলিবার লক্ষণ দেখা না যায় তবে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবের পাঠান কৈফিয়ৎদৃষ্টে উচিত জানিলে ও শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুর হইলে

ভূম্যধিকারিরা সন আখিরীতে বাকীদার হইলে তাহারদিগে ভূমি যাহা করা যাইবেক তাহার কথা।

ভূম্যধিকারিদিগের অসঙ্গত ব্যয়করাতে বাকী পড়িলে যে উদ্যোগ করা

* এই আইন প্রকাশহওনের পর পাটওয়ারি বিষয়ক আইন মতান্তর হইল। পাটওয়ারি বিষয়ক অধ্যায় দেখ।

যাইবেক তাহার কথা।

কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন্ যে সেই বাকীদারের হক্ যাহাকে অধিকারভূমি বলা যায় তাহা তাহার অংশি পটীদারদিগের মধ্যের জনেক কিম্বা অধিক জন যে কেহ কিম্বা যাহারা সে ভূমি পাইলে সরকারের বাকী শোধ দিতে পারে ও সেই ভূমি লইতেও স্বীকার করে তাহাকে কিম্বা তাহারদিগেরে দেন্ ইহাতে জানিবেন যে এমত-সকল বিষয়ে বাকীদার আপনার সমস্ত ভূমিহইতে বেদখল হইবেক না কালেক্টর সাহেব তাহার নিজ যোতের কারণ যত ভূমি তাহার পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া পটীদারের স্বীকারক্রমে দেওয়া মঞ্জুর করেন্ তত ভূমি সেই বাকীদারকে দিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র অংশি পটীদারের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং যে হারে ক্ষুদ্র পটীদারেরা মালগুজারী দেয় সেই হারে সেই বাকীদার দিবেক কিন্তু যে কোন পটীদার নিজে সেই বাকীদারের নিকটে বাকীর দায়গ্রস্ত রহে তাহার সাধ্য থাকিবেক না যে সেই বাকীদারের ভূমি লয় তাহাতে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই বাকীর দায়গ্রস্ত লোকছাড়া অন্য অংশি পটীদারদিগেরে একে২ ভারী অংশী হইতে উত্তর২ ক্ষুদ্রাংশিদৃষ্টে জিজ্ঞাসা করেন্ যে তাহারা সে ভূমি লইতে চাহে কি না ইহাতে ভারী জনেকে লইতে চাহিলে তাহাকেই নতুবা ভারী ও ক্ষুদ্র যে কএক জনে মিলিয়া লইবার বাসনা করে তাহারদিগেরে সেই ভূমি দেন্।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৭ ধা। ১ প্র।

বাকীদারদিগের বাকী অন্য পটীদারেরা দিতে চাহিলে তাহারদিগেরে সেই বাকীদারদিগের ভূমি দিতে পারিবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৭ ধা ১ প্র।

বাকীদারের কেফায়েত সরকারে জব্দ হইতে পারিবার কথা।

১৭৬। কোন বাকীদারের অধিকারভূমি জনেক কিম্বা অধিক জন অংশি পটীদারকে দেওয়া গেলেও সরকারের বাকী আদায় না হইতে পারিলে অথবা সে ভূমির অধিকারির সঙ্গতব্যয়করাতে সে বাকী পড়িয়াছে এমত প্রমাণ না হইলে যদি সেই বাকীদারের পরিবর্ত্তকরণ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে উপযুক্ত না জানেন্ তবে ঐ হজুরের মঞ্জুরীক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবকে ক্ষমতার্পণ করিবেন যে সেই বাকীদার যদি এমত হৃদ্বোধ জন্মায় যে সেই বাকী ও আইন্দা মালগুজারী সময়শিরে দিবেক তবে তাহাকে বহাল রাখেন্ কিম্বা যদি বুঝেন্ যে সেই বাকীদারের ভূমির আগামি বৎসরের সমস্ত উপস্বত্ব জব্দ করিলে সরকারের মালগুজারীর সংস্থান হইবেক তবে ১৫ পঞ্চদশ ধারার লিখনানুসারে তাহার আগামি বৎসরের উপস্বত্ব জব্দ করিবেন। ও এগতিকে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত ভূমির উৎপন্ন তহকীক আমানী মহালাতে স্থিত বুঝিবার অনুসারে যথোচিতক্রমে করেন্ বাক্যার্থ সারমৃত্তিকা কিম্বা পঙ্ক ফেলিলে অথবা বন কাটাইলে কি জল বাহির হইবার অর্থে খালবন্দী করাইলেইবা যাহাতে সে ভূমির উপস্বত্ববৃদ্ধি পায় ও অস্থিত না হয় তাহার বিস্তারিত লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

কাহারো মন্দ ভাগ্য হেতুক বাকী পড়িলে যে মত কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ভূমির তহকীকাতের জন্যে কালেক্টর সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

১৭৭। যদি কোন বাকীদার এই ধারার প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে সরকারের মালগুজারীর স্থিত ভাঙ্গিয়া অসঙ্গত ব্যয়ব্যসনকরণপ্রযুক্ত আপন অধিকারহইতে অপদস্থ অর্থাৎ বেদখল হয় তবে তাহার অধিকারের মোকররী জমাঅপেক্ষা অধিক যাহা তহসীল হইবেক তাহার মধ্যহইতে সে অধিকারের পত্তন আবাদের খরচ তাহা যে যে কালে দিবার নিয়ম আমানী মহালাতের জন্যে করা গিয়াছে সেই২ কালে দেওয়া গিয়া বাকী সরকারে দাখিল হইবেক ও এমত জমীদারপ্রভৃতি অধিকারিকে সে যাবৎ নিজহইতে সেই বাকী শোধ না দেয় কিম্বা তাহা শোধের কারণ জামিন দাখিল না করে ও তাহার অধিকারের পত্তনবৃদ্ধির অর্থে সরকারের নিজের যে খরচ হইয়া থাকে তাহাও আদায় না করে তাবৎ তাহাকে পদার্পণ ও বহাল করা যাইবেক না। কিন্তু এই ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখনক্রমে সরকারের স্থিত নষ্টকরণ প্রমাণ না হইলে সে অধিকারের মোকররী জমাঅপেক্ষা যাহা অতিরিক্ত উসুল হইবেক তাহা সেই বাকীদারের বাকীতে শোধ পড়িবেক ইহাতে যে কালে সে বাকী তাহার বেদখলী সময়ে তাহার অধিকারের পত্তন আবাদের জন্যে সরকারের যে খরচ হইয়া থাকে তাহাসমেত সে অধিকারের উপস্বত্বহইতে শোধ পড়ে কিম্বা সেই অধিকারী নিজহইতে অথবা মতান্তরে দেয় কিম্বা তাহা দিবার কারণ জামিন দাখিল করে অথবা বেওরাকৈফিয়ৎদৃষ্টে তাহা সমস্ত কিম্বা যত তলবকরণ সরকারে উচিত জানেন্ তাহা দেয় সে কালে সেই বাকীদার ব্যক্তি বহাল হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৭ ধা। ৩ প্র।

ভূম্যধিকারিদিগের বেদখলী কালে তাহারদিগের ভূমির উপস্বত্ব যাহা প্রথম প্রকরণের অনুসারে মিলে তাহা যেমতে খরচ হইবেক তাহার কথা।

ভূম্যধিকারিদিগের মতের বৈলক্ষণ্য প্রমাণ না হইলে তাহার অধিকারের উপস্বত্ব যে মতে খরচ হইবেক তাহার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৭ ধা। ৩ প্র।

১৭৮। এই ধারার উপরের লিখিত প্রকরণের হুকুমের অন্যথা এই রূপে হইতে পারে যে যে কালে কোন তালুকদার কিম্বা জমীদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী মালগুজারীর বাকীর জন্যে বেদখল হয় সে কালে তাহার ভূমির মালগুজারীর ধার্য্য যে কটে হয় সেই কটে তাহার সরবরাহ দিতে কবুল না করিলে সরকারের কর্তৃত্ব আছে যে সে ভূমি কিছু কাল নিয়মে কিম্বা চিরকালের জন্যে কাহাকেও ইজারা দেন্।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৭ ধা। ৪ প্র।

বাকীদারের ভূমি কাহাকেও ইজারা দিতে সরকারের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৭ ধা। ৪ প্র।

১৭৯। যদি সন ফসলীর আখিরীতে কোন ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের শিরে বাকী পড়ে তবে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ষষ্ঠ আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারানুসারে সেই বাকীর সংখ্যা এবং সে বাকী পড়িবার হেতুর বেওরাহকীকৎ করিয়া তাহাতে ঐ ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৭ সপ্তদশ তথা ১৮ অষ্টাদশ ধারার লিখিত দাঁড়াদৃষ্টে যে উপায় কর্ত্তব্যের বিবেচনা নিজে করেন্ তাহা সমেত লিখিয়া অব্যাজে বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইয়া দেন্। ইহাতে যদি সুবে বারাণসের ভূম্যধিকারিগণের করারদাদমতে তাহা

সন আখিরীতে বাকী পড়া টাকার সংখ্যাযুত হকীকৎ ও তাহা উসুলের উপায়সহজ নিযুক্তি কালেক্টর সাহেব লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

নীলাম হইবার দাঁড়ার কথা।

রুদিগের অধিকারভূম্যাদি স্থাবরাস্থাবর বস্তু সমস্তই মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীমামে বিক্রয়ের যোগ্য হয় তথাচ তাহা অধিকারের ভাব বুঝিয়া ও তথাকার বেওরা জানিয়া যে সংস্থানের দ্বারা সরকারের মালগুজারী আদায় হয় তাহা নিতান্ত উড়াইয়াছে এমত গতিক নহিলে বিক্রয় করা যায় নাই কিন্তু শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের কর্তৃত্ব সর্ব্বতো ভাবে আছে যে সে ভূম্যাদি মালগুজারীর বাকী আদায়ের জন্যে বিক্রয় করেন। এ রূপে কোন ভূম্যাদি নীলাম করিতে হইলে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৭সপ্তম * আইনের ২৯ ধারার লিখিত দাঁড়ায় তাহার মধ্যের এইক্ষণে ঐ সুবায় চলিত হুকুমবাদে অর্থাৎ ঐ ১৭৯৫ সালের ৬যষ্ঠ * আইনের ৩২। ৩৩। ৩৪ ধারা আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের যে ৫ পঞ্চম * তথা দ্বাদশ আইন এ ধারাক্রমে ঐ সুবায় চলন হইল ইহাবাদে অন্য যে সকল দাঁড়া ঐ ২৯ ধারায় আছে তদমুসারে সেই ভূম্যাদি নীলাম করা যায় ইতি।—১৮০০ সা। ৫ আ। ২৬ ধা।

ইজারদার সন আখিরীতক বাকীদার হইলে সে অধিকারে পুনরায় পূর্ব্বাধিকারিকে বহাল করা যাইবার কথা।

১৮০। সন আখিরী পর্য্যন্ত যদি কোন ইজারদারের কিছু বাকী পড়ে ও তাহা সেই ইজারদারের স্থানে কিম্বা তাহার জামিনের দ্বারা সেই সন আখিরীতক আদায় না হয় তবে কালেক্টর সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমে সে বাকী প্রথম সেই ইজারার মহালের পূর্ব্ব তালুকদার কিম্বা তাহার পেটার গ্রামসকলের জমীদারদিগের স্থানে চাহিবেন তাহাতে যদি সে কিম্বা তাহারা সেই বাকী শীঘ্র দেয় কিম্বা আগামি বৎসরের মধ্যে তাহা আদায় করিবার কটে কিস্তিবন্দী করিয়া জামিন দেয় তবে তাহাকে কিম্বা তাহারদিগেরে সেই জমীদারীতে বহাল করিতে হইবেক ইতি। —১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।

১৮১। [তর্জমা হয় নাই।]

বাকীদারের ইজারা বহাল থাকিতে পারিবার কিম্বা তাহার মহাল কিছু কালের নিয়মে অথবা চিরকালের জন্যে ইজারা দেওয়া যাইবার কথা।

১৮২। পূর্ব্ব তালুকদার কিম্বা জমীদার হউক যদি ইজারদারের বাকী দিতে স্বীকার না করে তবে যদি ইজারদার এমত হৃদ্বোধ জন্মায় যে তাহার নিজের দেনা সেই বাকী আইন্দায় আদায় করিবেক তবে সেই ইজারদার বহাল থাকিতে পারিবেক নতুবা তাহার বাকী যে কেহ শীঘ্র দিবেক অথবা তাহা দিবার অর্থে কিম্বা সেই বাকীর মধ্যে যাহা তাহার স্থানে তলব হয় তাহা দিবার জন্যে জামিন দিবেক তাহাকেই তাহার ইজারার মহাল সরকারের হুকুমে কিছু কাল নিময়ে কিম্বা চিরকালের নিমিত্তে ইজারা দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

১৮৩ [তর্জমা হয় নাই।]

---

* এই সকল আইন রদ হইয়াছে।

১৮৪। যদি কোন পূর্ব্বাধিকারিকে পদার্পণ না করা যায় কিম্বা বাকী পড়া ইজারদারকে বহাল না রাখা যায় অথবা কোন নব্য ইজারদার সেই বাকী কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা সরকারে তলব হয় তাহা দিতে না চাহে তবে সে ভূমি আমানীতে রহিবেক এবং উপরের লিখিত ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি বেদখল করা গেলে তাহার ভূমির পত্তন ও তরদুদের অর্থে যে হুকুম আছে সেই হুকুম এমত ভূমির পত্তন ও তরদুদের প্রতিও চালান উচিত হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

বাকীপাড়া ইজারদারের মহাল কালেক্টর সাহেবের তাবে আমানীতে রহিতে পারিবার কথা।

১৮৫ [তর্জমা হয় নাই।]

১৮৬। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা উচিত জানিলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে এই পরামর্শ দিবেন যে বাকীপড়া ইজারদারের স্থানে যাহা পাওনা হয় তাহা তাহার জামিনের স্থানে তলব হইয়া অধিকন্তু সেই ইজারদারের কবুলিয়তের লিখিত কটের অনুসারে তাহা আদায়ের কারণ তাহার অস্থাবর বস্তু অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করা যায় ইতি।—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

মালগুজারীর বাকীর কারণ বাকীপাড়া ইজারদারদিগের অস্থাবর বস্তু বিক্রয়ের যোগ্য হইবার কথা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

১৮৭। যদি কোন তহসীলদার ৩ তৃতীয় ও ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে কোন জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কিম্বা মালজামিনের উপর গত কিস্তির অথবা খাজানার বাকী অন্য টাকার তলবে চিঠী করিয়া পেয়াদার মারফতে পাঠায় ও সে ব্যক্তি তাহার হুকুম না মানে কিম্বা যে পেয়াদা তলবচিঠী লইয়া যায় তাহার উপর আপনি কিম্বা অন্যের দ্বারা নষ্টতা ও জোর করে অথবা ধরা পড়িলে পর পেয়াদার হস্তহইতে পলায় কিম্বা দেখা না দিয়া আপন বাটী অথবা অন্যের বাটীতে লুকাইয়া রহে কিম্বা স্থানান্তরে যায় যে তথাহইতে তাহাকে আনিতে না পরা যায় তবে সেই তহসীলদারের কর্ত্তব্য যে তাহার রোয়দাদসমেত বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া কাজীর মোহর ও সিরিস্তাদারদিগের দস্তখতে যত ত্বরাতে হয় কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠায়। তাহাতে যদি সেই দুষ্ট কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে শীঘ্র হাজির না হয় তবে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে তাহার নষ্টতার ও কিস্তির টাকার জওয়াব দিবার নিদর্শনে এক দস্তক দুই জন পেয়াদা কিম্বা এক জন সওয়ার যাহা চিত্তে লয় তাহার হাওলাৎ করিয়া পাঠান। ও সে ব্যক্তি যে সময়ে হাজির হয় সেময়ে তাহার মোকদ্দমার রোয়দাদের বিবেচনা ও বিচার করিতে মনোযোগী হন এবং বিচারক্রমে সেই দুষ্টকে দশ দিনের অধিক না হয় এমত নিয়মে কয়েদ রাখেন্ অথবা তাহার স্থানে ফেয়ালজামিন অর্থাৎ পুনরায় নষ্টতা না করিবার অর্থে মাতবরী লন্ ইহার যাহা বিহিত বুঝেন্ করেন্। আর যদি প্রমাণ হয় যে

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির কেহ আপন বাকী না দিলে ও ৩ ও ১০ ধারাক্রমের তলবচিঠী না মানিলে তহসীলদারের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

দুষ্টতার সম্বাদ কালেক্টর সাহেবের স্থানে লিখিয়া পাঠান তহসীলদারের কর্ত্তব্যের কথা।

এমত মালগুজারকে কালেক্টর সাহেব তলব করিবার কথা।

কালেক্টর সাহেবের এলাকার পেয়াদাকে বিচার

পূর্ব্বক শাস্তি দিতে ও তগীর করিতেঐ সাহেবের ক্ষমতার কথা।

সে ব্যক্তি তহসীলদারের তরফ পেয়াদার অকৌশলে হাজির হয় নাই তবে সেই পেয়াদা আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেক এবং তহসীলদারদিগের কেহ তাহাকে কখন কোন খানে পাঠাইবেক না আর যদি কালেক্টর সাহেব বিচারক্রমে নিশ্চয় বুঝেন্ যে তাহাকে তহসীলদার অনর্থক তলব করিয়াছে একারণ সে হাজির না হইয়া তাহার হুকুম মানে নাই তবে কালেক্টর সাহেব সে তহসীলদারকে কার্য্যহইতে অবসর করিবেন এবং এই আইনের অনুসারে পেয়াদা দিগেরে ও তহসীলদারদিগকে কয়েদ ও তগীর করিবার বেওরা কৈ ফিয়ৎ লিখিয়া মাসেং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠা ইতে রহিবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহাতে যাহা ভাল জানেন তাহা রি হুকুম তাহারদিগের কার্য্যচলনের জন্যে দিবেন ইতি।* —১৭৯৫ সা। ৬ আ। ২০ ধা।

দণ্ড দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ২০ ধা।

কালেক্টর সাহেব ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিকে কয়েদ করিবার সমাচার জজ সাহেবের নিকটে পারিবার কথা।

১৮৮। কালেক্টর সাহেবের প্রতি ২০ বিংশতি ধারাক্রমে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে যে কালে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে কয়েদ করেন্ সে কালে কর্ত্তব্য যে সে সমাচার তাহাকে কয়েদ করিবার তারিখ নিদর্শনে সরকারী উকীলের মারফতে যে দে ওয়ানী আদালতের জজসাহেবের হুকুম চলিবার সীমাসরহদ্দের মধ্যে সেই ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার ভূমি থাকে সেই জজসাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ জজসাহেব সেই সমাচারপত্র আদালতের দফ্তরে রাখেন্ এইহেতুক যে তাহাকে কয়েদ রাখিবার নিরূপিত কাল বহির্ভূত না হয় ইতি।—১৭৯৫ সা ৬ আ। ২১ ধা।

দণ্ড দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ২১ ধা।

ভূমি নীলামের হুকুম হইবার কালে তাহা তহসীলদারের মারফতে ক্রোককরাণ কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

১৮৯। যে কালে এই আইনের লিখিত মর্ম্মানুসারে কোন ভূমি নীলামের হুকুম হয় সে কালে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই পরগনার তহসীলদারের প্রতি হুকুম করেন্ যে সে আপনি অব্যাজে সে ভূমি ক্রোক করে এবং সে ভূমির সরকারী মালগুজারীর তহ সীল আইনের মতে এবং ১৫ পঞ্চদশ ধারার লিখিত ক্রোকী ভূমির অর্থের হুকুমের অনুসারে করিতে থাকে ও সে ভূমির অধিকারিকে তাহা উজ্জট ও নষ্ট করিতে না দেয় এবং সে ভূমির বন্দোবস্তের কা রণ যে বেওরা কৈফিয়ৎ তাহার স্থানে জানিবার আবশ্যক হয় তাহা জানায় অথবা ঐ হজুরহইতে নীলামের হুকুম হইবার অগ্রে যদি সে ভূমি তহসীলদার কিম্বা অন্যের এতমামে রাখা গিয়া থাকে তবে তা হার উচিত যে উপরের লিখিতানুসারে সে ভূমির সরকারী মালগু

* বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের জমিদারেরা রেবিনিউ কর্ম্মকারকেরদের হুকুম প্রতিপালন না করিলে যে দণ্ডের যোগ্য হইবে বারাণস ও দণ্ড দেশের জমিদারেরদের সে অপরাধ হইলে সে দণ্ড হইবে। এই গ্রন্থের ১৫ অধ্যায় দেখ।

জারী তহসীল করে ও তাহার অধিকারিকে তাহা উচ্ছট্ ও নষ্ট না করিতে দেয় ও তাহার স্থানে তলবকরা বেওরা কৈফিয়ৎ জ্ঞাত করায় ইতি।*—১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৩১ ধা।

১৯০ [তর্জমা হয় নাই।]

১৯১। যেং জমীদারীর জমা ইস্তমরারীরূপে মোকরর করা গিয়াছে এমন জমীদারীব্যতিরেকে যে কোন মহালের নিমিত্তে তাহার স্বত্বাধিকারিরদিগের কি স্বত্বাধিকারিস্বরূপে বহীতে নাম লেখা জনেরদের স্থানে কবুলিয়ৎ লওয়া গিয়াছে এমতং মহালের মালগুজারীর বাকী পড়িলে এবং ঐ মালগুজারী দিতে হইবার তারিখঅবধি এক মাসের মধ্যে মালগুজারেরা ঐ বাকী আদায় করিতে ত্রুটি করিলে ঐ জমীদারী নীলাম করিবার কোন প্রতিবন্ধক আছে বোধ হইলে এবং ঐ বাকী আদায় হইবার প্রকারান্তর না থাকিলে কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেব বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি লইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমের অধীনতায় মালগুজারেরদের পাওয়া ও দেওয়া পাট্টা ও কবুলিয়ৎ রদ করিতে এবং ১৫ সনের বৎসরের অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ ঐ শ্রীযুত কৌন্সেলের বৈঠকে নিরূপণ করেন্ সেই মিয়াদের নিমিত্তে ঐ মহাল ইজারা দিতে কিম্বা ঐ মত মিয়াদে ঐ মহলে খাস তহসীলে রাখিতে ক্ষমতা রাখেন্ কিন্তু ঐ নীলামের কোন প্রতিবন্ধক থাকা না থাকার কি বাকী আদায় হইবার প্রকারান্তর থাকা না থাকার বিষয়ে রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবেক ও মহাল ইজারাবিলিতে কি খাস তহসীলে রাখা গেলে তাহার মালগুজারেরা যে জমা দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছিল তাহাহইতে যদি অধিক টাকা ঐ মহালহইতে উৎপন্ন হয় তবে ঐ মহালেতে যত বাকী পড়িয়া থাকে তাহা কিম্বা তাহার যে কোন অংশ আদায় করিবার অর্থে ইজারদার আলাহিদা একরার লিখিয়া দিয়াছে তাহা কিম্বা যাহা আর কোন প্রকারে পাওয়া না গিয়াছে তাহা প্রথমতঃ ঐ অধিক টাকাহইতে ঐ মালজজারেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর যেমত হুকুম দেন্ সেই মত তাহারদিগের পাট্টা ও কবুলিয়তের লিখিত মিয়াদের শেষ সনের সদর জমার অনুসারে তাহার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার কম ও ১০ দশ টাকার অধিক না হয় এমত পরিমাণে মালিকানা পাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৯ আ। ৪ ধা।

ইস্তমরারী বন্দোবস্ত নাহওয়া কোন মহালের মালগুজারীর বাকী পড়িলে ঐ বাকীপড়নের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে তাহা আদায় না হইলে এবং ভূমি নীলাম করণের প্রতিবন্ধক আছে বোধ হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

মালগুজারেরদের পাট্টা রদ করা গিয়া মহাল ইজারাবিলিতে রাখা যাইবার কথা।

অধিক উৎপন্ন হইলে তাহাহইতে বাকী আদায় হইবার ও মালিকানা দেওয়া যাইবার কথা।

২১ ধারা।

কটক ও পরগনা পটাসপুরের রাজস্ব আদায় বিষয়ক বিধান।

৯২ ইং ২০১। [তর্জমা হয় নাই।]

---

* এই অধ্যায়ের ৩ প্রকরণ দেখ।

২২ ধারা।

তাগাবী দিবার ও তাহা আদায় করণের বিধি।

এই ধারাক্রমে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের তাগাবী দিবার সাধ্যের কথা।

২০২। বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে যে সময় ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের তাগাবী দেওয়া অত্যাবশ্যক জানেন সে সময় তাহারদিগের ভূমির জমার ফিশতের উপর ৫ পাঁচ টাকার অধিক না হয় এমত হিসাবে দিবেন ও যে সময় তাগাবী দিতে হয় সে সময় শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সংবাদ করিবেন কিন্তু যদি কোন বিষয়ে ঐ হিসাবের অতিরিক্ত তাগাবী দেওয়া আবশ্যক হয় তবে তাহা দিবার পুর্ব্বে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে হুকুম লইবেন ও যে তাগাবী দেওয়া যাইবেক তাহার সুদ ফিশতে দরমাহা ১ এক টাকার হিসাবে লইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২ আ। ৪৪ ধা।

এই আইনের মতে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ যেরূপ ধার্য্য আছে সেই রূপে তাগাবী ও পুলবন্দী ওগয়রহের বাকী টাকা উসুল হইবার কথা।

২০৩। সরকারহইতে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে যে টাকা তাগাবী দেওয়া যায় অথবা পুলবন্দী কিম্বা তাহার মরম্মতের জন্যে অথবা জল বান্ধিয়া রাখিবার কারণ কিম্বা জলের নালা কাটাইবার নিমিত্তে অথবা ভূমির অপত্তন ও পত্তনের অপর যে যে কার্য্যার্থে যে সকল টাকা পেশগী দাদন করা যায় তাহার বাকী টাকা যেমতে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের ধার্য্য আছে তদনুসারে উসুল হইবেক এবং মালগুজারীর বাকী উসুলের বিষয়ে যে সকল মতস্থৈর্য্য আছে তাহার মধ্যে যাহা এমত সকল মোকদ্দমায় চলিতে পারে তাহা চলিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪০ ধা।

অন্য বাকী উসুলের মতে তাগাবী ওগয়রহ উসুল হইবার কথা।

২০৪। ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৪০ চত্বারিংশৎ ধারার লিখনানুসারে কোন প্রকারে তাগাবী ওগয়রহের যে বাকী তলব হয় তাহাও অন্য বাকী উসুলমতে উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ৮ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪৬ ধা। ও ১৭৯৫ সা। ২৭ আ। ৪৬ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৪৩ ধা। ও ১৮০৩ সা। ৩৫ আ। ২০ ধা।

২৩ ধারা।

হুদ্দাদার ও সিপাহীদিগের ভূমি রাজস্ব আদায় করণ।

কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী সরকারের বাকীদার হইলে তাহার সমাচার পল্টনের সরদার সাহেবকে দিতে হইবার কথা।

২০৫। যে কোন জমীদার কি সরকারে মালগুজারীকরণিয়া অন্য যে কোন ব্যক্তির নাম কালেক্টরীর সিরিশ্তাতে দাখিল আছে সে ব্যক্তি যদি কলিকাতা রাজধানীসম্পর্কীয় হুদ্দাদার কি সিপাহীদিগের মধ্যে হুদ্দাদারী কি সিপাহীগিরীতে চাকর হয় তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে সে যে পল্টনে যে কর্ম্মরাখে সেই পল্টনের ও কর্ম্মের নামসম্বলিত এক আরজী তাহার ভূমি যে জিলায় থাকে সেই

জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করে ও ঐ কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের নিদর্শন ঐ সকল কথাসম্বলিত রেজিষ্টরী বহিতে ও ঐ জমীদারের জমী ও জমাসম্পর্কীয় দফ্তরেতে লেখাইয়া রাখেন্ ও যদি মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর ভূমি সমুদয় কি তাহার কতক বিক্রয় করিবার যোগ্য হয় তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইনের শেষের লিখিত ৫ পঞ্চম নম্বরের শরওয়ামতে লেখা এক ইঙ্গরেজী চিঠীর শামিলে ঐ বাকী টাকার সংখ্যা ও তাহা যে তারিখে দেওয়া উচিত ছিল সেই তারিখ ও পল্টন যত দূরে থাকে তাহার ও মোকদ্দমার অন্যভাবগতিকের দৃষ্টে যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ বাকী টাকা দিবার তলবের কথাসম্বলিত ঐ কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ ও তাঁহার ভাবের মোহর ও কালেক্টরীর সরদার আমলার নিশানীযুক্তে এক এত্তেলানামা খাম করিয়া পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

হুদ্দাদার কি সিপাহী বাকীদার হইলে কালেক্টর সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২০৬। পল্টনের সরদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের পাঠান চিঠীর জওয়াব বাকীদারের নিকটে ঐ এত্তেলানামা পঁহুছিবার তারিখ কি এত্তেলানামা পঁহুছান না হইবার হেতু কথাসহিত লিখিয়া পাঠান্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

২০৭। যদি ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহী এত্তেলানামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে বাকী টাকা দাখিল না করে তবে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার সমস্ত বেওয়া কৈফিয়ৎ ঐ এত্তেলানামার নকল এবং তাঁহাতে ও পল্টনের সরদার সাহেবেতে যেং চিঠীপত্র লেখাপড়া হইয়া থাকে তাহার নকল সহিত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ সাহেবেরা প্রত্যেক মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেবকে যে হুকুম দেন্ ঐ সাহেব তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

বাকী টাকা দাখিল না করিলে কালেক্টর সাহেব বোর্ডহইতে হওয়া হুকুমমত কার্য্য করিবার কথা।

২৪ ধারা।

সরকারের নিমিত্তে ভূমি খরীদ করণ।

২০৮। যদি কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব সরকারের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর হুকুমে মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ হওয়া নীলামেতে কোন ভূমি সরকারের নিমিত্তে খরীদ করেন্ তবে সরকারের খাসে থাকা কিম্বা ইজারা দেওয়া আরং খেরাজী মহালের কর্ম্মের বিষয়ে যেং আইন ও দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং আইন ও দাঁড়া ঐ খরীদা মহালের কর্ম্মেতেও বর্ত্তিবেক এবং আর যেং মহাল

সরকারেতে ভূমি খরীদ করা গেলে খাস তহসীলে থাকা মহালাতের সম্পর্কীয় হুকুমমতে সেই ভূমির কার্য্য হইবার কথা।

সরকারের হয় তাহা খাস তহসীলে থাকুক কি ইজারা দেওয়া যাউক তাহাতেও ঐ২ আইন ও দাঁড়া খাটিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩৬ ধা।

২৫ ধারা।

বিবিধ বিধান।

কালেক্টর সাহেবেরা অবজ্ঞাদোষেতে দণ্ড করিতে পারিবার কথা।

২০৯। মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের আপন২ কাছারীতে বিশেষতঃ ন্যায্য বিষয়ের বিবেচনাকরণের কালে ও ভূমি নীলামের সময়ে তাঁহারদিগের প্রভুত্ব রক্ষাপাওনের কারণ এই ধারাতে এ হুকুম করা যাইতেছে যে বোর্ড রেবনিউর সাহেব লোক কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের মধ্যে যে কোন সাহেব অন্যের সহযোগব্যতিরেকে পৃথক্‌রূপে ক্ষমতা রাখেন্ তিনি অথবা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত সরকারের অবধারিত চাকর অন্য সাহেবেরা তাঁহারদিগের কাছারীতে তাঁহারদিগের সাক্ষাৎকারে অবজ্ঞা কিম্বা দৌরাত্ম্য অথবা গোলমালকরণের দোষি ব্যক্তির প্রতি একশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম দিতে পারেন্ ও যদি ঐ জরীমানার টাকা তৎক্ষণে দাখিল না হয় তবে তাহার পরিবর্ত্তে সেই দোষি ব্যক্তিকে সেই জিলার দেওয়ানী জেলখানাতে ১৫ পনের দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ রাখিতে পারিবেন এবং বোর্ড রেবিনিউর হুকুমের তাবেতে অন্য যে কোন কার্য্যকারক নীলাম করিবার ভারপ্রাপ্ত হন্ তাঁহারো সেই ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩৭ ধা। ১ প্র।

বোর্ড কি সরকারহইতে অন্যমত হুকুম হওনব্যতিরেকে উপরের লিখিত দণ্ডের বিষয়ে ঐ কার্য্যকারকেরা যে হুকুম দেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবার কথা।

জিলার জজসাহেবেরা আদালতহইতে হইয়া থাকনের মতে ঐ দণ্ডের হুকুমতাচরণ করিবার কথা।

২১০। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের ও সরকারের আপনারদিগের তাবে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যকারকদিগের করা কর্ম্ম পুনর্ব্বার দৃষ্টি ও রদ বহাল করণের সাধারণ ক্ষমতাক্রমে অন্যমত হুকুম হওনব্যতিরেকে উপরের প্রকরণের উক্ত দোষের বিষয়ে ঐ২ কার্য্যকারকদিগের দেওয়া হুকুমই চূড়ান্ত হইবেক এবং জিলার জজ সাহেবেরদের প্রতি এ হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ কার্য্যকারকদিগের ঐ দোষের দোষির প্রতি করা দণ্ডের হুকুমের নকল পাইবা মাত্র তাঁহারা আদালতহইতে ঐ দণ্ডের হুকুম হইলে যেমন করিতেন সেইমত তাহা সিদ্ধ করিতে আচরণ করিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩৭ ধা। ২ প্র।

মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত

২১১। এই ধারাতে ইহাও জানান যাইতেছে ও হুকুম করা যাইতেছে যে কোন আদালতে যে হুকুম কিম্বা রুবকারী কিম্বা ডিক্রী

করা যায় তাহাতে কোন ভ্রান্তি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রম যদি হইয়া থাকে তবে ঐ ভ্রান্তি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রমযুক্ত বোধহওয়া হুকুম কি রুব কারী কি ডিক্রী জারী করিতে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারা ক্রান্ত কোন সাহেবের কিম্বা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের প্রতি ভার হইয়া থাকুক বা না থাকুক অথবা হউক কি না হউক ঐ ভ্রান্তি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রমহওয়াতে সরকারের নামে নালিশ হইতে পারিবেক না এবং কোন আদালতহইতে হওয়া পূর্ব্বোক্তমত কোন হুকুম কি রুবকারী কিম্বা ডিক্রী অনুসারে করা কোন কার্য্য কিম্বা হওয়া কোন ক্লেশপ্রযুক্ত সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে না লিশ হইতে পারিবেক না এবং যদি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা কোন আদালতহইতে পূর্ব্বোক্তমত হওয়া কোন হুকুম কি রুবকারী কিম্বা ডিক্রী অনুসারে করা কোন কর্ম্ম কিম্বা হওয়া কোন ক্লেশপ্রযুক্ত সর কারের নামে কিম্বা সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে নালিশ করে তবে সে নালিশ ননসূট্ হইবেক ও তাহাতে হওয়া সমস্ত খরচা ঐ নালিশ করণিয়ার দিতে হইবেক এবং সরকারের অবধারিত চা কর কোন সাহেবের প্রতি কোন দাওয়া কিম্বা মোকদ্দমা অথবা না লিশ কিম্বা এজ্হারের বিচার জজস্বরূপে করিবার ভার হইলে ঐ ভা রপ্রযুক্ত ঐ সাহেব যেং হুকুম কি রুবকারী কি ডিক্রী করেন্ বিশেষ রূপে অন্যপ্রকার হুকুম না হইলে তাহাতে এই ধারার লিখিত কথা সকল খাটে ও খাটিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩৮ ধা।

সাহেবেরা আদাল তের হুকুম মত্যাচর ণ করিতে ভারপ্রাপ্ত হউন কি না হউন সরকার আদালতে র কোন ভ্রান্তিতে নালিসের যোগ্য না হইবার কথা।

২১২। সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা এবং জিলাও শহরের দেওয়ানী আদালতসকলের জজসাহেবেরা সপ্তাহের মধ্যে আবশ্যকতাক্রমে অর্থাৎ মাফিক দরকার ১ এক কিম্বা ২ দুই অথবা অধিক দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া কালেক্টর সাহেবদিগের সহিত কাহারো মালের কিম্বা তাগাবী অথবা খালকাটানী কিম্বা পুষ্করিণী খনন অথবা পুলবন্দীর এলাকায় এবং ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও কট্‌কিনাদারদিগের ও প্রজাবর্গের সহিত আপোসী মালের কিম্বা পাট্টার নিরিখ অথবা তাগাবী দাদন কিম্বা খালকাটান অথবা পুষ্করিণীখনন কিম্বা পুলবন্দীর বিষয়ের যেং মো কদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিচারকারণ আদালতে বসিয়া অন্যং যে সকল মোকদ্দমার বিচার নম্বর বিলিক্রমে করিবার হুকুম আছে তাহা অন্যং দিনের বিচারার্থে রাখিয়া মালের মোঁতালকওগয়রহ্ ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সেইং নির্দ্দিষ্ট দিনে করি বেন ইতি।—১৭৯৪ সা। ৩ আ। ২২ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৪৭ ধা।

সকল মফঃসল আপীল আদালতে র সাহেবেরা ও স মস্ত জিলা ও শহরে র দেওয়ানী আদা লতের জজসাহেবে রা মালের মোতাল ক মোকদ্দমার বিচা রের নিমিত্তে সপ্তা হের মধ্যে এক কি ম্বা দুই অথবা অধি ক দিন নির্দ্দিষ্ট করি বার কথা।

৯ অধ্যায়।

খাজানা আদায়করণ।

বন্দোবস্ত ও পাট্টা।

---

১ ধারা।

জমীদার ও পেটাও তালুকদারেরদের মধ্যে বন্দোবস্ত।

স্বত্বপ্রধান তালুকদারদিগের কেহ খারিজের যোগ্য আপন তালুক খারিজের দরখাস্ত মুলের নির্ণীত এক বৎসরের মধ্যে না করিলে পশ্চাৎ খারিজ হইতে না পারিবার কথা।

১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের যে যে হুকুম স্বত্বপ্রধান তালুকদারেরা জমীদারীর পেটাহইতে খারিজের যোগ্য আপনারদিগের তালুকাৎ খারিজ করিতে পারিবার নিদর্শনে আছে সেইং হুকুমের মর্ম্মে জানা গেল যে তাহারদিগের মধ্যের কেহ যদি আপনার সেমত কোন তালুক দশসনী বন্দোবস্তের কালে খারিজের দরখাস্ত না করিয়া কোন জমীদারীর পেটায় রাখিয়া থাকে তবে সে ব্যক্তি এইক্ষণে যে সময়ে দরখাস্ত করে সেই সময়েই খারিজ হইতে পারে। অতএব নীলামী ভূমির ক্রেতাদিগের হিতার্থে সেইং হুকুম চলিবার কারণ এক মিয়াদের নির্দ্ধার্য্য এমতে করা আবশ্যক হয় যে নীলামী ক্রেতাদিগের ক্রীত ভূমির মধ্যে পড়িয়া থাকা সেমত কোন তালুক ভূমি সেই মিয়াদের পর নীলামী ক্রেতাদিগের হস্তছাড়া না হইতে পারে। এপ্রযুক্ত এ ধারাক্রমে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে স্বত্বপ্রধান তালুকদারদিগের যাহার যে তালুক কোন জমীদারীর পেটায় থাকে সে যদি সে তালুককে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫ পঞ্চম ধারার কিম্বা তদিতর কোন আইনের অনুসারে খারিজের যোগ্য বুঝে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এ আইন জারীর তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে আপনার সেই তালুক খারিজের দরখাস্ত সেই তালুকথাকা জিলার কালেক্টর সাহেবের সমীপে দেয় ও যদি এই নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে তাহা না দেয় তবে ইহার পর ঐ অষ্টম আইনের অনুসারে তাহার সে তালুক খারিজ করিবার স্বত্বাধিকার থাকিবেক না। আর বুঝিবেন যে ইতোমধ্যে সেমত যে তালুক খারিজের দরখাস্ত না হয় সে তালুকের সম্বন্ধে উপরের প্রসঙ্গিত ধারাও ঐ মিয়াদগতে অকর্ম্মণ্য হইবেক এবং তদনন্তর জানা যাইবেক যে সে তালুক সেই জমীদারীর পেটায় নিতান্ত চিহ্নিত ও তাহাহইতে খারিজের অযোগ্য। কিন্তু এ আইনের মর্ম্ম এই যে এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে সে তালুকের বিষয়ে সেই তালুকদারের স্বত্বাধিকারের ফের পড়িবেক না। এবং এ ধারাক্রমে স্পষ্ট করা যাইতেছে

তালুকাতের অধিকারিতার বিষয়ে তালুকদারদিগের

যে দশসনী বন্দোবস্তের পর যে সকল তালুক নব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষয়ে ঐ ৮ অষ্টম আইনের লিখিত খারিজের যোগ্য তালুকাতের সম্পর্কীয় হুকুম চলিবার মনস্থও ছিল না। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৯ নবম ধারায় প্রস্তাব আছে যে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ সকলেই বিক্রয়ের কিম্বা দানাদির দ্বারা নিজাধিকারভূমি সমুদায় কিম্বা তন্মধ্যের কিছু অংশ হস্তান্তর করিতে পারে কিন্তু ঐ ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারানুসারে হুকুম আছে যে হস্তান্তরগত ভূমি খারিজ করিতে লাগিলে সে সমাচার কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবেক তাৎপর্য্য এই যে অংশ কিসমৎক্রমে ভূমি হস্তান্তরগত হইলে তাহার একং কিসমতের জমার ধার্য্য সেই অধিকারসমুদায়ের জমার হারহারিতে করিতে হয় এবং সেই একং কিসমতের অধিকারির নাম ও জমার সংখ্যা সিরিস্তার বহীতে লিখিতে হয় আর একং কিসমতের মালগুজারীর অর্থে স্বতন্ত্রং কবুলিয়ত তাহার জনাজাৎ অধিকারির স্থানে লইতে হয় এবং সেই কবুলিয়ত লইবার দিনহইতে সেই একং কিসমতের প্রাপককে স্বতন্ত্রং অধিকারী গণ্য করিতে হয়। কিন্তু কোন কিসমৎ ভূমি হস্তান্তরগত হইবার সমাচার যাবৎ কালেক্টর সাহেবের স্থানে না পঁহুছে ও সে ভূমি খারিজ না হয় তাবৎ সে কিসমতের মালগুজারীর বাকীর দায়ে সেই অধিকারসমুদায় যে রূপে তাহা খারিজ না হইলে থাকিত সেইরূপে নীলামে বিক্রয়ের যোগ্য থাকে। পরেও এ মর্ম্ম সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমি অংশাংশির এবং তাহার একং অংশ কিসমতের জমা ধার্য্যের নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ * আইনের ২৮ ধারাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা গিয়াছে। অতএব জমীদারদিগের কেহ যদি উপরের প্রস্তাবিত আইন ঘোষণা পাইলে পর আপন জমীদারীর কিছু কিসমত খারিজী তালুকের মতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিয়া থাকে ও তৎপ্রাপক ব্যক্তি আইনের লিখনানুসারে স্বতন্ত্রক্রমে সে কিসমতের জমার ধার্য্য করাইতে নিশ্চয় ত্রুটি করিয়া থাকে তবে তাহাতে সরকারের স্বত্ব লোপ না হইতে পারিবার নিমিত্তে সে হস্তান্তরকরণ অসিদ্ধ হইবেক। আর যদি কোন ভূমি এমতে আপোসে হস্তান্তরে গিয়া ও তাহার জমার ধার্য্য স্বতন্ত্রক্রমে না হইয়া এক অধিকারের পেটায় রহিয়া পশ্চাৎ সেই অধিকারের সঙ্গে সরকারী মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীলামে বিক্রয় হইয়া থাকে কিম্বা হয় তবে এই অবিধিক্রমে সে ভূমি আপোসে হস্তফের হইবার ফল এক কালেই অনর্থক যাইবেক। ও জানিবেন যে এ গতিকে হস্তান্তরে চলিত ভূমি যাবৎ সিরিস্তার বহীতে লেখা না যায় এবং যাবৎ তাহার জমার ধার্য্য স্বতন্ত্রক্রমে না পড়ে তাবৎ সে ভূমি সেই রূপ সাধারণ অধিকারের ন্যায় ধর্ত্তব্য হইবেক যে রূপ সাধারণ অধিকারের কোন অংশ কিসমতের মালগুজারীর বাকী আদায়ের জন্যে সেই অধিকারসমুদায় নীলামের যোগ্য হয়। কিন্তু বুঝিবেন যে কোন অধিকারের পেটায় থাকা যে সকল তালুক

হানি না হইবার কথা।

দশসনী বন্দোবস্তের পর নির্দ্দিষ্ট হওয়া নব্য তালুক সকলের বিষয়ে খারিজের যোগ্য তালুকাতের সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের হুকুম না চলিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইন জারী হইলে পর অবিধিক্রমে কোন ভূমি হস্তান্তরে গেলে তাহাতে সরকারের স্বত্বলোপ না হইবার কথা।

খারিজের অযো

* এই আইন রদ হইয়াছে। জমিদারী বন্টন করণ বিষয়ের অধ্যায় দেখ।

গ্য পেটাই তালুকসকলের বিষয়ে এ ধারার হুকুম না চলিবার কথা।

কিম্বা সংজ্ঞান্তর ভূমি লিখন পঠনাদি কোন নিদর্শনক্রমে স্বতন্ত্র অধিকারের তুলনায় খারিজের যোগ্য নহে তাহার বিষয়ে এ ধারার হুকুম কোন প্রকারে চলিবার দায় রাখে না। সেমত সকল ভূমি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারানুসারে যে বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ ঐ ৪৪ আইনের ২ দ্বিতীয় তথা ৫ পঞ্চম ধারায় হইয়া তাহার বেওরা স্পষ্টক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৭ সপ্তম ধারায় এবং ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৯ ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণে লেখা গিয়াছে সেই বিশেষ বিষয় বর্জ্জিয়া সাব্যস্থ থাকিবেক ইতি।—১৮০১ সা। ১ আ। ১৪ ধা।

ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগেরপেটার মফঃসলী তালুকদারদিগের মালগুজারীর করারদাদ যে রূপে করিবেক তাহার কথা।

২। ভূমির বন্দোবস্ত জমীদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারিদিগের সহিত হইয়াছে অতএব তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের পেটায় মফঃসলী যে সকল তালুকদার থাকিয়া তাহারদিগের মারফতে মালগুজারী করে সে সকল মফঃসলী তালুকদারের সহিত মালগুজারীর করারদাদ সরকারের যে মিয়াদের উপর আপনারা করিয়াছে সেই মিয়াদের উপর করে এই নিয়মে যে তাহারা যে মালগুজারী ওয়াজিবী সেই মফঃসলী তালুকদারদিগের স্থানে কিরসদের ক্রমে কি তদ্ভিন্নে তলব করে তাহা সেই মফঃসলী তালুকদারেরা কবুল করে আর জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের পেটার মফঃসলী তালুকদারদিগের সহিত যে করারদাদ করে তাহার কৈফিয়ৎ তাহারদিগের জনাজাতের নাম ও তালুক ও জমার নিদর্শনে লিখিয়া সেই করারদাদের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৪৮ ধা।

এই ধারার লিখিত মোকররীদারদিগের স্থানে জমা বেশী না চাহিবার কথা।

৩। জানিবেক যে ১৮ অষ্টাদশ ধারার লিখিত যে মোকররীদারেরা আপনারদিগের ভূমি ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক মোকররী জমায় রাখিয়া থাকে তাহাতে তাহারদিগের স্থানে কিছু জমা বেশী কি সরকারের কার্য্যকারকেরা কি ভূম্যধিকারিরা তলব করিবেক না বরং যে মোকররীদারেরা আপনারদিগের ভূমি যত দিনপর্য্যন্ত মোকররী জমায় কেন না রাখিয়া থাকে তথাচ যদি ভূম্যধিকারী তাহারদিগের কাহাকেও এমত করারদাদ লিখিয়া দিয়া থাকে যে পশ্চাৎ তাহার স্থানে জমাবেশী তলব করিবেক না তবে সে করারদাদের উল্লঙ্ঘনকরণ সঙ্গত হইবেক না কেবল যে জমার করারদাদ হইয়া থাকে তাহাই সেই মোকররীদারের স্থানে তলব করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৪৯ ধা।

কোন ভূম্যধিকারির ভূমি খাস তহসীল কিম্বা ইজারা

৪। ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি মোকররীদারেরদের স্থানে জমাবেশী তলব করিবার নিষেধ হুকুম যাহা ৪৯ ধারায় লেখা আছে সে হুকুম কোন ভূম্যধিকারির ভূমি খাস তহসীলে কিম্বা ইজারায় থাকি

লে সরকারের কার্য্যকারক কিম্বা ইজারদারের প্রতি বহাল থাকিবেক না ইহাতে সরকারের কার্য্যকারক ও ইজারদারেরা সেই মোকররী দারের ভূমির জমা সেই পরগনার শরেমাফিক ধার্য্য ও তলব করিতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫০ ধা।

য় থাকিলে ৪৯ ধারার লিখিত মর্ম্ম দৃষ্টে তাহার মোকররীদারদিগের স্থানে জমা বেশী চাহিতে পারিবার কথা।

৫। মফঃসলী তালুকদারদিগের স্থানে গরওয়াজিবী টাকা তলব হইবার কারণ তাহার সকল দাঁড়া নীচের কএক প্রকরণানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫১ ধা।

মফঃসলী তালুকদারদিগের স্থানে অসঙ্গত টাকা চাহিতে বারণের নিমিত্তে সকল দাঁড়া ধার্য্যের কথা।

৬। কোন জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারির উপর সরকারের জমা বেশী তলব ওয়াজিবী হইলে ইহাতে যদি সেই জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী পরগনার দস্তুরমাফিক কিম্বা তালুকদারের সহিত যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহার নিয়মানুসারে জমা বেশী তলবের শক্তি রাখে অথবা পূর্ব্বে সেই তালুকের জন্য আপন জমায় কিছু কমী পাইয়াছে এনিমিত্তে সেই তালুকদারের স্থানে জমা বেশী তলব করিতে পারে ও সেই তালুকদারের তালুকে তাহা দিবার জায়দাদ থাকে এমত নহিলে তাহার সাধ্য থাকিবেক না যে আপন পেটার কোন তালুকদারের স্থানে জমা বেশী তলব করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫১ ধা। ১ প্র।

৭। যদি দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে প্রমাণ হয় যে কোন জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী আপন পেটার কোন তালুকদারের স্থানে অসঙ্গত টাকা লইয়াছে তবে ইহাতে সেই জজসাহেব এইরূপে ডিক্রী করেন্ যে সেই জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী সেই অসঙ্গত টাকার দ্বিগুণ দণ্ডক্রমে আদালতের খরচা সমেত সেই তালুকদারকে দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫১ ধা। ২ প্র।

৮। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

৯। যদি অংশিদিগের দরখাস্তমতে কিম্বা আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন সাধারণ ভূমি অংশ হয় তবে অংশ হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি সে ভূমির পূর্ব্বাধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের উভয়ত উপরের ধারানুসারে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তথাচ তাহারদিগের যে সকল মফঃসলী তালুকদারের প্রস্তাব ৭ সপ্তম ধারায় আছে তাহাছাড়া অন্য সকলের ভূমির জমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারার লিখিত হুকুম মতে নির্দ্ধার্য্য হইবেক কিন্তু সেই ভূমির সকল অংশের অধিকারিরা আপনারদিগের সকল অংশের মফঃসলী তালুকদার ও

অংশিদিগের মধ্যে ভূমি অংশ হইলে তাহার পূর্ব্বাধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাদিগের উভয়তঃ যে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তাহা

সমস্ত সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

ইজারদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে ভূমি অংশ হইবার পূর্ব্বের সকল করারদাদের মতে তাহারদিগের যে রাজস্বের ধার্য্য থাকে তাহার অধিক কিছুই সেই সকল করারদাদের লিখনে লেখা মুদ্দত গত হওন পর্য্যন্ত চাহিতে পারিবেক না যদি সে সকল করারদাদ উপরের ধারার লিখিত মর্ম্মের ব্যতিক্রমে না হয়। আর সেই সকল তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গেও আপনারদিগের করারদাদমাফিক কার্য্য করে বরং সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ সে ভূমি নীলামে বিক্রেয় হওনব্যতিরেকে সেই করারদাদ তাহার মুদ্দত আখিরীতক্ সাব্যস্থ ও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৪ আ। ৩ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৭ আ। ৩ ধা।

ভূমি একের হস্ত হইতে অন্যের হস্তে গেলে তাহার পূর্ব্বাধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাদিগের উভয়তঃ যে সকল করারদাদ হইয়া থাকে তাহা সমস্তই সে ভূমি সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীলাম হওনব্যতিরে সাব্যস্থ রহিবার কথা।

১০। যদি কোন ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তব্যতিরেকে নীলাম হইয়া কিম্বা স্বেচ্ছায় বিক্রয় অথবা দানক্রমে কিম্বা মতান্তরে একেরহস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় অথবা অধিকারির মরণানন্তর শরা কিম্বা শাস্ত্রের অনুসারে তাহার উত্তরাধিকারির হস্তগত হয় তবে তাহাকে হুকুম নাই যে মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে সে ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার অংশ অন্যের হস্তগত হওনের পূর্ব্বের করারদাদমাফিক তাহারদিগের যে রাজস্বের ধার্য্য থাকে তাহার অধিক মুদ্দত গত হওনপর্য্যন্ত চাহে যদি সে করারদাদ ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত মর্ম্মের ব্যতিক্রমে না হয়। আর সেই তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গেও আপনারদিগের করারদাদমাফিক কার্য্য করে বরং সে সকল করারদাদ তাহার মুদ্দত গত হওনপর্য্যন্ত সাব্যস্থ ও বহাল রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৪ আ। ৪ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৭ আ। ৪ ধা।

এই আইনের মতে ভূম্যধিকারিতে আপন ভূমি মফঃসলী তালুকরূপে অন্যকে দিতে নিষেধ না জানিবার কথা।

১১। এই আইনের অনুসারে এমত নিষেধ অনুমান না হয় যে কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী আপনার ভূমির কিছু স্বেচ্ছায় বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা মতান্তরে মফঃসলী তালুকরূপে অন্যেকে না দেয় ইতি।— ১৭৯৩ সা। ৪৪ আ। ৬ ধা।

এই আইনের মতে দশসনী বন্দোবস্তের ক্রমে মফঃসলী তালুকের যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে তাহার উপর ইজাফা হইবার হুকুম না জানিবার কথা।

১২। এই আইনের অনুসারে এমত বিধিও হুকুম অনুমান না হয় যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫১ ধারার প্রথম প্রকরণের লিখনক্রমে ১০ দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে যে মফঃসলী তালুকদারদিগের ভূমির জমা মোকররীমতে নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার উপর বেশী হয় বরং সেই তালুকদারদিগের ভূমির সেই জমা চিরকালের নিমিত্তে বাহাল রহিবেক এবং যে জমীদারীর মধ্যে এমত ভূমি থাকে সে জমীদারী বিভাগ হইলে সে ভূমি জমা

মোকরীর প্রস্তাবে গণ্য হইবেক অর্থাৎ মোকররী জমার ভূমি বলা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৪ আ। ৭ ধা।

১৩ [তর্জ্জমা হয় নাই।]

১৪। জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির সহিত যে কেহ করারদাদ করে কিম্বা তাহার দিগের কাহারো পক্ষে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য হইবেক না যে সেই জমীদারপ্রভৃতির দস্তখতী আমলনামা না পাইলে সে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৩ ধা।

উপরের ধারায় যে সকল হুকুম আছে তাহার প্রস্তাবের কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

১৫। কর্ত্তব্য যে কোন ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার এই আইনের লিখিত মর্ম্ম ও মতের ব্যতিক্রমে কোন করারদাদ এবং কোন কার্য্যও না করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৫ ধা।

অধিকারি প্রভৃতিতে এই আইনের অন্যথায় কোন করারদাদ না করিবার কথা।
[ঐ ঐ]

২ ধারা।

পাট্টার হার।

১৬। জানিবেন যে কালেক্‌টর সাহেব পাট্টা মঞ্জুরকরণের বিষয়ে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৮ ধারায় * নির্দ্দিষ্ট আছে সে হুকুম কেবল পাট্টার নক্সা মঞ্জুর করিবার কারণেই কালেক্টর সাহেবের প্রতি লেখা গিয়াছে ও তদনুসারে কাহারো স্থানে প্রজালোকে পাট্টা লইলে যদি তাহার নিরিখের বিষয়ে কিছু আপত্তি জন্মে তবে সেমতে মালগুজারী নগদ কিম্বা জিনিসে দিতে হইলে সে আপত্তির নিষ্পত্তি সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সেই পরগনার শরেমাফিক হৈ রকম ভূমির জমার নিরিখদৃষ্টে হইবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের মতে যে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহাতে আপত্তি উপস্থিত হইলে তাহার নিষ্পত্তি হইবার মতের কথা।
[ঐ ঐ]

১৭। জানিবেন যে উপরের লিখিত ধারার হুকুম কেবল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৮ ধারার মতে প্রথম পাট্টা লইবার বিষয়েই নহে ইজরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের মতে কোন পাট্টার মিয়াদ গেলে কিম্বা কোন পাট্টা রদ হইলে দুসরা পাট্টা লইবার বিষয়েও ঐহুকুম কাফী ও অটল রহিবেক এবং নয়া পাট্টা লইবার বিষয়ের সকল সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে পশ্চাতের লিখিত ঐ আইনের মতে যে প্রজার পাট্টার মুদ্দৎ যায় কিম্বা যাহার পাট্টা রদ হয় সে প্রজা নয়া পাট্টা লইলে তাহার স্থানে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা অন্য লোকে সেই পরগনার শরেমাফিক সেই রকম ভূমির নিরিখছাড়া বেশী তলব করিতে পারিবেক না কিন্তু যাহার স্থানে পাট্টা লইবার বিষয় তা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের মতে পাট্টার মিয়াদ গেলে নয়া পাট্টা দিবার বিষয়ে ও উপরের ধারার হুকুম চলিবার কথা।
[ঐ ঐ]

* এই ধারা রদ হইয়াছে।

হার স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের মতে প্রজালোকে যে নিরিখে প্রথম পাট্টা লইয়া থাকে সেই নিরিখেই নয়া পাট্টা লইবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৭।

১৮। [তর্জমা হয় নাই।]

মিয়াদগতে নয়া পাট্টা দিতে হুকুমের কথা।
[বারাণস।]

১৯। উপরের ধারাসকলের লিখিত হুকুম প্রজারা যে পাট্টা আদৌ লইবার কারণ চাহিতে পারে কেবল তাহারি উপর বর্ত্তে এমত নহে জানিবেন যে পাট্টার মিয়াদ গত হইয়া কিম্বা কারণান্তরে কোন পাট্টা ফিরিয়া নয়া পাট্টা হইতে লাগিলে তাহার প্রতিও ঐ সকল হুকুম চলিবেক আর লেখা যাইতেছে যে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা অন্য কাহারো উচিত নহে যে প্রজাদিগের কাহারো পাট্টার মিয়াদ গেলে কিম্বা কারণান্তরে কোন পাট্টা ফিরিলে নয়া পাট্টা দিবার অর্থে তাহার স্থানে সে মত ভূমির পরগনাশরে নিরিখ অপেক্ষা বেশী তলব করে কিন্তু ফসল ফেরে চাস কিম্বা এক জাতি যোতদারের পরিবর্ত্তে অন্য জাতি যোতদার হইলে তাহাতে যাহা অথাকার চলনমতে কর্ত্তব্য হয় তাহার বিবেচনা করিতে হইবেক। এতদ্ভিন্ন এই হুকুমের অনুসারে ছপ্পরবন্দ অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজাগণের সাধ্য আছে যে পাট্টা দিবার কর্ত্তাদিগের স্থানে নির্দ্ধারিত নিরিখে নয়া পাট্টা চাহিতে পারে এবং পাইকস্তা প্রজারাও তদনুসারে পাট্টা চাহিবার শক্তি রাখে যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার তাহারদিগেরে সে ভূমির যোতদারীতে বহাল রাখিতে স্বীকার করে ইহাতে ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগের শক্ত্যর্পণ হইতেছে যে পাট্টার মিয়াদ গতে তাহারদিগেরে পাইকস্তা প্রজাদিগের বহাল রাখে কি না রাখে যাহা বিহিত জানে তাহাই করে কিন্তু এতদনুসারে তাহারদিগের এমত ক্ষমতা হইবেক না যে খোদকস্তা প্রজারা যাবৎ মোকররী মালগুজারী দিতে থাকে তাবৎ সে প্রজাদিগেরে বেদখল করে ইতি।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ১০ ধা।

খোদকস্তা ও পাইকস্তা প্রজাদিগের মধ্যে মতের প্রভেদের কথা।

২০। [তর্জমা হয় নাই।]

ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের অবশিষ্ট ভূমির বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হুকুমের দৃষ্টে যেরূপে উচিত জানে সেইরূপে করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

২১। জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সাধ্য আছে যে আপনারদিগের অবশিষ্ট ভূমির বন্দোবস্ত যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তদ্দৃষ্টে যেরূপ উচিত জানে করে কিন্তু কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের তাবের ইজারদারদিগের সহিত যে করারদাদ করে তাহাতে মালগুজারীর তায়দাদ এবং করারের নির্দ্ধার্য্যও হয় অর্থাৎ যবস্থবে না থাকে যদি কোন ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কাহারো স্থানে কিছু করারদাদহইতে অধিক লয় তবে সেই অধিক টাকা অসঙ্গতের ন্যায় বোধ হইয়া তাহার স্থানহইতে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দেওয়ান যাইবেক আর যে সকল নিষেধ হুকুমের প্রস্তাব এই ধারায় হইল তা

হার বেওরা নীচের কএক ধারায় লেখা আছে ইতি *।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫২ ধা।

২২। [তর্জমা হয় নাই।]

২৩। কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এবং তাহারদিগের কার্য্য কারকদিগের সাধ্য থাকিবেক না যে খোদকস্তা প্রজাদিগের পাট্টাস কল এমত প্রমাণ নহিলে রদ করে যে সেই সকল পাট্টা গণতাক্রমে লইয়া থাকে কিম্বা এই আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে সেই প্রজার তিনসনী মালগুজারীতে পরগনার শরেহইতে কমী হইয়া থাকে অথবা সেই প্রজারা গণতাক্রমে জমায় কমী করাইয়া থাকে কিম্বা দরোবস্ত পরগনার মাপ তাহার মালগুজারীর হারহারীর কারণ হইয়া থাকে। আর জানিবেক যে এই ধারার লিখিত সকল দাঁড়া সুবে বেহারে চলিবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬০ ধা। ২ প্র।

কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার নির্দ্ধারিত গতিকছাড়া খোদকস্তা প্রজাদিগের পাট্টা রদ না করিবার কথা। [বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

২৪। যদি জমীদার কি ইজারদার অথবা তালুকদার লোক কিম্বা তাহারদিগের কার্য্যকারকেরা প্রজাদিগের কাহারু স্থানে পোস্তের চাসকরণহেতুক মোকররী খাজানাহইতে কিছু বেশী তলব করে ও লয় তবে সেই প্রজা ও এজেণ্টসাহেবের ক্ষমতা আছে যে দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে তাহারদিগের নামে ইহার নালিশ করেন্ ও ঐ আদালতের সাহেব অবিলম্বে এ বিষয়ের তজবীজ করিয়া যদি ইহা সাবুদ হয় তবে যত বেশী লইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দিবার ও তাহার তিনগুণ জরীমানা দাখিল করিবার হুকুম এমত অপরাধির প্রতি দেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৭ ধা।

জমীদার আদিরা চাসীদিগের স্থানে পোস্তের চাসকরণ হেতুক মোকররী খাজানাহইতে বেশী তলব করিলে তাহার প্রতিকার হওনের মতের কথা।

২৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর সরকারের মহাজনী কারখানা খাতামহাল ও নিমক মহালওগয়রহে সকল এ কারারেই ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকার জিগির লেখা যাইবেক। আর সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরদিগ্কে নিষেধ আছে যে আপনারদিগের তাবের ইজারদার ও প্রজাবর্গ ও তালুকদারেরদের সহিত ঐ ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর ১৯ সন মোহর ও ১৯ সন সিক্কা টাকাছাড়া অন্য রকমের উপর কোন একরারপত্র না করে যদি এই নিষেধের অন্যথায় করারদাদ করে তবে তদনুসারে তাহারদিগের যত টাকা বাকী আটক হইবেক তাহা কোন আদালতের বিচারে উসুলের উপযুক্ত হইবেক না সেই বাকী টাকা আপনারদিগের দণ্ডের স্বরূপ জানিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৫ আ। ২১ ধা।

পশ্চাৎ সরকারের ও এদেশস্থ সকল মালগুজার ওগয়রহের সমস্ত করারদাদ ১৯ সন মোহর ও টাকার উপর হইবার কথা। [বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।] অন্যপ্রকার টাকার নিদর্শনে যে করারদাদ হয় তাহার বাকী টাকা উসুলের উপযুক্ত না হইবার কথা।

* এই সকল নিষেধ ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭ ধারার ১। ২ প্রকরণ ও ৫৯। ৬০ ধারার ১। ২ প্রকরণে লেখা আছে তাহা এই গ্রন্থের নানা ধারায় পাওয়া যাইবে।

নির্দ্দিষ্ট গতিকছাড়া হালবন্দোবস্তের পূর্ব্বে যে সকল করারদার হয় তাহা বহাল রহিবার কথা।

২৬। ইজারদার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজাদিগের যে করারদাদ হাল বন্দোবস্তের পূর্ব্বে হইয়া থাকে তাহা যদি শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের কোন আইনের ব্যতিক্রমে না হইয়া থাকে তবে তাহা গণতাক্রমে কিম্বা সে করারদাদ দিবার সাধ্য যাহার না ছিল তাহার মারফতে হওন প্রমাণ না হইলে সে করার দাদ তাহার মিয়াদ গতপর্য্যন্ত সাব্যস্থ ও বহাল রহিবেক।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬০ ধা। ১ প্র।

৩ ধারা।

মাথোটওগয়রহ্‌ বেআইনী আবওয়াবের বিষয়।

আসল জমার সহিত মাথোট ওগয়রহ আবওয়াব মোট করিবার কথা।

২৭। প্রজাদিগরের স্থানে আবওয়াব ও মাথোটওগয়রহের যে টাকা জবর করিয়া লওয়া যায় তাহার জেয়াদাতীতে ও তায়দাদ না থাকিবাতে তাহার নিরূপণ হওয়া দুষ্কর হয় এবং সেই আবওয়াব ওগয়রহ্‌ অন্যায় ও অত্যাচারেরো বীজদর্শন হইতেছে অতএব সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রজারদিগের ঐক্যক্রমে সেই আবওয়াবওগয়রহের বিবেচনা ও তহকীক করিয়া সে সমস্ত আবওয়াবওগয়রহ্‌ আসল জমাভুক্ত করিয়া একমোট করে আর যে সকল জমীদারী ও অন্য যে ভূমি বড় ও প্রশস্ত আছে তাহার অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে,যে সকল পরগনার আবওয়াবওগয়রহ্‌ অন্যং স্থানের অপেক্ষা অতিরিক্ত থাকে তাহা উপরের লিখনানুসারে অগ্রে আসল জমার সহিত মোট করে আর তাহা করিবার গতিক এমত করে যে বাঙ্গলা ১১৯৮ সালের শেষপর্য্যন্ত সুবে বাঙ্গালায় ও ফসলী ও বিলায়তীর ঐ সন আখিরীতক্‌ সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায় তাহারদিগের সম্পর্কীয় সকল ভূমির সেকার্য্যনিষ্পত্তি হয় আর ঐ মিয়াদ ধার্য্যের হেতু এই যে সেই সময়ে সকল পাট্টা দিবার নির্ণয় আছে অতএব ইহার হুকুম পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৪ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩০ আ। ৪ ধা। এবং ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৫৩ ধা। ১২ প্র।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদার দিগেরে প্রজারদিগের স্থানে কিছু নয়া আবওয়াব লইতে নিষেধের এবং এ হুকুমের অন্যথা হইলে দণ্ডের কথা।

২৮। কোন ভূম্যধিকারী এবং কোনপ্রকার ইজারদার ও মফঃসলী তালুকদারের কর্ত্তব্য নহে যে কিছু নয়া আবওয়াব কিম্বা মাথোট কোনপ্রকারে প্রজারদিগের উপর ধার্য্য করে যদি এমত করে তবে তাহার তিনগুণ দণ্ড ঐ দোষকরণিয়ার স্থানে লওয়া যাইবেক আর যদি পশ্চাৎ জানা যায় যে কিছু নয়া আবওয়াব অথবা মাথোট ধার্য্য হইয়া কাহারো উসুলে আসিয়াছে তবে সেই আবওয়াবওগয়রহ্‌ যত দিনের লওয়া গিয়া থাকে তত দিনের দণ্ড ঐ অনুসারে গ্রহীতার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৫ ধা।

দস্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩০ আ। ৫ ধা।

২৯। সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদারদিগের উপরের ধারাসকলের লিখিত দাঁড়াক্রমে পাট্টাসকল তৈয়ার করিবার ও তাহা প্রজাদিগেরে দিবার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালায় বাঙ্গলা ১১৯৮ সাল ও সুবে বেহারে ফসলী ১১৯৮ সাল ও সুবে উড়িষ্যায় বিলায়তী ১১৯৮ সাল আখিরীতক মিয়াদ দেওয়া যাইতেছে ও ঐ মিয়াদ গেলে পর কোন করারদাদ উপরের লিখিত সকল করারদাদের ব্যতিক্রমে মাতবর জ্ঞান হইবেক না ঐ মিয়াদ গেলে পর যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা ইজারদার কিম্বা প্রজা যে করারদাদে আবওয়াব ও মাথোটওগয়রহ আসল জমাভুক্ত না থাকে তাহার অনুসারে কিছু দাওয়া করে তবে সে দাওয়া অসাব্যস্থ এবং আদালেতর খরচাও তাহার উপর ডিক্রী হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬১ ধা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিকে যে মিয়াদ পাট্টা তৈয়ার করিবার ও প্রজাদিগের দিবার কারণ দেওয়া গেল তাহার কথা।

উপরের ধারাসকলের লিখিত মর্ম্মের ব্যতিক্রমের করারদাদ সকলের অনুসারে মিয়াদ গেলে পর আদালতে দাওয়া না শুনা যাইবার কথা।

৩০। জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৪ ধারায় ও ৫৬ ধারায় ও ৫৭ ধারায় ও ৫৮ ধারায় ও ৫৯ ধারায় ও ৬১ ধারায় যে সকল হুকুম লেখা যায় সে সকল হুকুম সুবে বেহারের শামিল জিলা রামগড়ে চলিবেক না ইতি।—১৭৯৪ সা। ৪ আ। ২ ধা।

পাট্টা লইবার যে হুকুম আছে তাহা সুবে বেহারের শামিল জিলা রামগড়ে না চলিবার কথা।

৪ ধারা।

ভূমির অংশাংশি বা বিক্রয় বা হস্তান্তর হইলে পাট্টার বিষয়ে যে বিধি চলন হইবেক তাহা।

৩১ ইং ৩৩। [তর্জমা হয় নাই।]

৩৪। অংশিগণের দরখাস্তে কিম্বা আদালতের ডিক্রীঅনুসারে যদি সাধারণ কোন ভূমির অংশাংশি হয় তবে যদি ভূমি বিভাগহওনের পূর্ব্বে তাহার মালিক অর্থাৎ অধিকারিদিগের ও প্রজা ও ইজারদার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৭ ধারার লিখিত তালুকদারছাড়া মফঃসলী তালুকদারদিগের মধ্যে কোন করারদাদ হইয়া থাকে তথাপি তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারার লিখনানুসারে ঐ ভূমির প্রতি অংশেতে হিস্যাওয়ারী জমার নিরূপণ হইবেক কিন্তু সাধারণ ভূমি অংশিগণের মধ্যে বিভাগ কি আদালতের ডিক্রীক্রমে ঐ ভূমি সম্যক কি তাহার কিছু বিক্রয় কি উত্তরাধিকারিত্ব কি বিক্রয় কি দানক্রমে হস্তান্তর হইলেও যে পাট্টা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ও ৩ ধারার ও এই আইনের ২ ধারামতে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

বিভাগহওয়া ভূমির অংশসকলের জমা নিরূপণের বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

৫ ধারা।

পাট্টা লিখনের প্রকার ও তাহার মর্ম্ম।

এই ধারার লিখিত মর্ম্মদৃষ্টে পাট্টাসকলের মজমুন ভূমির চাসের বেওরাক্রমে ফেরফার হইতে পারিবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

৩৫। আশা এবং উম্মেদ অতিশয় ইহাই জানা যায় যে কিছু কাল ব্যাজে সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা ও ইজারদারেরা ও প্রজাবর্গে ইহাতে আপনারদিগের লাভদর্শন করিবেক যে ভূমির মালগুজারীর করারদাদের সকল সময়ে ভূমির নির্দ্ধার্য্য একং সংখ্যায় উপর জমাও নিরূপণ করা যায় এবং যোতদারেরা ও চাসিরাও যে চাস অধিক লাভের তরে যাহা সেই ভূমিতে করে আর যে স্থানে এমত দাঁড়া থাকে যে ভূমির পাট্টাসকল চাসের ফেরফারে পাঠের ফেরফারে হয় ও সে ভূমির অধিকারিরা চাহে যে সেই দাঁড়া সাব্যস্থ রাখে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির তায়দাদ ও চাসের রকম ও জমার বেওরা ও যত টাকা জমা তাহার সংখ্যা ও মিয়াদের ধার্য্য এবং এই একরার যে নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে ভূমির চাস উঠিলে সে ভূমির মালগুজারীর করারদাদ হয় সেই মিয়াদের বাকী মুদ্দতের নিমিত্তে অথবা উভয় স্বেচ্ছায় তাহাহইতে অধিক মুদ্দতের জন্যে নয়া ডৌলে হইবেক ভূমির পাট্টাসকলে লেখায় ও তদনুসারে সেই ভূমির চাস উঠিতে লাগিলে তাহার মালগুজারীর কারণ নয়া পাট্টা উপরের লিখিত মর্ম্ম ও একরার নিদর্শনে করা যায় ইতি —১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৬ ধা।

প্রজারদিগের মালগুজারীর টাকার নিদর্শন পাট্টাসকলে লিখিবার কথা।
[ঐ ঐ]

৩৬। কর্ত্তব্য যে যে কোন ডৌল ও দাঁড়াক্রমে প্রজাদিগের মালগুজারী দেওয়া সঙ্গত হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ বরং নির্দ্ধার্য্যের কালে যত টাকা মালগুজারী তাহার সংখ্যা পাট্টাসকলে লেখা যায়।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৭ ধা। ১ প্র।

[ঐ ঐ]

৩৭। যেং কালে জমার বেওরাছাড়া তাহার সংখ্যা না হইতে পারে সেইং কালে কর্ত্তব্য যে যেমতে যেং সময়ে চাসের পর ভূমির জমা মাপের মুখে কিম্বা তাহার চাসদৃষ্টে নির্দ্ধার্য্য হয় অথবা ভূমির জমা তাহার উৎপন্ন শস্যে আদায় হয় সেইমতে সেইং সময়ে মালগুজারী হইবার বেওরা ও একরার যত নগদ ও যত জিনিস এবং অন্য যে সকল কট হউক তাহা পাট্টাসকলে স্পষ্ট ও পরিষ্কার লেখা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৭ ধা। ২ প্র।

পাট্টার শরওয়ার সাবেক দাঁড়া রদ হইবার কথা।

উভয়সম্মত শর

৩৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ও ১৭৯৪ সালের ৪ আইনানুসারে প্রত্যেকে সমস্ত ভূম্যধিকারিরা পাট্টার শরওয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কালেক্টরসাহেবের মঞ্জুরী করাইয়া লইবার ও ঐ আইনের নির্ণীত শরওয়ামতে যে পাট্টা প্রস্তুত না হয় তাহা মাতবর বোধ না হইবার হুকুমসম্বলিত যে সকল কথা লেখা গিয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল অতএব উত্তর কালে

ভূম্যধিকারিদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাইত্যাদি আপনারদিগের পেটার সমস্ত লোককে আপনারদিগের ও তাহারদিগের উভয়সম্মত ও মনোনীত যে শরওয়া হয় সেই শরওয়ামতে পাট্টা লিখিয়া দিয়া কবুলিয়ত লয় কিন্তু এই হুকুমানুসারে কোন ভূম্যধিকারিকে তাহার আপন পেটার কাহার প্রতি অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট না করিয়া আবওয়াব কি মাথোট কিম্বা এই প্রকারের আর২ কোনরূপে কিছু নির্দ্ধার্য্য করিতে অনুমতি আছে ইহা কোন ব্যক্তি না বুঝে বরং ঐ২ প্রকার ব্যবসব্যবের যে কিছু অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট বিনা যে কোন প্রকারে নিয়মিত হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের বিচারে অত্যসঙ্গত ও বাতিল বোধ হইবেক কিন্তু এমত অসঙ্গত নিয়ম লেখা থাকিলেও অঙ্ক নির্দ্দিষ্টক্রমে উভয়ের লিখিয়া পড়িয়া দেওয়া খাজানা আদায় করিবার হুকুম দেওয়ানী আদালতহইতে হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

ওয়ার পাট্টা লিখিয়া দিবার অনুমতির কথা।

অঙ্ক নির্দ্দিষ্টহওন বিনা কোন নিয়ম সঙ্গতনা হইবার কিন্তু তাহাব্যতিরিক্ত যাহার নিয়ম থাকে তাহা বহাল থাকিবার কথা।

৬ ধারা।

পাট্টার মিয়াদ ও পাট্টা বিলি করণ।

৩৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের যে ২ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের যে ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের ২ ধারার যে ২ প্রকরণেতে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার ইত্যাদি ভূম্যধিকারিদিগকে তাহারদিগের আপন পেটার কাহাকেও ১০ দশ সনের অধিক মিয়াদ পাট্টা দিতে নিষেধ লেখা গিয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও ভূম্যধিকারিদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে যে তাহারদিগের ও তাহারদিগের পেটার ইজারদারইত্যাদির যে মিয়াদ ইচ্ছা হয় ও তাহাতে চাসবাস ও যোত আবাদের আধিক্য হইতে পারে সেই মিয়াদে পাট্টা লিখিয়া দেয় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২ ধা।

১০ দশ সনহইতে অধিক মিয়াদে পাট্টা লিখিয়া দেওনের নিষেধ যে কএক দাঁড়াতে লেখা গিয়াছে তাহা রদ হইবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

৪০। ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার লিখনের মর্ম্মেতে সন্দেহ জন্মিল একারণ সুস্পষ্ট বিবরণ করা যাইতেছে যে ঐ ধারার যথার্থ মর্ম্মানুসারে এই অনুমতি হইয়াছে যে ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ফলোদয়ের নিমিত্তে যে জমায় ও যে মিয়াদে ইচ্ছা বরং সর্ব্ব কালের নিমিত্তে পাট্টা লিখিয়া দেয় কিন্তু যে কোন ব্যক্তি নিরূপিত কোন মিয়াদপর্য্যন্ত কি আপন জীবনাবধি ভূমির স্বত্ব রাখে কি তাহার শস্যাদিভোগ কি দান বিক্রয়াদিকরণে সম্পূর্ণ ক্ষমতা কি স্বাধীনতা না রাখে সে ব্যক্তি আপন স্বত্বের মিয়াদ কি ক্ষমতার অতিক্রমে তাহার পাট্টা দিতে পারিবেক এমত বোধ না হয় ইতি।—১৮১২ সা। ১৮ আ। ২ ধা।

পাট্টা দেওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার যথার্থ মর্ম্মের কথা।

[ঐ ঐ]

৪১। এই আইনের অনুসারে এমত নিষেধ অনুমান না হয় যে ভূম্যধিকারিরা বিলায়তী সাহেবলোকছাড়া অন্য কাহাকেও আপ

এই আইনক্রমে ভূম্যধিকারিরা বি

লায়ডী সাহেবলো ক ছাড়া কাহাকেও গৃহাদি করিতে আ পনারদিগের কিছু ভূমি দিতে নিষেধ না জানিবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা।]

নারদিগের কিছু ভূমি কিঞ্চিৎকাল মুদ্দতে কিম্বা চিরকালের নিমিত্তে কোন এমারত ও অন্যং ব্যাপারের গৃহ ও বাগাৎআদি করিতে সর কারের কার্য্যকারদিগের বিনাহুকুমে না দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৪ আ। ৮ ধা।

৪২। ই° ৪৪। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

প্রজার শক্তি আছেযে মালগুজারীর ডৌলবন্দী হইলে পর ভূম্যধিকারি প্রভৃতির স্থানেভূমির পাট্টা চাহে ও ভূম্যধিকারি প্রভৃতির কর্ত্তব্য যে পাট্টা দেয় তাহাতে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি না কবুল হইলে তাহার স্থানে দণ্ড লওয়াযাইবার কথা।

মফঃসলী তালুকদারেরা ও ইজারদারেরা ভূম্যধিকারির বিনাঅনুমতিতে এবং গোমাস্তারা আপন মুনিবের বিনা অনুমতিতে কাহাকেও পাট্টা না দিবার কথা।

৪৫। কোন প্রজার মালগুজারী দেওয়া সঙ্গত নির্দ্দিষ্ট হইলেপর সেই প্রজার শক্তি আছে ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা ইজারদার যাহার স্থানে ভূমি লয় তাহার স্থানে কিম্বা তাহার গোমাস্তার নিকটে সেই ভূমির পাট্টা চাহে যদি সেই ভূম্যধিকারি প্রভৃতি সে পাট্টা দিতে স্বীকার না করে তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণপূর্ব্বক সেই ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির স্বীকার নাকরণের কারণ সেই প্রজা যে খরচান্ত হইয়া থাকে কিম্বা ব্যামোহ পাইয়া থাকে তদনুসারে দণ্ড ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির উপর হইবেক আরসকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার দিগের প্রতিও হুকুম আছে যে তাহারা প্রজারদিগের মালগুজারী ডৌল ধার্য্য করিলে পর একং খান পাট্টা হয় আপনারা সেই প্রজারদিগেরে দেয় না হয় আপনারদিগের গোমস্তাদিগের দ্বারা দেওয়ায়। কিন্তু কোন মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদারের সাধ্য হইবেক না যে আপন দখলী ভূমির পাট্টা তাহার অধিকারির বিনা অনুমতিতে আপন তাহুতের মিয়াদহইতে অধিক মুদ্দতের জন্য কাহাকেও দেয় এবং কোন গোমস্তার ক্ষমতাও থাকিবেক না যে ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকার ফলতঃ যে তাহার মুনিব হয় তাহার বিনাঅনুমতিতে কাহাকেও পাট্টা দেয় ইতি।— ১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৯ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৩০ আ। ১১ ধা।

প্রজারা মোকররীনিরিখে পাট্টা না লইলে তাহাতে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬। জানা গেল যে ঐ আইনের হুকুমমাফিক মোকররী নিরিখ ও নক্সামতে স্থানেং ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাৎ তালুকদারেরা প্রজাদিগেরে পাট্টা দিতে উদ্যত ছিল কিন্তু প্রজারা তাহা লয় নাই অতএব নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কিম্বা শামিলাৎ তালুকদারেরা আইনের হুকুমমাফিক মোকররী নিরিখ ও নক্সামতে পাট্টা কিম্বা পাট্টাসকলের নক্সা তৈয়ার করিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৮ ধারার অনুসারে কালেক্টর সাহেবের মঞ্জুর করাইয়া সেই নক্সামাফিক পাট্টা প্রজাদিগের দিবার কারণ আপনং অধিকার কিম্বা ইজারার মহালের সদর কাছারী অথবা কাছারী সকলে আপনং মোহর ও দস্তখতে একং লিখন লটকাইয়া সেই সংবাদ দিবেক ও প্রজালোকে সেই মোকররী নিরিখ ও নক্সা মাফিক পাট্টা চাহিলে তাহা যে স্থানে যে কালে যাহার মারফতে পাইবেক তাহার জিগির সেই লিখনে লিখিতে হই

বেক ও তাহাতে জানিবেক যে সেই লিখনের দ্বারা সংবাদ করা ও পাট্টা দেওয়া সমান অর্থ এবং তদনুসারে ইহাও জানাযাইবেক যে ভূম্যধিকারী ও ইজাদার ও শামিলাৎ তালুকদারেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৯ ধারার হুকুম বজায় রাখিয়াছে এবং এমতে সংবাদ করিয়া যে কেহ পাট্টা দিতে উদ্যত থাকে সে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনে যেমতে দ্রব্যাদি ক্রোককরণের হুকুম লেখা যায় সেইমতে প্রজাদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া কিম্বা তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপন পাওনা মালগুজারী লইতে পারিবেক ইতি।— ১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৭ ধা।

৭ ধারা।

খাজানা দেওন বিষয়ে।

৪৭। এতদ্ভিন্ন বুঝিবেন যে এ আইন জারী হইলে পর যে কোন ভূমি ক্রোক হয় তাহার মালগুজারেরা হালভঞ্জিতের আপত্তি করিলে তাহা শুনা যাইবেক না এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে হুকুম আছে যে তাহারা কোন প্রজা কিম্বা অপর যোতদারের স্থানে কিস্তিবন্দীর কিম্বা অন্য লিখন পঠনের অথবা যে খানকার যে দাঁড়া সেইমতে খাজানা তলবের নির্ণীত সময়ের পূর্ব্বে কাহার স্থানে কিছু মালগুজারী তলব না করে ও না লয় এবং প্রজাদিগকেও সেমতে মালগুজারী দিতে বারণ আছে। ইহাতে যদি প্রজাদির কেহ পশ্চাৎ এই নিষেধের অন্যথায় নির্ণীত সময়ের পূর্ব্বে কিছু মালগুজারী কাহাকেও দেয় ও পশ্চাৎ সে ভূমি সরকারে ক্রোক হয় কিম্বা ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার ক্রোক করে তবে সেই পূর্ব্বে দেওয়া মালগুজারীর দাখিলা সরকারের তরফ ক্রোকী আমলা কিম্বা ক্রোক করণিয়া ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার যাহার নিকটে দর্শাবেক তাহার নিকটেই সে দাখিলা প্রকৃত কি অপ্রকৃতইবা হউক কদাচ মঞ্জুর হইবেক না। আর যদি কোন মালগুজার কোন ভূমি ক্রোক হইবার যে ইশ্‌তিহার স্থানেং দিবার হুকুম আছে তাহা দেওয়া গেলে পর ও সে ভূমির ক্রোক বরখাস্ত হইবার ইশ্‌তিহার দিবার পূর্ব্বে কিছু মালগুজারী কাহাকেও দেয় তবে তাহাও মজুরা পাইবে না। কিন্তু যদি বিশিষ্টরূপে এমত বুঝাইতে পারে যে সেই ইশ্‌তিহার হইবার সমাচার সে জ্ঞাত ছিল না তবে সেই পূর্ব্বে দেওয়া মালগুজারী মিনাহ পাইবেক। কিন্তু বাকীদার যত টাকা মালগুজারের স্থানে হালভঞ্জিতক্রমে আগামি কি ভূমি ক্রোক হইলে পরেইবা লইয়া থাকে তাহা সে মালগুজারদিগকে মজুরা দিতে হইবেক না এমত বোধ কদাচ করিবেক না। জানিবেন যে উপরের লিখিত হুকুম কেবল ক্রোক করণিয়ার স্বত্বসাব্যস্থের কারণেই হইল।— ১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩ প্র।

হালভঞ্জিত না হইতে পারিবার উপায়ের কথা।

ভূম্যধিকারি প্রভৃতিতে হালভঞ্জিত করিলে ও প্রজাদিতে তাহা দিলে সে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

ভূমি ক্রোক হইলে পর কেহ কাহাকেও মালগুজারী দিলে তাহা মজুরা না পাইবার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষের উপর প্রভেদ কথা।

ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদির নানাবিধ স্বত্বাধিকারের বিচার দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

৪৮। উপরের লিখনানুসারে যদি ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদি মালগুজারদিগের কেহ কাহার নামে কখন আপন স্বত্বাধিকারের সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে তৎকালে তথাকার জজসাহেব সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে কিম্বা শরা কি শাস্ত্রমতেইবা অথবা আইনক্রমে কিম্বা সে স্থানের আদ্যোপন্তের চলন সামান্য কি বিশেষ দাঁড়ার অনুসারে করিবেন। আর জানিবেন যে জমীদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা প্রজাদি মালগুজারদিগকে মালগুজারীর হিসাব নিষ্পত্তির কারণ কিম্বা অপর কোন বিশিষ্ট হেতুতে অথবা তাহারদিগের উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে মাপিয়া বুঝিবার যোগ্য তাহারদের হাতে থাকা কোন ভূমি মাপিবার নিমিত্তে ডাকিতে কিম্বা ডাকাইয়া আনিতেও বহালী কোন আইনমতে নিষেধ ছিল না ও নাই। তথাচ এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যানুসারে এমত কর্ম্ম করিতে আবশ্যক নাই যে সে জন্যে আদৌ দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করে। ও ইহাতে যদি ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যমতে কার্য্য করিতে কেহ প্রতিবাদী হয় তবে দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ হইলে সে নিমিত্তে হওয়া সমস্ত ক্ষতি সমেত যাবদীয় খরচা পোষাইয়া দেওয়াইবার কারণ সেই প্রতিবাদির দণ্ড হইবেক। অধিকন্তু সেই দুঁদ্যামির জন্যে তাহার নামে দায়েরসায়েরী আদালতে নালিশ হইতে ও সে দুঁদ্যা শাস্তির যোগ্য ঠাহরিতে পারিবেক। কিন্তু যদি ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের অথবা তাহারদিগের আমলার কেহ আপন সাধ্যের বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে তবে উৎপাতগ্রস্ত সে বিষয় দেওয়ানী আদালতে প্রতিপন্ন করিলে সেই কর্ম্মির উপর সমস্ত ক্ষতি ও খরচা দিবার দায় পড়িবেক। তদ্ভিন্ন মোকদ্দমা বুঝিয়া যে দণ্ড সরকারে লওয়া উচিত তাহাও দিবেক। আর ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির সহিত প্রজাদি মালগুজারদিগের লিখনপঠনের দ্বারা কোন একরার এতাবতা পাট্টাদিগর দেওয়া লওয়া হইয়া থাকিলে ও মালগুজারীর দাখিলা মালগুজারেরা পাইয়া থাকিলে তদ্দৃষ্টে উভয়তঃ হওয়া সেই একরারে কোন বয়স্ত কিম্বা খাজানা ওয়াসীল ও বাকীর বিষয়ে যে কিছু সন্দেহ জন্মে তাহার ভঞ্জন ও সমাধা সর্ব্বতোভাবে হইতে পরিবেক। অতএব জজসাহেবদিগের ও কালেক্টর সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে এতদ্বিষয়ে ব্যতিক্রম হইতে না পারিবার কারণ যে দাঁড়া ও হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা তাহারদিগের উভয় পক্ষের হিতের জন্যে যে কোন বিহিত সময়ে দেখান ও বুঝান উচিত জানেন্ সেই সময়েই এইহেতুক দেখান্ ও বুঝান্ যে তদনুসারে চলিলে ভূম্যধিকারিপভৃতিতে কোনরূপে বেশী তলব করিতে ও প্রজাদিতেও অসঙ্গত আপত্তি জন্মাইতে পারিবেক না।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।

ভূম্যধিকারিগণ যে যে সময়ে প্রজাদিগকে তলব করিতে ও রুজু আনাইতে পারে তাহা স্পষ্ট জানাইবার কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির হুকুম প্রজাদিতে না মানিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি ও তাহারদিগের চাকরেরা সাধ্যছাড়া কর্ম্ম করিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

উভয়ের ভালর জন্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনমতে একরারী পাট্টা ও দাখিলাদিগর দেওয়া ও লওয়া করিবার দাঁড়া জজসাহেবেরা ও কালেক্টর সাহেবেরা বুঝাইবার কথা।

অধিকারিপ্রভৃতি

৪৯। সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও সকলপ্রকার

ইজারদারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের তাবের মালগুজারের দের শিরের মালগুজারীর কিস্তি সকলের ধার্য্য তাহারদিগের এলাকার ভূমির শস্য কাটিবার ও বিক্রয় করিবার কাল নিদর্শনে করে ইহাতে অতিসরিলে মালগুজারেরদের যে ক্ষতি হয় তাহার নালিশ সেই অধিকারিপ্রভৃতির উপর হইতে পারে ইতি।— ১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৪ ধা।

তে আপনারদিগের তাবের মালগুজারেরদের সহিত ভূমির শস্য কাটিবার ও ক্রিয়ের সময় নিদর্শনে মালগুজারীর কিস্তির ধার্য্য করিবার কথা।

৫০। কর্ত্তব্য যে একং ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ভূমির যে প্রকার ইজারদার ও ঐ সকলের যে প্রকার গোমাস্তারা মালগুজারীর তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারা যে কালে ভূমির যত মালগুজারী তালুকদারের ও ইজারদারের ও প্রজারদিগের স্থানে লয় সে কালে তাহার কবজ লিখিয়া দেয় আর একং কিস্তির টাকা বেবাক আদায়হইলে পরেও ফারখতী দেয় ইহাতে যে কেহ মালগুজারীর টাকা দেয় সে যদি কবজ না পায় তবে সেই কবজ দিতে চাহে নাই এমত প্রমাণ জিলার দেওয়ানী আদালতে হইলে পর যে মালগুজারীর টাকার কবজ না পাইয়া থাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড আসামীর স্থানে পাইবেক।— ১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৩ ধা। ১ প্র।

সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা ও ইজারদারেরা ও তাহারদিগের গোমাস্তারা যত মালগুজারী উসুল করে তাহার কবজ লিখিয়া দিবার ও ইহার অন্যথায় দণ্ড দিতে হইবার কথা।

৫১। যদি কোন গ্রামের প্রজা জলের বৃদ্ধি কিম্বা আকাশী অন্যোৎপাতের নিমিত্তে পলায় তবে ভূম্যধিকারিদিগেরে ও মফঃসলী তালুকদার ও সকল প্রকার ইজারদার ও ঐ সকলের গোমাস্তাদিগের প্রতি হুকুম থাকিবেক না যে যে সকল প্রজা সে গ্রামে তিষ্ঠিয়া থাকে তাহারদিগের স্থানে সেই পলাতক প্রজাদিগের শিরের মালগুজারী তলব করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৩ ধা। ২ প্র।

পলাতক প্রজাদিগের শিরের মালগুজারী হাজিরা প্রজাদিগের স্থানে না চাহিবার কথা।

৮ ধারা।
পেটার তালুক অংশ বা হস্তান্তর হইলে তাহার রেজিষ্টরি করণ।

৫২। আর জমীদারেরদের স্বত্বাধিকার তাহারদিগের ব্যাপ্য মফঃসলী তালুকদারদিগের উপরেও সাব্যস্থ থাকিবার কারণ এ ধারাক্রমে হুকুম হইতেছে যে সেই মফঃসলী তালুকদারেরা যে সময়ে আপনং তালুক সমুদয় কিম্বা তাহার কিছু বিক্রয় কিম্বা দানাদির দ্বারা হস্তান্তর করে কিম্বা তাহারদিগের তালুক কেহ উত্তরাধিকারিতাক্রমে পায় অথবা অংশিগণের সহিত অংশ হয় তবে তাহা জমীদারীর সদর দফ্তরে রেজেষ্টরী অর্থাৎ খারিজদাখিল করাইবেক। ও এমত কোন তালুক অংশ হইলে তৎকালে সেই অংশানুসারে তাহার প্রত্যেক কিস্মতের উপর জমার ধার্য্য করিতে হইবেক ও তদনুসারে যে কিস্মতের যত জমা ধার্য্য পড়ে তাহার মঞ্জুরী যাহার নিকটে সেই মালগুজারী করিতে হয় সেই জমীদারের স্থানে লেখাইয়া লইতে হইবেক ও এমত নহিলে সেই অংশ ও সে জমার ধার্য্য অসিদ্ধ

পেটার তালুক হস্তান্তর হইলে তাহার খারিজদাখিল জমীদারী দফ্তরে করিবার কথা।

খারিজ দাখিলমুখে যে কিস্মতের যত জমা ধার্য্য হয় তাহা জমীদারের মঞ্জুর করাইতে হইবার কথা।

জমীদারেরা পেটার তালুকদারদিগের খারিজদাখিলী ফিরিস্তি প্রতি বৎসর কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে চালান করিবার কথা।

ও নামঞ্জুর হইবেক। এবং সেই সম্যক তালুক জমীদারের মালগুজারীর দায়েও বদ্ধ রহিবেক আর জমীদারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে দশসনী বন্দোবস্তের কালে তাহারদিগের সহিত মফঃসলী তালুকদারদিগের যে করারদাদ আপোসে হয় তাহার ফিরিস্তি সে তালুকদারদিগের নাম ও তালুক ও জমার নিদর্শনে লিখিয়া কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে পাঠায় এইক্ষণে কর্ত্তব্য যে এ আইনমতে তাহারদিগের দফ্তরে হওয়া খারিজদাখিলের বেওরা নিদর্শনেও এমত ফিরিস্তি প্রতিবৎসর কিম্বা যে সময়ে তলব হয় কালেক্টর সাহেবদিগের সমীপে চালান করিতে থাকে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।

৯ ধারা।

সুবে বারাণসের রাইয়তেরদের পাট্টা বিষয়ে বিশেষ হুকুম।

[বারাণস।]

৫৩। আমিল ও জমীদার ও ইজারদারওগয়রহেরা সরকারের যে প্রাপ্তব্যাংশ অর্থাৎ রাজস্ব প্রজা ও চাসিদিগের স্থানহইতে তহসীল করে তাহা তাহারদিগের স্থানে অসঙ্গতাবধানে তলব করিতে না পারিবার কারণ এলাকা বারাণসের রেসিডেণ্টসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১২ ফিব্রুআরিতে প্রজাপ্রভৃতিতে যে পাট্টার অনুসারে মালগুজারী দিবেক সে পাট্টা নির্দ্ধারিত নক্সাক্রমে তাহারদিগের দেওয়া যাইবার কারণ আমীনদিগেরে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু নীচের লিখিত হেতুতে তৎকালে সমস্ত প্রজাকে পাট্টা দেওয়া না হইতে সেই আমীনদিগের বরখাস্ত হইয়াছিল অতএব তাহারদিগের প্রতি যে সকল হুকুম হইয়াছিল তাহার ফলোদয় সম্যক প্রকারে হইবার নিমিত্তে তাহার কোন২ মর্ম্মবিশেষের নিবর্ত্তে ও পরিবর্ত্তে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিহিত বিধানে আইন নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে ঐ রেসিডেণ্টসাহেব এলাকা বারাণসের যথাকার২ বন্দোবস্ত করিয়াছেন তথাকার২ প্রজাদিগের পাট্টার বিষয়ে এ আইন চলিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা ৫১ আ। ১ ধা।

প্রজাপ্রভৃতিকে বেলমোক্তামতে পাট্টা দেওয়াইবার কারণ কর্ত্তব্যোদ্যোগের কথা। [ঐ ঐ।]

৫৪। আমিল ও কানুনগোদিগকে পুনঃপুন এই হুকুম দেওয়া গিয়াছিল যে তাঁহারদিগের নিকটে যাহারা নগদ কাটা মালগুজারী দেয় এমত নগদী সংজ্ঞার জমীদার ও ইজারদারদিগের স্থানহইতে খাজানা ও সমস্ত আবওয়াবের নিদর্শন থাকে এমতের বেলমোক্তারী পাট্টা প্রজাদিগেরে দেওয়ায় এতদ্ভিন্ন যে স্থানের মালগুজারী ভূমির উৎপন্ন গল্লাজাৎওগয়রহ ফসলের দ্বারা লওয়া যায় তথাকার প্রজাগণকে পাট্টা বট্টাই নিরিখমতে অর্থাৎ ভূমির উৎপন্ন ফসলের ভাগসমানক্রমে কিম্বা নয়আনা সাতআনা অথবা পাঁচাদুয়া অথবা দুই এক যাহার সংজ্ঞা তেহাই এই সকল ডৌলের এক ডৌল কিম্বা তথাকার চলন অন্য দাঁড়ামতে দেওয়ান যাইবেক। আর আমিলদিগের

প্রতি বারং হুকুম হইয়াছিল যে আমানী মহালাতের প্রজাদিগেরে ও এইমতে পাট্টা দিবেক। কিন্তু তদনুসারের নির্দ্ধারিত নক্সাক্রমে পাট্টা দেওয়া যায় নাই এমতানুমান হইয়া এলাকা বারাণসের চারি সরকারের যে সকল কিস্‌মতের মোকররী বন্দোবস্ত হইয়াছিল সে সকল কিস্‌মতে পাট্টা দেওয়া যাইবার কারণ আমীনেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১২ ফিব্রুআরিতে নিযুক্ত হইয়াছিল ও তাহারদিগেরে হুকুম ছিল যে মুশঃখসী গ্রামসকলের অর্থাৎ যে সকল গ্রামের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহার তালুকদার ও ইজারদারদিগের স্থানহইতে এবং আমানী মহালাতের আমিলদিগের নিকটহইতেও নির্দ্ধারিত নক্সামতে প্রজা ও চাসিদিগেরে পাট্টা দেওয়াইবেক এবং মুশঃখসী গ্রামসকলের প্রজা ও চাসিদিগের নগদী পাট্টায় গুজস্তা ও পয়ওস্তা দুই সনের জমার নিরিখ আর বট্টাই পাট্টার অনুসারের ভূমির উৎপন্ন ফসলের ভাগের করার লেখা যাইবেক এতদতিরিক্ত হুকুম ছিল যে যদি আমিল কিম্বা ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি সদরের মালগুজারদিগের ও প্রজাগণের মধ্যে পাট্টার লিখিত করারী নিরিখের আপত্তি হয় তবে তাহার কর্ম্মচারিদিগের কাগজদৃষ্টে ও কানুনগোদিগের সহায়তাক্রমে নিষ্পত্তি পাইবেক এবং ভূমির হালের এতাবতা বর্ত্তমান কালের আকার ও প্রজাগণের জাতি দৃষ্টে বিবেচনা তাহার জমার নিরিখ বান্ধিয়া যেমতে ফসলী ১১৮৭ সালে বেলমোক্তা রয়ী পাট্টা দেওয়া যাইত সেই মতে বেলমোক্তা রয়ী পাট্টা দেওয়া যাইবেক।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ২ ধা। ১ প্র।

মুটরী পাট্টার মতের কথা। [বারাণস।]

৫৫। উপরের লিখিত বিধির অনুসারে আমীনদিগেরে হুকুম হইয়াছিল যে যথায় মুটরী চলন অর্থাৎ নানাপ্রকার ভূমি ও হরর কম ফসলের উপর গড়ে নগদে কিম্বা তাহার উৎপন্ন ফসলের দ্বারা এক নিরিখে খাজানা লইবার দাঁড়াআছে তথায় তাহা বহাল রাখে এবং লোকেরা যে স্থানে ঐদাঁড়া চালানে সম্মত হয় তথায় ঐ দাঁড়া সচেষ্ট হইয়া চালায়।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ২ধা। ২ প্র।

মুটরী পাট্টাছাড়া নগদী পাট্টার মতের কথা। [ঐ ঐ।]

৫৬। হুকুম হইয়াছিল যে মুটরী পাট্টাছাড়া সমস্ত নগদী পাট্টা যে রকম ভূমি যত বিঘা এলাহী তিন দেরার মাপের মুখে কিম্বা পরগনার চলন মাপের মুখে অথবা দেরাওয়াত যাহাকে আন্দাজী মাপ বলা যায় তাহার মুখে হয় ইহার নিদর্শনে আবওয়াব সমেত গড়ে বিঘাপ্রতি যত খাজানা ঠাহরে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বেলমোক্তা রয়ীক্রমে লিখে কারণ এই যে হরেক রকমের মাপের কমী কিম্বা বেশীর প্রভেদদৃষ্টে সে ভূমির জমার নিরিখ বিশেষ করিয়া বুঝিবার আবশ্যক না থাকে অতএব এই বাঞ্ছা সফলা হইবার জন্যে হুকুম হইল যে মালগুজার ও প্রজাগণ কানুনগোদিগের সহায়তা ও আমীনদিগের মঞ্জুরীক্রমে বিঘার দৃষ্টে খাজানা ও আবওয়াব একত্র করিয়া বেলমোক্তা রয়ীর ধার্য্য করে এমতে মালগুজার ও প্রজাদিগের সাধ্যও আছে যে বিঘার মাপ ঐ তিন প্রকারের মধ্যে যে

প্রজাদিগের বেলমোক্তা পাট্টায় বিঘার মাপের ফেরফার থাকন প্রযুক্ত জমার নিরিখ কমী ও বেশী করিয়া না লিখিবার কথা।

প্রকার চিত্তে লয় তাহাই কবুল করে ও যেপ্রকার তাহারদিগের কবুল পড়ে তাহার উপরেই রয়ী নির্দ্ধার্য্য হইবেক ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের২ দ্বিতীয় আইনের ৪ চতুর্থ ধারায় সর্ব্বত্র বিঘার মাপ এক রকম হইবার জন্যে যে হুকুম লেখা আছে তাহা বহাল থাকিবেক না।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

পটীদারদিগেরে পাট্টা দেওয়াইবার মতের কথা। [বারাণস।]

৫৭। আমীনদিগেরে হুকুম ছিল যে যদি পটীদারেরা আপনারদিগের ভূমির আবাদী পাট্টার দরখাস্ত করে তবে তাহারদিগেরে সরকারের হুজুরী পাট্টাদারদিগের স্থানহইতে উপরের লিখিত দাঁড়াক্রমে পাট্টা দেওয়াইবেক ও এমত দরখাস্ত না করিলে তাহারদিগের পাট্টা দেওয়াইবেক না কিন্তু জানিবেক যে সে পটীদারেরা আপনারদিগের মালগুজারীর সরবরাহ পূর্ব্বমতে করিবেক। অর্থাৎ যে প্রধানদিগের পেটায় কিম্বা মারফতে মালগুজারী দিত তাহারদিগের পেটায় কিম্বা মারফতেই দিবেক।—১৭৯৫ সা।৫১ আ।২ ধা। ৪ প্র।

মুশঃখশী ভূমির পাট্টা দিবার ও তাহার উপর দস্তখৎ ও সাক্ষী হইবার কথা।

আমানী মহালাতের ভূমির পাট্টা দিবার মতের কথা।

বন্দোবস্তের অনুসারে আমিলদিগের ভারের কথা। [ঐ ঐ।]

৫৮। হুকুম ছিল যে সরকারের হুজুরী পাট্টাদারেরা মুশঃখসী ভূমির সকল পাট্টা আমীনদিগের সহিত একবাক্যতায় আপনারদিগের দস্তখতে কানুনগোদিগকে সাক্ষী করাইয়া দিবেক। এবং আমানী মহালাতের ভূমির পাট্টার অর্থে হুকুম ছিল যে তাহা আমিলেরা আপনারদিগের দস্তখতে ও কানুনগোদিগকে সাক্ষী ও আমীনদিগের সহী করাইয়া দিবেক। কারণ এই যে আমিলদিগের সাধ্য পশ্চাৎ এমত না থাকে যে সরকারের মালওয়াজিবীতে কমী ও বেশী করিতে পারে জানিবেন যে তাহারদিগের প্রতি কেবল সরকারের মোকররী মালওয়াজিবীর আঞ্জাম দিবার ও তাহারদিগের মোতালক সীমানরহদ্দের মধ্যে বিরোধ ও বিসম্বাদ না হইতে পারিবার এবং তাহারদিগের উপর যে ক্ষণে যে হুকুম হয় তদনুসারে ব্যাপার করিবার অর্থে ভার আছে।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

পাট্টার তফসীলে ভূমির রকম ও বিঘার মাপ ও জমার নিদর্শন লেখা থাকিবার কথা। [ঐ ঐ।]

৫৯। যে সকল পাট্টার নক্সা আমীনদিগের জিম্মা হইয়াছিল তাহার নীচে মুটরী কিম্বা নগদী অথবা হরকওলা কিম্বা বট্টাই হইয়া যে কোন মতের মালগুজারী দিবার এবং পড়তী ও খীল ও জঙ্গলও গয়রহ ভূমির জমা দিতে হইবার মতের বেওরা লেখা গিয়াছিল অতএব ভূমির আকার ও প্রজাদিগের গতিকদৃষ্টে ঐ সকল মতের এক মতে জমার সরবরাহ করণ প্রত্যেক প্রজার কর্ত্তব্য হইবেক। আর আমীনদিগেরে হুকুম ছিল যে যে প্রজারা প্রকারান্তরে আবাদ না করিয়া কেবল মুটরীক্রমে আবাদ করে তাহারদিগের পাট্টায় কেবল মুটরীনামে জমার মোট করিয়া লেখাইবেক এতদ্ভিন্ন প্রজাদিগের কেহ মুটরী ও নগদী ও বট্টাই হরেক রকম জমা রাখিলে তাহার পাট্টায় যে মতে তফসীল লেখা যাইবেক তাহাও সেই নির্দ্ধারিত নক্সায় লেখা গিয়াছিল এবং সেই নক্সায় ঐ হরেক রকম জমার

তফসীলছাড়া বিঘার মাপের বেওরা করিয়াও লিখিবার দাঁড়া ছিল এইহেতুক যে ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত তিন প্রকার মাপের বিঘা এলাকা বারাণসের স্থানেং অল্পবিস্তরক্রমে চলন আছে ইহার যে প্রকার মাপের বিঘা চিত্তে লয় তাহাই মালগুজারেরা ও প্রজাগণ উভয়ে কবুল করিতে পারিবেক ও আমীনদিগেরে কেবল এই হুকুম ছিল যে যে প্রকার মাপের বিঘা কবুল পড়িবেক তাহাই প্রজাগণের পাট্টায় লেখাইবেক।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ২ ধা। ৬ প্র।

পাট্টার নক্সার কথা।
[বারাণস।]

৬০। যে পাট্টার নক্সা আমীনদিগের জিম্মা হইয়াছিল তাহার তরজমা এই যে শ্রী অমুক প্রভৃতি লিখনং আগে নীচের লিখিত তফসীলদৃষ্টে তোমার ভূমির সালতামামী জমা বেলমোক্তাসুরতে লওয়া যাইবেক ইহা সেওয়ায় সরফ অর্থাৎ আবওয়াবক্রমে কড়াবট লওয়া যাইবেক না।

নগদী। ———————— ————
একপ্রকার পাট্টা বাবতে————
মুটরী ————————

এলাহী ৩ তিন দেরার মাপের মুখে কিম্বা পরগনার চলন মাপের মুখে অথবা দেরাওয়াত যাহাকে আন্দাজী মাপ বলা যায় তাহার মুখে ১২ বারো বিঘা ফিবিঘা ৩৵০ তিন টাকা দুইআনার হিসাবে———— ————৩৭।।০ সাঁইত্রিশ টাকা আট আনামাত্র।

২ দ্বিতীয় প্রকার পাট্টা বাবতে। ————
খয়রার অর্থাৎ যে ভূমিতে ভারি মূল্যের দ্রব্য জন্মে————
এলাহী ৩ তিন দেরার মাপের মুখে কিম্বা পরগনার চলন মাপের মুখে অথবা দেরাওয়াত যাহাকে আন্দাজী মাপ বলা যায় তাহার মুখে ১৩ তের বিঘা————————

জায় ————————

ইক্ষু ১০ দশ বিঘা ফিবিঘা ৫৴০ পাঁচ টাকা এক আনার হিসাবে ————————————৫০।।৵০
তামাকু ২ দুই বিঘা ফিবিঘা ৬ ছয় টাকার হিসাবে——১২৲
তরকারী মূলাওগয়রহ ১ এক বিঘার কাত ————২৴০

———————— ৬৪ ।।৶০ চৌষট্টি টাকা এগারআনামাত্র

ইহাতে যদি ফসল ফেরের কারণ নয়া পাট্টা দিবার দরকার হয় তবে গুজস্তা দুই সনের নিরিখদৃষ্টে কানুনগোদিগের এত্তেলামতে দেওয়া যাইবেক তাহাতে কোন আপত্তি হইবেক না এই মতে জমীদার কিম্বা ইজারদার যে কেহ পাট্টা দেয় সেই লিখিবেক।

৩ তৃতীয়প্রকার পাট্টা বাবতে————————
হরকওলা————————

এলাহী ৩ তিন দেরার মাপের মুখে কিম্বা পরগদার চলন মাপের মুখে অথবা দেরাওয়াত যাহাকে আন্দাজী মাপ বলা য়ায় তাহার মুখে ১২ বারো বিঘা

জায়

২ বিঘা ফিবিঘা ১৷৷০ হিসাবে—৩৲
৩ বিঘা ফিবিঘা ১৸০ হিসাবে—৫৷০
৩ বিঘা ফিবিঘা ১৷০ হিসাবে—৩৸০
২ বিঘা ফিবিঘা ১ হিসাবে—২৲
১ বিঘা —১৵০
১ বিঘা— ৸০

১২৲ ১৫৸৵০ পনর টাকা চৌদ্দ আনামাত্র
বহাওলী

অর্থাৎ বটাই যাহার খাজানা ভূমির উৎপন্ন ফসলমুখে লওয়া যায় তাহা এলাহী ৩ তিন দেরার মাপের মুখে কিম্বা পরগনার চলন মাপের মুখে অথবা দেরাওয়াত যাহাকে আন্দাজী মাপ বলা যায় তাহার মুখে যত বিঘা হয় তদনুসারে খাজানার টাকা কানকুত অর্থাৎ তশখী সমতে নির্দ্ধার্য্য হইবেক ও তাহার অংশ অর্দ্ধার্দ্ধ কিম্বা নয় আনা সাতআনা অথচা পাঁচাদুয়া অথবা দুই এক ইহার যে মত য়থায় চলে সেই মতে নিরূপণ করা যাইবেক ও তাহার টাকা বাজারভাও যাহা যে ফসলের উপর সরকারহইতে নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহাই ধরা যাইবেক।

পড়তী ও খীল ও জঙ্গলওগয়রহ ভূমির জমা উভয় সম্মতিতে নগদী কিম্বা বটাই মতে নির্দ্ধার্য্য হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ২ ধা। ৭ প্র।

আমীনদিগেরে পাঠাইবার হেতু জমীদার প্রভৃতিকে জানাইবার ও তাহাতে আমীনেরা যে সকল বিষয় তহকীক করিয়াছিল তাহার কথা।
[বারাণস।]

৬১। উপরের লিখনানুসারে আমীনদিগেরে পাঠাইবার সময়ে সমস্ত জমীদার ও ইজারদারদিগেরে খাতিরজমা দেওয়া গিয়াছিল যে মোকররী বন্দোবস্তের কালে সরকারের সহিত তাহারদিগের যে করারদাদ হইয়াছে তাহার বিচলিত যেরূপে কদাচ হইতে পারে না সেইরূপে তাহারদিগের তাবে প্রজা লোকেরদের হক্ বরকরার থাকিবার একরার তাহারদিগের উভয়তঃ হইবার কারণ আমিনদিগেরে পাঠান যাইতেছে কিন্তু পাট্টা দেওয়াইবার কার্য্যে আমীনেরা মোকরর থাকিবাপর্য্যন্ত জমীদার ও ইজারদারেরা সন্দিগ্ধ ছিল এবং আমিলরাও এমত এজহার করিয়াছিল যে জমীদার ও ইজারদারদিগের সন্দিগ্ধতা ও অন্যং কারণপ্রযুক্ত হুকুম মতে কার্য্য হইতে পারে না অতএব উত্তর কালে এ কার্য্য হইবার সময়ে ইহার বেওরা বোধ হইবার নিমিত্তে সেই এজহারের বৃত্তান্ত নীচের প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৬২। পরগনে চৌরাসীর তপ্পা ও ফরোদের আমীন জাহির করি য়াছিল যে ঐ তপ্পার অনেক স্থানে কর্ম্মচারী নিযুক্ত নাই এবং অন্যং স্থানের আমীনেরাও ঐ মত জাহির করিয়াছিল তাহাতে তা হারদিগেরে জওয়াব হুকুম হইয়াছিল যে যথায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত না থাকে তথাকার অধিকারী কিম্বা ইজারদারের দ্বারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করায় ও যাবৎ তথায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত না হয় তাবৎ গোমাস্তা কিম্বা অন্য আমলা যে কেহ তথাকার গ্রামাদির হিসাবী কাগজপত্র রাখি বার কারণ নিযুক্ত থাকে তাহার স্থানে আইনমতে যে কাগজপত্র চা হিবার ক্ষমতা কালেক্টর সাহেব কিম্বা জজসাহেবদিগের আছে সে কাগজপত্র তাঁহারদিগের তলব মতে দাখিল করায়।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

কর্ম্মচারী নিযুক্ত না থাকিলে যে ক র্ত্তব্য তাহার কথা। [বারাণস।]

৬৩। পরগনে চৌনসা ও অন্যং স্থানের প্রজাদিগের মধ্যে যাহারং ভূমির উৎপন্ন ফসলের ভাগ ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের সহিত আগোর বট্টাই মতে করিয়া দিবার দাঁড়া ছিল তাহারং অনেকেই আপনারদিগের আবাদ করিবার ভূমির পাট্টা বিঘা প্রতি জমার নি রিখ বান্ধিয়া লইতে কবুল করে নাই ইহার বৃত্তান্ত ও তদারকের এক ডৌল ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ২১ এক বিংশতি ধারায় লেখা গিয়াছে।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

প্রজাদিগের কএক জনে পাট্টা লই তে কবুল না করি বার কথা। [ঐ ঐ]

৬৪। পরগনে চৌরাসীর তপ্পা কোণের আমীন জাহির করিয়া ছিল যে জমীদারেরা অনেকেই আপনারদিগের অধিকারভূমির কিছুং কিসমৎ অন্য জমীদারদিগের স্থানে বন্ধক রাখিয়াছে ও সে বন্ধক গ্রহীতারদিগের পাট্টা নির্দ্ধারিত নিরিখঅপেক্ষা কম দস্তুরে কেবল সদর জমা ভুক্তানের অনুসারে আছে কিন্তু বন্ধকগ্রহীতারা সেইং কিসমতের ভূমির যোতদার প্রজাদিগের স্থানে পূর দস্তুরে মাল গুজারী লইতেছে ও হুকুম চাহিয়াছিল যে সে বন্ধকগ্রহীতাদিগেরে তাহারা জমীদারদিগের স্থানে যে নিরিখে পাট্টা পাইয়াছে তদনুসারে কি তাহারা যে দস্তুরে প্রজাদিগের স্থানে লইতেছে সেই দস্তুরে পাট্টা দেওয়ান যায় তাহার জওয়াব হুকুম সেই আমীনকে দেওয়া গিয়া ছিল যে সে বন্ধকগ্রহীতাদিগেরে পাট্টা না দেওয়াইয়া তাহারা যে দস্তুরে প্রজাদিগের স্থানে মালগুজারী লইতেছে সেই দস্তুরে পাট্টা সেই বন্ধকগ্রহীতাদিগের স্থানহইতে প্রজাদিগেরে দেওয়ায়। অধিকন্তু হুকুম হইয়াছিল যে স্থানান্তরে এমত গতিক হইলে সে স্থানেও এই হুকুমমতে কার্য্য করে।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

বন্ধকগ্রহীতাদিগে র দ্বারা প্রজাদিগে রে পাট্টা দেওয়াই বার কথা। [ঐ ঐ]

৬৫। মরইয়াহুর আমীনের এজহারক্রমে জানা গিয়াছিল যে ভূ ম্যধিকারী ও ইজারদারেরা সরকারের করসম্পর্কীয় যে সকল ভূমি দখলে রাখে তাহার মধ্যে কর্ম্মচারিদিগের আখরাজাতী চাকরানা মামুলীছাড়া বেশী ভূমি দিয়াছি বলিয়া কতক ভূমি ছাপায় একারণ

জমীদার ও ইজা রদারেরা কর্ম্মচারি দিগেরে বেশী ভূমি দিয়াছি বলিয়া আ

পানরদিগের দখলের ভূমি ছাপাইবার কথা। [বারাণস।]

সে আমীনকে হুকুম হইয়াছিল যে এ কারসাজী মঞ্জুর হইবেক না কর্ম্মচারিদিগের চাকরানা যে ভূমি মামুলী আছে তাহা বাদে বাকী সমস্ত ভূমির পাট্টা দেওয়ায়।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

বট্টাই ভূমির ফসলের মূল্যের উপর আবওয়াব লওয়া যায় একারণ তাহার জমা নগদী দাঁড়ায় বেলমোক্তাক্রমে ধার্য্যকরণ কষ্টের কথা। [ঐ ঐ।]

৬৬। পরগনে বালিয়ার আমীন জাহির করিয়াছিল যে হুজুরের হুকুমমতে ভূমির জমার নিরিখ বেলমোক্তাক্রমে ধার্য্য হইবেক কিন্তু কোন২ স্থানে এতদনুসারে হইতে পারে না এইহেতুক যে স্থান বিশেষ এমত আছে যে তথায় বট্টাইমতের ভূমির উৎপন্ন ফসলমুখে তাহার মূল্য বাজারভাও ধরিয়া সেই মূল্যের উপর ফি তঙ্কে কখন এক আনা কখন দুই আনার হারে আবওয়াব হরেক রকমে চড়াইয়া লইবার ধার্য্য পড়ে ও তাহা সেওয়ায় সে ভূমির ফি বিঘার উপর দেহী খরচা ৵০ তিন আনার হারে লওয়া যায় আর কোন গ্রামে এমত আবওয়াব ও দেহী খরচার এক দস্তুর বান্ধিয়া তাহা ফসলমুখে তাহার নিরূপিত মূল্যের উপর তঙ্কাপ্রতি ধরিয়া লইবার নির্ণয় হয়। ইহাতে জানা গেল যে বট্টাই ভূমির জমার ধার্য্য কেবল তাহার ফসলমুখে মূল্য ধরিয়া সেই মূল্যের উপর যথাকার যে চলন তঙ্কা প্রতি কিম্বা বিঘার উপর যে আবওয়াব চড়ান বিহিত হয় তথায় তাহাই চড়াইয়া হইতে পারে অথবা নগদী দাঁড়ায় বেলমোক্তাক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইতে পারে না অতএব সেই আমীনকে হুকুম হইয়াছিল যে বট্টাই ভূমির পাট্টায় আবওয়াবের নিরূপণ সে ভূমির ফসলমুখে তাহার নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর যথাকার যে চলন ফি তঙ্কে অথবা ফি বিঘার উপর লেখাইবেক।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

পরগনে করেন্দার বিঘা অন্য স্থানাপেক্ষা কম হইবার কথা। [ঐ ঐ।]

৬৭। জানা গেল যে পরগনে করেন্দার অনেক গ্রামে জমীদার ও ইজারদার ও প্রজাদিগের পূর্ব্বাবধি দাঁড়া এই আছে যে যাহাকে কাঁচা দেরাওয়াতের গারটার মাপ কহে তাহার অনুসারে চাসবাস ও হিসাব কিতাব হয় সে কাঁচা মাপের পরিমাণ এই যে তাহার এক বিঘায় পাকা৷৷৩ আট কাঠা ও আড়াই বিঘায় পাকা এক বিঘা হয় এবং সে মাপ পদে২ যাহাকে গোড়মাপা কহে তাহাতে করা যায়। আর সে পরগনার আমীন জাহির করিয়াছিল যে অনেক কষ্ট নহিলে তথাকার প্রজাদিগেরে কাঁচা ও পাকা বিঘার হিসাব করিয়া লাভালাভ বুঝান যায় না একারণ হুকুম হইয়াছিল যে তাহারদিগের পূর্ব্ব দাঁড়া বহাল থাকিবেক কিন্তু তাহারদিগেরে দেওয়া পাট্টায় বিঘার রকম ও মাপের দাঁড়া তহকীক করিয়া লেখা যাইবেক।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৩ ধা। ৭ প্র

জমীদার ও সরবরাহকারদিগের উভয়ত এক বাক্যতা

৬৮। উপরের লিখিত হুকুম হইবার দিনে পরগনে করেন্দার আমীনের দুসরা সওয়ালের জওয়াব হুকুম হইয়াছিল যে যথায়২ ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারার প্রস্তাব

ক্রমে সরবরাহকার নিযুক্ত হইয়া থাকে তথাকারং জমীদারেরা তা হারদিগের সরবরাহকারদিগের সহিত একবাক্য থাকিলে প্রজাদি গের পাট্টায় দস্তখৎ করিতে পারিবেক ও অনৈক্য থাকিলে উভয়ের মধ্যে কেবল সরবরাহকারদিগের দস্তখৎ হইবেক যাবৎ তথাকার মালগুজারীর দায় সরবরাহকারদিগের শিরে থাকে।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৩ ধা। ৮ প্র।

না থাকিলে সে ম হালের প্রজাদিগের পাট্টায় কেবল সর বরাহকারদিগের দ স্তখৎ হইবার ক থা।
[বারাণস।]

৬৯। ঐ পরগনা করেন্দার আমীন জাহির করিয়াছিল যে এগি দের মৌজে পাহাড়পুরওগয়রহে হুজুরের হুকুমমতে পাট্টা দেওয়া গিয়াছে কিন্তু এ স্থানের আদ্যোপান্তের দাঁড়া এই যে ভূমির উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক ভাগ সরকারের পাওনা তাহা না দিয়া জমীদার ও পটীদারেরা ও ছপ্পরবন্দ আসামীরা অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজারা ঐক্য হইয়া সেই অর্দ্ধেক ফসল ভুক্তাইয়া নগদী জমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। তাহাতে হুকুম হইয়াছিল যে উভয়সম্মতিতে যাহারদিগের জমার ধার্য্য ঐ করারে হয় তাহারদিগের পাট্টায় ঐ করার লেখা যাইবেক এতদ্ভিন্ন তাহারদিগের পাট্টা অন্যং স্থানে যেমতে ফসল মুখে তাহার বাজারভাওক্রমে মূল্য ধরিয়া জমার নিরিখ বান্ধিবার দাঁড়া আছে সে দাঁড়ায় লেখা যাইবেক না।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৩ ধা। ৯ প্র।

প্রজারা আপো সে সরকারী জমার ধার্য্য করিতে পা রিবার কথা।
[ঐ ঐ।]

৭০। পরগনে মহম্মাদবাদের আমীন জাহির করিয়াছিল যে জন কএকে এগিদের এইরূপের ইজারার গ্রামসকলের ইজারদারদিগের স্থানে পাট্টা লইতে কবুল করে নাই হেতু এই কহে যে আমরা এ গ্রামসকলের পূর্ব্ব জমীদারদিগের সন্তান ইজারদারদিগের স্থানে পাট্টা লইলে আমারদিগের সম্ভ্রমের হানি হয় ইতি।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৩ ধা। ১০ প্র।

কোনং লোকে ই জারদারদিগের স্থা নে যেহেতুক পাট্টা লইতে চাহে নাই তাহার কথা।
[ঐ ঐ।]

৭১। আমীনদিগেরে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার ও তাহারা যত কার্য্য করিয়াছিল তাহার সমাচার শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদু রের হুজুর কৌন্সেলে পঁহুছিলে ঐ হুজুরহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২৬ জুনে তাহার জওয়াব হুকুম হইয়াছিল যে আইনের হুকু মমতে চলিতে ও তাহা জারী করিতে এলাকা বারাণসে পাঠান আ মীনদিগের যে প্রতিবন্ধক জানা গিয়াছে সেই প্রতিবন্ধক অন্য তিন সুবাতেও পাট্টার সম্পর্কীয় আইনের হুকুম জারীহইতে দর্শিয়াছে তস্মাৎ প্রায় অনেক স্থানেই আইনমতে প্রজাদিগেরে দিবার কারণ যে সকল পাট্টা তৈয়ার হইয়াছে তাহা তাহারা লইতে কবুল করে নাই। এবং যে যে স্থানের ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণের উভয়সম্ম তিতে নিরিখের ধার্য্য পড়িয়া পাট্টা হইয়াছিল তথাকার সকল পরগনার নিরিখ সমান নহে এপ্রযুক্ত এবং অন্যং কারণেও সে পাট্টার নিরিখের উপর এইরূপে আপত্তি জন্মিয়াছে অতএব ইঙ্গরে জী ১৭৯৪ সালের যে চতুর্থ আইনের লিখিত হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গা

পাট্টা দেওয়াই বার আমীনসকলে র বরখাস্তের কারণ হজুরের হুকুম হই বার কথা।
[ঐ ঐ।]

লা ও বেহার ও উড়িষ্যায় পাট্টা দিবার অর্থে জারী হইয়াছে সেই আইনের মতে প্রজারা সাধ্য রাখে যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের সহিত তাহারদিগের পাট্টার নিরিখের আপত্তি জন্মিলে তাহার দরখাস্ত দেওয়ানী আদালতে করিতে পারে ও তাহা করিলে সাবেক নিরিখে অর্থাৎ পরগনার শরেমাফিক পাট্টা পাইবেক কিন্তু সরকারের কর্ত্তব্য নহে যে বিনাআপত্তিতে এতদ্বিষয়ে কিছু হুকুম করেন্ আর এলাকা বারাণসেও সকল পরগনার জমার নিরিখ ও ভূমির রকম এক নহে এপ্রযুক্ত আমীনেরা আপনারদিগের প্রতি অনেক কষ্ট স্বীকার না করিলে উভয় সম্মতিতে পাট্টার নিরিখ ধার্য্য করাইতে পারে না ও সন্দেহের বিষয় ইহাও ছিল যে আমীনেরা কখন জমীদারদিগের ও কখন প্রজাগণের সহকার অনর্থপাতের জন্যে হইত অতএব এই সকল কৈফিয়ৎ ও মর্ম্মদৃষ্টে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আমীনদিগের বরখাস্তের কারণ ব্যবস্থা হইয়াহুকুম হইল যেএলাকা বারাণসে চলিবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৪ চতুর্থ আইনের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইবেক। ইহাতে অনুমান হয় যে পশ্চাৎ তথাকার কোন গ্রামের জমার নিরিখের আপত্তি জন্মিলে তাহার সমাধা সেই হুকুমের অনুসারে হইতে পারিবেক এবং আমীনদিগেরে পাঠাইয়া আত্যন্তিক করিয়া পাট্টা দেওয়াইতে যে দোষ দর্শে তাহাও সে হুকুমমতে দর্শিবার পথ থাকে না ইতি।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৪ ধা।

আমীনদিগেরে বরখাস্ত করিবার ও তাহারদিগের দেওয়ান পাট্টা মঞ্জুর ও নামঞ্জুর হইবার অর্থে হুকুমের কথা।
[বারাণস।]

৭২। উপরের লিখিত হুকুমমতে যে আমীনেরা পাট্টা দেওয়াইবার কারণ গিয়াছিল তাহারা ইঙ্গরেজী১৭৯৫ সালের ৮ জুলাইতে বরখাস্ত হইয়াছিল আর হুকুম ছিল যে তাহারা কোন স্থানে হুকুমের ব্যতিক্রমে পাট্টা দিয়াছে এমত জানা গেলে সে পাট্টা রদ হইবেক ও হুকুমের ব্যতিক্রমে না হইয়া থাকিলে তাহা বহাল থাকিবেক। এবং উভয় সম্মতিতে যে পাট্টা হইয়া থাকে তাহা হুকুমের ব্যতিক্রমে হইয়া থাকিলেও সাব্যস্ত রহিবেক ও জজসাহেব তদনুসারেই নিষ্পত্তি করিবেন। জানিবেন যে এ হুকুমের মতে কাহারো হানি হইবেক না এইহেতুক যে প্রজারা প্রতিবৎসর ফসল ফিরাইয়া চাস করে ঐ জন্যে মুটরী পাট্টাছাড়া অন্য পাট্টা সমস্তই প্রতিবৎসর নূতন করিয়া দেওয়া যায় ইতি।— ১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৫ ধা।

পাট্টা দিবার কারণ অধিক মিয়াদের কথা।
[ঐ ঐ।]

৭৩। আমীনদিগেরে হুকুম ছিল যে আপনারদিগের বরখাস্তের সময়ে তালুকদার ও জমীদার ও ইজারদারদিগকে জ্ঞান করাইবেক যে তাহারদিগের অবশিষ্ট প্রজাদিগেরে ২ দ্বিতীয় ধারার নকশাক্রমে পাট্টা দেওয়া কর্ত্তব্য ও তদনুসারে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা ফসলী ১২০৪ সাল আখিরীপর্য্যন্ত সমস্ত পাট্টা দিবার কারণ মিয়াদের ধার্য্যও এইক্ষণে আছে ও সেই মিয়াদ গতে ৩ তৃতীয় ধারার ৩ তৃতীয় ও ৯ নবম ও ১০ দশম প্রকরণের লিখিত মর্ম্মের পাট্টা

ও শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীতে কালেক্টর সাহেব অন্য যে দাঁড়ার ধার্য্য করেন্ তদনুসারের পাট্টা ছাড়া অন্য কোন প্রকারের পাট্টা মাতবর হইবেক না। জানিবেন যে যাহার পাট্টা এই সকল মতের ব্যতিপ্রস্থে হইবেক তাহার নালিশী সে পাট্টার সম্পর্কীয় মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক ও সে মোকদ্দমার তহখরচ দিবার দায় তাহার শিরে পড়িবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৫১ আ। ৬ ধা।

পত্তনী তালুক।

১০ ধারা।

সাধারণ বিধি।

হেতুবাদ।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

১। যেং ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের জমার বন্দোবস্ত হইয়াথাকে দশসালা বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে সেইং জমীদারের ক্ষমতা আছে যে আপন জমীদারীর বিলি বন্দোবস্তের নিমিত্তে আপন হিত বোধানুসারে আপনার অধিকারের মহালাৎ মফঃসলী তালুক ও ইজারাআদিরূপে দিতে পারে কিন্তু এ ক্ষমতা ইচ্ছানুরূপ নহে বরং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনেতে এই নিয়মে লেখা আছে যে দশসালের অধিক কালের নিমিত্তে জমা মোকরর না করে ও ঐ ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনেতে আর এই হুকুম আছে যে জমীদার আপন জমীদারীর বন্দোবস্তের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির সহিত যে কোন করারদাদ করিয়া থাকে সরকারের বাকীর নিমিত্তে জমীদারী নীলাম হইলে নীলামের তারিখহইতে সে করারদাদ বাতিল হইবেক কিন্তু ঐ আইনের ২ ধারার লিখিত যে নিয়মেতে দশসালের অধিক কালের নিনিত্তে মোকরী জমাতে তালুকইত্যাদি দিতে বারণ আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারানুসারে রদ হইয়াছে কিন্তু সর্ব্বকালের নিমিত্তে সিদ্ধহওনের কথা স্পষ্ট তাহাতে লেখা নাহি ও ঐ সালের ১৮ আইনেতে ইহা স্পষ্ট লেখা আছে যে জীদারেরা আপন ইচ্ছাক্রমে ইস্তমরারী জমাতে মফঃসলী তালুক ও গয়রহ দিতে পারে কিন্তু সরকারের বাকীর নিমিত্তে নীলামহওনের সময়ে ইজরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ও আরং আইনের লিখিত অন্য হুকুমমতে তাহা অসিদ্ধ হইবেক ও এ হুকুম এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বমত জারী আছে ও ইহাতে বুঝা গেল যে জমীদারের ইস্তমরারী জমাতে তালুকইত্যাদি দিতে ঐ ৫ আইনমতে ক্ষমতা আছে ও তাহার পূর্ব্বে দশসালের অধিক কালের নিমিত্তে মোকররী জমাতে তালুক দিতে নিষেধ ছিল কিন্তু নিষেধসত্ত্বেও বাঙ্গালার অনেকং জমীদার এ প্রকার তালুক দিয়াছিল ও নিষেধকরণের তাৎপর্য্য এই ছিল যে সরকারের মালগুজারীতে বিঘ্ন না হয় কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা কোন হানি বোধ হইল না ইহাতে সরকার তাহা জারীকরাতে ক্ষান্ত হইলেন অতএব ১৮১২ সালেতে তাহা রদ হইল কিন্তু তাহা জারী করণে ক্ষান্তহওন ও রদকরণ মতে ও ১৮১২ সালের ঐ দুই আইনের কোন আইনেতে ইহার বেওরা স্পষ্ট কিছু লেখা নাহি যে তখনকার রেওয়াজমত হওয়া যে সকল অধিকারের করারদাদের নির্দ্ধার্য্য ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারার অন্যমতে এতাবতা ইস্ত

[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

মরারীইত্যাদি জমাতে হইয়াছে সে সকল অধিকার সিদ্ধ বোধ হই বেক কি না ও সেই করারদাদের দস্তাবেজ আদালতে উপস্থিত হইলে ঐ আইনের মতে তাহা বাতিল কি মাতবর দলীল হইবেক এক্ষণে এই দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে যে সকল মফঃসলী তালুক ও ইজারা ওগয়রহের জমা ইস্তমরারীরূপে কি দশসালের অধিক কালের নি মিত্তে জমীদারের তরফহইতে ১৮১২ সালের পূর্ব্বে এতাবতা তাহা দেওনের নিষেধ ও বাতিলহওনের হুকুম বহাল থাকনের সময়ে মো করর হইয়াছে সে সকল তালুক ও ইজারাওগয়রহ সিদ্ধ ও সঙ্গতহ ওনের বেওরা লেখা কর্ত্তব্য দ্বিতীয় এই যে দশসালা বন্দোবস্তের তা হুতদারেরা আপনারদিগের ইজারাইত্যাদি দিতে ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া নূতন করারদাদের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রথমতঃ তাহা বর্দ্ধমানের রাজার জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে এক্ষণে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকার এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তমরারী জমাতে তালুক দেয় ও তাহার মুনাফা যে ব্যক্তি তাহা লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সর্ব্বকালের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মালজামিন ও ফেয়ালজামিন লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখে কেননা যদি তালুকদার কে জামিন দেওনহইতে মাফ করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্র য়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াইতে পারে না বরং তা হার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এক্ষণকার রেওয়াজ অর্থাৎ চলন মতে জানা গেল ও তাহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সংখ্যা যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহা তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমি ত্তে তাহার মালআমওয়াল বিক্রয় হইতে পারে ও ঐ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তনী তালুক বলে ও তাহালওনিয়া অনেক২ লোক ঐ সকল নিয়ম ও নির্ব্বন্ধে তাহা অন্য২ লোককে দেয় ও তাহারা দর পত্তনীদার কহলায় ও দর পত্তনীদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এইমত। ও ইহারদিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক মজমুনে হয় ও এই সকল তালুকের দস্তাবেজেতে যে খানে লিখে জমীদার বিক্রয় করাইতে পারিবেক বোধ হয় না যে ঐ বিক্রয়েতে জমীদারের হক্ বিক্রয় হয় কি তাহার তালুকদারের হক্ এতাবতা তালুক ইহার দিগের মধ্যে কাহার হক্ বলা যায় যে বাকীহইতে অধিক মূল্য পাওয়া যাওনমতে বাকীর উপর বেশী যে টাকা থাকে তাহাকে পাইতে পারে ইহা জানা যায় ও ইহাও বুঝা যায় না যে বিক্রয়ের ভাবার্থ নীলাম কি বিক্রয়ের আর কোন প্রকার ও সরকারের আ ইনে ও দেশব্যবহারেতে এমত কোন দাঁড়া ও দস্তুর পাওয়া যায় না যে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া দস্তাবেজেতে স্পষ্ট লেখা না থাকনহেতুক হওয়া দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে এক স্থির মতাবলম্বন করা যায় এনি মিত্তেও বাঙ্গালাতে ঐ তালুকহওনের রেওয়াজ অতিশয় হইয়াছে ও এমত কোন দাঁড়া পাওয়া যায় না যে আদালতেতে তদনুরূপ

[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

কার্য্য করা যায় এজন্যে অনেক হানি হইয়াছে একারণ সরকারের আবশ্যক হইল যে এ বিষয়ে এমত বিশেষ আইন নির্দ্দিষ্ট করা যায় যে তদ্দ্বারা পত্তনীদার পত্তনীর করারদাদমতে কোন্২ হকের মালিক হইতে পারে তাহা জানা যায় এবং তাহাতে ইহা বেওরা করিয়া লেখা যায় যে পত্তনীদারের অন্যেরে দস্তুরমত দরপত্তনী দেওন সিদ্ধ হইবেক কি না এবং দরপত্তনীদার ও তাহার পেটার এলাকাদার জমীদারের সহিত পত্তনীদারের করা সাজশহইতে রক্ষা পাইতে পারিবার ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামহওনেতে জমীদারের স্বত্বলোপ ও হানি না হইতে পারিবার নিমিত্তে কোন উপায় স্থির করা যায় এবং নীলামের নক্শা মোকরর ও তাহা হওনের যে২ নিয়ম তাহার বিবরণকরাও আবশ্যক বোধ হইল ও যেহেতুক সরকারের মালগুজারীর মাহওয়ারী এক কিস্তির বাকীর নিমিত্তে জমীদারদিগের জমীদারী নীলামহওনের যোগ্য হয় অতএব যদি জমীদার আপন এলাকার অর্থাৎ অধিকারের করারদাদেতে আপন বাকীর নিমিত্তে নীলামহওনের নিয়ম করিয়া থাকে তবে তাহাকে বৎসরের মধ্যেতে নীলাম করাইবার ক্ষমতা দেওয়া ও এক্ষণকার দস্তুরমত আখেরী সালেতে হওনের নির্ভর না থাকা অন্যায় বোধ হইল না ও ইহা সেই জমীদারের নিমিত্তে যে আপন এলাকার করারদাদেতে নীলামহওনের নিয়ম করিয়া থাকে যদ্যপিও সাবেক আইনের মতে সালআখেরীতে বাকীর জন্যে নীলামের নিয়ম করিয়া থাকে এবং তহসীলের বাবৎ এক্ষণকার আইনের কোন২ নিয়ম লোকদিগের চাতুরী ও প্রবঞ্চনাপ্রযুক্ত কার্য্যোপযুক্ত নহে অতএব চাতুরী না হইতে পাইবার ও সেই২ নিয়মের বাঞ্ছিত ফলোদয় হইবার নিমিত্তে তাহার তাৎপর্য্য বয়ান ও তাহার কোন২ নিয়ম শুধরা আবশ্যক বোধ হইল অতএব এই সকল বিষয়ের দৃষ্টে নীচের লিখিতব্য নিয়ম শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে তাহা জারীহওনের তারিখহইতে মেদিনীপুরের সহিত বাঙ্গালার জিলাতে জারী ও চলন হয় ইতি। —১৮১৯ সা। ৮ আ। ১ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারার হুকুমের অন্যমতে দশ সালের অধিক মিয়াদে জমার নির্দ্ধার্য্যে তালুকওয়ারহের যে যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা সিদ্ধহওনের কথা। [ঐ ঐ]

২। হুকুম হইল যে যে কোন করারদাদ পাট্টা ও কবুলিয়তের অনুসারে অথবা অন্য নিদর্শন পত্রানুসারে দশসালের অধিক নিরূপিত মিয়াদে কি সর্ব্বকালের নিমিত্তে জমার ধার্য্য হইয়া সরকারের তাহুত্তদার জমীদারের কি অন্য যে ব্যক্তি এমত করারদাদ করিবার ক্ষমতা রাখে তাহার তরফহইতে হইয়া এপর্য্যন্ত বহাল থাকে তাহা তাহার নিয়মমত সিদ্ধ হইবেক ও তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যে সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারামতে দশসালের অধিক মিয়াদে তালুকের জমা মোকরর করিয়া দিতে নিষেধ ও এমত করারদাদ বাতিল হইবার হুকুম ছিল সে সময়ে হইয়া থাকিলে ও নিদর্শনপত্রেতে সে সময়ের আইনের নিয়মের অন্যমতে অধিক মিয়াদের কি সর্ব্বকালের নিয়ম

লেখা থাকিলেও বহাল রাখা যাইবেক জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ধারার হুকুম এই মজমুনে যে জমীদার আপন জমীদারীর মহালাৎ যে কোন করারদাদে দিয়া থাকে সরকারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহা নীলামের তারিখহইতে বাতিল হইবেক এখনপর্য্যন্ত বহাল আছে এই ধারা তাহার প্রতিবন্ধক হইবেক না বরং যে২ এলাকা অর্থাৎ অধিকার ঐ ৪৪ আইনের কি অন্য২ আইনের হুকুমের বহির্ভূত নহে তাহার বিষয়ে জমীদারের করা করারদাদ সরকারী নীলামের তারিখহইতে বাতিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ২ ধা।

[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

৩। পত্তনী তালুকনামে যে সকল অধিকারের বয়ান এই আইনের হেতুবাদে লেখা গেল তাহা তাহার নিদর্শনপত্রের নিয়মমত সর্ব্বকালে সঙ্গত ও সিদ্ধ জানা যাইবেক ও তাহার নিদর্শনপত্রের লিখিত নিয়মের মধ্যে তাহা উত্তরাধিকারিকে পঁহুছনের নিয়মে৷ সিদ্ধ হইবেক ও তদ্ব্যতিরিক্ত হুকুম হইল যে ঐ সকল তালুক তালুকদারের ইচ্ছামতে বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তর হইতে পারিবেক ও দেনার নিমিত্তে আর২ বস্তুর মত বিক্রয়ের যোগ্য হইবেক ও আদালতের ক্রোক্ ও জব্দের হুকুম যেমত অন্য২ স্থাবর বস্তুতে জারী হয় সেইমত ইহাতেও জারী হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

পত্তনী তালুক ও তাহা দান বিক্রয়াদিহওন সিদ্ধহওনের কথা।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

১১ ধারা।

পত্তনী তালুক হস্তান্তরকরণ।

৪। পত্তনীদারেরা আঁপনারদিগের পত্তনী তালুক আপন২ হিতবোধক্রমে দরপত্তনী ও ইজারাইত্যাদিরূপে অন্যেরে দিতে পারিবেক ও অন্য২ করারদাদের ন্যায় তাহারদিগের করা ঐ২ করারদাদমত তাহাকরণিয়া উভয় পক্ষের ও তাহারদিগের ওয়ারিসানের ও স্বরূপ ব্যক্তিরদিগের কার্য্য করিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের কোন কৌলকরারেতে বাকীর নিমিত্তে জমীদারের নীলাম করাইতে পারিবার আটক হইবেক না ও ঐ নীলামেতে পত্তনী তালুক জমীদারের স্থানহইতে যেমত কাহারু দখলবিনা পত্তনীদার পাইয়াছিল সেই মত নীলামের খরীদারকে পঁহুছিবেক ও পত্তনীদারের তরফহইতে ঐ তালুকের বিষয়ে যে২ করারদাদ হইয়া থাকে তাহা বাতিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

পত্তনীদারের দরপত্তনী ইত্যাদি দেওয়া সিদ্ধহওনের কথা।
[ঐ ঐ]

৫। যদি পত্তনীদার হেতুবাদের লিখিত যে সকল নিয়মেতে আপনি পত্তনী লইয়াছে সেই সকল নিয়মেতে অন্যেরে দরপত্তনী দেয় তবে লওনিয়া এতাবতা দরপত্তনীদার উপরের ধারার হুকুমেতে জমীদারের সম্বন্ধে পত্তনীদারের তুল্য হইবেক ও তৃতীয় পত্তনী ও চতুর্থ পত্তনীআদিও ঐ মত হইবেক ইতি।— ১৮১৯ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

দরপত্তনী আদি পত্তনীর তুল্য হইবার কথা।
[ঐ ঐ]

জমীদারের দাখিল খারিজকরণে অস্বীকারকরা অকর্ত্তব্যের কথা।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]
সালিয়ানা জমার উপরে শতকরা দুই টাকা করিয়া এক শতপর্য্যন্ত রসুম লইতে পারে তাহার অধিক লইতে না পারিবার কথা।

৬। যেহেতুক পত্তনী তালুকের মালিকদিগের উপরের লিখনমত বিক্রয় ও দানাদি করিবার ক্ষমতা আছে অতএব যদি ঐ তালুকদার তালুকবিক্রয়াদি করে তবে তাহাতে জমীদারের খারিজদাখিলকরণের প্রতিবন্ধকতা ও আটক করা কর্ত্তব্য নহে বরং উচিত যে বিক্রয়করণিয়াকে ছাড়িয়া খরীদারের স্থানে তাহুতওগয়রহ লয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জমীদারের দাখিল ও খারিজের রসুম লইবার ক্ষমতা যেমত এক্ষণে আছে তাহা থাকিবেক কিন্তু রসুম এই হিসাবে নিরূপণ হইল যে পত্তনীর অধিকারের সালিয়ানা জমার হিসাবে শতকরা২ দুই টাকা করিয়া রসুম একশত পর্য্যন্ত লইতে পারিবেক ও কোন প্রকারে একশত টাকাহইতে অধিক লইতে পারিবেক না ও অর্দ্ধেক জমাপর্য্যন্তের মাতবর মালজামিন লইতে পারিবেক কেননা পত্তনী তালুক যে পায় জমীদার আপন খাতিরজমার নিমিত্তে চাহিলে তাহার কি তাহার জামিনের মাতবরীর আবশ্যকতা আছে ও জানা কর্ত্তব্য যে আদালতের ডিক্রী জারীর নিমিত্তে নীলামহওনমতে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করা দানবিক্রয়ের প্রকরণের উক্তমত এই ধারার লিখিত রসুম ও মালজামিন লইবার ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু জমীদারের কি বাকীদারের প্রধান পত্তনীদারের আপনং বাকীর নিমিত্তে করাণ নীলামের প্রকরণেতে ঐ নীলামের খরীদারের নাম দাখিলখারিজের রসুম বিনা রেজিষ্টরীতে দাখিল হইবেক ও জমীদার রসুম তলব না করিয়া দখল দিবেক কিন্তু মালজামিন লইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৫ ধা।

ডিক্রীজারীর নিমিত্তে নীলাম হইলেও রসুম ও জামিন দুই লইতে পারিবার কথা।
কিন্তু বাকীর নিমিত্তে নীলামহওনমতে রসুম না থাকিবার কথা।

রসুম ও জামিন না দেওনপর্য্যন্ত দাখিল খারিজ হওয়া মৌকুফ থাকিতে পারিবার কথা।
জামিনের মাতবরীর বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি আদালতে হইবার কথা।
[ঐ ঐ]

৭। জমীদারের ক্ষমতা আছে যে উপরের মোকররকরা রসুম দাখিল না হইলে কি মাতবর মালজামিন না দিলে খারিজদাখিল করিতে না দেয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি খরীদার কি অন্য যে ব্যক্তি পায় সে জামিনী উপস্থিত করে ও জমীদার তাহা মঞ্জুর না করে ও খরীদারইত্যাদি তাহাতে নারাজ হয় তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে মুৎফরক্কারপেশদরখাস্ত দিতে পারিবেক যদি আদালতের তজবীজে জামিনী মাতবর ঠাহরে তবে জমীদারের উপর হুকুম হইবেক যে মঞ্জুর করিয়া বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে দাখিলখারিজ করে জানা কর্ত্তব্য যে ৫ ধারার ও এই ধারার লিখিত নিয়ম কেবল পত্তনীর সম্যক অধিকার দানবিক্রয়াদিক্রমে হস্তান্তরহওনের সহিত সম্পর্করাখে নিরূপিত জমাতে তাহার কতক বিক্রয় ও দানের সহিত সম্পর্করাখিবেক না কেননা জমীদারের জমার তফরিক ও তক্সীম জমীদারের বিনানুমতিতে হইতে পারে না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

এক মাসের মধ্যে রসুম ও জামিন না দিলে এলাকা ক্রোক্ হইতে পারিবার কথা।
[ঐ ঐ]

৮। ডিক্রী জারী বাবতে পত্তনী তালুকের নীলামের খরীদার যদি নীলামেতে খরীদকরণের তারিখহইতে এক মাসপর্য্যন্ত এই আইনের ৫ ধারার হুকুমমতে তাহার খরীদা তালুকের দাখিল খারিজকরণের নিমিত্তে জমীদারের কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিকে তাহার জমা দিতে হয়

তাহার কাছারীতে না যায় তবে এক মাসের পরে জমীদারইত্যাদিরা যাবৎ দাখিল ও খারিজের নিয়ম মতাচরণ না করে তাবৎ অধিকার ক্রোকে ও দখলে রাখণের কারণ আপন ক্ষমতাক্রমে সরেজমীনে সা জওয়াল পাঠাইতে পারিবেক এবং যদি জমীদার আপন বাকীর নিমিত্তে এই আইনের নিয়মমতে পত্তনীর অধিকার নীলাম হইলে জামিনী তলব করে ও নীলামের খরীদার খরীদের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে তাহা না দেয় তবে জমীদারের ঐ মত ক্ষমতা আছে যে তাহার খরীদা অধিকার যাবৎ মালজামিন না দেয় তাবৎ ক্রোকে ও দখলে রাখণের কারণ সাজওয়াল পাঠায় ও ক্রোকের কালের উৎপন্ন যত টাকা এই ধারানুসারে পাওয়া যায় তাহাহইতে খরচখরচা সমেত জমা মিনাহ দিয়া যত টাকা বেশী থাকে তাহা খরীদারের নিমিত্তে আমানৎ থাকিবেক ও যদি ক্রোকী আমলের উৎপন্ন টাকা জমাহইতে কম হয় তবে বাকীর জওয়াব খরীদারের দিতে হইবেক ও তাহার এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলামইত্যাদিহওনের যোগ্য হইবেক যেমত তাহার দখলে থাকিলে হইত ও এপ্রকারেতে জমীদার কি অন্য যে ব্যক্তি ক্রোক করিয়া থাকে তাহার দরপেশকরা হিসাবে যাহা লেখা থাকে তাহাই প্রথমতঃ প্রমাণ বোধ করা যাইবেক ও তহসীলের উপায়ের প্রকরণে সরাসরীতে এই প্রমাণ বিস্তর ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৭।

ঐ ক্রোকে আমানতের কার্য্য হইবার কথা।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

১২ ধারা।

পত্তনী তালুকের বাকী খাজানা বিষয়ে সরাসরী তজবীজ।

১। এবং যদি তালুকদারের জমীদারের ইশ্‌তিহারের কৈফিয়তের লিখনমত পাওনা স্বীকার না করে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে ইশ্‌তিহারের মিয়াদের মধ্যে সরাসরী তজবীজহওনের নিমিত্তে দরখাস্ত করে পরে জমীদারকে অল্প মিয়াদের মধ্যে কবুলিয়ৎ ও বাকী সাবুদহওনের অন্যং দলীল গুজরাইবার হুকুম হইবেক যে হইতে পারিলে সরাসরী মোকদ্দমা নীলামের দিবস উপস্থিতহওনের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি করা যায় ও ঐ নিষ্পত্তিমতে নীলাম হইবেক অথবা তাহা হওয়া রহিত হইবেক কিন্তু যদি নীলামের অবধারিত দিবসপর্য্যন্ত নিষ্পত্তি না হয় তবে দাওয়া করা লাট বিলিমতে নীলামে ধরা যাইবেক ইহাতে যদি জমীদার কি তাহার স্বরূপ ব্যক্তি ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীলওনের নিমিত্তে জেদ করে তবে নীলাম মৌকুফ হইবেক না ও তাহার জওয়াব দিবার দায় জমীদারের শিরে থাকিবেক ও তাহার পরে সরাসরী নালিশেতে তজবীজ করা যাইবেক না কিন্তু যদি বাকীদার তলবী টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গাল বেঙ্কনোট অথবা কোম্পানির কাগজ আমানৎ করে তবে হইবেক ও তাহা সেওয়ায় নীলাম রদ হইবারও তাহাতে হওয়া ক্ষতি ধরিয়া পাইবার নিমিত্তে নম্বরী নালিশ করণব্যতিরিক্ত আর কোন উপায় নাহি ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

বাকীদার দরখাস্ত করিলে সরাসরী তজবীজ হইবার কথা।
[ঐ ঐ।]

কিন্তু ঐ নালিশ করিলেও বিনা আমানতে নীলাম মৌকুফ না হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জজ সাহেবেরা যাহা২ করিয়াছেন তাহার অন্যথা না হইবার কথা।

[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

১০। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইন জারীহওনের পরঅবধি করিয়া ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণে যে সরাসরী বিচারকরণের হুকুম আছে জিলা বা শহরের জজসাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক কি না এ বিষয়ের সন্দেহহওয়াতে পুনরায় হুকুম হইতেছে যে এ আইন জারীহওনের পূর্ব্বেও পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণের হুকুমানুসারে জজসাহেবেরা যে সরাসরী বিচার ও হুকুম করিয়াছেন তাহা শেষোক্ত আইনের হুকুমক্রমে মালগুজারীর কালেক্‌টর সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার বা নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল বলিয়া অন্যথা হইবেক না ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৬ ধা। ৩ প্র।

১৩ ধারা।

বাকী খাজানা বিষয় পত্তনী তালুক বিক্রয়করণ।

পত্তনীদারের শিরে বাকীপড়াতে তাহার অধিকার অসিদ্ধ না হইবার কথা।

[ঐ ঐ।]

১১। এই ধারার প্রস্তাবিত এলাকাদারদিগের শিরে বাকীপড়াতে তাহারদিগের এলাকা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণের হুকুমমতে ইজারাআদি বাতিলহওনের মত বাতিল হইবেক না বরং ঐ এলাকা পত্তনীদারের করারদাদের মধ্যে থাকিয়া জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামেতে বিক্রয় হইবেক অতএব পণের মধ্যে যত টাকা বাকীহইতে বেশী হয় তাহা পত্তনীদারের হক্ হইবেক ও তাহা পাইবার অধিকারী পত্তনীদার বরং তাহা যেং বিষয়ে বিলি হইবেক তাহার নিরূপণের হুকুম ১৭ ধারাতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ ৩ ধা। ৩ প্র।

তালুকের করারদাদে নীলামের নিয়ম থাকিলে জমীদার বৎসরে দুইবার তাহা করিতে পারিবার কথা।

[ঐ ঐ।]

১২। সরকারের তাহুতদার জমীদারদিগের ক্ষমতা আছে যে যে অধিকারের কৌলকরারের দস্তাবেজেতে জমীদারের নীলাম করাইবার ক্ষমতা থাকিবার কথা লেখা থাকে তাহাতে যদি বাকী পড়ে তবে বৎসরের মধ্যে দুইবার নীচের বেওরা করিয়া লেখা তারিখে পশ্চাৎ যেং নিয়মের কথা লেখা যাইতেছে তদনুসারে নীলামের নিমিত্তে দরখাস্ত করে ও ঐ ক্ষমতা যে সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারের করারদাদেতে সময়ের নিয়ম ও নিরূপণবিনা নীলামের ক্ষমতার কথা লেখা থাকে কেবল সেই সকল অধিকারের নিমিত্তে নহে বরং যে সকল অধিকারের দস্তাবেজেতে সাবেক আইনের মতে সনের আখিরীতে হওনের নিয়ম থাকে তাহার নিমিত্তেও থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

গত সালের বাকীর নিমিত্তে শুরু সালেতে নীলাম হইবেক ও তাহার নিয়ম।

[ঐ ঐ।]

১৩। বৈশাখ মাসের ১ পহিলা তারিখে এতাবতা যে সালের বাকীর তলব থাকে তাহা তামামহওনের পর হালসালের ১ প্রথম দিবসে জমীদার তালুকদারদিগের কি অন্য যাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের দস্তাবেজে উপরের প্রকরণের উক্ত প্রকারের হয় তাহারদিগের নামে গুজস্তা সনের বাকীর তফসীলসম্বলিত এক

আরজী জিলার দেওয়ানী আদালতে ও এক আরজী জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক ও ঐ কৈফিয়তের আরজী ঐ২ কাছারীতে যেখানে সকলে দেখিতে পায় সেই স্থানে এই মজমুনের ইশ্‌তিহারসহিত লট্‌কান যাইবেক যে যদি তলবী বাকী এই সনের আগামি মাস অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে আদায় না হয় তবে ঐ তারিখেতেই কৈফিয়তের লিখিত এলাকা ঐ তারিখপর্য্যন্ত বাকী দাখিল নাকরণ মতে নীলাম হইবেক কিন্তু যদি পহিলা জ্যৈষ্ঠ রবিবার কি পালি পর্ব্বের দিন হয় তবে তাহার পর যে দিন পর্ব্বের ও রবিবার না হয় সেই দিন নীলামের নিমিত্তে মোকরর্‌ হইবেক ও ঐ মজমুনের দোসরা ইশ্‌তিহার জমীদারী কাছারীতে লট্‌কান যাইবেক ও তাহার নকল কিম্বা ভিন্ন ২ লাট লাটের কথা লেখা খোলাসা মফঃসলেতে পাঠান যাইবেক যে বাকীদারদিগের কাছারীতে কি তাহারদিগের এলাকার প্রধান কসবা কি মৌজাতে দেওয়া যায় ও যদি এই সকল নিয়মের কোন নিয়মছাড়া যায় তবে তাহার জওয়াব জমীদারের দিতে হইবেক ও মফঃসলেতে পাঠাইবার ইশ্‌তিহার এক জন পেয়াদার মারফতে পাঠান যাইবেক ও ঐ পেয়াদার আবশ্যক যে বাকীদারের কি তাহার নায়েবের স্থানে দিয়া তাহার রসীদ লয় ও তাহা যদি না হইতে পারে তবে তাহার আশপাশের তিন জন মাতবর সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে ঐ ইশ্‌তিহার পঁহুছিবার ও জারী হইবার মজমুনে এক লিখন লেখাইয়া লয় যদি রসীদ কি ঐ লিখনের দ্বারা এমত জানা যায় যে ১৫ বৈশাখের পূর্ব্বে মফঃসলেতে পঁহুছিয়াছিল তবে ঐ লিখন নিরূপণকরা দিনে নীলাম করণের অর্থে মাতবর দলীল হইবেক ও যদি আশপাশের নিবাসি লোকেরা তাহা লিখিয়া দিতে ওজর করে তবে পেয়াদার আবশ্যক যে নিকটের মুনসেফের কাছারীতে কি মুনসেফ না থাকিলে থানাদারের কাছারীতে গিয়া ইশ্‌তিহার লইয়া যাওনের ও জারীকরণের অর্থে তাহার নিকটে হলফ করিয়া এ বিষয়ের সর্টিফিকট্‌ তাহারদিগের একের দস্তখৎ ও মোহরে লেখাইয়া আনে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

মফঃসলে ইশ্‌তিহার জারীকরণের হুকুম ও তাহার নিয়ম।

১৪। ঐ মত কার্ত্তিক মাসের ১ পহিলা তারিখেতে জমীদারের কর্ত্তব্য যে হালসালের আখিরী আশ্বিন লাগাইতের বাকীর কৈফিয়ৎসম্বলিত আরজী ঐ দুই কাছারীতে দাখিল করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের ১ পহিলা তারিখে বাকীদারের এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলামহওনের কথাসম্বলিত ইশ্‌তিহার একথাযুক্তে লট্‌কাইয়া দেওয়ায় যে ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকী তামাম আদায় না হইলে কিম্বা ইস্তক বৈশাখ লাগাইৎ আখিরী কার্ত্তিক মাফিক কিস্তিবন্দী জমীদারের যত টাকা পাওনা হয় তাহার চৌথাই বাকী থাকিলে ইশ্‌তিহারের লিখিত তারিখে নীলাম করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

পহিলা অগ্রহায়ণে নীলাম হইবেক ও তাহার নিয়ম।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা নীলাম হইবার কথা।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

১৫। এই আইনমতে দরখাস্ত করিলে পর যে এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলাম হইতে পারে তাহা তাহার জিলার দেওয়ানী কাছারীতে দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের হজুরে নীলাম হইবেক ও রেজিষ্টরসাহেব উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার স্থানে যিনি থাকেন তাঁহার হজুরে নতুবা জজসাহেবের হজুরে হইবেক ও নীলামী এলাকা অর্থাৎ অধিকার যে ব্যক্তি মূল্য বেশী কহে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ও বাকীদার সেওয়ায় জমীদার কিবাকীদারের পেটার এলাকাদার যে হউক সে নীলামেতে লইতে পারিবেক ও পণের টাকার মধ্যে শতকরা ১৫ টাকা নীলাম সারা হইবামাত্র নগদ দিতে হইবেক ও যে সাহেবের হজুরে নীলাম হয় তাঁহার ক্ষমতা আছে যে যাহার স্থানে ঐ আন্দাজ টাকা থাকনের কি দুই ঘড়ি পরে দিতে পারিবার প্রত্যয় না হয় তাহার ডাক না মঞ্জুর করেন্ ও শতকরা ১৫ পনর টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গাল বেঙ্কনোট কি কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি দুই ঘড়ির মধ্যে না দিলে ইশ্‌তিহারী লাট পুনরায় ঐ মজলিসেতে নীলাম করা যাইবেক ও শতকরা ১৫ পনের টাকা দিয়াও যদি পণের বাকী টাকা নীলামের অষ্টম দিবসের দুই প্রহর পর্য্যন্ত না দেয় তবে দুই প্রহরের পরে লোকদিগ্‌কে নবম দিবসে এতাবতা তাহার পর দিবস নীলামের নিমিত্তে জমা হইবার কারণ জানাইবার নিমিত্তে জিলার সদর শহরের সদর বাজারেতে ঢোল ফিরাইয়া খেঁড়রা দেওয়া যাইবেক তাহার পরে ঐ লাট নিরূপিত সময়ে বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি প্রথম নীলামহইতে কম মূল্যেতে বিক্রয় হয় তবে দ্বিতীয় নীলামহইতে প্রথম নীলামেতে যত টাকা বেশী হইয়া থাকে তাহা প্রথম নীলামের খরীদারের দেনা হইবেক ও তাহা ডিক্রী জারীর মতে লওয়া যাইবেক ও তাহার দাখিলকরা শতকরা ১৫ পনের টাকা পণের টাকার মধ্যে ধরা গিয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৯ ধা।

পণের শতকরা ১৫ টাকা তৎক্ষণাৎ নগদ দিতে হইবেক নতুবা দুই ঘড়ি বাদে পুনরায় নীলাম করা যাইবেক।

পণের বাকী অষ্টম দিবসে না দিলে নবম দিবসে পুনরায় নীলাম হইবেক।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের বাবৎ দাঁড়াসকল জমীদারের বাকীর নিমিত্তে অন্য নীলামের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।
[ঐ ঐ]

১৬। যদি সরকারে মালগুজারীকরণিয়া কোন জমীদার ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণের প্রস্তাবিত প্রকারের কোন তালুক তালুকদারের শিরে বাকী পড়াতে নীলাম করাইতে ও ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনভিন্ন অন্য কোন আইনের নিয়মানুসারে সরাসরী তজবীজেতে নীলাম করাইবার অনুমতি লইতে চাহে তবে সে নীলাম জমীদার দরখাস্ত করিলে পর জিলা কি শহরের আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের অথবা তাঁহার আকটিঙ্গ সাহেবের ও তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজসাহেবের কিম্বা তাঁহার আকটিঙ্গ সাহেবের মারফতে হইবেক ও তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের সমস্ত হুকুম ও নিয়মমতে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।—১৮২০ সা। ১ আ। ২ ধা। ১ প্র।

দশ দিন মিয়াদে

১৭। নীলামের পূর্ব্বে ১০ দশ দিন মিয়াদে ইশ্‌তিহারনামা আ

দালতের কাছারীতে এবং কালেক্‌টরী কাছারীতে লট্‌কান যাই বেক ইতি।—১৮২০ সা। ১ আ। ২ ধা। ২ প্র।

ইশ্‌তিহার দিবার কথা।

১৮। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ও ১১ ও ১৩ও ১৫ ও ১৭ ধারার লিখিত হুকুম ঐ নীলামের সহিত সম্পর্ক রাখি বেক ইতি।—১৮২০ সা। ১ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

এই আইনানুসারে হওয়া নীলামের সহিত যেং ধারা সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

১৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের এবং ১৮২০ সালের ১ আইনের যেং ভাগে লেখা আছে যে পত্তনী তালুক অথবা বিক্রয়যোগ্য অন্যং অধিকার রেজিষ্টর সাহেব অথবা আকটিঙ্গ রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা অথবা তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের দ্বারা নীলাম হইবেক এবং ঐ আইনের যেং ভাগে হুকুম আছে যে ঐ তালুক অথবা বিক্রয়যোগ্য অন্য কোন অধিকার নীলামের পূর্ব্বে যাহাং করিতে হইবেক তাহা এবং ঐ নীলামসম্পর্কীয় অন্যং কর্ম্ম জজসাহেব করিবেন তাহা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে উত্তর কালে সেই সকল নীলাম এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যং কার্য্য মালগুজারীর কালেক্‌টর অথবা ডেপুটী কালেক্‌টর সাহেবের দ্বারা কি কালেক্‌টর বা ডেপুটী কালেক্‌টর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্টসাহেবের দ্বারা হইবেক এবং অন্যং সরাসরী মোকদ্দমার উপর ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৪ ধারার হুকুমানুসারে আইন না খাটনহেতুক যেমত রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে সেইমত আইন না খাটনহেতুক এ মোকদ্দমারো উপর ঐ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮২০ সালের ১ আইনঅনুসারে রেজিষ্টরসাহেব ও জজসাহেবদিগের দ্বারা যেং কার্য্য হইত তাহা রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কথা।

[ঐ ঐ]

২০। জানান যাইতেছে যে এই ধারানুসারে রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা যাহা করিবেন তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার হুকুম খাটিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

এই ধারানুসারে করা কার্য্যের উপর ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার হুকুম খাটিবার কথা।

[ঐ ঐ]

নীলামের নক্‌শা।

[ঐ ঐ]

২১। নীলামের সময়ে লট্‌কান ইশ্‌তিহার খুলিয়া লইয়া কৈফিয়তের লিখিত বিলিমতে লাটসকল নীলামে ধরা যাইবেক ও জমীদারের তরফহইতে এক ব্যক্তি ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীদার লোকের মহালাতের বাবৎ নীলামের তারিখ লাগাইতের উসূলের কৈফিয়ৎসুদ্ধা ও মফঃসলেতে ইশ্‌তিহার জারীহওনের দলীল পেয়াদার আনা রসীদ কি লিখনসমেত হাজির থাকিবেক ও যাবৎ বাকীর কৈফিয়ৎ দেখা না যায় ও সনের বাকী খ.কন নিশ্চয় না হয় এবং যাবৎ ঐ রসীদ কি লিখন পড়া না যায় তাবৎ কোন লাট নীলাম করা যাইবেক না ও উপরের লিখিত যে সকল নিয়মমতাচরণ করা গিয়া থাকে তাহার কথা আলাহিদাং রুবকারীতে লিখিয়া সিরিশ্‌তাতে রাখা যাইবেক যদি এই আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণে

জমীদারের বাকীর যে কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে হইবেক তাহার কথা।

দস্তাবেজের সাচাইর জওয়াব জমীদারের দিতে হইবার কথা।

লিখিত প্রকারের নীলাম হয় তবে বাকী নীলামের তারিখপর্য্যন্ত বৈশাখাবধি তামাম কার্ত্তিক লাগাইৎ ছয় মাসের কিস্তির টাকার চৌথাই বটে কি না ইহা বুঝা যাইবার নিমিত্তে বাকীদারের কিস্তিবন্দীও দরপেশ করিতে হইবেক ও যে সকল দস্তাবেজ দরপেশকরণের হুকুম হইল তাহা যথার্থ ও প্রকৃত প্রস্তাবহওনের জওয়াব জমীদারের দিতে হইবেক যে সাহেব নীলাম করেন্ তাঁহার সহিত কোন এলাকা নাহি কিন্তু তাঁহার মজলিস ভরা পুরাহওনার্থে মনোযোগ না করণের ও গরজীহওনের ও এই আইনের নিয়মের অন্যথাকরণের জওয়াব দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১০ ধা।

আমানৎকরণবিনা নীলাম মৌকুফ না হইবার কথা।

[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

কিন্তু নীলাম রদ্দ হইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

২২। যদি জমীদারের তলবী যে বাকী টাকার নিমিত্তে ইশ্‌তিহার হইয়া থাকে তাহা নীলামের নিমিত্তে মোকররহওয়া দিবসপর্য্যন্ত আদায় না হয় তবে এই আইনের ৯ ও ১০ ধারার উক্তমতে নিশ্চয় নীলাম করা যাইবেক কোন প্রকারে উপরের লিখনমতে তলবী টাকা আমানৎ হওনব্যতিরিক্ত মৌকুফ ও বিলম্ব করা যাইবেক না যদি কেহ জমীদারের বাকী স্বীকার না করে কি অন্য কোন হেতুতে নীলাম সিদ্ধ না হওনের ও তাহা করাইতে জমীদারের ক্ষমতা না থাকনের দাওয়া দরপেশ করিতে চাহে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে আদালতেতে নম্বরী নালিশ করে ও তাহার দাওয়া সাবুদ হইলে আদালতের তামাম খরচা ও খেসারৎ ধরিয়া পাওনের সহিত নীলাম রদহওনের ডিক্রী হইবেক ও ঐ নীলামের খরীদার দস্তুরমত এই দাওয়াতে আসামী হইবেক॥ও যদি নীলাম রদহওনের ডিক্রী হয় তবে আদালতের হাকিমের এমত সাবধানহওয়া আবশ্যক যে খরীদারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় যাহা হয় তাহা জমীদারের পক্ষে হয় ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

পত্তনীর পেটার তালুক নীলামহওনের নিয়মের কথা।

[ঐ ঐ]

২৩। পত্তনীদারের পেটার যে সকল তালুকদারের তালুকের দস্তাবেজের মজমুন পত্তনীদারের দস্তাবেজের মজমুনমাফিক তাহার বিষয়েতে ইহা লেখা গিয়াছে যে বাকীপড়াতে করারদাদ বাতিল হয় না অতএব তাহারদিগের স্থানে জমাতলবকরণিয়া ব্যক্তি যদি আপন বাকীর নিমিত্তে যাহার শিরে তলব এতাবতা বাকী থাকে তাহার এলাকা করারদাদের নিয়মমতে নীলাম করাইতে চাহে তবে উচিত যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা ও চলিত অন্য আইনের মতে সালআখেরীতে নীলাম করাইবার অনুমতি পাইবার নিমিত্তে দস্তুরমত কার্য্য করে কিন্তু উচিত যে ঐ নীলাম পূর্ব্বে যেমত লেখা গেল সেইমত ভরা পুরা মজলিসে ও রেজিষ্টরসাহেবের* কি তাঁহার আকটিং অর্থাৎ স্বরূপ যে সাহেব থাকেন তাঁহার ও তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজসাহেবের মারফতে হয় ও দশ দিন মিয়াদে ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার আদালতের ও কালেক্টরীর কাছারীতে লট্‌কান যায় ও এই আইনের লিখিত নীলামের অন্য যেং নিয়ম তাহার

* ১৯ সংখ্যা দেখ।

দিগের অবস্থা যোগ্য হয় তাহা পত্তনীদারের ন্যায় তাহারদিগের বর্ত্তিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৬ ধা।

১৪ ধারা।

পত্তনী তালুকের নীলাম মৌকুফকরণে পেটার এলাকাদার দিগের ক্ষমতা।

২৪। পেটার তালুকদার প্রধান তালুকদারকে মালগুজারী দিলে ও প্রধান তালুকদার জমীদারকে না দিলে ১২ ধারার হুকুমমতে পেটার তালুকদারদিগের পক্ষে হানি হয় অতএব পেটার যে২ এলাকাদারেরা নীলামেতে বিনাকসুরে উদস্ত হয় তাহারদিগকে নীলাম মৌকুফ করাইবার ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল একারণ নীচের লিখিতব্য দাঁড়া লেখা যাইতেছে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

পেটার এলাকাদারদিগের নিমিত্তে নীলাম মৌকুফ হওনের উপায় স্থির করণের কথা।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

২৫। প্রথম দরজার তালুকদারের এলাকা অর্থাৎ অধিকার জমীদারের বাকীর কারণ নীলামের নিমিত্তে এই আইনের ৮ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখনমত ইশ্‌তিহারের কৈফিয়তে লেখা গেলে দ্বিতীয়দরজার সমস্ত এলাকাদারেরা কি তাহারদিগের কোন২ জন জমীদারের মোখ্তারকার নীলামের মজলিসেতে বাকী যত টাকা জাহির করে তাহা আমানৎ রাখিয়া নীলাম মৌকুফ করাইতে পারিবেক ও ঐমত নীলামের দিবসের পূর্ব্বে তাহারদিগের প্রথম দরজার তালুকদারের শিরে বাকী থাকনের অনুমান হইলেও সাবধানার্থে আমানৎ রাখিতে পারিবেক কারণ এই যে আমানতের টাকার সংখ্যা নীলামের দিবসে জমীদারের তলবী বাকীর সমান সাবুদ হইলে নীলাম মৌকুফ হইবেকও যদি বেশী হয় তবে যত বেশী হয় তাহা আমানৎ রাখণিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও আমানৎ রাখা টাকা জমীদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

তাহার নিয়ম এতাবতা বাকী আমানৎ রাখণের কথা।
[ঐ ঐ]

২৬। যদি ঐ আমানৎ যে ব্যক্তির শিরে তাহার ব্যাপক ব্যক্তির ওয়াজিবী বাকী থাকে তাহার তরফহইতে হয় তবে বাকীর অর্থে দেওয়া যাওনের জিগির দিয়া দিতে হইবেক কারণ এই যে যদি ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীদার সেই সালের ও কিস্তির বাকীর দাওয়া তাহার নামে করিয়া থাকে তবে তত টাকা শোধ পায় এবং তাহার পরে সে নিমিত্তে তাহার নামে আদালতে নালিশ হইলেও তাহা শোধ হয় ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ৩ প্র।

আপন শিরের বাকী টাকা আমানৎ রাখিলে শোধ হইবার কথা।
[ঐ ঐ]

২৭। যদি আমানৎকরণিয়ার শিরে কিছু বাকী না থাকে তবে তাহার রাখা টাকা আগামি কিস্তিতে নীলাম মৌকুফহওনের নিমিত্তে কাটিয়া লওয়া যাইবেক না বরং ইশ্‌তিহারের লিখিত এলাকাদার তাহার ঐ টাকার দেনদার বোধ হইবেক ও যে তালুক ঐ টাকা

নিজের টাকা আমানৎ করিলে তাহাতে এলাকা বন্ধক হইবার কথা।
[ঐ ঐ]

দেওয়াতে নীলামহইতে বাঁচে তাহা ঐ দেওয়া টাকাতে বন্ধক হই বেক ও বন্ধক দ্রব্যেতে বন্ধকলওনিয়ার যেমত দাওয়া থাকে সেইমত টাকাদেওনিয়ার দাওয়া ঐ তালুকেতে থাকিবেক এতাবতা তাহা দখলের দরখাস্ত করিবামাত্র দেওয়ান যাইবেক যে আমানতের টাকা তাহার মুনাফাহইতে সে পায় ও ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীদার যদি তাহার স্থানহইতে তালুক ফিরিয়া লইতে চাহে তবে তাহার এই দুই কর্ম্মের এক কর্ম্ম করা উচিত যে হয় আমানতের টাকা আমানতের তারিখহইতে দখলপাওনের তারিখপর্য্যন্ত শতকরা ১২ বার টাকার হিসাবে সুদসমেত দেয় কি নম্বরী নালিশ করিয়া ইহা সাবুদ করে যে ঐ আমানতের টাকা সুদসমেত তালুকের মুনাফাহইতে সে পাইয়াছে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ৪ প্র।

বাকীদার আপন অধিকার ফিরিয়া পাইবার উপায়ের কথা।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

১৫ ধারা।

পত্তনী তালুক ক্রয়করণিয়ারা যেং স্বত্ব প্রাপ্ত হন তাহা।

নীলামহওয়া তালুক বাকীদারের কৃত সমস্ত নিয়ম ছাড়াইয়া খরীদারকে পঁহুছিবার কথা।
[ঐ ঐ]

২৮। এই আইনানুসারে জমীদারের বাকীর নিমিত্তে যেং তালুক নীলাম হয় সেইং তালুক তাহার বিষয়ে বাকীদারের কি তাহার উত্তরাধিকারির কি অন্য স্বরূপব্যক্তির তরফহইতে যেং করাদাদ ও নিয়ম হইয়া থাকে সে সমস্ত করারদাদ ও নিয়ম ছাড়াইয়া নীলামের খরীদারকে পঁহুছিবেক কিন্তু যদি জমীদার ঐ বাকীদারকে যে সে করারদাদে কি বিশেষ কোন কৌলকরারেতে তালুক দিতে ক্ষমতা দিয়া থাকে ও দস্তাবেজেতে তাহার কথা স্পষ্ট লেখা থাকে তবে তাহার বহির্ভূত হইবেক না ও এ বিষয়ে বিশেষ ও স্পষ্ট হুকুম হইল যে এলাকাদারের করা কোন বিক্রয় কি দানে কি দেওয়া বন্ধকে কিম্বা কটে বিক্রয়করাতে অথবা অন্য আঁচরণেতে তাহার শিরে বাকী পড়িলে এলাকা জমীদার যেরূপে দিয়াছিল সেই রূপে এতাবতা তাহাতে অন্য কোন জনের দখল থাকনব্যতিরেকে নীলামের নিমিত্তে জমীদারের হাতে আসিবার আটক ও বাধা হইবেক না কিন্তু যদি নীলাম হইলে তাহা বহাল থাকিবার নিয়ম করারদাদের নিয়মের মধ্যে থাকে এবং নীলামের পরে তাহা বহাল থাকিবার স্পষ্ট অনুমতি জমীদারের স্থানে লইয়া থাকে তবে বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১১ ধা ১প্র।

নীলাম হইলে বাকীদারের দেওয়া ইজারাওগয়রহ অসিদ্ধ হইবার কথা।
[ঐ ঐ]

২৯। এবং বাকীদার ইজারাওগয়রহের যে সকল পাট্টানুসারে উপরি ব্যক্তিকে আপনার ও চাসী প্রজালোকদিগের মধ্যগত করিয়া থাকে সে সমস্ত পাট্টা ও তাহা দিবার ক্ষমতা তাহাকে স্পষ্টরূপে দেওয়া গিয়া থাকনব্যতিরিক্ত নীলামহওয়াতে বাতিল হইবেক কেননা এমত এলাকাদারেরা বাকীদারের যে হক্ এতাবতা অধিকার তাহার কিছু ও কিঞ্চিদংশ পাইয়াছে ও তদ্দ্বারাব্যতিরিক্ত জমীন দখলকরণের ও প্রজালোকের স্থানে তহসীলকরণের অধিকারী নহে ও ঐ অধিকার সম্যক জমার জন্যে নীলামহওয়াতে যায় অতএব ঐ

এলাকাদারদিগের হক্ যাহা তাহারি হিস্যা তাহা সুতরাং যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

৩০। এই ধারানুসারে তালুকের খরীদারপ্রভৃতি যাহারা প্রজা লোক ও জমীদারের মধ্যেতে থাকে তাহারা খোদকস্তা প্রজালোক কি বহুকালের কি পুরুষানুক্রমের নিবাসি অন্য চাসী লোককে তাহা রদিগের জমীহইতে বেদখল করিতে পারিবেক না এবং বাকীদার কি তাহার স্বরূপ যে ব্যক্তি হয় সে উপরের উক্ত চাসী ও প্রজালো কের সহিত জমা নিশস্তীর যে নিয়ম ও কৌলকরার বিনাচক্রান্ত ও চাতুরীতে করিয়া থাকে তাহাও বাতিল করিতে পারিবেক না কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতে নম্বরী নালিশেতে ইহা সাবুদ হয় যে পাট্টা দিবার সময়ে পাট্টাতে লেখাথাকা জমাহইতে অধিক জমা চাসির শিরে ওয়াজিবী দেনা ছিল তবে পারিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।

প্রজালোকের যোত জমী সেওয়ায়।

[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

৩১। এই আইনের ১১ ধারাতে যে যথার্থ নীতি ও প্রকৃত দাঁড়া লেখা গেল তাহা সর্ব্বকালে জমীদারের ওয়াজিবী জমার বাকীর নিমিত্তে হওয়া নীলামের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্তে তদনুসারে কার্য্যহওনের উপযুক্ত অতএব ঐ ধারা সাবেক ও হালের নীলামের মোকদ্দমার সহিত ঐ দুই নীলাম যথার্থ ও সঙ্গত হইলে সম্পর্ক রাখিবেক ও সাবেক নীলাম সঙ্গতহওনের ভাবার্থ এই যে যথায় যে কালে হইয়া থাকে তথাকার সেই কালের রীতিমত হইয়া থাকন। জানা কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুমে এতাবতা নীলামের সময়ে নিয়ম ও করার ব্যর্থ হওনের হুকুমেতে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে হওয়া নীলামের খরীদারের বাকীদারের পেটার এলাকাদারদিগের সহিত করা কৌলকরারের হানি হইবেক না ও ঐ কৌলকরার স্পষ্ট শব্দেতে হইয়া থাকে কিম্বা উভয়ের করা ব্যবহারেতে বোধ ও ব্যক্ত হয় দুই তুল্য ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে পেটার এলাকাদারদিগের এলাকা অসিদ্ধহওনের অর্থে এই আইনে যে হুকুম লেখা যায় তাহা কেবল জমার বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনমতে সম্পর্ক রাখিবেক ও এলাকাদারের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কৃত বিক্রয় ও দানের সহিত ও ডিক্রী জারীর নিমিত্তে হওয়া নীলামের সহিত ও এলাকাদার জমীদারের নিকটে ইস্তাফাকরণের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না কেননা ঐ বিক্রয় ও দানাদি ক্রিয়াতে অধিকার যেরূপে বিক্রয় কি দানকর্ত্তাআদি নিয়মকারি ব্যক্তির ছিল সেইরূপে খরীদার কি গ্রহীতাদি লওনিয়ার হস্তগত হয় ও ইহারা তাহার স্বরূপ ব্যক্তি হয় অতএব পেটার এলাকাদারেরা যেমত বিক্রয়কারাদির নিকটে ছিল খরীদারাদির নিকটেও সেইমত থাকিবেক ইতি।— ১৮১৯ সা। ৮ আ। ১২ ধা।

পূর্ব্বে হওয়া নীলামেতে বাকীদারের পেটার এলাকাদারদিগের এলাকা অসিদ্ধহওনের হুকুম।

[ঐ ঐ।]

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কৃত বিক্রয় ও দানের প্রকরণ ছাড়া।

১৬ ধারা।

বিক্রেতারদিগকে পত্তনী তালুকের দখল দেওন।

জমীদারের মার ফতে দখল পাওনের নিয়মের কথা।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

৩২। এই আইনমতে হওয়া নীলামের খরীদারের স্থানে সমুদয় টাকা আদায় হইবামাত্র ঐ খরীদার নীলামকরণিয়া সাহেবের স্থান হইতে টাকার রসীদসম্বলিত এক সর্টিফিকট পাইবেক পরে উচিত যে সর্টিফিকটসমেত জমীদারের কাছারীতে দাখিল খারিজের নিমিত্তে যায়ও জামিন তলব হইলে অর্দ্ধেকজমাপর্য্যন্তের জামিন দিতে হইবেক ও জামিন দিলে পর দখলের হুকুমনামা ও এক ইশ্‌তিহার এই মজমুনে পাইবেক যে সমস্ত প্রজা ও অন্য অন্যেরা খরীদারের নিকটে রুজু হইয়া নীলামের তারিখহইতে তাহার নিকটে মালগু জারী করে এবং জমীদারের আবশ্যক যে বিক্রয়হওয়া তালুকের যে সকল কাগজ তাহার কাছারীতে মৌজুদ থাকে তাহা সমস্ত খরীদারকে দেখায় ও যদি জমীদারের তলবমত জামিন দিলে পর জমীদার আবশ্যকী হুকুমনামা দিতে ও দাখিলখারিজ করিতে টালমটাল করে তবে খরীদার আদালতেতে এ বিষয়ের নালিশ করিয়া দখলের হুকুমনামা লইয়া নাজিরের মারফতে ডিক্রী জারীকরণেতে যেমত দস্তুর আছে সেইমতে দখল পাইতে পারিবেক কিন্তু যদি জামিনের মাতবরীর বিষয়ে জমীদারের আপত্তি নিমিত্তে টালমটাল হয় তবে এই আইনের ৬ ধারার মতে তাহার তদারক করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

জমীদারের টালমটামের উপায়ের কথা।

দখল পাওনের প্রতিবন্ধকতা করিলে তাহার উপায়ের কথা।
[ঐ ঐ]
আদালতহইতে ইশ্‌তিহার জারীহওনের কথা।

৩৩। খরীদার তাহার অধিকারের সরেজমীতে দখল পাইবার নিমিত্তে গেলে যদি বাকীদার কি তাহার পেটার তালুকদারেরা প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা প্রতি বন্ধকতার চেষ্টা ও তদবীরে থাকে অথবা তাহার খরীদার এলাকাহইতে তহসীলকরণেতে ব্যাঘাত জন্মায় তবে খরীদারের ক্ষমতা আছে যে তৎক্ষণাৎ জিলার দেওয়ানী আদালতে সহায়তাকরণের অর্থে দরখাস্ত করে ও ঐ আদালতহইতে আদালতের মোহর ও জজসাহেবের দস্তখতে এক ইশ্‌তিহার এই মজমুনে জারী হইবেক যে যেহেতুক দরখাস্তকরণিয়া জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামহওয়া এলাকার খরীদার বটে অতএব বাকীদারের তালুকের সমস্ত হক্ অর্থাৎ স্বত্ব যেমত ঐ বাকীদার জমীদারের স্থানে পাইয়াছিল সেইমত তাহা সমুদয়দর খাস্তকরণিয়ার হইয়াছে ও কাহারু ভাগী হওয়া বিনা মফঃসলের তহসীলের ক্ষমতা তাহারি বটে ইহাতে যদি প্রজাদিগের মধ্যে কেহ খরীদার কি তাহার মোখ্তারভিন্ন অন্য জনকে এক কর্পদ্দক দেয় তবে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারামতে সরাসরী নালিশেতে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের মতে তাহার মালআমওয়াল ক্রোক মৌকুফীর নিমিত্তে আপন করা দরখাস্তের তজবীজেতে কি কোন প্রকারেতে শোধ পাইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

৩৪। ঐ ইশ্‌তিহারনামা জারী হইলেও যদি সাবেক বাকীদার তালুকদার কি তাহার পেটার অন্য এলাকাদারেরা খরীদারের দখলপাওনে প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা কোন প্রকারে কাহারু তরফহইতে দাঙ্গা হইবার অনুমান হয় তবে এমত হুকুম আছে যে ঐ খরীদার সহায়তার দরখাস্ত করিলে পোলীসের কার্য্যকারক লোকেরা কিম্বা সরকারের অন্য যে কার্য্যকারক থাকে তাহারদিগহইতে যে সহায়তা হইতে পারে তাহা করে ও যদি দাঙ্গা ও হঙ্গামা উপস্থিত হয় তবে যে ব্যক্তি খরীদারের হক্‌পাওনের প্রতিবন্ধকতা ও বাধা করিয়া থাকে তাহার জওয়াব তাহাকেই দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা ৮ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

অতিপ্রতিবন্ধকতা করিলে পোলীস আদিহইতে সহায়তা হইবার কথা।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

১৭ ধারা।

পত্তনী তালুক নীলাম হইলে নীলামের টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহা।

৩৫। এই আইনমতে হওয়া নীলামের পণের টাকা যেং বিষয়ে বিলি হইবেক তাহার অর্থে নীচের লিখিতব্য নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ১ প্র।

নীলামের পণের টাকা বিলি হইবার কথা।
[ঐ ঐ]

৩৬। নীলামের পণের টাকাহইতে শতকরা ১ একটাকা হিসাবে ঐ কর্ম্মকারি লোকদিগের খরচআদির নিমিত্তে সরকারে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

প্রথমতঃ সরকারে শতকরা এক টাকা লওয়া যাইবার কথা।
[ঐ ঐ]

৩৭। পরে যে বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইয়া থাকে সেই বাকী সুদসুদ্ধা ও ইশ্‌তিহার লইয়া যাওনিয়ার খরচাআদি নীলামের খরচখরচাসমেত বাকী তলবকরণিয়াকে দেওয়ান যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নীলামের পণের টাকা যে সালের বাকীর নিমিত্তে ইশ্‌তিহার ও নীলাম হয় তাহার পূর্ব্ব সালের বাকী আদায়েতে খরচ পড়িবেক না কেননা যে সালেতে বাকী পড়ে সেই সালেতে তাহা তহসীল করণের নিমিত্তে তদবীর ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মত কার্য্য করা গেলে বাকী থাকে না ও সময় বহিয়া গেলে দেনাপাওনার ন্যায় হইয়া পড়ে ও দেনাপাওনা আদায়ের নিমিত্তে নম্বরী নালিশ অবধারিত আছে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৩ প্র।

পরে জমীদারের বাকী তাহার খরচখরচাসমেত বকেয়া বাকীব্যতিরেকে দেওয়ান যাইবার কথা।
[ঐ ঐ]

৩৮। ঐ বাকী ও খরচখরচা আদায় হইয়া যাহা বেশী থাকে উচিত যে তাহা যে সাহেব নীলাম করেন তিনি কালেক্টর সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় আমানৎ রাখান্ যে বাকীদারের পেটার তালুকদারদিগের মধ্যে কেহ কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি বাকীদারের দানাদিক্রমে মূল্য পাওনযোগ্য হক্‌দার হইয়া থাকে সে ব্যক্তি আপন হকের বদলে কিছু দাওয়া করে কি না ইহা দেখা যায় ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৪ প্র।

পণের বাকী টাকা কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় আমানৎ হইবার কথা।
[ঐ ঐ]

দরপত্তনীদার ও গয়রহেরা দুই মাসের মধ্যে আমানতের টাকার দাওয়া করিতে পারিবার কথা।
[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]
ও তাহারা ডিক্রী হইলে হারহারীরূপে পাইবার কথা।

৩৯। যে কোন ব্যক্তি নীলামহওয়া বস্তুতে আপন হক্ অর্থাৎ স্বত্ব আছে জানে সে নীলামের তারিখহইতে দুই মাসের মধ্যে ঐ নীলামের বস্তুর পরিবর্ত্তে আপন দেওয়া পণের দাওয়া কিম্বা আপন হকের খেসারৎ ধরিয়া পাইবার দাওয়া আদালতে নম্বরী নালিশেতে করিতে পারিবেক যদি আদালতের তজবীজে ঐ ফরিয়াদীর হক্ সাবুদে হয় তবে তাহার ঐ দ্রব্যের পণের কি মূল্যের কিম্বা খেসারতের বদল যাহা ন্যায়মতে ওয়াজিবী হয় তাহা পাইবার ডিক্রী হইবেক ও যদি আদালতে এ প্রকার দাওয়ার মোকদ্দমা একের অধিক থাকে তবে যাবৎ সে সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় তাবৎডিক্রী পাওনিয়া কোন জনকে কিছু নীলামের পণের টাকাহইতে দেওয়ান যাইবেক না কারণ এই যে আমানতের টাকা যেং ডিক্রী হয় তাহার টাকার সম্বন্ধে কত হয় তাহা বুঝা গিয়া যদি ডিক্রীর টাকা আমানতের টাকাহইতে অধিক হয় তবে আমানতের টাকা ডিক্রীর উপর হারহারী হইয়া বিভাগ হইবেক ও ডিক্রীর যাহাং বাকী থাকে তাহার নিমিত্তে করজা ডিক্রীর ন্যায় ডিক্রী জারী করিয়া বাকীদারের স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৫ প্র।

জমা বেবাক দেওনব্যতিরিক্ত কেহ দাওয়া করিতে না পারিবার কথা।
[ঐ ঐ]

৪০। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে দ্বিতীয় দরজার তালুকদারদিগের কোন তালুকদার কিম্বা অন্য কোন মূল্য পাওনযোগ্য হক্দার যে করারদাদের নিয়মের মধ্যে জমা আদায়করণ এতাবতা দেওনের নিয়ম থাকে তদনুসারে নীলামেতে তাহার স্বত্বলোপ হওনহেতুক তাহার এওজ কিম্বা বদল নীলামের দিবসপর্য্যন্ত যত টাকা জমা তাহার ওয়াজিবী দেনা ছিল তাহা দাখিল করিয়া দেওন কি আদালতে আমানৎ করণ সাবুদকরণব্যতিরিক্ত কোন প্রকারে পাইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৬ প্র।

দুই মাসের মধ্যে কেহ দাওয়াদার না হইলে বাকীর বেশী টাকা বাকীদার পাইবার কথা।
[ঐ ঐ]
এবং দাওয়া দরপেশ হইলে তাহা বাদে আমানতের বাকী টাকাও পাইবার কথা।

৪১। যদি বাকীদারের পেটার কোন এলাকাদার কিম্বা অন্য হক্দারের তরফহইতে দুই মাসের মধ্যে নীলামের পণের টাকার উপর কোন দাওয়া দরপেশ না হয় তবে যাহার এলাকা নীলাম হইয়া থাকে সে ব্যক্তি আমানৎথাকা সমুদয় টাকা পাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত করিয়া আমানতের টাকার উপর প্রতিবন্ধকতার দাওয়া না থাকনের কথা লেখা এক সর্টিফিকট আদালতের মোহর লইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া গিয়া রসীদ দিয়া যত টাকা আমানৎ থাকে তাহা লইতে পারে এবং যদি দুই মাসের মধ্যের সমস্ত দাওয়াদারদিগের দাওয়ার সংখ্যা আমানতের সংখ্যা কম হয় তবে সমস্ত দাওয়ার টাকা মোটে যত হয় তাহাহইতে যত টাকা বেশী থাকে তাহার নিমিত্তে ও দস্তুরমত এক সর্টিফিকট লইতে পারে। এবং দ্বিতীয় দরজার তালুকদার কিম্বা অন্য হক্দারো ডিক্রী জারীর সময়ে নীলামের পণের টাকার আমানৎহইতে আপন পাওনা হিস্যার সংখ্যা লেখা সর্টিফিকট আদালতের মোহরে লইতে ও দস্তুরমতে

তাহার লিখিত টাকা পাইতে পারে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৭ প্র।

৪২। ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে যাহার প্রয়োজন হয় সে ব্যক্তি আমানৎথাকা নগদ টাকা সমুদয় কি তাহাহইতে কতক লইয়া তাহার বদলে কোম্পানির কাগজ কি তাহার মত আর যে কাগজেতে মাসে২ সুদ পাওয়া যায় তাহা দাখিল করিতে পারিবেক ও ঐ কাগজের হিসাব শেষবারে পাওয়া গবর্ণমেণ্ট গেজেটেতে খবরহওয়া ডিস্‌কোঁট এতাবতা কমী কি বেশী ধরিয়া করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৮ প্র।

যাহার গরজ হয় সে সরকারী কাগজ আদি দিয়া নগদ লইতে পারিবার কথা।

[বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর।]

সরাসরীতে নালিশ*।

১ ধারা।

জাবেতামতে মোকদ্দমা না করিয়া সরাসরীতে মোকদ্দমা করণ।

যেমতেতে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা উভয় বিবাদিকে নম্বরী নালিশ করিতে পরামর্শ দিবেন তাহার কথা।

১। ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২০ ধারামতে জজসাহেবদিগের মালগুজারীর বাবৎ নালিশের তজবীজ ঐ আইনমতে সরাসরীরূপে করিয়া নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা ছিল বটে কিন্তু প্রকৃতার্থ ঐ আইনের শুদ্ধ তাৎপর্য্য এমত ছিল না যে যদি কেহ আপন বিবাদ মিটিবার নিমিত্তে সরাসরী তজবীজের পরিবর্ত্তে হকীয়তের তজবীজহওনের মনস্থ করে তবে দাওয়ার সংখ্যার দৃষ্টে মুনসেফদিগের নিকটে কি জিলা কি শহরের জজসাহেবদিগের কিম্বা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের হজুরে নম্বরীতে করিতে পারিবেক না এক্ষণে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের উচিত যে মালগুজারীর বাকীর বাবৎ উপস্থিত যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আইনমতে সরাসরী তজবীজের দ্বারা হইতে পারে তাহাতে যদি ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় এমত বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমার হকীয়তের তজবীজ হইলে উভয়ের বিবাদ অতিশীঘ্র ও সুন্দর নিষ্পত্তি হইবেক তবে উভয় বিবাদিকে নম্বরী নালিশ করিতে পরামর্শ দেন ইতি।—১৮২১ সা। ২ আ। ৪ ধা।

মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে সরাসরীমতে নালিশ হইতে পারিবার যোগ্য হইলেও তাহা জাবেতামতে উপস্থিত হইতে তাহার আরজী নিরূপিত মূল্যের সিকি মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার কথা।

২। যে ব্যক্তিরা মালগুজারীর বাকীর উপর দাওয়া রাখে তাহারদিগকে জাবেতামতে নালিশ করিতে আশ্বাস দিবার নিমিত্তে এই হুকুম হইল যে এই প্রকার দাওয়ার নালিশ চলিত আইনানুসারে সরাসরীমতে হইতে পারিবার যোগ্য হইলেও তাহা জাবেতামতে উপস্থিত হইলে তাহার আরজী চলিত আইনের নিরূপিত মূল্যের সিকি মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি পূর্ব্বের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের মনস্থে নালিশ হইয়া থাকে তবে তাহাতে এ হুকুম খাটিবেক না কিন্তু ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য দিবার নিমিত্তে যে সকল আইন চলন আছে সেই সকল আইন ঐ মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৮ ধা।

বিশেষ বিধির কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে সকল মু

৩। মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যেং নালিশ জাবেতামতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে যে ক্ষমতা মুনসেফেরা এক্ষণে রাখে তাহার অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী

* সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে এই গ্রন্থের ৭ অধ্যায়ের ৪ ধারা ও তাহার পর কএক ধারা দেখ।

১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে সকল মুনসেফ কোন২ জিলায় নিযুক্ত হইবেক তাহারদের ক্ষমতা আছে যে পেটাও রাইয়ত কি অন্য ব্যক্তিরা আপনারদিগের মালের ক্রোক্ এবং কয়েদ নিবারণের ইচ্ছা করিয়া নালিশ করিলে কিম্বা ঐ ক্রোক্ ও কয়েদের নিমিত্তে ক্ষতির দাওয়া করিলে ঐমত দাওয়া গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারায় কিম্বা অন্য কোন আইনে মুনসেফের প্রতি ক্ষতির মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে নিষেধ আছে তাহা এমত নালিশে খাটিবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১১ ধা।

মুনসেফ নিযুক্ত হইবেক তাহারা অন্যায়েতে হওয়া ক্রোকের বিষয়ে ক্ষতির দাওয়ার নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

মুনসেফের দ্বারা ক্ষতির মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে যে সকল নিষেধ আছে তাহা এমত নালিশে না খাটিবার কথা।

২ ধারা।

সরাসরী মোকদ্দমা জজসাহেবের দ্বারা বিচার না হইয়া কালেক্টর সাহেবের দ্বারা বিচার হওন বিষয়।

৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইন ও ১৮০০ সালের ৫ আইন ও ১৮০৩ সালের ১৮ আইন ও ১৮১২ সালের ৫ আইন ও ১৮১৩ সালের ৭ আইন ও ১৮১৭ সালের ১৯ আইন ও ১৮২৪ সালের ১৪ আইনের কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের যে২ স্থলের হুকুমানুসারে মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ি সরাসরী নালিশ কিম্বা দাওয়া শুনিতে এবং সেই সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবকে বিচারের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিতে জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতা আছে ঐ সকল এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২ ধা।

যে সকল হুকুমানুসারে জজসাহেবদিগের সরাসরী নালিশের বিচার করিবার ক্ষমতা আছে তাহা রদ হইবার কথা।

৫। এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কোন জজসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইন ও তদনুরূপ অন্য কোন আইনানুসারে জাবেতামতে নালিশ না হইলে উপরের লিখিত প্রকারের কোন দাওয়া গ্রাহ্য করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

জাবেতামতে নালিশ না হইলে উপরের লিখিত প্রকারের কোন দাওয়া গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা জজসাহেবদিগের না থাকিবার কথা।

৬। এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি উপরের লিখিত প্রকারের যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতসকলে উপস্থিত হইয়া থাকিবেক ঐ সকল মোকদ্দমা জিলাসকলের কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৫ ধা।

যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবার কথা।

৭। মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় নালিশের অতিবাহুল্যপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত ইহা কর্ত্তব্য বোধ হইলে সকল কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আইনানুসারে হুকুম আছে যে সেই এলাকার কমিস্যনর সাহেবের অনু

সরাসরী মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিবার নিমিত্তে তহসীলদা

রের নিকটে পাঠাইতে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের অনুমতিক্রমে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা থাকিবার এবং তহসীলদারেরা ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৪ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যে সকল হুকুম কালেক্টর সাহেবের উপর খাটিয়াছে ঐ সকল হুকুমানুসারে উপদেশ পাইবার কথা।

মতি পাইয়া এমত কোন দাওয়া সেই জিলার মধ্যে তহসীলদারের নিকটে এই মনস্থে পাঠাইবেন যে তাহা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করে এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৪ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যে সকল হুকুম এপ্রকার মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ হইলে তাহার উপর খাটিয়াছে সেই সকল হুকুমমতে সকল তহসীলদারেরা আপনং কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ ১৩ ধা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা এই আইনানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে না পারিবার কথা।

৮। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণ শুধরিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবকে অর্পণকরা ক্ষমতা পাইবেন না বিশেষ ক্ষমতা পাইলে তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের পাঠান মোকদ্দমাসকল নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব যেমত উচিত বুঝেন সেইমত ঐ সকল ফয়সলা সর্ব্বদা পুনর্দৃষ্টি করিবেন কিম্বা শুধরিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার আপীল সর্ব্বশেষে এই আইনের ৪ ধারার লেখা হুকুমমতে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২১ ধা।

৩ ধারা।

বাকী খাজানার বিষয়ে সরাসরী মোকদ্দমা।
গ্রেফ্তার করণের হুকুম।

জমীদারওগয়রহ বাকীদার ও মালজামিনদিগকে আটক করাইতে পারিবার কথা।

১। জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের সাধ্য আছে যে তাহারদিগের কাহার মালগুজারীর বাকীর দাওয়া মফঃসলী তালুকদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা যোতদারওগয়রহ পেটার মালগুজারদিগের কাহার উপর থাকিলে সে বাকীর কুলান যদি সেই বাকীদারের দ্রব্য কিম্বা সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোক্ করিবাতেও না হইতে পারে কিম্বা সে বাকীদার অথবা তাহার মালজামিন সাক্ষাৎ থাকিলে তাহারদিগের স্থানে সে বাকী তলব করিলে পর কি তলব করিবার পূর্ব্বেই বা সে বাকীদার কিম্বা মালজামিন যদি পলাইতে উদ্যত বুঝা যায় তবে সেই পলায়নোন্মুখ বাকীদার কিম্বা মালজামিনকে নীচের লিখনানুসারে আটক করাইতে পারে।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

দত্ত দেশ। ১৮০৩ সা ২৮ আ ৩২ ধা। ২ প্র।

১০। মালগুজারীর বাকী পাওনিয়া ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা ও তাহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তাওগয়রহ্ চাকরদিগের সাধ্য আছে যে বাকী উসুলের কারণ জজসাহেবদিগের স্থানে দরখাস্ত দেয়। তাহাতে যদি কোন বাকীদারকে কিম্বা সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই জামিনদারকে পলায়নোন্মুখ বুঝে তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া সেই গির্দ্দের কমিস্যনরের নিকটে দরখাস্ত বাকীর বেওরাযুক্তে এবং সে বাকী শোধ না দিয়া সে আসামী পলাইতে উদ্যত হওনপ্রযুক্ত তাহাকে আটক করিবার প্রার্থনাযুক্তে লিখিয়া দাখিল করিতে পারে। ও এমত দরখাস্ত কমিস্যনর পাইলে তাহার কর্ত্তব্য যে সেই পলায়নোন্মুখ বাকীদার কিম্বা মালজামিন যদি তাহার গির্দ্দের নিবাসী চাহ্রে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরে ও সে বাকী তৎকালে না মিলিলে ইঙ্গরেজী ২৪ ঘড়ী মোতাবেক বাঙ্গলা ৬০ দণ্ডের মধ্যে তাহাকে জজসাহেবের নিকটে চালান করে। ইহাতে সেই জজসাহেবের উচিত যে তাঁহার স্থানে সে আসামী পঁহুছিলে তাহার প্রতি যে মতাচরণ তাহাকে ধরিবার দরখাস্ত আদৌ তাঁহার স্থানে দিলে ও তাঁহার হুকুমে সে আসামী ধরা পড়িলে করিতেন সেই মতাচরণ নীচের লিখনানুসারে করেন্। কিন্তু কোন কমিস্যনরের কর্ত্তব্য নহে যে কোন বাকীদার কিম্বা মালজামিনকে জজসাহেবের নিকটে চালান না করিয়া ৬০ দণ্ডের অধিক আটক রাখে যদি রাখে তবে তগীরের যোগ্য হইবেক এবং তাহার নামে সেই অবধি আটক রাখিবার মোকদ্দমায় নালিশ হইতেও পারিবেক। কিন্তু যদি সেই বাকীদার কিম্বা মালজামিন আপন শিরের বাকীর হিসাব নিষ্পত্তির কারণ তথায় থাকিবার অর্থে কিছু মিয়াদের দরখাস্ত লিখিয়া দেয় ও আটক করণিয়া তাহাতে সম্মত হইয়া যত মিয়াদ দেওয়া বিহিত তাহার নিদর্শনে সে দরখাস্তের কপালে কিম্বা পৃষ্ঠে আপন মঞ্জুরীর দস্তখৎ এমত স্পষ্টার্থে করে যে তদ্দৃষ্টে সেই মিয়াদ ভরিয়া তথায় থাকিবার নির্ণয়ে কিছু সন্দেহ না রহে তবে সেই আসামীকে তাবৎ তথায় রাখিতে পারিবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫। ২ প্র।

জজসাহেবদিগের কিম্বা কমিস্যনরদিগের নিকটে দরখাস্ত দিতে পারিবার সময়ের কথা।

দরখাস্তের পাঠের কথা।

দরখাস্ত পাইলে কমিস্যনরেরা যেম তাচরণ করিবেক তাহার কথা।

কমিস্যনরদিগের চালানকরা আসামী জজসাহেবদিগের স্থানে পঁহুছিলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

কোন আসামীকে কমিস্যনরেরা ৬০ দণ্ডের অধিক না রাখিতে পারিবার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৩২ ধা। ২ প্র।

১১। কেহ উপরের লিখিত দরখাস্ত আদৌ জজসাহেবের স্থানে দিতে চাহিলে তাহা শীঘ্র দাখিল হওয়া উচিতের কারণ আদালতের বৈঠক থাকিতে কিম্বা না থাকিতেও আপনি কিম্বা আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা আদালতের চিহ্নিত উকীল হউক কি না হউক তাহার দ্বারা দিতে পারে তাহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে বাকীদার কিম্বা মালজামিন তাঁহার আদালতের সীমানার মধ্যে থাকিলে তৎক্ষণাৎ এক দস্তক তাহাকে ধরিবার ও ধরা পড়িয়া যে বাকী না দিলে তাহাকে আপন স্থানে পঁহুছাইবার নিদর্শনে লিখিয়া পাঠাইবেন। তাহাতে যদি সেই বাকীর দায়ী সে দস্তক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কিম্বা

জজসাহেবদিগের স্থানে আদৌ দরখাস্ত দিলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

দস্তক চালানের মতের কথা।

হিসাব নিষ্পত্তির কারণ ধার্য্য পাওয়া ৬০ দণ্ডের মধ্যে সেই তলবী বাকীর হিসাব নিষ্পত্তি না করে তবে সেই দস্তকবহনিয়ার উচিত যে সেই দস্তকের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করে অর্থাৎ সেই আসামীকে ধরিয়া আদালতে পঁহুছায়। কিন্তু যদি সে আসামী তথায় থাকিয়া সে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার কারণ ঐ নিরূপিতের অধিক কিছু কাল মিয়াদের দরখাস্ত লিখিয়া দেয় ও ফরিয়াদী তাহাতে সম্মত হইয়া সে দরখাস্তের কপালে কিম্বা পৃষ্ঠে আপন মঞ্জুরীর দস্তখৎ করে তবে দস্তকবহনিয়া তদনুসারে বিলম্ব করিতে পারিবেক। ও ফরিয়াদী যদি এমত দস্তক জারী মৌকুফ করাইতে চাহে তবে রাজীনামার অনুসারে দরখাস্ত লিখিয়া দিলে তদ্দৃষ্টে সে দস্তক জারী ও মৌকুফ হইতে পারিবেক ও পলায়নোন্মুখ আসামীর তলবী দস্তক ছাড়া এ মতের কোন দস্তক বহিবার অর্থে দুই জনের অধিক পেয়াদা কখন হইবেক না। এবং এমত দস্তক বরখাস্তের পর দস্তকবহনিয়া তলবানা রোজ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে দিনপ্রতি দুই আনার হারে ও স্থানবিশেষে ইহারো কম সে স্থানের দাঁড়াদৃষ্টে পাইতে হইলে পাইবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

দস্তক জারী মৌকুফ হইবার সময়ের কথা।

দস্তকের পেয়াদা যত জনহইতে পারিবেক তাহার কথা।

তলবানার হারের কথা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৩২ ধা। ৩ প্র।

১২। কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেণ্টসাহেবের অধীন কর্ম্মকর্ত্তা এতদ্দেশীয় মজুরইত্যাদি অন্যং লোক এবং তাঁতিরা ও বণিক্কেরা কর্ম্মকারিরা ও যেং লোক কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যকারি সাহেবেরদের স্থানে দ্রব্য দাখিল করিতে একরার লিখিয়া দিয়াছে তাহারা ঐং আদালতের এলাকার মধ্যে বাসকারি এদেশীয় অন্য লোক এবং সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের অধীন থাকা এতদ্দেশীয় অন্যং লোকের মত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবেরদের ও দেশের সরকারী কর্ম্মকারক অন্যং সাহেবেরদের অধীন থাকিবে এবং এই প্রকরণদ্বারা তাহারদের এই প্রকার অধীনহওয়া জানান যায় এবং তাহারদের উপর আদালতের পরওয়ানাইত্যাদি জারীকরণের প্রকারের কিছু বিশেষ হইবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ৯ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

মজুরপ্রভৃতি ও চুক্তিকারক অন্যং লোকের উপর অন্যং লোকের মত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের পরওয়ানা ইত্যাদি জারী হইবার কথা।

১৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারাতে ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারাতে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যদি কোন কট্কিনাদার কি যোতদার কিম্বা মালগুজারীকরণিয়া অন্য ব্যক্তি বাকীদার হয় ও সেইহেতুক তাহার কি তাহার মালজামিনের নামে তাহারদিগকে গ্রেস্তার করিবার নিমিত্তে দরখাস্ত দরপেশ হয় তবে বাকীদার কি তাহার মালজামিন ঐ দরখাস্ত দিবার সময়ে যে জিলা কি শহরের অধিকারের ভূমির মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয়

মালগুজারীর বাকীদারকে গ্রেস্তার করিবার অর্থে যে জিলা কি শহরে বাকীদার বাস করে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে দরখাস্ত দরপেশ হইলে জজসা

সেই জিলা কি শহরের অধিকারে বাস করিতে থাকিলে ও ভূমি দুই অধিকারে থাকিলে যে অধিকারে তাহার অধিক ভূমি থাকে সেই অধিকারে রহিয়া থাকিলে তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ দস্তক জারী হইতে পারে কেননা যে ভূমির মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে অধিকারে থাকে সে অধিকারভিন্ন অন্য অধিকারে উপরের উক্ত আইনের লিখিত সরাসরী তজবীজ সুন্দররূপে হইতে পারে না কিন্তু বাকীদার মালগুজারীকরণিয়াদিগের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের উপর সর্ব্বপ্রকারে দস্তক জারী হইতে পারে এ নিমিত্তে যদ্যপি তাহারা যে ভূমির মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সে জিলা কি শহরের অধিকারেতে বাস না করিতে থাকে কি তাহারদিগকে না পাওয়া যায় তথাপি তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ অন্য হুকুম নির্দ্দিষ্টকরা আবশ্যক হইল একারণ এই ধারানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন মফঃসলী তালুকদার কি কট্‌কিনাদার কিম্বা যোতদার অথবা অন্য মালগুজারীকরণিয়ার কি তাহারদিগের মালজামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকী পাওনা থাকে সে যদি তাহা তলবের সময়ে না দিয়া যে ভূমির বাবৎ এমত বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে অধিকারে থাকে সে অধিকারভিন্ন অন্য জিলা কি শহরের অধিকারে বাস করিতে থাকে তবে ঐ বাকী যে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কিম্বা ইজারদারের পাওনা হয় তাহার কিম্বা তাহারদিগের মোখ্তারকারের ক্ষমতা আছে যে এক আরজীতে নীচের নিরূপিত তফসীল ও বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে গ্রেপ্তারকরণের প্রার্থনা লিখিয়া বাকীদার কি তাহার মালজামিন যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে কিম্বা পাওয়া যায় সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে দেয় ও সেই জজসাহেবের উচিত যে এমত আরজী দাখিল হইলে পর তৎক্ষণাৎ বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারার ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারার ৩ প্রকরণের ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারার বয়ান করিয়া লেখা দস্তক জারী করিবার হুকুম দেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ ১৫ ধা। ১ প্র।

হেবের তৎক্ষণাৎ তাহার নামে দস্তক জারী করিতে হইবার কথা।

১৪। যদি কোন ব্যক্তি উপরের প্রকরণের মতে কিম্বা উপরের প্রস্তাবিত আইনের লিখনমতে কোন বাকীদার মালগুজারীকরণিয়া কি তাহার মালজামিনকে গ্রেপ্তার করিবার প্রার্থনা লিখিয়া কোন আরজী কোন আদালতে দিতে চাহে তবে তাহার উচিত যে বাকীদারের ও তাহার মালজামিনের নাম ও নিবাস ও যে মহালের বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে মহালের নাম ও তাহার অতিরিক্ত সেই মহালের সালিয়ানা জমার ও বৎসরের নিরূপিত সময়শিরে এতাবতা কিস্তিং যতং টাকা দিতে হয় তাহার সংখ্যা ও যোতদার কি মালগুজারীকরণিয়ার কিম্বা তাহার মালজামিনের স্থানে যত

নালিসের আরজীর মজমুনের কথা।

টাকা উসুল হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা ও যে বাকী আদায়ের কারণ গ্রেফ্তারীর আরজী দিতে চাহে তাহার সংখ্যা ও দাওয়া করা বাকী টাকা বাকীদারের স্থানে তলব হইয়াছিল কি না ও যদি তলব হইয়া থাকে তবে তাহাতে সে কি করিলেক তাহার কথা আরজীতে লিখিয়া দেয় ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

বাকীদার গ্রেফ্তার হইয়া বাকী আদায় না করিলে কি যে তাহাকে গ্রেফ্তার করাইয়া থাকে তাহার সহিত রফা না করিলে জজসাহেবের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৫। যদি বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের মতে তাহারদিগের গ্রেফ্তারীর দস্তক জারী হইলে পরে যে জজসাহেবের আদালতহইতে দস্তক জারী হইয়া থাকে তাঁহার অধিকারেতে পাওয়া যায় ও সে গ্রেফ্তার হইয়া তলবী বাকী টাকা না দেয় কি যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রেফ্তার করাইয়া থাকে তাহার সহিত তলবী টাকার রফা না করে ও তাহাতে উপরের লিখিত আইনের লিখনমতে তাহাকে সেখানকার দেওয়ানী আদালতে হাজির করা যায় তবে ঐ আদালতের জজসাহেবের উচিত যে বাকীদার কি তাহার মালজামিনের স্থানে যে ভূমির বাবৎ বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সে জিলা কি শহরের আদালতে তাহাকে না পাঠান যাওনের হেতু ও সেই ভূমি দুই জিলা কি শহরের অধিকারে থাকিলে যে অধিকারে সেই ভূমির অনেকং ভূমি থাকে সে অধিকারে তাহাকে না পাঠান যাওনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন্ তাহাতে যদি ঐ বাকীদার কি তাহার মালজামিন তাহার মাতবর হেতু না জানায় কি যে অধিকারে দাওয়ার ভূমি থাকে সেই অধিকারেতে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজিরহওনের নিমিত্তে মাতবর জামিন না দেয় তবে সেই বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে মজকুরী পেয়াদা মহসিল দিয়া যে জিলা কি শহরের অধিকারে ঐ ভূমি থাকে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক ও ঐ পেয়াদা লোকের তলবানা বাকী তলবকরণিয়া স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ও এমতং প্রকারেতে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ গ্রেফ্তারীর কথা লেখা আসল আরজী ও ঐ মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত কাগজ সহিত যে জজসাহেবের নিকট গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিকে পাঠান যায় তাঁহাকে জ্ঞাত করণার্থে পাঠান যাইবেক ও যে ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইয়া আসিয়া থাকে সে যদি আপনাকে যে জিলা কি শহরের অধিকারে যে ভূমির মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই ভূমি থাকে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে না পাঠান যাওনের হেতু জানায় কিম্বা ঐ জজসাহেবের নিকট আপনি হাজির হইবার নিমিত্তে মঞ্জুরহওনের যোগ্য মাতবর জামিনী দিতে পারে তবে কেবল গ্রেফ্তারীর আরজী ও সে মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত কাগজ ঐ জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

বাকীদার যে জিলার অধিকারে দাওয়ার ভূমি থাকে সেই জিলার জজসাহেবের হজুর হাজির হইবার জামিনী না দিলে জজসাহেবের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

বাকীদারের সহিত মোকদ্দমার কাগজ পাঠাইবার কথা।

বাকীদার কি তাহার মালজামিন জামিনী না দিবার মাতবর কোন হেতু কহিলে তাহার গ্রেফ্তারীর আরজী অন্য কাগজের সহিত জজসাহেবের হজুরে পাঠান যাইবার কথা।

জিলা কি শহরের জজসাহেবের বা

১৬ যদি কোন বাকীদার কি তাহার মালজামিন উপরের প্রকরণের মতে যে ভূমির বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই

ভূমি যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সেই জিলা কি শহরের আদালতে আপনি হাজির হইবার অর্থে জামিনী দিয়া তদনুসারে হাজির হয় তবে ঐ আদালতের জজসাহেবের উচিত যে অন্যং প্রকারেতে এক্ষণকার চলিত আইনমতে বাকীদার কি তাহার মালজামিন তাঁহার অধিকারের মধ্যে গ্রেস্তারহওনমতে তাহার প্রতি যেমত আচরণ করেন্ সেইমত আচরণ এমতেও ঐ বাকীদার কি তাহার মাল জামিনের প্রতি করিবেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।

কীদার কি তাহার মালজামিনের প্রতি যেমতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

১৭। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ১৫ ধারার হুকুমের অতিরিক্ত এই হুকুম হইল যে যদি জমীদারের কিম্বা তালুকদারের কি অন্য যে ব্যক্তি মালগুজারীপাওনের অধিকার রাখে তাহার বাকীদার এক জিলায় বসত করে ও অন্য জিলায় তাহার এলাকা থাকে তবে বাকী তলবকরণিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ দুই জিলার যে জিলায় ইচ্ছা সেই জিলার জজসাহেবের নিকটে সরাসরী নালিশের দরখাস্ত করিতে পারিবেক ও বাকীদারের এলাকার জিলার জজসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে বাকীদারের নিবাসের জিলার জজসাহেবের নিকটে ডাক মারফত দস্তক পাঠাইতে হইবেক যদি তিনি পারেন্ তবে গ্রেস্তার করিয়া পেয়াদা সঙ্গে দিয়া এলাকার জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ও যদি বাকীদার রুপোশ হয় ও তাহাকে ধরা যাইতে না পারে তবে দস্তকের পেয়াদার জোবানবন্দীর সঙ্গে নাজিরের রিটরণ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ উপযুক্ত তদবীর ও উপায়করণের কথা সহিত আদালতের সাহেবের হৃদ্বোধের নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৯ ধা।

বাকীপাওনিয়া তাহার বাকীদারের নিবাসের জিলাতে কি তাহার এলাকার জিলাতে সরাসরীতে দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

১৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৫ পঞ্চদশ ধারাতে এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৪ চতুর্দ্দশ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ১৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩২ দ্বাত্রিংশ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে কোন পাট্টাদার প্রজার স্থানে সরকারের প্রকৃত মালগুজারীর বাকী পড়িলে সে পাট্টাদার প্রজাকে এবং তাহার মালজামিনকে ধরা যাইবেক ও এমত বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমা তথাকার জজসাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে আদালতে সে বাকীর বিষয়ে সরাসরীমতে বিচার করা যাইবেক কিন্তু যদি কেহ এ কথার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া বুঝে তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেক যে অল্পং দিনের অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে কিম্বা বৎসরের প্রথমারম্ভে যে বাকী পড়ে কেবল এইমত মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে এই হুকুম খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে প্রকৃত মালগুজারীর বাকী পড়নের সময়অবধি তাহার নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালাতীত হইয়া থাকে তবে সে বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না এবং উপরের লিখনানুসারে আরং যত মোকদ্দমা সরাসরীমতে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ ইত্যাদি সালের কএক আইনের কএক ধারার লিখিত মজমুনের বিস্তারিত করিবার এবং মালগুজারীর বাকীর মোকদ্দমা ও সরাসরীমতে অন্যং যেং মোকদ্দমার বিচার করণের হুকুম আছে তদর্থে মিয়াদ নির্ণয় করিবার কথা।

বাকী আদায় করণেতে জজসাহেব ও কালেক্টর সাহেবেরদিগের যা

হা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

শুনিবার হুকুম আছে সে সকল মোকদ্দমার আরম্ভঅবধি নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালাতীত হইয়া থাকে তবে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না কিন্তু এই হুকুমের দ্বারা জজসাহেব এবং কালেক্টর সাহেব এবং রেজিষ্টরসাহেবদিগের প্রতি বাকীর নিকাশ ও বন্দোবস্ত করিতে বারণ হইবেক না যদি সে বাকী দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালের হয় তথাপি উচিত যে তাহার বন্দোবস্ত ও নিকাশ করেন্ এবং যে সময়ে ভাল বুঝেন্ অবশ্য এমত বাকীর নিকাশ ও বন্দোবস্ত করিবেন ইতি —১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ ইত্যাদি কএক সালের কএক আইনের কএক ধারার হুকুম মতে ভূম্যধিকারিগণ আপন কর্ম্মকর্ত্তাদি লোকের নামে তহবীল তসরুফ ইত্যাদি বিষয়ে নালিশ করিলে সে মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে হইবার ও উপরের লিখিত দ্বাদশ মাসের মিয়াদ এক্ষণে তাহার প্রতি নিয়ম থাকিবার কথা।

১৯। জানা কর্ত্তব্য যে যদি ভূম্যধিকারিগণ কিম্বা ইজারদারেরা কাহার নামে এমত নালিশ করে যে অমুক আমার তরফ কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা আমার জমীদারীর সরবরাহকারী করিত অথবা এপ্রকার চাকর হইয়া আমার এত টাকা লইয়া চাকরী ত্যাগ করিয়াছে এক্ষণে দেয় না কিম্বা হিসাবকিতাব বুঝাইয়া দিতে চাহে না অথবা আপন ভারের কর্ম্মকার্য্য করিতে তাচ্ছল্য ও অসঙ্গতাচরণ করে আর এই মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে হওনের দরখাস্ত করে এবং ঐ কর্ম্মকর্ত্তাকে কয়েদ করাইতে চাহে তবে এমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২০ বিংশ ধারাতে এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৯ ঊনবিংশ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩৮ অষ্টত্রিংশ ধারাতে এমত মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে করণের হুকুম লেখা গিয়াছে কিন্তু উপরের লিখিত দ্বাদশ মাসের মিয়াদ অর্থাৎ নিরূপিত কাল এমত মোকদ্দমার বিষয়ে নিয়ম থাকিবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা এইপর্য্যন্ত খাটিবে যে মালগুজারীর দাওয়া উপস্থিত হইলে গত বৎসরে যে মালগুজারী দিয়া থাকে তাহার নিরিখমতে ঐ দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার এবং কোন একরারনামা না থাকিলে বেশীর উপর দাওয়া না মঞ্জুর করিবার কথা।

২০। সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ি চলিত হুকুম শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে সরাসরীমতে কালেক্টর সাহেবেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে সকল ক্ষমতা পাইয়াছেন ঐ সকল ক্ষমতা এই পর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখিবেক যে মালগুজারীর দাওয়া উপস্থিত হইলে গত বৎসর সকলে যে মালগুজারী দিয়া থাকে তাহার নিরিখমত ঐ দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু বেশীর নিমিত্তে লেখা কোন প্রকৃত একরারের দ্বারা তাহা প্রমাণ না হইলে ঐ বেশীর উপর কোন দাওয়া গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১০ ধা।

আসামী হাজির না হইলে সরাসরী

২১। জাবেতামতে দস্তকজারীহওনের পর যদি নাজিরের রিটরণ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ তলাশ করিয়া আসামী না পাওয়া যাওনের

কথাসম্বলিত দাখিল হয় তবে দরখাস্তদেওনিয়ার ক্ষমতা আছে যে সিরিশ্‌তার উকীলের কি আপন মোখ্তারের মারফতে মোকদ্দমার তজবীজ একমাসপর্য্যন্ত এই আশয়ে মৌকুফথাকনের দরখাস্ত দাখিল করে যে যদি ইহার মধ্যে পারে তবে দস্তক জারী করাইয়া আসামী গ্রেপ্তার করায় ও সেই মাসের শেষে হাজির না হওনমতে ইশ্‌তিহার দেওয়ায় ও ইশ্‌তিহারের মিয়াদ অতীত হইলে মোকদ্দমার তজবীজ করায় অথবা মৌকুফ না করাইয়া ১৫ পনের রোজ মিয়াদে এই মজমুনে ইশ্‌তিহার লট্‌কাইয়া দেওয়ায় যে ইশ্‌তিহারের মিয়াদ গত হইলে আসামী হাজির হয় বা না হয় মোকদ্দমা সরাসরী মতে নিষ্পত্তি হইবেক ও হাজির না হওনমতে ফরিয়াদীর দস্তাবেজ দেখিয়া একতরফী তজবীজ করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

তে ডিক্রী হইতে পারিবার কথা।

৪ ধারা।

নিমকপোখ্তানীরদের নামে নালিশ হইলে যাহা হইবে তাহা।

২২। মালগুজারীর বাকীদার প্রজাগণকে ও তাহারদিগের মালজামিনদিগকে ধরিবার ও কয়েদ করিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। প্রকরণের নির্দ্ধারিত সংক্ষেপে বিচার কর্ত্তব্যের হুকুম নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার প্রজাবর্গের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত পোখ্তানীর কাল কার্ত্তিক মাস প্রবৃত্ত হইতে আষাঢ় মাসপর্য্যন্ত খাটিবেক না এইহেতুক যে তাহারদিগের মালগুজারী এত ভারী হইবেক না যে তাহা ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের অনুসারে তাহারদিগের ভূমির শস্য ও অস্থাবর বস্তু সময় শিরে ক্রোক্‌ করিবাতে উসুল না হইতে পারে। কিন্তু যদি নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার কোন প্রজার শিরের মালগুজারীর বাকী তাহার ভূমির শস্যাদি অস্থাবর বস্তু ক্রোক্‌ করিবাতে এবং সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিনহইতেও আদায় না হয় তবে সেই বাকী পাইবার স্বত্ববান ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তাহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৯ ধারায় যেমত লেখা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে সাধ্য রাখিবেক। জানিবেন যে সেই আইনের ঐ ১৯ ধারার এবং ২০ ধারার তথা ২১ ধারার সকল হুকুম তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের কিম্বা এ আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে জারীহওয়া অন্য কোন আইনের অনুসারে রদ হইয়া থাকে কি না থাকে তথাচ সাব্যস্থ ও বলবৎ রাখা গেল ইতি।—১৮০১ সা। ৯ আ। ২ ধা।

ইং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার নির্দ্ধারিত সংক্ষেপে বিচার কর্ত্তব্যের হুকুম নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার দিগের উপর পোখ্তানীর কালে না খাটিবার কথা।

বাকীর দায়ী নিমকপোখ্তানীর এলাকাদারদিগের নামে পোখ্তানীর কালে ইং ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৯ ধারাক্রমে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

[১৭৯৩ সালের ২৯ আইন ১৮১৯ সালের ১০ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে এবং বোধ হয় যে নীচে লিখিতব্য বিধান ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৯। ২০। ২১ প্রকরণের পরিবর্ত্তে নির্দ্ধারিত হইল।]

নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার দিগের স্থানে মালগুজারী র বাকী উসুল করি বার দাঁড়া নির্দ্দিষ্টে র কথা।

২৩। নিমকপোখ্তানীর কার্য্য আটক না হইবার এবং নিমকপো খ্তানীর এলাকাদারেরা যে সকল ভূম্যাদির মালগুজারীর এলাকা রা খে তাহার সরবরাহ দিতে কসুর না করিতে পারিবার নিমিত্তে নী চের হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২০ ধা। ১ প্র।

নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে নিম কী আসামীর তলব ভূম্যধিকারি আদি র কাছারীতে না হ ইবার কথা।

দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা আদালতে না লিশ অথবা এজেন্ট সাহেবের নিকটে দরখাস্তক্রমে বাকী উসুল হইবার ক থা।

২৪। যে সকল লোক নিমকপোখ্তানীর করারদাদ করিয়া ও তাহা তৈয়ার করিতে থাকে তাহারদিগের ইস্তক কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি সরবরাহকার কি তহসীলদারের কাছারীতে কোন প্রকারে তলব করা যাইবেক না যদি ঐ ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির কেহ নিমকের এলাকাদার কাহারু উ পর ঐ সময়ের বাবৎ কিছু মালগুজারীর দাওয়া রাখে ও ঐ সময়ের মধ্যেই তাহা উসুল করিতে চাহে তবে সে কারণে চলিত আইনের মতে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক্ করে অথবা সেই বাকীদারের নামে তা হার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কিম্বা সেই বাকীর দাওয়ার ফর্দ্দ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নিকটে দাখিল করে যে তদনুসারে সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব উচিত বুঝিলে সেই বাকী টাকা সে বাকীদারের স্থানহইতে দেওয়ান্ অথবা আপনি দিয়া তাহার পাওনা আগামি কিস্তীর দাদনীর টাকাহইতে মালগু জারীর বাকী আদায় করেন্ এই হেতুক যে সেই লটখটিতে নিমকপো খ্তানীর কার্য্যের ভণ্ডুল না হয় ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী আদৌ নি মকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নিকটে নালিশ করিলে সে সাহেব তাহাতে মনোযোগ না করেন্ তবে দাওয়াদার সে কারণে সেই বা কীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক্ করিবেক কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক। যদি দ্রব্যাদি ক্রোক্ করে তবে সেই বাকীদারের স্থানে সর কারের যে নিমক ও নিমকের দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর সর ঞ্জাম থাকে তাহা বাদে ক্রোক্ করিবেক ও ঐ নিমক ওদ্রব্য সকল বা কী টাকা আদায়ের নিমিত্তে বাকীপাওনিয়ার তরফহইতে কি আদাল তের হুকুমেতে কোন প্রকারে ক্রোক্ ও বিক্রয় কি আর কিছু হই তে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

বাকীর কারণ স রকারী নিমক ও দা দনীর টাকা ও নি মকপোখ্তানীর সর ঞ্জাম ক্রোক না হই বার কথা।

নিমক মহালের এলাকাদারের না মে কেহ নালিশ ক রিতে লাগিলে তা হার নালিশী আর জীতে সেই আসামী নিমকী যে কার্য্যের এলাকাদার হয় তা হার জিগির লিখি বার কথা।

২৫। নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের তাবের কোন আমলার নামে কিম্বা নিমকী কার্য্যের করারদাদ করিয়া তাহাতে নিবিষ্টথাকা অন্য কোন লোকের নামে কেহ কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদা লতে নালিশ করিতে লাগিলে তাহার নালিশী আরজীতে সেই আ সামী নিমকী যে কার্য্যের এলাকাদার হয় তাহার প্রস্তাব লিখিবেক যদি এমত আসামীর নামে শ্রাবণ কি ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে আদাল তহইতে তলবচিঠী হয় তবে তাহা অন্য এলাকার লোকদিগের উপর যে প্রকারে হয় সেই প্রকারেই হইবেক এবং যদি এমত আসামীর নামে ইস্তক কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ়ের মধ্যে ঐ তলবচিঠী হয় তবে তাহা ফরিয়াদীর আরজীর নকলসমেত এক খামেতে মড়ি

য়া জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবপ্রভৃতি তাহার উপর আপন কার্য্যের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নামে শিরনামা দিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন। ও যে জামিনী তলব আসামীর স্থানে করা ও লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহাতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনি তাহার জামিনী লিখিয়া দেন্ কিম্বা আপন কোন আমলা কি অন্য যাহাকে উপযুক্ত জানেন্ তাহাকে দিয়া লেখাইয়া দেওয়ান্ কিম্বা ঐ আসামীকে নিজে কোন জামিন ঠাহরিয়া দিতে হুকুম দেন্ ও যদি আসামীর নিজে জামিন দিতে হয় তবে তাহাতে কার্য্যক্রমে ঐ তলবচিঠী আদালতের কোন পেয়াদার হাওয়ালে হইয়া থাকিলে সে যদি জামিনের মাতবরীতে সন্দেহ করে ও নিমক পোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব সে জামিনকে মাতবর কহেন্ তবে ঐ পেয়াদা সেই জামিন লইবেক। যদি জামিনী তলবহওনমতে ঐ সাহেব সে আসামীর জামিন আপন আমলাদিগের কাহাকেও অথবা অন্য কোন লোককে দেওয়ান উচিত না জানেন্ ও সে আসামী আপনিও এমত জামিন দিতে না পারে যে তাহাকে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের মাতবর জ্ঞান হয় তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব সেই আসামীকে আদালতের পেয়াদার সহিত সেই আদালতে পাঠাইবেন কিম্বা যদি ঐ তলবচিঠী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে না হইয়া আসিয়া থাকে তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব সে আসামীকে আপন লোকের সহিত আদালতে পাঠাইবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ১ প্র।

শ্রাবণাদি তিনমাসে নিমকী এলাকার আসামীর নামে যেমতে তলবচিঠী জারী হইবেক তাহার কথা।

কার্ত্তিকাদি আষাঢ়পর্য্যন্ত নিমকী এলাকার আসামীর নামে এজেণ্টসাহেবের মারফতে তলবচিঠী জারী হইবার কথা।

আসামীর জামিন এজেণ্টসাহেব আপনি হইতে কিম্বা অন্য লোককে দেওয়াইতে পারিবার কথা।

যে২ গতিকে আদালতের পেয়াদার সঙ্গে আসামীকে যাইতে হইবে তাহার কথা।

নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবেরা উপরের প্রকরণের লিখনক্রমে নিমকী এলাকাদার লোকদিগের জামিনী লিখিয়া দিতে আসিষ্টাণ্টসাহেব আদিরে ভার দিতে পারিবার কথা।

২৬। উপরের প্রকরণক্রমে নিমকের এলাকার আসামীর জামিনী লিখিয়া দিতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব আপন আসিষ্টাণ্টসাহেব শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর হন কি তদ্ভিন্ন হন তাঁহার কিম্বা কোন দেওয়ানী আদালতের চিহ্নিত কোন উকীলের অথবা অন্য যাহাকে উপযুক্ত জানেন্ তাহার প্রতি ভার দিতে পারিবেন আর ঐ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকের প্রতি এমত জামিনী লিখিয়া দিবার ভার দেন্ তাঁহারদিগের নামনবিসীর ফর্দ্দ তাঁহারদিগের প্রত্যেকের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্টে লিখিয়া দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠান্ তদনুসারে জজসাহেব কোন আসামী তলব করিতে হইলে যদি আপন থাকিবার স্থানহইতে তাহার ঠিকানা দূর হওনহেতুক কিম্বা

জামিনী লিখিয়া দিতে ভার হয় যাহারদিগের তাঁহারদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্টে নামনবিসীর ফর্দ্দ জজসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা

জজসাহেবেরা তলবচিঠী এজেণ্টসাহেবদিগের নিকটে

না পাঠাইয়া ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবপ্রভৃতির নিকটে পাঠাইবার ক্ষমতা রাখিবার কথা।

কারণান্তরে বিহিত বুঝেন্ তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নিকটে তলব চিঠী না পাঠাইয়া এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখনক্রমে জামিনী লিখিয়া দিতে ভার থাকে যাঁহারদিগের প্রতি তাঁহারদিগের কাহারু নিকটে পাঠাইতে পারিবেন ও এমত হইলে সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে সেই তলবচিঠী নিমকপোখ্তানী এজেণ্টসাহেবের নিকটে গেলে তাঁহার যে দাঁড়ামত্তাচরণ করিতে হইত সেই মতাচরণ করেন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ২ প্র।

নিমকী এলাকার কোন আসামীর নামে নালিশ হইলে সে নালিশী আরজীতে সে আসামী নিমকী এলাকাদার হওনের প্রস্তাব না থাকাতে অন্য আসামীর মতে তাহার তলবচিঠী হইলে তাহা যেমতে জারী হইবেক তাহার কথা।

২৭। যদি নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের তাবের কোন আমলা কিম্বা মলঙ্গীওগয়রহ করারদাদের আসামীর নামে কেহ কোন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া সেই নালিশী আরজীতে সে আসামীর নিমক মহালের এলাকাদারীর জিগির না লিখিয়া থাকে ও তাহাতে ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় এই কালের মধ্যে অন্য এলাকার লোকের তলবমতে সে আসামীর নামে তলবচিঠী হইয়া দেওয়ানী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে হয় ও যে পেয়াদার হাওয়ালে সেই তলবচিঠী হয় সে যদি নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের কোন আমলা অথবা সেই আসামীর কথাক্রমে সে আসামীকে নিমক মহালের এলাকাদার জানে তবে সে পেয়াদা সেই আসামীর ঠিকানার নিকটে নিমক মহালের মোতালক যে আসিষ্টাণ্টসাহেব আদির প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে তাঁহার অথবা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার নিকটে গিয়া সেই তলবচিঠী দিবেক তদনুসারে সে বিষয়ে এই ধারার প্রথম প্রকরণ ক্রমে নিমক পোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের যে মতাচরণ কর্ত্তব্য হইত সেইমতাচরণ ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান আমলাদির কর্ত্তব্য হইবেক যদি আদালতের সেই পেয়াদা কেবল সেই আসামীর মুখে সে আসামী নিমক মহালের এলাকাদার শুনিয়া সে কথায় সন্দেহ রাখে কিম্বা সন্দেহ না রাখিয়া এমত ভাবে যে সে আসামী তাহার ঠিকানার নিকটের যে আসিষ্টাণ্টসাহেব আদির প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে তাঁহার কি আড়ঙ্গের প্রধান আমলার নিকটে তলবচিঠী লইয়া আমার যাওনের মধ্যেতে পলাইবেক তবে এ দুই মতেই সে পেয়াদা সেই আসামীসুদ্ধা তলবচিঠী লইয়া তাহার ঠিকানার নিকটের নিমকী এলাকার ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবআদির নিকটে যাইবেক এবং যাবৎ ঐ আসামীর জামিনী লেখা না হয় তাবৎ তাহাকে ছাড়িবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৩ প্র।

এই ধারানুসারে নিমকী এলাকার আসামীর উপর তলবচিঠীও দস্তক জারী হইবার বেওরা কৈফিয়ৎ সেই চিঠীদিগরের পৃষ্ঠে এ

২৮। এই ধারার উপরের প্রকরণের মতানুসারে নিমকী কোন আসামীর উপর যে তলবচিঠী ও দস্তক নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব অথবা তাঁহার তাবের আসিষ্টাণ্টসাহেব কিম্বা প্রধান যে আমলার মারফতে জারী হয় সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেব অথবা প্রধান আমলা সেই চিঠীর পৃষ্ঠে যেমতে তাহা জারী হয় ও যে লোক সে আসামীর জামীন হয় তাহার বেওরা

লিখিয়া ঐ তলবচিঠীআদি ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৫ প্র।

জেণ্টসাহেব কিম্বা আসিষ্টান্ট সাহেব অথবা প্রধান আমলার লিখিবার কথা।

২৯। এই ধারার কোন প্রকরণমতে কোন নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব আপনি কিম্বা তাঁহার তাবের কোন প্রধান আমলা নিমকী এলাকার কোন আসামীর হাজিরজামিন হইলে কিম্বা সেই আসামীর দেওয়া কোন জামিনকে মাতবর করিলে দুই মতেই মাফিক একরার সে আসামীর শিরে যে দাওয়া পড়ে তাহার নিশা সেই আসামী কিম্বা তাহার দেওয়া জামিনে না করিলে সেই দায়ের নিশা সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবকে করিতে হইবেক অতএব নিমক পোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে আড়ঙ্গের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের ও মঙ্গীওগয়রহ নিমকী এলাকাদারদিগের জামিনহওনের ও নালিশের তদারককরণের ভারে মাতবর ও সুখ্যাত লোকের ঠাহরাইয়া প্রধান আমলা নিযুক্ত করেন ও তাহারদিগের কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়ার নিমিত্তে যে২ হুকুম মনোনীত ও উপযুক্ত হয় তাহা তাহারদিগের দেন ও যাহাকে প্রধান আমলা নিযুক্ত করেন তাহার স্থানে এমত মাতবর মালজামিন লন যে সেই প্রধান আমলাহইতে কোন কার্য্যের ত্রুটি হইলে সে কারণে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের যে নোক্সান হইতে পারে তাহা তাহার স্থানে ধরিয়া পাওয়া যাইতে পারে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৭ প্র।

এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার তাবের আমলা জামিনী যে এ করার করেন ও যে জামিনী মাতবর কহেন তাহার নিশা তাঁহারদিগের দিতে হইবার কথা।

৩০। নিমক মহালের আমলা কি এলাকাদারদিগের কেহ কোন মোকদ্দমার আসামী হইলে নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে তাহার তলবে চিঠী যে মতে জারী করিতে হয় তাহারদিগের কাহারু নামে কোন মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবার কারণ সপীনা সে সময়ে জারী করিতে হইলেও তাহা সেই মতেই জারী করা যাইবেক ও যদি সে কারণে সে কালে তাহারদিগের কাহাকেও আদালতে তলবকরণ আবশ্যক হয় তবে জজসাহেব তলব করিয়া যত ত্বরাতে পারেন তাহার জোবানবন্দী করিয়া লইয়া অব্যাজে বিদায় করিবেন এইহেতুক যে সে লোক নিমকের কর্ম্মে ছাড়া হইয়া যত কম হইতে পারে তাহার অধিক কাল না থাকে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৮ প্র।

যে কালে নিমক মহালের এলাকাদারদিগের নামে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে সপীনা জারী করিতে হয় সে কালে তাহা যেমতে জারী হইবেক তাহার কথা।

৩১। নিমকমহালের এলাকাদারছাড়া অন্য লোকের উপর তলবচিঠী কিম্বা দস্তক জারী করিতে লাগিলে যদি নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের বিলায়তী অথবা এদেশী আমলারা উপরের লিখিত প্রকরণের মতাচরণ করেন তবে তাঁহারদিগের নামে আদালতে তাহার নালিশ হইবেক। ও উপরের প্রকরণের হুকুমের ভাবার্থ কেবল এই যে আদালত ও ইনসাফের বাধাহওন

এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার তাবের আমলাদিগের উপরের প্রকরণের হুকুম মতাচরণ নিমকী এলাকাদার লোকছাড়া অন্যের পক্ষে

করিতে নিষেধের কথা।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবেরা নিমকী এলাকাদার এদেশিলোকদিগেরে যে সময়ে হাজির করাইতে চাহেন সেই সময়ে হাজির করাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

ঐ ক্ষমতাচরণকরণেতে যাহা২ করিতে হইবেক তাহার কথা।

বিনা নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মচলনের হানি কিছুমাত্র না হয় অতএব দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ প্রকরণের লিখিত হুকুমসত্ত্বেও আদালতের কর্ম্ম চলিবার নিমিত্তে নিমকমহালের মোতালক কোন এদেশী আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদারকে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষিক্রমে নিমকপোখ্তানীর কালের মধ্যেও আপনারদিগের নিকটে তলবকরণ আবশ্যক ও উপযুক্ত হইলে তাহা করিতে এবং অন্য২ লোকের উপর এমত বিষয়ে যে মতে হুকুম জারী করেন সেই মতেই তাহার উপর হুকুম জারী করিতে পারেন্ কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা ঐ সকল হুকুমের ব্যতিক্রমে এমত কার্য্য করেন্ তবে যে কারণে করেন্ তাহার বেওরা তাঁহারদিগের রুবকারীর বহীতে লেখাইবেন ও এই প্রকরণের লিখনক্রমে অত্যাবশ্যকজন্য যে২ তলবচিঠী ও দস্তক জারী করিতে হয় তাহাতে আবশ্যকতার প্রস্তাব লেখাইবেন যে এই প্রকরণের হুকুমমাফিক জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আবশ্যকতাজন্য যে আছে তদনুসারে ইহাতে তলবের হুকুম লেখা গেল কিন্তু জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আবশ্যকহওনবিনা কদাচ ঐ ক্ষমতামতাচরণ না করেন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৯ প্র।

নিমকমহালের এলাকাদার এদেশি লোকের উপর যেমতে আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক তাহার কথা।

৩২। যদি জজসাহেব নিমকমহালের মোতালক কোন এ দেশি আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদার কাহারু উপর কোন মোকদ্দমার ডিক্রী করিয়া ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় ইহার মধ্যে তাহা জারী করিতে হুকুম দেন্ তবে তাহাতে সে আসামী ঐ কালের মধ্যে আপনি আটক না হইয়া তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারিবেক কিন্তু সরকারের নিমক ও দাদনির টাকা ও নিমকপোখ্তানীর যে সরঞ্জাম তাহার স্থানে থাকে তাহা সে ডিক্রীর আঞ্জামের কারণ ক্রোক করা যাইবেক না ও নিমকপোখ্তানীর কাল গেলে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের মাফিক তলব সে আসামীকে জজসাহেবের নিকটে হাজির করিয়া দিতে হইবেক কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এবং নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে ও নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব আদালতের সাহেবকে সরকারের কোন উকীলের মারফতে তৎকালে এমত আসামীর নিমকের কার্য্যেতে হাজির থাকিবার আবশ্যক না থাকনের সম্বাদ দেওনমতে তাহার নিজের এবং দ্রব্যাদির প্রতি দস্তুরমতে হুকুম জারী ও আচরণ করিতে পারা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২২ ধা।

৫ ধারা।

সরাসরী মোকদ্দমা সরাসরীমতে বিচার ও নিষ্পত্তিকরণ।

মালগুজারীর কা

৩৩। মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীলক

রণের সম্পর্কীয় দাওয়ার সরাসরী নালিশ প্রথমতঃ মালগুজারীর কালেকটর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং এমত সকল বিষয়ে তাঁহারদের করা নিষ্পত্তি জাবেতামতে হওয়া নালিশ ভিন্ন চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু এই হেতুপ্রযুক্ত যে আপীল হইবেক যে ঐ মোকদ্দমাতে আইন খাটিবেক না কেবল সেই হেতুপ্রযুক্ত সেই এলাকার রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের প্রতি ক্ষমতা আছে যে সরাসরী ফয়সলার তারিখঅবধি এক মাসের মধ্যে আপীল হইলে তাহা গ্রাহ্য করেন্ এবং রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবেরা আপীল গ্রাহ্য করিলে এবং ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব করিলে পর আইন না খাটিবার লিখিত হেতু প্রমাণ না হইলে ঐ মোকদ্দমা খরচার সহিত ডিস্‌মিস করিবেন কিন্তু যদি এমত বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা সরাসরী নালিশের মত এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে শুনিবার যোগ্য নহে তবে রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেকটর সাহেবের সরাসরী ফয়সলার অন্যথা করিয়া ঐ মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া চলিত আইনের হুকুমানুসারে যেমত আবশ্যক ও উচিত বুঝিবেন সেইমত হুকুম করিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

লেকটর সাহেবদিগের দ্বারা সরাসরী মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবার এবং জাবেতামতে হওয়া নালিশ ভিন্ন অন্য নালিশে তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।

রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবের নিকটে যেহেতুক আপীল হইতে পারিবেক তাহার এবং তাহাতে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৩৪। কালেকটর সাহেব আপন জিলার মধ্যে যে কোন স্থানে কোন সময়ে যান্ কি থাকেন্ সেই স্থানেই ঐ প্রকার মোকদ্দমাসকল শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ কিন্তু আবশ্যক যে ঐ শ্রবণ ও নিষ্পত্তি সরকারী কোন কাছারীতে কিম্বা সকল লোকের সমাগমের অন্য স্থানেতে এবং উভয় পক্ষ কি তাহারদিগের নিযুক্তকরা মোখ্তার কি উকীলেরা হাজির হইলে তাহারদিগের সাক্ষাৎকারে করা যায় ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৯ ধা।

মোকদ্দমার বিচার সকল লোকের সমক্ষে যদি হয় তবে কালেকটর সাহেব জিলার যে সে স্থানেতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

৩৫। জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা ও রেজিষ্টরসাহেবেরা মালগুজারীর বাকীর বাবৎ কিম্বা জমী কি ফসল দখলকরণের কাজিয়ার বাবৎ বিবাদের বিষয় ঐ জিলার সরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকিলে অথবা জজসাহেবদিগের কি রেজিষ্টরসাহেবদিগের বিবেচনায় সরেজমীতে মোকদ্দমার তজবীজ করিলে সদর মোকামে করণাপেক্ষা সুন্দররূপে বিবাদের সমাধা হইবেক সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে জিলার সরহদ্দের মধ্যের যে কোন স্থানে হয় তথায় বৈঠক করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২১ সা। ২ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

যেমতেতে জজ ও রেজিষ্টর সাহেবেরা সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি জিলার সরহদ্দের মধ্যে যে স্থানে হয় তথায় করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩৬। যদি জজসাহেবদিগের কি রেজিষ্টরসাহেবদিগের উপরের লিখিত সরাসরী মোকদ্দমার তজবীজ করিবার নিমিত্তে সদর মোকামহইতে অন্তরে বৈঠক করিতে হয় তবে তাহাতে আদালতের মোকররী উকীলদিগের হাজির থাকিবার আবশ্যক হইবেক না ও ঐ সাহেবদিগের উচিত যে উভয় বিবাদির কি তাহারদিগের তরফহইতে

উপরের লিখিত প্রকারেতে আদালতের মোকররী উকীলদিগের হাজির থাকিবার আবশ্যক না হইবার কথা।

যাহারা মোকরর হয় তাহারদিগের সাক্ষাৎ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।—১৮২১ সা। ২ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

সরাসরী তজবীজ সারা না হওন পর্য্যন্ত বাকীদার কি তাহার মালজামিনের জামিনী মঞ্জুর হইবার কথা।

৩৭। যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারাতে ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারাতে বাকীদারদিগের কি তাহারদিগের মালজামিনদিগের জামিনী জজসাহেবের কি রেজিষ্টরসাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের নিকটে সরাসরী তজবীজ করা সারা না হওনপর্য্যন্ত মঞ্জুরহওনের বিষয়ে কোন হুকুম লেখা যায় নাহি একারণ জিলা কি শহরের জজসাহেবদিগের উপদেশের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

জজসাহেব সরাসরী তজবীজ সারা না হওনপর্য্যন্ত মাতবর জামিনী মঞ্জুর করিতে পারিবার কথা।

৩৮। যদি কোন মফঃসলী তালুকদার কি কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা যোতদার কি অন্য মালগুজারীকরণিয়া অথবা তাহারদিগের মালজামিন মালগুজারীর বাকী টাকা তলবের কারণ উপরের ধারার লিখিত আইনের বিবরণ করিয়া লেখা দস্তক জারীহওনমতে গ্রেফ্তার হয় ও সম্যক কি কতক দাওয়া না মানিয়া আপনি কি তাহার মাল জামিন সরাসরী তজবীজ সারা না হওনপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার কারণ মাতবর জামিনী দিতে প্রবর্ত্ত হয় তবে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে উভয় বিবাদির দরপেশকরা হিসাবের কাগজ ও দস্তাবেজ দৃষ্টিকরণানুসারে কিম্বা কৈফিয়ৎ তলবের নিমিত্তে জিলার কালেক্টর সাহেবকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দকরণানুসারেই বা যে প্রকারে হউক সরাসরী তজবীজ করা ও সারা নিষ্পত্তির হুকুম না হওনপর্য্যন্ত বাকীদারের কি তাহার মালজামিনের জামিনী মঞ্জুর করেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৬। ২ প্র।

সরাসরী নালিশের আরজীর পিঠে নামঞ্জুরের হুকুম পারসী ভাষায় লিখিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা থাকিবার এবং ঐ আরজী জাবেতামতে হওয়া নালিশের আরজীমত গ্রহণ করিতে আদালতের কার্য্যকারকের প্রতি ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৩৯। জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন সরাসরী নালিশের আরজী এই আইনের হুকুমানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবেক তাঁহার ক্ষমতা আছে যে সেই আরজীর পিঠে নামঞ্জুরকরণের হুকুম পারসী ভাষায় লিখিয়া ও জাবেতামতে নালিশ করিতে হুকুম করিয়া আরজীদেওনিয়াকে তাহা ফিরিয়া দেন্ এবং আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আরজী জাবেতামতে প্রথমতঃ নালিশ করিলে যেমত গ্রহণ করিতেন সেইমত গ্রাহ্য করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

বিশেষ বিধির কথা।

৪০। জানা কর্ত্তব্য যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে কালেক্টর সাহেবের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল উপস্থিত হইলে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে এমত নালিশসকল গ্রাহ্য করিতে ও তাহার

বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম করেন্ এবং তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্যকরণ সম্পর্কীয় স্থানহেতুক কি অন্য কোন হেতুক তাঁহার বিবেচনায় উচিত বোধ হইলে তাঁহাকে অন্য কোন হুকুম দেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

নালিশী আরজী ও তাহার জওয়াব ব্যতিরেকে আর কোন সওয়ালজওয়াব না লওয়া যাইবার কথা।

৪১। ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে নালিশী আরজী ও তাহার জওয়াবব্যতিরেকে আর কোন সওয়াল ও জওয়াব লওনের আবশ্যক হইবেক না ও যদি ফরিয়াদী কি আসামী কোন সময়ে আপন শুধরা নালিশী আরজী কি শুধরা জওয়াব কি বেওরা জ্ঞাপনার্থে আর কোন কাগজ দাখিল করিতে চাহে তবে তাহা লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা ১৪ আ। ৭ ধা।

সওয়াল ও জওয়াবইত্যাদি ৷৷০ আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কথা।

দরপেশ করা কাগজের উপর ফীস না লওয়া যাইবার কথা।

৪২। ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে মোখ্তারনামা ও ওকালৎনামা ও সওয়াল ও জওয়াব ও নিষ্পত্তিপত্র ঐ মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা যত টাকা হউক ৷৷০ আটআনা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক এবং ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে যে২ কাগজ দরপেশ করা যায় কিম্বা উভয়পক্ষের যে২ সাক্ষী তলব করা যায় তাহার নিমিত্তে কোন ফীস লওয়া যাইবেক না ও উভয় বিবাদির ঐ কাগজ দাখিল করিবার ও সাক্ষী তলব করাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৮ ধা।

কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হওয়া সরাসরী নালিশের আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

৪৩। এই আইনের ৪ ধারার লিখনানুসারে উপরের লেখামত যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবেক ঐ সকল মোকদ্দমার আরজী ঐ মোকদ্দমার নালিশ জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে হইলে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইত তাহার সিকি মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ফরিয়াদী যথার্থরূপে নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য দিতে না পারে কিম্বা যদি কালেক্টর সাহেব অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা মাফ করা উচিত বুঝেন্ তবে কোন মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি রাইয়তের নালিশের আরজী ৷৷০ আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে গ্রাহ্য করিতে তাঁহার প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৭ ধা।

জজসাহেবদিগের নিকটে উপরের লিখনানুসারে আসামী পঁহুছিলে তাহার বিচার সংক্ষেপে করিবার কথা।

৪৪। উপরের দুই প্রকরণের লিখনানুসারে কোন জজসাহেবের নিকটে বাকীদারেরদের কিম্বা মালজামিনদিগের কাহাকেও পঁহুছাইলে তৎকালে সে সাহেব সেই আসামীর স্থানে দাওয়ার জওয়াব তলব করিবেন তাহাতে যদি ফরিয়াদীর দাওয়া সম্যক কিম্বা তন্মধ্যের কিছু মিথ্যা এমত জওয়াব আসামী দেয় তবে দাখিলাদিগর কাগজপত্র এবং উভয়ের হিসাবকিতাবদৃষ্টে সংক্ষেপে বিচার করিবেন। অথবা কালেক্টর সাহেবকে সে মোকদ্দমার বিচারের ভার

ঐ বিচারের ভার

কালেক্টর সাহেব দিগকে সঁপিতে পারিবার কথা।

যে মোকদ্দমার বিচার আদালতে শীঘ্র না হইতে পারে ও কমিস্যনরদিগের বিচারের যোগ্যও না হয় তাহা কালেক্টর সাহেবদিগকে সঁপিতে পারিবার কথা।

সেই রূপে দিবেন যে রূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারাক্রমে মালগুজারীর সংক্রান্ত মোকদ্দমার কিম্বা পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমার বিচার মাল আদালতে হইত সে সকল মোকদ্দমার বিচারের ভার দিতে পারেন। আর এইক্ষণে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি বিশেষ হুকুম হইতেছে যে তাঁহারা কিম্বা তাঁহারদিগের রেজিষ্টরসাহেবেরা আরং কর্ম্মের বাহুল্যপ্রযুক্ত এমত কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি অবিলম্বে না করিতে পারিলে ও সে মোকদ্দমা তাঁহারদিগের ব্যাপ্য কমিস্যনরদিগের বিচারের যোগ্য না হইলে তাহার বিচারের ভার কালেক্টরসাহেবদিগকে দিবেন। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের সাধ্য আছে যে সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কালেক্টরসাহেবদিগের কি জজসাহেবদিগের নিকটে করিবার কারণ যাহাকে নিযুক্ত করা বিহিত বুঝে তাহাকেই সম্যক ভারার্পিয়া নিযুক্ত ও রুজু করে। ১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।

কালেক্টর সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া করিবেন তাহার কথা।

হাজির হইবার হুকুম দিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতেতে যে ক্ষমতা আছে হুকুম জারী ব্যতিরেকে কালেক্টর সাহেব সেই ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৪৫। ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে কালেক্টরসাহেবেরা এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং যেং বিষয়েতে এই আইনের লিখিত হুকুমসম্পর্ক না রাখে সে সকল বিষয়েতে ঐ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালতে হইবার নিমিত্তে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে সেইং হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং উভয় পক্ষীয় লোকদিগ্‌কে ও সাক্ষিদিগ্‌কে হাজির করাইবার বিষয়ে এবং নিষ্পত্তির হুকুম জারীকরণের বিষয়ব্যতিরেকে সামান্যতঃ ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে আবশ্যক যে সকল হুকুম ইত্যাদি দিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগ্‌কে যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে কালেক্টর সাহেবও সেই ক্ষমতা রাখিবেন ও নিষ্পত্তির হুকুম জারীকরণের বিষয়ে নীচের লিখিতব্য হুকুমমতাচরণ করা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৪ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণে ফয়সলা জারী করিতে যেসকল হুকুম আছে তাহা এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের করা ফয়সলার উপর খাটিবার কথা।

৪৬। যেং মোকদ্দমাতে বিশেষ টাকা কিম্বা কোন খরচা দেনার কি ক্ষতিপূরণের বিষয়ে ফয়সলা হয় সেই সকল ফয়সলা জারীকরণে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণের যেং স্থল সম্পর্ক রাখে আহা এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের করা ফয়সলাতে সমানরূপে খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২০ ধা।

কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদি

৪৭। এই আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগ্‌কে এ ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনের লিখ

নানুসারে সংখ্যা নিরূপিত কতক টাকা কিম্বা খরচা অথবা ক্ষতিপূ রণ দেওয়াইতে হইবার অর্থে কালেক্টর সাহেব যেং নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতে মালগুজারীর বাকী আদায়করণের কারণ যে রূপ করা যায় সেই রূপ যে কালেক্টর সাহেব ঐ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ সেই সাহেব ঐ টাকা যাহার পাইবার অর্থে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার নিমিত্তে উসুল করিবেন কিন্তু সরাসরী বিচারপূর্ব্বক কোন জনেরপাইবার অর্থে যে নিষ্পত্তি করা যায় ঐ নিষ্পত্তি টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ সাহেব কোন ভূমি কি বাটী কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবেন না ও ভূমি কি বাটী কিম্বা জলের সোঁতাইত্যাদি ভোগদখলের বিষয়ে যদি কোন নিষ্পত্তি হয় তবে তাহা অবজ্ঞা কিম্বা তাহার বিপরীতাচরণ হইলে যে কালেক্টর সাহেব ঐ নিষ্পত্তি করেন্ সেই সাহেব আদালতের সাহেবেরা নীলামের খরী দারদিগকে খরীদা বস্তুতে দখল দেওয়াইবার নিমিত্তে আইনানুসারে যেমত ও যে ক্ষমতাচরণ করেন্ সেই মতে ও সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ ভূমি ইত্যাদিতে দখল দেওয়াইতে পারেন্ এবং জিলা কি শহরের আদালতের সাহেব কালেক্টর সাহেবের ঐ ক্ষমতাচরণকরণেতে সহায়তা করিবেন এবং ঐ ক্ষমতাক্রমে কালেক্টর সাহেবেরা যে কোন হুকুম করেন্ ঐ হুকুম আদালতের সাহেবেরা নিজে করিলে যেমত করিতেন সেই মত করিয়া ঐ হুকুমের কার্য্য করাইবেন এবং কালেক্টর সাহেবেরা আবশ্যক কি উপযুক্ত বুঝিলে যে জনকে ঐ ভূম্যাদিতে দখল দিবার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই জনকে তাহার ভোগদখল করণেতে স্থির রাখিবার নিমিত্তে এক কি তাহাহইতে অধিক পেয়াদা কিম্বা মিরধা অথবা সওয়ারইত্যাদি রাখিতে পারেন্ ইতি।— ১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩ প্র।

গের নিষ্পত্ত্যনুসারে কার্য্য করাইবার ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৪৮। জজসাহেবদিগের কেহ মালগুজারীর বাকীর কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে কালেক্টর সাহেবদিগের কাহাকেও ভার দিয়া থাকিলে তাহার রিপোর্ট অর্থাৎ বেওরাহকীকৎ সে কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাইলে পর তদ্দৃষ্টে কিম্বা কাহাকেও না ভারদেওয়া কোন মোকদ্দমার বিচার আপনি করিয়া পরে যদি বুঝেন্ যে সেই বাকী টাকা আসামীর দেনা অযথার্থ ঠাহরিল কিম্বা ফরিয়াদী জানিয়া শুনিয়া অসঙ্গত নালিশ করিয়াছিল অথবা ফরিয়াদীর দাওয়া সমুদয়ের মধ্যেযৎ কিঞ্চিৎ প্রমাণ হইল তবে সে আসামীকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তাহাকে ক্ষতি পূরণ ও সম্যক্ খরচাও দেওয়াইবেন। আর যদি সমুদয় দাওয়া কি তাহার মধ্যে কিছু ভারীই বা প্রতিপন্ন হয় তবে সে আসামীকে তাবৎ শক্ত কয়েদে রাখিবেন যাবৎ সে বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ও নালিশী খরচা সমেত না দেয় অথবা তাহার খালাসের কারণ ফরিয়াদী দরখাস্ত না করে। ও কয়েদ হইলে এমত আসামীর মর্য্যাদা ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া দিনপ্রতি চারি আনার অধিক ও এক আনার ন্যূন না হয় এরূপে বিহিত বিবেচনাক্রমে তাহার যত খাদ্য খরচ দিবার হুকুম

আসামীকে ছাড়িয়া দিবার ও খরচাসমেত ক্ষতি পোষাইয়া দেওয়াইবার সময়ের কথা।

আসামীকে যে সময়ে যত দিন কয়েদ রাখিতে হইবেক তাহার কথা।

আসামীর খোরাকী যে হারে দিতে হইবে তাহার কথা।

জজসাহেব করেন্ তাহা সে আসামী কয়েদ থাকাপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার প্রণালীপূর্ব্বক সেই ফরিয়াদী যোগাইবেক।— ১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৫ প্র।

উপরের ধারাসকলের লিখিত ভারার্পণযুত হুকুম সরবরাহকার ও কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতিকে বর্ত্তিবার এবং সময়বিশেষে সে ভার তাহারদিগের নিযুক্তকরা আমলারাও পাইবার কথা।

৪৯। জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখিত যে যে হুকুম সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের প্রতি মালগুজারীর বাকী উসুলের ভারার্পণের নিদর্শনে আছে সেই২ হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকারির অধিকারের ও সাধারণ অধিকার ভূমিসকলের সরবরাহকারদিগের সরবরাহকারীতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বে ও সরকারী অন্য যে আমলারা কোন অধিকারের সরকারী জমা ধার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিষয়ান্তরজন্যে অথবা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত না হওনপ্রযুক্ত খাস তহসীলে আসিয়াথাকা কোন ভূমির তহসীলের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের কর্ম্মকারিত্বেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে যে শক্তি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের চাকরেরা পাইয়াছে সে শক্তি এমত সরবরাহকারদিগের এবং কালেক্টর সাহেবদিগের ও সরকারী অন্য আমলাদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তাপ্রভৃতিতেও পাইতে পারিবেক যদি তাহারদিগের মনিবেরা সে শক্তি তাহারদিগেরে দেয় ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৯ ধা।

উপরের লিখিত হুকুম এ ধারার প্রস্তাবিত শহরসকলের জজসাহেবদিগের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৫০। জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে যে ক্ষমতা জিলাসকলের জজসাহেবদিগকে দেওয়া গিয়াছে ও যে সকল কর্ম্ম তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইয়াছে সেই সকল ক্ষমতা শহর জাহাঙ্গীরনগর ওমুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের জজসাহেবদিগকে ও অর্পিত হইয়াছে ও সেই সকল কর্ম্মও তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইবেক। এবং ঐ সকল ধারার লিখিত অপর যত হুকুম ঐ সকল শহরে চলিতে পারে তাহাই চলিবেক। বুঝিবেন যে এ আইনের ১৫ ধারার উল্লিখিত সমস্ত হুকুম সদর ও মফঃসলের নানাবিধ আমলার উপর এবং এ দেশীয় লোক ভূম্যধিকারী ও ইজারদারের প্রতি এবং যে গোমাস্তাপ্রভৃতি আপনং মনিবের পক্ষে অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমির সরবরাহ অথবা মালগুজারী উসুল তহসীল করে তাহারদিগের প্রতিও বর্ত্তিবেক। তাহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার আপনার কোন চাকরের স্থানে তাহার হস্তে কর্ম্ম থাকনের কালের নগদ কিম্বা অন্য বিষয়ের নিকাশ অথবা অপর যে দাওয়া থাকে তাহা সে পদস্থ থাকিতে কি অপদস্থ হইলেই বা চাহিলে না দেয় তবে তৎকালে এ আইনের ১৫ ধারার লিখিত যে হুকুম বাকী উসুলের কারণ বাকীদারদিগকে আটক ও কয়েদ করাইবার অর্থে চলে সে হুকুম সে চাকরের প্রতিও চলিবেক। ও জিলা এবং শহরসকলের জজসাহেবেরা ও কমিস্যনরেরা যেরূপে বাকীদারদিগের স্থানে বাকী উসুলের কারণ ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের সহায়তা

এ আইনের ১৫ ধারার হুকুম ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির ও তাহারদিগের গোমাস্তাদিগের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

করেন্ সেইরূপ এমত বিষয়েও সহকার থাকিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২০ ধা।

৫১। মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলকরণের বাবৎ কি ভূমি ভোগদখলকরণের বাবৎ ও মোটে আর২ যে সকল বিষয়ের নালিশ সরাসরীমতে করিতে আইনেতে হুকুম আছে তাহার বাবৎ যে২ সরা সরী মোকদ্দমা কোন আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াবের কারণ যে২ উকীল বাদী কি প্রতিবাদির তরফহইতে মো করর হয় সেই উকীলেরা তাহাতে সরাসরীভিন্ন মতে মোকদ্দমার নালিশ হইলে যে রসুম পাইত সেই রসুমের চারি হিস্যার এক হিস্যা পাইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩২ ধা।

উকীলেরা সরা সরী মোকদ্দমার স ওয়াল ও জওয়াব করণেতে সেই মো কদ্দমার নালিশ স রাসরীভিন্ন মতে হইলে যে রসুম পা ইত তাহার সিকি পাইবার কথা।

৫২। যখন জিলা কি শহরের আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হওয়া সরাসরী কি সরাসরীভিন্ন কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট আদাল তের কোন উকীলকে উকীল মোকরর করিবেক তখন সেই ফরিয়া দী কি আপেলাণ্টের কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বে উকীলের রসুমের বাবৎ যে জামিনী দাখিলকরণের অর্থে হুকুম হইয়াছে তাহার বদলে সরাসরী ভিন্ন মোকদ্দমাতে এই আইনের ২৫ ধারার লিখিত হুকুমমত হিসা বে ও সরাসরী মোকদ্দমাতে এই আইনের ৩২ ধারার হুকুমমত হি সাবে ঐ উকীলের রসুমের যত টাকা হয় তত টাকা আদালতের তহ বীলে আমানৎ রাখে ও যাবৎ রসুমের টাকা আমানৎ না রাখে তাবৎ কোন উকীলকে যোত্রহীন ব্যক্তিদিগের মোকদ্দমা ও যে সকল মোকদ্দমার কারণ বিশেষরূপে আইনেতে হুকুম হইয়াছে তাহাছাড়া আপন মওক্কেলের মোকদ্দমার কিছু সওয়াল ও জওয়াব ও ঐ মো কদ্দমার সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিতে অনুমতি নাহি এবং আসামী ও রিস্পাণ্ডেণ্টের মোকররকরা উকীলদিগের রসুমের কারণ তাহার দিগের স্থানে ঐ মত আমানতের জন্যে টাকা তলব করা যাইবেক ও যাবৎ ঐ মত রসুমের টাকা আমানৎ না রাখে তাবৎ উকীলদিগের কর্ত্তব্য নহে যে উপরের লিখিত প্রকারব্যতিরেকে মোকদ্দমার সও য়াল ও জওয়াব ও তাহার সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করে ইতি।*—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৩ ধা। ১ প্র।

উকীলের রসুমে র বাবৎ জামিনী দা খিলকরা মৌকুফ হ ইবার কথা।

উকীলের রসুমে র টাকা আমানৎ রাখিবার কথা।

৫৩। এই আইনের লিখনক্রমে যে২ মোকদ্দমা কালেক্টরসাহে বদিগকে সমর্পণ করা যায় ঐ সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদিরা আ

ঐ উভয়বিবাদি রা আপন২ সম্মত

* উকীলের রসুম আমানৎ করণ বিষয় ৫১। ৫২ সংখ্যা তৎপর বিধান ৫৩ সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য নাই কিন্তু ১৮১৪ সালের ২৭ আইন যে রদ হই য়াছে এমত দেখাযায় না অতএব অগত্যা তাহার বিধান এই গ্রন্থে লেখা গেল হইতেপারে যে ৫৩ সংখ্যার বিধানের বিষয় পশ্চাৎ হুকুম হইয়াছে অতএব বোধ করি যে তাহার পূর্ব্বকার বিধান রদ হইয়াছে।

উকীল কি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।
উকীলের মেহনতানা সে ও তাহার নিয়োক্তা থাকিয়া চুকাইবার কথা।

পনঃ২ পক্ষের সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে যে কোন লোককে মোখ্তার কি উকীল কি প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা উপযুক্ত বোধ করে সেই জনকে লিখিত পত্রের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিয়া আপন মোখ্তার কি উকীল কি প্রতিনিধি করিতে পারে ও ঐ মোখ্তার কি উকীলের মেহনতানার ধার্য্য ঐ মোখ্তার কি উকীল ও তাহার নিয়োক্তা একত্র হইয়া করিবেক কিন্তু ঐ প্রকার মোখ্তারইত্যাদির করা কার্য্যের দৃষ্টে ঐ কার্য্যের পরিবর্ত্তে যাহা কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত বুঝেন্ যে জনের পরাজয় নিষ্পত্তি হয় সেই জনের তাহার অধিক দিতে হইবার হুকুম দিবেন না ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৬ ধা।

৬ ধারা।

সবারী ডিক্রী অন্যথা করণার্থ জাবেতামতে নালিশ করণ বিষয়।

তাহাতে অসম্মত হইলে দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৫৪। যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া তাহাঅপেক্ষা সুন্দররূপে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করাইতে চাহে সে ব্যক্তি জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে সে মোকদ্দমার নালিশ করিতে পারিবেক এবং ঐ মোকদ্দমার নালিশ দরপেশকরণের সময়ে ঐ সরাসরী নিষ্পত্তির রুবকারী নালিশী আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ১০ ধা।

সংক্ষেপ বিচার মুখে অগ্রাহ্যহওয়া মোকদ্দমার নালিশ পুনরায় হইতে পারিবার কথা।
সূক্ষ্ম বিচারমুখে দাওয়া প্রমাণ হইলে যে ডিক্রী হইবেক্ তাহার কথা।

৫৫। যদি জজসাহেবদিগের কেহ কোন ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালগুজারীর বাকীর দাওয়া এ আইনের ১৫ ধারার অনুসারে সংক্ষেপে বিচারের কালে অগ্রাহ্য করেন্ তবে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে পুনরায় সে নালিশ সূক্ষ্ম বিচারের দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে করে। ও তথায় বিচারমুখে যদি প্রমাণ হয় যে সংক্ষেপে বিচারকালীন অগ্রাহ্যহওয়া তাহার দাওয়া সঙ্গত বটে তবে তাহার যত ক্ষতি হইয়া থাকে ও যে খরচা সেই দুইবার বিচারমুখে লাগিয়া থাকে তাহা এবং মালগুজারীর বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ সমেত পাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৭ ধা।

মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামতে নালিশ ঐ সাহেবের করা ফয়সলার তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে গ্রাহ্য হইবার কথা।

৫৬। যেহেতুক মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়ক্রমে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামতে নালিশ উপস্থিত হইলে চলিত আইনসকলে এমত কোন মিয়াদ নির্দ্ধারিত নাহি যে ঐ মিয়াদ গত হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না সেই হেতুক এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এমত সকল বিষয়ে মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামতে হওয়া নালিশ মঞ্জুর করিতে কালেক্টর সাহেবের ফয়সলা যাহার উপর হইয়া থাকে তাহাকে ঐ ফয়সলা দিবার কিম্বা দিতে চাহিবার তারিখ

হইতে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্ধারিত হইল ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

৫৭। এই আইনের ১৫ ধারাক্রমে জিলাসকলের দেওয়ানী আদালতের যথায় যে মোকদ্দমার ডিক্রী সংক্ষেপ বিচারমুখে হইয়া থাকে তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইবার যোগ্য কি না এই সন্দেহভঞ্জনার্থে এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে সে মোকদ্দমা তথায় আপীল হইবার যোগ্য হইবেক না। কারণ এই যে যে কেহ তদনুসারে আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানে তাহার সাধ্য আছে যে উপরের লিখনদৃষ্টে দেওয়ানী আদালতে সূক্ষ্ম বিচারের দাঁড়ামতে নালিশকরিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বিচার করায় আর ইহাও হুকুম আছে যে নালিশের কালে কি নিদর্শন কাগজপত্র দর্শাইবার সময়ে যে রসুম লাগে তাহা উপরের ধারার লিখনানুসারে সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমায় লওয়া যাইবেক না। কিন্তু জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের এবং আর যে কোন আইনমতে আসল ও নকল কাগজপত্র ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম আছে সে সকল আইন এমত সকল মোকদ্দমায় চলিবেক ইতি।*—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৮ ধা।

এ আইনের ১৫ ধারাক্রমে সংক্ষেপে বিচারহওয়া মোকদ্দমার আপীল না হইবার কথা। সংক্ষেপে বিচার কালে ইষ্টাম্পযুত কাগজছাড়া অন্য রসুম না লাগিবার কথা।

৫৮। জানা কর্ত্তব্য যে যে বিষয়ের মোকদ্দমা এই আইনানুসারে বিচার্য্য হয় তাহার উপর আপীল হইলে যদি জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঐ বিষয়সম্পর্কীয় অন্য কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে তবে সেই সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব হইয়া পড়া যাইবেক এবং আপীলের মোকদ্দমার যে ফয়সলা জারী হইবেক সেই ফয়সলা আপীল না হওয়া অন্য সকল মোকদ্দমাতেও খাটিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত সকল বিষয়েতে যথার্থ সম্বাদ উভয়পক্ষকে দেওয়া যাইবেক যে তাহারা স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া প্রত্যেক মোকদ্দমা চালায় ইতি।— ১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৭ ধা।

আপীল হওয়া কোন মোকদ্দমার বিষয়ে নিষ্পত্তিহওয়া অন্য যে২ মোকদ্দমার সম্পর্ক রাখে সেই সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ দাখিল হইয়া পড়া যাইবার এবং আপীলহওয়া মোকদ্দমাতে যে ফয়সলা হইবেক সেই ফয়সলা অন্য সকল মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা।

বিশেষ বিধির কথা।

৫৯। এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে যে সকল ফয়সলা কালেক্টর সাহেবেরা করিবেন তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার লিখিত হুকুমসকল এই ধারাক্রমে খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৯ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার হুকুমসকল কালেক্টর সাহেবদিগের এই আইনমতে করা ফয়সলার উপর খাটিবার কথা।

---

* ইষ্টাম্প বিধানের আইন তৎপশ্চাৎ সংশোধিত হইয়াছে ঐ সংশোধিত আইন এই গ্রন্থের শেষে সংগ্রহ করাযাইবে।

কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির উপর আদালতে আপীল হইলে মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ তলব হইবার ও তাহা মিসিলের মধ্যে রাখা যাইবার কথা।

৬০। কোন কালেক্টর সাহেবের সরাসরী বিচারপূর্ব্বক করা নিষ্পত্তি মতান্তর কি রদ করিবার নিমিত্তে আদালতে যখন জাবেতা মতে নালিশ দরপেশ হয় তখন ঐ আদালতহইতে ঐ সরাসরী বিচারসম্পর্কীয় সমস্ত কাগজ তলবের হুকুম হইবেক ও ঐ কাগজ ঐ মোকদ্দমার মিসিলের শামিলে রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩১ ধা। ১ প্র।

ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের অর্থে জাবেতামত যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা শুনিতে পারিবার কথা।

৬১। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের নিমিত্তে জাবেতা মতে মোকদ্দমা মূল্য বুঝিয়া প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের নিকটে উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১০ ধা।

উপরের ধারার ৫ প্রকরণের মতে কয়েদহওয়া লোক দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

অসঙ্গত দাওয়ায় কয়েদ থাকিলে কিম্বা সে দাওয়া দিয়া খালাস হইলে প্রমাণপূর্ব্বক তাহার লাভার্থে যে ডিক্রী হইবেক তাহার কথা।

৬২। উপরের ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের অনুসারে কয়েদহওয়া কোন আসামী যদি তাহার উপর হওয়া দাওয়ার বিচার দেওয়ানী আদালতে করাইতে চাহে তবে সাধ্য রাখে যে যে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার তাহাকে কয়েদ করাইয়া থাকে তাহার নামে নালিশ করে ও তাহাতে সে দাওয়া প্রমাণ না হইলে যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার নিশা খরচাসমেত কয়েদকরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক। আর যদি ধরাপাকড়াহইতে ছাড়ান পাইবার কারণ কিম্বা উপরের লিখিত ধারাক্রমে কয়েদ হইতে খালাস হইবার নিমিত্তে আদৌ তলবের টাকা দিয়া পশ্চাৎ তাহার দাওয়া দেওয়ানী আদালতে করে ও তথায় এমত সাব্যস্থ হয় যে তৎকালে সে টাকা দিবার দায় তাহার শিরে সঙ্গত ছিল না তবে তদর্থে উপরের লিখনানুসারে ডিক্রী হইবেক এবং সঙ্গতঅপেক্ষা যত টাকা অধিক দিয়া থাকে তাহা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ সমেত ফিরিয়া পাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৬ ধা।

৭ ধারা।

এক বিষয় সম্পর্কীয় দুই কিম্বা ততোধিক নালিশ ভিন্নং আদালত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

এই আইনানুসারে গ্রাহ্য এক বিষয়সম্পর্কীয় দুই কি ততোধিক নালিশ

৬৩। এক বিষয়সম্পর্কীয় দুই কিম্বা ততোধিক নালিশ ভিন্নং আদালতে হওনপ্রযুক্ত কষ্টবোধ হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি জজসাহেবের কর্ণগোচর হয় যে এই আইনানুসারে যে কোন বিষয় বিচার্য্য হয় তাহার সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা আপনার আদা

লতে কিম্বা আপনার তাবে কোন আদালতে উপস্থিত আছে আর সেই বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে হই য়াছে তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমা কালেক্টর সা হেবের নিকটে পাঠাইবার হুকুম দেন্ এবং কালেক্টর সাহেবের উচিত যে দুই নালিশের নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ ১৪ ধা।

হইলে যে২ হুকুমম তাচরণ করিতে হই বেক তাহার কথা।

৬৪। ঐ মত যদি কালেক্টর সাহেবের কর্ণগোচর হয় যে যে বিষ য়সম্পর্কীয় নালিশ আপনার নিকটে উপস্থিত আছে সেই বিষয়সম্প র্কীয় নালিশ পূর্ব্বে জাবেতামতে জজসাহেবের আদালতে হইয়াছে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া জজসা হেবের নিকটে নথী পাঠান্ এবং ঐ জজসাহেব দুই মোকদ্দমার নি ষ্পত্তি আপনি করিবেন কিম্বা আপনার তাবে কোন কাছারীতে বি চারের নিমিত্তে পাঠাইবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৫ ধা।

যদি কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে এই আইনানুসারে যে বিষয়ের নালিশ তাঁ হার নিকটে উপস্থি ত হইয়া আছে ঐ বিষয়ের নালিশ জা বেতামতে পূর্ব্বে জ জসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখি য়া জজসাহেবের নি কটে নথী পাঠাই বার কথা।

৬৫। জানান যাইতেছে যে জজসাহেবের এবং তাঁহার অধীন আ দালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে হইতে পারিলে এই আইনা নুসারে বিচার্য্য এক বিষয়ের সকল নালিশের মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে এক কাছারীতে পাঠান্ আর অধীন আদালতের কার্য্যকার কদিগের কর্ত্তব্য যে যদি মালগুজারীর বাকী কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের মোকদ্দমা আপনার আদা লতে উপস্থিত হইয়া আছে এবং তাহারা জ্ঞাত হয় যে সেই বিষয় সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা অন্য আদালতে উপস্থিত আছে কি কালে ক্টর সাহেবের নিকটে সরাসরীমতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া নথী জজসাহেবের নিকটে পা ঠায় ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৬ ধা।

আদালতের কার্য্য কারকেরা এই আ ইনানুসারে বিচার্য্য এক বিষয়ের সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি র কারণ এক কাছা রীতে পাঠাইতে চে ষ্টা করিবার কথা।

৮ ধারা।

খাজানা আদায় করণবিষয়ে ভূম্যধিকারিরদের স্বত্ব ও ক্ষমতা।

৬৬। কখন কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা যোতদারপ্রভৃতি মালগু জার উপরের লিখনানুসারে ধরা আসিয়া যদি অব্যাজে বাকী টাকা না দেয় ও সে নিমিত্তে জজসাহেবের স্থানে চালান হয় তবে সে বা কীর স্বত্ববান ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে সে বাকীদার আসামীর কট্‌কিনার মহাল কিম্বা যোতের ভূম্যাদি ক্রোক্

সমেত সুদ বাকী উসুল না হইবাতক বাকীদারের সংক্রা ন্ত ভূম্যাদি বদ্ধ ক্রোক থাকিতে পা রিবার কথা।

করে ও তাহার সরবরাহ তাবৎ নিজ আমলার দ্বারা কিম্বা অপর যে মতে করান বিহিত জানে করায় যাবৎ সেই বাকী ও সে বস্তু ক্রোক্ হইলে পর আর যে বাকী পড়ে তাহাসুদ্ধা মোটে যত টাকা বাকী চাহরে সেই মোটটাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ সমেত সেই বস্তুর উপস্বত্বাদির দ্বারা উসুল না হয়। কিন্তু ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা যে সময়ে এমতে বস্তু ক্রোক্ করে সে সময়ে উচিত নহে যে তৎকালে চাসীপ্রভৃতি ক্ষুদ্র২ যে প্রজাদিগের স্থানে যত মালগুজারী সেই বাকীদার আসামী পাইত তাহার বেশী সেই বাকীদার আসামী ও চাসীপ্রভৃতিতে মিলিয়া গড়ন করিয়া আইনের বহির্ভূত কিছু কর্ম্ম না করিয়া থাকিলে তলব করে। আর যদি সেই বাকীদার আসামী বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ সমেত সেই সনের মধ্যে দেয় তবে তৎক্ষণাৎ সে ক্রোক্ বরখাস্ত হইবেক এবং ক্রোককরণিয়া সেই বস্তু ক্রোক থাকিবাপর্য্যন্তের নিকাশ প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই আসামীকে দিবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৬ প্র।

চাসিপ্রভৃতির স্থানে বেশী তলব করা অকর্ত্তব্যের কথা।

সম্বৎসরের মধ্যে বাকী শোধ পড়িলে ক্রোকী সময়ের নিকাশ বাকীদার পাইবার কথা।

বারাণস ১৮০৫ সা। ৫ আ। ১৪ ধা। ৬ প্র।
নব দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৩২ ধা। ৬ প্র।

৬৭। সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের যে সুবার যে ভূমি হয় তাহার মালগুজারীর বাকী টাকা সেই সুবার চলল সন বাঙ্গালা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর ভিতরে বাকীদারের কিম্বা মালজামিনের অথবা সে ভূমিক্রোকের দ্বারা উসুল না হইলে সেই বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমি যে জমীদারের কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে থাকে অথবা সে সনের অধিক মিয়াদীপাট্টাই যে ইজারদারের ইজারার মধ্যে রহে সেই জমিদারপ্রভৃতিতে সাধ্যরাখে যে আইন্দা সন সুরু হইতে এতাবতা তাহার পরবৎসর প্রবর্ত্তে সেই বাকীদারের সংক্রান্ত ভূমির বন্দোবস্ত অপর যে মতে করণ বিহিত সেই মতেই তন্মধ্যের স্বত্ববানসকলের স্বত্ব সাব্যস্থ রাখিয়া করে। আর যদি সে বাকীদার কেবল এক সনের জন্যে কট্‌কিনাদার হইয়া থাকে কিম্বা তাহার পাট্টার মিয়াদ সেই সনে শেষ হয় তবে সুতরাং তদধিক মুদ্দতে কট্‌কিনা রাখিবার দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি পাট্টার মিয়াদ গত না হইয়া থাকে ও মালগুজারীও না দিবাতে করার বিচলিত হয় তবে সেই পাট্টাদেওনিয়া যথাভীষ্টক্রমে সে পাট্টা বাজেয়াপ্ত করিতে কিম্বা না করিতে পারিবেক। আর যদি সে বাকীদার মফঃসলী তালুকদার অথবা প্রকারান্তরে ভূমির ভোগবান হয় ও তাহার সংক্রান্ত ভূমি সনন্দ কিম্বা এদেশীয় চলন অন্য প্রকার কাগজপত্রাদির অনুসারে হস্তান্তর হইতে পারে তবে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহার ভূমিকে মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ বিক্রয় করাইতে সাধ্য থাকিবেক। ও তাহা করিলে সে ভূমির খরীদারো সেই সনের নিমিত্তে পূর্ব্ব ভোগবানের ন্যায় বোধ হইবেক। কিম্বা যদি বাকীদার কেবল এমত পাট্টাই প্রজা হয়

সম্বৎসরের মধ্যে বাকী না মিলিলে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে যে মতাচরণ করিতে পারে তাহার কথা।

বাকীদারের ইজারার পাট্টার মিয়াদ গত হউক কিনা বৎসর গতে সে পাট্টা বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবার কথা।

বাকীদারের সংক্রান্ত ভূমি বিক্রয়ের যোগ্য হইলে বি

যে মোকররীমতে কিম্বা তথাকার দাঁড়াক্রমে মালগুজারী যাবৎ করে তাবৎ সে ভূমিতে তাহার স্বত্ব সাব্যস্থ থাকিতে পারে কিন্তু সে ভূমি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব না রাখে তবে সে ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদারপ্রভৃতি যে কেহ যতকাল মিয়াদনির্দ্দিষ্টে আপন স্বত্ব সে প্রজাকে অর্পিয়া থাকে তাহার শক্তি আছে যে সেই বাকীদার প্রজা করারের অন্যথা করিলে তাহার হস্তহইতে সে ভূমি ছাড়াইয়া লয়। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা এ প্রকরণের লিখিত হস্তান্তর হইবার যোগ্য ভূমি বিক্রয় করাইবার কারণছাড়া অপর সকল বিষয়েই আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনারদিগের শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেক। কিন্তু যদি তাহারা কিম্বা তাহারদিগের আমলারা আপনারদিগের শক্তির বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে ও তাহাতে পাট্টাদিগর কাগজপত্রের অনুসারে কিম্বা তথাকার আদ্যোপান্তের দাঁড়াক্রমে কোন প্রকার মালগুজারের স্বত্ব লোপ হয় তবে তাহার নিশার দায় সেই অধিকারী কিম্বা ইজারদারের শিরে পড়িবেক। আর জানিবেন যে এ আইনের মর্ম্ম কোন প্রকারে ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদির স্বত্ব নিরূপণার্থে নহে তাহারদিগের স্বত্বের বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবার দায় রাখে। ইহার মর্ম্ম কেবল বাকীদারদিগের স্থানে মালগুজারী উসুলের দাঁড়া ধার্য্যের নিমিত্তে তাহাতে যদি কাহার স্বত্ব লোপ হয় তবে কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি শীঘ্র হইবার দাঁড়ার সংক্রান্ত এ আইনের লিখিত হুকুমমতে আপন স্বত্ব লোপ হইবার এবং ক্ষতি ও খরচার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।

ক্রয় হইবার ও অযোগ্য হইলে তাহার হাতছাড়া করা যাইবার কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির আপন শক্তিমতে কার্য্য করিবার কারণ আদালতে দরখাস্ত না করিতে হইবার কথা।

তাহারা নিজের কিম্বা নিজ আমলার কৃত অসঙ্গতাচরণের দায় ঠেকিবার কথা।

এই আইন লোকদিগের স্বত্ব সাব্যস্থের অর্থে নির্দ্দিষ্ট জানিতে না হইবার কথা।

কাহার স্বত্ব নষ্ট হইলে আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ১৪ ধা। ৭ প্র।
নব দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৩২ ধা। ৭ প্র।

৬৮। উপরের লিখনানুসারে যদি ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদি মালগুজারদিগের কেহ কাহার নামে কখন আপন স্বত্বাধিকারের সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে তৎকালে তথাকার জজসাহেব সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে কিম্বা শরা কি শাস্ত্রমতেই বা অথবা আইনক্রমে কিম্বা সে স্থানের আদ্যোপান্তের চলন সামান্য কি বিশেষ দাঁড়ার অনুসারে করিবেন। আর জানিবেন যে জমীদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা প্রজাদি মালগুজারদিগকে মালগুজারীর হিসাব নিষ্পত্তির কারণ কিম্বা অপর কোন বিশিষ্ট হেতুতে অথবা তাহারদিগের উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে মাপিয়া বুঝিবার যোগ্য তাহারদের হাতে থাকা কোন ভূমি মাপিবার নিমিত্তে ডাকিতে কিম্বা ডাকাইয়া আনিতেও বহালী কোন আইনমতে নিষেধ ছিল না ও নাই। তথাচ এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যানুসারে এমত কর্ম্ম করিতে আবশ্যক নাই যে সে জন্যে আদৌ দেওয়ানী আদালতে

ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদির নানাবিধ স্বত্বাধিকারের বিচার দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

ভূম্যধিকারিগণে যে যে সময়ে প্রজাদিগকে তলব করিতে ও রুজু আনাইতে পারে তাহা স্পষ্ট জানাইবার কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির হুকুম প্রজাদিতে না মানিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

দরখাস্ত করে। ও ইহাতে যদি ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যমতে কার্য্য করিতে কেহ প্রতিবাদী হয় তবে দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ হইলে সে নিমিত্তে হওয়া সমস্ত ক্ষতি সমেত যাবদীয় খরচা পোষাইয়া দেওয়াইবার কারণ সেই প্রতিবাদির দণ্ড হইবেক। অধিকন্তু সেই দুঁদ্যামির জন্যে তাহার নামে দায়ের সায়েরী আদালতে নালিশ হইতে ও সে দুঁদ্যা শাস্তির যোগ্য ঠাহরিতে পারিবেক। কিন্তু যদি ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের অথবা তাহারদিগের আমলার কেহ আপন সাধ্যের বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে তবে উৎপাতগ্রস্ত সে বিষয় দেওয়ানী আদালতে প্রতিপন্ন করিলে সেই কর্ম্মির উপর সমস্ত ক্ষতি ও খরচা দিবার দায় পড়িবেক। তদ্ভিন্ন মোকদ্দমা বুঝিয়া যে দণ্ড সরকারে লওয়া উচিত তাহাও দিবেক। আর ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির সহিত প্রজাদি মালগুজারদিগের লিখনপঠনের দ্বারা কোন একরার এতাবতা পাট্টাদিগর দেওয়া লওয়া হইয়া থাকিলে ও মালগুজারীর দাখিলা মালগুজারেরা পাইয়া থাকিলে তদ্দৃষ্টে উভয়তঃ হওয়া সেই একরারে কোন বয়স্ত কিম্বা খাজানা ওয়াসীল ও বাকীর বিষয়ে যে কিছু সন্দেহ জন্মে তাহার ভঞ্জন ও সমাধা সর্ব্বতোভাবে হইতে পারিবেক। অতএব জজসাহেবদিগের ও কালেক্টর সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে এতদ্বিষয়ে ব্যতিক্রম হইতে না পারিবার কারণ যে দাঁড়া ও হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা তাহারদিগের উভয় পক্ষের হিতের জন্যে যে কোন বিহিত সময়ে দেখান ও বুঝান উচিত জানেন্ সেই সময়েই এইহেতুক দেখান্ ও বুঝান্ যে তদনুসারে চলিলে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে কোন রূপে বেশী তলব করিতে ও প্রজাদিতেও অসঙ্গত আপত্তি জন্মাইতে পারিবেক না।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি ও তাহারদিগের চাকরেরা সাধ্যছাড়া কর্ম্ম করিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

উভয়ের ভালর জন্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনমতে একরারী পাট্টা ও দাখিলাদিগর দেওয়া ও লওয়া করিবার দাঁড়া জজসাহেবেরা ও কালেক্টর সাহেবেরা বুঝাইবার কথা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ১৪ ধা। ৮ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৩২ ধা। ৮ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিবরণেতে হওয়া দ্বিধার কথা।

৬৯। বাকীদারের এলাকা ক্রোককরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার কর্ম্মের বিবরণেতে কএক দ্বিধা ও সন্দেহ জন্মিয়াছে বিশেষতঃ এ বিষয়েতে যে বাকীদারকে গ্রেফ্তারকরণের দস্তক জারীহওনবিনা তাহার এলাকা ক্রোকহওয়া সঙ্গত বটে কি না ও ঐ ধারার নিয়মের মধ্যে কি তাহার পরে জারীহওয়া অন্য কোন আইনেতে ইহা কিছু স্পষ্ট লেখাও নাহি যে বাকীদারের উপর দস্তকজারী না করণমতে তাহার বাকীর নিমিত্তে সরাসরীতে ডিক্রী হইতে পারে ও আসামী লোককে গ্রেফ্তারকরণবিনা এলাকা ক্রোক ও সরাসরী তজবীজহওয়া মামুল অর্থাৎ রীতি না থাকনহেতুক প্রজারা ও জমীদারের পেটার এলাকাদারেরা রুপোশহওয়াকে এড়াইবার সুগম উপায় দেখিয়া তাহাই হইয়া থাকে কেননা জানে যে দস্তকের মিয়াদের মধ্যে ধরা না পড়িলে আদালতহইতে মালআমওয়ালের দ্বারা বকেয়া টাকা দেওয়াইবার কোন রাহা নম্বরী নালিশব্য

তিরিক্ত নাহি এই সকল ব্যাঘাতের তদারকের নিমিত্তে নীচের লিখি তব্য নিয়মসকল ঐ ৭ আইনের ১৫ ধারা স্তধরণক্রমে ও তাহার মর্ম্মের বিবরণের অর্থে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।

সরাসরীতে নালিশকরণের পরে জমীদার ইজারাআদি ক্রোক করিতে পারিবার কথা।

৭০। এক্ষণকার আইনের মতে জমীদার লোক ও তালুকদার লোক ও ইজারদারইত্যাদিরা বকেয়া টাকা তহসীলের নিমিত্তে তাহা আসামীর স্থানে তলবকরণের পূর্ব্বে কি তাহাকরণের পরে সরাসরীহইতে দস্তক জারী করাইতে পারে তাহা সত্ত্বে এক্ষণে এমত হুকুম হইল যে ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি হয় সে তালুকদার লোকের কি ইজারদারদিগের কিম্বা অন্য যাহারা জমীদার ও প্রজালোকের মধ্যেতে অধিকারের দখীলকার থাকে তাহারদিগের কাহারু নামে বাকীর নিমিত্তে সরাসরীরূপে দরখাস্ত দাখিলকরণের পরে আসামী গ্রেপ্তার হয় বা না হয় আপন তরফহইতে এলাকা ক্রোককরণের ও প্রজালোকের স্থানে তহসীলকরণের নিমিত্তে সরে জমীনে সাজাওল পাঠাইতে পারিবার কিন্তু সাজাওল পাঠাইবার ক্ষমতা ইচ্ছানুরূপ নহে বরং তাহাতে নিয়ম এক এই যে দরখাস্তের লিখিত তলবী বাকীপড়নের সময়অবধি এক মাস গত হইলে পর পাঠাইতে পারিবেক এক মাসের পূর্ব্বে ক্ষমতা নাহি এতাবতা ভাদ্রু মাসের বাকীর নিমিত্তে কার্ত্তিকের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে ক্রোক করিতে পারে না যদি তাহার দরখাস্ত আশ্বিনের প্রথমে গুজারিয়াও থাকে ও দ্বিতীয় এই যে যদি মাসের কিস্তির সমুদয় টাকা বাকী থাকে এতাবতা ভাদ্রের কিস্তির সমুদয় টাকা বাকী না থাকিলে ভাদ্রের কিস্তির মধ্যের এক টাকা বাকীর নিমিত্তে ক্রোক করিতে পারে না ইতি। —১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

বাকী পড়নঅবধি এক মাস গত হইলে ও সেই মাসের কিস্তির সমুদয় টাকা বাকী থাকিলে।

আসামী হাজির না হইলে সরাসরীতে ডিক্রী হইতে পারিবার কথা।

৭১। জাবেতামত দস্তকজারীহওনের পর যদি নাজিরের রিটরণ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ তলাশ করিয়া আসামী না পাওয়া যাওনের কথা সম্বলিত দাখিল হয় তবে দরখাস্তদেওনিয়ার ক্ষমতা আছে যে সিরিশ্তার উকীলের কি আপন মোখ্তারের মারফতে মোকদ্দমার তজবীজ একমাসপর্য্যন্ত এই আশয়ে মৌকুফথাকনের দরখাস্ত দাখিল করে যে যদি ইহার মধ্যে পারে তবে দস্তক জারী করাইয়া আসামী গ্রেপ্তার করায় ও সেই মাসের শেষে হাজির না হওনমতে ইশ্‌তিহার দেওয়ায় ও ইশ্‌তিহারের মিয়াদ অতীত হইলে মোকদ্দমার তজবীজ করায় অথবা মৌকুফ না করাইয়া ১৫ পনের রোজ মিয়াদে এই মজমুনে ইশ্‌তিহার লট্‌কাইয়া দেওয়ায় যে ইশ্‌তিহারের মিয়াদ গত হইলে আসামী হাজির হয় বা না হয় মোকদ্দমা সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইবেক ও হাজির না হওনমতে ফরিয়াদীর দস্তাবেজ দেখিয়া একতরফী তজবীজ করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

সরাসরী ডিক্রী হইলে জমীদার ই জারাওগয়রহ অ সিদ্ধ করিতে পারি বার কথা।

সরাসরীতে হও য়া ডিক্রী তাহারদা ওয়া ভিন্ন অন্যস্থা বর বস্তুতে জারী হ ইতে না পারিবার কথা।

৭২। বাকীর ডিক্রী হইলে ডিক্রীর আসামী যদি ইজারদার কিম্বা তাহার ন্যায় অন্য এলাকাদার এতাবতা যে এলাকাদারের এলাকার করারদাদ বাকীর নিমিত্তে বাতিল হইতে পারে সেইরূপ হয় তবে ফরিয়াদী ডিক্রীহওয়া এলাকা আপন তরফহইতে অসিদ্ধ করিয়া তা হার হাতছাড়া করিয়া লইতে পারে জানা কর্ত্তব্য যে সরাসরী তজবী জেতে বাকীর যে ডিক্রী হয় সে ডিক্রী জারীকরণেতে বাকীর এলাকা সেওয়ায় স্থাবরবস্তু বিক্রয় করিতে পারা যাইবেক না এতাবতা যদি আসামী এই আইনের ৩ ধারার উক্ত প্রকারের তালুকদার কিম্বা অন্য যে প্রকার এলাকা বাকীর নিমিত্তে আইনের অনুসারে নীলাম হইতে পারে সে প্রকার এলাকাদার হয় তবে তাহার উপর যাহা বাকী থাকে তাহার নিমিত্তে বাকীর এলাকা বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি জমীদার কি অন্য দাওয়াদার ঐ বাকীর নিমিত্তে যে এলাকার বাবৎ বাকী তাহা সেওয়ায় স্থাবরবস্তু কি অন্য এলাকা নীলাম করা ইতে চাহে তবে তাহা নম্বরী ডিক্রীবিনা হইতে পারিবেক না ইতি। —১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

প্রজালোকের যো তজমী অসিদ্ধ ও ক্রোক হইতে না পা রিবার কথা।

৭৩। এই ধারার ২ ও ৪ প্রকরণেতে বাকীদারদিগের এলাকা অ সিদ্ধ ও ক্রোক হওনের বিষয়ে যে সকল নিয়মের প্রসঙ্গ হইল তাহা কেবল জমীদার ও প্রজার মধ্যেতে হওয়া তালুক ও ইজারা ও অন্যং এলাকার সহিত সম্পর্ক রাখে ও খোদকস্তা প্রজালোকের ও প্রাচীননি বাসী চাসিলোকের যোতের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ও তাহারদি গের স্থানে যে বাকীর দাওয়া রাখে সে সর্ব্বদা চলিত আইনের মতে বৎসরের মধ্যে আপন বাকীর নিমিত্তে আসামীর ফসলওগয়রহ মালআমওয়াল ক্রোক করিতে কি তাহাকে গ্রেফ্তারকরণার্থে দস্তক জারী করাইতে পারিবেক কিন্তু যদি সালআখেরীতে জমীদারের কি তালুকদারের কি ইজারদারের বাকী খোদকস্তা প্রজালোকের কি প্রাচীননিবাসি চাসিলোকের মধ্যে কাহারু শিরে থাকে তবে সরাসরী তে নালিশ করিয়া দস্তক জারী করাইতে পারিবেকও যদি আসামী রু পোশ হয় কি অন্যহেতুক গ্রেফ্তার হইতে না পারে তবে এই ধারার ৩ প্রকরণের নিয়মের মত আচরণ করা যাইবেক ও যদি দাওয়াদার বৎসরের মধ্যে যেমত তাহার করা উচিত সেই মতে বাকীর ডিক্রী পাইয়া সে ডিক্রী জারী না হইয়া থাকে তবে সে ডিক্রী তাহার মাত বর দলীল হইবেক্ক জারী না হইয়া থাকন প্রমাণহইলে ও আদালতে বাকী সাবুদ হইলে যদি অবিলম্বে আদায় না হয় তবে আখেরী সা লেতে দাওয়াদারকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক যে আসামী প্রজার এলাকার জমীনের যে প্রকার বিলি বন্দোবস্ত করিতে চাহে তাহা করে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৫ প্র।

কিন্তু সালআখে রীতে তাহা ছাড়াই য়া লইবার নিমি ত্তে সরাসরী নালি শ করিতে পারিবা র কথা।

৯ ধারা।

মিথ্যা ও ক্লেশদায়ক নালিশ ও তলব।

তহসীলের আম

৭৪। প্রায় সর্ব্বদাই মালগুজারেরা অপনারদিগের দ্রব্য ক্রোকক

রণিয়ার নামে এবং তহসীলের আমলার নামে ফৌজদারীআদালতে মিথ্যা নালিশ করে এবং তাহারদিগের যে কেহ যে মোকদ্দমার কিছু জানে না তাহাকেও সে মোকদ্দমায় সাক্ষী মানে তাহার কারণ এই যে সেই লট্‌খটিতে তহসীলের কার্য্যের ভণ্ডুল হয় ও গৌণ পড়ে অত এব এরূপ অবিহিত কর্ম্ম কখন না হইতে পারিবার ও ইহা করণিয়ার শাস্তি হইবার নিমিত্তে আইনমতে যত উপায় হইতে পারে তা হাই আদালতে করা কর্ত্তব্য। আর যে সময়ে এ প্রকার অসঙ্গত মো কদ্দমা মাজিস্ট্রেটসাহেবের স্থানে পঁহুছে সে সময়ে তাঁহার উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩* সালের ৯ আইনের ১০ ধারার হুকুমের মতা চরণ যথাশক্তি করেন্। আর যদি জমিদারীওগয়রহের তহসীলের সংক্রান্ত কোন আমলাকে অকারণে সাক্ষ্য দিবারনিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে তলব করা যায় তবে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারাক্রমে তাহার সমুদয় খরচ যাহার দরখাস্তে তাহার তলব হইয়া থাকে সে লোকের স্থানহইতে দেওয়ান্ অধি কন্তু হুকুম আছে যে যদি কেহ চপলতাক্রমে কিম্বা বিনা বিশিষ্ট হেতুতে জমীদারের কিম্বা তালুকদারের অথবা অন্য ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের পক্ষের তহসীলের সংক্রান্ত প্রধানাদি কোন আমলাকে দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতে তলব করায় ও তাহাকে অযথা তলব করাইবাতে ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালগুজারীতে কিছু ভণ্ডুল কিম্বা অপর ক্ষতি হয় তবে যে কেহ

লার নামে কেহ অয থা নালিশ করিলে কিম্বা সাক্ষ্য দিবার জন্যে বৃথা তলব ধ রাইলে তাহার শা স্তি আদালতে হই বার সময়ের কথা।

ঐ সময়ে ইঙ্গরে জী ১৭৯৩ সালর ৯ আইনের ১০ ধারা ও ৪ আইনের ৬ধা রামতে কার্য্য করি বার কথা।

কেহ তহসীলের আমলাকে অকার ণে তলব করাইলে নোকসান ও খরচা র দায়ে ঠেকিবার কথা।

* যে কালে ফৌজদারীর সাহেব ৮ অষ্টম ও ৯ নবম ধারার লিখিত কে বল কোন্দলকরণ ও ব্যামোহদেওনের কিম্বা নিশ্চয় অসঙ্গত ও অকারণের নালিশের ন্যায় কোন নালিশ জানেন সে কালে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ৮ অষ্টম ধারায় শাস্তির পরিসীমার নিরূপণের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ও কায়দা আছে তাহা বিবেচিয়া দণ্ডলওন কিম্বা কয়েদরাখণক্রমে ফরিয়াদীকে শাস্তি দেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৯ আ। ১০ ধা।

যে কালে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে মারিপিট কিম্বা কটু কথা গালির মোকদ্দমা অথবা অন্য২ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার নালিশ পঁহুছে সে কালে ঐ সাহে বের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সে সকল মোকদ্দমা দায়ের ও সায়েরের আদালতে সোপর্দ্দ না করিয়া তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি আপনি করেন। তাহাতে যদি দাওয়া প্রমাণ হয় তবে আসামীকে ১৫ দিনের অধিক না হয় এমত মুদ্দতে কয়েদ রাখেন কিম্বা সিক্কা ৫০ টাকার অতিরিক্ত না হয় এমত সংখ্যায় তা হার স্থানে দণ্ড লন যদি জমীদার কিম্বা তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী যাহার সালিয়ানা মালগুজারী সিক্কা ১০০০০ দশ হাজার টাকার অধিক হয় কিম্বা আয়মা ভূমির যে অধিকারির সালিয়ানা মালগুজারী সিক্কা ৫০০ পাচ শত টাকার ঊর্দ্ধ হয় অথবা নিষ্কর ভূমির যে অধিকারির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অতিরিক্ত হয় এমত সকল লোক আসামী হয় তবে তাহারদিগের দণ্ড সিক্কা ২০০ দুই শত টাকার অধিক কখন হইবেক না কিন্তু দণ্ডের সংখ্যানিরূপণের বিষয়ে ফৌজদারীর সাহে বের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত মর্ম্ম ও মোকদ্দমার বেওরা ও আসামীর বিষয় ও শক্তি বুঝিয়া যাহা উচিত জানেন তাহাই নিরূপণ করেন্ ইতি। ১৭৯৩ সা। ৯ আ। ৮ ধা।

ফৌজদারীর সা হেবেরা যে কালে ৮। ৯ ধারার লিখ নের ন্যায় কেবল ব্যামোহদায়ক ও অসঙ্গত নালিশ জা নেন সে কালে ফরি য়াদীকে শাস্তি দি তে তাঁহারদিগের ক্ষমতার কথা।

যে সকল মোকদ্দ মার বিচার ও নি ষ্পত্তি করিতে ফৌ জদারীর সাহেবদি গের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

ফৌজদারীর সা হেবেরা এই ধারার লিখিত মোকদ্দমার আসামীকে যে শা স্তি দিবেন তাহার বেওরার কথা।

তাহাকে তলব করাইয়া থাকে তাহার নামে সেই ক্ষতির দাওয়া হইতে পারে ও তাহা দেওয়ানী আদালতে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের মতে নিযুক্ত হওয়া কমিস্যনরদিগের বিচার্য্য সে মোকদ্দমা হইলে তাহারদিগের নিকটে প্রমাণপূর্ব্বক অন্যায়গ্রস্ত আপন ক্ষতির নিশা খরচাসুদ্ধা সেই তলবকরণিয়ার স্থানহইতে পাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১২ ধা।

১০ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট।

সময়েং রিপোর্ট পাঠাইবাতে ও এই আইনমতে অন্যং কর্ম্মকরণেতে কালেক্টর সাহেবেরা রাজস্বের কমিস্যনর ও সদর বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমক্রমে উপদেশ গ্রহণ করিবার কথা।

৭৫। এই আইনানুসারে নালিশকরা যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া কিম্বা উপস্থিত হইয়া থাকে সময়েং তাহার রিপোর্ট করণেতে এবং সামান্যতঃ এই আইনের হুকুমসম্পর্কীয় অন্য সকল কর্ম্মনির্ব্বাহকরণেতে কালেক্টর সাহেবেরা রাজস্বের কমিস্যনরসাহেব কিম্বাসদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের দ্বারা উপদেশ পাইবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৮ ধা।

ক্রোককরণবিষয়ক বিধান।

১ ধারা।

বাকীদার ও তাহার জামিন।

১। তাবের কট্‌কিনাদারেরা ও তালুকদারেরা ও প্রজাবর্গ যাবৎ আপনং শিরের বাকী টাকা তলব হইলে পর দিতে ক্রটি না করে ও যদ্যপি মালজামিন দিয়া থাকে ও সেই মালজামিনেও হাজির থাকিলে তলবমতে বাকী টাকা দিতে যাবৎ আপত্তি না করে তাবৎ কট্‌কিনাদারওগয়রহ্‌ বাকীদারদিগের মধ্যে গণ্য হইবেক না। আর লাচারিতে বাকীদারের সম্পত্তি ক্রোক হইলেও কোনমতে তাহার মালজামিন জামিন দারীহইতে ছাড়ান পাইবেক না ইতি।— ১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৫ ধা।

কট্‌কিনাদারপ্রভৃতিতে যে কালে বাকীদারদিগের সহিত গণনায় আসিবেক তাহার কথা।

বাকীদারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক হইলেও কোন প্রকারে জামিনদারী হইতে মালজামিন ছাড়ান না পাইবার কথা।

২। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৫ ধারার লিখিতের মধ্যে হুকুম আছে যে তাবের কট্‌কিনাদারেরা ও তালুকদারেরা ও প্রজাবর্গ যাবৎ আপনং শিরের বাকী টাকা তলব হইলে পর দিতে ক্রটি না করে ও যদি মালজামিন দিয়া থাকে ও সেই মালজামিনও হাজির থাকিলে তলবমতে বাকী টাকা দিতে যাবৎ আপত্তি না করে তাবৎ কট্‌কিনদারওগয়রহ্‌ বাকীদারদিগের মধ্যে গণ্য হইবেক না এ হুকুম রদ হইল। হর্‌রকম মালগুজারেরা অর্থাৎ নানাপ্রকার রাজস্বদায়কেরা কিস্তিবন্দীর নির্দ্দিষ্ট দিনে কিম্বা অন্য করারী দিবসে অথবা দিননির্দ্দিষ্টে কোন করার না হইয়া থকিলে তথাকার দাঁড়াক্রমে খাজানা তলব হইবার দিবসে আপনারদিগের শিরের মালগুজারী না দিলেই বাকীদার ঠাহরিবেক। ও সে বাকীদারেরা তলবমতে বাকী না দিলে সে বাকী মালজামিনের স্থানে তলব হইয়া থাকে কি না থাকে তথাচ তৎক্ষণাৎ সেই বাকীর অনুসারে তাহারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোকের যোগ্য হইবেক। তাহাতে যদি কৈহ্‌ মালজামিন দিয়াথাকা কোন প্রজাদির দ্রব্যাদি সে মালজামিনের নিকটে বাকী তলব না করিয়া আগে ক্রোক্‌ করে তবে সে প্রজাপ্রভৃতিতে সে সমাচার আপন মালজামিনকে দিবেক এবং সে দ্রব্যাদি নীলাম হইবার পূর্ব্বে সেই বাকী দিতে চাহিলেও দিতে পারিবেক। অথবা সেই ক্রোক্‌করণিয়া নিজে সে সমাচার সেই মালজাজিনকে জানাইয়া তাহার স্থানে বাকী টাকা চাহিবেক। ইহাতে যদি ক্রোক্‌করণিয়া বাকীদারের কিম্বা মালজামিনের অথবা ঐ উভয়ের দ্রব্যাদি ক্রোক্‌ করা বিহিত বুঝে তবে তাহাও তত ক্রোক্‌ করিতে পারে যাহা বা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৫ ধারার যাহা রদ হইল সে কথা।

মালগুজারেরা কিস্তিবন্দীর তারিখতক খাজানা না দিলেই বাকীদার ঠাহরিবার কথা।

তলবমতে বাকী না দিলেই বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক্‌ হইবার কথা।

প্রজাদিতে আপন দ্রব্যাদি ক্রোক্‌ হইবার সমাচার মালজামিনকে দিবার কথা।

আট্‌কানিয়াও ক্রোকবার্ত্তা মালজামিনকে দিতে ও তাহার স্থানে বাকী

চাহিতে পারিবার কথা।

কীর অনুসারাপেক্ষা অধিক ঠাহর না হয়। কিন্তু মালজামিনের দ্রব্যাদি তাবৎ ক্রোক্ হইবেক না যাবৎ বাকীদারের স্থানে বাকী তলব না করা যায় ও সে তলব ব্যর্থ না হয়। তাহাতে যদি বাকীদার পলায় কিম্বা অদেখা হয় ও মালজামিনেও সে বাকী তলবমতে শোধ না দেয় তবে সে মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোকের উপযুক্ত সেইরূপে হইবেক কিন্তু যেরূপে বাকীদার সাক্ষাৎ থাকিলেও তলবমতে বাকী শোধ না দিলে ক্রোক হইত ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

আট্‌কানিয়া আ স্ববিবেচনায় বাকীদারের কি মালজামিনের অথবা ঐ উভয়ের দ্রব্যই বাকীর অনুসারে ক্রোক করিতে পারিবার সময়ের কথা।

আদৌ মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারিবার কথা।

বারাণস ১৮০০ সা ৫ আ ৩ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৫ ধা।

যাহারা স্পষ্টতঃ আপনার দিগেরে মালজামিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া অন্য২ লোকের নামে কট্‌কিনা লয় তাহারা স্বয়ং কট্‌কিনাদার বোধ হইবার কথা।

৩। যে যে লোক আপন২ সন্তান কিম্বা অন্য সম্পর্কীয়দিগের নামে অথবা বিনামে যে সকল ভূমি কট্‌কিনা লইয়া স্পষ্টতঃ আপনারদিগেরে তাহারদিগের মালজামিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই কট্‌কিনার বন্দোবস্ত ও সমস্ত কর্ম্মের ভার স্বহস্তে রাখিয়া বস্তুতঃ আপনারা কট্‌কিনাদার হয় তাহারা সেই সকল ভূমির স্বয়ং কট্‌কিনাদার গণ্য হইবেক ও তাহারদিগের অস্থাবর সমস্ত দ্রব্যাদি এই আইনের লিখনানুসারে যে মতে তাহারদিগের নিজনামে কট্‌কিনা থাকিলে বাকির কারণ ক্রোকের যোগ্য হইত সেই মতে ক্রোক হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৭ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ২৫ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩। ২৮ আ। ২৫ ধা।

২ ধারা।

ক্রোককরণের ক্ষমতা ও অন্যায়রূপে ক্রোককরণের দণ্ড।

যে যে লোকের যে যে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয়ের যোগ্য ও তাহা যে যে লোকে ক্রোক ও বিক্রয় করিবার সাধ্য রাখিবেক তাহার কথা।

৪। সকল জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও সদর ইজাদারদিগেরে শক্তি দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা মালগুজারীর বাকীর কারণ আপনারদিগের তাবে সমস্ত কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের সমস্ত ভূমির উৎপন্ন নানাবিধ শস্যাদি সামগ্রী এবং গরুপ্রভৃতি পশু ও গৃহস্থালী দ্রব্য সামগ্রীআদি অস্থাবর সম্পত্তি যাহা সেই বাকীদারদিগের নিজ বাটীতে কিম্বা তদ্ভিন্ন স্থানে অথবা অন্যের বাটীতে কিম্বা স্থানান্তরে তাহারদিগের অধিকার ভূমি অথবা ইজারা মহালের মধ্যে কিম্বা বাহিরে থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব কিম্বা সরকারের অন্য আমলার বিনা এত্তেলায় ক্রোক করিয়া বিক্রয় করে কিন্তু যে সকল বাকীদার শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের ও নিমক পোখ্তানীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালী দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পর যেমতে এত্তেলা দিতে ৩১ একত্রিংশৎ ধারায় লেখা আছে সেই মতে এত্তেলা দেয় আর তাবে তা

লুকদারেরা ও তাহারদিগের পেটার সকল কট্‌কিনাদার ও প্রজাব র্গের স্থানহইতে যথার্থ বাকী লইতে উপরের লিখনানুসারে ক্ষমতা রাখে এবং জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও সদর ইজারদারদিগের স্থানে যে সকল কট্‌ কিনাদার কট্‌কিনা লইয়া থাকে তাহারাও আপনারদিগের পেটার সমস্ত দরকট্‌কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্রজাবর্গের স্থানহই তে বাকী লইবার জন্যে উপরের লিখনক্রমে সাধ্য রাখে অতএব উপরের লিখিত সকল প্রকার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে এই ধারাক্রমে যে শক্তি অর্পণহইল তাহারা এতদনুসারে নীচের লি খিত সমস্ত ধারার মর্ম্মদৃষ্টে সাবধানে কার্য্য করিবেক ইতি। ১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ২ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২ ধারানুসারে সদ রের মালগুজার জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের যাহার২ প্রতি মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ স্বস্বব্যাপ্য প্রজাদির ভূমির শস্য ও পশ্বাদি জন্তু এবং অপর দ্রব্যাদি অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি যে যেমতে ক্রোক অর্থাৎ আটক করিবার ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহারা তদর্থে এ আইনের হুকুমদৃষ্টেও সেই২ মতে সে সকল সম্পত্তি ক্রোকের ভার আপনারদির তহসীলের সং ক্রান্ত নায়েব ও গোমাস্তাওগয়রহ্ আমলাদিগেরে ঐ ১৭ আইনের ৩২ ধারার প্রস্তাবিত ঝুকী শিরে রাখিয়া দিতে পারে। ও সে নায়েব ওগয়রহ্ আমলারাও পাওয়া ভারক্রমে বাকী আদায়ের নিমিত্তে আপন২ মনিবের ধার্য্যমতে ক্রোকের ব্যাপার করিতে পারিবেক ও তাহা করিতে সে আমলারা আইনের মর্ম্ম জানিয়া ও শুনিয়া তাহার অন্যথাচরণ করিলে দণ্ডের দায়ে তাহারা ও তাহারদিগের মনিবে রাও ঠেকিবেক। কিন্তু জানিবেক যে এ ধারাক্রমে সম্যক ঐ ১৭ আ ইনের কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের অথবা ক্রোকের সংক্রান্ত অপর কোন আইনের হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে সেহে তুক যে দণ্ড করিবার নিরূপণ ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের চাকর নায়েবওগয়রহ্ আমলার প্রতি আছে তাহা তৎকালে করা যাইবেক না যে কালে এমত স্পষ্ট না বুঝা যাইবেক যে তাহারা ঐ সকল আইনের মর্ম্ম জানিয়া ও শুনিয়া কিম্বা ক্রোকের সংক্রান্ত অপর সমুদয় হুকুম জ্ঞাত হইয়া সে কর্ম্ম করিয়াছে। ও তৎকালে এমত স্পষ্ট না বুঝা গেলে আইনের অন্যথায় সে কর্ম্ম করি তে উৎপাতগ্রস্তের যে অপচয় হইয়া থাকে কেবল তাহারি নিশা সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক। তাহাতেও যদি এমত প্রমাণ হয় যে ক্রোককরণিয়া সে কর্ম্ম করিয়া পরে আই নের অন্যথা হওন ঠাহরিয়া সে সময়ে কিম্বা দাওয়ার নালিশ তাহার নামে হইবার পুর্ব্বে অন্য কোন সময়ে সেই অপচয় ধরিয়া দিতে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আই নের ২ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারি প্রভৃ তির যে ভার আছে সে ভার তাহারা নিজ নায়েবআদি কে দিতে পারিবার কথা।

মনিবদিগের স্থা নে পাওয়া ভারক্র মে নায়েবআদিতে কার্য্য করিতে পারি বার কথা।

নায়েবআদির ও তাহারদিগের মনি বদিগের শিরে দায় থাকিবার কথা।

আইনের অন্য থাচরণ না করিলে দণ্ড না হইবার ক থা।

অযথা ক্রোক্ জ্ঞা তসারে করা প্রমাণ না হইলে কেবল অন্যায়ার্ত্তের ক্ষতি পোষাইয়া দিতে হ ইবার কথা।

আটকানিয়া দি তে উদ্যত হওয়া

অপচয় ফরিয়াদী লয় নাই প্রমাণ হই লে তাহা পুনরায় দিতে না হইবার ক থা।

চাহিয়াছিল ও উৎপাতগ্রস্ত ফরিয়াদী তাহা লয় নাই তবে সে অ পচয়ের কিছুই দিবার দায়ে সেই ক্রোককরণিয়া ঠেকিবেক না ইতি —১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২ ধা।
বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ২ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২ ধা। ২ প্র।

ক্রোককারকদিগের কোন মৃতব্যক্তির প্রাপ্তব্য বাকী টাকায় তাহার উত্তরাধিকারি দিগের স্বত্ব থাকিলে তাহারা সেই টাকার অধিকারী হইবার কথা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকারেরা ও সাধারণ ভূমির সরবরাহকারেরা দ্রব্যাদি ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৬। যে কালে ক্রোককারকদিগের কোন ব্যক্তির মরণ হয় সে কালে তাহার যে যে উত্তরাধিকারী সেই মৃত ব্যক্তির পাওনা যে সকল বাকী টাকার স্বত্ববান অর্থাৎ হকদার থাকে তাহারা সে স্বত্বের অধিকারী রহিবেক ও তাহারা সেই সকল বাকী টাকা উসুলের কারণ বাকীদারেরদের ও সে সকলের জামিনদারদিগের যে দ্রব্যাদি এই আইনের মতে ক্রোক্ হইতে পারে তাহা এই আইনের মতানুসারে ক্রোক করিতে পারিবেক। এবং জানিবেক যে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারের সরবরাহকারেরা এবং সাধারণ যে ভূমির অধিকারী অযোগ্য ও যোগ্য দুই কিম্বা অধিক জনে থাকিয়া তাহার মধ্যে যোগ্যতাক্রমে যে কেহ সেই অধিকার সমুদয়ের সরবাহকার রহে সেই ব্যক্তিরা ও উপরের প্রস্তাবিত সরবরাহকারেরা সেই সকল অধিকারের স্বয়ং কর্ত্তা হইলে যে রূপে দ্রব্যাদি ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখিত ইহারা ঐ সকল অধিকারের সরবরাহকারিতেও সেইরূপে ক্ষমতা রাখিবেক এবং এমতে কর্ত্তাদিগের প্রতি যে নিষেধ ও দণ্ড বিধান আছে সেই নিষেধ ও দণ্ডেতেও তাহারা বদ্ধ থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩০ ধা।
বারাণস ১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ২৮ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২৮ ধা।

উপরের ধারাসকলের লিখিত ভারার্পণযুত হুকুম সরবরাহকার ও কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতিকে বর্ত্তিবার এবং সময়বিশেষে সে ভার তাহারদিগের নিযুক্তকরা আমলারাও পাইবার কথা।

৭। জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখিত যে যে হুকুম সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের প্রতি মালগুজারীর বাকী উসুলের ভারার্পণের নিদর্শনে আছে সেই২ হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকারির অধিকারের ও সাধারণ অধিকারভূমিসকলের সরবরাহকারদিগের সরবরাহকারিতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের কর্তৃত্বে ও সরকারী অন্য যে আমলারা কোন অধিকারের সরকারী জমা ধার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিষয়ান্তরজন্যে অথবা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত না হওনপ্রযুক্ত খাস তহসীলে আসিয়া থাকা কোন ভূমির তহসীলের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের কর্ম্মকারিত্বেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে যে শক্তি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের চাকরেরা পাইয়াছে সে শক্তি এমত সরবরাহকারদিগের এবং কালেক্টরসাহেবদিগের ও সরকারী অন্য আমলাদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তাপ্রভৃতিতেও পাইতে পারিবেক যদি তাহারদিগের মনিবেরা সে শক্তি তাহারদিগেরে দেয় ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৯ ধা।
বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ১৮ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৩৬ ধা।

৮। যে সকল লোক দ্রব্যাদি ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে তাহার দিগের কাহারো গোমাস্তা কিম্বা পেশকার অথবা চাকর কিম্বা কার্য্যকারক আমলায় যদি তাবের কট্‌কিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজাবর্গের কিম্বা তাহারদিগের মালজামিন কাহারো দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের বিষয়ে এমতে উদ্যুক্ত হয় যে তাহাতে এই আইনের বিপরীত দর্শে তবে কর্ত্তব্য যে এমত ক্রোক কিম্বা বিক্রয় অথবা নিষিদ্ধ বিষয় সেই গোমাস্তাপ্রভৃতির মনিবদিগের অনুমতিতে কিম্বা জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে কিম্বা না হইয়া থাকে তথাচ উৎপাতগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার নালিশ সেই গোমাস্তাপ্রভৃতির মনিবদিগের নামে করে কিন্তু জানিবেক যে সেই মনিব যাহাকে যে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে পাঠায় দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে যদি সেই মনিবের অনুমতি ও জ্ঞাতসারে ২১ একবিংশতি ধারার ব্যতিক্রম সেই লোক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার ও সদর দ্বারাদি ভাঙ্গিবার বিষয়ে প্রমাণ না হয় তবে এই ধারার মতানুসারে সে মনিব কয়েদ হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩২ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ২৯ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২৯ ধা।

ভূমিপ্রভৃতিতে আপনারদিগের গোমাস্তাআদির কৃত ব্যাপারের দায়ী হইবার কথা।

৯। ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে তাহারদিগেরে তাবের কোন কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাকে কিম্বা তাহারদিগের মালজামিন কাহাকেও বাকী টাকা উসুলের কারণ কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করিতে নিষেধ আছে ইহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এই নিষেধের অন্যথায় কাহাকেও কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করে তবে সে কারণে উৎপাতগ্রস্তের সাধ্য আছে যে তাহার নালিশ সেই অত্যাচারির নামে ফৌজদারী আদালত কিম্বা দেওয়ানী আদালতে করে তাহাতে জজসাহেব সে মোকদ্দমার গতিকানুসারে দণ্ডক্রমে টাকা আদালতের খরচাসমেত অত্যাচারির স্থানহইতে উৎপাতগ্রস্তকে দেওয়াইবেন ইতি।— ১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৮ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ২৬ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২৮ ধা।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা বাকীদারদিগেরে কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করিলে তাহারদিগের দণ্ডের কথা।

১০। ক্রোককারকদিগের কেহ আপন তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালী দ্রব্যাদি ক্রোক করিলে যদি দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে বিচারে এমত প্রমাণ হয় যে তাহারদিগের শিরে কিছু বাকী নিতান্তই নাই তবে এমতে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি তাহার কর্ত্তাকে ক্রোককারক ব্যক্তির ফিরিয়া দেওয়া উচিত হইবেক কিম্বা সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকিলে সেই ক্রোককারক দণ্ডক্রমে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত দিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৬ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ৬ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৬ ধা।

বাকীর দাওয়াস্থত না হইলে দ্রব্যাদি ক্রোকের দণ্ডের কথা।

৩ ধারা।

ক্রোককরণবিষয়ক বিশেষ বিধি।

ক্রোককারকেরা যাহাকে ক্রোকের নিমিত্তে পাঠায় তাহাকে যে তারিখে সেই বাকী টাকা দেওয়া সঙ্গত ছিল সেই তারিখনিদর্শনে বাকীর সংখ্যার এক লিখন দিবার কথা।

[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

১১। ক্রোককারকেরা যাহাকে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে পাঠায় কর্ত্তব্য যে তাহাকে আপন২ মোহর ও দস্তখতে এক লিখন যে বাকীর নিমিত্তে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে হয় সেই বাকীর মোট ও যে তারিখে সে বাকী দেওয়া সঙ্গত ছিল সে তারিখ যুক্তে দেয় ও সেই লোক সেই লিখনকে ক্রোকের কর্তৃত্বের নিদর্শন লিপির মতে জানায় আর যে দিনে দ্রব্যাদি ক্রোক করে সেই দিনে সেই লিখনের নকলের পৃষ্ঠে ক্রোকী দ্রব্যাদির ফিরিস্তি যে স্থানে ক্রোকী দ্রব্যাদি রাখে সেই স্থান নির্দ্দিষ্টে লিখিয়া বাকীদারকে দেয় এবং জ্ঞাতকারণ সেই নকলের পৃষ্ঠে ইহাও লিখে যে সেই দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার পর দিনহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের দিবসে বিক্রয় হইবেক কিন্তু ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় কোন দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া ক্রোক হইয়া থাকিলে তাহাতে সেই নকলের পৃষ্ঠে এমত লিখে যে সেই দ্রব্য কাটা গিয়া এই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে যে দিনে সংগ্রহ অর্থাৎ জমা হয় সেই দিন হইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের দিবসে সেই দ্রব্য বিক্রয় হইবেক ইহার ছাড়ান কদাচ হইবেক না যদি বাকীদার ক্রোকী খরচাসমেত বাকী টাকা ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে না দেয় কিম্বা অসঙ্গত বাকী কহিয়া আপত্তি উপস্থিত করিয়া নীচের লিখনানুসারে ক্রোক খালাসের হুকুম না পায় আর যদি বাকীদার গর হাজির হয় তবে পৃষ্ঠে লিখিবার প্রস্তাবিত সকল বিষয় যুক্তে সেই লিখনের নকল ক্রোক হইবার দিনহইতে ৩ তিন দিনের মধ্যে তাহার বসতির স্থানে লটকান যাইবেক যদি ক্রোককারকেরা কাহারো দ্রব্যাদি ক্রোকের নিমিত্তে কাহাকেও এমত লিখন না দিয়া নিযুক্ত করিয়া দ্রব্যাদি ক্রোক করায় কিম্বা সেই নিযুক্তহওয়া লোক সেই লিখন হস্তে রাখিয়া পৃষ্ঠে লিখিবার প্রস্তাবিত সকল বিষয়যুক্তে তাহার নকল বাকীদারকে না দেয় অথবা বাকীদার হাজির না থাকিলে সে লিখনের নকল নিয়মিত কালের মধ্যে তাহার বসতির স্থানে লটকায় তবে এই তিন গতিকের কোন গতিক প্রকাশ হইলে ক্রোককারকদিগের যে বাকীর দাওয়ায় সেই দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সে বাকীর দাওয়া মিথ্যা হইবেক জজসাহেব বাকী দারের দ্রব্যাদি ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন কিম্বা সে দ্রব্যাদি বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকিলে দণ্ডের মতে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত দেওয়াইয়া দিবেন ইতি ১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৮ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ৮ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩

১২। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ৯ নবম ও

১০ দশম যে দুই ধারায় তলবের বাকী টাকা বাকীদারে অসঙ্গত কহিয়া বিচারক্রমে সে বাকী দেওয়া সঙ্গত হইলে তাহা নিষ্পত্তির তারিখপর্য্যন্ত সুদ ও আদালতের খরচাসমেত দিবার করারে মাল জামিন দিয়া নিয়মিত কালের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহিয়া তদনুসারে মালজামিন দিলে সেই বাকীদারের দ্রব্য ক্রোককরণে ক্রোককারক ক্ষান্ত হইবার হুকুম ছিল এইক্ষণে সে দুই ধারা সমুদয় রদ হইল এবং ঐ ১৭ আইনের ৮ অষ্টম ধারার মধ্যের এই বৃত্তান্ত যে কিম্বা বাকীর আপত্তি উপস্থিত করিয়া ঐ ৯ নবম ও ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে ক্রোক মৌকুফের হুকুম রদ করা গেল ইতি। ১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ২ ধা।

সালের ১৭ আইনের ৯। ১০ ধারা সমুদয় এবং ৮ ধারার কিছু বৃত্তান্ত রদ হইবার কথা।
[বাঙ্গালা। বেহার। উড়িষ্যা। বারাণস।]

১৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ৮ অষ্টম ধারাক্রমে বাকীদারদিগের দ্রব্যসামগ্রী ক্রোক করিবার শক্তি যাহারা রাখে তাহারদিগেরে হুকুম আছে যে তাহারা যাহাকে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে পাঠায় তাহাকে আপনং মোহর ও দস্তখতে একং লিখন দেয় এইক্ষণে এই হুকুম জারী হইল যে পশ্চাৎ তাহারা সে লিখনে আপনং মোহর না করিয়া কেবল দস্তখৎ করে ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৩ ধা।

যাহারা বাকীদারদিগের দ্রব্য ক্রোকের সাধ্য রাখে তাহারা এই ধারার লিখনে কেবল আপনং দস্তখৎ করিবার কথা।

১৪　[তর্জমা হয় নাই।]

১৫। কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদার খাজানার বাকী উসুলের নিমিত্তে তাহার পেটার মফঃসলী তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজাইত্যাদির জিনিসপত্র ক্রোক করিতে চাহিলে তাহার উচিত যে ক্রোককরণের সময়ে কিম্বা তাহার পুর্ব্বে ঐ বাকী টাকা তলবের কথা লিখিয়া এক দস্তাবেজ ঐ বাকীর তফসীলসুদ্ধা জমাওয়াসীলবাকীর হিসাবসমেত বাকীদারের নিকট পাঠাইয়া দেয় ও যাবৎ এই দাঁড়ার মতাচরণ যথার্থরূপে না হয় তাবৎ খাজানার বাকী আদায়ের নিমিত্তে জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামহওয়া সঙ্গত ও সিদ্ধ হইবেক না অতএব উপরের লিখিত ঐ দস্তাবেজ জমাওয়াসীল বাকীর হিসাবসমেত খোদবাকীদারের হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু তাহার অপ্রস্থাকন কি পলাইয়া যাওনপ্রযুক্ত ইহা না হইতে পারিলে ঐ দস্তাবেজ জমাওয়াসীল বাকীর হিসাব সহিত তাহার বাসস্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ইহাতে তাহার হাতে দেওনের মত বোধ হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৩ ধা।

বাকীর দাওয়ার দস্তাবেজ জমাওয়াসীল বাকীর কাগজসমেত বাকীদারের নিকট না পঁহুছিলে তাহার জিনিস ক্রোক ও নীলামহওয়া সঙ্গত না হইবার কথা।

১৬। ক্রোককারকদিগের তরফহইতে যে লোক যে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে যায় তাহার নিকটে সেই বাকীদার ২ দুই জন সাক্ষির সমক্ষে সে বাকী টাকা দিতে চাহিলে সেই লোকের উচিত

বাকী আদায়ের মাফিক টাকা দিলে ক্রোক খালাসের কথা।

যে সেই বাকী টাকা তৎক্ষণাৎ লইয়া সেই দ্রব্যাদি ক্রোকহইতে হস্ত উঠায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৭ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ৭ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ৪৮ আ। ৭ ধা।

দিবসের মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রোকের হুকুমের কথা।
রাত্রে দ্রব্যাদি ক্রোক করিলে দণ্ডের কথা।

১৭। কর্ত্তব্য যে বাকী আদায়ের কারণ সূর্য্যোদয় হইলে পর ও অস্ত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ দিবাভাগে দ্রব্যাদি ক্রোক হয়। ইহাতে যদি ক্রোককারকদিগের কেহ সূর্য্যাস্তোদয়ের মধ্যে এতাবতা রাত্রে দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা ক্রোকের যত্ন করে তবে তাহার বাকীর দাওয়া মিথ্যা হইবেক ও দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া থাকিলে তাহা তাহার কর্ত্তাকে ফিরিয়া দিবেক কিম্বা তাহা বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অসংস্থান হইয়া থাকিলে আদালতের খরচাসমেত তাহার নিশা করিতে হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৭ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ১৫ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১৫ ধা।

ক্রোক রক্ষার নিমিত্তে কোন দ্রব্যাদি দানের বিষয়ে নিষেধের কথা।
যাহার স্থানে উপরের লিখনক্রমে দান হইয়া থাকে তাহার দণ্ডের কথা।

১৮। তাবের কট্‌কিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজাদিগের কেহ যদি আপন দ্রব্যাদি ক্রোকহইতে রক্ষাকরণের নিমিত্তে তঞ্চকক্রমে কাহাকেও দান করে তবে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকট ইহা প্রমাণ হইলে সেই সাহেব সেই দ্রব্যাদি ক্রোককারককে সোপর্দ্দ করিবেন। এবং যাহাকে সেই দ্রব্যাদি তঞ্চকে দান হইয়া থাকে তাহার স্থানহইতে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের অর্দ্ধেক আনওয়ান দণ্ড আদালতের খরচাসমেত ক্রোককারকে দেওয়াইবেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৮ ধা।

বারাণস। ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ১৬ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১৬ ধা।

কট্‌কিনাদারপ্রভৃতি যাহারা আপনারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোকে বাধক হয় কিম্বা ক্রোক হইলে পর তাহা বলে কিম্বা গোপনে উঠাইয়া লয় তাহারদিগের শাস্তির কথা।

১৯। তাবের কট্‌কিনার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের কেহ যদি আপন দ্রব্যাদি ক্রোকের প্রতিবাদী হয় কিম্বা ক্রোক হইলে তাহা বলক্রমে কিম্বা গোপনে উঠাইয়া লয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব প্রমাণপূর্ব্বকে তাহাকে তাহার এ বিষয়ের সহকার লোকদিগের সহিত বন্দিসালে তাবৎ বদ্ধ রাখিবেন যাবৎ সেই দুষ্ট সেই দ্রব্যাদি পুনরায় ক্রোককারকদিগেরে অর্পণ না করে কিম্বা আপন শিরের বাকী আপন দ্রব্যান্তর ক্রোক ও বিক্রয়ে অথবা মতভেদে ক্রোক ও আদালতের খরচাসমেত না দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৯ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ১৭ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১৭ ধা। ১ প্র।

দ্রব্য ক্রোকের প্রতিবাদির প্রতি বি

২০। যদি মালগুজারদিগের কেহ ক্রোকী আইনমতে মালগুজারীর বাকীর কারণ তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে লাগিলে তাহাতে

নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা এমত প্রতিবন্ধক হয় যে তাহাতে ক্রোক না হইতে পারে কি ক্রোক হইলে পরেই বা জোরে কিম্বা ছাপাইয়া সে দ্রব্য উঠাইয়া লয় তবে সেপ্রযুক্ত এইক্ষণে হুকুম হইতেছে যে দেওয়ানী আদালতে এরূপ প্রমাণ হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ধারার লিখিত দণ্ড এবং যত দ্রব্য উঠাইয়া লইয়া থাকে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড সে লোকের উপর করা যাইবেক। ও তাহাতে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে যথায় সে দ্রব্য পায় তথায় পুনরায় ক্রোক করে। এবং এমতাপরাধী ও যাহার সেই প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে সে অপরাধির সহকার হইয়া থাকে তাহারাও সেই দ্রব্য ক্রোক হইবার কালে হঙ্গামা ও গণ্ডগোল বাধাইয়া ছিল একারণ ধরা পড়িবার এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতে বিচারের যোগ্য হইবেক। তাহাতে পোলীসের দারোগাগণের কর্ত্তব্য যে এমত সমাচার পাইবামাত্র অবিলম্বে আপনি যথাস্থানে গিয়া সে গণ্ডগোলের মধ্যবর্ত্তি লোকদিগেরে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইবার অর্থে আইনমতে যথাসাধ্য চেষ্টা পায়। এবং ক্রোককরণিয়া আইনের অনুসারে ক্রোকী কর্ম্ম করিতে পারিবার কারণেও সহায় হয়। আর বাকীদার ও তাহার মালজামিনছাড়া অন্য কেহ কোন ক্রোকী দ্রব্য আপন সম্পত্তি কহিয়া দাওয়া করিলে যদি ক্রোককরণিয়া সে দ্রব্য বিক্রয় করে তবে সে দাওয়াদার আপন দাওয়ার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ করিতে পারিলে ও ক্রোককরণিয়া যে বাকীর কারণ সে দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিল সে বাকীর দায়ী সে দাওয়াদার বটে এমত প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে সেই দাওয়াদার সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানে সে দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য এবং সে মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে যত খরচা ও অপচয় ধরিয়া দেওয়ান সম্ভবে তাহাও পাইবেক। কিন্তু বাকীদারের দখলে থাকা ভূমির কাটা কি অকাটা অর্থাৎ অসংগৃহীত শস্য ক্রোক হইলে যদি কেহ তাহাতে এমত দাওয়া করে যে সে শস্য ক্রোকের পূর্ব্বে তাহার স্থানে বিক্রয় কিম্বা বন্ধকাদি হইয়াছে তবে সে দাওয়া মালগুজারীর বাকীর দাওয়ার উপর বলবৎ হইবেক না কারণ এই যে আদ্যোপান্ত সর্ব্বতোভাবে ভূমির উৎপন্ন শস্য ভূম্যধিকারিগণের মালগুজারীর টাকার ভুক্তানে আছে ও করারদাদের অনুসারে কি কোন করারদাদ না থাকিলে তথাকার দাঁড়ামতে মালগুজারী উসুল না হইলে সে বাকী উসুলের কারণ ভূমির যত শস্য ক্রোক ও নীলাম করিবার আবশ্যক হয় ততই ক্রোক ও নীলাম করিতে ভূম্যধিকারী শক্তি রাখে ইতি।—১৭৯৯ আ। ৭ আ। ৯ ধা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ৯ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

শেষ দণ্ড হইবার কথা।

কেহ ক্রোকী দ্রব্য উঠাইয়া লইলে সে দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড বিশেষিয়া দিতে হইবার কথা।

উঠাইয়া লওয়া দ্রব্য যথায় মিলে তথায় তাহা পুনরায় ক্রোক হইতে পারিবার কথা।

এমত কর্ম্মিরা দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিচারের যোগ্য হইবার কথা।

এমত সংবাদ পাইলে পোলীসের আমলার কর্ত্তব্যের কথা।

ক্রোকী দ্রব্য নীলাম হইলে তাহার দাওয়া দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

ক্রোককরণিয়ার শিরে খরচা ও নোকসানের দায় পড়িবার সময়ের কথা।

মালগুজারীর বাকীর দাওয়ার উপর অন্য দাওয়া বলবৎ না হইবার কথা।

২১। ক্রোকী ধনাধিকারী ভিন্ন কেহ সেই ধন বলক্রমে কিম্বা গোপনে উঠাইয়া লইলে ইহা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে প্রমাণপূর্ব্বকে সে সাহেব তাহাকে বন্দিশালে তাবৎ বদ্ধ রাখি

ক্রোকী ধনাধিকারী ছাড়া অপরে সে দ্রব্য জোরে কিম্বা

লুকাইয়া উঠাইয়া লইলে তাহার শাস্তির কথা।

বেন যাবৎ সেই দ্রব্য ক্রোককারকদিগেরে পুনরর্পণ না করে কিম্বা তাহার মূল্যের তুল্য টাকা না দেয় ও অধিকন্তু সেই দ্রব্যের মূল্যের সমানে দণ্ড আদালতের খরচাসমেত দাখিল না করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২০ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ১৮ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১৮ ধা।

৪ ধারা।

ঘর বাটীর তল্লাস লওন বিষয়।

বাকীদারের দ্রব্যাদিক্রোকের নিমিত্তে যে যে স্থানের দ্বারা ক্রোককারকেরা খুলিতে পারিবেক তাহার নির্ণয়ের কথা।

২২। ক্রোককারকদিগের সাধ্য আছে যে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোকের কারণে ঘোড়াশাল কিম্বা গোহালী অথবা খামার কিম্বা গোলা অথবা গোলাবাটী কিম্বা অপর যে২ স্থানে বাকীদারের দ্রব্যাদি থাকে সেই২ স্থান বলক্রমে খোলে এবং যে বসত বাটীর পুর দ্বার অর্থাৎ সদরদরওয়াজা খোলা থাকে তথায় গিয়া অন্তঃপুরের দ্বার ছাড়া এই সকল স্থানের যে যে স্থানে দ্রব্যাদি রহে তাহা ক্রোককরণের নিমিত্তে সেই২ স্থানের দ্বার ভাঙ্গে। কিন্তু এই ধারার লিখিত মর্ম্মহইতে কোন প্রকারে ক্রোককারকদিগের এমত শক্তি বোধ ও অনুভব না হয় যে তাহারা কিম্বা তাহারদিগের চাকর অথবা পেশকারেরা অন্তঃপুরের দ্বার ও খিড়কীর গমনাগমনের পথ খোলা থাকে কি না থাকে তথায় যায়। এবং যে বাটীর সদর দ্বার রোধ কিম্বা কুলুপদেওয়া থাকে তাহা ভাঙ্গিতে ও তাহার মধ্যে যাইতে চেষ্টা করে। যে কেহ ইহার অন্যথায় অন্তঃপুরে যায় কিম্বা কোন বাটীর কুলুপলাগান সদর দ্বার ভাঙ্গে সে লোক ছয় মাসপর্য্যন্ত কারাগারে বদ্ধ রহিবেক এবং যে বাকী টাকার কারণ দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সে টাকা ক্রোককারকেরা পাইবেক না এবং যে দ্রব্যাদি ক্রোক হইয়া থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে বাকীদারকে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন কিম্বা তাহা বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকিলে সেই দ্রব্যাদির অনুসারে ভারি দণ্ড আদালতের খরচাসমেত নিশা দেওয়াইবেন। যে কোন বাটী কিম্বা ঘোড়াশাল অথবা গোহালী কিম্বা খামার অথবা গোলা কিম্বা গোলাবাটী কিম্বা অপর যে স্থানে বাকীদারের দখলের বিষয় না থাকে সেই বাটীওগয়রহে যদি তাহার দ্রব্যাদি ক্রোকের নিমিত্তে কোন ক্রোককারক প্রবেশ করে ও যায় ও তথায় সে বাকীদারের কিছু দ্রব্যাদি না মিলে তবে এমতে সেই বাটীওগয়রহের কর্ত্তা তাহার ক্ষতির দাওয়ায় সেই ক্রোককারকের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে জজসাহেব সেই মোকদ্দমার গতিকক্রমে দণ্ড আদালতের খরচাসমেত সেই ক্রোককারকের স্থানহইতে সেই বাটীওগয়রহের কর্ত্তাকে দেওয়াইবেন ইতি। ১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২১ ধা।

অন্তঃপুরের দ্বার খোলা থাকে কি না থাকে তথাচ তথায় গমনের বারণের কথা।

বসতবাটীর দ্বার ভঙ্গ করিবার বিষয়ে নিষেধের কথা।

অন্তঃপুরে গমন করিলে কিম্বা বসত বাটীর কুলুপলাগান পুরদ্বার ভঙ্গ করিলে শাস্তির কথা।

যে কোন বাটীওগয়রহ স্থানে বাকীদারের দখলের বিষয় ও দ্রব্যাদি না থাকে তথায় দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে ক্রোককারক গেলে তাহার দণ্ডের কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ১৯ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

২৩। জানা গেল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২১ ধারার লিখনানুসারে কাহার বসতবাটীর সদর দ্বার বলক্রমে না খুলিতে এবং অন্তঃপুরেপ্রবেশিতে যেহেতুক ক্রোককরণিয়ার প্রতি নিষেধ আছে সেহেতুতে দোষ দর্শিল অতএব ঐ নিষেধকে নীচের লিখনানুসারে নিবৃত্ত ও পরিবর্ত্ত করা গেল। ইহাতে যদি বুঝা যায় যে কোন বাকীদার আপন দ্রব্যাদি আপন বসতবাটীতে রাখিয়া সদর দ্বার রোধ করিয়াছে কিম্বা যে অন্তঃপুরে এদেশাচারক্রমে অন্যের প্রবেশকরণ অনুচিত তথায় রাখিয়াছে তবে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে সেই এলাকার পোলীসের দারোগার নিকটে তাহার দরখাস্ত করে ও তাহাতে সে দারোগার উচিত যে আপন পক্ষের জনেক লোককে তথায় পাঠায় ও সেই লোকের সাক্ষাৎ ক্রোককরণিয়া সে বাটীর সদর দ্বার সেইরূপে জোর করিয়া খোলে যেরূপে পূর্ব্বে অন্তঃপুরছাড়া অন্য মহলের দ্বার সহসা খুলিতে পারিত। ও দারোগার লোকের সমক্ষে অন্তঃপুরস্থা স্ত্রীগণকে ইহাও জানায় যে তাহারা তথাহইতে স্থানান্তরে যায় তাহাতে যদি সে স্ত্রীগণ বিশিষ্ট ঘরণী হয় ও এদেশাচারে অন্য পুরুষের সম্মুখ দিয়া তাহারদিগের গতিকরণ না সম্ভবে তবে তাহারা স্থানান্তর যাইতে যে আয়োজন আবশ্যক চাহি তাহা যোগাইয়া দেয় ও তাহারা সে অন্তঃপুর ছাড়িলেপর তথায় প্রবেশিয়া বাকী শোধের যোগ্য যে কিছু দ্রব্য পায় তাহা ক্রোক করিতে পারে ও সে দ্রব্য মিলিলে কর্ত্তব্য যে অব্যাজে তথাহইতে উঠাইয়া লইয়া পরে সেই স্ত্রীগণের রহিবার নিমিত্তে সেই অন্তঃপুর ছাড়িয়া দেয়। ও এ আইনমতে এমত বোধ না হয় যে কেহ এই প্রস্তাবিত দাঁড়াছাড়া অন্য দাঁড়ায় কাহার বসতবাটীর সদর দ্বার খোলে কিম্বা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয় যদি কখনকেহ এ ধারার অন্যথাচরণ করে তবে তাহার ভারি দণ্ড করা যাইবেক এবং যে বাকীর কারণ দ্রব্য ক্রোক হয় সে বাকীর দাওয়াও মিথ্যা হইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১০ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২১ ধারার নিষেধ পরিবর্ত্তিবার কথা।

আটকানিয়ারা বাটীর সদর দ্বার জোরে খুলিতে পারিবার সময়ের কথা।

অন্তঃপুরে দ্রব্য পাইলে তাহা অব্যাজে উঠাইয়া লইবার কথা।

এ আইনের দাঁড়াছাড়া কর্ম্ম করিলে দণ্ড হইবার কথা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ১০ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১৯ ধা। ২ প্র।

২৪। যদি ক্রোকের শক্তিমানদিগের কেহ তথাকার এলাকার পোলীসের দারোগার নিকটে দ্রব্য ক্রোকের কালে প্রতিবন্ধক ও গণ্ডগোল না হইতে পারিবার কারণ তথায় পোলীসের কোন আমলা সাক্ষাৎ থাকিবার নিমিত্তে দরখাস্ত করে তবে সে দারোগার কর্ত্তব্য যে তাহাতে যথাসাধ্য আনুকূল্য করে। এবং যাহাকে আপন পক্ষহইতে পাঠায় তাহারো উচিত যে গণ্ডগোল না হইতে পারিবার নিমিত্তে যথাশক্তি ব্যাপার পায় এবং ক্রোককরণিয়া যে কর্ম্ম করে তাহাও গোড়াগোড়ি জ্ঞাত হয় এইহেতুক যে পশ্চাৎ কখন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে সে বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার

দরখাস্ত দিলে পোলীসের দারোগা আপন পক্ষের কাহাকেও ক্রোকের কালে তথায় সাক্ষাৎ থাকিবার কারণ পাঠাইবার কথা।

পাঠান লোক গণ্ড গোলাদি নিবা

রণার্থে যত্ন করিবার এবং আটকা নিয়ার কৃত কর্ম জ্ঞাত হইবার কথা।

তাৎপর্য্য হইলে তাহা তথায় দিতে পারে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১১ ধা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ১১ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১৯ ধা। ৩ প্র।

৫ ধারা।

যে দ্রব্য ক্রোকের যোগ্য তদ্বিষয় বিধি ৩ এবং ১৯ সংখ্যা দেখ।

যে যে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয়ের অযোগ্য তাহার কথা।

যেদ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয় হওন শরার মতে ব্যতিক্রম ও নামঞ্জুর তাহা ক্রোক ও বিক্রয়করণের নিষেধের কথা।

নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ে দণ্ডের কথা।

২৫। যাহারদিগেরে ক্রোকের শক্তি অর্পণ হইল তাহারা আপনারদিগের তাবে সকল কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের ভূমি ও বাটী ও অন্য স্থাবর বস্তু ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারিবেক না এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের কার্য্যে নিযোজিত তাঁতী কিম্বা কারীগর অথবা অপর যাহারদিগের স্থানে ঐ সরকারের বস্ত্রাদি সামগ্রী ও দাদনীর টাকা থাকে তাহা এবং তাঁতী কিম্বা কারীগরপ্রভৃতি ব্যবসায়ী অথবা মজুরদিগের তাঁত ও সূতা ও কাঁচা রেশমআদি এবং ঐ ব্যাপারের অন্য ব্যাপারী ও মজুরলোকের যে যন্ত্র ও হাতিয়ারওগয়রহ সরঞ্জাম বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক ও বিক্রয়ের অযোগ্য ও এ প্রকার ক্রোক ও বিক্রয় শরার মতের ব্যতিক্রম ও নামঞ্জুর তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের নিষেধ জানা গিয়া বাকীদারের শিরের যে বাকীর কারণ তাহা ক্রোক করা গিয়াথাকে সে বাকী মাফ হইবেক। এবং দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি তাহার কর্ত্তাকে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন কিম্বা সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি যদি অস্থাবরতাপ্রযুক্ত নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকে তবে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্যে ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে নিশা দেওয়ান যাইবেক এবং যে দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের জন্য তাহার কর্ত্তার যে ক্ষতি প্রমাণ হয় তাহাও দণ্ডের মতে আদালতের খরচাসমেত সেই কর্ত্তাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩ ধারা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ৩ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৩ ধা।

বাকী আদায়ের কারণ তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি মিলিলে যে সকল দ্রব্য ক্রোককরণের নিষেধ আছে তাহার কথা।

এই লিখিত হুকুমের অন্যথা হইলে দণ্ডের কথা।

২৬। বাকী আদায়ের কারণ তাবের সকল কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের লাঙ্গলওগয়রহ চাসের হাতিয়ার ও হালিয়া গরু ও বীজধান্যাদি ক্রোক হইবেক না যদি বাকী আদায়ের আনওয়ানে তাহারদিগের অন্য গরুআদি পশু কিম্বা ধান্যাদি শস্য অথবা দ্রব্যান্তর যাহা তাহারদিগের স্থানে থাকে তাহা ক্রোককারকদিগের হস্তগত হয়। যদি কেহ এই ধারার হুকুমের ব্যতিক্রম করে তবে তাহতে যাহার যে ক্ষতি হয় দণ্ডক্রমে তাহার তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত সেই ব্যতিক্রমকারির স্থানহইতে উৎপাতগ্রস্তকে দেওয়ান যাইবেক অতএব ক্রোককারকদিগের কর্ত্তব্য যে এই ধারার

মর্ম্মদৃষ্টে অতিসাবধানে থাকে ইতি।— ১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৪ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ৪ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৪ ধা।

লাঙ্গলইত্যাদি ক্রোক ও নীলাম করিতে নিষেধের কথা।

২৭। খাজানার বাকীর নিমিত্তে লাঙ্গলইত্যাদি কৃষিকর্ম্মের দ্রব্য জাত ও হালের গরুইত্যাদি ও কারীগরলোকের হাতিয়ার সরঞ্জাম বাকী টাকা আদায়হওনের উপযুক্ত অন্য দ্রব্য বাকীদারের না থাকিলেও ক্রোক ও নীলামের যোগ্য বোধ হইবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৪ ধা।

নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে নিমকী আসামীর তলব ভূম্যধিকারিআদির কাছারীতে না হইবার কথা।

২৮। যে সকল লোক নিমকপোখ্তানীর করারদাদ করিয়া ও তাহা তৈয়ার করিতে থাকে তাহারদিগের ইস্তক কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি সরবরাহকার কি তহসীলদারের কাছারীতে কোন প্রকারে তলব করা যাইবেক না যদি ঐ ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির কেহ নিমকের এলাকাদার কাহারু উপর ঐ সময়ের বাবৎ কিছু মালগুজারীর দাওয়া রাখে ও ঐ সময়ের মধ্যেই তাহা উসুল করিতে চাহে তবে সে কারণে চলিত আইনের মতে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক করে অথবা সেই বাকীদারের নামে তাহার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কিম্বা সেই বাকীর দাওয়ার ফর্দ্দ নিমকপোখ্তানীরএজেণ্টসাহেবের নিকটে দাখিল করে যে তদনুসারে সেই নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেব উচিত বুঝিলে সেই বাকী টাকা সে বাকীদারের স্থানহইতে দেওয়ান্ অথবা আপনি দিয়া তাহার পাওনা আগামি কিস্তীর দাদনীর টাকাহইতে মালগুজারীর বাকী আদায় করেন্ এইহেতুক যে সেই লট্খটিতে নিমকপোখ্তানীর কার্য্যের ভণ্ডুল না হয় ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী আদৌ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্টসাহেবের নিকটে নালিশ করিলে সে সাহের তাহাতে মনোযোগ না করেন্ তবে দাওয়াদার সে কারণের সেই বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিবেক কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক। যদি দ্রব্যাদি ক্রোক করে তবে সেই বাকীদারের স্থানে সরকারের যে নিমক ও নিমকের দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর সরঞ্জাম থাকে তাহা বাদে ক্রোক করিবেক ও ঐ নিমক ও দ্রব্যসকল বাকী টাকা আদায়ের নিমিত্তে বাকীপাওনিয়ার তরফহইতে কি আদালতের হুকুমেতে কোন প্রকারে ক্রোক ও বিক্রয় কি আর কিছু হইতে পারিবেক না ইতি।— ১৮১৯ সা।১০ আ। ২০ ধা।২ প্র।

দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা আদালতে নালিশ অথবা এজেণ্টসাহেবের নিকটে দরখাস্তক্রমে বাকী উসুল হইবার কথা।

বাকীর কারণ সরকারী নিমক ও দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর সরঞ্জাম ক্রোক না হইবার কথা।

ভূমির উৎপন্ন যে শস্যাদি কাটা না গিয়া থাকে তাহা যে কালে কাটা যাইবেক ও যে স্থানে

২৯। ক্রোককারকেরা যে কালে আপনারদিগের তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় যে দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া থাকে তাহা ক্রোক করে সে কালে তাহা সময়শিরে কাটাইয়া সেই ভূমির শিরে উপযুক্ত স্থানে কিম্বা খামারে অথবা গোলায় সংগ্রহ করাইবেক ও সেই ভূমির

জমা হইবেক তাহার কথা।

শিরে খামারআদি না থাকিলে কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির শিরে সেই পরগনার সীমার মধ্যে যত নিকটে খামার কিম্বা উপযুক্ত স্থান মিলে তথায় সংগ্রহ করায় ইহাতে সেই দ্রব্য কাটাইবার ও সংগ্রহ করিবার খরচ তাহা ছাড়িয়া দিবার কালে তাহার কর্ত্তার স্থানে কিম্বা তাহা বিক্রয় হইলে কাহার মূল্যহইতে আদায় হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ ১৩ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ১১ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১১ ধা।

বট্টাই ভূমির উৎপন্ন সামগ্রী ক্রোক ও বিভাগের প্রতি হুকুমের কথা।

৩০। এই আইনের লিখনানুসারে এমত বোধ না হয় যে যাহারা এই আইনের মতে ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে তাহারা বট্টাই মতের পাট্টাদারদিগের ভূমির শস্যাদি সামগ্রী যাহা কাটা না গিয়া থাকে তাহা ক্রোক করিয়া তাহার অর্দ্ধেক কিম্বা যত অংশ ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের হুকুমক্রমে তাহারদিগের প্রাপ্তব্য হয় তাহা লওনব্যতিরেকে সে শস্যাদি সামগ্রী সমস্ত তসরুপ করে। যদি করে তবে সে ভূমির প্রজা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বুঝিলে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ৩০ ধা।

পরগনার সীমান্তরে ক্রোকী বস্তু লইতে নিষেধের কথা।

ক্রোকী বস্তু স্থান বিশেষে রাখিবার কথা।

৩১। যে পরগনায় যে পশু ও দ্রব্যাদি ক্রোক হইয়া থাকে তাহা ক্রোককারকেরা সেই পরগনার সীমান্তরে না লয় বরং যে স্থানে ক্রোক হয় তথায় যাহার স্থানে তাহা গচ্ছিতকরণ উচিত জানে তাহার স্থানে গছায়। অথবা সেই স্থানের নিকট যে স্থান সেই পরগনার বাহির না হয় এমত স্থানান্তরে সর্ব্বতোভাবে সাবধানে রাখে ইতি। ১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১২ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ১০ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১০ ধা।

ক্রোকী পশু ও দ্রব্যাদি ক্রোককারকদিগের নিজ কার্য্যে আনিতে নিষেধের কথা।

ক্রোককারকেরা পশুর আবশ্যক খাদ্য সামগ্রী আয়োজনকরণের ও তাহার খরচ আদায় হওনের মতের কথা।

৩২। ক্রোককারকেরা ক্রোকী পশুকে আপন চাস কর্ম্মে ও অপর কার্য্যে না খাটায় এবং ক্রোকী অন্য দ্রব্যাদিও ব্যয় ও ব্যবহার না করে। এবং সেই পশুর আবশ্যক খোরাক দিতে থাকে তাহার খরচ তাহা ছাড়িয়া দিবার সময়ে তাহার কর্ত্তার স্থানে কিম্বা তাহা বিক্রয় হইলে তাহার মূল্যহইতে আদায় হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ ১৪ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ১২ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১২ ধা।

ক্রোকী ধন রক্ষণের শৈথিল্যে ক্রোককারকদিগের দণ্ডের কথা।

৩৩। ক্রোকী ধন যাবৎ ক্রোককারকের হস্তবশ থাকে তাবৎ আদ্যোপান্ত সর্ব্বপ্রকারে তাহার রক্ষণাদি না করিবাতে যদি সেই ধন চোরে যায় কিম্বা হারায় অথবা শীতলে কিম্বা উত্তাপে অর্থাৎ জলে

কিম্বা রৌদ্রাদিতে অথবা অন্য হেতুতে নষ্ট ও ক্ষতি হয় তবে তাহার নিশা তাহার কর্ত্তার স্থানে ক্রোককারকেরা করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৫।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ১৩ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১৩ ধা।

৩৪। বাকীর নিমিত্তে যে দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে হয় তাহা বাকীর আনওয়ানে সম্ভবক্রমে ক্রোক হয় তাহার বহির্ভূত না হয়। তাহাতে ক্রোককারকদিগের কেহ বাকীর আনওয়ানছাড়া দ্রব্যাদি ক্রোক করিলে যদি বিচারক্রমে এমত প্রকাশ হয় যে ক্রোককারকেরা বাকী আদায়ের অনুমানে সেই ক্রোকী দ্রব্যাপেক্ষা অল্প মূল্যের দ্রব্যান্তর ক্রোক করিতে পারিত তবে এমত দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে সেই মোকদ্দমার গতিকের যোগ্য দণ্ড আদালতের খরচাসমেত সেই দ্রব্যাধিকারিকে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৬ ধা।

বাকী টাকার সমানে দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার কথা।

বাকী টাকার আনওয়ানছাড়া দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে দণ্ডের কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ১৪ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ১৪ ধা।

৬ ধারা।

ক্রোককরণিয়ার কর্ত্তব্য কার্য্য।

৩৫। বাকীর কারণ তাবের কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজার দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে যদি সে লোক ক্রোককারকের স্থানে মালজামিন দিয়াথাকে ও বাকীর আপত্তি উপস্থিত করে তবে সেই মালজামিন সেই সংগৃহীত দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার দিনের পর দিনহইতে ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে এবং অসংগৃহীত ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় যে দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া থাকে তাহা কাটা গিয়া এই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে যে দিনে সংগ্রহ হয় সেই দিনহইতে ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব কিম্বা পরগনার কাজী অথবা ক্রোককারকের স্থানে জামিন দিয়া দুই জনকে সাক্ষী করাইয়া এই মজমুনে একরারনামা যে সে কিম্বা বাকীদার সেই একরারনামার লিখিত তারিখহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের মধ্যে সেই মোকদ্দমার বিচারের কারণ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক ও বিচারান্তে যে বাকী টাকা তাহারদিগের শিরে দেনা পড়ে সে টাকা যে তারিখে বাকীদারের দেওয়া সঙ্গত ছিল সেই তারিখহইতে ডিক্রীর তারিখঅবধি সেই টাকার সুদ বৎসরে কিশত ১২ বার টাকার হিসাবে ধরিয়া সেই সুদ এবং আদালতের খরচাসমেত সে টাকা দিবেক লিখিয়া দেয় তবে এমতে ক্রোককারক সেই দ্রব্যাদি ক্রোককরণে ক্ষান্তহইবেক যদি সেই মালজামিন নিয়মিত কালের মধ্য এমত একরারনামা না লিখিয়া দেয় তবে ক্রোককারক সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি ক্রোক রাখিয়া

মালজামিন দিয়া বাকীর আপত্তি উপস্থিত করিলে কট্‌কিনাদারপ্রভৃতির দ্রব্যাদি ক্রোক খালাসের কথা।

মালজামিন ১৫ দিনের মধ্যে বাকীর আপত্তির মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিবার কারণে একরারনামা লিখিয়া দিবার কথা।

একরারনামা লিখিয়া দিলে ক্রোক খালাসের কথা।

এই আইনের ২২ দ্বাবিংশতি ধারার লিখনানুসারে বিক্রয় করিবেক ইহার নিবারণ কদাচ হইবেক না যদি সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার দিনের পূর্ব্বে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী টাকা আদায় না হয়। যদি মালজামিন একরারনামা লিখিয়া দিয়া আপনি কিম্বা বাকীদার নিয়মিত কালের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোককারক বাকী টাকা মালজামিনের স্থানে তলব করিবেক তাহাতে যদি সেই মালজামিন অব্যাজে সে টাকা না দেয় তবে ক্রোককারকের সাধ্য আছে যে সেই মালজামিন ও বাকীদারের কিম্বা তাহারদিগের একের দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া এই আইনের ২২ দ্বাবিংশতি ধারার লিখনানুসারে বিক্রয় করে ইহার ছাড়ান কদাচ হইবেক না যদি সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার দিনের পূর্ব্বে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী টাকা আদায় না হয়। যদি সেই মালজামিন একরারনামা লিখিয়া দিতে না চাহে কিম্বা দিতে শৈথিল্য করে অথবা দৈবাৎ দূরস্থ জন্যে গরহাজির রহিবাতে নিয়মিত কালের মধ্যে একরারনামা লিখিয়া দিতে না পারে ও সেই বাকীদার এই দুই গতিকের কোন এক গতিক প্রকাশ হইবাতে এই আইনের ৯ নবম ধারার লিখনানুসারে জামিন দেয় তবে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোককরণে ক্রোককারক ক্ষান্ত হইবেক ও এই ধারার লিখিত বাকী টাকা ও ক্রোককারক ও বাকীদার ও জামিনের গতি ৯ নবম ধারার লিখিত বাকী টাকা ও ক্রোককারক ও বাকীদার ও জামিনের গতির ন্যায় অদর জানা যাইবেক। অপর ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের নিষেধ আছে যে এই ধারা ও ৯ নবম ধারার গতিকছাড়া গতিকান্তরে আপনারদিগের তাবের মালজামিন ও কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক না করে কিন্তু যদি বিনামে মালজামিন থাকে তবে এই আইনের ২৭ সপ্তবিংশতি ধারায় যেরূপ লেখা যায় সেইরূপে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইবেক। অপর সকল গতিকে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের কর্ত্তব্য যে তাবের সকল মালজামিন ও কটকিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের উপর যে দাওয়া রাখে তাহা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করে। ইহাতে যদি কেহ উপরের লিখিত হেতুছাড়া হুকুমের অন্যথায় কোন মালজামিনের দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা বিক্রয় করে তবে সে কালে সেই মালজামিন জামিনদারীহইতে খালাস ও অবসর হইতে চাহিলে হইতে পারিবেক এবং জজসাহেব ক্রোকী দ্রব্যাদি ক্রোককারকের স্থানহইতে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন ও তাহা বিক্রয় কিম্বা নষ্ট অথবা অস্থিত হইয়া থাকিলে আদালতের খরচাসমেত তাহার মূল্যের তুল্য টাকার নিশা করাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১০ ধা।

মালজামিন কিম্বা বাকীদার নিয়মিত কালের মধ্যে বাকীর আপত্তির মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না করিলে ক্রোককারক যাহার স্থান হইতে বাকী টাকা উসুল করিবেক তাহার কথা।

মালজামিন হাজির থাকিতে না পারিলে কিম্বা একরারনামা লিখিয়া দিতে না চাহিলে ও ক্রোক খালাসের মতের কথা।

এই ধারার লিখিত বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে মালজামিনের দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের নিষেধের কথা।

উপরের লিখিত ছাড়া অপর সকল বিষয়েই মালজামিনের স্থানে দাওয়া বুঝিয়া লইবার কথা।

হুকুমের অন্যথাক্রমে মালজামিনের দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয় হইলে দণ্ডের কথা।

৩৬। যে সকল লোকেরা বাকীদারদিগের জিনিসপত্র ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে ইজারদার কি কট্‌কিনাদার কিম্বা প্রজা কি মফঃসলী তালুকদারের মালজামিন না থাকে তাহার জিনিসপত্র ক্রোক করিলে জিনিসের মালিক অর্থাৎ

মালজামিন না রাখিয়া বাকীদার বাকীর ওজর করিয়া পনের দিনের

স্বামী যদি বাকীর ওজর করিয়া জিনিস ক্রোকহওনের দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে কিম্বা ক্রোকী জিনিস ভূমির উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য হইলে যদি টাকা না গিয়া থাকে তবে ঐ ধান্যাদি শস্য খামারে আসিয়া গাদীহওনের দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে আদালতের সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা পরগনার কাজীর কিম্বা কমিস্যনরইত্যাদি যেং ব্যক্তি ক্রোকী জিনিস নীলাম করণের ক্ষমতা রাখে তাহার সাক্ষাৎ কিম্বা খোদ ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ যদি মাতবর জামিনীর সহিত এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দেয় যে আমি এই একরারনামার তারিখহইতে পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব ও বিচারানুসারে যত টাকা আমার শিরে বাকী ঠাহরে তাহার শতকরা সালিয়ানা ১২ বার টাকা হিসাবে ঐ টাকাদেওনের উচিত সময়হইতে ডিক্রীহওনের তারিখপর্য্যন্ত এই মুদ্দতের যে সুদ হয় তাহা ও আদালতের খরচাসমেত দিব তবে এমতে ক্রোককরণিয়ার কর্ত্তব্য যে ঐ জিনিসপত্র ক্রোক করাতে ক্ষান্ত হইয়া যাহার জিনিস তাহাকে দেয় আর যদি জিনিসের মালিক এইপ্রকারে নিয়মিত দিবসের মধ্যে একরারনামা লিখিয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়ার ক্ষমতা আছে যে জিনিস ক্রোক রাখিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যেমতং লেখা যাইতেছে সেইমতে নীলাম করায় ইহার মৌকুফী নীলামের দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকীর টাকা ক্রোকের খরচাসমেত দেওনবিনা যাইবেক না আর যদি জিনিসের মালিক একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি বাকীর টাকা জামিনদারের স্থানে তলব করিবেক তাহাতে যদি ঐ জামিনদার তৎক্ষণাৎ না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি জামিনদারের ও বাকিদারের কিম্বা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের এই আইনের ১৪ ধারার প্রস্তাবিত দ্রব্যাদিছাড়া অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিয়া বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী নীলামের দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকী টাকা ক্রোকের খরচাসমেত দেওনবিনা যাইবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।

মধ্যে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিবার একরারনামা লিখিয়া দিলে জিনিস ক্রোক করাতে ক্ষান্ত হইবার কথা।

একরারনামা লিখিয়া না দিলে জিনিস ক্রোক থাকিয়া নীলাম হইবার কথা।

দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার একরারনামা লিখিয়া দিয়া নালিশ না করিলে জামিনের বাকী তলব হইবার কথা।

৩৭। যে সকল লোকেরা বাকীদারলোকদিগের জিনিসপত্র ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপন পেটার যে ইজারদার কিম্বা কটকিনাদার অথবা প্রজা কিম্বা তালুকদারের মালজামিন থাকে তাহার জিনিস বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক করাতে জিনিসের মালিক বাকীর বিষয়ে কোন ওজর করিলে তাহার মালজামিন যদি ক্রোকহওনের পর দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে ও সে জিনিস ভূমির উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য হইলে যদি কাটা না গিয়া থাকে তবে তাহা খামারে আসিয়া গাদীহওনের দিবসের পর দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে জজসাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা পরগনার কাজীর কি কমিস্যনর ইত্যাদি যেং ব্যক্তি ক্রোকী জিনিস নীলামকরণের ক্ষমতা রাখে তা

মালজামিন রাখিয়া বাকীদার বাকীর ওজর করিলে যেমতে তাহার জিনিসের ক্রোকী মৌকুফ হইবেক তাহার কথা।

হার সাক্ষাৎ কিম্বা খোদ ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ দুই জন সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দেয় যে আমি কিম্বা বাকীদার এই একরারনামার তারিখহইতে পনর দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব ও বিচারানুসারে আমার কি বাকীদারের শিরে বাকীর যত টাকা দেনা ঠাহরে তাহা তাহার শতকরা সালিয়ানা ১২ বার টাকা হিসাবে ঐ টাকাদেওনের উচিত সময়অবধি ভিক্রীহওনের দিবসপর্য্যন্ত এই মুদ্দতের যে সুদ হয় তাহাও আদালতের খরচাসমেত দিব তবে এমতে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ জিনিস ক্রোক করাতে ক্ষান্ত হয় আর যদি ঐ মালজামিন নিয়মিত দিবসের মধ্যে এই প্রকার একরারনামা লিখিয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ঐ জিনিস ক্রোক রাখিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যে প্রকার লেখা যাইতেছে সেই প্রকারেতে নীলামে বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী ঐ বাকী টাকা ক্রোকের খরচাসমেত সেই জিনিস নীলামহওনের দিবসের পূর্ব্বে দেওনব্যতিরিক্ত হইবেক না আর যদি ঐ মালজামিন আপন নামে কি বাকীদারের নামে একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোককরণিয়া ঐ মালজামিনের স্থানে বাকীর টাকা তলব করিবেক তাহাতে যদি ঐ মালজামিন তৎক্ষণাৎ বাকীর টাকা না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি মালজামিন ও বাকীদারের কিম্বা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের জিনিসপত্র এই আইনের ১৪ ধারার উক্ত দ্রব্যাদিছাড়া ক্রোক করিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যে প্রকার লেখা যাইতেছে সেই প্রকারে বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী ঐ বাকীর টাকা নীলামের দিবসের পূর্ব্বে দেওনবিনা হইবেক না আর যদি ঐ মালজামিন ঐ একরারনামা লিখিয়া দিতে না চাহে কি গয়ঙ্গচ্ছ করে কিম্বা কার্য্যক্রমে যদি এমত কোন স্থানে থাকে যে দূরপ্রযুক্ত নিয়মিত দিবসের মধ্যে একরারনামা লিখিয়া দেওয়া হইতে পারে না ও এই দুই মতের কোন মতহওনেতে যদি ঐ বাকীদার এই আইনের ১৫ ধারার নির্ণীত মতে একরারনামা লিখিয়া দিয়া অন্য জামিন দেয় তবে ক্রোককরণিয়া জিনিস ক্রোককরাতে ক্ষান্ত হইবেক ও উপরের ধারার লিখিত দাঁড়া অপ্রভেদে ঐ ক্রোককরণিয়া ও বাকীদার ও তাহার জামিনের প্রতি খাটিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ ১৬ ধা।

জামিনদার একরারনামা লিখিয়া না দিলে জিনিস ক্রোক থাকিবার কথা।

জামিনদার নালিশের আরজী দাখিল না করিলে ক্রোককরণিয়া জামিনদারের ও বাকীদারের জিনিস ক্রোক রাখিতে পারিবার কথা।

জামিনের তরফ হইতে একরারনামা দাখিল না হওনমতে বাকীদার অন্য জামিন দিলে ১৫ ধারার লিখিত দাঁড়ার মতাচরণ হইবার কথা।

৩৮। ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার লিখনানুসারে হুকুম হইয়াছে যে যে সকল লোকের মালামাল মালগুজারীর নিমিত্তে ক্রোক হইয়া সেই মালগুজারীর দাওয়ার উপর আপত্তি করিতে নালিশ করিবার জন্যে মালজামিন দিবেক তাহা শুধরিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি সমুদয় দাওয়ার উপর আপত্তি না করিয়া কেবল কতক অংশের উপর আপত্তি হয় তবে যাহারদিগের মালামাল ক্রোক হইয়া থাকে তাহারদিগের

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারা শুধরিবার কথা।

ক্ষমতা আছে যে সেই কতক অংশের দাওয়া দিয়া এবং অবশিষ্ট আপত্তির নিমিত্তে মালজামিন দিয়া ক্রোক খালাস করে ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১২।

যে ব্যক্তি জামিন দিতে না পারে তাহাকে খেসারতের দাওয়াসমেত বাকী টাকার মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে অনুমতি হইতে পারিবার কথা।

৩৯। কোন প্রজা কি ইজারদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা মফঃসলী তালুকদারের জিনিস ক্রোক হইলে যদি সে ব্যক্তি জমীদারের তলব করা বাকীর ও তাহার শতকরা মাসে ১ এক টাকা হিসাবে সুদের ও আদালতের খরচার ও ক্রোকের খরচার টাকার মাতবর জামিন দিতে না পারে তবে তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ বাকীর টাকার মোকদ্দমাতে ক্রোককরণিয়ার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কেননা আদালতের বিচারানুসারে যদি এমত বোধ হয় যে তাহার জিনিস অনর্থক ক্রোক ও নীলাম হইয়াছে তবে তাহাতে তাহার যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার বদল আদালতের হুকুমানুসারে বুঝিয়া পায় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৭ ধা।

এই ধারার লিখনানুসারে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী সামগ্রী তৈয়ারীর ও নিমক পোখ্তানীর কার্য্যে নিযুক্ত বাকীদারদিগের বেওরা কথা।

৪০। এই আইনের দ্বিতীয় ধারার লিখিত নানা প্রকার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারপ্রভৃতিরা এই আইনের লিখিত সমস্ত মর্ম্মদৃষ্টে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের কার্য্যে ও নিমিকপোখ্তানীর ব্যাপারে যে সকল লোকনিযুক্ত আছে তাহারদিগের দ্রব্যাদি মালগুজারীর বাকী টাকা আদায়ের কারণ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের তেজারতী কুঠীর সাহেবদিগ্‌কে ও নিমক মহালের সাহেবদিগ্‌কে ও অপর আমলাকে এত্তেলা না করিয়া প্রথমতঃ ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু ক্রোককারকেরা যে কোন তাঁতী কিম্বা মলঙ্গীর দ্রব্যাদি বাকীর দায়ে যে দিন ক্রোক করে তাহার পর দিনহইতে তিন দিনের মধ্যে সেই দ্রব্যাদি ক্রোককরণের বিষয় এক লিখনের দ্বারা তেজারতী কুঠীর সাহেব কিম্বা নিমক মহালের সাহেবের নিকটে অথবা যে স্থানে দ্রব্যাদি ক্রোক হয় তাহার সন্নিকটে তেজারতী কারখানার পেটার যে কুঠী কিম্বা নিমক মহালের মফঃসল যে কাছারী থাকে তথাকার আমলাদিগের স্থানে সংবাদ দিবেক এইহেতুক যে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের যে দিন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার পূর্ব্বে সেই সাহেবেরা এই আইনের ব্যতিক্রম না হয় এমতে সেই তাঁতী কিম্বা মলঙ্গীর দ্রব্যাদির ক্রোক খালাস অথবা অপর যে গতিক উচিত জানেন্ তাহা করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩১ ধা।

ক্রোকী জিনিস নীলাম হওনের পূর্ব্বে তাহার মূল্য আমীনদিগের মারফত নিরূপণ হইবার ও নিরূপণহওয়া মূল্যের দস্তাবেজ

৪১। খাজানার বাকী আদায়ের কারণ নীলামহওনার্থে জিনিস ক্রোক হইলে কর্ত্তব্য যে নীলামহওনের পূর্ব্বে ঐ২ প্রকার জিনিস কে নাবেচার ওয়াকিফহাল্ লোক দিগের দ্বারা তাহার মূল্য ঠাহরা ও নিরূপণ করা যায় অতএব ঐ ওয়াকিফহাল লোকদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার মূল্য নিরূপণের বৃত্তান্তসম্বলিত এক সর্টিফিকট অর্থাৎ দস্তাবেজ লিখিয়া দেয় যে ঐ সর্টিফিকট নীলামহওনের দিবসের তিন

বাকীদারের নিকটে পঁহুছাইবার কথা।

দিবস কি ইহাহইতে অধিক দিবস পূর্ব্বে জ্ঞাত হওনার্থে জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামিকে দেওয়া যায় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৮ ধা।

দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নির্ণীত দিনের পূর্ব্বে বাকীদার বাকী টাকা দিতে চাহিলে ক্রোক খালাসের কথা।

এই ধারার হুকুমের অন্যথা হইবাতে ক্রোককারকের দণ্ডের কথা।

৪২। যদি বাকীদার তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে পর সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার দিন নিষ্কর্ষের পূর্ব্বে তাহার স্থানের তলবের টাকা ক্রোকী আবশ্যক খরচাসমেত ২ দুই জন মাতবর সাক্ষির সমক্ষে দিতে চাহে তবে ক্রোককারকের কর্ত্তব্য যে সে বাকী টাকা খরচাসমেত তাহার স্থানে তৎক্ষণাৎ লইয়া ক্রোকী দ্রব্যাদি অবিলম্বে ছাড়িয়া দেয় ইহাতে ক্রোকী খরচার বিষয়ে কিছু বচসা ও আপত্তি হইলে তাহা পরগনার কাজীর নিকটে নিষ্পত্তি পাইবেক। যদি ক্রোককারকদিগের কেহ এই ধারার ব্যতিক্রমে কার্য্য করে তবে সে নালিশ দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের স্থানে হইলে সেই সাহেব মোকদ্দমার গতিকানুসারে তাহার দণ্ড আদালতের খরচাসমেত ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন ইতি। ১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১১ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ৯ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৯ ধা।

৭ ধারা।

ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামকরণের ক্ষমতা।

বাকী আদায়ের কারণ যে দ্রব্য ক্রোক হয় তাহার নীলামের শক্তি যাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের মতে কমিস্যনর হয় তাহারদিগেরে অর্পণের কথা।

৪৩। ক্রোকহওয়া দ্রব্য অনায়াসে নীলাম হইবার কারণ যাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের মতে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকাঅবধির মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে কমিস্যনরী সনন্দ পায় তাহারদিগেরে শক্তি দেওয়া গেল যে যে কালে তাহারদিগের রহিবার পরগনার বাকীদারদিগের দ্রব্য ক্রোক হয় ও ক্রোককারকেরা সে দ্রব্য নীলামের কারণ তাহারদিগের নিকটে দরখাস্ত করে সেকালে তাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইন এবং এই আইনের অনুসারে ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের জন্যে কাজীদিগের প্রতি যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তদৃষ্টে সেই দ্রব্য নীলাম করে আর কাজীদিগেরো কর্ত্তব্য যে ঐ ১৭ সপ্তদশ আইন এবং এই আইনক্রমে তাহারদিগের যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে থাকে আর যে সময়ে কোন পরগনায় ক্রোকহওয়া দ্রব্য অনায়াসে নীলামের নিমিত্তে অন্য লোককে ঐ শক্তি অর্পণকরণ আবশ্যক হয় সে সময়ে জজসাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে অন্য২ লোককে ঐ শক্তি অর্পিয়া নিযুক্ত করেন্ কিন্তু যাহারা ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলাম করিবার ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের কাহারো প্রতি হুকুম থাকিবেক না যে তাহার নিজের পাওনার বাকী টাকার কারণ যে দ্রব্য ক্রোক হয় তাহা আপনি নীলাম করে এমত লোকদিগের যাহার নিজের পাওনার বাকীর জন্যে যে কালে বাকী

দারের দ্রব্য ক্রোক করিতে হয় সে কালে তাহা নীলামের নিমিত্তে অন্য যে লোক ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলাম করিবার ক্ষমতা রাখে তাহার নিকটে দরখাস্ত করে ইতি।— ১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৮ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ২৭ ধা। প্র।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২৭ ধা। ৩ প্র।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৮ ধারার মজমুনের কথা।

৪৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনমতে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনর্দ্ধ সংখ্যা ও মূল্যের মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্তহওয়া সনন্দদার কমিস্যনরদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৮ ধারানুসারে ভার এবং হুকুম আছে যে দরখাস্তের কালে ক্রোকী দ্রব্য আইনের বিধানদৃষ্টে নীলাম করে। এতদ্ভিন্ন ক্রোকী দ্রব্য অবিলম্বে বিক্রয়ার্থে যত লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক থাকে তাহা জিলাসকলের জজসাহেবেরা করিবার কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ ও করিবেন। ও তাহা করিলে ঐ ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনমতে যে ভার কাজীদিগকে অর্পণ হইয়াছে সে ভার পশ্চাৎ সকল কাজীকে দেওয়া আবশ্যক হইবেক না। জানিবেন যে ঐ ৪০ আইনমতে কাজী প্রভৃতি যাহারা মোকদ্দমার বিচারার্থে কমিস্যনরী ভার পাইয়াছে এবং ঐ ৩৫ আইনের ৮ ধারানুসারে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের ভার পায় কেবল তাহারাই ঐ ১৭ আইনের অনুসারে এবং ঐ ১৭ আইনের পরিবর্ত্তী হুকুমমতে ক্রোকী দ্রব্য নীলাম করিতে পারিবেক। আর ঐ জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইনমতে অন্য যাহারদিগেরে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের কারণ নিযুক্ত করিতে হয় তাহারদিগেরে সুখ্যাতি ও কর্ম্মযোগ্য ঠাহরিয়া নিযুক্ত করেন্ ও যাহারা নিযুক্ত হয় তাহারদিগেরে নীচের লিখিত বেওরানিদর্শনে সনন্দ আপন দস্তখতে ও আদালতের মোহরে দেন্। সে বেওরা এই যে আমি অমুক জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ এপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আনের মতে যে ভার রাখি তদনুসারে তোমাকে উপরের প্রস্তাবিত ঐ ৩৫ আইন এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইন ও ১৭৯৯ সালের এই ৭ আইনক্রমে মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের নিমিত্তে কমিস্যনরী কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে থাকিয়া ঐ সকল আইনের লিখিত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা অপর যে আইন তোমার কর্ম্ম চালানের নিমিত্তে পাঠান যায় তদনুসারে ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের কার্য্য করিবা এবং আপন কর্ম্মের প্রতিদিনের রুবকারী অর্থাৎ নিত্য বিবরণ লিপি সাবধানে রাখিবা যে তাহা তলব হইলে তৎকালে পাওয়া যায় ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৬ধা।

উপরের ধারার লিখনানুসারে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরেরা ক্রোকী দ্রব্য নীলাম করিতে পারিবার কথা।

জিলাসকলের জজসাহেবেরা সুখ্যাত ও যোগ্য লোক ঠাহরিয়া নীলামের কার্য্য ভারিবার কথা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

[উক্ত ধারার মধ্যে "আর ঐ জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য" এ কথাঅবধি "তৎকালে পাওয়া যায় ইতি" এ কথাপর্য্যন্ত ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা দত্ত দেশে বিস্তার হইয়াছে।]

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের কমিস্যনরেরা ও মালের তহসীলদারেরা আপন২ ভারক্রমে ক্রোকী দ্রব্য নীলাম করিতে পারিবার কথা।

৪৫। যে সকলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অনুসারে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারার্থে কমিস্যনরী কার্য্যে আর যে সকলে কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানহইতে সরকারী মালওয়াজিবীর তহসীলদারী কর্ম্মে নিযুক্তহয় তাহারদিগের যাহারা ঐ ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২৯ ধারাক্রমে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের শক্তি রাখে তাহারা যাবৎ কমিস্যনরী কার্য্যেও তহসীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাবৎ আপন২ ভারাবলম্বনে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের সাধ্য রাখিবেক তাহাতে এ কার্য্যের নিমিত্তে পৃথক্ সনন্দ তাহারদিগেরে দিবার তাৎপর্য্য থাকিবেক না। কিন্তু ক্রোকী দ্রব্য নীলামের কমিস্যনরদিগের সকলেরি কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের স্থানে যে সমাচার জিলা সকলের জজসাহেবেরা তলব করেন্ তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠায়। আর যাহারা এ আইনের ৬ ধারাক্রমে সনন্দ পায় তাহারদিগের বিরাগ কোনপ্রকারে সদর দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ না হইলে তাহারদিগের পাওয়া সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক না অর্থাৎ তাহারা অপদস্থ হইবেক না। ইহাতে ঐ জজসাহেবদিগের প্রতি যেরূপে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারকারক কমিস্যনরদিগের তগীরী ও বহালীর সমাচার ঐ ৪০ আইনমতে হজুর কৌন্সেলে লিখিতে হুকুম আছে সেই রূপে এ আইনক্রমে যে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করেন্ ও সনন্দ দেন্ তাহারদিগেরে নিযুক্ত করিবার ও সনন্দ দিবার বার্ত্তাও লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৭ ধা।

জিলাসকলের জজসাহেব দিগের তলবমতে কমিস্যনরেরা সকলেই বেওরা লিখিবার কথা।

এই আইনের ৬ ধারাক্রমে সনন্দপাওয়া কমিস্যনরেরা সদর দেওয়ানী আদালতের বিনাহুকুমে তগীর না হইবার কথা।

ঐ কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হইবার ও সনন্দ পাইবার সমাচার হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২৭ ধা। ৪ প্র।

৪৬। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

শহরসকলের জজসাহেবেরা জিলাসকলের জজসাহেবদিগের মতে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৪৭। শহর জাহাঙ্গীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের জজসাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে আপনারদিগের এলাকার মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলাম করিতে যত জন কমিস্যনর নিযুক্ত করিতে হয় তাহা সেই মতে করিবেন যেমতে জিলার জজসাহেবদিগের প্রতি কমিস্যনরদিকে নিযুক্ত করিবার অর্থে হুকুম আছে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৮ ধা।

শহর বারাণসের জজসাহেব জিলাসকলের জজসাহেবদিগের মতে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৪৮। শহর বারাণসের জজসাহেবকে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে আপন এলাকার মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলাম করিতে যত জন কমিস্যনর নিযুক্ত করিতে হয় তাহা সেই মতে করিবেন যে মতে জিলাসকলের জজসাহেবদিগের প্রতি কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার অর্থে হুকুম আছে ইতি।—১৮০০ সা। ৫ আ। ৮ ধা।

পরগনার কাজী

৪৯। পরগনার কাজী হাজির না থাকিলে কিম্বা মোকরর না রহি

লে এই আইনের মতে যে হুকুম চালাইতে কাজীর প্রতি আজ্ঞা আছে তাহা চালাইবার ভার তথাকার তহসীলদারের প্রতি হইবেক ও তথায় তহসীলদার হুজু না থাকিলে কিম্বা তথাকার তহসীলদারীতে কেহ মোকরর না রহিলে যাহাকে জজসাহেব এ হুকুম অর্পণের বিবেচনা করেন্ তাহার প্রতি ভার হইবেক তাহাতে কাজীর প্রতি যে সকল নিষেধ আছে তাহা সমস্তই সেই তহসীলদারপ্রভৃতির প্রতি থাকিবেক ও তাহার অন্যথায় যাহার যে কার্য্য তদনুসারে দণ্ড করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৯ ধা।

হাজির না থাকিলে কিম্বা মোকরর না রহিলে তাহার প্রতি হওয়া হুকুম জারী করিতে যে যে লোক ক্ষমতা রাখিবেক তাহার কথা।

বারাণস। ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ২৭ ধা। ১ প্র।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২৭ ধা। ১ প্র।

৮ ধারা।

নীলামের মতের কথা।

৫০। যে কালে কাহারো দ্রব্য ক্রোক হয় সে কালে ক্রোককারকের কর্ত্তব্য যে যে দিন সেই দ্রব্য ক্রোক হয় তাহার পর দিনহইতে পাঁচ দিন গতে অষ্টাহের মধ্যে এবং সে দ্রব্য ভূমির যে শস্য কাটা না গিয়া থাকে তাহার ন্যায় হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে সেই শস্য কাটা গিয়া যে দিন খামারে রাশি হয় তাহার পর দিনহইতে পাঁচ দিন গতে অষ্টাহের মধ্যে সেই দ্রব্যের মূল্যের ঠাহর ও নীলামের জন্যে পরগনার কাজীর নিকটে দরখাস্ত করে। কাজীর উচিত যে সেই দ্রব্যের ফিরিস্তি অর্থাৎ তফসীল জাযের ফর্দ্দ নীচের লিখিত মর্ম্মযুক্তে আপন বাটীর সদর দ্বারে এবং দ্রব্য নীলামের কারণ যে স্থান নিরূপণ হয় তথায় লট্‌কাইয়া দেওয়ায়। সেই মর্ম্মের বেওরা এক এই যে দ্রব্য নীলামের স্থাননিরূপণ যে স্থানে ক্রোককারক সেই দ্রব্য রাখিয়া থাকে অথবা তাহার নিকটস্থ যে গঞ্জ কিম্বা বাজার অথবা হাট হয় অথবা অন্য যে স্থানে সকলের গমনাগমন থাকে ফলতঃ যে স্থানে সে দ্রব্য উচ্চমূল্যে বিক্রয়হওন কাজী ঠাহর করে সেই স্থান হইবেক। দ্বিতীয় দ্রব্য নীলামের তারিখনির্ণয় যে দিন সেই দ্রব্য ক্রোক হয় তাহার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবস ইহাতে সে দ্রব্য ভূমির যে শস্য কাটা না গিয়া থাকে তাহার ন্যায় হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে সেই শস্য কাটা গিয়া যে দিন খামারে রাশি হয় তাহার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবস হইবেক। তৃতীয় দ্রব্য নীলামের সময় নির্দ্দিষ্ট যে সময়ে অনেক লোকে ঐহিক ব্যাপারকার্য্য করিবার বাসনা রাখে সেই সময়ে হইবেক এইহেতুক যে সে সময়ে বিস্তর লোক একত্র হইতে পারে। তদনন্তর কাজীর কর্ত্তব্য যে সেই দ্রব্যের মূল্য ঠাহরিবার জন্যে বিশ্বাসী ও মাতবর যে লোকেরা আপন২ ব্যবসায় কিম্বা ভারক্রমে তাহা ঠাহরের যোগ্যতা রাখে তাহারদিগেরে আমীন মোকরর করে। সেই আমীনদিগের উচিত যে সেই পরগনার সময়শিল্পের

ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের মতের কথা।

ক্রোককারক ক্রোক হওয়া দ্রব্য নীলামের কারণ পরগনার কাজীর নিকটে দরখাস্ত করিবার ও সেই কাজী তদনুসারে যে উদ্যোগ করিবেক তাহার কথা।

কাজী এই ধারার লিখিত স্থানে দ্রব্যের তফসীলের ফর্দ্দ লট্‌কাইয়া দেওয়াইবার কথা।

নীলামের স্থান নিরূপণের কথা।

নীলামের দিননির্ণয়ের কথা।

নীলামের সময় নির্দ্দিষ্টের কথা।

পরগনার কাজীর বিবেচনাক্রমে ক্রোকহওয়া দ্রব্যের মূল্য ঠাহরিবার

জন্যে আমীন মোক রর হইবার কথা।

দরের অনুসারে একং দ্রব্যের মূল্য ঠাহরিয়া সেই সকল দ্রব্যের তফসীলের ফর্দ্দ একং দ্রব্যের মূল্য নিদর্শনে দুরস্ত করিয়া সেই ফর্দ্দের নীচে এই পাঠ যে আমরা এই সকল দ্রব্যের মূল্য ঠাহর আপনার দিগের যথাসাধ্য বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে করিয়াছি লিখিয়া তাহাতে আপনারদিগের মোহর ও দস্তখৎ করে। কাজীর কর্ত্তব্য যে সেই ফর্দ্দের উপর আপন মোহর করিয়া তাহা আপন বাটীর সদর দ্বারে এবং নীলামের কারণ যে স্থান নিরূপণ হয় তথায় লটকাইয়া দেওয়ায়। আর উচিত যে সেই দ্রব্য নীলামের দিন প্রাতঃকালে যে সকল লোক তাহা কিনিবার বাসনা করে তাহারদিগের দৃষ্টির নিমিত্তে নীলামের স্থানে আনা যায় কিম্বা ভূমির যে শস্য এক স্থানহইতে স্থানান্তরে উঠাইতে ও লইতে ব্যয় বাহুল্য হয় তাহার ন্যায় সেই দ্রব্য হইলে সেই একং দ্রব্যের নমুনা বাচনি না করিয়া আনা যায়। এবং কাজী সেই দ্রব্য এক লাটে কিম্বা অনেক লাটে অর্থাৎ একত্র অথবা পৃথকং করিয়া যেমতে নীলামকরণ বিহিত জানে সেই মতেই করে ও যে কেহ অধিক মূল্য কহে কর্ত্তব্য যে সেই ব্যক্তিই সে দ্রব্য খরীদ করে। ইহাতে যদি সেই দ্রব্য নীলামের টাকা বাকীর অনুসারঅপেক্ষা অধিক হয় তবে যে টাকা অধিক হয় তাহা ক্রোক ও নীলামের খরচা বাদে সেই দ্রব্যের অধিকারী পাইবেক। যদি সেই দ্রব্য নীলামের টাকা বাকী টাকা এবং ক্রোক ও নীলামের খরচায় না কুলায় তবে ক্রোককারকের ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই অবশিষ্ট বাকী টাকা আদায়ের কারণ সেই বাকীদারের অন্যং সামগ্রী ক্রোক করিয়া নীলাম করায়। ইহাতে কাজীর উচিত যে ক্রোক ও নীলামের যে সকল খরচের ফর্দ্দ তাহার নিকটে ক্রোককারক দেয় তাহা দেখিয়া ও তহকীক করিয়া সে সকল খরচের মধ্যে যাহা অসঙ্গতানুমান করে তাহা বাদ দেয়। যে লোকেরা ক্রোক করিবার সাধ্য রাখে তাহারদিগের কেহ যদি ক্রোক হওয়া দ্রব্যসামগ্রী এই ধারার লিখনানুসারছাড়া মতান্তরে বিক্রয় করায় তবে যে বাকীর নিমিত্তে দ্রব্যসামগ্রী ক্রোক হইয়া থাকে সে তাহা না পাইয়া অপরাধী হইবেক এবং বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যও আদালতের খরচাসমেত দ্রব্যাধিকারিকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৫ ধা।

ঐ ফর্দ্দ এই ধারার লিখিত স্থানেং লটকাইবার কথা।

সেই দ্রব্য কিম্বা তাহার নমুনা খরীদারদিগের দৃষ্টির কারণ নীলামের দিন নীলামের স্থানে আনা যাইবার কথা।

দ্রব্য একত্র কিম্বা পার্থক্যে নীলাম হইবার কথা।

নীলামের টাকা বাকীর আনওয়ানহইতে অতিরিক্ত হইলে তাহা দ্রব্যাধিকারী পাইবার কথা।

অল্প মূল্য হইলে বাকীদারের অন্য দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম হইবার কথা।

পরগনার কাজী ক্রোক ও নীলামের ফর্দ্দ বিবেচনা করিবার কথা।

নির্দ্ধারিত মতের ব্যতিক্রমে ক্রোকহওয়া দ্রব্য বেচাইলে দণ্ডের কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ২০ ধা।

৫১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার মধ্যে লিখিত যে হুকুম দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিনের দিবসে তাহা বিক্রয় হইবার নিদর্শনে লিখিয়া বাকীদারকে জানাইবার অর্থে আছে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার মধ্যের যে হুকুম দ্রব্য ক্রোক হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবসে তাহা নীলাম হইবার নির্ণয়ে আছে সেইং হুকুম এই ধারাক্রমে রদ হইল। আর ক্রোকী দ্রব্যাদির ফিরিস্তিযুতে যে লিখন লিখিয়া বাকীদারকে দিতে হয় তাহাতে কেবল বাকী টাকার সংখ্যাং যত শীঘ্র নীলামকরা কর্ত্তব্য তাহার মিয়াদ ধার্য্য করিয়া লিখিয়া

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার মধ্যের বাকীদারকে সংবাদ দিবার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার মধ্যের নীলামের মিয়াদ

বিশেষ জানাইবে যে সেই মিয়াদের মধ্যে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী শোধ না দিলে মিয়াদ পূর্ণের দিবসে তাহার ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলাম হইবেক। তাহাতে যদি বাকীদার সে লিখন পাইয়া বাকী টাকা না দেয় কিম্বা শীঘ্র বাকী টাকা দিবার অর্থে ক্রোককরণিয়ার হৃদ্বোধ না জন্মায় অথবা সে বাকীদার পলায় কিম্বা এমতে গাঢাকা হয় যে কোনপ্রকারে সে লিখন তাহার স্থানে না পঁহুছিতে পারে তবে ক্রোককরণিয়ার কর্ত্তব্য যে যে কাজী কিম্বা ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলামের শক্তিমান অন্য যে কেহ নিকটে থাকে তাহার স্থানে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি শীঘ্র নীলাম করিবার কারণ দরখাস্ত পাঠাইয়া দেয়। ও সে দরখাস্তে বাকীর পরিমাণ এবং সে দ্রব্য থাকিবার ঠিকানা লেখে এবং যদি ক্রোককরণিয়া ঐ ১৭ আইনের ১২ ধারাক্রমে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে দ্রব্য উঠাইয়া লইবার বাসনা করে তবে যথায় উঠাইয়া লইবার বাসনা করে তথাকার নাম সেই দরখাস্তে লিখিয়া দেয়। তাহাতে কাজী কিম্বা অন্য যে কেহ সে বিষয়ের ভার রাখে তাহার উচিত যে সে দরখাস্ত পাইলে পর ৩৫ আইনের ৫ ধারার হুকুমমতে এবং নীচের লিখিত বিধিক্রমে কার্য্য করে বাক্যার্থ দ্রব্য ক্রোকের পর ১৫ পনের দিনের দিবসে নীলামের মিয়াদনির্ণয়ের বদলে ঐ ৫ ধারার অপর বিধিদৃষ্টে দ্রব্যের মূল্য ঠাহর করাইয়া যত শীঘ্র তাহা নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহার মিয়াদ ধরিয়া লিখিয়া সে সমচার জানাইবার কারণ হাটের দিন ঢোল পিটায়। ও তাহাতে এমত নিষ্কর্ষ জানায় যে সেই দিনের পর মধ্যে এক হাট বাদে দ্বিতীয় হাটের দিন সে দ্রব্য নীলাম হইবেক। কিন্তু কখন কোন দ্রব্য ক্রোক হইবার দিনহইতে পাঁচ দিন গত না হইলে নীলাম হইতে পারিবেক না। আর কাটা না গিয়াথাকা কোন শস্য কেহ কখন ক্রোক করিলে তাহা ঐ ১৭ আইনের ১৩ ধারার হুকুমমতে কাটাইয়া জড় করাইয়া যাবৎ উপরের লিখনানুসারে ঢোল পিটাইয়া জানান না দেয় তাবৎ তাহা নীলাম হইতে পারিবেক না। ইহাতে ক্রোককরণিয়ার উচিত যে ক্রোকী দ্রব্য শীঘ্র নীলামের কারণ তাহার পূর্ব্বের এই যে দাঁড়া ফেরফার হইতেছে এ জন্যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী ব্যাপরের কিম্বা নিমকপোখ্তানীর ব্যাপারে এলাকাদর কাহার দ্রব্যাদি মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোক করিলে পর সে সমাচার তথাকার কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবপ্রভৃতির স্থানে ঐ ১৭ আইনের ৩১ ধারার লিখনানুসারে যত ঝটিতি পঁহুছাইতে পারে পঁহুছায়। ও সে কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবপ্রভৃতিতে সে সমাচার পাইয়া সে বাকী টাকা আদায় পঁহুছাইতে যত দিন বিলম্ব সম্ভবে তত দিনের মধ্যে সে দ্রব্যাদি নীলাম না করে। এমতে ক্রোক্‌করণিয়ার সাধ্য আছে যে সে সমাচার লিখিয়া মহাজনী কুঠীর সাহেব কিম্বা নিমকমহালের সাহেব অথবা কুঠীর গোমাস্তা কিম্বা নিমকচৌকীর দারোগা ফলতঃ যাহার ব্যাপা

ধার্য্যের হুকুম ফেরফার হইবার কথা।

উত্তরকালে বাকীদারদিগকে যে সমাচার দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

আট্‌কানিয়া নীলামের দরখাস্ত কাজী কিম্বা নীলামের শক্তিমান অন্যের নিকটে পাঠাইবার কথা।

দরখাস্ত পাইলে পর কাজীপ্রভৃতিতে নীলাম করাইবার কথা।

দ্রব্য ক্রোক হইলে পাঁচ দিনেরপর নহিলে তাহা বিক্রয় না হইবার কথা।

ক্ষেত্রে থাকা ফসল ক্রোক হইলে তাহা নীলামে উপরের হুকুম চলিবার কথা।

সরকারের এলাকাদারের দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে সে সমাচার সেই এলাকার সাহেবদিগরকে দিবার ও সে দ্রব্য নীলামে বিলম্ব করিবার কথা।

ঐ সাহেব কিম্বা গোমাস্তা দিগরের নিকটে ঐ লিখনপাঠাইতে পারিবার কথা।

সেই বাকীদার হয় তাঁহার নিকটেই বিহিত বুঝিয়া পাঠাইতে পারে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

৫২। [তর্জ্জমা হয় নাই।]

নিরূপিত মূল্যের সমান মূল্য না পাওয়া গেলে নীলাম মৌকুফ থাকিবার কথা।

৫৩। ক্রোকী জিনিস নীলামহওনের সময় যদি নিরূপণ করা মূল্যেতে কোন ব্যক্তি তাহা খরীদ করিতে না চাহে তবে সেখানকার আইন্দাবাজারের দিবসপর্য্যন্ত নীলাম মৌকুফ থাকিবেক ও সে দিবস নীলামের দস্তুরেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা প্রথম দিবস নীলাম হইলে যে মূল্য পাওয়া যাইতে পারিত তাহাহইতে কম না হইলে সেই মূল্যেতে ঐ জিনিস বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৯ ধা।

নীলামের সাধ্যবানেরা রসুম পাইবার কথা।

৫৪। ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলামের সাধ্যবান কাজীপ্রভৃতিতে দ্রব্য নীলামের ইশ্‌তিহার দিবার ও নীলাম করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারানুসারে তাহার মূল্য ঠাহরিবার খরচের নিমিত্তে ও নিজ বেতনের অর্থে রসুম দ্রব্য নীলামে বিক্রয়মুখে যত টাকা হয় তাহার টাকার প্রতি / এক আনার হারে পাইবেক ও সে রসুম নীলামী টাকায় কর্ত্তন হইয়া অবশিষ্ট যে থাকিবেক তাহা ক্রোকী খরচাসমেত বাকীর মোটে মজুরা পড়িয়া যত অকুলান হয় তাহার দায় সেই বাকীদারের শিরে রহিবেক কিন্তু বাকীদার আপন দেনা দিবাতে কিম্বা অপর কোন হেতুতে যদি নীলাম থামে তবে তাহারা রসুম পাইবেক না। কেবল সে দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে যথার্থ যে খরচ লাগিয়া থাকে তাহাছাড়া অন্য কিছু খরচা সে বাকীদারের স্থানে লওয়া যাইবেক না ইহাতে এই প্রার্থনা যে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের সাধ্যবানেরা এই রসুম পাইবার ভরসায় সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ ভারিত কর্ম্ম বিশিষ্টরূপে করে। আর যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোককার অথবা খরীদার কিম্বা নীলামকার বিরুদ্ধাচরণ কিম্বা কোন অত্যাহিত এতৎকর্ম্মে করে তবে আইনমতে তৎক্ষণাৎ তগীরের যোগ্য হইবেক অধিকন্তু আইনের লিখিত অন্য দণ্ডের এবং উৎপাতগ্রস্তের ক্ষতি পোষাইয়া দিবার দায়েও ঠেকিবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৫ ধা।

ক্রোকের সাধ্যবানেরা নীলামী কর্ম্ম ভালমতে করিবার প্রার্থনার কথা।

বিরুদ্ধাচরণ করিলে দণ্ড হইবার কথা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ ও বিক্রয়ে কাজী বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার শাস্তির কথা।

৫৫। কাজীর কর্ত্তব্য যে দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ ও বিক্রয়করণে কিছু বিরুদ্ধাচরণ না করে যদি করে তবে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে সেই বিরুদ্ধাচরণে বাকীদারের যে ক্ষতি হয় তাহা আদালতের খরচাসমেত জজসাহেব দেওয়াইয়া তাহার বেওরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের এত্তে

াকারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখি
বেন তদ্দৃষ্টে গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সেই কাজীর ত্রুটি
নিশ্চয় জানিলে তাহাকে কজায়ী খেদমৎহইতে তগীরকরণ উচিত
হইলে করিতে হুকুম দিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৩ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ২১ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২১ ধা।

ক্রোকী দ্রব্যাদি খরীদ করিতে ক্রোককারক ও কাজী ও মুকীমদিগেরে বারণের কথা।

৫৬। ক্রোককারক ও কাজী ও মুকীমদিগেরে এই নিষেধ আছে যে ক্রোকী দ্রব্যাদির কোন দ্রব্য চক্রান্তে ও তঞ্চকে আপনারা ক্রয় না করে যদি কোন কাজী কিম্বা মুকীম এই হুকুমের অন্যথায় কার্য্য করে তবে সে দ্রব্য তাহার কর্ত্তাকে ফিরিয়া দেওয়া তাহারদিগের সঙ্গত হইবেক কিম্বা তাহা নষ্ট অথবা অস্থিত হইলে সেই দ্রব্যের আনও য়ানে নিশা দিবেক এবং সেই দ্রব্যের মূল্যের টাকা জব্দ হইয়া বাকীদারের বাকী আদায়ে আসিবেক এবং আদালতের খরচাও তাহারদিগের দেওয়া উচিত হইবেক দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব তাহার বেওরা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে এত্তেলাকারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে লিখিবেন তদ্দৃষ্টে গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সে কাজীকে কজায়ী খেদমৎহইতে তগীতকরণ উচিত জানিলে তাহা করিতে হুকুম দিবেন আর যদি ক্রোককারকদিগের কেহ এই ধারার নিষেধের অন্যথায় কার্য্য করে তবে যে দ্রব্য খরীদ করে তাহা সেই দ্রব্যাধিকারিকে ফিরিয়া দিবেক কিম্বা তাহা নষ্ট অথবা অস্থিত হইয়া থাকিলে তাহার মূল্যের তুল্যের নিশা করিবেক এবং যে বাকীর দাওয়ায় সে দ্রব্য ক্রোক করিয়া থাকে সে দাওয়াও মিথ্যা হইবেক এবং আদালতের খরচাও তাহার দেওয়া উচিত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৪ ধা।
রারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ২২ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২২ ধা।

ক্রোকী দ্রব্যাদি খরীদ করিতে বাকীদারদিগেরে নিষেধের কথা।

৫৭। বাকীদার কিম্বা তাহার পক্ষের কাহাকেও ক্রোকী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আজ্ঞা নাই ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৫ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ ২৩। ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২৩ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২৬ ধারার লিখিত দাঁড়ার পরিবর্ত্তে ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের টাকা উসুলের অর্থে

৫৮। কর্ত্তব্য যে ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের সময়ে তাহার মূল্যের টাকা নগদ লওয়া যায় এবং খরীদার তাহার টাকা না দিয়া কোন দ্রব্য উঠাইয়া লইতে না পারে ইহাতে যে দিন নীলাম হয় তাহার পর দিনহইতে পাঁচ দিনের মধ্যে যদি খরীদার দ্রব্যের মূল্য আদায় না হইয়া থাকে তত দ্রব্য পুনরায় কাজীর মারফতে সে যে দিনাবধারণ করে সেই দিনে যে রূপে হইতে পারে সেই রূপেই নীলাম হইবেক আর যদি মূল্যের টাকা কিছুই না দেয় তবে সমস্ত দ্রব্যই পুন

যে সকল দাঁড়া ধার্য্য হইল তাহার কথা।

র্ব্বার নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক এবং সেই প্রথম খরীদার প্রথম নীলামের মূল্যটাকার শত তঙ্কায় ১০ টাকার হারে এবং তদ্ভিন্ন যে ক্ষতি প্রথম নীলামের মূল্যের উপর দ্বিতীয় নীলামে হয় তাহা সেই দ্বিতীয় নীলামের খরচাসমেত সেই বাকীদারকে দিবেক আর দ্বিতীয় নীলামে লাভ হইলে সে লাভের টাকাও বাকীদারের হিসাবে মুজরা হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৭ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ২৪ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ২৪ ধা।

৯ ধারা।

ক্রোকী ব্যাপার বিষয়ে মোকদ্দমা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের নির্ণীত মতে সরাসরী বিচারের কথা।

৫৯। এই আইনের হুকুমানুসারে যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে সরাসরীমতে হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২০ ধা।

মোকদ্দমার কাগজ কৈফিয়ৎ তলবের অর্থে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৬০। উপরের উক্ত মোকদ্দমাসকলের বিচারহওনেতে বিলম্ব না হওনের নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে ঐ২ মত প্রত্যেক মোকদ্দমা উপস্থিত হইবামাত্র ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে তাহার কাগজপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকটে কৈফিয়ৎ তলবের অর্থে পাঠান যায় ইতি। ১৮১২ সা। ৫ আ। ২১ ধা।

নিরূপিত সময়ে কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে কৈফিয়ৎ তলব করিবার কথা।

৬১। কালেক্টর সাহেবেরা উপরের উক্ত কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে বিলম্ব না করেন এ বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের প্রবোধহওনার্থে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের উচিত যে আপনারদিগের তাবে কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে ঐ কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের শরেওয়ার কৈফিয়ৎ নিরূপিত সময়েতে তলব করিতে থাকেন্ ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২২ ধা।

সরাসরী বিচারেতে যাহারা অসম্মত হয় তাহারা পুনর্ব্বার আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৬২। উভয় বিবাদির মধ্যে কোন ব্যক্তি সরাসরী বিচারের নিষ্পত্তিতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হইলে তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে এক্ষণকার চলিত আইনের নির্ণীতমতে সরাসরীভিন্ন অন্যপ্রকারে মোকদ্দমার বিচার ও সমুদয় বৃত্তান্তের যথার্থ তদন্তহওনার্থে পুনর্ব্বার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২৩ ধা।

যে সকল লোক আপনারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক ও বি

৬৩। যাহারা বাকীর দায়ে আপনারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ে আপনারদিগের উৎপাতগ্রস্ত মানে তাহারা এই আইনেরসকল হুকুমদৃষ্টে ক্রোককারক দিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ

করিতে কোন প্রকারে আপনারদিগেরে নিরাশ ও নিবারিত না জানে। এবং সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারপ্রভৃতি যাহারদিগের ক্রোককরণের ক্ষমতা আছে তাহার কোন ব্যক্তিও এমত অনুমান না করে যে আপন তাবের কটকিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজাদিগের শিরের বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে তাহারদিগের মালজামিনদিগের যে সকল দ্রব্যাদি এই আইনের মতে ক্রোক ও বিক্রয় হইতে পারে তাহা আপনি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে না চাহিলে তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে নিবারিত হইয়াছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩৩ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ৩১ ধা।

ক্রয়ের কারণে আপনারদিগেরে উৎপাতগ্রস্ত জানে তাহারা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে শক্ত হইবার কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি বাকী টাকা উসুলের কারণ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে শক্ত হইবার কথা।

৬৪। দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের জজসাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৩৪ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে ঐ ৩৪ ধারামতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলের বিচার অন্যং মোকদ্দমার অগ্রে করেন্ আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২২ ধারানুসারে হুকুম আছে যে মোকররী জমার ও সরকারী মাল গুজারীর সংক্রান্ত মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে বৈঠকের কারণ সপ্তাহের মধ্যে বিহিত বুঝিয়া দিনেক দুই দিন কিম্বা ততোধিক দিন নির্দ্ধার্য্য করেন্। এইক্ষণে হুকুম হইতেছে যে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা ও রেজিষ্টরসাহেবেরাও এমত মোকদ্দমাসকলের আপীল মফঃসল আপীল আদালতসকলে হইলে তথাকার জজসাহেবেরাও যথাসাধ্য উপরের লিখিত হুকুমের মতাচরণ করিবেন। এবং ঐ ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরেরাও তাহারদিগের বিচার্য্য মালগুজারীর বাকীর মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি তাহারদিগের স্থানে উপস্থিতথাকা অপর যাবদীয় মোকদ্দমার আগে করিবেক। এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানিবেক যে ক্রোক থাকিবার কালে কোন সম্পত্তির কিছু হানি ও অপচয় দর্শিলে তাহার অধিকারী সে দাওয়ার নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিতে পারিবার নিরূপণে এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরাও বাকী আদায়ের কারণ বাকীদারদিগের কিম্বা তাহারদিগের মালজামিনদিগের দ্রব্যাদি নিজে ক্রোক না করিয়া তন্নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করা বিহিত জানিলে তথায় নালিশ করিতে পারিবার নিদর্শনে যে হুকুম ঐ ১৭ আইনের ৩৩ ধারায় আছে সে হুকুমের মতে ঐ ৪০ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের নিকটে মুনসিফী ভারক্রমে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ মালগুজারীর বাকীর মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে কিম্বা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা সেমত মোকদ্দমা বিচারার্থে তাহারদিগের নিকটে পাঠাইলে তাহারদিগকেও সে মোকদ্দমার বিচার করিতে নিষেধ ছিল না ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৩ ধা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ১৩ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৩৪ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২২ ধারামতে চলিতে হইবার কথা।

দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের সাহেবেরদের ও কমিস্যনরদিগের মালগুজারীর বাকীর মোকদ্দমাসকলের বিচার অন্যং মোকদ্দমার আগে করিতে হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৩৩ ধারাক্রমে ৫০ টাকার অনূর্দ্ধ রাজস্ব বাকীর মোকদ্দমার বিচার কমিস্যনরেরদের করিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।

৬৫। [তর্জ্জমা হয় নাই]

এই আইনের মতের যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি অন্য২ মোকদ্দমার অগ্রে করিবার কথা।

৬৬। সকল দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের স্থানে এই আইনের মতে যে সকল মোকদ্দমার নালিশ উপস্থিত হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সেই সাহেবেরা সেই সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আদালতে উপস্থিতহওয়া অন্য২ মোকদ্দমার অগ্রে করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩৪ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ৪৫ আ। ৩২ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৮ আ। ৩১ ধা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে সকল মুনসেফ নিযুক্ত হইবেক তাহারা অন্যায়েতে হওয়া ক্রোকের বিষয়ে ক্ষতির দাওয়ার নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

মুনসেফের দ্বারা ক্ষতির মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে যে সকল নিষেধ আছে তাহা এমত নালিশে না খাটিবার কথা।

৬৭। মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যে২ নালিশ জাবেতামতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে যে ক্ষমতা মুনসেফেরা এক্ষণে রাখে তাহার অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে সকল মুনসেফ কোন২ জিলায় নিযুক্ত হইবেক তাহারদের ক্ষমতা আছে যে পেটাও রাইয়ত কি অন্য ব্যক্তিরা আপনারদিগের মালের ক্রোক এবং কয়েদ নিবারণের ইচ্ছা করিয়া নালিশ করিলে কিম্বা ঐ ক্রোক ও কয়েদের নিমিত্তে ক্ষতির দাওয়া করিলে ঐমত দাওয়া গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারায় কিম্বা অন্য কোন আইনে মুনসেফের প্রতি ক্ষতির মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে নিষেধ আছে তাহা এমত নালিশে খাটিবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১১।

১০ ধারা।

ক্রোককরণিয়ারদিগকে পোলীসের দারোগা যে সহায়তা করিবে তাহা।

এই প্রকরণের লিখিত ধারার লিখিত কোন২ কথা শুধরা যাওনের কথা।

৬৮। জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৮ ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলকরণের কারণ মালআমওয়াল ক্রোককরণিয়াদিগের সহায়তা করিবার নিমিত্তে পোলীসের দারোগাদিগকে ক্ষমতা দেওনের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ধারাতে ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ও ১৯ ধারাতে যে সকল হুকুম লেখা যায় তাহা নীচের লিখনক্রমে শুধরণের যোগ্য হইল ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৭ ধা। ১ প্র।

বাকীদারেরা বাকী পাওনিয়ার সঙ্গে বরাবরী করিলে কি করিবার অনুমান হইলে হুকুম

৬৯। জমীদারদিগের ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের সরবরাহকারদিগের কিম্বা এক্ষণকার চলিত আইনের মতে অন্য যে২ ব্যক্তিকে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ বাকীদারদিগের মাল আমওয়াল ক্রোককরণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি ঐ ক্ষমতার কার্য্য এতাবতা ক্রোককরণেতে

কিম্বা ক্রোককরা বস্তু হেফাজাতে রাখণেতে বাকীদারেরা তাহারদিগের সহিত বরাবরী করে কিম্বা করিবেক এমত বোধ হয় তবে যে দারোগার থানার অধিকারের সরহদ্দে ইহা হয় তাহার নিকটে এক আরজী ক্রোককরণের কি ক্রোককরা মাল হেফাজাতে রাখণের সহায়তা করিবার অর্থে এ কথা লিখিয়া দেয় যে ক্রোককরণের সময়ে বরাবরী হইয়াছে কি তাহা হইবেক বোধ হইতেছে ও আরজীদেও নিয়া হলফ কি হলফনামানুসারে আরজীর লিখিত বৃত্তান্ত সত্য জানাইলে দারোগার কর্ত্তব্য যে এক জন মজকুরী পেয়াদাকে এই আইনের শেষের লিখিত ২০ নম্বরের শরওয়ামতে লেখা এক হুকুমনামা আপন দস্তখৎ ও থানার মোহরযুক্ত দিয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৭ ধা। ২ প্র।

নামা পাঠান যাইবার কথা।

২০ বিংশতিতম নম্বর।

ক্রোককরণিয়ার সহকারিতা করিতে যে মজকুরী পেয়াদা তৈনাৎ হয় তাহার স্থানে যে হুকুমনামা দেওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

অমুক ক্রোককরণিয়া কি অমুক সরবরাহকার হলফ করিয়া জাহির করিলেক যে অমুক বাকীদার কি তাহার মালজামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকী পাওনা এত টাকা উসুল হওনের নিমিত্তে তাহার অমুক দ্রব্য ক্রোককরা আবশ্যক হইয়াছে ও তাহা করণেতে বরাবরী ও প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে কিম্বা মাতবর হেতুতে বোধ হইতেছে যে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা করিবেক একারণ থানাহইতে অমুক বাকীদারের কি তাহার মালজামিনের অমুক দ্রব্য ক্রোক করণের সহকারিতার নিমিত্তে মজকুরী পেয়াদা তৈনাৎ হইল অতএব বাকীদার অমুককে কিম্বা তাহার মালজামিন অমুককে জানান যাইতেছে যে যদি সে দাওয়া সত্যহওনের বিষয়ে কোন ওজর রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার হুকুমমতে জিলার জজসাহেবের কিম্বা কালেকটর সাহেবের অথবা পরগনার কাজীজি মুনসেফের নিকটে দরখাস্ত দাখিল করে কিন্তু ইহার মধ্যে তাহার দাওয়ার টাকা দিতে কিম্বা আপন দ্রব্যবিনা হঙ্গামা ফসাদ ও মোজাহেমীকরণে ক্রোক করিতে দিতে হইবেক ও যদি ইহার অন্যমত করে তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেব এক্ষণকার চলিত আইন মতে তাহার যে শাস্তি উপযুক্ত বুঝেন তাহা পাওনের যোগ্য হইবেক।—১৮১৭ সা। ২০ আইনের আপেণ্ডিক্স।

৭০। মজকুরী পেয়াদার আবশ্যক যে উপরের লিখিত হুকুমনামা বাকীদারকে দেখায় ও বাকীদারের তরফহইতে বরাবরী কি হঙ্গামা ও ফসাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে যেং তদবীর ও উপায় করা আবশ্যক হয় যথাসাধ্য তাহা করে ও বাকীদার যাবৎ বাকী টাকা না দেয় তাবৎ এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে ক্রোককরণিয়াকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই ক্ষমতামতে কার্য্যকরণেতে তাহার সহায়তা করে এবং মজকুরী পেয়াদার আবশ্যক যে ক্রোককরণিয়ার ভাবগতিক ও ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখে কেননা জজসাহেব ও মাজি

যে পেয়াদাকে পাঠান যায় সে ক্রোককরণিয়ার ক্রিয়া ও আচরণ দেখিবার কথা।

ষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে তাহার জোবানবন্দীর আবশ্যক হইলে তাহা করাইয়া দিতে পারে ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৭ ধা। ৩ প্র।

যে পেয়াদাকে পাঠান যায় তাহার সঙ্গে বরাবরী হইলে থানার দারোগা কি মুহরির কি জমাদার তাহার মদদ করিতে যাইবার কথা।

থানার কেবল দারোগা কি মুহরির কি জমাদারের বাটীর ভিতর তালাশ করিতে হইবার কথা।

৭১। যদি উপরের লিখিত হুকুমমতে পাঠান কোন পেয়াদা থানার দারোগার নিকটে এমত জোবানবন্দী লেখাইয়া দেয় যে কর্ম্মের নির্ব্বাহকরণেতে বরাবরী উপস্থিত হইয়াছে কিম্বা ক্রোককরণিয়ার দরখাস্ত হুলফের অনুসারে যে দারোগার নিকটে দাখিল হইয়া থাকে সেই দারোগা ইহা জানিতে পায় যে দাঙ্গা ফসাদ হইবার মত বরাবরী হইয়াছে কিম্বা হইবেক তবে দারোগার কর্ত্তব্য যে সহায়তা করিবার ও হাঙ্গামা ফসাদহওনের নিবারণকরণের নিমিত্তে আপনি সরেজমীনে যায় অথবা থানার মুহরির কি জমাদারকে পাঠাইয়া দেয় এবং দারোগার আবশ্যক যে যদি কোন ক্রোককরণিয়া এক্ষণকার চলিত আইনের মতে পাওয়া ক্ষমতাক্রমে বাকীদারের ক্রোককরণের উপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী যে বাটীতে ছাপান থাকে তাহার সদর দরওয়াজা কি ভিতরকার দরওয়াজা খানা তালাশীর নিমিত্তে ভাঙ্গিতে কি জোর করিয়া খুলিতে চাহে তবে তাহার সহায়তা করিতে আপনি সরে জমীনে যায় অথবা থানার মুহরি কি জমাদারকে পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৭ ধা। ৪ প্র।

মতনের লিখিত প্রকার ব্যতিরেকে থানার বরকন্দাজ লোক ক্রোককরণিয়াদিগের সহায়তা করিতে নিযুক্ত না হইবার কথা।

৭২। পোলীসের থানার বরকন্দাজ লোক মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে ক্রোককরণিয়াদিগের সহায়তা করিবার জন্যে নিযুক্ত হইবেক না কিন্তু যদি উপরের লিখিত হুকুমমতে থানার দারোগা কি মুহরির কি জমাদার সরেজমীনে যায় তবে তাহারদিগের তাবে থাকিয়া সহায়তা করিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৭ ধা। ৫ প্র।

জমীদার ও নীলের চাসকরণিয়া কি অন্য প্রজা কি অন্য ব্যক্তিকে পায় হাড়ি কি আর কিছু দিয়া কয়েদ রাখিতে বারণহওনের কথা।

৭৩। জমীদার ও ইজারদার ও সরবরাহকারদিগকে ও নীলের চাসকরণিয়া লোককে ও অন্য২ ব্যক্তিরদিগকে নিষেধ করা যাইতেছে যে তাহারদিগের নিকটে কোন বাবতে দেনদার থাকা কোন প্রজা কি অন্য কোন ব্যক্তিকে পায় হাড়ি কি আর কিছু দিয়া কয়েদ না রাখে ও পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে যদি তাহারদিগের কোন প্রকারে এই হুকুমের অন্যথাচরণ করণের সম্বাদ পায় তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে ঐ সাহেবের হুজুরহইতে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে ও এক্ষণকার চলিত আইনের মতে উপযুক্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে এবিষয়ের রিপোর্ট করে ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৭ ধা। ৬ প্র।

যে পেয়াদা সরকারের মাহিয়ানা না পায় ও ক্রোক

৭৪। যে পেয়াদা সরকারহইতে মাহিয়ানা না পায় এতাবতা কোন মজকুরী পেয়াদা যদি এই আইনের লিখনমতে পোলীসের কোন দারোগার হুকুমে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তবে তাহাকে যে

ব্যক্তির কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত করা যায় তাহার স্থানহইতে প্রতিদিন ২ দুই আনা হিসাবে তলবানা অর্থাৎ রোজ দেওয়ান যাইবেক ও পোলীসের কোন দারোগা মজকুরী পেয়াদার মারফতে কোন হুকুমনামা ঐ পেয়াদা যে ব্যক্তির কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইবেক তাহার স্থানে পেশ্‌গী অর্থাৎ আগামী উপরের লিখিত হিসাবে তলবানার যত টাকা আন্দাজী মোট হয় তাহা না লইয়া পাঠাইতে পারিবেক না ও পোলীসের দারোগারা এ বিষয়ে পুরা খবরদারী করিবেক যে কোন মজকুরী পেয়াদা সে যে ব্যক্তির কর্ম্মের নিমিত্তে নিযুক্ত হয় তাহার স্থানে চক্রান্তে কি স্পষ্টক্রমে উপরের নিরূপিত তলবানা সেওয়ায় আর কিছু তলবানা কি ইনাম না লয় ও না চাহে এবং যদি তাহারা ঐ পেয়াদার কোন প্রকারে এই হুকুমের অন্যমতকরণের সম্বাদ পায় তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে তাহার রিপোর্ট করিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ২৭ ধা। ৭ প্র।

করণিয়ার মদদ করিতে মোকরর হয় তাহার তলবানা নিরূপণ হওনের কথা।

১১ ধারা।

ক্রোককরণিয়ার নামে অযথা নালিশকরণের দণ্ড।

৭৫। প্রায় সর্ব্বদাই মালগুজারেরা আপনারদিগের দুব্য ক্রোককরণিয়ার নামে এবং তহসীলের আমলার নামে ফৌজদারী আদালতে মিথ্যা নালিশ করে এবং তাহারদিগের যে কেহ যে মোকদ্দমার কিছু জানে না তাহাকেও সে মোকদ্দমায় সাক্ষী মানে তাহার কারণ এই যে সেই লট্‌খটিতে তহসীলের কার্য্যের ভণ্ডুল হয় ও গৌণ পড়ে অতএব এরূপ অবিহিত কর্ম্ম কখন না হইতে পারিবার ও ইহা করণিয়ার শাস্তি হইবার নিমিত্তে আইনমতে যত উপায় হইতে পারে তাহাই আদালতে করা কর্ত্তব্য। আর যে সময়ে এ প্রকার অসঙ্গত মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের স্থানে পঁহুছে সে সময়ে তাঁহার উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১০ ধারার হুকুমের মতাচরণ যথাশক্তি করেন্। আর যদি জমিদারীওগয়রহের তহসীলের সংক্রান্ত কোন আমলাকে অকারণে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে তলব করা যায় তবে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারাক্রমে তাহার সমুদয় খরচ যাহার দরখাস্তে তাহার তলব হইয়া থাকে সে লোকের স্থান হইতে দেওয়ান্ অধিকন্তু হুকুম আছে যে যদি কেহ চপলতাক্রমে কিম্বা বিনাবিশিষ্ট হেতুতে জমিদারের কিম্বা তালুকদারের অথবা অন্য ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের পক্ষের তহসীলের সংক্রান্ত প্রধানাদি কোন আমলাকে দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতে তলব করায় ও তাহাকে অযথা তলব করাইবাতে ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালগুজারীতে কিছু ভণ্ডুল কিম্বা অপর ক্ষতি হয় তবে যে কেহ তাহাকে তলব করাইয়া থাকে তাহার নামে সেই ক্ষতির দাওয়া হইতে পারে ও তাহা দেওয়ানী আদালতে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যন

তহসীলের আমলারনামে কেহ অযথা নালিশ করিলে কিম্বা সাক্ষ্য দিবার জন্যে বৃথা তলব ধরাইলে তাহার শাস্তি আদালতে হইবার সময়ের কথা।

ঐ সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালে ৯ আইনের ১০ ধারা ও ৪ আইনের ৬ ধারামতে কার্য্য করিবার কথা।

কেহ তহসীলের আমলাকে অকারণে তলব করাইলে নোকসান ও খরচার দায়ে ঠেকিবার কথা।

রদিগের বিচার্য্য সে মোকদ্দমা হইলে তাহারদিগের নিকটে প্রমাণ পূর্ব্বক অন্যায়গ্রস্ত আপন ক্ষতির নিশা খরচাসুদ্ধা সেই তলবকরণিয়ার স্থানহইতে পাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১২ ধা।

বারাণস ১৮০০ সা। ৫ আ। ১২ ধা।

১০ অধ্যায়।

আদালতের ডিক্রীক্রমে নীলামে ভূমি বিক্রয়করণ।

১ ধারা।

বিক্রয়ের সাধারণ বিধি।

১। যে কালে আদালতের ডিক্রীক্রমে সরকারের করসম্পর্কীয় কোন ভূমি নীলামে বিক্রয় করিতে হয় সে কালে যে আদালতের জজসাহেবের মারফতে সে ডিক্রী জারী করিতে হয় সেই আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার রোয়দাদ ছাড়িয়া কেবল ডিক্রীর হুকুমের নকল তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাসমেত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ২ ধা।
বারাণস। ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ২ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৫ আ। ১৬ ধা।

আদালতের ডিক্রীক্রমে সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবার কালে সেই ডিক্রীর হুকুমের নকল তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাসমেত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার কথা।

২। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যত ত্বরাতে পারেন্ ভূমির মধ্যের যাহাবিক্রয় হইলে ডিক্রীর মত্তাচরণ হয় তাহা নীলামে বিক্রয় করান্ ও সে ভূমির অধিকারির হিতার্থে কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের সমক্ষে কিম্বা যে জিলার মোতালকে সে ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের স্থানে সেই নীলাম হয়। আর এই আইনের হুকুমমাফিক আপনারা যে ক্ষমতা রাখেন্ তদনুসারে যে কালে কোন ভূমি নীলাম করাইতে হয় সে কালে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহদুর কৌন্সেলের হজুরে তাহার বিহিত বিধানের নিমিত্ত সমাচার করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৩ ধা।
বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ৩ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৬ আ। ১৭ ধা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যত ত্বরাতে ভূমি নীলাম করাইতে পারেন তাহা করাইবার কথা।
ভূমি নীলামকরাইবার সংবাদ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে বিহিত বিধানার্থে দিবার কথা।

৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ২০ আইনের এবং ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের কি চলিত অন্য যে কোন আইনের যেং কথাক্রমে এ হুকুম আছে যে আদালতের ডিক্রীর মত্তাচরণার্থে ভূমি নীলাম করিতে হইলে তাহা সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর কিম্বা সরকারের রাজস্বের সিরিশ্তা

আদালতের ডিক্রীর মত্তাচরণকরণার্থে ভূমি নীলাম করিবার বিষয়ে চলিত আইনের

কোন২ হুকুমের অর্থ সুস্পষ্টকরণের ও তাহা শুধরণের কথা।

সম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা করা যায় ঐ২ হুকুম এই প্রকরণের দ্বারা নীচের লিখনক্রমে সুস্পষ্ট করা ও শুধরা যাইতেছে ইতি।— ১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিকটে সম্বাদ দেওনবিনা ভূমি নীলাম হইতে না পারিলে আদালতের সাহেবেরা যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৪। আদালতের ডিক্রী কি অন্য নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার কারণ ভূমি নীলামকরণের আবশ্যক হইলে এবং যে জন ঐ ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির টাকা উসুলকরণের প্রার্থনা করে ঐ জন নীলাম করা যাইবার নিমিত্তে যে২ ভূমি দেখায় ঐ২ ভূমি যদি এ প্রকার হয় যে ঐ ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের সাহেবেরা সরকারের মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিকটে সমাচার দেওনব্যতিরেকে নীলাম করিতে পারেন্ না তবে ঐ ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণকরা যে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য ঐ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ২০ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের হুকুমমত ঐ ডিক্রী কি নিষ্পত্তিপত্রের নকল ও তরজমা তৎস্থানের বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ সময়ে ঐ ডিক্রী কি অন্য নিষ্পত্তি যে জনের টাকা পাইবার অর্থে হইয়া থাকে সেই জন যে লোক কি লোকদিগের স্থানে ঐ টাকা পাইবেক তাহার কি তাহারদের অধিকৃত যে২ ভূমি দেখাইয়া দিবেক তাহার বেওরা লিখিয়া ঐ বোর্ডে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

নীলাম করিতে হইবার ভূমির জিলার কালেক্টর সাহেবকে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নীলামের নিমিত্তে যত ভূমি উপযুক্ত বোধ হয় তাহা স্থির করিতে হুকুম দিবার কথা।

৫। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক উপরের উক্ত পত্র পাইলে উপরের লিখিত আইনের হুকুমমত কার্য্য করিবেন এবং যে২ ভূমি নীলাম করিতে হয় তাহা যে জিলার মধ্যগত হয় সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ প্রকারে পাওয়া বেওরাপত্রের নকল পাঠাইবেন এবং ঐ ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ বেওরাপত্রের লিখিত যে২ ভূমি নীলাম করা উপযুক্ত বোধ হয় এবং ঐ টাকা উসুল হইতে কুলায় এমত কোন২ ভূমি নীলাম করিবার নিমিত্তে বাচনি করিতে ঐ কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

নীলামের ইশ্‌তিহারনামা যে২ স্থানে লট্‌কান যাইবেক তাহার ও তাহার পাঠের কথা।

৬। কর্ত্তব্য যে ভূমি নীলাম হইবার পূর্ব্বে ইশ্‌তিহারনামা দেওয়া যায় ইহাতে যদি সমুদয় ভূমি নীলাম হয় তবে তাহার একজাই জমা অথবা কিসমৎওয়ারীক্রমে বিক্রয় হইলে কিসমৎওয়ারী জমা ইশ্‌তিহারনামায় লেখা রহে এবং যে স্থানে নীলাম হইবেক সেই স্থানের নির্ণয় ও নীলাম হইবার তারিখ ও বার ও সময় তাহাতে লেখা যায় আর যে সন ভূমি নীলাম হয় সে সনের বাকী মালগুজারী যাহা খরীদারের দেওয়া উচিত হইবেক তাহাও সেই ইশ্‌তিহারনামায় লেখা থাকে কিন্তু যদি সেই মালগুজারীর সংখ্যা স্থির না হইতে পারে তবে তাহার সংখ্যা যেমতে হইবেক তাহা ইশ্‌তিহারনা

মায় লেখা রহে ইহাতে ইশ্‌তিহারনামা ভূমি সুবে বাঙ্গালা কিম্বা সুবে উড়িষ্যায় থাকিলে পারসী ও বাঙ্গালা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখা গিয়া জিলার দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে ও কালেক্টর সাহেবের দফ্তরখানায় ও সেই অধিকারভূমির মধ্যের প্রধান গ্রামে ও বোর্ড রেবিনিউর সকরটরীর দফ্তরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কান যায়। এবং নীলামের পূর্ব্বে এক মাসের কম না হয় এমত কাল থাকিতে ঐ সকল স্থানে ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান যায় আর ১৩ ত্রয়োদশ ও ১৪ চতুর্দ্দশ ধারাক্রমে ও অপর যে নিয়মের ধার্য্য হয় তদনুসারে নীলামের কটের বেওরা ফর্দ্দ নীলামের দিবসে বরং তাহার তিন দিন পূর্ব্বে নীলামের মোকামে সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কান যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১২ ধা।

নীলাম হইবার স্থানে তাহার অন্য নিয়মের ইশ্‌তিহার লট্‌কান যাইবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১২ ধা।

৭। যে ভূম্যাদি নীলামকরণের প্রয়োজন হয় তাহার উপর কালেক্টর সাহেবের নিকটে কোন দাওয়া কিম্বা আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তিপত্রের লিখিত টাকার দায়ি জনের কি জনেরদের ঐ ভূম্যাদিতে অধিকার নাহি সুতরাং তাহা ঐ টাকা উসুলের নিমিত্তে নীলামের যোগ্য নহে এইরূপ প্রতিবন্ধকতার দরখাস্ত উপস্থিত হইলে যে আদালতের সাহেব ঐ ভূম্যাদি নীলাম করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে হুকুম পাঠাইয়া থাকেন্ সেই আদালতের সাহেবের নিকটে ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ দাওয়ার কি প্রতিবন্ধকতার এবং ঐ বিষয়ে যাহাং আপন সিরিশ্‌তায় লেখা থাকে তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠাইবেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে যেং হুকুম পাওয়া যায় তদনুসারে ঐ নীলামের কার্য্য করিবেন অথবা না করিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

নীলামের বিষয়ে কোন দাওয়া কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেব আদালতের সাহেবের নিকটে ঐ দাওয়া কি প্রতিবন্ধকের বেওরা লিখিয়া পাঠাইবার ও তাহার উত্তর পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৮। উপরের প্রকরণানুসারে আদালতের কোন ডিক্রী কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণ যে আদালতহইতে হয় সেই আদালতের সাহেবের নিকটে ঐ ভূম্যাদির বিষয়ে হওয়া কোন দাওয়ার কি প্রতিবন্ধকতার দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে পাঠান গেলে কিম্বা আদালতের হুকুমমতাচরণার্থে যে ভূম্যাদি নীলামকরণের প্রয়োজন হয় তাহার বিষয়ে যে জজ কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেব তাহা নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্ সেই সাহেবের নিকটে কোন দাওয়াদার দাওয়া দরপেশ করিলে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণে ঐ দাওয়া সত্য হওয়া না হওয়ার ও তাহার কোন হেতু থাকা না থাকার সরাসরী বিবেচনা করিবেন এবং আবশ্যক বোধ হইলে ঐ বিবেচনা করা পূর্ণ না হওনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম করিতে বিলম্ব করিবার হুকুম কালেক্টর সাহেবকে দিবেন কিন্তু কালেক্টর সাহেবের ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার দেওনের পর উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে ঐ দা

নীলামের হুকুম হওয়া ভূমির বিষয়ে কোন দাওয়া কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওনের কথা কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে পাঠান গেলে জজ ইত্যাদি সাহেব তাহার সরাসরী বিবেচনা করিবার এবং আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেবকে ঐ ভূমি নীলামে বিলম্ব করি

১৫। [তর্জমা হয় নাই।]

ভূমি ক্রোক ও নীলামের খরচা ভূম্যধিকারির শিরে পড়িবার কথা।

১৬। ভূমি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে যে খরচা হয় তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে ভূম্যধিকারির শিরে পড়িয়া তাহা সে ভূমির তহসীলের অন্দরে কর্ত্তন হইবেক ও তাহাতে আদায় না হইতে পারিলে সে ভূমি বিক্রয়ের মূল্যহইতে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৬ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ৬ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৬ আ। ২০ ধা।

ভূম্যধিকারিরা তাহারদিগের ভূমির এতমামদার আমীনের জমা খরচের রুজু লিখিবার কারণ আপনারদিগের তরফ আমলা নিযুক্ত করিবার কথা।

আমীন যে মতে তহসীল করিবেক তাহার কথা।

১৭। যে ভূমির ক্রোক ও এতমামে আমীন নিযুক্ত হয় সে ভূমির অধিকারির কর্ত্তব্য যে আপন তরফ জনেক আমলাকে সেই এতমামদার আমীনের জমা খরচের রুজু লিখিতে প্রবৃত্ত করে। আর সেই আমীনের কর্ত্তব্য যে সে ভূমির অধিকারির সহিত তাহার তাবের কট্‌কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্রজাদিগের যে করারদাদ থাকে সেই করারদাদ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনক্রমে হউক কি না হউক তথাচ তদনুসারে তাহারদিগের স্থানে মালগুজারী তহসীল করে তাহার অধিক না লয় তাহাতে যদি অতিক্রম করে তবে সে কারণে সেই আমীনের নামে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক আর যদি সেই ভূম্যধিকারির সহিত তাহার তাবের কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা শামিলাৎ তালুকদার অথবা প্রজার কিছু করারদাদ না হইয়া থাকে তবে কর্ত্তব্য যে তাহার স্থানে মালগুজারী সেই পরগনার শরেমাফিক তহসীল করা যায় ইহাতে যদি সেই আমীন সেই ভূমির এতমামদার থাকিতে সে ভূমির কিছু খাজানা তসরুপ কিম্বা বিষয়ান্তরে কিছু ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সে জন্য তাহার নামে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা কট্‌কিনার ইজারদার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে শক্ত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৭ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ৭ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৬ আ। ২১ ধা।

আমীনের প্রতি নীলাম হইবার ভূমি ক্রোকের যে হুকুম আছে তাহা সে ভূমির এতমামের ভার তহসীলদারপ্রভৃতি আমলাকে হইলেও তাহার প্রতি বহাল রহিবার কথা।

১৮। নীলাম হইবার ভূমি ক্রোকের এতমামদার আমীনের প্রতি যে সকল হুকুম উপরের ধারায় লেখা গেল ঐ মত ভূমির এতমামে তহসীলদারপ্রভৃতির যে আমলা নিযুক্ত হইবেক তাহার প্রতিও সেই সকল হুকুম বহাল থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৮ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ৮ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৬ আ। ২২ ধা।

নীলাম হইবার

১৯। নীলাম হইবার ভূমি ক্রোকের কারণ বোর্ড রেবিউনির

সাহেবদিগের হুকুমে কালেক্টর সাহেব এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারা ক্রমে যে কোন এতমামদার আমীন কিম্বা আপন তরফ অন্য আম লাকে নিযুক্ত করেন্ তাহারদিগের কাহারো সহিত যদি সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা সেই ভূমি ইজারা দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহার ইজারদার অথবা তাহার জামিনদার আপনি জোর করে কিম্বা অন্যের মারফতে করায় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা জামিনদার জোর করিলে কিম্বা করাইলে তাহার প্রতি কালেক্টর সাহেব যে মতাচরণ করিয়া থাকেন্ ঐ ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা জামিনদারের প্রতিও সেই মতাচরণ করিবেন তদ্ভিন্ন কেহ এই ধারাক্রমে অপরাধ করিলেও তাহার সমুচিত জামিনদারের উপর নালিশ হইলে তাহার সমুচিত যে মত হয় সেইমত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৯ ধা।

ভূমি ক্রোকের কারণ কোন আমলা নিযুক্ত হইলে তাহার সহিত কেহ জোর করিলে কিম্বা করাইলে তাঁহার যে মত শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ৯ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৬ আ। ২৩ ধা।

৩ ধারা।

যে ভূমি নীলামে বিক্রয়হওনের হুকুম হয় তাহার জমা নির্দ্ধার্য্যকরণ।

২০। যে কালে সরকারের করসম্পর্কীয় কোন ভূমির কিছু অংশ নীলামে বিক্রয় হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার মোকররী জমার ধার্য্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারা ক্রমে হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৪ ধা।

ভূমির অংশ নীলামে বিক্রয় হইলে তাহার মোকররী জমার ধার্য্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে হইবার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ৪ ধা।
দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৯ আ। ১৮ ধা।

২১। যে কালে কোন ভূমি নীলামে বিক্রয়ের হুকুম হয় সে কালে কালেক্টর সাহেবের মোহর ও দস্তখতে এক হুকুমনামা পাইলে সেই ভূমির অধিকারী কিম্বা সে ভূমি ইজারা দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহার ইজারদারের কর্ত্তব্য যে আপনি কালেক্টর সাহেবের নিযুক্ত করা সে ভূমি ক্রোকের এতমামদার আমীন কিম্বা অন্য আমলার নিকটে রুজু হয় অথবা আপন তরফ জনেক ওয়াকিফকার এমত গোমাস্তাকে রুজু করে যে তাহাহইতে সে ভূমির মোতালক সকল কার্য্যের সরবরাহহওনে কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ অর্থাৎ খাতিরজমা হয় ও তাহারা সেই ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় হয় তাহার জমা খরচ ও জমাওয়াসীলবাকীওগয়রহ কাগজপত্র ঐ আমীনপ্রভৃতির নিকটে দাখিল করে এইহেতুক যে সেই কাগজ দৃষ্টে সেই বিক্রীত ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য করা যায় ইহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার এ হুকুম না মানিয়া আপনি কিম্বা আপনার তরফ ওয়াকিফকার গোমাস্তাকে সে ভূমির জমাখরচাদি কাগজ আমীনপ্রভৃতির নিকটে দাখিল করি

ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যকারণ আমীন প্রভৃতির নিকটে হিসাবকিতাব দিতে আপনি রুজু না হইলে কিম্বা আপন তরফ ওয়াকিফকার গোমাস্তা রুজু না করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

য়া কালেক্টর সাহেবের হুকুমের মত্তাচরণ করিতে ক্রুটি করে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে কারণে তাহার দিগের অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে দিন প্রতি যত দণ্ড লওন উচিত জানেন তাহার নিরূপণ করিয়া তাবৎ সেই দণ্ড লওয়াইতে থাকেন যাবৎ তাহারা কালেক্টর সাহেবের সেই হুকুমমতে কার্য্য না করে ও দিন প্রতি তাহার যে দণ্ডের নিরূপণ হয় তাহা মঞ্জুরকারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সম্বাদ দেন ও সেই দণ্ড বাকী মালগুজারী উসুলকরণের হুকুমমতে উসুল করা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১০ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১০ ধা।

কালেক্টর সাহেবের হুকুমনামা পাইলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার আপন পাটওয়ারী অথবা জমীদারীদিগরের অন্য আমলাকে আমীনপ্রভৃতির নিকটে রুজু করিবার কথা।

২২। কালেক্টর সাহেবের হুকুমনামা পাইলে পর ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের কর্ত্তব্য যে আপন তরফ কর্ম্মচারী কিম্বা জমিদারীদিগরের অন্য আমলাকে সেই ভূমির উসুল তহসীলকারণ এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারাক্রমে সে ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের নিমিত্ত কাগজপত্র ওয়াকিফ করাইবার জন্য আমীনপ্রভৃতির নিকটে রুজু করে ইহাতে যদি কেহ অন্যমত করে তবে তাহার দণ্ড উপরের ধারার লিখনানুসারে হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১১ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১১ ধা।

৪ ধারা।

নীলামে খরীদার ও ভূমির মূল্য।

নীলামের কালে খরীদার ভূমির মূল্যের ফিশতে ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে বায়না সরকারে দিবার কথা।

নিয়মিত কালের মধ্যে মূল্যের টাকা আদায় না হইলে যেমত হইবেক তাহার কথা।

২৩। এই আইনের মতে ভূমি নীলামের সময় তাহার খরীদার সেই ভূমির মূল্যের ফিশতে ৫ পাচ টাকার হিসাবে বায়না সরকারে দাখিল করিবেক। পরে যদি সেই খরীদার সেই ভূমির মূল্যের টাকা নিয়মিত কালের মধ্যে না দেয় তবে সেই বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইয়া সেই ভূমি পুনরায় নয়া ডৌলে নীলাম হইবেক ও তাহার খরচা পহিলা খরীদার দিবেক তাহাতে যদি সেই ভূমির মূল্য প্রথম নীলামের সময়াপেক্ষা দুসরা নীলামে অল্প হয় তবে তাহাতে যে নোক্সান হয় তাহার নিশাও পহিলা খরীদার করিবেক যদি সে ভূমি দুসরা নীলামে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় তবে তাহা ভূম্যধিকারির হিসাবে মজুরা পড়িবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৩ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১৩ ধা।

পহিলা খরীদার বায়নার টাকা কিম্বা দুসরা নীলামের নোক্সান তাহার খরচাসমেত না দি

২৪। যদি পহিলা খরীদার উপরের লিখনানুসারে বায়নাক্রমে টাকা সরকারে দাখিল না করে অথবা দুসরা নীলাম করিতে হইলে যে নোক্সান হয় তাহা দুসরা নীলামের খরচাসমেত না দেয় তবে কর্ত্তব্য যে সেই খরীদার কালেক্টর সাহেবের জিলায় থাকিলে কালেক্টর সাহেব ও কলিকাতায় থাকিলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা

আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই টাকার তলবে তাহার নামে এক হুকুমনামা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখনানুসারে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের শিরের মালগুজারীর বাকী টাকার তলবে যেমতে কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানা যায় সেই মতে পাঠান্ ও সেই টাকার সরবরাহ যেমতে আদালতের ডিক্রীর মতাচরণ হয় সেই মতে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৪ ধা।

লে তাহার প্রতি যে উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১৪ ধা।

২৫। এই আইনের মতে যে সকল ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় সে সকল ভূমির মালগুজারীর বাকী কিম্বা মৌকুফী টাকা যাহা নীলাম হইবার বৎসরের পূর্ব্বের দরুন সরকারের পাওনা থাকে তাহা নীলামের খরীদারের দিবার নির্ণয় নীলামের কটে না থাকিলে সে টাকা সে ভূমির মূল্যের টাকাহইতে আদায় হইবেক। অথবা সে ভূমির পূর্ব্বাধিকারির স্থানে লওয়া যাইবেক ও সে সহজে সে টাকা না দিলে তাহার উসুলের কারণ তাহার দ্রব্যান্তর জব্দ হইবেক কিম্বা তাহাকে কয়েদ করা যাইবেক বরং তদর্থে তাহার দ্রব্যান্তর জব্দ ও তাহাকেও কয়েদকরণ উচিত হইবেক। ইহাতে সেই পূর্ব্বাধিকারির তাবের কট্‌কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্রজাবর্গের স্থানে সে ভূমি নীলামের পূর্ব্বের যে মালগুজারী তাহার পাওনা থাকে সে তাহার স্বত্ব অর্থাৎ হক্ জানিয়া চাহে তাহা উসুলের নিমিত্তে তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে এবং তাহাহইতে স্বত্বত্যাগী হইয়া তাহা লইতে ও খরচ করিতে ঐ খরীদারকে অনুমতি দিতেও পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৫ ধা।

নীলামের কটে সাবেক বাকী কিম্বা মৌকুফী টাকা নীলামের খরীদার দিবার কথা না থাকিলে সে তাহা না দিবার কথা।

ঐ বাকী কিম্বা মৌকুফী টাকা যাহার দেওয়া সঙ্গত হইবেক তাহার কথা।

মালগুজারীর বাকী টাকা পূর্ব্বাধিকারির প্রাপ্তব্য হইলে তাহার কর্ত্তব্যের কথা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১৫ ধা।

২৬। এই আইনানুসারে ভূম্যাদি নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলামের সময়ে ডাকনিয়ালোকদিগকে সর্ব্বদা স্পষ্টরূপে ইহা জানাইতে হইবেক যে আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তিপত্রের লিখিত যে টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ নীলামের হুকুম হয় সেই টাকার দায়ি জনের ঐ ভূম্যাদিতে যে স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহারা ঐ ভূমিতে অতিরিক্ত আর কিছুই পাইবেক না ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।

ভূম্যাদি নীলাম হইতে হইলে ডাকনিয়াদিগকে ডিক্রীর লিখিত টাকার দায়ি জনের ঐ ভূম্যাদিতে থাকা স্বত্বের ও লভ্যের অতিরিক্ত আর কিছু না পাইবার কথা সর্ব্বদা জানাইতে হইবার কথা।

২৭। আদালতের ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেব কি রাজস্বের সিরিশতাসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যকারক সাহেব ভূমি নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলামের সহিত উপরের ধারার শেষ প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক এবং ঐ

আদালতের ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির টাকা উসুলের নিমিত্তে কালেক্টর কি রাজস্বের অন্য

কার্য্যকারক সাহেব ভূমি নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলামের সহিত উপরের ধারার শেষ প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

প্রকার নীলামের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল হুকুম চলন আছে তাহা শুধরণের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

সকর ভূমি নীলামের অর্থে উপরের ধারায় যে সকল হুকুম লেখা গেল তাহার যত হুকুম নিষ্কর ভূমি নীলামের প্রতি চলিতে পারে তাহা চলিবার কথা।

নিষ্কর ভূমির অধিকারির পরিবর্ত্তে সে ভূমির প্রতি সরকারের মালগুজারীর দাওয়া থাকিলে তাহা লোপ না হইবার কথা।

২৮। আদালতের ডিক্রীক্রমে সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমি নীলামের বিষয়ে যে সকল হুকুম উপরের ধারায় লেখা গেল ইহার মধ্যের যেং হুকুম নিষ্কর ভূমি নীলামের বিষয়ে চলিতে পারে তাহাই চলিবেক ও সে ভূমিতে তাহার পূর্ব্বাধিকারির যে স্বত্ব ছিল নীলামের খরীদার কেবল সেই স্বত্বেই স্বত্ববান হইবেক। অধিকন্তু এই জানিবেক যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি ও ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ আইন এবং পশ্চাৎ যে সকল আইন জারী হয় তাহার ক্রমে সে ভূমিতে সরকারী মালগুজারীর যে দাওয়া থাকে তাহা সে ভূমির অধিকারির পরিবর্ত্তে লোপ পাইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৭ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১৭ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৬ আ। ২৬ ধা।

৫ ধারা।

বারাণস বিষয়ে বিশেষ বিধান।

ভূমি বিক্রয় হইলে যাহার দায়ে বিক্রয় হয় কেবল তাহার স্বত্ব বিচলিত হইবার কথা।

[বারাণস।]

২৯। এলাকা বারাণসের মধ্যে অনেক প্রকার সনন্দী ভূমি আছে তাহাতে কোন একং তালুক কিম্বা জমিদারী অথবা গ্রামে তাহার অধিকারিদিগের একের স্বত্বের অন্তর্গর্ভে অন্যাধিকারিদিগের স্বত্ব বর্ত্তিতেছে এবং সেই একং ভূমির মালগুজারীর সরবরাহ একং পাট্টার অনুসারেই তাহার অধিকারিদিগের মধ্যের জনেক দুই জন প্রধানের মারফতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ দ্বিতীয় ও ৬ ষষ্ঠ আইনের লিখনক্রমে হয় অতএব জানিবেক যে এমতে একাধিকারির স্বত্বের অন্তর্গর্ভে অন্যাধিকারিদিগের স্বত্ব সাব্যস্থ থাকিবার যে ভূমি কেহ খরীদ করে তাহার খরীদার কেবল সেই অধিকারির স্বত্বেই স্বত্ববান হইবেক যাহার দায়ে সে ভূমি বিক্রয় হয় এতদ্ভিন্ন অন্যাধিকারিদিগের স্বত্ব তাহাতে বিচলিত হইবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১৯ ধা।

৬ ধারা।

বাটীঘর ও বাগান ও ফলের বাগান ও নিষ্কর ক্ষুদ্রং ভূমিখণ্ড নীলামে বিক্রয়করণ।

আদালতের ডিক্রীর মতাচরণকরণার্থে ভূমি নীলাম

৩০। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ২০ আইনের এবং ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের কি চলিত অন্য যে কোন আইনের যেং কথাক্রমে এ হুকুম আছে যে আদাল

তের ডিক্রীর মতাচরণার্থে ভূমি নীলাম করিতে হইলে তাহা সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর কিম্বা সরকারের রাজস্বের সিরিশ্‌তা সম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা করা যায় ঐ২ হুকুম এই২ প্রকরণের দ্বারা নীচের লিখনক্রমে সুস্পষ্ট করা ও শুধরা যাইতেছে ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

করিবার বিষয়ে চলিত আইনের কোন২ হুকুমের অর্থসুস্পষ্টকরণের ও তাহা শুধরণের কথা।

৩১। উপরের উক্ত আইনের লিখিত হুকুম বাটীঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র২ ভূমিখণ্ড নীলামের সহিত সম্পর্ক রাখে ইহা বোধ করা যাইবেক না ও আদালতের কোন ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণকরণের নিমিত্তে ভূম্যাদি নীলামকরণের আবশ্যক হইলে ঐ ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণকরণের ক্ষমতাপন্ন আদালতের সাহেবের কি কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা ঐ নীলাম পূর্ব্বমত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি জিলার কালেক্টরসাহেবের কি রাজস্বের সিরিশ্‌তা সম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের জ্ঞাতসারকরণব্যতিরেকে করা যাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ২ প্র।

আদালতের ডিক্রীর মতাচরণার্থে বাটীঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র২ ভূমিখণ্ড আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকারি সাহেবদিগের হুকুমানুসারে হইবার কথা।

৩২। আইনানুসারে ভূম্যাদি বিক্রয়করণদ্বারা আদালতের কোন ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণ করিবার ক্ষমতাপন্ন জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণার্থে যেমন নীলামের যোগ্য কোন অস্থাবর বস্তু নীলামকরণের হুকুম দিতে পারেন্ সেই মত তদর্থে নীলামের যোগ্য কোন বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর কোন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড নীলাম করিতে হুকুম দেন্ ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

আদালতের নিষ্পত্ত্যনুসারে ভূমির নীলাম অস্থাবর বস্তুর নীলামকরণের প্রকারে করা যাইবার কথা।

৩৩। জিলা ও শহরের আদালতের জজ ও যে রেজিষ্টরসাহেবেরা আদালতের ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণকরণের নিমিত্তে সামান্যতঃ ঐ২ আদালতের নাজিরদিগকে কিম্বা ঐ জজ কি রেজিষ্টরসাহেব আপন২ মোকামে সদর আমীনদিগকে এবং আপন২ সরহদ্দের মধ্যে অন্য২ স্থানে তথাকার মুনসেফদিগকে অস্থাবর বস্তু নীলাম করিবার ভার দেন্ ঐ সাহেবদিগকে এই প্রকরণের দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে আবশ্যক বোধ হইলে এই আইনের হুকুমানুসারে যে২ বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র কোন ভূমিখণ্ড নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহা নীলাম করিবার ভার ঐ২ কর্ম্মকারিদিগকে দেন্ ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

যাহারদিগকে অস্থাবর বস্তু নীলামকরণের ভার দেওয়া যায় তাহারদিগকে বাটী ঘরইত্যাদি নীলামকরণের ভার দেওয়া যাইবার কথা।

৩৪। আদালতের কোন ডিক্রীর কিম্বা অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণার্থে অস্থাবর কি উপরের উক্ত মত স্থাবর বস্তু ক্রোক করা গিয়া নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলাম হইবার কথা এবং তাহার সময় ও স্থানের নিরূপণ ও যে বস্তু নীলাম হইবেক তাহার বেওরা এবং

নীলামের তা.. রিখের ত্রিশ দিন পূর্ব্বে তাহার ঘোষণা দেওয়া যাই

যে টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ নীলাম করা যাইবেক তাহার সংখ্যা ঐ নীলামের ঘোষণা দিবার হুকুমহওনের তারিখের পর ও ঐ নীলামহওনের নিমিত্তে নিরূপিত দিনের পূর্ব্ব ৩০ ত্রিশ দিনের কম না থাকে ঐ নীলামের নিরূপিত দিনের এত দিন পূর্ব্বে সেই দেশের চলিত ভাষাতে ঘোষণা দেওনদ্বারা প্রচার করা যাইবেক ও যে স্থানেতে ঐ বস্তু ক্রোক থাকে সেই স্থানে দস্তুরমতে ঢোল পিটাইয়া ঐ ঘোষণা দেওয়া যাইবেক এবং যে গ্রামে কি নগরে ঐ বস্তু ক্রোক হয় তাহার মধ্যগত সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এবং ঐ স্থানের মুনসেফের কাছারীতে এবং তথাকার জিলার কালেক্টর সাহেবের এবং জিলার যে জজ কি রেজিষ্টরসাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্ তাঁহারো কাছারীতে তদর্থে ইশ্‌তিহারনামা লট্কান যাইবেক ও ঐ নীলাম সদর আমীনের দ্বারা হইতে হইলে তাহারো কাছারীতে ঐ ইশ্‌তিহারনামা লট্কান যাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

ঘোষণা দেওনের ও প্রচার করণের কথা।

ক্রোক ও নীলামের হুকুম এক সময়েও দেওয়া যাইতে পারিবার কথা।

বিশেষরূপে হুকুম করা ঘোষণা দেওনব্যতিরেকে কোন নীলাম না হওনের এবং ঐ নীলাম আইনবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম তাহাতে হইয়া থাকিলে অসিদ্ধ হইবার কথা।

যদি ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত দরখাস্ত এক মাসের মধ্যে দেওয়া যায়।

৩৫। ঐ প্রকার হইলে ঐ নীলামের হুকুম যে জজ কি রেজিষ্টর সাহেব কি আদালতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব দেন্ তিনি ঐ বিষয়ের সকল অবস্থা বিবেচনাকরণের পরে বিষয়বিশেষে যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত ঐ ক্রোক ও নীলামের দস্তুর মত হুকুম পরেং কিম্বা একেবারে দিতে পারিবেন কিন্তু উপরের প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখনমত পূর্ব্বে ইশ্‌তিহার দেওনব্যতিরেকে কোন নীলাম কোন প্রকারে হইবেক না এবং যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন সরাসরী বিচারেতে সেই সাহেবের প্রত্যয়জনক ঐ নীলামের বিষয়ে আইনবিরুদ্ধ কার্য্য হওনের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহাতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক কিন্তু আবশ্যক যে জিলা ও শহরের আদালতে মুৎফরক্কা দরখাস্তের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজের আবশ্যক হয় সেই ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত এবং আইনবিরুদ্ধে যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহার বেওরাযুক্তে এক আরজী যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা ঐ নীলামের হুকুম হইয়া থাকে নীলামের পরে এক মাসের মধ্যে ঐ সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায় ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

নীলাম অসিদ্ধ হইলে এবং কোন চাতুরী প্রকাশ না পাইলে খরীদার আপন খরীদের টাকা যেমন উপযুক্ত বুঝা যায় সুদসুদ্ধা কি তাহাব্যতিরেকে পাইবার কথা।

৩৬। কোন নীলাম উপরের প্রকরণসারে কিম্বা আর কোন কারণপ্রযুক্ত অসিদ্ধ হইলে যদি তাহাতে খরীদারের কোন চাতুরী ও প্রবঞ্চনা প্রকাশ না হয় তবে ঐ খরীদার ঐ খরীদকরা বস্তু ফিরিয়া দিলে বিষয়বিশেষে যেমত হুকুম হয় সেইমত সুদসুদ্ধা কি তাহাব্যতিরেকে আপন খরীদের টাকা ফিরিয়া পাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

৩৭। এই ধারানুসারে জিলা কি শহরের জজ কি রেজিষ্টরসাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তির উপর আপীল হইবার বিষয়ে চলিত হুকুমানুসারে প্রবিন্স্যাল কোর্টে সরাসরী আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

জজ কি রেজিষ্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর প্রবিন্স্যাল কোর্টে আপীল হইতে পারিবার কথা।

৩৮। এই ধারানুসারে যে ভূম্যাদি নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার দেওয়া গিয়া থাকে সেই ভূম্যাদির কোন দাওয়া উপস্থিত হইলে কিম্বা ঐ ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ নীলামহওনের কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে ঐ দাওয়া কিম্বা প্রতিবন্ধকতার তজবীজ যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটহইতে ঐ নীলামের হুকুম হইয়া থাকে সেই সাহেবের নিকটে হইবেক কিম্বা তাহার তজবীজ করিয়া রিপোর্ট করিবার নিমিত্তে কোন সদর আমীন কি তথাকার মুনসেফের প্রতি ভার দেওয়া যাইবেক এবং ন্যায়ের প্রতিবন্ধকতার নিমিত্তে ঐ দাওয়াদির আরজী দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ও অনাবশ্যক বিলম্ব করা গিয়াছে ইহা বোধ না হইলে যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে যাবৎ ঐ দাওয়া কি প্রতিবন্ধকতার বিবেচনা না হয় তাবৎ ঐ নীলাম করিতে বিলম্ব করা যাইবেক কিন্তু আবশ্যক যে ঐ আরজী যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন তাঁহার নিকটে ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার দেওয়া যাওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সর্ব্বদা দেওয়া যাইবেক ও আরজীদেওনিয়ার প্রবঞ্চনাকরণের অভিপ্রায় বোধ হইলে নীলাম করিতে বিলম্ব করা যাইবেক না এবং ঐ দাওয়াদার নীলামের পরে জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশকরণদ্বারা আপন দাওয়া বুঝিয়া পাইবার উপায় করিতে পারে ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

ইশ্‌তিহার দেওয়া বস্তুর উপর দাওয়া কি তাহার নীলামের প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে আদালতের কার্য্যকারক সাহেবেরা যেরূপ কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

ঐ দাওয়া কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব না করা গেলে নীলাম করিতে বিলম্ব করা যাইবার কথা।

কিন্তু প্রবঞ্চনার্থে দাওয়া উপস্থিত হইলে নীলামে বিলম্ব না করা যাইবার এবং দাওয়াদার দাওয়া বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৭ ধারা।

বিবিধ বিধান।

৩৯। চলিত আইনানুসারে জিলা এবং শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে আপনারদিগের কি আপনারদিগের রেজিষ্টর সাহেবলোকের করা সকল ডিক্রীর নকল ও সকল কি নিষ্করৰূপে দখলকরা ভূমি স্বত্বাধিকারের কি দখলের বিষয়ে উপরকার আদালতহইতে তাঁহারদিগের নিকটে পাঠান ডিক্রীসকলের নকল আপনং অধিকারের কালেক্‌টর সাহেবদিগের এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের নিকটে ঐং সাহেবদিগের সিরিশ্‌তার রেজিষ্টরী বহীতে তাহার যাহা লিখিতব্য তাহা লিখনের ও কর্ত্তব্য মতান্তরকরণের নিমিত্তে পাঠান্ এক্ষণে তদতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগকে এই ধারাক্রমে এ ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতেছে যে যদি তাঁহারদিগের ইহা বোধ হয় যে ঐ সকল ডিক্রীর মতাচরণে তাহার লিখিত বস্তুতে যাহারদিগকে দখল দেওয়াইতে

মালগুজারীর ভূমির বিষয়ে ডিক্রীর মতাচরণ করিবার নিমিত্তে কালেক্‌টর সাহেবদিগের সহায়তা হইলে ঐ ডিক্রীর মতাচরণ পূর্ণরূপে হইবেক বুঝিলে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ সহায়তা চাহিবার কথা।

হয় তাহারদিগকে দখল দেওয়ানদ্বারা হউক কি ওয়াসিলাতের হিসাব দুরস্ত করণদ্বারা কি আর কোন কার্য্যকরণদ্বারাই বা হউক তথাকার কালেক্টর সাহেবের সহায়তা পাইলে ঐ২ ডিক্রীর মতাচরণ অবিলম্বে ও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে তবে ঐ সহায়তা করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবদিগকে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৬ ধা।

ভূমির খারিজদাখিল বহীতে লিখিবার কথা।

৪০। কোন ভূমি নীলামে বিক্রয় হইলে পর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি ও ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ ও ৪৮ অষ্টচত্বারিংশৎ আইনের মতে যে ভূমি যেমত তাহার গতিক ও মহাল বুঝিয়া সরকারের খারিজদাখিলের সিরিশ্তার বহীতে সে ভূমির খারিজদাখিলের কৈফিয়ৎ লিখেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৮ ধা।

বারাণস ১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১৮ ধা।

দত্ত দেশ ১৮০৩ সা। ২৬ আ। ২৭ ধা।

১১ অধ্যায়।

জমিদারীর বাটওয়ারা।

১ ধারা।

জমিদারীর বাটওয়ারা কিম্বা একশামিলকরণ।

১। যে কোন জমিদারী কিম্বা হুজুরী তালুক অথবা অন্য ভূমির মালগুজারী বরাবর সরকারে পঁহুছে তাহা যদি দুই কিম্বা ততোধিক অংশেতে অংশ করিতে হুকুম হয় তবে কর্ত্তব্য যে তাহার অংশের অর্থে এবং সেই এক২ অংশের সরকারের জমার ধার্য্যের বিষয়ে যে জিলার মধ্যে সেই জমিদারীওগয়রহ থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে ভার হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৩ ধা।

এই ধারার লিখিত প্রকারেতে জমিদারী ওগয়রহের বাটওয়ারার বিসয়ের ভার কালেক্টর সাহেবকে হইবার কথা।

২। কোন প্রকার সাধারণ অধিকারভূমির সহিত এই আইনের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখে ইহাতে সন্দেহ না থাকিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে ঐ সমস্ত দাঁড়া যে অধিকারভূমির মোটে এক জমা হয় ও তাহার প্রত্যেক অংশী তাহাতে বিনাচিহ্নেতে সম্মিলিত স্বত্বাধিকার রাখে ও তাহার স্বতন্ত্র২ কিসমতে স্বতন্ত্রক্রমে স্বত্বাধিকার না রাখে সেই সকল সাধারণ অধিকার ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু যে অনেক দাঁড়া লেখা যায় যে এক২ অংশের ভূমি ছাড়াছাড়ি ও বেন্দাফোড়া না হয় এবং এক২ অংশের ভূমির নির্ব্বাচনী তুল্য মূল্য গৌরবে হয় এবং ভূমির অংশাংশ বিনা তারতম্যে সমানহওনের বিষয়ি আর২ দাঁড়া যে অধিকারভূমির অংশিরা মোট অধিকারের উপর প্রত্যেকে সমান স্বত্বাধিকার রাখে কেবল তাহার অংশাংশকরণের বিষয়ে খাটে। ও ভূমির যে২ অংশ কিসমত প্রত্যেকে ভিন্ন২ মহাল হয় ও পূর্ব্বের অধিকারির স্থানহইতে খরীদকরাতে কি অন্য প্রকারেতে দখলে আসিয়াছে ও আইনমতে মোট অধিকারের শামিলহইতে খারিজহওনের যোগ্য হয় ও এই আইনের ৮ ধারার লিখিত দাঁড়ানুসারে মোট অধিকারের জমার মোকাবিলায় ওয়াজিবী হিস্যা বটে কিন্তু তাহার অন্য২ অংশের উপর আলাহিদা জমা মোকরর হইয়া পৃথক্ কবুলিয়ৎ দাখিল হইবার জন্যে মোট অধিকারের শামিলে রহিয়াছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে না ও জানা কর্ত্তব্য যে এমত২ গতিকে এই আনের লিখিত যে সকল দাঁড়াতে জমার ধার্য্যকরণের ও জমার

এই আইনের সমস্ত দাঁড়া সাধারণ অধিকার ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

নির্ণীত অংশের জমার ধার্য্যকরণের অর্থে এই আইনের লিখিত দাঁড়া তাহা বিক্রয় কি হস্তান্তর হইলে খাটিবার কথা।

জমার ধার্য্য গোড়াগুড়ি করিতে হইলে তাহা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের বিনা মঞ্জুরীতে ও জমায় কমী দিতে হইলে তাহা হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীব্যতীত মাতবর না হইবার কথা।

ধার্য্যের নিমিত্তে হিসাবের কাগজপত্র দাখিল করিবার ও তাহা দেখিবার ও ভূমির প্রত্যেক অংশের উপর স্বতন্ত্রক্রমে জমার ধার্য্য না হওনপর্য্যন্ত বাকীর দায়ে মোট অধিকার বাধিত থাকিবার এবং যদি জমিদারীওগয়রহ অংশাংশ হইলে পর দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে ইহা বুঝা যায় যে জমিদারীওগয়রহের অংশাংশ হওনকালে তাহার অংশের জমার ধার্য্য অযথার্থরূপে ও কারসাজীতে হইয়াছে এমতে সেই সকল জমা পুনরায় নূতন করিয়া ধার্য্য করাইবার কর্তৃত্ব ঐ নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের থাকিবার কথা লেখা যায় সেই কসল দাঁড়া এই আইনের লিখিত আরং দাঁড়ার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু উপরের লেখা গতিকে ও অন্য সমস্ত গতিকে পুনরায় গোড়াগুড়ি জমার ধার্য্য যখন হয় তখন তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হজুরে মঞ্জুরীর কারণ লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক ও তাহা তথায় যাবৎ মঞ্জুর না হয় তাবৎ এবং মঞ্জুরী জমায় কমী দিয়া ধার্য্য করিতে হইলে তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মঞ্জুর না হইবাপর্য্যন্ত মাতবর ও সিদ্ধ হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ ৩০ ধা।

জমিদারীওগয়রহের অংশিরা তাহা অংশ করাইতে চাহিলে তাহার দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে দিবার ও তদনুসারে আচরণ হইবার ও তাহার খরচা তাহারদিগের স্থানে আদায় হইবার কথা।

৩। যদি কোন জমিদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা অন্য ভূমির সকল অংশিরা চাহে যে সেই জমিদারীওগয়রহ দুই কিম্বা ততোধিক অংশেতে অংশ করায় তবে কর্ত্তব্য যে তাহারা তাহার এক দরখাস্ত আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে এবং মাতবর চারি জন সাক্ষির প্রমাণে একং অংশির অংশের সংখ্যাযুক্তে আর সেই সকল অংশিরা আপনারদিগের অংশে পৃথকং ভোগদখলের অর্থে কিম্বা তাহারদিগের সকলের মধ্যে দুই জন অথবা ততোধিক জনে আপনারদিগের অংশের ভূমি এক শামিলে রাখিবার কারণ বাসনা রাখিলে তাহার নিদর্শনে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেয় ও এমত দরখাস্ত দিলে পরে কালেক্টর সাহেব তাহার মতে সেই ভূমিবিভাগ করিবেন ও তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে জ্ঞাতকরণার্থে লিখিয়া পাঠাইবেন ও তাহা অংশাংশকরণের সমুদয় খরচ অংশাংশ করা সমাপ্ত হইলেপর মোট জমিদারীর জমার উপর ধরা গিয়া সমস্ত অংশিরদিগের শিরে তাহারদিগের অংশের জমার আন্দাজে দেনা পড়িবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

সাধারণ কোন জমিদারীআদির অংশিগণের মধ্যে এক কি দুই কি ততোধিক জনে আপনং অংশের ভূমি পৃথক্‌রূপে ভোগদখল

৪। যে কোন জমিদারী কিম্বা হজুরী তালুকওগয়রহের অংশিগণের মধ্যহইতে এক জন কি দুই জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জন আপনং অংশ পৃথক্‌রূপে ভোগখলকরণের অথবা দুই জন কি ততোধিক জন আপনারদিগের অংশের ভূমি এক শামিলে রাখিবার ইচ্ছা করে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের বাসনামত এক দরখাস্ত আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে ও মাতবর চারি

জন সাক্ষির প্রমাণে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেয় ও এমত দরখাস্ত দিলে ঐ কালেক্টর সাহেবের উচিত যে তাহার সহিত যে সকল ব্যক্তিরা এলাকা রাখে তাহারদিগকে জানাইবার কারণ নীচের লিখিত বিবরণক্রমে ইশ্‌তিহার দেন্। তাহার বিবরণ এই যে এই ইশ্‌তিহারনামা জারীহওনের তারিখহইতে ১৫ পনর দিনের মধ্যে ঐ ভূমির অংশাংশ দাখিলহওয়া দরখাস্তের অনুসারে হইবেক। আর যদি ঐ মিয়াদ অতীতহওনের পূর্ব্বে ঐ দরখাস্ত সম্যক্ জমিদারী কি তাহার কোন কিসমৎ ভোগদখলকরণিয়া কোন ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা আপন কিম্বা আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতী ও মাতবর দুই জন সাক্ষির প্রমাণী এক লিখনের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের নিকটে এমত ওজর ও আপত্তি করে যে মুদ্দয়ীরা এতাবতা যাহারা আমারদিগের ভূমির কিসমৎ ভোগদখলের এজাহার করিতেছে তাহারা তাহার হকিয়ৎ অর্থাৎ স্বত্ত্বাধিকার রাখে না তবে এমতে দরখাস্তকরণিয়ারা যাবৎ আপনারদিগের হকদারী দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ না করে কিম্বা ঐ ওজরকরণিয়া ব্যক্তিরা আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতী ও চারি জন সাক্ষির প্রমাণী এক লিখনের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ দরখাস্তদেওনিয়াদিগের হকদারী কবুল না করে তাবৎ ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সেই জমিদারীওগয়রহ অংশাংশ করান্ ইতি।— ১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

করিবার ইচ্ছা রাখিলে তাহারদিগের ইচ্ছামতে কার্য্য হইবার ও তাহার খরচা তাহারদিগের প্রত্যেকের দিতে হইবার কথা।

কেহ কোন জমিদারীআদির অংশাংশের ও হিস্যাতে ভোগবান রহিবার অর্থে কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত দিলে যদি তাহার স্বত্ত্বের প্রতি কেহ ওজর করে তবে আদালতে স্বত্ত্ব প্রমাণ না হইলে কালেক্টর সাহেব তাহা অংশাংশ না করাইবার কথা।

৫। ভূমির হিস্যা খারিজ করিয়া লইবার দাওয়ার বিষয়ে যদি তাহার তরফহইতে ওজরের লিখন উপরের লিখিত প্রকারে ও উপরের প্রকরণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না হয় তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই দাওয়ার ভূমির অংশাংশ পশ্চাৎ যে প্রকারের প্রসঙ্গ করা যাইবেক সেই প্রকারে করিয়া তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর ইহার যেখানকার সহিত সে মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে তথাকার সাহেবদিগের হজুরে জ্ঞাতকরণার্থে পাঠাইয়া দেন্ ও তাহার অংশাংশের খরচা বাটওয়ারা করা সমাপ্ত হইলে পর দরোবস্ত অর্থাৎ সম্যক্ জমিদারীর জমার অনুসারে সমস্ত অংশিগণের শিরে তাহারদিগের অংশের জমার আন্দাজমতে দেনা হইবেক কিন্তু ভূমির অংশিগণেরা তাহারদিগের প্রত্যেকের শিরে ঐ খরচা যত করিয়া পড়িবেক তাহার বন্দোবস্ত আপনারা মিলিয়া করিতে পারিবার নিষেধ এই দাঁড়ানুসারে হইবেক না ও কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে অংশিগণের মধ্যহইতে এক জন কিম্বা ততোধিক জন ঐ খরচার বাবৎ প্রকৃত যত টাকা দিতে হইবেক তাহা সম্যক্ যদি দাখিল করে তবে তাহা লন্ ও ইহার অন্যথা যদি ঐ টাকা আদায় না হয় তবে এই প্রকরণের স্পষ্ট করিয়া লেখা দাঁড়ামতে তাহারদিগের প্রত্যেকের স্থানে তলব করেন্ আর যদি অংশিগণের মধ্যে এক জন কি ততোধিক ব্যক্তি আপন২ অংশের টাকা দিতে ক্রটি করে তবে কর্ত্তব্য যে সরকারের মাল

ওজর দরপেশ না হইলে কালেক্টর সাহেব যেমত আচরণ করিবেন তাহার কথা।

ওজারীর বাকী টাকা উসুলের বিষয়ে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মতে ঐ টাকা উসুল করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

ভিন্ন২ স্বত্বের জমিদারীর পৃথক্২ হিস্যা সকল খারিজহওনের বিষয়ে উপরের লেখা কথা সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৬। এই ধারার লিখিত যে সমস্ত কথা সাধারণ জমিদারী এতাবতা যাহাতে অনেক অংশির স্বত্ব সম্মিলিত থাকে তাহা অংশাংশহওনের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সকল কথা যে জমিদারীতে অংশিগণের স্বত্বসম্বন্ধীয় মহালাতের সীমানিরূপণ করা এতাবতা যে ভূমির অংশ মহালবিশেষে স্বতন্ত্র২ থাকে এমত জমিদারীর অংশাংশ ও অংশসকল খারিজহওনের বিষয়েতেও খাটিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

আদালতের সাহেবেরা কোন জমিদারীর কোন হিস্যাতে কাহার স্বত্ব সাব্যস্থহওনের ডিক্রী করণের সময়ে বাটওয়ারার খরচা আদায়ের হুকুম তাহাতে লিখিবার কথা।

৭। যদি সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির রকমওয়ারী কিম্বা মহাল বিশেষে স্বতন্ত্র২ সীমানিরূপণহওয়া কোন হিস্যার উপর কাহার হক্ অর্থাৎ স্বত্ব সাব্যস্থহওনের ডিক্রী কোন আদালতহইতে হয় ও কালেক্টর সাহেবের নামে এই মজমুনে এক হুকুমনামা হয় যেঐ জমিদারী কিম্বা তালুক অংশাংশ করেন্ ও সেই জমিদারীওগয়রহ সরকারের খাসতহসীলে অথবা ইজারাতে না থাকিলে অমুক অমুককে আদালতহইতে হওয়া ডিক্রীর মতে তাহারদিগের হিস্যাতে দখল দেওয়ান্ তবে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত হুকুম দেওনের সময়ে এ বিষয়েরো হুকুম দেন্ যে ডিক্রীর লিখিত জমিদারী কি ভূমির হিস্যা বাটওয়ারা ও খারিজ করিবাতে ও তাহাতে দখল দেওয়াইবাতে ও সরকারের জমার ধার্য্য করিবাতে যে খরচ পত্র হয় তাহা সমস্ত যে ব্যক্তি কিম্বা যাহারা ঐ হক্ অর্থাৎ স্বত্ব কবুল না রাখিয়া থাকে তাহারদিগের শিরে দেনা হইবেক কিন্তু যদি ঐ দাঁড়ার অন্যমতাচরণ করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু জানা যায় তবে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে ঐ খরচার টাকা ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কিম্বা তাহারদিগের এক পক্ষের উপর মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে ন্যায় ও বিচার্য্যমতে যে সংখ্যায় হয় তাহা দেওনের হুকুম দেন্ ও আদালতের সাহেবদিগের ইহাও উচিত যে এই ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে যে সকল হুকুম দেন্ সে সমস্ত হুকুমের নকল কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত ও অবগতকরণার্থে এই মজমুনে এক হুকুমনামার সহিত যে ডিক্রীমতে ঐ জমিদারী কিম্বা তালুক অংশাংশ করিয়া অমুক অমুককে তাহারদিগের হিস্যাতে দখল দেওয়ান্ ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৫ ধা।

যে সকল কিসমৎ পূর্ব্বে কোন জমিদারী কি হজুরী তালুক কি চৌধ

৮। যদি দুই কিম্বা ততোধিক জমিদারী অথবা যে তালুক পূর্ব্বে কোন জমিদারী কি তালুক কি চৌধরাইর কিসমৎ ছিল তাহা এক জনের ভোগদখলে আইসে অথবা এপ্রকার জমিদারী কিম্বা তালুক ওগয়রহ অংশ হইয়া তাহার দুই কিসমৎ কিম্বা ততোধিক কিস

মতে এক জন কি দুই জন অথবা ততোধিক জন ভোগবান ও দখলী কায় থাকে তবে তাহারদিগের সাধ্য থাকিবেক যে সেই সকল কিসমৎ এক শামিল করাইয়া আপনারদিগের ভোগদখলে রাখে ও কর্ত্তব্য যে এপ্রকার কিসমৎসকল এক শামিল করাইবার দরখাস্ত তাহার অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের মোহর ও দস্তখতে এবং মাতবর ২ দুই জন সাক্ষির প্রমাণে কালেক্‌টর সাহেবের নিকটে দেওয়া যায় আর এমত দরখাস্ত দিলে পর সেই কালেক্‌টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি তাঁহার বিবেচনায় কোন আপত্তি না থাকে তবে দরখাস্তের লিখিতমতে কার্য্য করেন্ ও তাহার কৈফিয়ৎ কালেক্‌টরী সিরিশতা বহীতে দাখিল করিয়া এ বিষয়ের সমাচার বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর ইহার যে খানকারসম্পর্কীয় সে মোকদ্দমা হয় তথাকার সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা ১৯ আ। ৬ ধা।

রাইর শামিল ছিল তাহা পুনরায় এক শামিল হইতে পারিবার ও সেই মতে তাহার রেজিষ্টরী হইবার কথা।

২ ধারা।

যে নিয়মক্রমে জমিদারীর বাটওয়ারা ও জমা নির্দ্ধার্য্য হইবে তাহা।

৯। কোন জমিদারী কিম্বা হুজুরী তালুকওগয়রহ অংশাংশকরণের হুকুম হইলে কর্ত্তব্য যে তাহার অংশাংশকরণে এমত সাবধান হওয়া যায় যে তাহার একং কিসমতে দরোবস্ত অর্থাৎ সমুচয়ং মহাল কিম্বা গ্রামসকল আইসে এবং সেই ভূমির সকল গতিক দেখিয়া উভয়তঃ নৈকট্য অর্থাৎ সন্নোষ্যক্রমে একং কিসমতের মোতালক মহালাৎ কিম্বা গ্রামসকল যত নিকটবর্ত্তী হইতে পারে তাহাই হয় যে প্রত্যেক কিসমতের ভূমি যথাসাধ্য একত্র থাকে কিন্তু যে কোন জমিদারী কি তালুকওগয়রহের অংশাংশকরণের হুকুম হয় সে জমিদারী কি তালুকওগয়রহে যদি এত গ্রাম না থাকে যে তাহার একং কিসমতেতে দরোবস্ত অর্থাৎ সমুচয় গ্রাম কিম্বা গ্রামসকল আসিতে পারে তবে কর্ত্তব্য যে সে গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের অংশাংশ এপ্রকারে করাযায় যে একং কিসমতের ভূমি যথাসাধ্য একত্র ও এক স্থানেতেই রহে ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৭ ধা।

জমিদারীর অংশাংশকরণেতে একং অংশের ভূমি স্থানেং না হইয়া একত্র থাকে এমত সাবধান হইবার কথা।

১০। জমিদারীওগয়রহের অংশাংশকরণের হুকুম হইলে পর কর্ত্তব্য যে তাহার একং কিসমতের জমী সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের জমিদারী ও হুজুরী তালুকের বাবৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে ও বারাণস দেশের মধ্যের জমিদারী ও হুজুরী তালুকওগয়রহের বাবৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের অনুসারে ও শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্ত দেশেতে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের মতে ও জয়করা দেশেতে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৯ আইনের অনুসারে ও জিলা কটকেতে ঐ সনের ১২ আইনের অনুসারে ধার্য্য হয় কিন্তু একং কিসমতের মধ্যে যেং মহাল ও গ্রাম আইসে তাহার নির্দ্ধারচনী করিবার

জমিদারীআদি অংশাংশ হওনের সময়ে তাহার একং অংশের জমার ধার্য্য ও ভূমির নির্দ্ধাচনী যে সকল দাঁড়া মতে হইবেক তাহার কথা।

অর্থে কর্ত্তব্য যে শরে রাস্তা ও নৌকা গমনাগমনের উপযুক্ত নদ নদীর নিকটবর্ত্তির ন্যায় একং মহালওগয়রহের দোষ ও গুণ ও যে ভূমি যেমত তাহার রকম ও বেওরা এবং তাহার উৎপন্ন এবং পতিত ভূমির সংখ্যা আর তথায় ভূমির কত নীচহইতে জল উঠে এবং পুষ্করিণীর অল্পতা ও বাহুল্য এবং পুল ও খালের গতিক এবং সে ভূমির মূল্যের যে কিছু বেওরা থাকে ও পশ্চাৎ হইতে পারে এই সমস্ত বিষয়ের বিবেচনা হয় আর তদনুসারে একং কিসমতের মোতালকসকল মহাল ও গ্রাম সকলের নির্ব্বাচনী বিশিস্ট বিবেচনায় ও বিনাপক্ষপাতে করা যায় ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৮ ধা।

১১। [তর্জমা হয় নাই।]

জমীদারিআদি অংশাংশের সময়ে কোন অংশির বাটী অন্য অংশির অংশের মধ্যে পড়িলে সেই বাটীর কর্ত্তা সেই বাটী যে ভূমিতে থাকে তাহার খাজানা দিতে চাহিলে সে বাটী আপন দখলে রাখিতে পারিবার কথা।

১২। জমিদারীওগয়রহ অংশহওনের সময়ে যদি দৈবাৎ কোন অংশির দখলী ভদ্রাসন বাটী অন্য অংশির কিসমতে যে মহাল কিম্বা গ্রাম আইসে তাহাতে থাকে তবে সেই বাটীর কর্ত্তা যে ভূমিতে সেই বাটী থাকে তাহার যথার্থ যে রাজস্ব সেই অংশির পাওনা হয় তাহা দিতে চাহিলে সেই বাটীর ভূমিতে যেং কারখানা ও এমারত থাকে তাহাসমেত আপন ভোগদখলে রাখিতে পারে অতএব এমতে কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির চতুঃসীমা ও তাহার রাজস্বের সংখ্যা তকসীমনামায় অর্থাৎ অংশাংশের লিখনে বেওরা করিয়া লেখা যায় ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৯ ধা।

জমিদারীওগয়রহ অংশাংশ হওনের সময়ে পুষ্করিণী ও ঝীল ও খাল ও পুলের বিষয়ে নির্দ্ধারিত দাঁড়াবু কথা।

১৩। যে কোন অধিকারভূমিতে তাহার আবাদের কারণ পুষ্করিণী ও ঝীল ও খাল ও পুল তৈয়ার করা গিয়া থাকে সে অধিকার ভূমির অংশহইতে লাগিলে সেই ভূমির যে স্থানের আবাদের নিমিত্তে সেই পুষ্করিণীওগয়রহ তৈয়ার হইয়া থাকে সেই স্থান যে অংশির অংশে চিহ্নিত হয় সেই অংশির মোতালকেই তাহা থাকিবেক কিন্তু যে সকলস্থানে ঐ পুষ্করিণীওগয়রহ বড় হওন কি তাহার তৈয়ারহওনের অন্যং কারণপ্রযুক্ত এমত আবশ্যক হয় যে তাহা দুই কিম্বা ততোধিক কিসমতের অধিকারিদিগের দখলে শরাকতীমতে থাকে ইহাতে কর্ত্তব্য যে যথাসাধ্য এ বিষয়ের নিরূপণ যে সেই পুষ্করিণীওগয়রহহইতে সেই একং কিসমতেতে কত লাভ দর্শিবেক এবং তাহার মরম্মতী খরচ কি হিসাবে একং কিসমতের অধিকারিদিগের শিরে পড়িবেক তাহার তকসীমনামা অর্থাৎ অংশাংশের লিখনে লেখা যায় ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১০ ধা।

অংশাংশহওয়া।

১৪। জমিদারীওগয়রহের অংশ হইবার পূর্ব্বে যে সকল দেবা

লয় ও দরগা অংশিদিগের সাধারণে রহিয়া থাকে তাহা অংশ হইলে পরেও পূর্ব্বমতে থাকিবেক যদি সেই অংশিরা সেই অধিকার ভূমি অংশের কালে আপনারা উভয়তঃ মতান্তরে কিছু না স্থির করে আর তাহা করিতে হইলে সেই অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সম্বাদ আমীনকে দেয় এইহেতুক যে সেই আমীন তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ অংশাংশের লিখনে দাখিল করে অর্থাৎ লিখে ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১১ ধা।

ভূমির মধ্যের দেবালয় ও দরগার বিষয়ের দাড়ার কথা।

১৫। এই আইন জারী হইলে পর ভূমি দুই অংশ কি তাহা হইতে অধিক অংশেতে বিভাগহওনের হুকুম হইলে সেই ভূমির বিভাগহওন ও তাহার একং অংশের জমা নিরূপণহওনের সময়াবধি ১০ দশ বৎসরের মধ্যে যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুরে এমত নিশ্চয় জানা যায় যে ঐ জমা নিরূপণহওনেতে কিছু চাতুরী প্রবঞ্চনা কি বড় ভুল হইয়াছে এমতে ঐ শ্রীযুতের ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনানুসারে পুনরায় তাহার একং অংশের জমার ধার্য্যকরণের হুকুম দেন ইতি।—১৮১১ সা। ১১ আ। ৩ ধা।

কোন ভূমির জমার ধার্য্য হইলে পর তাহাতে কিছু ভুল কি প্রবঞ্চনা হইয়াছে ইহা দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীযুতের হজুরে নিশ্চয় বোধ হইলে পুনরায় তাহার জমা ধার্য্যের হুকুম দিতে পারিবার কথা।

১৬। জানা কর্ত্তব্য যে ঐ দশসনী মিয়াদের প্রথম দিবসের গণনা যে তারিখে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর ইহার যে বোর্ডের ব্যাপ্য অধিকারেতে ঐ ভূমি আছে সেই বোর্ডের সাহেবলোকের হুজুরহইতে তাহা বিভাগ ও তাহার জমার নিরূপণহওনের মঞ্জুরীর বিষয়ে হুকুম হয় সেই তারিখঅবধি হইবেক ও যাবৎ কোন এক ভূমির বিভাগহওন ও তাহার জমার ধার্য্যহওনের মঞ্জুরীর বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের হুজুরহইতে নির্দ্ধারিত মতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম না হয় তাবৎ ভূমি বিভাগ ও তাহার জমার নিরূপণ পূরা বোধ হইবেক না চলিত আইনের এই মর্ম্ম ইতি।—১৮১১ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেব লোকের মঞ্জুরীর তারিখঅবধি উপরের উক্ত মিয়াদের গণনা হইবার কথা।

১৭। এই ধারার ১ প্রকরণের মর্ম্মানুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে যে কোন ভূমির প্রত্যেকে এতাবতা একং অংশের অর্থে তাহুদ অর্থাৎ পাট্টা ও তাহার মোকাবিলায় কবুলিয়ৎ লেখা গেলেও কিন্তু যাবৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে কি বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ডকমিস্যনরের সাহেবলোকের হজুরহইতে তাহা মঞ্জুরহওনের বিষয়ে নির্দ্ধারিত মতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম না হয় তাবৎ ঐ সকল অংশ স্বতন্ত্রং ভূমির মত বোধ হইবেক না ইতি।—১৮১১ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

কোন ভূমির অংশ শ্রীযুতের কি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোকের মঞ্জুরী বিনা পাট্টা ও কবুলিয়তের অনুসারে স্বতন্ত্র বোধ না হইবার কথা।

১৮। যে জমিদারী কি হজুরী তালুকওগয়রহ দুই কিম্বা ততোধিক অংশেঅংশ করিতে হুকুম হয় তাহার একং অংশের জমার ধার্য্যে গণতা ও ত্রুটি না হইতে পারিবার কারণ স্পষ্ট করা যাইতেছে যে

অধিকার ভূমির অংশ হইলে যদি দশ বৎসরের মধ্যে

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ বাহাদুরের হজুরে ইহা বুঝা যায় যে ভূমির অংশ হওনকালে তাহার অংশসকলের জমা অযথার্থ ধার্য্য হইয়াছে তবে তাহার জমা পুনরায় ধার্য্য করাইতে এবং যে অধিকারি দিগের অংশের জমা অল্প ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারা যে সকল অধিকারির অংশের জমা অধিক নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারদিগেরে সেই অধিক টাকা দিবার হুকুম করিতে শ্রীযুতের কর্তৃত্বের কথা।

যদি ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার লিখিত প্রকারে বাটওয়ারা মঞ্জুরহওনের সময়াবধি ১১ একাদশ বৎসরের মধ্যে কখনো শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে প্রমাণ হয় যে সেই জমার ধার্য্য অধিকারভূমির অংশের কালে গণতা ও ক্রুটিপ্রযুক্ত যথার্থক্রমে হয় নাই তবে ইহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে এই আইনের ৮ ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে সেই একং অংশের অংশকালের উৎপন্নের যে আনওয়ান সাক্ষির দ্বারা ও যে সকল অনুসন্ধান ও সম্বাদবাদ মিলে তাহাতে জানিতে পারা যায় তদনুসারে সেই একং অংশের জমার ধার্য্য পুনরায় করিতে হুকুম দেন্ এবং যে সকল লোকের অংশের জমা সঙ্গতের ন্যূন অর্থাৎ ওয়াজিবীহইতে কম ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারদিগের হকে এমত হুকুম দেন্ যে তাহারা যে সকল লোকের অংশের জমা সঙ্গতের অধিক ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারদিগের স্থানে সেই অধিক টাকার নিশা করে আর যদি তাহারা সেই অধিক টাকা না দেয় তবে সেই টাকা যেমতে সরকারের মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে নির্দ্ধার্য্য আছে সেইমতে কালেক্টর সাহেবের মারফতে উসুল হয় ইতি। —১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২৫ ধা।

বাটওয়ারার সময়ে বাকীপড়া টাকার বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

১৯। যে সাধারণ জমিদারীতে অনেক অংশির স্বত্ব সম্মিলিত থাকে অংশিগণের দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের হজুরে উপস্থিত হওনাধীন কি আদালতের হুকুমনামামতে যদি তাহার বাটওয়ারা আরম্ভ হয় ও বাটওয়ারা সমাপ্ত ও মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে সেই জমিদারীতে বাকী পড়ে তাহার প্রত্যেক অংশির প্রতি তাহারা আপনারদিগের হিস্যাতে ভোগবান থাকে বা না থাকে অনুমতি আছে যে ঐ বাকীর সংখ্যার দৃষ্টে আপনারদিগের হিস্যার আন্দাজ টাকা কালেক্টর সাহেবের হজুরে দাখিল করে ও ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহা লইয়া তাহারদিগের হিস্যার ওয়াসীল বাকী করেন্ আর উত্তরকালে বাকী টাকা আদায়ের কারণ অংশাংশ না হওয়া জমিদারীর কিঞ্চিৎ বিক্রয়করা আবশ্যক হইলে কেবল বাকীদারদিগের হিস্যা বিক্রয় হইবেক ও এই সকল প্রকারেতে নীলামের খরীদারের অর্থাৎ ক্রয়কর্ত্তার হক অর্থাৎ স্বত্বদৃষ্টে অংশাংশ করা যাইবেক ও বাকীদার অধিকারিরা সে জমিদারী বাটওয়ারাক্রমে যে মত স্বতন্ত্রং অংশ পাইত ও তাহা সম্যক সর্ব্বপ্রকারেতে বিক্রয় হইবেক সেইমত স্বতন্ত্রক্রমে খরীদার সে জমিদারীর এক হিস্যা কি হিস্যাসকল ভোগ দখল করিতে অধিকার রাখিবেক এবং সর্ব্বপ্রকারে ঐ বাকীদারদিগের সম্যক্ স্বত্বের অধিকারী হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৩৩ ধা।

জমিদারীর পৃথক্২ মহালের জমার

২০। যে জমিদারীর মোটে এক জমা থাকে তাহার স্বতন্ত্রং অংশক্রমে সীমানিরূপণহওয়া মহালের খারিজহওনের হুকুম হইলে

তাহার জমার ধার্য্যকরণেতে যে নানাপ্রকার বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয় ও সেহেতুক লোকদিগের যে ক্ষতি দুঃখ হয় যথাসাধ্য তাহার নিবারণহওনার্থে নীচের লিখিত হুকুম ঐ সকল মহালের প্রতি খাটিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৩৪ ধা। ১প্র।

ধার্য্যকরণে বিলম্ব না হইবার অর্থে দাঁড়ার কথা।

২১। সাধারণ জমিদারীর মধ্যে স্বতন্ত্রক্রমে সীমানিরূপণহওয়া যে কোন মহালের অধিকারী আইনানুসারে তাহা খারিজ করিয়া লওনের অধিকার রাখে ও সেই মহালের খারিজ ও তাহার উপর সরকারের জমার ধার্য্যহওনের আরম্ভ হইয়া সেই জমার ধার্য্যহওয়া সমাপ্ত ও মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে ঐ মহাল যে জমিদারীর শামিল থাকে তাহাতে যদি বাকী পড়ে আর সেইহেতুক সেই সম্যক্ জমিদারী কিম্বা তাহার কোন অংশ বিক্রয়করা আবশ্যক হয় এমতে ঐ মহালের অধিকারি ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে সেই মহালের উৎপন্নের দৃষ্টে মোট জমিদারীর জমার সম্বন্ধে শতকরা মালিকানা ও তহসীলের খরচ ১০ দশ২ টাকা করিয়া একুনে কুড়ি টাকাবাদে তাহার শিরে বাকীর যত টাকা পড়ে তাহা কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দেয় ও এমতে যদি ঐ মহাল তাহার ভোগদখলে না থাকে তবে কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ সে মহালেতে তাহাকে দখল দেওয়া যায় ও ঐ বাকীর টাকা উপস্থিতকরণের সময়ে তহকীককরণেতে কিম্বা সাক্ষির সাক্ষ্য অথবা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রাদির দ্বারা কালেক্টর সাহেবের চিত্তে যদি নিশ্চয় এমত বোধ হয় যে ঐ মহালের উৎপন্নের সংখ্যা নিরূপণ অপ্রকৃত হয় নাহি তবে কর্ত্তব্য যে ঐ টাকা লইয়া সে মহালের নামেতে ওয়াসীল বাকী করেন্ আর যদি শেষেতে বাকী আদায়ের নিমিত্তে সেই জমিদারীহইতে কিছু বিক্রয়করা আবশ্যক হয় তবে সে মহাল ছাড়িয়া বিক্রয় হইবেক ও তাহার খারিজ ও জমার ধার্য্য অংশিগণের স্বত্বের দৃষ্টে মামুলমতে অর্থাৎ পূর্ব্ব রীতিক্রমে হইতে পারিবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে সমস্ত অংশিগণের জমার বন্দোবস্ত ও ধার্য্য হইলে পর ঐ মহালের অধিকারির দাখিলকরা টাকা বাকীর বাবৎ যে টাকা তাহার প্রকৃত দেনা হয় তাহার সংখ্যার অতিশয় বোধ হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে ফিরিয়া পাইতে পারিবেক ও ঐ কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার স্থানে যত টাকা বেশী লইয়াছিলেন তাহা আর যে বাকীদারদিগের শিরে হিসাবেতে বাকীর টাকার প্রকৃত সংখ্যার কম হইয়া পড়িয়াছিল তাহারদিগের স্থানে সরকারের মালগুজারীর আর২ বাকীর টাকা যে প্রকারে উসুল করেন সেইমতে লন্ আর এইমত তাহা না হইয়া যদি এমত বুঝা যায় যে ঐ মহালের অধিকারী বাকীর যে টাকা তাহার শিরে পড়িয়াছিল তাহার কম দিয়াছে তবে কর্ত্তব্য যে তাহার স্থান হইতে লইয়া যে বাকীদার অধিকারিদিগের শিরে বেশী পড়িয়াছিল তাহারদিগকে দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৩৪ ধা। ২ প্র।

জমার ধার্য্যকরা সারা না হইতে যে বাকী পড়ে তাহার বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

৩ ধারা।

অংশাংশকারী আমীনেরদের নিযুক্তকরণ ও মেহনতানা নির্দ্ধারিতকরণ।

কালেক্টর সাহেবের মোকররকরা আমীনের দ্বারা জমিদারী ওগয়রহের অংশাংশ হইবার ও তাহার জমার উপর শতকরা নির্দ্ধারিত হিসাবে আমীন মেহনতানা পাইবার কথা।

১২। জমিদারীওগয়রহের অংশাংশকরণের হুকুম হইলে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে জনেক মাতবর লোককে তাহার অংশাংশ করিবার নিমিত্তে আমীন নিযুক্ত করেন ও তাহার এবং তাহার আমলার মেহনতানার নিমিত্তে জমিদারীর জমার উপর শতকরা যে হিসাবে পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে সেইমতে নির্দ্ধার্য্য হইবেক।—ইতি ১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১২ ধা।

ভূমির অংশাংশের কারণ যে আমীন নিযুক্ত হইবেক তাহার হলফের পাঠের কথা।

১৩। কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা ও তাঁহার প্রতি হুকুম আছে যে জমিদারীওগয়রহ অংশ করিতে আমীন প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সেই আমীনকে নীচের লিখিত পাঠক্রমে হলফ অর্থাৎ দিব্য করান্ তাহার পাঠ এই যে আমি অমুক অমুক জিলার মধ্যের অমুক অমুকের অধিকার অমুক জমিদারী কি তালুকওয়রহের অংশাংশের কারণ নিযুক্ত হইলাম অতএব দিব্য করিতেছি যে আমি সর্ব্বতোভাবে যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে ও যথাসাধ্য ত্বরাক্রমে ঐ অধিকারে অংশাংশ করিব আর যত অংশ করিতে হুকুম হয় তাহার একং অংশের উপর সরকারের জমা আপন বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের মতে নির্দ্ধার্য্য করিব আর ঐ অধিকারের অংশাংশের কিম্বা ঐ অধিকারের অংশাংশের সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে কিছু রসুম কিম্বা সওগাত অথবা কোন কিছু ইনাম কোন অংশী কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের কাহার স্থানে স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে আপনি লইব না এবং অন্য কাহাকেও লইতে দিব না এবং এই আইনের লিখিত হুকুমানুসারে আমার যে লাভের ধার্য্য হয় তাহা ছাঁড়া কিছুই আপন কার্য্যের দ্বারা গ্রহণ করিব না এবং যে ভূমির অংশাংশের নিমিত্তে নিযুক্ত হইলাম তাহার হিসাবওগয়রহ যে কাগজপত্র আমার হস্তগত হয় তাহা কালেক্টর সাহেবের স্থানে দিব ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

হলফের অন্যমতে কার্য্য করিলে আমীনের প্রতিফল হইবার কথা।

১৪। জিলার ফৌজদারী আদালতে যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ আমীন হলফ অর্থাৎ দিব্যের অন্যথা কিছু নগদ কিম্বা জিনিস অথবা অপর বস্তু কোন অংশী কিম্বা তাহার পক্ষের কোন লোকের স্থানে স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে আপনি লইয়াছে অথবা অন্যকে লইতে দিয়াছে তবে আপনি যাহা লইয়া থাকে কি অন্যেরে লইতে দিয়া থাকে তাহার সংখ্যা কিম্বা মূল্যের তিনগুণ জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড সরকারে দাখিল করাণ যাইবেক ও সে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত

মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ও এই প্রকরণের অনুসারে যে দাওয়া হয় তাহা ফৌজদারীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও কালেক্টর সাহেব সর কারী উকীলের মারফৎ এমত দাওয়ার ফরিয়াদী হইবেন কিন্তু এই প্রকরণানুসারে এ হুকুমও আছে যে ঐ আমীনের নামে দেওয়ানী আদালতেও নালিশ হইতে পারে ও দেওয়ানী আদালতে ঐ দাওয়া প্রমাণ হইলে সেই নগদ টাকা কিম্বা জিনিস যাহার স্থানে লইয়া থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান যাইবেক এবং তাহার স্থানহইতে আদালতের খরচাও ফরিয়াদীকে দেওয়ান যাইবেক এবং সে যাবৎ ডিক্রীর টাকা না দেয় কিম্বা ঐ ডিক্রীর টাকা তাহার জিনিস বিক্রয় দ্বারা আদায় না হয় তাবৎ কয়েদ থাকিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

২৫। কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে জমিদারী কি তালুকওগয় রহের অংশাংশের কারণ যে আমীন নিযুক্ত হয় তাহার নাম এবং তাহার সকল অংশিদিগের নাম ও একং অংশির অংশের সংখ্যা আর অংশক্রমে যত জন ভূম্যধিকারী হইবেক তাহার নিদর্শনে এবং একং অংশের অধিকারির শামিল যত জন অংশী রহিবেক তাহাযুক্তে ও আপন মোহর ও দস্তখতে ঐ আমীনকে এক সনন্দ দেন্ এবং সেই আমীন জমিদারীওগয়রহের অংশের ব্যাপারে যে আ ইনের অনুসারে করিবেক তাহার নকল এবং সেই জমিদারীওগয়র হের মোতালক যেং বিষয় কালেক্টরী সিরিস্তার বহীতে লেখা থাকে তাহারো নকল ঐ আমীনের স্থানে দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৪ ধা।

সনন্দআদি যে কিছু নিদর্শন আমী নকে দিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকু ম আছে তাহার ক থা।

আমীনের মেহনতানা অর্থাৎ শ্রমের বেতন ও তাহার আমলার খরচ নীচের তফসীলের লিখিত হিসাবে দেওয়া যাইবেক ইতি।

যে হিসাবে আ মীনকে মেহনতানা দেওয়া যাইবেক তা হার তফসীলের ক থা।

তফসীল

যে জমার সংখ্যা পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় তাহার উপর শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া।

যে জমার সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক এক হাজারপর্য্যন্ত হয় তা হার প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও বাকী টাকার উপর শতকরা ৮ আট টাকা করিয়া।

যে জমার সংখ্যা এক হাজারের অধিক আড়াই হাজারপর্য্যন্ত হয় তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর পাঁচ শতের উ পর শতকরা ৮ আট টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া।

যে জমা আড়াই হাজারের অধিক পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার আড়াই হাজার টাকাপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্র

থম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড়হাজারের উপর শত করা ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৩ তিন টাকা করিয়া।

যে জমার সংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক দশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার পাঁচ হাজারপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচশতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা ও তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ২ দুই টাকা হিসাবে।

যে জমার সংখ্যা দশ হাজারের অধিক পঁচিশ হাজারপর্য্যন্ত হয় তাহার দশ হাজারপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর পাঁচ শতের উপর শত করা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ১ এক টাকা হিসাবে।

যে জমার সংখ্যা পঁচিশ হাজারের অধিক পঞ্চাশ হাজারপর্য্যন্ত হয় তাহার পঁচিশ হাজারপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা আর পাঁচ শতের উপর শত করা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা তাহার পর পনের হাজারের উপর শতকরা ১ এক টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ||০ আট আনা হিসাবে।

যে জমার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের অধিক লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার পঞ্চাশ হাজারপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথমতঃ পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপরি শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর ৫ পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা তা হার পর পনের হাজারের উপর শতকরা ১ এক টাকা তাহার পর পঁচিশ হাজারের উপরশতকরা ||০ আট আনা আর বাকী টাকার উপর শতকরা |০ চারি আনা হিসাবে।

যে জমার সংখ্যা এক লক্ষের অধিক যত টাকা হয় তাহার এক লক্ষপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শত করা ১০ দশ টাকা আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর পাঁচ হা জারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা তাহার পর পনের হাজারের উপর শতকরা ১ এক টাকা তাহার পর পঁচিশ হাজারের উপর

শতকরা ৸৹ আট আনা তাহার পর পঞ্চাশ হাজারের উপর শত করা ।৹ চারি আনা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৵ দুই আনা হিসাবে।

উপরের লিখিত হিসাবে টাকার কসুর ধরা যাইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯.আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

২৬। উপরের লিখিত প্রকরণেতে আমীনের নিমিত্তে যে মেহনতানা মোকরর হইয়াছে তাহা কেবল আমীনের মেহনতানা ও তাহার আবশ্যকী আমলার খরচকারণ বোধ করা যাইবেক কিন্তু যদি ভূমি জরীব করা উচিত হয় তবে অন্য যত ক্ষুদ্র আমীন ও আমলা ঐ জরীবের কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে আবশ্যক হয় তাহা মোকরর করিতে হইবেক ও তাহারদিগের মাহিয়ানা কালেক্টর সাহেব যাহা স্থির করেন্ তাহা জমিদারীর অংশিগণের শিরে তাহারদিগের প্রত্যেকের অংশের দৃষ্টে দেনা হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

ভূমি জরীব করা আবশ্যক হইলে যে আমীন সে নিমিত্তে মোকরর হইবেক সে স্বতন্ত্র মেহনতানা পাইবার কথা।

২৭। কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আমীনকে সনন্দ দিবার সময়ে উপরের প্রস্তাবিত হিসাবে তাহার মোট রসুমের তিন অংশের মধ্যহইতে কেবল এক অংশ তাহাকে পেশগী অর্থাৎ আগামীরূপে দেন্ ও বাকী দুই অংশের বিষয়ে নীচের লিখিত মতে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

কালেক্টর সাহেব আমীনকে সনন্দ দিবার সময়ে তাহার রসুমের তিন অংশের এক অংশ তাহাকে দিবার কথা।

২৮। অংশিগণের কবুতমতে কিম্বা দস্তাবেজের দ্বারা অথবা যে অন্যের দেওয়া সমাচার গ্রাহ্য উপযুক্ত হয় তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের যখন এমত বোধ হয় যে অংশাংশ করা অর্দ্ধেক হইয়াছে এমতে ঐ সাহেব বাকী দুই অংশের এক অংশ সেই আমীনকে দিবেন ও যে সময়ে কালেক্টর সাহেব এমত জানেন্ যে অংশ করা সারা হইল তখন অবশিষ্ট যে অংশ তাহা ঐ আমীনকে দিবেন ইতি। ১৮১৪ সা। ১৯। ১৫ ধা। ৪ প্র।

বাটওয়ারাহওনের মধ্যে আর এক অংশ আমীনকে পেশগী দেওয়া যাইবার কথা।

২৯। যদি বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হুজুরে আমীনের বাটওয়ারা করা নামঞ্জুর হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার ও আমীনের করা কর্ম্মের ভাবগতিক বুঝিয়া আপনারদিগের বিবেচনা মতে তাহার মেহনতানার বাকী হইতে যাহা বিহিত বোধ হয় জব্দ অর্থাৎ সরকারে বাজেয়াপ্ত করেন কি না করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৫ প্র।

বাটওয়ারা নামঞ্জুর হইলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৩০। আমীন বাটওয়ারাকরণের ভূমিতে যাওনের সময়ে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে বাটওয়ারা করা সমাপ্ত হইবার নিমিত্তে যে মিয়াদ উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা নিরূপণ করেন কিন্তু যদি অধিক কাল মিয়াদকরণের আবশ্যক হয় তবে কর্ম্মনির্ব্বাহ পাওনের প্রতি

নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে বাটওয়ারা করা সারা না হইলে দাঁড়ার কথা।

দৃষ্টিকরণাধীন কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে বারে বারে তাহার উপর অন্য মিয়াদ বেশী করেন কিন্তু যদি ঐ আমীন যে কর্ম্ম তাহার করা উচিত তাহা না করে কিম্বা আপনার প্রতি অর্পণ হওয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে আবশ্যকব্যতিরেকে কিছু বিলম্ব কি তাচ্ছল্য করে কিম্বা তাহার কিছু ত্রুটিপ্রমাণ হয় এমতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই আমীনকে তাহার কর্ম্মহইতে তৎক্ষণাৎ সস্পেণ্ড করিয়া এ বিষয়ের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত বিলম্বের হেতুসহিত যে বোর্ডে উপস্থিত করিবার যোগ্য বিষয় হয় সেই বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে গোচর করান কালেক্টর সাহেবের কৈফিয়ৎ পাইলে পর বোর্ডের সাহেবেরা বিশিষ্টহেতু পাইলে সেই আমীনের বাকী মেহনতানা জব্দকরণের সহিত তাহার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মের ভারহতে তাহার তগীরহওনের হুকুম দিবেন কিম্বা বাটওয়ারার কর্ম্ম সমাধাহওনের কারণ অন্য যে হুকুম বিহিত বোধ হয় তাহা দিবেন ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৬ প্র।

শতকরা নিরূপণ করা টাকাতে মেহনতানা না কুলাইলে যেমত আচরণ হইবেক তাহার কথা।

৩১। যদি বাটওয়ারা করিতে এত অধিক কাল হয় যে শতকরা যে মেহনতানা মোকরর আছে তাহাতে আমীনের মেহনতানা ও তাহার আমলার খরচ কুলায় না এমতে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার ও আমীনের করা কর্ম্মের ভাব বুঝিয়া আপনারদিগের বিবেচনা মতে এই আইনানুসারে যে জরীমানার টাকা উসুল হইয়া থাকে তাহা সম্যক কি তাহাহইতে কতক সেই আমীনকে দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।

আমীন তগীর হইলে দ্বিতীয় যে আমীন নিযুক্ত হয় তাহাকে জরীমানার ও পূর্ব্বে আমীনের জব্দহওয়া বাকী মেহনতানার টাকা দেওয়া যাইবার কথা।

৩২। আমীন যদি আপন কর্ম্মহইতে তগীর হয় ও অন্য আমীন বাটওয়ারা সমাপ্ত করিবার জন্যে তাহার স্থানে নিযুক্ত হয় তবে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জরীমানার যত টাকা উসুল হইয়া থাকে ও মাসুল আমীনের বাকী মেহনতানার যত টাকা সরকারে জব্দ হইয়া থাকে তাহা দ্বিতীয় যে আমীন ঐ কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্যে মোকরর হয় তাহাকে তাহার মেহনতানা ও তাহার আমলার খরচের নিমিত্তে দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।

৪ ধারা।

আমীনেরদের ও ভূম্যধিকারিরদের কর্ত্তব্য কার্য্য।

অংশ হইবার ভূমি আপনি দেখিতে আমীনকে হুকুমের কথা।

৩৩। আমীন সরে জমীনে পঁহুছিলে পর তাহার কর্ত্তব্য যে আপনি যে জমিদারীওগয়রহের অংশাংশের নিমিত্তে নিযুক্ত হয় তাহার সমস্ত ভূমি আপনি দেখে এইহেতুক যে এই আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ১০ ও ১১ ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে একং অংশের জন্য ভূমি নির্ব্বাচিতে পারে ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা।

৩৪। যে জমিদারীওগয়রহের অংশকরণের হুকুম হয় তাহার অধিকারিগণ কি তাহারদিগের যেং নায়েব সরে জমীনে থাকে তাহারদিগের উচিত যে একং মহাল ও গ্রামের তৎকালের উৎপন্নের কাগজপত্র এবং অন্য যে কিছু হিসাব ও সম্বাদ বাদ তাহারদিগের স্থানে আমীন চাহে তাহা তাহার স্থানে দেয় এইহেতুক যে আমীন তদ্দৃষ্টে সেই যে একং অংশ খারিজ হয় তাহার উপর সরকারের জমা এই আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে ধার্য্য করিতে পারে ইতি। ১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৭ ধা। ১ প্র।

অংশ হইবার ভূমির অধিকারিদিগের সরকারের জমার ধার্য্য কারণ আমীনের তলবকরা হিসাবদিগর তাহাকে দিবার হুকুমের কথা।

৩৫। ঐ অধিকারিগণ কিম্বা তাহারদিগের যে নায়েবেরা সরে জমীনে থাকে তাহারদিগের উচিত যে আমীনের তলবমতে যে কিছু হিসাব তাহাকে দেয় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে থাকিবার নিমিত্তে তাহার নিকটে হলফ করে আর যে সকল লোককে হলফ করাণ আদালতে ক্ষমা হইতে পারে তাহারদিগের ন্যায় যদি তাহারা হয় তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে আমীনকে ক্ষমতা দেন যে সেই হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাবে থাকিবার জন্য সেই অধিকারী কি নায়েবদিগের স্থানে কেবল একরারনামা অর্থাৎ নিয়মপত্র লয়। ও যদি সেই অধিকারিরা তলবকরা হিসাব না দেয় তবে তাহারদিগের সকলের মধ্যে যে কেহ তাহা ছাপাইয়া রাখে সে যাবৎ সেই হিসাব আমীনকে না দেয় তাবৎ সেই গতিকের বেওরা ও অপরাধির বিষয়ও শক্তি দৃষ্টে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের বিবেচনায় দিনপ্রতি যে হারে দণ্ডলওন উচিত জানেন তাহাই তাহার উপর সঙ্গত হইবেক আর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই দণ্ডের টাকা মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ যেমত হুকুম আছে তদনুসারেই উসুল করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

অংশ হইবার ভূমির অধিকারী ও নায়েবদিগের হিসাব প্রকৃত হইবার অর্থে হলফ করিতে কি একরারনামা দিতে হুকুমের কথা।

তলবকরা হিসাব না দিলে ঐ অধিকারিদিগের স্থানে জরীমানা লইবার কথা।

৩৬। অধিকারিরা কি তাহারদিগের যে নায়েবেরা সরে জমীনে থাকে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে জমিদারীওগয়রহের কর্ম্মচারীআদি আমলাকে আমীনের নিকটে হাজির করায় এইহেতুক যে হিসাব বুঝাইয়া দেয় আর সেই জমিদারীওগয়রহের অংশাংশের ও তাহার একং অংশের জমার ধার্য্যের নিমিত্তে যে কিছু সম্বাদ বাদ ও কাগজপত্র আমীন চাহে তাহা সেই কর্ম্মচারীওগয়রহে কহে ও দেয় যদি সেই অধিকারিরা তাহারদিগকে হাজির না করে তবে উপরের প্রকরণানুসারে হিসাবওগয়রহ কাগজপত্র না দিলে যে জরীমানা অর্থাৎ দণ্ডের ধার্য্য আছে তাহাই তাহারদিগের প্রতি সঙ্গত হইবেক আর যদি কোন পাটওয়ারী আপনার হিসাব দিতে না চাহে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারা ও ঐ ধারার মোতাবেক যেং ধারা ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনে ও ১৮০৩ সালের ২৯ আইনে আছে তাহার লিখিত দাঁড়ার ব্যতিক্রমে অন্য

যে অধিকার ভূমির অংশ করিতে হুকুম হয় তাহার অধিকারিদিগের অধিকারের আমলা কর্ম্মচারিদিগকে আমীনের নিকটে হাজির করিতে হুকুমের কথা।

যে কর্ম্মচারিরা আপনারদিগের হিসাব না দেয় কি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ও ১৮০৩ সা

লের ২৯ আইনের ব্যতিক্রমে অন্য কর্ম্ম করে তাহার দিগের দণ্ডের কথা।

কোন কর্ম্ম করে তবে ঐ ধারার লিখিত মতাচরণ তাহার প্রতি করা যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা ১৯ আ। ১৭ ধা। ৩ প্র।

কাগজ না দিলে কি অন্যপ্রকারে ভূমির অংশাংশহওয়াতে প্রতিবন্ধকতা করিলে বোর্ডের সাহেবেরা জরীমানা করিবার কথা।

যে সময়াবধি অপরাধির দিনুড়ি জরীমানা দিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৭। যে সাধারণ ভূমির অংশাংশকরণের হুকুম হইয়া আইন মতে অংশাংশ হয় সেই সাধারণ ভূমির অংশিগণের মধ্যে কোন অংশি যদি তলবকরা হিসাবের কাগজ পত্র না দেওয়াতে কি অন্য কোন প্রকারে জানিয়া শুনিয়া ভূমির অংশাংশহওয়াতে প্রতিবন্ধকতা করে তবে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবের পাঠান কৈফিয়ৎ পাইলে পর মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে যত টাকা জরীমানা করা উচিত জানেন্ সেই অংশির তত টাকা জরীমানা করিবেন ও আইনমতে মালগুজারীর বাকী টাকা যে প্রকারে লওয়া যায় সেই প্রকারে ঐ টাকা লওয়া যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি এই আইনের লিখিত কোন দাঁড়ানুসারে হিসাবওগয়রহ্ কাগজ মৌজুদকরণের নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগেরমঞ্জুরীক্রমে কালেক্টরসাহেব দিনং জরীমানা মোকরর করিয়া থাকেন্ তবে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা তাহার অন্য মত হুকুম না দিলে এবং কালেক্টর সাহেব প্রথমতঃ সে বিষয়ে অন্য কোন প্রকার হুকুম না দিয়া থাকিলে যে তারিখে ঐ জরীমানার খবর অপরাধিকে দেওয়া গিয়াছিল সেই তারিখঅবধি ঐ জরীমানা সম্যক কি তাহার কতক তাহার দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২১ ধা।

যে অধিকারভূমির অংশকরণের হুকুম হয় তাহার কোন অংশী নিজে হাজির হইতে না পারিলে উকীল মোখ্তার করিয়া পাঠাইবার কথা।

৩৮। যে জমিদারী কি হজুরীতালুকওগয়রহের অংশাংশ করণের হুকুম হয় তাহার অংশিদিগের মধ্যে কেহ যদি পীড়াপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে কালেক্টর সাহেবের কি আমীনের নিকটে হাজির হইতে না পারে কি না চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এক জনকে উকীল নিযুক্ত করিয়া যাবৎ অংশাংশের বিষয় নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ এই আইনের অনুসারে যে সকল নিষ্পত্তি তাহার কর্ত্তব্য হয় সেই সকল কর্ম্মের কর্তৃত্ব ভার তাহাকে দিয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২৬ ধা।

৫ ধারা।

আমীনের রিপোর্ট পাইলে কালেক্টর ও বোর্ডের যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

আমীন অধিকার ভূমির অংশাংশ করা সারা হইলে পর তাহার যে কাগজপত্রাদি কালেক্টর সাহেবকে দিবেক তাহার মজমুনের কথা।

৩৯। যে কালে আমীন জমিদারীওগয়রহের অংশাংশের কার্য্যও একং অংশের সরকারের জমার যে ধার্য্যের নিষ্পত্তি করে সে কালে তাহার কর্ত্তব্য যে অংশাংশের কাগজপত্র ভূমির বেওরাকৈফিয়ৎ এবং সরকারের জমার ধার্য্যনিদর্শনে দুরস্ত করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেয় আর উচিত যে একং অংশের শামিলে যেং মহাল ও গ্রাম আইসে তাহার নাম আর সেই একং মহাল ও

গ্রামের তৎকালের গত তিন সনের উৎপন্নের সংখ্যা আর সেই একং অংশের উপর সরকারের যে জমা ধার্য্য করে তাহার সংখ্যা এবং একং অংশের মোতালক ভূমির নির্ব্বাচনী যেমতে হয় তাহার বিবরণ এবং যেং হিসাবের অনুসারে সেই আমীন সরকারের জমার ধার্য্য করে তাহার যে বিস্তারিত কালেক্টর সাহেবের জ্ঞাতসারের কারণ আবশ্যক হয় এবং এই আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ধারার লিখিত পুষ্করিণী ও দেবস্থলীআদির বিষয়ে যে বন্দোবস্ত হয় তাহা সমস্ত বেওরা করিয়া সেই সকল কাগজে লেখা যায় ইতি। —১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৮ ধা।

৪০। আমীন উপরের ধারার লিখনানুসারে কাগজপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকটে দিলে পর সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বিবেচনা ও তহকীক করিয়া এবং অংশিদিগের কেহ নিজে কিম্বা উকীলের মারফতে সেই কাগজের প্রতি যে আপত্তি ও এজহার তাঁহার নিকটে করে তাহা জ্ঞাত হইয়া একং অংশের শামিল করা সকল মহাল ও গ্রামের নাম ও সেই একং মহাল কিম্বা গ্রামের তৎকালের উৎপন্ন এবং সেই একং মহাল কিম্বা গ্রামের উপর যে জমা ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা এবং সেই একং অংশের অধিকারী কি অধিকারিদিগের নাম আর কোন অংশ দুই জন কিম্বা ততোধিক জন অংশির ভোগ দখলে শরাকতের মতে আসিয়া থাকিলে সেই একং অংশির অংশের আন্দাজের নিদর্শনে এবং এই আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ধারার লিখিত যে কোন বিষয়ের প্রতি যেমত নিয়ম হইয়া থাকে তাহার বেওরাসমেত এক তকসীমনামা তৈয়ার করিয়া তাহার নকল বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হজুরে আপন অভিপ্রায় ও মতের কথা যে কিছু ইহা বুঝিবার কারণ আবশ্যক হয় যে ভূমির অংশাংশ ও তাহার একং অংশ নিরূপণ হজুরের আইনানুসারে হইয়াছে কি না তাহা সমেত পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

ইরসালী কাগজপত্র দেখিলে পর তকসীমনামা দুরস্ত করিতে কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুমের কথা।

তকসীমনামার মজমুনের কথা।

৪১। কিন্তু ঐ তকসীমনামা অর্থাৎ অংশাংশ পত্র বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইবার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার নকল অংশিদিগকে দেন্ ও যদি সকল অংশিতে আপনার দিগের মোহর দস্তখতে ও চারি জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দাখিল করে যে ঐ ভূমিরযে অংশাংশ জ্ঞাত হইয়াছি তাহাতে আমরা রাজী অর্থাৎ সম্মত আছি কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে কেহ অংশাংশের ফর্দ্দের নকল পাওনের পর পনের দিনের মধ্যে সেই অংশাংশের উপর কিছু ওজর অর্থাৎ আপত্তি না করে তবে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রথমপ্রকারে এতাবতা তাহারদিগের সম্মত থাকনের একরারনামা পাইলে পর ও দ্বিতীয় প্রকারে এতাবতা ঐ নিয়মিত কাল গত হইলে পর সেই সকল অংশিগণকে তাহারদি

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হজুরে তকসীমনামা পাঠাইবার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের যে মতাচরণ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যেমতেতে অংশিগণেরে অবিলম্বে দখল দেওয়ান আবশ্যক তাহার কথা।

গের অংশেতে দখল দেওয়াইয়া তাহার কৈফিয়ৎ জমার নিরূপণ সম্বলিত ভূমির তকসীমনামার নকল ও তরজমাসহিত বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হজুরে পাঠইয়া দিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত নির্দ্ধার্য্য করা জমা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হজুরে যাবৎ মঞ্জুর না হয় তাবৎ সিদ্ধ বোধ হইবেক না ও ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তকসীমনামাতে যে কিছু ফেরফার এই আইনের ৮ ধারার প্রস্তাবিত আইনের লিখিত হুকুমের মতে করণের আবশ্যক হয় তাহা করেন্ এবং ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ভূমির অংশাংশও একং অংশের জমার ধার্য্য ও তকসীমনামার লিখিত অন্যং বিষয় যে প্রকারে ধার্য্য পাইয়া থাকে জমায় কমীকরণভিন্ন তাহাই মঞ্জুর ও গ্রাহ্য করেন্ অথবা যে প্রকারে বিহিত বুঝেন্ ফেরফার করেন এবং যে সময়ে ঐ সাহেবেরা ভূমির অংশাংশের বিষয়ে আপনারদিগের নিষ্পত্তিহওনের পুর্ব্বে যেং নূতন তহকীক করা আবশ্যক বুঝেন্ তাহা করাইয়া লন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৯ ধা। ২ প্র।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা জমার ধার্য্যহওয়া মঞ্জুর করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৪২। যদি অংশিরা কি তাহারদিগের মধ্যে কেহ উপরের প্রকরণের নির্দ্ধারিত পনের দিনের মধ্যে অংশাংশের ফর্দ্দে উপর কোন ওজর অর্থাৎ আপত্তি করে তবে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগেরে তাঁহারদিগের অংশেতে দখল না দেওয়াইয়া অবিলম্বে ঐ ওজর লেখা কাগজের নকল ও তরজমা তকসীমনামার ফর্দ্দের নকল ও তরজমা ও আমীনের দেওয়া সমস্ত কাগজপত্র কি তাহার যে কতক যে বিষয়েতে ঐ ওজর হইয়াছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ও আরং যে সম্বাদ বাদ বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের যথার্থ বিচারের অর্থে গুণদায়ক হয় তাহার সহিত ঐ সাহেবদিগের হজুরে পাঠান্ ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৯ ধা। ৩ প্র।

অংশিগণেরা তকসীমনামার প্রতি আপত্তি করিলে কালেক্টর সাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৩। তকসীমনামা অর্থাৎ অংশাংশপত্রের বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহাই শেষ হুকুম ও চূড়ান্ত বোধ হইবেক ও কালেক্টর সাহেব ঐ সাহেবদিগের তরফহইতে শেষ হুকুম পাইলে পর তাঁহার কর্ত্তব্য যে অংশিদিগকে তাহারদিগের অংশেতে দখল দেওয়াইয়া আমীনের দাখিলকরা কাগজপত্র অংশাংশহওয়া ভূমির সাবেক যে কৈফিয়ৎ তাহার সিরিশ্তার বহীতে লেখা থাকে তাহার সহিত অবিলম্বে মিলাইয়া সেই কৈফিয়তে যে ভূলচুক পান তাহা দুরস্ত করিয়া সেই ভূমি অংশাংশের কৈফিয়ৎ আপন সিরিশ্তার বহীতে লেখান ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২০ ধা। ১ প্র।

তকসীমনামার বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহাই চূড়ান্ত হইবার ও ঐ সাহেবদিগের নিষ্পত্তির হুকুম পাইলে কালেক্টর সাহেব অংশিগণকে অংশেতে দখল দেওয়াইয়া ভূমির অংশাংশের কৈফিয়ৎ আপন সিরিশ্তার বহীতে লেখাইবার কথা।

৪৪। যে ভূমির অংশাংশের কৈফিয়ৎ কালেক্টর সাহেব প্রথমতঃ অংশিদিগ্‌কে জ্ঞাত করাইয়া থাকেন্ সে ভূমির অংশাংশের বিষয়ে অংশিদিগের ওজর অর্থাৎ আপত্তি নিরূপিত মিয়াদ এতাবতা পনের দিবস গত হইলে পর ওজর দরপেশ করিতে বিলম্বহওনের বিশিষ্টহেতু না দর্শাইলে বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা শুনিবেন না ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ওজর না শুনা যাইবার কথা।

৪৫। কালেক্টর সাহেবের করা অংশাংশের উপর ওজর অর্থাৎ আপত্তির দরখাস্ত বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকটে দাখিল হইলে যদি সে সকল ওজর স্পষ্ট অযথার্থ ও কেবল ক্লেশ দেওনার্থে বোধ হয় তবে ঐ সাহেবেরা মোকদ্দমার ভাব ও অপরাধির সংস্থান বুঝিয়া যে জরীমানা করা উপযুক্ত বুঝেন তাহার হুকুম দিবেন ও ঐ জরীমানার টাকা মালগুজারীর বাকী টাকা যেপ্রকারে উসুল করিবার হুকুম আছে সেই প্রকারে উসুল হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২০ ধা। ৩ প্র।

বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে দরখাস্ত কেবল কাজীয়া ফসাদের নিমিত্তে বোধ হইলে জরীমানা লওয়া যাইবার কথা।

জরীমানা উসুলের অর্থে যে আচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

৬ ধারা।

শালিসির দ্বারা অথবা গুলিবাঁট শরতী করিয়া ভূমির বাটওয়ারাকরণ।

৪৬। এই আইনের ৪ ধারার ১।২ প্রকরণের লিখিত গতিকেতে যদি কোন জমিদারী কি হুজুরী তালুকওগয়রহের অধিকারিরা আপোসে এমত নিয়ম করে যে সেই জমিদারীওগয়রহের অংশের ব্যাপার আপনারা নিষ্পত্তি করে এবং সরকারের জমাও আপনারা সেই এক২ অংশের উপর নির্দ্ধার্য্য করে এবং সেই জমিদারীওগয়রহের অংশাংশের অপর সকল বিষয়ের সরবরাহ হুজুরের আইনের অনুসারে দেয় তবে এমতে সেই অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই মজমুনেই এক আরজী ৪ চারিজন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে কালেক্টর সাহেবের নিকটে গুজরায় ইহাতে সেই সাহেবের উচিত যে সেই আরজী গুজরিলে পর তদনুসারে আমীনকে হুকুম দেন্। কিন্তু এমতেও সেই অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে যে সকল হিসাবের তলব আবশ্যক আছে তাহা আমীনকে দর্শায় ও তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে থাকিবার অর্থেও দিব্য করে কিম্বা কেবল নিয়মপত্র লিখিয়া দেয় আর কর্ত্তব্য যে ভূমির অংশাংশ ও এক২ অংশের জমার ধার্য্য এবং সেই ভূমির অংশের মোতালক অপর সকল হিসাবকিতাব সেই আমীনের সাক্ষাৎ ও তাহার দেখা শুনায় হয় এইহেতুক যে সে বিষয় সমস্তই হুজুরের আইনের অনুসারে হইয়াছে এমত জওয়াব দিবার ভার সেই আমীনের শিরে থাকিবেক আর ঐ মত যদি উপরের লিখিত ধারা ও প্রকরণের লিখিত গতিকে যে জমিদারীওগয়রহের অংশকরণের হুকুম হয় তাহার সকল অধিকারিরা আপোসে এমত নিয়ম করে

যে অধিকারভূমির অংশ করিতে হুকুম হয় তাহার অধিকারিরা এই ধারার লিখিত গতিকে আপনারা অংশের ব্যাপার নিষ্পত্তি করিবার কিম্বা মধ্যস্থদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি করাইবার ক্ষমতা রাখিবার কিন্তু দুই মতেই তাহার নিষ্পত্তি আমীনের সাক্ষাৎ হইবার কথা।

যে ভূমির অংশাংশের ও তাহার একং অংশে সরকারের জমার ধার্য্যের ও ভূমির অংশাংশের সম্পর্কীয় অপর সকল বিষয়ের নিষ্পত্তির অর্থে এক জন মধ্যস্থ কিম্বা ততোধিক জনকে আদরণ করে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই মজমুনেই এক আরজী এক জন মধ্যস্থাদরণ হইলে সেই মধ্যস্থের নামনির্দ্দেশনে ও দুই জন মধ্যস্থ কিম্বা ততোধিক জন আদরণ হইলে সেই মধ্যস্থদিগের এবং এক জন আমীন ঠাহরাইয়া তাহারো নাম লিখিয়া চারি জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেয় এমতে আরজী দিলে পর সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে সরকারের আমীনকে হুকুম দেন্ যে মধ্যস্থাদরণী নিয়মপত্র এতাবতা সালিসী একরারনামা সেই অধিকারিদিগের স্থানে লেখাইয়া লয় আর সেই অধিকারিদিগের উচিত যে আবশ্যক সকল হিসাবকিতাব মধ্যস্থকে দর্শায় ও তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে থাকিবার বিষয়ে সেই সরকারী আমীনের নিকটে দিব্য করে কিম্বা কেবল নিয়মপত্র লিখিয়া দেয় আর কর্ত্তব্য যে মধ্যস্থদিগের দ্বারা ভূমির অংশাংশের ও সরকারের জমার ধার্য্যের এবং সেই অংশের মোতালক অপর বিষয় সমস্তই আমীনের সাক্ষাৎ ও তাহার দেখা শুনায় নিষ্পত্তি পায় এইহেতুক যে তাহা মধ্যস্থদিগের দ্বারা হুজুরের আইনসকলের অনুসারে নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত জওয়াব দিবার ভার সেই আমীনের শিরে থাকিবেক। আমীনের দেখা শুনায় অধিকারিরা কিম্বা উপরের লিখিত গতিকে তাহারদিগের মধ্যস্থেরা ভূমির অংশ ও সরকারের জমার ধার্য্য ও তাহার মোতালক অপর সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিলে পর সেই আমীনের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ১৮ ধারার লিখনক্রমে সমস্ত কাগজ পত্র ও নিদর্শন লিপি কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় তাহা দিলে পর সেই সাহেবের উচিত যে সে ভূমির অংশাংশের নিষ্পত্তি অধিকারিদিগের কিম্বা তাহারদিগের মধ্যস্থদিগের দ্বারব্যতিরেকে সরকারের তরফ আমীনের মারফতে হইলে যে মতাচরণ করিতেন সেই মতাচরণ করেন্ এবং আমীনের মারফতে জমিদারীওগয়রহের অংশের অর্থে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম এই আইনে লেখা আছে সেই সকল দাঁড়া ও হুকুম অধিকারিদিগের কিম্বা তাহারদিগের মধ্যস্থদিগের দ্বারা যে ভূমির অংশাংশ নিষ্পত্তি পায় তাহার প্রতিও চলিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২২ ধা।

অংশিগণেরা আমীনের সহায়তায় আপনারদিগের বিবেচনাক্রমে যে বাটওয়ারা করে তাহার খরচার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

৪৭। জানা কর্ত্তব্য যে আমীনের দ্বারা বাটওয়ারার বিষয় নির্ব্বাহ পাওনের খরচখরচা দিতে হইবার বিষয়ে এই আইনে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম আছে সেই সমস্ত দাঁড়া ও হুকুম উপরের লিখিত ধারানুসারে অধিকারিদিগের আপোসে কিম্বা তাহারদিগের মোকরর করা সালিসেরদিগের দ্বারা আমীনের সহকারিতাক্রমে যে ভূমির অংশাংশ নির্ব্বাহ পায় তাহার বিষয়েও খাটিবেক কিন্তু যে আমীন এমত অংশাংশকরণের ভারে নিযুক্ত হয় সে আমীন এই আইনের ১৫ ধারানুসারে আমীনের মেহনতানার নিমিত্তে যে রসুম মোকরর

হইয়াছে কেবল তাহার অর্দ্ধেক পাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২৩ ধা।

৪৮। জমিদারী কি হজুরী তালুকওগয়রহের অংশাংশ বিরুদ্ধাচরণ ও পক্ষপাত না হইতে পারিবার কারণ এমত দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইল যে যে কালে কোন জমিদরীওগয়হের অংশ করিতে হুকুম হয় সেকালের তাহার অংশ যদি দুই কিম্বা ততোধিক অংশে তুল্যতাক্রমে হয় তবে সেই সকল অংশের অংশিদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল অংশ লইবার সমাধার্থে কালেক্‌টর সাহেবের কাছারীতে গুলীবাঁট শরতী করে ও সেই গুলীবাঁট শরতী করিতে কিছু ব্যাঘাত ও বিরুদ্ধাচরণ হয় নাই এমত জওয়াব দিবার ভার সেই সাহেবের শিরে থাকিবেক অতএব ঐ দাঁড়াক্রমে জমিদারী কি তালুক অংশাংশ করিতে হইলে যদি চারি অংশে চারি২ আনা হয় কিম্বা তিন অংশে এক অংশ আট আনা ও অন্য দুই অংশ চারি ২ আনা হয় তবে জমিদারীওগয়রহের অংশ ও সরকারের জমার ধার্য্য ও অংশের মোতালক অপর সকল বিষয় নিষ্পত্তি হইলে প্রথমমতে চারি২ আনা সংখ্যার অংশের যে চারি অধিকারী হয় ও দ্বিতীয়মতে চারি২ আনা সংখ্যার অংশের যে দুই অধিকারী হয় তাহারাই আপন২ অংশ লইবার কারণ ঐ দাঁড়ামতে গুলীবাঁট শরতী করিবেক কিন্তু যদি এক২ অংশের অধিকারিরা আপোসে এমত নিষ্পত্তি করে যে অমুক২ অংশ অমুক অমুকের ভোগদখলে আসিবেক তবে তাহারদিগের উচিত যে আপনারদিগের দস্তখতে ও দুই জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে এক দরখাস্তী আরজী এই মজমুনে যে অমুক২ অংশ অমুক ব্যক্তির অধিকার নির্দ্দিষ্ট নিষ্পত্তি হইলে কালেক্‌টর সাহেবের নিকটে দেয় পশ্চাৎ সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তদনুসারে তাহারদিগের দখল দেওয়ান্ ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২৪ ধা।

ভূমির অংশ হইলে পর তাহার অধিকারিরা আপন২ অংশ লইতে যে২ গতিকে গুলী বাট শরতী করিবেক তাহার কথা।

৭ ধারা।

ভূম্যধিকারি যদি স্ত্রী হয় অথবা ভূমি খাসতহসীলে থাকে তবে যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

৪৯। যে জমিদারী কিম্বা হজুরী তালুকের অংশাংশকরণের হুকুম হয় তাহার অংশিগণের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক যদি অনুপযুক্ত জানা যায় কিম্বা কেহ অল্প বয়সের হয় অথবা অন্য যে কেহ আপন ভূমির ব্যাপার কার্য্যকরণের যোগ্যতা না রাখে তবে কালেক্‌টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সম্বাদ বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হজুরে দেন্ ও সেই সাহেবদিগের প্রতি যথেষ্ট তাকীদ আছে যে সেই অধিকার ভূমির অংশাংশের কালে এপ্রকার নালায়ক অর্থাৎ অনুপযুক্ত অংশিদিগের স্বত্বলোপ না হয় এমত সাবধান ও মনোযোগী হন্ ও যদি সাধারণ অধিকার ভূমির অধিকারিদিগের মধ্যে উপরের লিখিতমতে কএক জন অনুপযুক্ত হয় ও

অধিকার ভূমির অংশ করণের হুকুম হইলে সেই ভূমির অংশিগণের মধ্যে যাহারা অনুপযুক্ত থাকে তাহারদিগের স্বত্বাধিকারের রক্ষণার্থে বোর্ডের সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

ওসী অর্থাৎ অধ্যক্ষ রাখে তবে সেই অধ্যক্ষ এই আইনানুসারে তাহারদিগের ভূমির অংশের বিষয়ে যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা করিবেক ইতি —১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২৭ ধা।

সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারাতে যে ভূমি থাকে তাহার অংশের বিষয়ে যে দাঁড়া খাটিবেক তাহার কথা।

৫০। যে কোন জমিদারীওগয়রহ সরকারের খাসতহসীলে কিম্বা ইজারায় থাকে সে জমিদারীওগয়রহ অংশাংশকরণের হুকুম হইলে তাহার অংশাংশকরণেতে এই আইনের লিখিত যে সকল দাঁড়া ভূমির অংশের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহার যত দাঁড়া সেই জমিদারীওগয়রহের বিষয়ে চলন উচিত হইবেক তাহাই চলিবেক অতএব তাহার মালগুজারী তহসীলের কারণ সরকারের তরফ যে সকল তহসীলদার কিম্বা ইজারদার নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তলবমতে সেই জমিদারীওগয়রহের মোতালক যে কিছু হিসাবকিতাব ও অন্য২ নিদর্শনী কাগজপত্র তাহারদিগের স্থানে থাকে তাহা মৌজুদ করিয়া দেয় ও সেই জমিদারওগয়রহ অংশাংশ হইলে পর এই আইনের ৮ ধারার লিখিত দাঁড়াসকল তাহার প্রতি চলন উচিত হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২৯ ধা।

৮ ধারা।

যে ভূমির বাটওয়ারা হইতেছে তাহার সরকারের জমার তলব যাহার শিরে থাকিবে তাহা।

যাবৎ অংশহওয়া ভূমির অধিকারিরা আপন২ অংশে দখল না পায় তাবৎ সেই সমুদয় ভূমির সরকারের জমার তলব তাহারদিগের সকলের শিরে থাকিবার কথা।

৫১। যে কোন জমিদারীওগয়রহের জমা আদায়ের করারদাদ তাহার সকল অধিকারিদিগের সহিত হইয়া থাকে এই আইনানুসারে সেই জমিদারীওগয়রহের অংশাংশকরণের হুকুম হইলে যাবৎ তাহার অংশের বিষয় সমুদয় নিষ্পত্তি হইয়া এক২ অংশের অধিকারিরা আপন২ অংশে দখল না পায় তাবৎ সেই জমিদারীওগয়রহ সাধারণ জমিদারীসকলের অধিকারিদিগের তরফহইতে যে সরবরাহকার মোকরর হয় তাহার এতমামে থাকিবেক এবং ইহার পর যে২ প্রকারের প্রসঙ্গ লেখা যাইবেক তাহাছাড়া সেই জমিদারীওগয়রহ সমুদয়ের উপরেই সরকারের জমার তলব সঙ্গত রহিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ২৮ ধা।

অবিভক্ত জমিদারী এবং ক্রোককরা জমিদারী কেবল বৎসরের শেষ হইলে নীলাম করা যাইবার কথা।

৫২। অবিভক্ত ভূমি বাটওয়ারা অর্থাৎ বিভাগের সময়ে তাহাতে যে বাকী পড়ে তাহার নিমিত্তে যে বৎসরেতে ঐ বাকী পড়ে সেই বৎসরের শেষপর্য্যন্ত ঐ ভূমি নীলামের যোগ্য হইবেক না ঐ মতে যে ভূমি আদালতের হুকুমমতে ক্রোক করা যায় সেই ক্রোক থাকনের সময়েতে তাহাতে যে বাকী পড়ে তৎপ্রযুক্ত সেই ভূমি সেই বৎসরের শেষ না হইলে নীলামের যোগ্য হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৯ ধারা ।

বাটওয়ারার রেজিষ্টরী ।

৫৩। জানা কর্ত্তব্য* যে এই আইন জারী হইলে পর যে সকল বাটওয়ারা মঞ্জুর হয় ইঙ্গরেজী ভাষা ও অক্ষরেতে তাহা রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবেক ও সেই বহীতে জমিদারীর ও প্রত্যেক অধিকারির নাম ও তাহার জমা বাটওয়ারা আরম্ভের সময়ে যে প্রকার ছিল এবং ভিন্নং হিস্যার ও তাহার অধিকারিদিগের নাম ও তাহার যে জমা বাটওয়ারা মঞ্জুরহওনের পর স্বতন্ত্রং অংশেতে নির্দ্ধার্য্য হয় ঐ বাটওয়ারা মঞ্জুরহওনের তারিখসহিতে লেখা যাইবেক আর যদি বাটওয়ারা মঞ্জুরহওনের তারিখ অবধি দশ বৎসরের মধ্যে ঐ সকল বাটওয়ারাহওয়া হিস্যার কোন হিস্যাতে বাকী পড়ে ও বাকী আদায়ের কারণ তাহা বিক্রয় করা আবশ্যক বোধ হয় এমতে কালেক্টর সাহেবের উচিত ও তাঁহার প্রতি হুকুম আছে যে বাটওয়ারাহওনের সময়ে জমার ধার্য্যকরণেতে কারসাজী কিচুক ভুল হইয়াছে কি না ইহা বুঝা যাইবার নিমিত্তে যথাসাধ্যে বাকী পড়নের হেতু ও কারণের যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করেন্ আর বাকী পড়নের কারণ কোন প্রকারে প্রকাশ পায় কর্ত্তব্য যে তাহার কৈফিয়ৎ সমস্ত বৃত্তান্তসম্বলিত যে বোর্ডের হুকুমমতের তাবে হয় তথাকার সাহেবদিগের হুজুরে লিখিয়া পাঠান যে ঐ সাহেবেরা সে কৈফিয়তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এমত বিবেচনা ও প্রবিধান করেন্ যে পুনর্ব্বার যে প্রত্যেক হিস্যা আসল জমিদারীর অংশাংশক্রমে বিভক্ত হইয়াছে নূতন করিয়া তাহার জমার ধার্য্যকরণার্থে হুকুম দিবার অনুমতি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে লওয়া বিহিত কি না ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৩১ ধা।

সমস্ত বাটওয়ারা মঞ্জুর হইয়া রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবার কথা।

অযথার্থ জমা ধার্য্যহওনেতে দশ বৎসরের মধ্যে ভূমিতে বাকী পড়িলে তাহা আদায়ের নিমিত্তে ভূমি বিক্রয় করা আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেবেরা তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ডে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

১০ ধারা ।

বাটওয়ারার পর কারসাজীক্রমে দখল দেওনের ব্যাঘাত না হওনের বিধান ।

৫৪। যাহাতে অনেক অংশির স্বত্ব সম্মিলিত থাকে এমত সাধারণ জমিদারীর যে অংশিগণ আপনারদিগের হিস্যা খারিজ করিয়া লইবার অধিকার রাখে তাহারদিগকে তাহারদিগের হিস্যাতে দখল দেওয়াইবার বিষয়ে কারসাজী অর্থাৎ চক্রান্তক্রমে কোন প্রকার ব্যাঘাত ও বিলম্ব না হইতে পারিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যদি বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের চিত্তে এমত লয় যে জমিদারী ভোগদখলকরণিয়া কোন ব্যক্তি কিম্বা ততোধিক জনের ব্যাঘাত জন্মানক্রমে আমীনের সনন্দের লিখিত প্রথম মিয়াদের মধ্যে বাটওয়ারাকরা সমাপ্ত হইল না

জমিদারীর বাটওয়ারা হওনের বিষয়ে তাহার অংশিগণের কারসাজীক্রমে সর্ব্বপ্রকারে বিলম্ব ও ব্যাঘাতের নিবারণের দাঁড়ার কথা।

* এ অধ্যায়ের শেষ দেখ।

কি হইতে পারিবেক না এমতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে অংশী আপন হিস্যার প্রতি ভোগবান না থাকে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্যের দ্বারা তাহার দরখাস্ত উপস্থিত হইলে তাহার মতে এমত হুকুম দেন্ যে বাটওয়ারা হইলে পর ঐ অংশির শিরে জমার যত টাকা প্রকৃত দেনা হইবেক ও এ জমা সমস্ত রকমওয়ারী হিস্যাতে স্পষ্টও প্রকাশ থাকিবেক ও তাহার উপর শতকরা অধিক কুড়ি টাকা এতাবতা মালিকানার অর্থে শতকরা ১০ দশ টাকা ও তহসীলের খরচার নিমিত্তে শতকরা ১০দশ টাকা যথার্থ তদন্তক্রমে জমিদারীর যত ভূমির উৎপন্নহইতে আদায় হইতে পারে ও ইহার অধিক না হয় তত ভূমিতে ঐ অধিকারিকে তৎক্ষণাৎ দখল দেওয়া যায় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ভূমির বিষয়ে এই বন্দোবস্ত পুরা বুঝা যাইবেক না বরং যে ভূমি ঐ অংশিকে দেওয়া গেল তাহার উৎপন্নের সংখ্যাতে উত্তরকাল কখন সম্যক্ জমিদারীর উৎপন্নের দৃষ্টে কিছু কমী বেশী প্রকাশ হইলে তাহার ও জমিদারী বাটওয়ারা হইলে পর হিস্যার মালিয়ত অর্থাৎ মূল্যের বিষয়ি আর২ সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে মামুলমতে অর্থাৎ পূর্ব্বাবধি যেমত রীতি থাকে সেই মতানুসারে ঐ জমিদারীর বাটওয়ারা হয় যে ঐ বাটওয়ারা হইলে পর সমস্ত ভিন্ন২ অংশির সহিত তাহারদিগের প্রত্যেকের প্রকৃত যত টাকা জমা দিতে হইবেক তাহার মোতাবেক ভূমির নিরূপণহওন সর্ব্বপ্রকারে এই আইনের ৭ ও ৮ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৩২ ধা।

১১ ধারা।

বোর্ডের কার্য্য।

বহালী আইনসকলের হুকুম চলিবার ও নূতন আইন তৈয়ার হইবার মতের কথা।

৫৫। বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা এই আইনানুসারে কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করিবেন ও আর২ সমস্ত কর্ম্মাদির নির্ব্বাহ আলাহিদা যে সকল হুকুম দফা২ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে প্রকাশ হয় তদনুসারে করিবেন আর যদি বুঝেন্ যে কোন বিষয়ের উপায় হজুরের নির্দ্ধারিত আইনের কোন আইনেতে লেখা যায় নাই তবে কর্ত্তব্য যে সে বিষয়ের হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর হইতে চাহেন ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৩৫ ধা।

১২ ধারা।

দত্ত দেশে বাটওয়ারার বিষয়ে বিশেষ বিধান।

৫৬ [ইং লাং ৭২ তরজ্জমা হয় নাই।]

১৩ ধারা।

জমিদারীর বাটওয়ারা কিম্বা একশামিল করণের রেজিষ্টরীর রসুম।

৭৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২১ একবিংশতি ও ১৭৯৫ সালের ৩০ ত্রিংশৎ আইনের অনুসারে এদেশীয় অক্ষর ও ভাষায় সরকারের মালগুজারীর মোতালক দস্তুরসকল রাখিবার জন্যে যে মুজমিলনবীসী সিরিস্তা নির্দ্দিষ্ট ও তাহার আমলা নিযুক্ত হইয়াছে তৎপ্রসাদাৎ ভূম্যধিকারিগণের অধিকার ভূমির স্বত্বাধিকারের প্রতি আঘাত ও প্রবঞ্চনা হইবার পথ রোধ হইয়াছে অতএব যাহারা তাহার ফলপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহারদিগের অধিকারভূমি সে সিরিশ্তায় লেখা যায় তাহারদিগের উপর কিছু খরচা চড়ান উচিত জানিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইল জানিবেন যে এ আইন সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের জিলা ও শহরসকলে পঁহুছিলে পর এ হুকুমমতে কার্য্য হইবেক ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ১ ধা।

হেতুবাদ।

৭৪। কালেক্টর সাহেবেরা সকর কি নিষ্কর অধিকারভূমি অংশ ও শামিল হইবার কৈফিয়ৎ লিখিবার বিষয়ের রসুম নীচের লিখিত বেওরাক্রমে লইবেন।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ১ প্র।

অধিকার অংশ ও শামিল হইবার কৈফিয়ৎ লিখিবার রসুম লইবার মতের কথা।

৭৫। কোন সকর অধিকার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ পঞ্চবিংশতি ও ১৭৯৫ সালের ২৬ ষড়বিংশতি আইনের অনুসারে অংশ কিম্বা শামিল হইলে তাহার যত ভূমি অংশ হইয়া নামান্তরে যায় অথবা যত ভূমি স্বনাম ছাড়িয়া নামান্তরের শামিলে আইসে তত ভূমির সালিয়ানা জমার উপর শতকরা ।০ চারি আনার হারে।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ২ প্র।

সকর অধিকার অংশ ও শামিল হইবার বিষয়ের রসুমের মতের কথা।

৭৬। কোন নিষ্কর ভূমি অংশ হইলে কিম্বা কোন সনন্দের লিখিত ভূমির মধ্যের কিছু ভূমি পূর্ব্বে বিভাগ হইয়া পুনরায় তৎশামিলে আসিলে তাহার যত ভূমি অংশ হইয়া নামান্তরে যায় কিম্বা স্বনাম ছাড়িয়া নামান্তরের শামিলে আইসে তত ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর শতকরা ২৷।০ আড়াই টাকার হারে ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

নিষ্কর ভূমি অংশ ও শামিল হইবার বিষয়ের রসুমের মতের কথা।

৭৭। কালেক্টর সাহেবেরা বিক্রয় কিম্বা দান অথবা প্রকারান্তরে কোন সকর কিম্বা নিষ্কর অধিকার ভূমিসমুদয় অথবা তাহার মধ্যের কিছু হস্তান্তর হইলে তাহার কৈফিয়ৎ লিখিবার বিষয়ের রসুম

অধিকার হস্তান্তর হইবার কৈফিয়ৎ লিখিবার রসুম

লইবার মতের কথা।

নীচের খিলিত বেওরাক্রমে লইবেন।— ১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

সকর অধিকার হস্তান্তর হইবার বিষয়ের রসুমের মতের কথা।

৭৮। কোন সকর অধিকার হস্তান্তর হইলে তাহার যত ভূমি হস্তান্তর হয় তত ভূমির সালিয়ানা জমার উপর শতকরা চারি আনার হারে।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

নিষ্কর ভূমি হস্তান্তর হইবার বিষয়ের রসুমের মতের কথা।

৭৯। কোন নিষ্করভূমি হস্তান্তর হইলে যত ভূমি হস্তান্তরে যায় তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকার হারে ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ৩প্র।

সালিয়ানা জমা শব্দের ব্যুৎপত্তির কথা।

৮০। জানিবেন যে এ আইনের যথায় সালিয়ানা জমা শব্দ লেখা যায় তাহার অর্থ এই যে যে বৎসর যে অধিকার অংশ কিম্বা শামিল অথবা হস্তান্তর হয় ও তাহার কৈফিয়ৎ লেখা যায় সেই বৎসরের মোকররী বন্দোবস্তের অনুসারে তাহার যে রাজস্বের ধার্য্য পড়ে তাহাকেই সালিয়ানা জমা জ্ঞান করিতে হইবেক। তাহাতে যদি সে অধিকার ইজারা হয় তবে ইজারদারের কবুলিয়তের লিখিত জমা দৃষ্টে ও সে অধিকারের বন্দোবস্ত তাহার অধিকারি কিম্বা ইজারদারের সহিত না হইলে তাহার আটসাটা উৎপন্নক্রমে ধরিতে হইবেক। আর এ আইনের যে স্থানে সাম্বৎসরিক উৎপন্ন শব্দ লেখা যায় তাহার বেওরা এই যে যে বৎসর উপরের লিখিত নিষ্কর ভূমি অংশ কিম্বা শামিল অথবা হস্তান্তর হয় ও তাহার কৈফিয়ৎ লেখা যায় তাহার পূর্ব্ব বৎসরে সে ভূমির অধিকারী কিম্বা ভোগবানকে যত রাজস্ব অর্শিয়া থাকে কিম্বা অর্শে সেই মোটের উপর ঠাহরিবার দায় রাখে। ইহাতে যাহার স্থানে সে ভূমির উৎপন্নের হকীকৎ থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে সে হকীকৎ কালেক্টর সাহেবের লিখিত তলবমতে দাখিল করে। যদি এতদ্বিষয়ে সে সাহেবের হুকুম না মানে তবে সে সে হকীকৎ দাখিল না করিবাপর্য্যন্ত দিনপ্রতি যে হারে দণ্ড বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সে লোকের সময় ও শক্তি দৃষ্টে নির্ণয় করেন্ তাহা তাহার দেওয়া উচিত হইবেক ইতি।— ১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ৪ ধা।

সাম্বৎসরিক উৎপন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তির কথা।

এই ধারার লিখিত হকীকৎ মিলিবার মতের কথা।

কালেক্টর সাহেবের হুকুম না মানিলে দণ্ডের কথা।

রসুম ও দণ্ড উসুলের মতের কথা।

৮১। এই আইনের লিখিত রসুম ও দণ্ড কালেক্টর সাহেবের তলবমতে দিবেক নতুবা তাহা মালগুজারীর বাকী আদায় করিবার মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ৫ ধা।

শত মুদ্রার অধিক রসুম লইতে না পারিবার কথা।

৮২। এই আইনের অনুসারে কাহারো স্থানে সকর কিম্বা নিষ্কর কোন অধিকারসমুদয় কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ অংশ অথবা শামিল কিম্বা হস্তান্তর হইতে লাগিলে তাহাতে সিক্কা ১০০ একশত টাকার অধিক রসুম লওয়া যাইবেক না। ইহাতে যদি উপরের লিখিত বেওরাক্রমে কোন সকর কিম্বা নিষ্কর অধিকারভূমি অংশ

কিম্বা শামিল অথবা হস্তান্তর হইবার কৈফিয়ৎ লিখিবার বিষয়ের রসুম পূর্ব্ব প্রস্তাবিত হারে সিক্কা একশত টাকার অতিরিক্ত হয় তথাচ কর্ত্তব্য নহে যে একশত টাকার অধিক তলব করেন্ কিম্বা লন্ ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।

২ ধারাক্রমে রসুম যাহার২ স্থানে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৮৩। সকর অধিকার অংশ ও শামিল হইবার বিষয়ের যে রসুম এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে লইতে হয় তাহা কৈফিয়ৎ লিখিবার কালে লইতে হইবেক ইহাতে যে সুবায় সে অধিকার থাকে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ পঞ্চবিংশতি ও ১৭৯৫ সালের ২৬ ষড়বিংশতি আইনের অনুসারে অংশ হইবার খরচা যাহার২ উপর চাহরে তাহার২ স্থানেই সেই রসুম লওয়া যাইবেক। আর যদি অংশ কিম্বা শামিলহওয়া ভূমি নিষ্কর হয় তবে যাহারদিগের নামেসে ভূমি লেখা যায় তাহারদিগের জমাজাতের অংশ দৃষ্টে তাহার রসুম লইতে হইবেক ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ৭ ধা।

৩ ধারার অনুসারে রসুম যাহার স্থানে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৮৪। ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে ভূমি বিক্রয় কিম্বা দান অথবা প্রকারান্তরে হস্তান্তর হইবার বিষয়ের রসুম যাহার নামে সে ভূমি চলে তাহার স্থানে সে ভূমির কৈফিয়ৎ এস্তেকালী অর্থাৎ খারিজদাখিলী বহীতে লিখিবার সময়ে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ৮ ধা।

রসুম সরকারে দাখিল করিবার ও তাহার রসীদ দিবার কথা।

৮৫। কালেক্টর সাহেবেরা এই আইনের অনুসারে যত রসুম উসুল করেন্ তাহা সরকারে দাখিল করিবেন ও ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যাহারদিগের স্থানে রসুম পান্ তাহারদিগেরে তাহার রসীদ দেন্ ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৫ আ। ৯ ধা।

মঞ্জুরহওয়া বাটওয়ারার রেজিষ্টরী বহী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩১ ধারার হুকুমমতে ইঙ্গরেজী অক্ষর ও ভাষাতে ও এদেশীয় চলন ভাষা ও অক্ষরেতে কালেক্টরী ও বোর্ডের সিরিশ্তাতে রাখা যাইবেক।

নং ১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জমিদারী কিম্বা হজুরী তালুকের নাম	অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের নাম	পরগনার সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	ভূমির সংখ্যা	জমিদারীর জমা	রকমওয়ারী হিস্যা	অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের নাম	পরগনার সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	ভূমির সংখ্যা	একং কিস্মতের জমা	বাটওয়ারা মঞ্জুরীর তারিখ

১ প্রথম বালম সমাপ্ত।